বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।

(উত্তর ভারত)

চরিত্রগঠন ও ঋদ্ধি প্রণেতা এবং সটীক, সচিত্র

মেঘনাদবধকাব্য সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২২।

মূল্য ৩্ টাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার শ্রীঅধরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"

স্বজাতি-গৌরব-প্রয়াসী নরনারীর করকমলে

বিনীত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

পরম শ্রদ্ধাভরে

অর্পিত হইল।

"আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি—"

—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্রকাশকের নিবেদন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসী পত্রে প্রিয় সুহৃদ্ জ্ঞানেন্দ্রবাবুর "প্রবাসী বাঙ্গালী" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৎপ্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে দিন পঞ্জিকার ন্যায় ঐ প্রবন্ধগুলি রক্ষা করিতে প্রবল বাসনা জন্মে। তৎপরে উত্তরভারত পরিভ্রমণ করিয়া যখন আমি এলাহাবাদে উক্ত বন্ধুবরের নিকট উপস্থিত হই তখন তাঁহাকে আমার বাসনার কথা জ্ঞাপন করতঃ প্রবন্ধগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করি; কিন্তু সে সময় সে প্রস্তাব সফল হয় নাই। পরে বন্ধুবর কলিকাতায় আগমন করিলে আবার তাঁহাকে ঐ বিষয়ের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা হয়। এবার পুরাতন বন্ধুর আবদার উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রদান পূর্ব্বক আমাকে উহা প্রকাশের অধিকার দেন। তদনুসারে বর্ষাধিককালের চেষ্টায়—বহু অর্থব্যয়ে অদ্য "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থ বিধাতার ইচ্ছায় প্রকাশিত হইল। ইহাতে যে সকল হাফটোন্ চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে কতিপয় অপূর্ব্ব প্রকাশিত দুর্লভ প্রতিকৃতি ব্যতীত প্রায় সমস্ত ব্লকই শ্রদ্ধাভাজন প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় স্বীয় উদারতাগুণে গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। গ্রন্থকারের প্রতিকৃতিখানি তাঁহার ৯ বৎসর পূর্ব্বের প্রবাস ভ্রমণকালে হিমালয়ে গৃহীত অনুলিপি। গ্রন্থকার মহাশয়ের একান্ত অবকাশাভাববশতঃ প্রুফ্ সংশোধনের ভার অনধিকারী আমার উপরেই অর্পিত হয়। যথাশক্তি সতর্কতাসত্ত্বেও মুদ্রাকর প্রমাদের হস্ত এড়াইতে পারা যায় নাই। সহৃদয় পাঠকগণ এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

শেষ কথা, গ্রন্থখানিতে জানিবার এবং বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র বুঝিবার মত অনেক বিষয় আছে। ইহাকে একাধারে বাঙ্গালীজাতির জীবনী ও ইতিহাসের উপক্রমণিকা বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশের বাহিরে আমাদেরই আপন জন কে কোথায় কি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা জানিতে কাহার না বাসনা হয়? আমাদের সেই বাসনা পূরণ জন্য জ্ঞানেন্দ্রবাবু বহু বর্ষ ব্যাপিয়া অনুসন্ধান, অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই অদ্য সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিতে সমর্থ হওয়ায় আমি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি। গ্রন্থখানিকে শ্রীসম্পন্ন করিতে যত্নের ত্রুটী করি নাই। বিষয় গৌরব ও আকার অলঙ্কারের তুলনায় মূল্যও যথাসম্ভব সুলভ করা গিয়াছে। এক্ষণে ইহার প্রতি বাঙ্গালীজাতির শুভদৃষ্টি পতিত হইলে আমার সকল উদ্যম সফল হয়। ১লা বৈশাখ, সন ১৩২২ সাল।

শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

সন ১৩০৮ সালের বৈশাখে বঙ্গের প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র "প্রবাসী" এলাহাবাদ হইতে প্রথম বাহির হয়। ইহার প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, মহাশয় ঐ বৎসর প্রবাসীর আষাঢ় সংখ্যায় "প্রবাসী পদক" নামে একটী বিজ্ঞাপন বাহির করেন। তাহাতে ছিল,—"(ক) বিহারে বাঙ্গালী, (খ) উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবে বাঙ্গালী, (গ) মধ্যভারতে বাঙ্গালী এবং (ঘ) ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী এই চারিটী বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য চারিটী পদক দেওয়া যাইবে।" বিজ্ঞাপনে প্রবন্ধ লিখিবার নিয়মাবলীও মুদ্রিত ছিল, এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমি (খ) চিহ্নিত বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখি। উহা পদকের যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় আমায় একটী সুবর্ণ পদক দান করেন। যথাসময়ে সে সংবাদ ও প্রবন্ধ "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনী এবং ঐতিহাসিক ও ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ পত্রাদি পাঠ এবং স্থানীয় অনুসন্ধান করিবার কালে, প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাস যে বহু প্রাচীন ও বিস্তীর্ণ তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করি। নানাকারণে ইহাও বুঝিতে পারি যে বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস এবং বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি কাহিনী বাঙ্গালী দ্বারাই রক্ষিত হইবে। অপর কেহ তজ্জন্য মাথা ঘামাইবে না। এই সময় বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "প্রবাসী"কে লক্ষ্য করিয়া লেখেন;—"বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই, সুতরাং বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকাহিনী সাধারণে সুপরিচিত নহে। বর্ত্তমানযুগে বাঙ্গালী নানাদেশে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা প্রবাসী তাহারা ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার ব্যবহার জড়িত হইয়াও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া কত ভাবে আত্মপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে, এত দিনের পর তাহার কাহিনী সঙ্কলিত হইবার উপায় হইল।" অতঃপর ঐ পত্রিকায় প্রবাসী বাঙ্গালী সম্বন্ধে আমার কয়েকটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—" * * প্রবাসী কে কোথায়

কি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার তথ্য সংগ্রহ করিয়া আপনি বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিতেছেন, উহা ভবিষ্যতের ইতিহাসের উপকারে আসিবে। তজ্জন্য আমি আপনার প্রবন্ধগুলি সর্ব্বদা পাঠ করিয়া থাকি। * *।" আমি অদ্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভরে স্বীকার করিতেছি যে সহৃদয় মৈত্রেয় মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য এবং এই পত্র আমার উৎসাহবর্দ্ধনে এবং উদ্দেশ্য সাধন পথে অল্প সহায়তা করে নাই। ইহা আজ প্রায় তের বৎসরের কথা। তখন হইতে আমি পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পত্রাদি (Archæological Reports) গেজেটীয়র (Gazetteer), সেন্সস্ রিপোর্ট (Census Reports) গবর্ণমেণ্টের শাসন বিবরণী (Departmental Reports) প্রভৃতির মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। এই বিষয়ে এলাহাবাদস্থ "থর্নহিল মেন মেমোরিয়াল লাইব্রেরী" নামক ভারতবর্ষের মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট ও সুবৃহৎ লাইব্রেরী এবং হিন্দু সাহিত্য প্রচার কার্য্যের প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের গৃহপুস্তকাগারই আমার প্রধান সহায় হইয়াছিল। উক্ত পাব্লিক লাইব্রেরীর তৎকালীন সেক্রেটরী মহোদয় আমায় সরকারী গ্রন্থপত্রাদি (Government Publications) গৃহে আনিয়া পাঠ করিবার বিশেষ অধিকার (Special Privilege) দান করিয়াছিলেন এবং মেজর বসু মহোদয়ের অমূল্য গ্রন্থভাণ্ডারে আমার অবারিতদ্বার ছিল। এলাহাবাদ বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী সভা এবং প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য মন্দির হইতেও যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন প্রদেশের পুরাতন সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদি পড়িয়া এবং নানা প্রশ্ন সম্বলিত পত্র ছাপাইয়া তদ্দ্বারা নানাস্থানের অভিজ্ঞগণের নিকট হইতে উত্তর আনাইয়া এবং বহু স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তথাকার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। গত ২২।২৩ বৎসর প্রবাসবাসের মধ্যে কর্ম্মসূত্রে আমায় ভারতের বহু স্থানে যাইতে হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের এমন জেলা নাই যথায় আমায় মধ্যে মধ্যে যাইতে হয় নাই এবং জেলার মধ্যে প্রায়ই এমন নগর ও গণ্ড-গ্রাম নাই যাহার ভিতর দিয়া আমি যাই নাই। কার্য্যবশে প্রদেশান্তরে যাইতে হইলেও আমার ভ্রমণ সাধারণতঃ হিমালয় হইতে মোগলসরাই এবং ঝান্সী ললিতপুর হইতে নেপালতারাই পর্য্যন্ত অর্থাৎ অযোধ্যার দ্বাদশটী ও আগ্রা প্রদেশের পঁয়ত্রিশটী জেলায় বদ্ধ ছিল। যেখানেই গিয়াছি তথায় বাঙ্গালী আছেন কিনা, কি ভাবে

আছেন, কোন্ সময় হইতে কি সূত্রে তথায় আবির্ভূত হইয়াছেন, জন্মস্থানের সহিত তাঁহারা কিরূপ সম্বন্ধ রাখিয়াছেন প্রবাসে তাঁহাদের জাতীয় অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কীর্ত্তি কি কি ছিল এবং আজিও বিদ্যমান আছে, তাহা আমার ক্ষুদ্র শক্তি কিন্তু প্রবল আশা ও কৌতূহল লইয়া যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়াছি। সুতরাং প্রবাসী বাঙ্গালীর তথ্য সংগ্রহের পরিসর সুবর্ণপদক প্রাপ্ত "উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙ্গালী" প্রবন্ধের সীমা অতিক্রম করিয়া বঙ্গের বাহিরে সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরে সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। আজ প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া উক্ত মাসিক পত্রে "প্রবাসী বাঙ্গালী" "বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য" "প্রবাসে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি" প্রবাসী "বাঙ্গালীর কথা" "বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বাঙ্গালী" "রাজপুতানায় বাঙ্গালী" "কাশ্মীরে বাঙ্গালী" প্রভৃতি নাম দিয়া বঙ্গের বাহিরে যে "বৃহদ্বঙ্গ" গঠিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার ইতিহাস প্রকাশ করিতেছি। তাহারই প্রথম খণ্ড—"উত্তরভারত" অদ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। ইহাতে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে তন্মধ্যে অসম্পূর্ণতা এবং ধারাবাহিক শৃঙ্খলাভাবই সর্ব্বপ্রধান। গ্রন্থের কলেবর বৃহৎ এবং কাহিনীও অনেক সংগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন অনেক স্থান আছে যথায় অনুসন্ধান করিবার সময় ও সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই, এমন অনেক কৃতী বঙ্গসন্তান ছিলেন এবং এখনও বিদ্যমান আছেন যাঁহাদের জীবনী গ্রন্থগত করা উচিত ছিল কিন্তু তথ্য সংগ্রহ করিতে না পারায় অথবা উপকরণ প্রাপ্ত না হওয়ায় পত্রস্থ করা হয় নাই। অসম্পূর্ণতার ইহা একটী কারণ এবং দেশের ও জাতির ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবই উক্ত শৃঙ্খলাভাবের প্রধান কারণ। রামায়ণ মহাভারতের যুগ হইতে বাঙ্গালীর উপনিবেশের, সামরিক অভিযানের, বাণিজ্য যাত্রার এবং বিদেশে বাঙ্গালীর জাতীয় কীর্ত্তি স্থাপনের ইতিহাসে যে যে স্থানের শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া আছে, কল্পনার সাহায্যে তাহা সংলগ্ন করিতে চেষ্টা করিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যদিই বা বঙ্গের ন্যায় কোন প্রাচীন দেশের বৈচিত্র্যময় সুদীর্ঘ ইতিহাসের কয়েক পরিচ্ছেদ বা পৃষ্ঠার উপকরণ না পাওয়াই যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? এই যে যীশু খৃষ্টের জীবনে কয়েক বৎসরের একটা প্রহেলিকা পড়িয়া আছে, যাহার কাহিনী আজিও পাওয়া যায় নাই তাহাতে কি মহাত্মার অমূল্য জীবনের সার্থকতা

নষ্ট হইয়াছে ? আজ আমরা আমাদের ঘরের বাহিরের এইরূপ অসম্পূর্ণ ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিলাম। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কথা "ঠান্‌দিদির রূপকথা" নহে; ইহা ইতিহাস। ইহাতে কল্পনার সাহায্য লওয়া হয় নাই। ইহাতে যতদূর সাধ্য সমসাময়িক গ্রন্থ পত্র, প্রসিদ্ধ ইতিহাস ও জীবনী হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে কিন্তু যাঁহারা ইহাতে কেবল বাঙ্গালীর অলৌকিক কীর্ত্তিকাহিনী পাঠ করিবার আশা রাখেন এবং বৈদেশিক ইতিহাসের প্রমাণ ব্যতীত কিছুই গ্রাহ্য করেন না অথবা কিম্বদন্তী বা জনশ্রুতির উপর আদৌ আস্থা রাখেন না তাঁহারা মধ্যে মধ্যে নিরাশ হইবেন সন্দেহ নাই; পক্ষান্তরে যাঁহারা স্বদেশীয় গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করেন এবং উজ্জ্বল অতীত হইতে ভবিষ্যতে আশার আলোক দেখিতে পান তাঁহারা আশান্বিত হইবেন। বিষয়টী যেরূপ গুরুতর তাহাতে এ কার্য্য যে এক ব্যক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিলেও ইহাতে ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা আছে। সেই কারণেই "প্রবাসীর" সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় বর্ষের প্রবাসীতে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটী প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'প্রবাসীতে' প্রবাসী বাঙ্গালিগণের যে বৃত্তান্ত লিখিতে-ছেন তজ্জন্য তাঁহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টী এরূপ যে প্রভূত পরিশ্রম করিলেও এই বৃত্তান্তে অনেক অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা। যদি "প্রবাসীর" পাঠকগণ এই সকল ত্রুটি নির্দ্দেশ করিয়া বৃত্তান্তটিকে নির্ভুল ও সম্পূর্ণ করিবার পক্ষে আমাদের সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব।" ইহার পর হইতে যে সকল ভ্রম আমায় প্রদর্শন করা হইয়াছে বর্ত্তমান গ্রন্থে সে সকল সংশোধন করিয়া দিয়াছি। অতঃপর যাঁহারা কৃপা করিয়া এই পুস্তককে নির্ভুল দেখিবার জন্য ইহার অন্তর্গত ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিবেন তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

এ পর্য্যন্ত প্রবাসী পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল মাত্র তাহাই এক্ষণে গ্রন্থবদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম এবং রচনাগুলি সংক্ষেপ করিয়া গ্রন্থখানি আরও দুই এক বৎসর পরে প্রকাশ করিবার আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আমার প্রকাশক বন্ধু শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমার সম্পূর্ণ অবকাশহীনতা সত্ত্বেও প্রথম খণ্ড (উত্তর ভারতাংশ) প্রকাশ

করিতে হইল। এই খণ্ডের অন্তর্গত মুদ্রিত অংশ ব্যতীত ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনাগুলিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রুফ দেখিবার এবং সংক্ষেপ করিবার সময়াভাবে যে সকল ত্রুটি অনিবার্য্য তাহাও ঘটিয়াছে। আশা করি গ্রন্থকারের অবস্থা ও বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ ত্রুটি সমূহ মার্জ্জনা করিবেন।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর উপনিবেশ ও প্রবাস-কাহিনী বিষয়ে এ পর্য্যন্ত আমি যে সকল শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং সহৃদয় স্বদেশবাসীর সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ করা একপ্রকার অসম্ভব। তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটই আমি চিরঋণী রহিলাম। কিন্তু প্রথম হইতে অদ্যাবধি যাঁহারা এই কার্য্যে আমায় উৎসাহ ও সহায়তা দান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান, প্রবাসীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ; হিন্দু সাহিত্য প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক মেজর বামনদাস বসু, আই, এম, এস; বারানসী সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক নীলকমল ভট্টাচার্য্য এম, এ; এলাহাবাদ "Scientific Instrument Company"র সুযোগ্য অধ্যক্ষ রাসায়নিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, এবং জয়পুর রাজ্যের প্রথম সহকারী হেল্‌থ অফিসর এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাস এল, এম, এস, মহোদয়গণের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় অল্প কয়েকখানি ব্যতীত সমস্ত হাফটোন্ ব্লকই এই গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিয়া আমায় এবং প্রকাশককে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুগ্রহ লাভ না করিলে একখণ্ডে এতগুলি চিত্র সন্নিবেশিত করা কখনই সম্ভবপর হইত না। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দাস মহাশয় বিলক্ষণ শ্রমস্বীকার করতঃ এই পুস্তকের বিস্তারিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমায় পরম অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহার নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

এক্ষণে যাঁহাদের করে "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" সাদরে ও শ্রদ্ধাভরে অর্পিত হইল তাঁহাদের মধ্যে স্বজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি হইলে এবং যে সকল চরিত্রবান্ মনস্বী বঙ্গসন্তানের জীবনী ইহাতে সন্নিবেশিত হইল, তাহা ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের পথপ্রদর্শকস্বরূপ হইলে, আমার শ্রম সার্থক হইবে।

বিনীত নিবেদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

ভূমিকা।

যে জাতির অতীত অন্ধকার, তাহার ভবিষ্যতের আশা অল্প। বাঙ্গালীর অতীতই সমধিক উজ্জ্বল। কিন্তু বঙ্গের ইতিহাস অধিকাংশ বিক্ষিপ্ত, আংশিক অজ্ঞাত ও বিস্মৃত এবং অবশিষ্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত। বঙ্গদেশের সেই নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিবার ভার লইয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি বাঙ্গালীমাত্রকেই আশ্বস্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য স্বতন্ত্র। বঙ্গের প্রাচীনত্ব; পৃথিবীর ভূপঞ্জর নির্ম্মাণযুগে ইহার অস্তিত্বাভাব; * বঙ্গে প্রথম সাঁওতাল, কোল, বাউরী, ওরাওঁ প্রভৃতি অনার্য্যজাতির বাস; মঙ্গল, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির মিশ্রণে বাঙ্গালীর উৎপত্তি; বঙ্গে আর্য্যনিবাসের আধুনিকত্ব; † আদিম সাঁওতাল, কোলদিগের

---

* ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের গণনায় পৃথিবীর ভূপঞ্জর সৃষ্ট হওয়ার যুগে (Eosene Period) হিমালয়ের তটদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র তরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। শুদ্ধ তটভাগ কেন বর্ত্তমান উচ্চতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন ছিল। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য যখন দিগ্বিজয়ার্থ গৌড়ে আসেন অর্থাৎ প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়নগর হইতে অনতিদূর পরেই সাগর তরঙ্গ প্রবাহিত হইত।—রাজতরঙ্গিনী, ৫ম তরঙ্গ। নদীয়া যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ-পরগণা এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশের তখন অস্তিত্বই ছিল না। ক্রমে ক্রমে দ্বীপ ও চরভূমিতে পরিণত হওয়ায় এ সকল স্থানের—অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ; সাগরদীয়া, কালাদীয়া, শিবচর, গোপালচর প্রভৃতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস্ নামে যে গ্রীক রাজদূত ছিলেন, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, পাটলিপুত্র (পাটনা) হইতে গঙ্গাসাগরসঙ্গম ন্যূনাধিক ৩০০ মাইল। এক্ষণে রেলপথের মাপ ৪৫০ ও হাঁটা পথে ৫০০ মাইল হইবে।—বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব (প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত)।

† হজ্‌সন্ সাহেবের (Mr. Hodgson) মতে পূর্ব্বে কোচ, চিরো, থারবার, এবং কোল (Kolarian) জাতির বাস ছিল। মিঃ লোগান (Logan) বুকানন্, (Buchanan) হ্যামিলটন্ (Hamilton) ও ডাল্টন সাহেবদিগের মত এই যে বঙ্গে আর্য্যনিবাসের পূর্ব্বে মুণ্ডা জাতির বাস ছিল। ইহারা কোলারিয়ান্ বংশোদ্ভব।—"* * * The Kolarian or Munda language is the only pre-Aryan tongue now spoken in Behar and Bengal Proper. It has been wonderfully preserved by different tribes, some massed together as the Munda, Santal and Bhumij. * * * The tribes * * * lead to the conclusion that they are the remnants of a people who, together with the Kolarian races occupied Behar and great part of Bengal proper prior to the appearance of the first Aryan invaders and as the Munda or Kol language is common to so many of the tribes who may be thus linked

দেবতা "বঙ্গ" ও দেবী "বঙ্গী" হইতে দেশের বঙ্গ * এই নাম প্রাপ্তি প্রভৃতি অর্থাৎ বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী কতকাল এবং বাঙ্গালী আর্য্য কি অনার্য্য তাহার মীমাংসার স্থান ইহা নহে। প্রাচীন স্মার্ত্তগণ, তন্ত্রকারগণ, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস প্রমুখ কবিগণ, গ্রীক ঐতিহাসিকগণ, চীনা পরিব্রাজকগণ, মধ্যযুগের মুসলমানগণ, পরবর্ত্তীযুগের যুরোপীয় পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকগণ যে বাঙ্গালীর পরিচয় দিয়াছেন, বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মজগতে যে বাঙ্গালীর দিগ্বিজয় ও উপনিবেশিকতার কথা শুনা যায়, বর্ত্তমান বাঙ্গালী সেই বাঙ্গালীর স্বজাতি কিনা, যে বাঙ্গালী আজি বিলাতের মন্ত্রিসভায় বসিয়া ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক মন্ত্রণায় যোগ দিতেছেন, যে বাঙ্গালী আজি ফ্যারাডে কেল্‌ভিনের আসনে বসিয়া নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্য শুনাইয়া বৈজ্ঞানিক য়ুরোপের বিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন, যিনি সমগ্রজগতের ধর্ম্মমহামণ্ডলীতে বাঙ্গালীর বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিয়াছেন, যে বাঙ্গালী আজি সভ্যজগতে প্রতিভার প্রতিযোগিতায় জয়মাল্য লইয়া গৃহে ফিরিতেছেন—সেই বাঙ্গালীই তিব্বতের প্রধান লামার আসন অধিকার করিয়া কোটি কোটি নরনারীর পূজ্য হইয়া গিয়াছেন কিনা, সেই বাঙ্গালীই আসমুদ্র হিমালয় স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করত কখন দিল্লী কখন কাশী এবং কখন বা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন কিনা, তাঁহাদেরই চতুরঙ্গিনী সেনা গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের বিজয়ীসেনাকে ভীত ও সমরবিমুখ করিয়াছিল কিনা, যে বঙ্গীয় নরপতিগণ রণতরীতে আরোহণ করিয়া রঘুরাজের সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং মহাবীর ভীমসেনের গতিরোধ করিতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সমবেত হইয়াছিলেন,

---

together, and as those who do not speak it can only converse in the tongue of the conquerors, it is highly probable that the Munda was at one time the spoken laguage of all Behar and Bengal."—

Dalton's Ethnology of Bengal, See. P. 125.

† যে গৌড়ীয়গণ কাশ্মীরে গিয়া গৌড়রাজ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রামস্বামীর মূর্ত্তি ও মন্দির চূর্ণ করিয়াছিল তাহারা নীলাঞ্জনের পর্ব্বত সদৃশ বলিয়া রাজতরঙ্গিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যপূর্ব্ব জাতি না হইলে গৌড়ীয় বীরগণ ওরূপ কৃষ্ণকায় হইত না।—গ্রন্থ মধ্যে কাশ্মীর অংশ দ্রষ্টব্য। বঙ্গে মোট লোকসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ হিন্দু। বঙ্গের অধিবাসীরা ৭৪টী ভাষায় কথা বলে। প্রতি ১০০০ মধ্যে ৫২৮ জন বাঙ্গালা বলে এবং উক্ত ৭৪টী ভাষার মধ্যে ১৫টী আর্য্যভাষা, ১৬টী মুণ্ডা ভাষা, ৯টী দ্রাবিড়ী এবং অবশিষ্ট ৩৪টী তিব্বত ও ব্রহ্মদেশীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত। Census Report of India—1891.

* দাসী, ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ, ১৯৬।

যাহারা পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর-সভায় রাজসূয় যজ্ঞস্থলে এবং কুরুক্ষেত্র মহাসমরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, হলায়ুধের সমসাময়িক বাঙ্গালীরা তাঁহাদেরই বংশধর কিনা, সেই বাঙ্গালীই ইন্দ্রপ্রস্থ-বিজয়ী পালরাজ্য ও পরবর্ত্তী সেনরাজ্য সংস্থাপক কিনা, তাঁহাদেরই বংশধরগণ সিংহলবিজয়ী বাঙ্গালী বিজয়সিংহ, সওদাগর চাঁদ, ধনপতি প্রভৃতি ও প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বা আধুনিক তমলুকের নাবিক ও বীরগণের স্বজাতি কিনা—এক কথায়, বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী, মহম্মদ-পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালী কিনা, তাঁহারাই আবার খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের এবং সেই বাঙ্গালীই বুদ্ধ-পূর্ব্বযুগের বাঙ্গালী কিনা আমরা তাহারও বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। সে সকল তথ্য নির্ণয়ের ভার ভূতত্ত্ববিদ্, পুরাতত্ত্ববিদ্, বর্ণ বা জাতিতত্ত্ববিদ্ এবং নরদেহ তত্ত্ববিদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া—বাঙ্গালী বলিলে জন্ম, জলবায়ু, ভাষা, সমাজ এবং সংস্কার ও প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হিসাবে যাঁহাদের বুঝায়, তাঁহাদের কথাই বলিব। তাঁহাদের অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার নিদর্শন আছে। হিন্দুস্থানী, কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, দক্ষিণী, দ্রাবিড়ী ও ভারতের বাহির হইতে আগত শক, পারসীক, পাঠান, প্রভৃতি বহুজাতি বঙ্গে আসিয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিতে করিতে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিল এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে উত্তর পশ্চিমে হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবে পঞ্জাবী, রাজপুতনায় মাড়বারী, উৎকলে উড়িয়া এবং দক্ষিণে তামিল হইয়া গিয়াছে। জয়পুরের ঝাড়খণ্ডী, কেরৌলীর গোস্বামী, সুকেত, মণ্ডী, কুলু প্রভৃতির সেন ও পাল বংশীয়গণ, কুরুক্ষেত্রের গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ, দক্ষিণে তামিলজাতির পূর্ব্বপুরুষ তমলুকের বাঙ্গালিগণ, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ, সুমাত্রা * কাম্বোডিয়া, সিংহলাদিতে † ও জাপানে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীর বংশধরগণ আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ‡ বঙ্গের বর্ত্তমান প্রধান প্রধান রাজা, রাজন্য

* " * * The Hindu Settlement of Sumatra, was almost entirely from the coast of India, and that Bengal, Orissa and Masulipatam had a large share in colonizing both Java and Cambodia."—Bombay Gazetteer, vol. i. Part I., p. 493.

† খ্রীষ্টজন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী রাজকুমার বিজয়সিংহ সিংহল জয় করিয়াছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত রাখিয়াছিলেন।—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ, ২১২ পৃষ্ঠা। ১৮৯২ অব্দের সংস্করণ।

‡ *C.f.*—"Foreign Elements in the Hindu Population" by D. R. Bhandarkar, M.A., Poona—Indian Antiquary, vol. xl., part Diii., January, 1911, Bombay.

ও জমীদার বংশের আদিপুরুষ বঙ্গের বাহির হইতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কোয়েলকোটের সূর্য্য বংশীয় রাজা সাগরের বংশধর তারাচাঁদ পাণিপথে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারই কোন বংশধর দেবীসিংহ ১৭৫৬ অব্দে বঙ্গে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। নসীপুর রাজবংশ তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। রাজা জগদীন্দ্র-নারায়ণ রায় এই বংশোদ্ভব, এই রাজবংশ-তালিকা দেখিলেই জানা যাইবে হিন্দুস্থানী নামগুলি কেমন ধীরে ধীরে বাঙ্গালী আকার ধারণ করিয়াছে। গোস্বামী সনাতন, রূপ ও বল্লভ কর্ণাট-রাজ জগদ্‌গুরুর বংশধর ছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে আসিয়া তাঁহারা উপনিবিষ্ট হন।

ত্রিপুরার রাজবংশ যযাতির পৌত্র ত্রিপুর হইতে উৎপন্ন। এই বংশের ১৩শ পুরুষের নাম ধর্ম্মাঙ্গদ, ২৮শ পুরুষের নাম ঈশ্বর ফা, ৫২ তমের নাম উতঙ্গফণী, ৯৫ তমের নাম, সংখ্যা চাগ। কিন্তু ১৩০তম পুরুষের নাম চন্দ্রমণি। তাঁহার প্রপৌত্র রামগঙ্গা মাণিক্য, তৎপুত্র কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য, তাঁহার ৯ পুত্র,—ঈশানচন্দ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্রধ্বজ, নীলকৃষ্ণ, বীরচন্দ্র, মাধবচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও যাদবচন্দ্র মাণিক্য। পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের আদিপুরুষদিগের মধ্যে বিভু, হলায়ূধ, পোষো, বিত্তাধর, নোথো, প্রহর্ষ প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। শুষঙ্গের রাজ-বংশের আদিপুরুষ শঙ্কর ঠাকুর। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। শ্রীপতি কুঁয়র, রামসিং প্রভৃতি নামের পর এই বংশে এক্ষণে বিশ্বনাথ, প্রাণকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হইতেছে। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ও চোরবাগানের বিখ্যাত মল্লিকবংশের আদিপুরুষের নাম ছিল মাটুশীল তৎপুত্র গজাশীল এবং পৌত্র সুমের শীল। ইহাঁর অধঃস্তন ৭।৮ পুরুষ পর হইতে বাঙ্গালী ধরণের নাম পাওয়া যায়। এই বংশের অধঃস্তন ২০তম পুরুষ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর। বঙ্গীয় রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বৃদ্ধ পিতামহের নাম ছিল অনিরুদ্ধ। তাঁহার প্রপিতামহ ফুলিয়া গ্রামে বাস করিয়া ফুলের মুখুটী ও মুখোপাধ্যায় বংশের আদি পুরুষ হন। তাঁহার পিতার নাম ছিল শিয়ো (শিব) ও পিতামহের নাম উধো (উদ্ধব), প্রপিতামহের নাম আয়িত এবং অতিবৃদ্ধ পিতামহের নাম মাধবাচার্য্য। মাতৃকুলেও দেখা যায় তাঁহার মাতামহের নাম ছিল মুরারী ওঝা। তিনি ভাষার মধ্যে কুমার অর্থে "কোঙর" (হিন্দী-কুঁয়র) এবং সন্তোষ অর্থে "সন্তোক" শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যে দেবীবর

ঘটক বাঙ্গালীদের মেলবন্ধন কর্ত্তা ছিলেন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে লখাই, পিথাই, লেঙ্গুড়ী, ভেঙ্গুড়ী, তিকো প্রভৃতি অবঙ্গীয় নাম পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ময়মনসিংহ রাজবংশের আদিপুরুষ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর কোন পূর্ব্বপুরুষের নাম ছিল ভল্লুকাচার্য্য। বঙ্গের ভূঁইয়া রাজাদিগের অন্যতম তমলুক রাজবংশে ধাঙ্গড় রায়, ভাঙ্গড় রায়, খিতাই রায় প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণ বাহির হইতে আসিয়াছিলেন। ওঝা, মিশ্র, পাঠক, ঘটক, আচার্য্য প্রভৃতি তাঁহাদের উপাধি। বঙ্গে তাঁহারা মধ্যদেশ হইতে আগমন করেন। বঙ্গের সেন রাজবংশীয় সামন্ত সেন ১০ম শতাব্দীতে কর্ণাটের সামন্ত রাজা ছিলেন। তিনি কর্ণাটরাজের কোপে পতিত হইয়া দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট হন এবং ক্রমে রাজা হইয়া বসেন। মুর্শিদাবাদের বাবু মহেশনারায়ণ রায় ও শিবচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বপুরুষ ছত্তর রায় অযোধ্যার বৈশওয়ারা হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া নদীয়ায় বাস করেন। ইঁহারা বৈশওয়ারা ক্ষত্রিয়। বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে রায় উপাধি পান।

আন্তর্জাতিক বিবাহেরও তখন প্রচলন ছিল। কাশ্মীরপতি গৌড়রাজ দুহিতা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পট্টমহিষী করিয়াছিলেন। গৌড়রাজ আদিশূর কাণ্যকুব্জরাজ-কন্যা চন্দ্রমুখীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ-দুহিতা গৌড়রাজ শ্যামলবর্ম্মাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। অম্বরপতি মহারাজা মানসিংহ বাঙ্গালী ভৌমিক কেদাররায়ের কন্যা ও "মহলরাজ-কন্যা" প্রভাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যাইবে ভারতীয় হিন্দুসমাজ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ, ঔপনিবেশিক আদানপ্রদান বিদেশে গিয়া (emigrate) অথবা দেশান্তর হইতে আসিয়া (immigrate) বাস স্থাপন জাতি দেশ বা কালে বদ্ধ নহে। শুদ্ধ বঙ্গে নহে, শুদ্ধ ভারত বলিয়া নহে, সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে এই লীলা নিত্য সংঘটিত হইতেছে। মানবজাতির উপনিবেশ ও পরিব্রাজনের হেতু-প্রদর্শক গ্রন্থসংলগ্ন তালিকা হইতে ইহার কারণ দৃষ্ট হইবে। যে কারণে সকল জাতি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করে বাঙ্গালীও সেই সকল কারণে বাহিরে যায়। অনেকের ধারণা বাঙ্গালী মসীজীবী বা চাকরিজীবী; সুতরাং চাকরিই বাঙ্গালীকে গৃহের বাহির করে। ইহা বর্ত্তমানকালে অনেকটা সত্য হইলেও পূর্ব্বে বাঙ্গালীর উপনিবেশ ও প্রবাসের বহু কারণ বিদ্যমান ছিল। তখন

ভারতের মধ্যে উপনিবেশিকতায় বাঙ্গালীই সর্ব্বপ্রধান ছিল। এথিনীয় জাতি য়ূরোপখণ্ডে এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ। তাহারা গ্রীস ও ফিনিশিয়া হইতে টায়ার, হিপো, হড্রুমেৎ, সিসিলী, স্পেন, কার্থেজ ও আফ্রিকার বহুদূর পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। বঙ্কিমবাবু তাই লিখিয়াছেন, "ক্যাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালীর প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা আসিয়াখণ্ডের মধ্যে এথিনীয় জাতির সদৃশ।" তিনি যদি বাঙ্গালী সিংহল, বলিদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপনের কথা জানিতে পারিতেন এবং বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর তথ্য প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইলে এ বিষয়ে বাঙ্গালী যে এথিনীয়দিগের অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল বোধ হয় তাহাই বলিতেন। শুদ্ধ উপনিবেশে নহে, প্রাচীন বঙ্গীয়গণ কি উপনিবেশ, কি কৃষি, কি শিল্পবাণিজ্য এমন কি সমরকুশলতা ও রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনাতেও সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই উপনিবেশিক ও প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাসে প্রধান ছয়টী যুগ নির্ণয় করা যাইতে পারে। যথা—

প্রথম যুগ।—প্রাচীন আর্য্যপূর্ব্ব যুগ অর্থাৎ বৈদিক কাল হইতে রামায়ণ মহাভারতের সময় পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় যুগ।—গৌড়ীয় আর্য্যপূর্ব্ব ও আর্য্য যুগসন্ধি অর্থাৎ গ্রীকপূর্ব্ব ও গ্রীক যুগ, খৃষ্টযুগারম্ভ ও বৌদ্ধযুগ (কুরুক্ষেত্র সমরের পর হইতে ৮০০ খৃঃ অব্দ [illegible]ন্ত)।

তৃতীয় যুগ।—পরবর্ত্তী গৌড়ীয় আর্য্যযুগ অর্থাৎ কাব্য, পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ; পাল ও সেন সাম্রাজ্যকাল (৮০০ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত)

চতুর্থ যুগ।—মুসলমান যুগ অর্থাৎ পাঠান ও মোগল শাসনের যুগ; চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবযুগ (১২০০-১৭৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত)।

পঞ্চম যুগ।—ইংরেজ যুগ, প্রথম শতাব্দী অর্থাৎ কোম্পানীর আমল (১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত)।

ষষ্ঠ যুগ।—ইংরেজ যুগ, দ্বিতীয় শতাব্দী অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগ (১৮৫৭ খৃঃ অব্দ হইতে)

প্রাচীন আর্য্যপূর্ব্ব যুগের ইতিহাস আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই; যাহা আছে, তাহা বঙ্গ ও বাঙ্গালীর অস্তিত্বমাত্র সূচিত করে।

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রেমগধেষুচ।
তীর্থযাত্রাং বিনাগচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥"

ইহা আর্য্য উক্তি। সুতরাং আর্য্যপূর্ব্ব বঙ্গের কথাই হইতেছে। শ্লোকের শব্দবিন্যাস ও ভাষাপদ্ধতিতে প্রাচীনত্বের লক্ষণ না থাকায় বঙ্গদেশে আর্য্যউপনিবেশ যে অধিক দিনের নহে তাহাই সূচিত করে। কিন্তু যদি ইহা প্রাচীন স্মৃতির বচন বলিয়াই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে রামায়ণের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গে আর্য্যনিবাস স্থাপিত হয় নাই বলিতে হয়; কারণ, যে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে তীর্থ যাত্রা উপলক্ষ ব্যতীত গমনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত রামায়ণের সময় তথায় কেবল অঙ্গদেশে আর্য্য বাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজা দশরথের বন্ধু রোমপাদ অঙ্গাধিপতি ছিলেন। তাঁহার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গমুনি ও তাঁহার পত্নী রামচন্দ্রের ভগ্নী শান্তা অঙ্গদেশেই বাস করিতেন। রামায়ণের যুগে বাঙ্গালিগণ নৌযুদ্ধপটু ও "নৌবলগর্ব্বিত" ছিল। *

মহাভারতের সময়েও সমগ্র বঙ্গ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক উপনিবিষ্ট হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের সহিত তৎকালীন বাঙ্গালীদিগের রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ থাকিলেও মহাভারতেই বঙ্গদেশকে অনার্য্য ঘটোৎকচের লীলাক্ষেত্র বলা হইয়াছে এবং ইহার অন্তর্গত বগড়ি যাহা পূর্ব্বে বাগ্দিদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া অনুমিত হয় তাহা বক রাক্ষসের রাজ্য বলিয়া উক্ত হয়। কিন্তু আর্য্য সংস্রবের কথা মহাভারতে অনেক পাওয়া যায়। পঞ্চালদেশে যখন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর উৎসব হয়, তখন দ্রুপদকন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া বঙ্গের অধিপতিও তথায় গমন করিয়াছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন পাঞ্চালীকে সমাগত ভূপালগণের পরিচয় দিতেছিলেন তখন বলিয়াছিলেন "পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি * * হে ভদ্রে! ভূমণ্ডলবিখ্যাত বিক্রমশীল এই সকল রাজা * * তোমার নিমিত্ত এই উৎকৃষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিবার মানসে আগমন করিয়াছেন।" † মহাবীর ভীমসেন যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে সমুদ্রকুলবর্ত্তী রাজ্য জয় করিতে যান তখন বঙ্গের রাজাদিগের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, "পরে পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মহৌজা, প্রখরপরাক্রান্ত ও বলসম্পন্ন এই দুই বীরকে সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন

---

* রঘুবংশ, ৪১ সর্গ।

† মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৮৭ অধ্যায় (বর্দ্ধমান)।

এবং মহীপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ণাটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও পর্ব্বত-বাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদায় ম্লেচ্ছদিগকেও পরাভূত করিলেন।" * অতঃপর যখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হয় তখন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজাদিগের মধ্যে পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গাধিপতি, কলিঙ্গেশ্বর নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। ধর্ম্মরাজের আদেশে তাঁহাদিগকে বহু ভক্ষ্য-ভোজ্য সম্বলিত দীর্ঘিকা ও বৃক্ষসমূহ সুশোভিত বাসগৃহসমূহ প্রদত্ত হইয়াছিল। "ধর্ম্মনন্দন স্বয়ং সেই মহাত্মা নরপতিগণের পূজা করিলেন।" † বঙ্গাধিপ যে পরে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে যোগদান করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ মহাভারতে আছে। মহা-ভারতেই উক্ত হইয়াছে মগধে গৌতম ঋষির আশ্রম ছিল। অঙ্গ বঙ্গাদির নৃপতিগণ তথায় গিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। কর্ণ অঙ্গরাজ ছিলেন। এই যুগে আর্য্যদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন বঙ্গে তখন আর্য্যবাস স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে মনে হয়, মহাভারতের কিছু পূর্ব্ব হইতে আর্য্যবাসের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং আর্য্যপূর্ব্ব অধিবাসিগণ বিজেতার ধর্ম্ম ও সভ্যতায় দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে বিজেতা ও বিজীতের মধ্যে সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এক অন্যের মধ্যে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়া উভয়েই এক বাঙ্গালীজাতিতে পরিণত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সকল জনপদই আর্য্য রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেও রাষ্ট্রশক্তি অধিকাংশই আর্য্যপূর্ব্ব অধিবাসীদিগের দ্বারাই পুষ্ট ছিল। গৌড়ীয় যুগে সুতরাং বাঙ্গালিগণ ভারতের চতুর্দ্দিকে উপনিবেশ স্থাপন, ধর্ম্মপ্রচার, যুদ্ধযাত্রা ও বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে গমন করিলে বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক তাহারা প্রায়ই কৃষ্ণকায় বলিয়া বর্ণিত হইত।

দ্বিতীয় যুগ।
কুরুক্ষেত্র সমর হইতে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

মহাভারতের যুদ্ধের পর বঙ্গের দ্বিতীয় যুগারম্ভ। এই সময় হইতে গৌড়ের নাম পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে মান্ধাতার দৌহিত্র রাজা গৌড়ের নামে এই দেশের নাম গৌড় হয়। কানিংহাম সাহেবের সিদ্ধান্ত কিন্তু অন্য রূপ। ‡ যাহা হউক আর্য্যগণ যে বঙ্গের পশ্চিমভাগ অধিকার করিয়া এই

---

* মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৩০ অধ্যায় (বর্দ্ধমান)।

† মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩৪ অধ্যায় (বর্দ্ধমান)।

‡ "The name of *Gauda* or *Gaur* is, I believe, derived from Guda or Gur, the common name of molasses, or raw sugar, for which this Province has

সময় নূতনরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বাংশ চিরদিনই বঙ্গ নাম বজায় রাখিয়াছিল। এই জন্যই এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ আজিও বঙ্গাল বা বাঙ্গাল নামে অভিহিত। ইতিহাসে ৭৩০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে গৌড়রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরে গৌড়সাম্রাজ্য বিস্তারের কালে আরও চারিটী প্রদেশ গৌড়রাজের অধীন থাকায় গৌড় আখ্যা গ্রহণ করে এবং গৌড়াধীপ পঞ্চগৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হন। কিন্তু মূল বা আদি গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য চিরদিনই রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। স্কন্দপুরাণের নিম্নোদ্ধৃত বচন হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ;—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা— ॥"

অঙ্গ তখন গৌড়রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। অঙ্গ বলিতে তখন বৈদ্যনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পুরী বা শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত বুঝাইত। এই সমুদায় ভূভাগ তখন আর্য্যগণ কর্ত্তৃক উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে তাই উক্ত হইয়াছে অঙ্গদেশে গমন করিলে কোন দোষ নাই ;—

"বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদ্বঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে॥"

মগধ কিন্তু তখন অঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র ছিল। তাহা না হইলে মহাভারতে কখনই উক্ত হইত না যে মগধে গৌতম ঋষির আশ্রমে অঙ্গ বঙ্গাদির নৃপতিগণ গমন করিতেন। গৌড়ের ঐশ্বর্য্য ও শক্তিবৃদ্ধির সহিত পূর্ব্বাংশস্থ বঙ্গের নাম গৌড়ের পর উক্ত হইত অর্থাৎ সাধারণে পূর্ব্বের "অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ" স্থলে "গৌড়বঙ্গ" * বলিত। ক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইয়া মিলিত গৌড়বঙ্গ গৌড় এবং সমগ্র অধিবাসী গৌড়ীয় নামে অভিহিত হয়। তখন তাহারা অতিশয় দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়া ছিল। এই সময় গৌড়ীয়গণ পৃথিবীর নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন,

---

always been famous * * * "—Archæological Survey of India Reports, vol. xv. Cunningham.

* তখন সমগ্রদেশ করতোয়া এবং গঙ্গা দ্বারা বিভক্ত হইয়া পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূর্ব্বাংশ বঙ্গদেশ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পুনরায় মোগলশাসনকালে মিলিত "গৌড়বঙ্গ" বাঙ্গালা নাম প্রাপ্ত হয়।
—Major Rennell's Memorandum and map of Inland Navigation.

ধর্ম্মপ্রচার ও রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। এই যুগের প্রারম্ভকালে অর্জ্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আহুত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আর বঙ্গে ফিরিয়া যান নাই। তাঁহাদেরই বংশাবলী আজি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। * দিল্লী রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্থানে যে "গৌড়তগা" ব্রাহ্মণ পরিচয়ে অনেকে বাস করেন তাঁহারাও এই সময় গৌড় হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা রাজার দান প্রতিগ্রাহী হইয়া গৌড়দেশ ও গৌড়ের ব্রাহ্মণাচার ত্যাগ করত কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করায় "গৌড়তগা" নাম প্রাপ্ত হন। কুরুক্ষেত্রবাসী আদিগৌড়গণও আপনাদিগকে জনমেজয় কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে আনীত বলিয়া থাকেন। এই সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গের আর্য্য-পূর্ব্ব অধিবাসীদিগের সংস্রবে সর্পবশীকরণ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বাঙ্গালীরা এজন্য এবং নানাবিধ যাদুমন্ত্রজ্ঞানের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ † পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমের অনেক গ্রামবাসীর আজিও এই ধারণা যায় নাই। এমন কি পঞ্জাবে সাপুড়ের ন্যায় এক অনার্য্যজাতি আছে তাহাদের সহিত বঙ্গের কোন সম্বন্ধই নাই, অথচ তাহারা নানাবিধ তন্ত্রমন্ত্রের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে বলিয়া, এখানে "বাঙ্গালী" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী মুসলমান "হোসেন খাঁ"র অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও এতদ্দেশীয়গণের বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। এই যুগে বঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিমভাগ তাম্রলিপ্তি হইতে বাঙ্গালিগণ দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান তামিলজাতি তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া উক্ত হয়। ‡ তাম্রলিপ্তি (পালি তামলিট্টি ও আধুনিক তমলুক) কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ৪১১ খৃঃ অব্দে চীন

---

* Census of the N. W. P., 1865.

† Do. Do.

‡ "The name Tamil appears to be therefore only an abbreviation of the word Tamalitti. The Tamraliptas are alluded to, along with the Kosalas and Odras, as inhabitants of Bengal and adjoining sea coasts in the Vayu and Vishnu Puranas." "They were known as Tamil, most probably because they had emigrated from Tamilitti (Tamralipti) the great sea-port at the mouth of the Ganges."—The Tamils Eighteen Hundred years ago by Kanakasabhai Pillay.

(2) A History of Tamluk by Sebananda Bharati.

পরিব্রাজক ফাহিয়ান বঙ্গের এই প্রধান বন্দর হইতে বাঙ্গালীর অর্ণবপোতে চড়িয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তামিলদিগের ভাষায় বহু বাঙ্গালা শব্দও গৃহীত হইয়াছে। * ইহা খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বের কথা। ইহার কিছুকাল পরেই গ্রীকদিগের অবির্ভাব হয়। তাঁহারা ভারতের এই পূর্ব্বাঞ্চলস্থ প্রদেশের অধিবাসীদিগকে প্রাচ্যদেশী বা প্রাসী (Prasii) † বলিত; এবং গঙ্গা-বিধৌত. প্রদেশের লোক বলিয়া গাঙ্গেয়দেশী বা গঙ্গারিদেঈ (Gangaridae—গঙ্গারাঢ়ী?) বলিত। তাহারা গৌড়দেশী বলিয়া গ্রীকগণ তাহাদিগকে গঙ্গারিডেই (Gangaridae) ‡ এবং কলিঙ্গবাসী বলিয়া কলিঙ্গী (Calingee, Kalingee) বলিত। ব্রহ্মদেশবাসীরা তাহাদের পশ্চিমদিকস্থ সমগ্র দেশের

---

* প্রতিভা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

† "The people * * is the most distinguished in all India, and is called the Prasii." "The largest tigers are found in the country of the Prasii."—Ancient India as described by Megasthenes and Arian and translated by J. W. Mc. Crindle, M.A., pp. 66—67. *Vide* also Justin 12, c. 8; Curtius, 9, c. 2; Verg. Æn. 3. v. 27. Flaccus. 6. v. 67. (quoted in Lemprier's Classical Dictionary.

"* * * This great people occupied all the country about the mouths of the Ganges * * * They must have been a powerful people, to judge from the military force which Pliny reports them to have maintained and their territory could scarcely have been restricted to the marshy jungles at the mouth of the river now known as the Sundarbans but must have been comprised a considerable portion of the Province of Bengal."—Ancient India as described by Ptolemy and translated by J. W. McCrindle, M.A., R.A.S., pp. 173—175.

‡ "Having therefore requested Phegeus to tell him what he wanted to know, he (Alexander) learned the following particulars: beyond the river lay extensive deserts which it would take eleven days to traverse. Next came the Ganges, the largest river in all India, the farther bank of which was inhabited by two nations, the Gangaridae and the Prasii, whose King Agrammes' kept in the field for guarding the approaches to his country 20,000 cavalry and 200,000 infantry, besides 2,000 four-horsed chariots, and what was the most formidable force of all, a troop of elephants which he said ran up to the number of 3,000. All this seemed to the King to be incredible, and he therefore asked Porus, who happened to be in attendance, whether the account was true. * * * The attestation of Porus to the truth of what he had heard made the King anxious on manifold grounds. * * "—Extract from the History of Alexander the Great by Q. Curtius Rufus. IXth Book, Chap. II., also in "Bibliothica Historica" of Diodorus Seculus,—translated by J. W. McCrindle in Ancient India, pp. 221, 281.

অধিবাসীকেই ক্লীং বা কালেন বলিত। * তাহাদের সামরিক শক্তির যশ এরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে মহাবীর এলেকজাণ্ডার তাঁহার বিজয়ী সৈন্যদলকে কোন মতেই বঙ্গাভিমুখী করিতে পারেন নাই। † ইহা ৩২৭ খৃঃ অব্দের কথা। তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে ‡ বাঙ্গালীরা বঙ্গোপসাগর পার হইয়া দেশবিদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিল। খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এলেকজাণ্ডারের সেনাপতি মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের শ্বশুর সেল্যুকস্ (Selucus) কর্ত্তৃক পাটলিপুত্রে প্রেরিত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস্ (Megasthenes) গৌড়ের ঐশ্বর্য্য ও বিস্তৃত বাণিজ্য স্বচক্ষে দেখিয়া তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম-সাময়িক, মহাবীর এলেক্‌জাণ্ডারের জীবনীলেখক মিশররাজ প্রথম টলেমী বঙ্গের যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তিনি বঙ্গীয় বণিকগণ এবং নানাদেশীয় বঙ্গাগত বণিক ও ভ্রমণকারীর নিকট হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। § বর্দ্ধমান সুবর্ণগ্রাম, ঢাকা, যশোহর, গৌড়, মালদহ, তমলুক প্রভৃতি স্থান বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ¶ বঙ্গের শিল্পজাত, যদিও প্রকারভেদে অধিক ছিল না, তথাপি যেগুলি ছিল তাহাতেই বাঙ্গালী, ভারত কেন, জগতের সকল জাতিকেই পরাস্ত করিয়াছিল। আজিও

---

* "* The term Kling or Kalen is used in Burma to designate the people of the west of Burma."—Balfour's Cyclopædia of India, vol. ii. p. 481.

† ".....When the soldiers who had found a rich and ample booty returned to the camp, he (Alexander) gathered them all together, and in a well-weighed speech addressed the assembly on the subject of the expedition against the Gangaridae ; but when the Macedonians would by no means assent to his proposal renounced his contemplated enterprise."—Extract from the History of Alexander the Great, translated by J. W. McCrindle, M.A. in "Ancient India," p. 283.

‡ "Long before Hippalus ventured upon the voyage from the mouth of the Red Sea, directly cross Barygaza and Musiris, did Indian vessels cross the Bay of Bengal to Ceylon, to Burma, to Malacca, and to Sumatra. No Greek nor Roman ship visited those places. No Arab settlers were found there prior to the birth of Mahomed. The earth in these quarters was unknown to them.—"Mookerjee's Magazine," 1873, p. 270—72.

§ "It is evident that he was indebted for his materials here chiefly to native sources of information and itinerary merchants or caravans.—McCrindle's "Ancient India," p. 105.

¶ History of Indian Shipping by R. K. Mukherjee, M.A.

কোন কোন বিষয়ে পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। * গ্রীস, রোম, মিশর, পারস্ত, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে বাঙ্গালী সওদাগরগণ এই সকল দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত, † এসিয়ামাইনর এবং মিশর হইয়া ঢাকাই মস্‌লিন্ পশ্চিম য়ুরোপে রপ্তানি হইত। কতিপয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ রোমের বাদশাহের নিকট তৎকালীন বঙ্গাধিপের পত্র ও উপঢৌকন লইয়া গিয়াছিলেন। বোগ্দাদের খালিফ্‌গণের বিলাসভবন বঙ্গের কারুকার্য্যখচিত শিল্প-সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত হইত।

খৃষ্টজন্মের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রোমসম্রাট কৈসর অগষ্টসের অভ্যুদয়কাল মহাকবি সেকস্‌পীয়র প্রণীত এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা নাটকের নায়ক মহাবীর এণ্টনীর সহিত এই অগষ্টসের বিরাট যুদ্ধ হয়। তখন সমগ্র ইটালী অগষ্টসের এবং সন্ধিসূত্রেবদ্ধ প্রাচ্যদেশীয়গণ এণ্টনীর পক্ষাবলম্বন করে। এই যুদ্ধে গঙ্গারিদেইগণ যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে সম্রাট অগষ্টসের পৃষ্টপোষিত মহাকবি ভার্জ্জিল রোমে বসিয়া তাঁহার জর্জ্জিকস্ নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্যে (Georgics iii) আবেগময়ী ভাষায় লিখিয়াছিলেন যে তিনি স্বীয় জন্মস্থান মাণ্টুয়া নগরীতে ফিরিয়া মর্ম্মর পাষাণে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার দ্বারফলকে সুবর্ণ ও গজদন্তে গঙ্গারিদেইগণের সমর-দৃশ্য সম্রাটের রাজ চিহ্নসহ অঙ্কিত করিবেন। বহু পরবর্ত্তী পণ্ডিতবর প্লিনী (Pliny) বাঙ্গালীর সামরিক শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন। দিল্লীর কুতবমিনার যথায় বিদ্যমান, সেই প্রাঙ্গণে একটী ২২ ফুট উচ্চ ঢালাইকরা লৌহের নিরেট স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভ ৪১৫ খৃঃ অব্দে গুপ্ত বংশীয় কুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, ঐ স্তম্ভে তাঁহার সহিত বঙ্গদেশের অধিপতিগণের যুদ্ধ বর্ণিত আছে। ‡

---

* "......Although the manufactures of Bengal were not of a varied character, still a high excellence was attained in certain branches in which to this day the Bengalis have not been surpassed by any nation in the world."
—"A Hand Book of Indian Products" by T. N. Mukerjee, Cal. 1883.

† History of Indian Shipping by Radha Kumud Mookerji, M.A.

‡ Valentine Ball's "Economic Geology of India."—P. 338, and Vincent Smith's "Ancient History of India"—published at page 8 of the Journal of the Royal Asiatic Society, 1897.

বাঙ্গালীর ঔপনিবেশিক ইতিহাসের তৃতীয়যুগ পালরাজগণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময় গৌড়ে বৌদ্ধযুগের প্রভাব সমধিক বর্দ্ধিত হয়। এইযুগে বৌদ্ধ পালনরপতিগণ এবং পরবর্ত্তী সেনরাজগণ পঞ্চগৌড় এবং প্রায় সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহুলাংশ এক সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। * এই সময়ই পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিহার জয় করিয়াছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। সেন রাজগণ বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গঙ্গাবংশীয়গণ উদ্ধত পাঠানগণকে তিন শত বৎসর ধরিয়া যেরূপে শাসিত রাখিয়াছিলেন সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন হিন্দু রাজবংশ পারেন নাই। তাঁহারা যেমন বাঙ্গালায় মুসলমানদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন।" † বাবু নন্দলাল দে তাঁহার "Civilization of Ancient India" গ্রন্থে যে স্তম্ভ লিপি ‡ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম্রফলক হইতে চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব যে লিপির অনুবাদ এসিয়াটিক রিসার্চেস্ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় গৌড়েশ্বরের প্রতাপ কিরূপ দোর্দ্দণ্ড ও গৌড়সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল।

তৃতীয় যুগ।
৮০০—১২০০ খৃঃ অব্দ।

অষ্টম শতাব্দীতে বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ সমগ্র এসিয়ায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ¶

---

* বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

† প্রচার, শ্রাবণ সংখ্যা। ১২৯১।

‡ "উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূন গর্ব্বং
খর্ব্বীকৃত দ্রবিড় গুর্জ্জর রাজ-দর্পং।
ভূপীঠমব্ধি রসনাভরণং বুভোজ
গৌড়েশ্বর শিরমুপাস্ত ধিয়াং যদীয়াং॥"

—Quoted in the Asiatic Society's Journal, 1874, by Babu Protap Chandra Ghosh, B.A. from Buddal Pillar inscription.

|| Inscription on a copper plate found at Monghyr and translated by Chas. Wilkins in the Asiatic Researches, Vol. I.

(২) গৌড়রাজমালা।

* "The third period was remarkable on account of the part that Bengal played towards the spread, nay, revival of Buddhism in Tibet, and also for the part that Tibetan Buddhism played in civilizing the rude people of Zungaria, the blood-thirsty Mongals and the warlike Man-tchus from the foot of the Himalaya to the Arctic Ocean."—Indian Pandits in the Land of Snow by Sri Sarat Chandra Das, C.I.E., p. 22.

সেই সূত্রে, তিব্বত, শ্যাম, ব্রহ্ম, জাপান, চীন, মাঞ্চুরীয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতিতে উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা এই সমস্ত দেশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। * অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়বাসী শান্তা রক্ষিত ও পদ্মসম্ভব তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। নবম শতাব্দীতে অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত হইতে ধর্ম্মগ্রন্থগুলি তথায় তিব্বতী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরবাসী কল্যাণশ্রীর পুত্র ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রগর্ভ পরে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যিনি তিব্বতের দেবতাস্থানীয় হইয়াছিলেন, দশম শতাব্দীতে তিব্বত গমন করেন। রাজা মহীপাল তখন গৌড়েশ্বর ছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবিভারতী বরেন্দ্রভূমি হইতে সিংহল গমন করিয়া তথায় রাজা পরাক্রমবাহু কর্ত্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত ও একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধিনায়ক পদে বৃত হন। বাঙ্গালী বৌদ্ধসন্ন্যাসী-দিগের তিব্বত গমন ও কার্য্য সম্বন্ধে রায় শরচ্চন্দ্রদাস, সি, আই, ই, বাহাদুর তাঁহার তিব্বত ভ্রমণ কাহিনীতে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গৌড়রাজ মহীপাল, বিগ্রহপাল, বল্লালসেন ও লক্ষণসেন যখন আসমুদ্র হিমাচল একচ্ছত্রা করিয়াছিলেন, তখন হিমালয় প্রদেশে বহু বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সুকেত, মণ্ডী, কেঁওথাল, কাঙ্গড়া প্রভৃতির রাজবংশ এবং তথাকার সাধারণ প্রজার মধ্যে অনেকেই সেই সকল বাঙ্গালীরই বংশধর † দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে গৌড়াধিপ লক্ষণ সেন দিল্লীতে দশবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসী প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। ‡ মহারাজ লক্ষণসেনের সভাপণ্ডিত গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব গোস্বামী পরিব্রাজকের বেশে

---

† "After the religious zeal and energies of the nations of Western and North-Western India had become paralyzed, if not altogether extinct, the superior intellect of the people of the province of Bengal shone pre-eminently in the domain of philosophy and religion The Pandits of Bengal became the spiritual teachers of the Buddhist world. The sovereign rulers of Eastern India, Tibet, Ceylon and Suvarnabhumi vied with each other in showing veneration to them."—*Ibid.* p. 47.

‡ "The Rajas of Suket, Kisnawar, Mundi and Keonthal, in the Himalayas, between Simla and Kashmir. * * They all state that the families came originally from Bengal.—Rev. Sherring's "Hindu Tribes and Castes," pp. 171—173.

§ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি জাতি ভেদের উচ্ছেদ করতঃ নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। * তাঁহার ভ্রমণের মধ্যে বৃন্দাবন ও জয়পুর প্রবাসের উল্লেখ দেখা যায়। † দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ রাজত্ব করেন, তাঁহার জীবন চরিত লেখক চাঁদবর্দ্দাই পৃথ্বীরাজ রায়সাতে জয়দেবের নাম পরমভক্তিভরে উল্লেখ করিয়াছেন। জয়দেবের প্রসিদ্ধির কথা এই বলিলেই হইবে যে তাঁহার যশঃসৌরভ সুদূর কাশ্মীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, তথায় তাঁহার গীতগোবিন্দের গান হইত। রাজতরঙ্গিনী ও রাজস্থানে তঁহার বিষয় উল্লিখিত আছে। মহারাজা বল্লালসেন পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন। ভট্টপদসিংহ ‡ জনৈক মহাশিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করত ভট্টসিংহ গিরি নামে খ্যাত হন। ঘটনাক্রমে তিনি বৌদ্ধ বল্লালকে শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে বঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব নিষ্প্রভ হইয়া ক্রমে বিকৃত এবং লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। সন্ন্যাসী পুরাণপুরী § পৃথিবীর সকল দেশ পদব্রজে বহুদিন ভ্রমণ করিয়া কাস্পীয় হ্রদের উপকূলে বহু হিন্দু সন্ন্যাসীর অস্তিত্বের সংবাদ দিয়াছিলেন। কলিকাতার অপর পারে গঙ্গার উপকূলে তাঁহার আশ্রম ছিল। এইরূপে দেখা যাইবে পূর্ব্বে বাঙ্গালী কি গৃহী কি সন্ন্যাসী, সকলেরই মধ্যে পরিব্রাজনের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি সতেজ ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে তাহা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার কল্পে তাঁহারা এসিয়া অতিক্রম করিয়া পৌরাণিক পাতালপুরী মার্কিন মহাদেশেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্নতাত্বিক গবেষণার ফলে একে একে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মূর্ত্তি, তাঁহাদের বিরচিত এবং অনুবাদিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদি ও বিবিধ নিদর্শন এক্ষণে বাহির হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু সম্রাট অশোক যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মগধের পুরাতন ইতিহাস ও সাম্রাজ্যের প্রাচীন মানচিত্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন,

---

* জয়দেব চরিত, পৃ ৩০ (রজনীকান্ত গুপ্ত)।

† ভক্তমাল, দ্বাদশমালা।

‡ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম,এ মহাশয় লিখিত "শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট বিরচিতং বল্লালচরিতং" গ্রন্থের ইংরেজী ভূমিকা।

§ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (অক্ষয়কুমার দত্ত)।

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ গৌড়েশ্বর বৌদ্ধ বল্লাল হিন্দুধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়া বঙ্গের মানচিত্র ও বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী গৌড়রাজগণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানের সহায়তাই করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে এবং পরবর্ত্তী মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাবের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হিন্দুর আত্মরক্ষার চেষ্টা ও সংরক্ষণ নীতির কঠোরতা সর্ব্বত্রই বলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই ফলে একদিকে ম্লেচ্ছস্পর্শ এবং অন্যদিকে সমুদ্রযাত্রা, নিষিদ্ধ হয়। অবশ্য পরিবর্ত্তন একদিনে সাধিত হয় না। ক্রমে ক্রমে সমুদ্রযাত্রা অশাস্ত্রীয় হওয়ায় বহির্বাণিজ্য রহিত হইল। ভাগ্যান্বেষণ (adventure) নির্ভীকতা এবং মরিয়া ভাব একে একে অন্তর্হিত হইয়া গেল। *

চতুর্থ যুগ।
বাদসাহী ও নবাবী আমল
১২০০—১৭৫৭ খৃঃ অঃ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সহিত বঙ্গে চতুর্থ যুগের আবির্ভাব হয়। তখন গঙ্গার উত্তর, বরেন্দ্র ও বঙ্গ এবং দক্ষিণ, রাঢ় এবং সমতট বা বগড়ি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ বরেন্দ্র হইতে বঙ্গকে পৃথক্ করিয়াছিল এবং দক্ষিণে জলঙ্গী নদী সমতট হইতে রাঢ়কে স্বতন্ত্র রাখিয়াছিল। † পূর্ব্ব হইতেই এই সমগ্র প্রদেশ গৌড়বঙ্গ এবং সাধারণতঃ গৌড় দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মুসলমান গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও সমগ্র দেশ বহুবর্ষ সংগ্রাম করিয়াও অধিকার করিতে পারেন নাই। তাহার ইতিহাস আছে। হিন্দুরাজত্বের ধ্বংসাবশেষ হইতে ক্রমে বারভূঁইয়া বা দ্বাদশ রাজার উদ্ভব হইয়াছিল। এই যুগ ১২০০ খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৫৭ অব্দে শেষ হয়। ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীর ইতিহাস এই যুগে ভারতবর্ষের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ হয় এবং এই যুগ হইতে বাঙ্গালীর ইতিহাস বিজেতাদিগের দ্বারা লিখিত হইতে থাকে। এই সময়ের আংশিক

---

* "The ruin of Tamluk as a seat of Maritime Commerce affords an explanation of how the Bengalis ceased to be a sea-going people."

"In the Buddhist era they sent warlike fleets to the East and the West and colonised the islands of the archæpelago * * ."

"Such voyages were associated chiefly with the Buddhist era and became alike hateful to the Brahmans * * * Religious prejudices combined with the changes of nature to make the Bengalis unenterprising upon the Ocean. But what they have been they may under a higher civilization again become." —Sir W. W. Hunter's Orissa, pp. 314—15.

† Cunningham.

সত্যমিশ্রিত, অতিরঞ্জিত এবং বিকৃত ইতিহাস পরবর্ত্তী বৈদেশিকগণ লিখিত ইতিহাসের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল।

তথাপি এই সময়ে সংরক্ষিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণ হইতে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। এই যুগের মধ্যে উৎকল, কাশী, বৃন্দাবন, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী উপনিবিষ্ট হন। জয়দেব এবং চৈতন্যদেবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কুল্লুকভট্ট কাশীবাসী হন এবং তথায় মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ণ করেন। * তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা তাঁহার স্বরচিত "গৌড়ে নন্দনবাসি নাম্নী সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে" ইত্যাদি শ্লোকই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রোহিলখণ্ডস্থ মুরাদাবাদের কলেক্টর মেল্‌ভিল্ সাহেব, সেন্সস্ কমিশনরকে যে রিপোর্ট লিখিয়া পাঠান, তাহা হইতে জানা যায় উক্ত জেলার "সম্বল" নগরে ৫০০ বৎসরাধিক পূর্ব্বে এবং আমরোহা নগরে প্রায় সার্দ্ধ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ গিয়া উপনিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর বলবনের পুত্র নসীরউদ্দীন প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে কয়েক ঘর গৌড় কায়স্থ লইয়া গিয়া এলাহাবাদ সুবার অন্তর্গত নিজামাবাদ, ভাদোই কোলি প্রভৃতি স্থানে কানুনগোর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিজামাবাদ তাঁহাদের প্রবাস-বাসের কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া তাঁহারা নিজামাবাদী আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা প্রায় সকলেই গুরু নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গতিবিধির সূত্রপাত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়াছিল। মথুরামণ্ডলের বিশেষতঃ বৃন্দাবনের বৈষ্ণব উপনিবেশের বহুদিন পরে সনাতন গোস্বামী রাজপুতনায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও বাঙ্গালী উপনিবেশের সূত্রপাত করেন। অম্বররাজ মানসিংহ শিলাদেবীর সহিত বাঙ্গালী পুরোহিতগণকে আনিয়া স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাটদিগের শাসনকালে দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি স্থানে ও সম্রাট দরবারে বিশিষ্ট

* "Kulluk Bhatta wrote his famous commentary on 'Manu' in the 14th Century almost 5 centuries after Mithila had had learning enough to send Medhatithi the second commentator of the same sacred law-book of the Hindus."—A Literary History of India by R. W. Frazer, LL.B., (London) 1898.

* "Bengalla is described by Vertomannus in the year 1303 as a place that in fruitfulness and plentifulness of all kinds may in manner contend with any city in the world."—Cunningham.

বঙ্গসন্তানগণ প্রায়ই গমন করিতেন এবং সম্মান ও গৌরবমণ্ডিত হইয়া দেশে প্রত্যাগত হইতেন। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপন ও প্রবাসগমন প্রবৃত্তি এবং বঙ্গের বাণিজ্য এক প্রকার অক্ষুন্ন ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐতিহাসিক ভার্টোম্যানাস্ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অর্ম্ম (Orme) তাহার সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন। অর্ম্ম † লিখিয়াছেন—"অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের বাণিজ্যই সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল।" বঙ্গের শিল্পিগণ যে অতি উৎকৃষ্ট ইস্‌পাত প্রস্তুত করিতে পারিত এবং তাহাতে কামান বন্দুক খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া উৎকৃষ্ট ছুরী কাঁচি ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিত তাহার ইতিহাস আছে। বাঙ্গালী জনার্দ্দন কর্ম্মকার বাঙ্গালী তত্ত্বাবধায়ক হরবল্লভ দাসের অধীনে কিরূপ দৃঢ়কায় কামান নির্ম্মাণ করিত "জাহানকোষা" নামক ঐতিহাসিক কামান ফলকে তাহা খোদিত আছে।

বাঙ্গালী যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও যুদ্ধবিদ্যার ও সামরিক সাহসের পরিচয় দিয়াছে তাহা বৈদেশিকগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন ‡ কিন্তু বিলাতের স্পেক্টেটর পত্রে একবার লিখিত হইয়াছিল যে এসিয়া মহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালীকেই নিজমুখে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে দেখা যায় যে তাহার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিবার সাহস নাই। তাহা ছাড়া অনেকেই বাঙ্গালীর অপযশের কথা অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান বক্তব্য এই যে বাঙ্গালী সমর-ভীরু, দুর্ব্বল, শ্রমবিমুখ, পরনির্ভরশীল এবং বিলাসী। কিন্তু বাঙ্গালী বলিলেই শুদ্ধ ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা, ছিপ্‌ছিপে দেহ বিলাসী বাবুর দলকেই বুঝায় না, আর দিবা রাত্র দাঙ্গা হাঙ্গামা সামরিক অভিযান লইয়া থাকাকেও সাহস ও পৌরষের লক্ষণ বলা যায় না। আত্ম ও আশ্রিত রক্ষার অসামর্থ্যই প্রকৃত দুর্ব্বলতা এবং অধর্ম্মাচরণে বাধা দিবার সাহসাভাবই প্রকৃত ভীরুতা। বাঙ্গালীর মানসিক দৈহিক এবং

---

‡ মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

‡ "The native Bengalees are generally stigmatised as pusillanimous and cowardly, but it should not be forgotten, that, at an early period of our military history in India, they almost entirely formed several of our battalions, and distinguished themselves as brave and active soldiers."—A Geographical, Statistical and Historical Description of Hindustan and Adjacent Countries by Walter Hamilton, Chap. VII. vol. i., p. 95. Also, William's "Bengal Native Infantry," Malleson's "Decicive Battles of India."

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "ক্লাইবের লাল পল্টন।"

আধ্যাত্মিক অবনতি যে হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই অবনতির ইতিহাস নিতান্তই অর্ব্বাচীন। এই চতুর্থ যুগের ভিতরেই বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রাদির নিদর্শন ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আইন-ই-আকবরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে "ভারতবর্ষে বাঙ্গালাদেশে, * * * এবং ঢাকাপ্রদেশেই ভাল ভাল নৌকা তৈয়ারী হয়। * * * পাদশাহ ভাল কারীগর আনাইয়া এলাহাবাদে এবং লাহোরে বড় বড় জাহাজ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। এই সকল জাহাজ সমুদ্র পথে যাতায়াত করিত। পূর্ব্বকালে সামুদ্রিক জাহাজ কেবল বাঙ্গলাদেশেই তৈয়ারী হইত। পাদশাহ বহু অর্থব্যয় করিয়া জাহাজী কারীগরদিগকে এলাহাবাদে ও লাহোরে আনিয়া বাস করাইয়া ছিলেন।"

পঞ্চম যুগ—
কোম্পানীর আমল
১৭৫৭ - ১৮৫৭ খৃঃ অঃ

সংস্কৃত কাব্য যুগের বঙ্গবাসীই গ্রীকযুগের গঙ্গারিদেই ও প্রাসিদেই এবং হুএনথ্-সাঙের পৌণ্ড্র ও সমতটবাসী। তাহারাই মোগল-যুগের বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী * এই মহাজাতি সেই প্রাচীন যুগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্বীয় গৌরবমণ্ডিত জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সেই মহাজাতির কোন কোন বংশধর যদি নিজ মুখে আত্মকলঙ্ক ঘোষণা করেন বা পরের কাছে আপনাদের কাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহারা জাতীয় ইতিহাসে অনভিজ্ঞ আত্মবিস্মৃত এবং পরের কথায় সরল-বিশ্বাসী। অন্যের কথা কি, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা লর্ড মিণ্টো বাহাদুর তখনকার বাঙ্গালীদের পুরুষোচিত অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন সুন্দরমূর্ত্তি এবং সুস্থ, সবল উন্নত দেহ দেখিয়া সুখ্যাতি করিয়াছিলেন † কিন্তু সে বাঙ্গালী এখন কোথায়?

---

* "According to redistribution Bengal would correspond with Banga of the Indian Epics, with Gangaridai, Passidai and Kamrup of the Greek historians ; with Kamrup, Paundra and Samatata of Huen Thsang's time, and to the Subah of Bangala of the Moghul."—The Map of India from the Buddhist to the British Period by Prithwis Ch. Ray, 1904.

† "I never saw so handsome a race. They are much superior to the Madras people, whose form I admired also. Those were slender. These are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. The features are of the most classical European models, with great variety at the same time."—Extract from Lord Minto's letter, dated 20th September, 1807, quoted in "A Dying Race—How Dying?" by Babu Kishori Lal Sarkar.

প্রকৃত কথা এই যে, ইংরেজ যখন ভারতে আবির্ভূত হন, তখন দেশের অধিকাংশভাগে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত দেখেন। অবশিষ্ট অন্যাংশ হিন্দু রাজাদিগের দ্বারা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও স্বতন্ত্রভাবে শাসিত। গৌড়রাজ্য তখন সম্পূর্ণভাবে সঙ্কুচিত হইয়া ভূঁইয়া আখ্যাধারী কতিপয় বাঙ্গালী রাজন্য কর্তৃক শাসিত হইতেছিল। বহু শতাব্দীর মুসলমান-শাসনে বাঙ্গালীর স্বাধীনতার সঙ্কোচনাহ তাহার প্রতিভা, বল, বুদ্ধি ও হৃদয় সমুদয় সঙ্কুচিত হইয়াছিল। পারস্য ভাষায় ও সাহিত্যের মোহিনীমন্ত্রে বিলাস বাসনা, নবাবী আদর্শ, দরবারের তোষামোদপ্রিয়তা স্বার্থসাধনার কূটকৌশল শিক্ষা, ধর্ম্মান্ধতা, সামাজিক অনুদারতা প্রভৃতি উত্তরোত্তর বিস্তারলাভ করিতেছিল। রাষ্ট্রনৈতিক জগতে বাঙ্গালীর তখন প্রকৃত অজ্ঞাতবাস ও অবসাদের দিন চলিতেছিল। এমন কি গোলাম হোসেন বা মিনহাজ প্রমুখ লেখকগণের আষাঢ়ে গল্পের প্রতিবাদ করিবার মত একজনও তখন দেখা দেয় নাই। সুতরাং তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে বাঙ্গালীর কথা নাই বলিলেও চলে। যাহা ছিল তাহাও পরহস্তে লিখিত। ইংরেজ বাহাদুর তাই সুবর্ণরেখা পার হইয়া বঙ্গে আসিয়াও প্রথমে প্রকৃত বাঙ্গালীকে খুঁজিয়া পান নাই এবং রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় মনস্বীর অভ্যুদয় হইলেও মেকলে প্রমুখ সাহেবগণের বাঙ্গালী-চরিত্র-জ্ঞান তৎকালীন অর্দ্ধশিক্ষিত কেরানী ও অশিক্ষিত বেনিয়ান সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাহিরে বড় যায় নাই। * কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। গুণগ্রাহী ইংরেজের সংস্রবেই বাঙ্গালীর অজ্ঞাতবাসের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল।

ইংরেজযুগ হইতে বাঙ্গালীর নব অভ্যুদয়ের যুগ শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হইল। এই নব যুগের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় এবং ইংরেজ—ইংরেজী সাহিত্য এবং ইংরেজ চরিত্র। ইংরেজ নব্য বাঙ্গালীকে যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার সকল কার্য্যবিভাগে বাঙ্গালীকে দক্ষিণহস্ত স্বরূপ করিয়া লইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ যুগ—ইংরেজ যুগ।
১৮৫৭ খৃঃ অঃ হইতে—

* "When Burke impeached Hastings and Macaulay impeached Impey and the Bengalees and Sir Henry Maine extolled Indian institutions, there was as much dense ignorance in Europe about the country as prevailed there 3 centuries before." "The Sepoy Revolt of 1857 first thrust India before the attention of the Western World."—"India of To-day" by Walter Del Mar and "Modern India" by W. E. Curtis.

বাঙ্গালী সমগ্র ইংরেজাধিকৃত ভারতে এবং পরে পুনরায় দেশীয় রাজ্যসমূহে বিস্তারলাভ করিল। ক্রমেই রাজায় প্রজায় ঘনিষ্টতা, সহানুভূতি এবং সহযোগিতা বৰ্দ্ধিত ও দৃঢ়ীভূত হইল। ১৮৫৭ অব্দের দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীর হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া ইংরেজ বাহাদুর সমগ্র ভারতে দেশীয়দিগের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তারের ক্ষেত্র সুগম করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র গমন করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে শিক্ষাদান, তাহাদের মধ্যে আধুনিক যুগোচিত জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার, রাজভক্তি ও ধর্ম্মনীতি প্রচার, স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, য়ুরোপীয় চিকিৎসা প্রবর্ত্তন, ঔষধালয়, রুগ্নাবাস,* সভা সমিতি, পুস্তকালয়াদি সংস্থাপন, রাজনৈতিক সংস্কার ও সংবাদপত্র গ্রন্থ প্রচারাদি দ্বারা লোকমত গঠন, প্রাদেশিকতা হইতে রাষ্ট্রীয়তা বা ভারতীয়ত্বের উপলব্ধি করিবার মত শিক্ষা ও জ্ঞানদান, রাজ্যশাসনে রাজার সহায়, উচ্চতম কর্ম্মচারী হইতে সামান্য বেতনভোগী কেরানীর কার্য্য দ্বারাও রাজসেবা প্রভৃতি সকল বিষয়েই বাঙ্গালী দেশপতির অদ্বিতীয় সহায় স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। বাঙ্গালী এই যুগে কি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কি দেশীয় রাজ্য উভয়ত্রই সমাদৃত ও পুরস্কৃত এবং দেশবাসিগণের নিকট সম্মানিত হইলেন। এই বাঙ্গালীকে দেখিয়াই বিদেশীয় ঐতিহাসিক এবং শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণ বাঙ্গালীর শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। *

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বর্ত্তমান উন্নতি, শিক্ষিত ও কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যাধিক্য সমস্তই উপনিবেশিক এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর স্বহস্ত গঠিত। বর্ত্তমান

---

* "Bengalees belong to an intelligent and well-educated nationality and have spread far and wide over India as clerks, or in the practice of the learned professions."—P. 19, part I., vol. v.—"Linguistic Survey of India, (Bengal)" by G. A. Grierson, C.I.E., Ph.D., D.Lit., I.C.S.

"The Bengalee Baboos now rule public opinion from Peshwar to Chittagong ; a quarter of a century ago there was no trace of this ; the idea of any Bengali influence in the Punjab would have been a conception incredible to Lord Lawrence, to a Montgomery, or a Mac Leod ; yet it is the case * * "—pp. 14—15. "New India" by Mr. Cotton.

"The most cultured races and indisputably the most intellectually advanced are the Bengalees (with whom may be associated the Marhatta Brahmans) and the Parsis."—"India" by Col. Sir Thomas Hungerford Haldich, K.C.M., G.K., C.I.E., C.B.F.R. (London), p. 214.

* * * Under the comparatively brief period of British rule, Bengal has shown that she can retain her intellectual pride of place. * * A race so versatile, so receptive, so sensitive to a foreign and uncongenial culture

গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। তাহারই অনিবার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বাঙ্গালীর সহিত বর্ত্তমান ভারতব্যাপী প্রতিযোগিতার ভাব এবং তাহারই ফলে সর্ব্বত্রই প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা হ্রাস। এক্ষণে শিক্ষিত দেশবাসী সহজেই প্রাপ্য হওয়ায় একদিকে যেমন বাঙ্গালীর প্রয়োজনাভাব অনুভূত হইতেছে পক্ষান্তরে তেমনি পুরাতন প্রবাসীর কার্য্যকাল এবং অনেকের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাদের স্থান দেশীয়দিগের দ্বারা অধিকৃত হইতেছে। অবসরপ্রাপ্ত অনেকেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। সুতরাং গত ত্রিশ বৎসর হইতে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। প্রতি দশমবার্ষিক আদম-সুমারীর বিবরণী দেখিলেই তাহা জানা যাইবে। বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী বেহারে প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ১,৭৯,৪০০ বাঙ্গালীর বাস ছিল কিন্তু তখন বেহার হইতে খাস বঙ্গে প্রায় ৫ লক্ষ লোক বাস করিতেছিল। এইরূপ অনুপাতে মুষ্টিমেয় উপনিবেশিক বাঙ্গালীর নিকট বেহার কি পরিমাণ ঋণী তাহা সে দিন রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের অভিভাষণে সাধারণে অবগত হইয়াছেন। * আধুনিক বাঙ্গালীদিগের

---

may yet surprise the world * * and * * must be beyond the common in intelligence."—The Pioneer, dated 3rd Nov. 1902.

"A new generation of Bengalees has arisen, hardy, resourceful and self-reliant."—"Times of India," dated 22nd May, 1907.

"The Bengali is the maker of new India * * * They have learnt our ways and grown into our system. British India without the Bengali is indispensable. He is ubiquitous and indispensable * * * An unwritten chapter in the history of Modern India is the record of what has been done for the people by men of Indian race, and in that record a commanding share has fallen to Bengal."—Extract from the report of the Special Commissioner deputed by the "Daily News" and quoted in "Prabuddha Bharat" of May 1908.

"The Bengali has a glorious future before him, a future in which, if we mistake not, he will conspicuously shine as the leader of public opinion, and of intellectual and social progress among all the varied nationalities of the Indian Empire."—Rev. Mr. Sherring's "The Hindu Tribes and Castes,—Benares."

* "The Settlement of Bengalis in Bihar is not a new phenomenon. * * There is yet a large indigenous Bengali element in many parts of Bihar and Chota Nagpur. The humanising influence of Bengal over Chota Nagpur is traceable as far back as Chaitanya's time. * * * No one knows now when the ancestors of Mahashay Tarak Nath Ghosh of Champanagar held the important post of Kanungo under the Mogul administration and when the family first settled at Bhagalpur. But the people of Bhagalpur unanimously treat the Mohashay family as one of their own race and its present head as one of the leaders of Bhagalpur Society. Again, no one knows how when

মধ্যে বাবু গুরুপ্রসাদ সেন, ভাগলপুরনিবাসী রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকীপুর বালিকাবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা ও বোর্ডিং প্রতিষ্ঠাত্রী স্বর্গীয়া অঘোর কামিনী দেবী ও তাঁহার স্বামী বেহারের সকল সাধুকার্য্যের উৎসাহদাতা ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কলেক্টর স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র রায়; বৈদ্যনাথ দেবগৃহে রাজকুমারীকুষ্ঠাশ্রম স্থাপয়িতা বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সদাশয় ব্যক্তিগণ বেহারের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা বেহারবাসী সহজে বিস্মৃত হইবেন না। মুসলমানযুগেও বেহারে বাঙ্গালীর প্রভাব অল্প ছিল না। নবাব আলবর্দ্দী খাঁর আমলে রাজা জানকীনাথ সোম সুবে বিহারের দেওয়ান ছিলেন। তিনিই রাজনৈতিক প্রতিভাবলে বঙ্গ ও বিহারকে মহারাষ্ট্র আক্রমণ হইতে বহুদিন রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পুরস্কারস্বরূপ তিনি প্রথমে "দেওয়ান-ই-তন্" উপাধি ও পরে সামরিকবিভাগীয় প্রধান দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। সিরাজউদ্দৌলার সময় তিনি সুবাদার বলিয়া পরিচিত থাকিলেও নিজেই বিহার শাসন করিতেন। তাঁহার শাসনদক্ষতায় পরিতুষ্ট হইয়া দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি ও ৬ হাজারী মনসবদারী এবং ঝালরদার পালকী, নহবৎ, সমসের, ঢাল, চামরাদি ব্যবহারেও স্বাধীনতা দান করেন। পলাসীযুদ্ধের ৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গেতিহাসের অন্যতম নায়ক রাজা রাজবল্লভ তাঁহারই বংশধর। বিশ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাবে স্ত্রী পুরুষ লইয়া ২,২৬৩ জন বাঙ্গালী ছিলেন।

---

more than a century and half ago Ballabhi Kanta Ghosh settled in Bankipur as one of the officers of the East India Company. But the Ghosh Babus of Bhiknapahari form a recognised Rais family of Patna City. There is the Mukerjea family at Mozafferpur, the Gupta family at Chapra, the Mukherjea family at Ranigunj, the Kuhila family at Gaya and many such families settled for more than a century in Behar. * * * Bengalis were drawn into the public service of Behar from the earliest days of British administration, and also into the learned professions and they also came as traders and commercial agents. * * *The Bengalis harmonised themselves with the people wherever they settled. They established boys' schools in almost every important district. They led the way in female education. They fought for municipal reforms and sanitation. They started the press and created a public life in Behar. They headed the Bar and gave tone to it. They interested themselves in all that conduced to the material, moral and intellectual welfare of Behar. * * * The Bengalis started the first Girls' School in Behar * * * The idea of the Industrial School at Bankipur, which has since developed into the Behar School of Engineering came from Babu Guru Prosad Sen, the foremost Bengali of his time in Behar.

কিন্তু তখন বঙ্গে পঞ্জাবী ছিলেন ১৭,০০০। রাজপুতনায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় এক সহস্র মাত্র বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন কিন্তু সেই সময় বঙ্গে ছিলেন চল্লিশ সহস্র রাজপুত। * আর যুক্তপ্রদেশ? তথায় ১৮৯১ অব্দে ২৪,১২০ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন কিন্তু বঙ্গে হিন্দুস্থানীর সংখ্যা ছিল ১৪,২২,৮০০। বঙ্গে সকল হিন্দীভাষীর সংখ্যা যে ইহার চতুর্গুণেরও অধিক তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মাথাগুন্‌তিতে বড় আসে যায় না,—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি মুছিবার নহে। যে যুগে রাজা রামমোহন রায়, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব, কেশবচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দস্বামী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সার রমেশচন্দ্র দত্ত, সার কে, জি, গুপ্ত, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শিশিরকুমার ঘোষ, মাননীয় ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এবং শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় শত শত মনস্বীর জন্ম হইয়াছে, সে যুগের ইতিহাস বাঙ্গালী বর্জ্জিত হইতেই পারে না। উক্ত স্বনামপ্রসিদ্ধ মনস্বিগণ জগতের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে জনৈক বিশিষ্ট রাজপুরুষের মত এই যে তাঁহাকে ভারতের রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জনারাল হইতে দেখিলে তিনি গৌরবান্বিত মনে করিবেন। মরিয়ার্টি সাহেবের মতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, † কামা এবং এস্ মল্লিক যেরূপ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা পৃথিবীর প্রতিভাশালী শাসনকর্ত্তাদলের উৎকৃষ্ট লোকদের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। ‡ এই সকল আধুনিক ও তাঁহাদের পূর্ব্বগামী প্রবাসী এবং ঔপনিবেশিকগণের কীর্ত্তিকাহিনী এখনও শ্রোতব্য কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমে যেরূপ কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া আসিতেছে

---

* Rajputana sends about 40,000 persons to Bengal, almost all of whom are traders and receives barely 1,000 in exchange."—Census Report of India, 1891.

† শান্তিপুর ইঁহার জন্মস্থান। ইনি সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ভারতীয় ছাত্রগণ গ্রীক ল্যাটিন, গ্রীক ও রোমান ইতিহাস এবং রোমীয় আইন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারেন না। তাহাতে ২৯০০ নম্বর তাঁহাদের কাটা যায়। এই অসুবিধাসত্ত্বেও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা ২০০ নম্বর অধিক পাইয়াছিলেন।

‡ সঞ্জীবনী।

তাহাতে উপকরণ সংগ্রহের সুযোগ অচিরেই লোপ পাইতে পারে। সুতরাং জাতীয় কীর্ত্তি যাহাতে রক্ষা পায় বঙ্গের বাহিরে প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই তজ্জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেকেই যে ইতিহাস সঙ্কলনে অথবা অ নুসন্ধান বিষয়ে সহায়তা করিবার সুযোগ এবং অবসর পাইবেন সেরূপ আশা করা যায় না, কিন্তু স্ব স্ব উন্নত জীবন ও সাধুচরিত্র দ্বারা স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিবার শক্তি সকলেরই আছে।

সূচীপত্র।

কাশী—১-৫৭।

বারাণসী ও গোরক্ষপুর বিভাগ—৫২—৫৫।

প্রয়াগ—৫৬—১৬০।

ব্রজমণ্ডল—১৬১—২০২।

পঞ্চদশ শতাব্দী (১৬৪)। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্ব নিবাস উৎকল খণ্ডে (১৬৫)। শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন ভ্রমণ, লুপ্ত তীর্থ অন্বেষণ ও ব্রজে হরিনাম প্রচার (১৬৭)। শ্রীরূপ, সনাতন ও বল্লভের ব্রজমণ্ডলে বাস ও পুণ্য-জীবন-কথা (১৭১)। শ্রীচৈতন্য ভক্ত প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন বাস (১৭২)। লোকনাথ গোস্বামীর বৃন্দাবন যাত্রা, তথায় বাস ও লুপ্ততীর্থ আবিষ্কার—কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৃন্দাবন বাস ও প্রসিদ্ধ "চৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থ রচনা আদি (১৭৩)। রঘুনাথ দাসের বৃন্দাবন বাস, গ্রন্থ রচনা ও জীবন কথা (১৭৫)। দ্বিজ হরিদাসের বৃন্দাবন বাস—শ্রীজীব গোস্বামীর বৃন্দাবন বাস ও জীবন কথা (১৭৬)। সুকবি বসন্ত রায়ের বৃন্দাবন বাস—দুঃখী কৃষ্ণদাস বা শ্যামানন্দ, গোবিন্দ কবিরাজ, রামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃন্দাবন বাস (১৭৯)। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপায় রাজা বীর হাম্বীরের পরিবর্ত্তন ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা—নরোত্তম ঠাকুরের পুণ্যকথা ও বৃন্দাবন বাস—গরাণহাটী কীর্ত্তন ও খেতরীর মেলা নরোত্তম ঠাকুরের সৃষ্টি—নরোত্তম ঠাকুরের প্রভাবে প্রজাপীড়ক চাঁদ রায়ের শুভ-পরিবর্ত্তন (১৮১)। পদকর্ত্তা রামচন্দ্র দাস গোস্বামী—প্রেমদাস বা সিদ্ধান্তবাগীশের বৃন্দাবন বাস ও বংশী শিক্ষাদি গ্রন্থ রচনা—শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বিগ্রহ আবিষ্কার, মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণবসাহিত্য প্রচার-কার্য্যে প্রধান ছয়জন গোস্বামীর অধ্যবসায়—বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য (১৮২)। গোবিন্দজীর বিগ্রহ ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠা (১৮৫,১৮৮)। রাধাদামোদর বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা (১৮৫)। মদনমোহন বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা (১৮৬)। আকবরের বৃন্দাবন ধাম দর্শন (১৮৭)। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দ্বারা ব্রজমণ্ডলে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণলীলাভিনব প্রবর্ত্তন—আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক মথুরার ধ্বংসসাধন শ্রীবিগ্রহ সহ বৈষ্ণবগণের জয়পুরাদি হিন্দু রাজ্যে আশ্রয় লাভ (১৮৯)। জয়পুরের বাঙ্গালী উপনিবেশের সূত্রপাত (১৯০)। মথুরা-মন্দিরের মালমসলায় জুম্মা মস্‌জিদ নির্ম্মাণ—মথুরার "ইস্‌লামাবাদ" নামকরণ—আহমদসাহ কর্ত্তৃক ১৭৪৮ অব্দে পুনরায় মথুরার ধন-জন-মন্দির ধ্বংস—শ্রীরাধিকার জন্মস্থান "বর্ষণ" লুণ্ঠন—মথুরা বৃটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত, ভীষণভূমিকম্পে অত্যাচারী মুসলমান গণের যাবতীয় কীর্ত্তি লোপ ও শান্তি স্থাপন (১৯১)। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রজমণ্ডলে-বাঙ্গালীর প্রভাব—বাঙ্গালী বলদেব বিদ্যাভূষণ সহ বিচারে শাঙ্কর-সন্ন্যাসীগণের পরাভব টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর বৃন্দাবন বাস (১৯২)। স্বকীয়া ও পরকীয়া মত বিচারে, বাঙ্গালী পণ্ডিত রাধামোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক স্বকীয়ামতাবলম্বী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কৃষ্ণদেবের পরাভব—বৃন্দাবনের "পান-সরোবর" বর্দ্ধমান রাজমহিষীর কীর্ত্তি (১৯৩)। প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবুর পুণ্য জীবন কথা ও কীর্ত্তিরাজী (১৯৪)। সাধক চূড়ামণি কৃষ্ণদাস বাবাজী ও তৎকর্ত্তৃক লালা বাবুর দীক্ষা (১৯৫)। দেওয়ান নন্দকুমারের বৃন্দাবন বাস ও কীর্ত্তি (১৯৮)। অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে ব্রজমণ্ডলে বাঙ্গালী উপনিবেশের অবস্থা—দেশ প্রসিদ্ধ রাজা রাধাকান্ত

আগ্রা বিভাগ—২০৩-২৩৮।

এলাহাবাদ বিভাগ ও বুন্দেলখণ্ড—২৩৯-২৪৫।

রোহিলখণ্ড—২৪৬-২৫১।

মীরাট বিভাগ—২৫২-২৮৭।

কুমায়ু বিভাগ ও উত্তরাখণ্ড—২৮৮-৩১১।

অযোধ্যা প্রদেশ—৩১২-৩৯৩।

পাঞ্জাব—৩৯৪-৪৪২।

রাজপুতানা—৪৪৩-৫০৮।

মধ্যভারত ও মালব—৫০৯-৫১৮।

উত্তর-পশ্চিম ভারত—৫১৯ ৫২৫।

কাশ্মীর, সিকিম, ভুটান ও নেপাল—৫২৬-৫৫৭।

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৬	৫	১৮৬৪	১৮:৪
২১	৪		where
"	৭	১৮৮১	১৮৯১
৫৭	১৫	হিন্দু	ইঙ্গ
৬১	১২	৩০৮	১২৯৬-৭
৬৩	১১	লোকাল	লোকো
১১৩-৫	১১৩ পৃষ্ঠায় ২০ পঙ্‌ক্তি "হরবল্লভ" হইতে ১১৫ পৃষ্ঠায় প্রথম ৭ পঙ্‌ক্তি "জানিবেন।" পর্য্যন্ত তুলিয়া দিতে হইবে।		
১৩১	১০	শ্রীযুক্ত	স্বর্গীয়
১৩৯	১	কালী	ঝাঙ্গা
২৯৩	২৪	যে	যেন
৩১০	২১	আলিক্‌সা	আলিফ্‌সা
"	২৪	সরীফ	শফ
৩৫৫	১	পূর্ব্বে	পরে
"	১৬	কিন্তু	তিনি
৩৮৫	৭	সিদ্ধান্ত	বিদ্যান্ত

পরিশিষ্ট।

৩১ পৃষ্ঠা, ২৪ পঙ্ক্তিতে "মল্লিক।" শব্দের পর নিম্নঅংশ পাঠ করিতে হইবে ;—

বাবু কেদারনাথ পালধী বারাণসী কলেজে ১৮৪৬ অব্দে ৫০ টাকা বেতনে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ১৮৫৭ অব্দে শিক্ষকতার সঙ্গে কিউরেটরের (Curator of Philosophical Instruments) পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৯ অব্দে তাঁহাকে ৪০০৲ টাকা বেতনে ওয়ার্ডস্ ইন্‌স্‌টিটিউশনের অধ্যক্ষ করা হয়।

৩৩৭ পৃষ্ঠা ২২ পঙ্ক্তির "পুনর্জ্জন্মদাতা" শব্দের পাদটীকাস্বরূপ নিম্নাংশ পাঠ করিতে হইবে ;—

EXTRACT from a letter from Dukhina Runjun Mookerjee to a friend in England, dated Lucknow, 11th January 1869.

* * * * * *

In 1859 Earl Canning, the late Viceroy, gave me a Talooq in Oudh, for services done during the late mutiny.

According to the wishes of Government, which coincided with my own, I resided, since then chiefly in Oudh : Vide Lord Canning's Durbar Records of 1859.

* * * * * *

The Canning College of Lucknow where more than 600 students are receiving a liberal education, and, which, we, the Talooqdars of Oudh, have endowed with an annual rent-charge of 25,000 Rupees in perpetuity upon our estates, is another fruit of my humble labors ; so are the Wards' Institution, and the Night School in this city.

* * * * * *

My exertions have produced the happy effect of abolishing the inhuman practice of Female Infanticide among the Rajpoots in Oudh. * * Vide the printed Reports of the Proceedings of the British Indian Association of Oudh &c., &c.

The object of the British Indian Association of Oudh has been fully achieved. The Talooqdars of this Province have learnt to appreciate the benign purpose of the British rule, their rights as British subjects, and the constitutional way of defending and maintaining them, when unjustly interfered with. After the example of this Association, others have been established in several of the principal cities and districts of the N. W. Provinces and the Punjab, which are concerning like benefits upon the people who are within the range of their usefulness.

* * * * * *

The Wards' Institution at Lucknow is educating the Talooqdar minors, and other native youths of status, whose parents avail themselves of its advantages, with the view to qualify them for the duties and requirements of their position, and the documents above referred to will show how well it is accomplishing its work.

The Night School in Lucknow is imparting English education to the native uncovenanted servants of Government, who are making rapid progress, and upwards of one hundred students are taught there.

EXTRACT from the Administration Report of Oudh, for 1862-63.

The Association owes its origin mainly to the Secretary Baboo Dukhina Runjun Mookerjee who has received a grant of an estate in Oudh. He is a gentleman of great abilities and accomplishments, who has lived on terms of intimacy with many of the most distinguished men in India for the last thirty years. His influence has been most beneficially exerted to enlighten the minds of the Talooqdars, and to teach them to appreciate the good intentions of the Government.

Baboo Dukhina Runjun Mookerjee, a Bengalee gentleman of good education and an Honorary Assistant Commissioner who is elsewhere alluded to as Secretary to the Talooqdars'

Association, deserves honorable mention for establishing a Charitable Dispensary on his estate, and endowing it in perpetuity with 480 acres of land; 1629 persons have been treated in it since its establishment.

Seal of Govt. of India. For. Dept.

SANAD.

To

RAJAH DUKHINA RUNJUN MOOKERJEE.

Talooqdar of Oudh.

In consideration of your meritorious endeavors to promote the good of the province of Oudh, I hereby confer upon you the title of "Raja" as a personal distinction.

(Sd.) MAYO.

Dated, Simla, the 5th May 1871.

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।

কাশী

কাশী কলিকাতার ৪২১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ইংরেজীতে রাজধানী কলিকাতাকে যেমন "The City of Palaces", এবং এলাহাবাদকে "The City of Gardens" বলা হয়, মন্দির-বাহুল্য হেতু কাশীকে তদ্রূপ "The City of Temples" বলা হয়। ইহা হিন্দুর অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থ। কাশী,—শিবপুরী, রুদ্রাবাস, তীর্থরাজ, অবিমুক্তধাম, আনন্দকানন এবং বারাণসী প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হয়; তন্মধ্যে বারাণসী ও কাশী এই দুই নামেই এই স্থান অধিক প্রসিদ্ধ। কবিবর ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত বরুণা অসি,
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত।
আনন্দকানন নাম কেবল কৈবল্য ধাম
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত॥"

বেদ উপনিষদ পুরাণ প্রভৃতিতে কাশীর * ভূরি উল্লেখ আছে, ইহা যে অতি প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্র তাহা জাবালোপনিষদের বারাণসী শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে জানা যায়। ঐ প্রাচীন গ্রন্থে আছে, বরণা ও নাশী নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ক্ষেত্র

---

* কাশীর পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক বিবরণ প্রধানতঃ "কাশী পরিক্রমা"—(পরিষৎ-গ্রন্থাবলী ১১) গ্রন্থের অন্তর্গত কাশীর পুরাকথা, এবং ডিষ্ট্রীক্ট, গেজেটীয়ার (District Gazetteer) হইতে সংগৃহীত। হিন্দুর এই অতি প্রাচীন তীর্থের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ এই অংশ এখানে সন্নিবেশিত হইল।—জ্ঞ।

বলিয়া ইহার নাম বারাণসী। সর্ব্বপাপ বারণ করে বলিয়া "বরণা" এবং সর্ব্বপাপ নাশ করে বলিয়া "নাশী"। নাশী পরে "অসি" হইয়াছে। বারাণসী বৈদিক কাল হইতে হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ও বেদ বেদাঙ্গাদি বিদ্যানুশীলনের পীঠস্থান বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। রামায়ণ ও মহাভারতে কাশীরাজগণের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। বৌদ্ধযুগে এখানে হিন্দুপ্রাধান্য লুপ্ত হয়। সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব কাশীতে পদার্পণ করেন। তিনি এখানে প্রাচীন ঋষিপত্তন বা মৃগদাব, বর্ত্তমান সারনাথে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। তৎকালে বহুস্থান হইতে বৌদ্ধগণ আসিয়া কাশীবাস করিতে থাকেন এবং স্থানীয় সহস্র সহস্র লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পরিশেষে কাশীরাজ যশোরথ সপরিবারে ও সবান্ধবে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলে "হিন্দুর যজ্ঞভূমি অহিংসার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়"। খৃঃ পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ে কাশী পাটলিপুত্রের অধীন হইলে এখানে বৌদ্ধপ্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র পিয়দসী (প্রিয়দর্শী) ঋষিপত্তনে অসংখ্য স্তুপ ও স্মারক স্তম্ভাদি রক্ষা করেন। এই সময় ও তাহার পরবর্ত্তীকালেও বহু বাঙ্গালী-বৌদ্ধ কাশীতে প্রবাস স্থাপন করেন। কাশীখণ্ড এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থ হইতে জানা যায় বৌদ্ধরাজ রিপুঞ্জয়ের পর হিন্দুভূপতি সমঞ্জস কাশীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং পুনরায় হিন্দুকীর্ত্তির সূত্রপাত করেন। অতঃপর খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রবল প্রতাপ পরমবৈষ্ণব গুপ্ত-সম্রাট্দিগের রাজত্বকালে বৌদ্ধকীর্ত্তি লোপ পাইয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। কারণ, ইহার শত বৎসর পরে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান কাশীতে আসিয়া বৌদ্ধ-কীর্ত্তির ধ্বংসচিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। ইহার দুই শতাব্দী পরে পরিব্রাজক হুএন্-থ্-সাঙ বারাণসীতে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রভাব দর্শন করিয়া যান। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে আছে বারাণসীতে বহু ধনী মহাজনের বাস। এই সুদৃশ্য নগরী "তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগ্র লৌহ-কবাট-তোরণযুক্ত প্রাসাদমালায়" সজ্জিত। প্রজাসাধারণ শাস্ত্রানুরাগী এবং দুই একজন ব্যতীত প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মে অবিশ্বাসী। এই চীন পরিব্রাজক এখানে সহস্রাধিক হিন্দুমন্দির এবং এক শত ফুট উচ্চ তাম্রময় শিবমূর্ত্তি * দর্শন করিয়াছিলেন। পরে স্থানীয় বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের উপর হিন্দুবিগ্রহ ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে এবং বারাণসী ক্রমে শিবলিঙ্গ ও

* Beal's Buddist Record of the Western World Vol. ii. p. 45.

বিবিধ দেবমূর্ত্তিতে পূর্ণ হয়। এমন কি বহু বৌদ্ধস্মৃতি ও স্তূপাদি অবিকৃত অবস্থাতেই হিন্দুর কীর্ত্তি বলিয়া গণ্য হয়। বরণার পশ্চিমকূলস্থ, হিন্দুকীর্ত্তি বলিয়া গণ্য এবং হিন্দুসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত "কুলস্তম্ভের" ইতিহাস এইরূপ কৌতুহলজনক। উহা স্বনামপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধসম্রাট প্রতিষ্ঠিত অশোকস্তম্ভ! এইরূপে বৌদ্ধতীর্থ বারাণসী পুনরায় হিন্দুতীর্থে পরিণত হয়। ইহা অষ্টম শতাব্দীর কথা। এই সময় শিবকল্প শঙ্করাচার্য্য এবং হিন্দুসাম্রাজ্যসংস্থাপক মহারাজ যশোবর্ম্মার অভ্যুদয়। কাশী তখন কান্যকুব্জের অধীন। গৌড়ে তখন আদিশূরের অভ্যুদয়। এই সময় এবং তৎপূর্ব্বে যেমন এতদঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ মধ্যে মধ্যে গৌড়রাজগণের আমন্ত্রণে গৌড়বাসী হইয়াছিলেন, গৌড়ীয়গণও তদ্রূপ এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে সেই হেতু গৌড় ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যধিক। ইঁহারা বলেন ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড় অর্থাৎ বঙ্গদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সময় কান্যকুব্জ ও কাশীধাম বেদচর্চ্চা ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহারই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে কাশীর নানাস্থানে তীর্থ ও দেবদেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহাদের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা কাশীখণ্ড রচিত ও সঙ্কলিত হয়। এই সময় বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারার্থ সাত্ত্বিকব্রাহ্মণগণ যেমন বঙ্গে গিয়া উপনিবিষ্ট হন, তদ্রূপ গৌড়দেশ হইতে বহু দেবমূর্ত্তিগঠনকারী প্রসিদ্ধ শিল্পীও কাশীতে আসিয়া বাস করেন। সকলেই যে একই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হন এমন নহে; ব্রজমণ্ডলের ন্যায় কাশীধাম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিধর্ম্মীদিগের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইলে মধ্যে মধ্যে এখানে গৌড়ীয় ভাস্করগণের আবির্ভাব হইয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিগ্রহচূর্ণকারী মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতবুদ্দীন, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট্ সিকন্দর লোদীর সেনাপতি বার্ব্বাকশাহ, ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় এবং সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দুবিদ্বেষী সম্রাট্ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি কাশীর বিগ্রহাদি বিচূর্ণিত হয় এবং রাজপুতানা ও বঙ্গদেশ প্রভৃতি নানাস্থান হইতে স্থপতি ও ভাস্করগণ মন্দির ও বিগ্রহাদির পুনর্গঠন করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। নদীয়ার কারিকরগণ পাষাণে মূর্ত্তি গঠন করিতে বিশেষ পটু ছিল। এই জন্য কাশীতে তাহাদের আদর ও প্রতিপত্তি বড় সামান্য ছিল না। হালিসহরনিবাসী নয়ন ভাস্করের নাম কবি জয় নারায়ণের

কাশীখণ্ডে ও ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়। * কথিত আছে এখানে যে সকল মৈথিল ও উৎকল ব্রাহ্মণ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অনেকেই মিথিলা ও উৎকলে উপনিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বাস করিতেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী দৃষ্ট হয়। কাশীর গঙ্গাপুত্রদিগের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের "হোসেনী ব্রাহ্মণ" ও গৌড়ীয় "মড়ীপোড়া বামুন" আখ্যা প্রাপ্ত সম্প্রদায় হইতে আসিয়া মিশিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী উপনিবেশের ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকায় ঠিক কোন্ সময় কোন্ সূত্রে কে কে আসিয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন অথবা কোন্ সম্প্রদায় কবে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সুতরাং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাহিনী ও গ্রন্থপত্রের উল্লেখ হইতে যে সকল প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীর পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই তাহাতেই তৃপ্তিলাভ করিতে হয়। খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গে পালবংশীয় রাজ-গণের প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই সময় কাশী পালরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। গৌড়াধীপ বৌদ্ধ মহীপালপ্রদত্ত এবং সারনাথে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে বারাণসীর পালরাজ্য স্থাপনের কাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়। † দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে গৌড়াধীপ লক্ষ্মণসেন দিল্লীতে দশবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বারাণসী প্রয়াগ এবং শ্রীক্ষেত্রে বিজয়স্তম্ভও স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সময় বাঙ্গালী রাজার রাজধানী কাশীতে যে বহু বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কেন্দু-বিল্লের অমর কবি জয়দেব গোস্বামী তীর্থ-ভ্রমণব্যপদেশে কিছুকাল কাশীপ্রবাসী হন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভট্টনারায়ণবংশজ স্বনামখ্যাত মনুটীকাকার কুল্লুকভট্ট কাশীধামে বসিয়া মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহা তাঁহারই প্রণীত উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থনিবদ্ধ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা যায়; ‡ রাজা উদয়নারায়ণ, রাজা কংশনারায়ণ ও পুঁঠিয়ার ভূম্যধিকারিগণ এই

---

* "নয়ন ভাস্কর হালিসহর গ্রামে ছিল"—ভক্তিরত্নাকর, ১০ তরঙ্গ।

† Indian Antiquary Vol. xiv. p. 140.

‡ "গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্ব্বন্দ্যো বরেন্দ্র্যাং কুলে
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুকভট্টাভবৎ।

বংশে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি বারেন্দ্রকুলভূষণ দিবাকর ভট্টের পুত্র এবং প্রসিদ্ধ আচার্য্য উদয়ন ভাদুড়ীর সমসাময়িক। রাণী শরৎসুন্দরী এই বংশজা। এই বংশে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছে। ভাদুড়ীকুলপঞ্জিকায় আছে, উদয়নাচার্য্য বৃহস্পতি আচার্য্যের * পুত্র। ইনি কাশীতে গিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৌদ্ধপণ্ডিতদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। বৃহস্পতি আচার্য্য জিন্ধানি নামক বৌদ্ধাচার্য্যের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া সভা হইতে বিতাড়িত হন এবং অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। পুত্র উদয়ন পিতার অপমান ও অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে মৃত্যু পণ রাখিয়া বৌদ্ধাচার্য্যের সহিত বিচার আরম্ভ করেন। বিচারে উদয়নের জয়লাভ হয় এবং তাহাতে বৌদ্ধাচার্য্যের প্রাণদণ্ড হয়। কথিত আছে ইহাতে ব্রহ্মহত্যা পাপ ভয়ে, রাজা জনমেজয় যেমন পূর্ব্বপুরুষের গুণকীর্ত্তন শ্রবণাদি দ্বারা উক্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন, উদয়ন তদ্রূপ কুলুকভট্ট, ময়ূরভট্ট এবং মঙ্গল ওঝার সাহায্যে কুলশাস্ত্র সংগ্রহ ও কুলীনগণের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন।

ইঁহারা যে সমসাময়িক ছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা যাইবে—

"খ্যাত উদয়নাচার্য্যো বভূব শঙ্করো যথা।
ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলিম্॥
স এবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংস কৌতুকী।
কুল্লূকং ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ূরস্তথা॥"

উদয়নাচার্য্য কাশীপ্রবাসে কুসুমাঞ্জলি, কিরণাবলী, কণাদসূত্রের টীকা, আত্মতত্ত্ব-বিবেক প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। †

কান্তামুত্তরগাহি জহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈ
স্তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী॥"

* বাচস্পতিমিশ্র ১০ম শতাব্দীর লোক সুতরাং মৈথিল নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের পিতা হইতে পারেন।

† ইনি বিখ্যাত মৈথিল নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনেকে মনে করেন কিন্তু এই উদয়ন ১০ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। এবং ৯৮৪ খ্রীঃ অব্দে "লক্ষণাবলী" রচনা করেন। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" প্রভৃতি ইঁহারই রচনা। ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সম্পাদিত এবং এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত কুসুমাঞ্জলির ভূমিকা দ্রষ্টব্য। উদয়ন ভাদুড়ী তাহার তাৎপর্য্য রচনা করিয়া থাকিতে পারেন।

সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থে আছে ইনি রাজসাহীর অন্তর্গত নিসিন্দাগ্রাম নিবাসী ছিলেন। কিন্তু খল্লির ভট্টাচার্য্যেরা বলেন মানিকগঞ্জ বালীয়াটীগ্রামে "ভাদুড়ীর ভিটা" বলিয়া একটী স্থান প্রসিদ্ধ আছে। তাহা হইতে মনে হয় উদয়ন সেইস্থানেই বাস করিতেন। ইঁহার বংশধরগণ এক্ষণে বঙ্গের নানাস্থানে বাস করিতেছেন। ইঁহার লীলাবতী নাম্নী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পরম বিদ্যাবতী বলিয়া প্রসিদ্ধা ছিলেন। বল্লভাচার্য্য তাঁহাকে বিবাহ করেন। পতিবিয়োগে কাতর হইয়া তিনি সংস্কৃতে একখানি করুণরসাশ্রিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। খল্লির ভট্টাচার্য্য-গৃহে ঐ গ্রন্থ এখনও রক্ষিত হইতেছে। উদয়নাচার্য্য যখন জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হন তখন পুরীর পাণ্ডাগণ তাঁহাকে মাল্যচন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। উদয়নাচার্য্য শেষজীবনে কাশীবাস করিয়াছিলেন। ইনি কুল্লুকভট্টের সমসাময়িক সুতরাং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক; কিন্তু কোন কোন মতে ইনি ১১৭৬ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। *

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কাশীধামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গৃহী ও সন্ন্যাসীদিগের আবির্ভাব হয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালী কাশীবাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তখন নবদ্বীপে মুসলমান অত্যাচার অসহনীয় হইলে অনেকেই দেশত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বাস করেন। এই সময় বঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ বারাণসীতে এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সপরিবারে উৎকলে গিয়া বাস করেন। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে আছে—

"বিশারদ-সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
স্ববংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়বাসী।
বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী॥"

চৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যুদয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভারতের নানা তীর্থে উপনিবেশ স্থাপন করেন; তন্মধ্যে উৎকল, রাজপুতানা ও ব্রজমণ্ডলই সর্ব্ব প্রধান। কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি

* বঙ্গদর্শন ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৮; সম্বন্ধনির্ণয়; ভাদুড়ীকুলপঞ্জিকা।

স্থানেও তাঁহারা বিস্তার লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের লক্ষ্য করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি জয়নারায়ণ লিখিয়াছেন,— *

"গৌড়ীয় বৈরাগী কত কে করে গণন।"

যে সকল বাঙ্গালী ব্রজমণ্ডলে আসিয়া বাস করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই কিছুকাল কাশীবাস করিয়া যান এবং কেহ কেহ কাশীপ্রবাস হইতেই প্রথম বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বঙ্কটভট্টের পুত্র ভট্টমারি নিবাসী গোপালভট্ট চৈতন্যদেবের সুহৃদ্ ও শিষ্য ছিলেন। ইনি চৈতন্যদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর সংসার ত্যাগ করতঃ কিছুকাল কাশীবাস করেন। তখন এখানে স্বনাম প্রসিদ্ধ দণ্ডী প্রবোধানন্দ সরস্বতী বাস করিতেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসগ্রন্থ প্রণেতা এই গোপালভট্ট তাঁহার আশ্রমে অবস্থান ও তাঁহার নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভ করেন। চৈতন্যদেব বারাণসী আগমন করিলে এই দাক্ষিণাত্য বৈদিক প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার সহিত বহু বাদানুবাদ করেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রতিভা পাণ্ডিত্য ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া পরিশেষে তাঁহার বিবিধ প্রকারে স্তুতি করেন। তাঁহার সেই স্তুতি চৈতন্যচন্দ্রামৃত নামক গ্রন্থে পরিণত হয়। শ্রীরূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রমুখ ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান প্রধান বৈষ্ণব-গোস্বামিগণ কাশীপ্রবাস করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্বনামধন্য কাশিরাম দাস মহাভারত রচনা সমাপ্ত করিবার পর কাশীবাসী হইয়াছিলেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশ হইতে বহু প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ধর্ম্মার্থে কাশীবাস করিতে এবং এই পুণ্যক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিতে আসিতেন, তাহার নানা কাহিনী পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। কাশীমাহাত্ম্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে বাঙ্গালী কবি স্বদেশবাসীদিগের সম্বন্ধে তাহার আভাস দিয়াছেন। তাঁহার কাশীপরিক্রমায় আছে—

"বীরভূমে বাটী এক দ্বিজ দৃষ্টিহীন।
বিশিষ্ট কুলেতে জন্ম নিতান্ত প্রবীণ॥
বাটী হৈতে নৌকাপথে কাশীতে আইল।
তার পুত্র বিশ্বেশ্বর নিকটে লইল॥

* কাশীপরিক্রমা, পৃঃ ৪৬৯।

কোথা বিশ্বেশ্বর বলি করিয়া স্পর্শন।
জীবন্মুক্ত সেই দ্বিজ ত্যজিল জীবন॥"
"আর এক বৃদ্ধ দ্বিজ ছিল কান্তি নাম।
অবিশ্বাসী বঙ্গদেশ বনগ্রামে ধাম॥
কিছুকাল বসতি করিয়া বারাণসী।
বিশ্বেশ্বর প্রতি কটুভাষী নিশিদিশি॥
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মে কাশী সম্প্রাপ্ত হইল।
অগ্নিকার্য্যে মুখ দগ্ধ কদাচ নহিল॥"
"আর একজন আসি কাশীবাস করে।
বাটী হেতু উৎকণ্ঠিত কিছুকাল পরে॥
পথের সম্বল বিনা না হয় গমন।
সতত ভাবিত চিত যাবার কারণ॥
মণিকর্ণিকার ঘাটে মিলাইল বিধি।
গোময়ের মধ্যে পায় পঞ্চমুদ্রা নিধি॥
সে সম্বলে পথে গিয়া জীবন ত্যজিল।
কাশীবাসী হইয়া কাশী সম্প্রাপ্ত নহিল॥"

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দুবিগ্রহচূর্ণকারী মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেব কাশীর মন্দিরাদি ধ্বংস, হিন্দুগণকে নিগৃহীত ও দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া এই সুসজ্জিত নগরীকে শ্রীহীন করিয়া দেন এবং আনন্দ-কাননকে শ্মশানে পরিণত করেন। তিনি বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির উপর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন এবং তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া বারাণসীর নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করত ইহাকে "মহম্মদাবাদ" নামে অভিহিত করেন। কাশী ও ব্রজমণ্ডল ব্যতীত বোধ হয় হিন্দুর আর কোন তীর্থই এরূপ উপর্য্যুপরি অত্যাচারের অধীন হয় নাই, এবং আর কোন্ তীর্থও এরূপ পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত, সজ্জিত এবং পুনর্গঠিত হয় নাই। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের পতন সাধিত হইবার পর হিন্দু রাজামহারাজাগণ কাশীর পুনঃ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ১৭৩০ অব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদশাহ হিন্দুর এই প্রধান তীর্থ হিন্দু জমীদার মনসারামকে 'রাজা' উপাধি দিয়া তাঁহার শাসনাধীন করিয়া দেন। মনসারামের পুত্র প্রবল প্রতাপান্বিত বলবন্তসিংহ অষ্টাদশ শতাব্দীর

মধ্যভাগে কাশীর রাজা হন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ আলম্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে কাশীরাজ্য অর্পণ করেন, তাহার অল্পদিন পরেই বলবন্তসিংহের মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র চেৎসিংহ রাজা হন। ভারতের গবর্ণর-জেনারল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত চেৎসিংহের বিবাদ হয়। চেৎসিংহ গোয়ালিয়ারে পলায়ন করেন এবং ১৮১০ অব্দে তথায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দৌহিত্র মহীপনারায়ণ ১৭৮১ অব্দে রাজা হন। মোগল অত্যাচারের পর এই হিন্দুরাজাদিগের শাসনকালে কাশী পুনর্গঠিত হয়। ইহার বর্ত্তমান অসংখ্যবিগ্রহ বঙ্গীয় ভাস্কর দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং বাঙ্গালী রাজা জমীদার প্রভৃতির অর্থে ইহার নানাস্থানে পথঘাট, কূপ, মন্দির, প্রাসাদ, অন্নসত্র, অতিথিশালা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। বাঙ্গালীর দ্বারাই সর্ব্বপ্রথমে ইহার লুপ্ততীর্থ সকলের উদ্ধার হয়। বৃন্দাবনের প্রত্নতাত্ত্বিক এবং লুপ্ততীর্থোদ্ধারক লোকনাথ গোস্বামীর ন্যায় পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার এবং তাঁহার পুত্র উমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাশীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া এবং বহু প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিয়া কাশীর লুপ্ত তীর্থ এবং বিস্মৃতবিগ্রহ-গুলির পুনরুদ্ধার সাধন করেন। তাঁহাদের রচিত সংস্কৃত কাশীযাত্রা-পদ্ধতি পিতাপুত্রের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। শতবর্ষ পরে গুজরাতী পণ্ডিত গৌরজী পুনরায় এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের ঘন ঘন আগমন হেতু বারাণসীতে বাঙ্গালীর প্রবাসের সীমা বিস্তৃত হইতে থাকে। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কাশীতে আসিয়া শিবস্থাপনা এবং ছত্র-প্রতিষ্ঠা করেন। বোধ হয় এই সময় হইতেই নদীয়ার কারিকরগণ আসিয়া এখানে শিবলিঙ্গ এবং বিবিধ দেবদেবীর পাষাণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে। কাশী পরিক্রমায় লিখিত হইয়াছে—

"মধ্যে মধ্যে শিবলিঙ্গ অপূর্ব্ব পাষাণে।
নদিয়ার কারিগর করিল নির্ম্মাণে॥"

ইহার পর রাজা রাজবল্লভ আগমন করেন। মণিকর্ণিকার শ্মশান ঘাট ইহাঁরই নির্ম্মিত। কথিত আছে এই ঘাট নির্ম্মাণের দস্তুরি হইতে শীতলাদেবীর ঘাট এবং দশাশ্বমেধের কাঁচা * ঘাট ও মন্দির নির্ম্মিত হয়। প্রবাদ আছে যে রাজা

* পরে রাণী ভুবনময়ী কর্ত্তৃক প্রস্তর দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হয়।

রাজাবল্লভ স্বয়ং এখানে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার সরকার রামানন্দ ইহার তত্ত্বাবধান করেন। তৎপরে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী কাশীবাসী হন। ইহাঁর বিস্তৃত জীবন চরিত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে সুতরাং আমরা সংক্ষেপে ইহাঁর পরিচয় দিয়া কাশীপ্রবাসের কাহিনীই লিপিবদ্ধ করিলাম। কথিত আছে এতদঞ্চলে এমন কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন না যিনি রাণী ভবানীর প্রদত্ত ভূসম্পত্তি বা আর্থিক সাহায্যে উপকৃত হন নাই। বঙ্গদেশ হইতে বারাণসীধাম পর্য্যন্ত রাণীর অক্ষয় পুণ্যকীর্ত্তি বিরাজমান। ইনি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিম গ্রামের আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা ছিলেন। নাটোরের জমীদার রামজীবন রায় এই কন্যাকে সর্ব্ব সুলক্ষণবতী দেখিয়া স্বীয় পুত্রবধূ করেন। ইহাঁর স্বামী রাজা রামকান্ত রায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় ইনি অল্পবয়সেই শ্বশুরের বিপুল ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। তখন ঐ জমীদারী এতদূর বিস্তৃত ছিল যে তাহা পরিভ্রমণ করিতে ৩৫ দিন লাগিত এবং সেই জমীদারী হইতে দেড় কোটী টাকা কর আদায় হইত; তন্মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব গবর্ণমেণ্টে যাইত। * ১৬৭৫ শক অর্থাৎ ১৭৫৩ অব্দে, রাণী ভবানী কাশীধামে "ভুবনেশ্বর" † নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীর প্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ী ও দুর্গাকুণ্ড রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। প্রতিবর্ষে শ্রাবণ মাসে এখানে একটী মহামেলা হয়। দুর্গাকুণ্ডের কিছু দূরে "কুরুক্ষেত্রতলাও" নামে একটী জলাশয় আছে। ইহাও রাণী ভবানীর কীর্ত্তি। দুর্গামন্দিরের কারুকার্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

---

* "They possess a tract of country about thirty-five days' travel and under a settled Government ; their stipulated annual rent to the Crown was seventy lakhs of sicca rupees, the real revenue about one kror and a half."
——*Holwell's Interesting Historical Events*—Page 192.

† ঐ মন্দিরে পাষাণফলকে বাঙ্গালায় খোদিত আছে ;—

বাণবাহ্বতি রাগেন্দুসমিতে শকবৎসরে।
নিবাসনগরে শ্রীমদ্বিশ্বনাথস্য সন্নিধৌ॥
ধরামরেন্দ্র-বারেন্দ্র-গৌড়-ভুমিন্দ্রভামিনী।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী—শ্রীভবানীশ্বর মন্দিরং॥

——মুর্শিদাবাদকাহিনী পৃ ২৯০ সং ১৩০৪।

তদ্ব্যতীত তিনি এখানে ব্রাহ্মণ-ভোজনার্থ ছত্র স্থাপন, ভাস্কর-পুষ্কর তীর্থে পুষ্করিণী খনন, পিশাচমোচন তীর্থে পুষ্করিণী খনন, আদি-কেশবের ঘাট নির্ম্মাণ এবং মন্দির ও ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা, পঞ্চক্রোশীর রাস্তা ও তাহার স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ এবং নানাস্থানে কূপ ও উদ্যান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া জন সাধারণের পরম হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। রাণী ভবানীর আর এক কীর্ত্তির জন্য ইনি কাশীতে চিরস্মরণীয়া আছেন। ইনি ৩৬০ জন ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে একখানা বাড়ী ও এক হাজার টাকা দান করেন। কিম্বদন্তী এই যে কাশীর বাঙ্গালীটোলা স্থাপনার উহাই মূল। কিন্তু জনৈক শতবর্ষবয়স্ক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও জনৈক বৃদ্ধ দণ্ডী বলিলেন, তৎকালীন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ না করায় অপরদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে ঐগুলি প্রদত্ত হয়। ত্রিপুরা-ভৈরবে উক্ত সমগ্র পল্লীই নাটোরের মহারাণী ভবানীর পুণ্যকীর্ত্তি, উক্ত মহল্লার নাম ব্রহ্মপুরী। কাশীধামে রাণী ভবানী স্বয়ং অন্নপূর্ণা জ্ঞানে জনসাধারণে ভক্তির সহিত পূজিতা হইতেন। দেবী অন্নপূর্ণার সহিত তাঁহার একাত্মতা সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। কোন কারণে একবার কাশীতে টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হইলে তিনি রাজসাহীর অমৃতলাল নামক জনৈক ধনী মহাজনের নিকট এক লক্ষ টাকা ধার চাহেন কিন্তু মহাজন তাহা দিতে অস্বীকার করেন। সেই রাত্রে মহাজন স্বপ্নে দেখেন দেবী অন্নপূর্ণা স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া মহাজনকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন "দুর্বুদ্ধি! করিয়াছিস্ কি? রাণী ভবানীর অনুরোধ অমান্য করিয়াছিস? আমাতে আর রাণী ভবানীতে কি কোন প্রভেদ আছে? রাণী ভবানী আমারই রূপভেদ মাত্র।" পরদিন প্রভাতে মহাজন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে এক লক্ষ টাকা লইয়া স্বয়ং রাণী ভবানীর প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাণীর সাক্ষাতের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু রাণী বলিয়া পাঠাইলেন "অন্নপূর্ণার মন্দিরে আমার দেখা পাইবে।" মহাজন পরে একদা কাশীযাত্রা করেন এবং অন্নপূর্ণার মন্দির দর্শন করিতে যান। মহাজন অন্নপূর্ণার মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইয়াই দেখেন রাণী ভবানী অন্নপূর্ণার পূজা করিতেছেন! মহাজনের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তিনি বুঝিলেন এতদিনে তাঁহার স্বপ্ন সফল হইল।

কথিত আছে রাণী উত্তরকালে ধর্ম্মানুষ্ঠানে এত অধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন যে জমীদারীর আয় ব্যায় রাজস্ব আদায় প্রভৃতি বিষয়ে যথোপযুক্ত মন

দিতে পারিতেন না। এদিকে তাঁহার শিথিল দৃষ্টিবশতঃ একবার গবর্ণমেণ্টে ১১ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়া যায়। সার জন শোর তখন গবর্ণর জেনেরল। তিনি তাঁহার জমীদারী অংশ অংশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোককে পত্তনি দিয়া ১১ লক্ষ টাকা খাজনা আদায় করিয়া লইবেন এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখেন উন্মুক্ত অসি হস্তে এক কৃষ্ণাঙ্গী নারীমূর্ত্তি তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—"যদি তুই তোর সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিস্ তাহা হইলে এই তরবারীর আঘাতে তোর মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিব।" সার জন শোর এই স্বপ্ন দর্শনের পর রাণী ভবানীর জমিদারীতে আর হস্তক্ষেপ করেন নাই।* রাণী ভবানীর কীর্ত্তি সম্বন্ধে কাশীপরিক্রমায় আছে—

"ঘড়িখানা নবৎখানা পথের উপর।
রসাল দুন্দুভি সানী বাজিছে সুন্দর॥
ছত্রবাটীগত দ্বিধা দুর্গোৎসব হয়।
এ সর্ব্ব যোগানে আর বাটী পাঁচ ছয়॥
কোন খানে ভাণ্ডার, রন্ধন কোন খানে।
কোন খানে ভোগসজ্জা করেন গোপনে॥
কোন খানে ভোজন করেন দণ্ডীগণ।
কোন খানে অতিথিসেবন অগণন॥
কি কহিব রাণীর মহিমা অনুপাম।
কাশীক্ষেত্রে খ্যাত অন্নপূর্ণা যার নাম॥
আর এক কীর্ত্তি দেখি দুর্গার মন্দির।
একশত এক চূড়া গণনাতে স্থির॥
পাষাণের খোদগারি কি কহিব সীমা।
পঞ্চাশ হাজার ব্যয় যাহার গরিমা॥"

রাণী ভবানী বাৎসরিক একলক্ষ আশীহাজার টাকা দরিদ্রদিগকে দান করিতেন, অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের সাহায্যার্থ এবং টোলের ছাত্রগণের আহার যোগাইবার জন্য প্রতিবৎসর স্বতন্ত্র দান এবং মাসিকবৃত্তি ব্যতীত প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা

*The New Age. July 1897 Page 102.

নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। যাহাতে পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হয় তজ্জন্য উক্ত অর্থ প্রতিবৎসর গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারিতে জমা হইত। এতদ্ব্যতীত বীরভূম, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, ঢাকা প্রভৃতিস্থলে প্রায় পাঁচলক্ষ বিঘা জমি দেবোত্তর ও লাখরাজ করিয়া চতুর্ব্বর্ণের লোকের মধ্যে বিতরণ করেন। তিনি কাশীর নানাস্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপন, বিশেশ্বর, দণ্ডপাণি, দুর্গা, তারা এবং রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও পাষাণমন্দির-সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম্মার্থে যাঁহারা কাশীবাস করিতেছিলেন তাঁহাদের জন্য তিনি তিনশত বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং যে সকল দরিদ্র শেষ জীবনে সপরিবারে কাশীবাস করিতে আসিতেন তাঁহাদের ভরণপোষণের ব্যয় ব্যতীত বৈধ ক্রিয়া কর্ম্ম ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ সমস্ত ব্যয় তিনি অকাতরে বহন করেন। এক অন্নপূর্ণার মন্দিরেই প্রত্যহ প্রাতে ২৫ মণ করিয়া চাউল বিতরিত হইত। প্রত্যহ ১০৮ জন দণ্ডী ও সধবা স্ত্রী প্রাতর্ভোজন করিয়া প্রত্যেকে একটাকা করিয়া দক্ষিণা লইয়া যাইতেন এবং প্রত্যহ প্রায় পাঁচহাজার লোকের অন্ন বিতরিত হইত। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত দুর্গাবাড়ী বাঙ্গালীদিগের মহোৎসবের কেন্দ্রস্থল। প্রতি-বৎসর বিজয়াদশমীতে এখানে মহাধূম হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক জমীদার, রাণী ভবানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাশীতে বিগ্রহ, মন্দির, অন্নসত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং অসংখ্য কাশীবাসী-বাঙ্গালীর অন্নসংস্থানের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দেন। বাহারবন্দের রাজা রঘুনাথ রায়ের পত্নী রাণী সত্যবতী রাণীভবানীর মাতৃস্বসা ছিলেন। ইনিও উত্তরকালে কাশীবাস করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং নাটোরের রাণী ভবানীর পরবর্ত্তী সময়ে যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় বাঙ্গালী বারাণসী বাস করেন তাঁহাদের কয়েকজনের পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৭৮৯ অব্দে নাটোরের রাজার সভাপণ্ডিত কেবলরাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র উত্তরকালে সুপ্রীম-কোর্টের স্বনামখ্যাত জজ পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকে সঙ্গে লইয়া কাশীবাসী হন। জয়গোপাল সর্ব্ববিদ্যার কেন্দ্রস্থল বারাণসীতে শিক্ষা পাইয়া সাহিত্য এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং অদ্বিতীয় শাব্দিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পিতার কাশীলাভ হইলে ইনি নানাস্থান ঘুরিয়া ১৮০৫ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনরী কেরীর অধীনে কর্ম্মপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার ৮

বৎসর পরে কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের সাহিত্যাচার্য্য হন। তিনি ১৬ বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার মধ্যে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, তারাশঙ্কর প্রমুখ বঙ্গের বহু রত্ন তাঁহার ছাত্র হইয়াছিলেন। ইনি বিখ্যাত কেরী ও মার্শম্যান সাহেবদ্বয়ের বাঙ্গালা শিক্ষার গুরু ছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশিদাসী মহাভারত ইহাঁরই দ্বারা সম্পাদিত হইয়া মিশনরীদিগের ছাপাখানায় প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৮৪৪ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

হুগলী তড়াগ্রামের দয়ারাম বসুর পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে কলিকাতায় লবণের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং তাহাতে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে ইনি ২০০০৲ টাকা বেতনে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলীর দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হন। ইনি বঙ্গদেশে দান ও জন-হিতকর কার্য্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেন এবং কাশীবাস কালে এখানে নানাস্থানে শিবস্থাপনা করিয়া কাশীপ্রবাসে প্রসিদ্ধ হন। দেওয়ান কৃষ্ণরামের পুণ্যকীর্ত্তির কথা এখন আর বড় শ্রুত না হইলেও তিনি যাহা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় রাখা কর্ত্তব্য; তিনি কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত প্রায় বিশক্রোশ পথের উভয় পার্শ্বে আম্রবৃক্ষশ্রেণী রোপণ, যাত্রীদিগের সুবিধার্থ পুরীর বাহিরে সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন এবং জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার রথনির্ম্মাণ করাইয়া এবং রথত্রয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামপুরে যে মাহেশের রথ বলিয়া শুনা যায় তাহাও তাঁহারই কীর্ত্তি। তিনি ভাগলপুরে জাহাঙ্গিরা নামক স্থানে গঙ্গা-গর্ভস্থ একটি পাহাড়ের উপর সুবৃহৎ শিবমন্দির স্থাপন করেন এবং তাঁহার জন্মস্থান তড়া হইতে মথুরাবাটী পর্য্যন্ত একটী পথ প্রস্তুত করাইয়া দেন। ঐ পথ সর্ব্বসাধারণে কৃষ্ণজাঙ্গাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেওয়ান কৃষ্ণরামের পৌত্র এবং সাধক কবি লালা রামপ্রসাদের পুত্র সাধু রামগতি পঞ্চাশ বৎসর বয়সে যোগানুশীলনের জন্য কাশীবাসী হন। কথিত আছে তিনি এখানে ৪০ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ৯০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে ইহাঁর দেহ ভস্মীভূত হয় এবং ইহাঁর পত্নী সহমৃতা হন। লালা রামগতি মায়াতিমিরচন্দ্রিকা, প্রবোধ চন্দ্রোদয় প্রভৃতি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর কন্যা বিদুষী আনন্দময়ী অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। ইহাঁর বিদ্যাবত্তা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়া

বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা সাধারণের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এরূপ বিদুষী রমণীদিগের মধ্যে কাশীবাসিনী হটী বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রদান করিয়াছেন। * তিনি লিখিয়াছেন "হটী বিদ্যালঙ্কার" একজন বিদ্যাবতী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কন্যা। ইহাঁর জন্মস্থান বৰ্দ্ধমান জেলার সোঞাই গ্রাম। ইনি বৈধব্য অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে কাশীতে টোল করিয়া সভায় ন্যায়-শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় বিদায় লইতেন।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতা গোবিন্দপুরের প্রসিদ্ধ ধনী কন্দর্প নারায়ণ ঘোষালের পৌত্র মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীবাসী হন। ফোর্ট উইলিয়ম নির্ম্মাণ কালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যখন গোবিন্দপুর লয়েন তখন কন্দর্প ঘোষাল খিদিরপুরে গিয়া নূতন বাস স্থাপন করেন। তাঁহার দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র এবং গোকুলচন্দ্র। গোকুলচন্দ্র বাঙ্গালার গবর্ণর ভার্লেষ্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন এবং প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরারাজ দুর্গামাণিক্য দেববর্ম্ম বাহাদুর একবার সদর দেওয়ানী মকদ্দমার সময় ইহাঁর নিকট প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় ১৮০৯ অব্দে তিনি ত্রিপুরার সিংহাসনারোহণ করিবামাত্র দেওয়ান গোকুলচন্দ্রকে একটী গ্রাম নিষ্কর দান করেন। এই ত্রিপুরারাজই কাশীতে শিবস্থাপনা এবং মন্দির নির্ম্মাণ করান। ইনি ১৭৭৯ অব্দে পরলোকগমন করিলে ইহাঁর ভ্রাতষ্পুত্র অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল সেই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

জয়নারায়ণ ১৫ বৎসর বয়সে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দি, ফারসী এবং ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। ইনি কিছুকাল সন্দীপের কানুনগো ছিলেন। এবং ১১৭২ সালে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব মবারক উদ্দৌলার অধীনে কৰ্ম্ম গ্রহণ করেন। তিন বৎসর পরে সে কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ জন সেক্স্‌পিয়রের সহকারীর পদ গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর কার্য্যদক্ষতা এবং নানা সদনুষ্ঠানে এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে লাটসাহেব হেষ্টিংস্ বাহাদুর দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ জহান্দর্ শাহের নিকট হইতে সনন্দ আনাইয়া দেন। তাহাতে ১১৮৮ সালে তিনি বাদশাহ কর্তৃক "মহারাজ বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন এবং তিনহাজারী

* সেকাল ও একাল—পৃষ্ঠা ৫১, পাদ টীকা।

"মনসবদারী অর্থাৎ তিন সহস্র অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার পরও বিবিধ রাজকার্য্য এবং জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, কিন্তু তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনও বেতন বা পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই। তিনি যে ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন উত্তরকালে তাহা বহু বিস্তৃত করেন। তিনি খিদিরপুরের সন্নিকটে একটী বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতে থাকেন, তথায় স্থানে স্থানে শিবস্থাপনা ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাসাদের নাম ভূকৈলাস রাখেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধাতুনির্ম্মিত পতিতপাবনী মূর্ত্তি, কমলেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর ও রাজেশ্বর নামে শিবলিঙ্গত্রয়, পঞ্চানন মহাদেব, গঙ্গা, গণেশ, কার্ত্তিক, সূর্য্য, রামসীতা, হনুমান, যোগভৈরব প্রভৃতি বিগ্রহ এবং প্রাসাদমধ্যস্থ শিবগঙ্গানামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী ঐ স্থানকে প্রকৃতই ভূকৈলাস এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল যেমন বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন তেমনি প্রচুর অর্থ ধর্ম্মার্থে অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু দরিদ্র নরনারীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং অনেককে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। ১৭৯৪ অব্দ হইতে কাশীতে ইহাঁর পুণ্যকীর্ত্তির সূত্রপাত হয়। ঐ বৎসর তিনি এখানে "করুণা-নিধান" নামে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের এবং ভেলুপুরায় বিজয়নগরম্ (Vizianagram) রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে থানার সন্নিকটে ভূকৈলাস নামে আর একটী দেবস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভূকৈলাসস্থ গুরুধাম মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের অক্ষয় পুণ্যস্মৃতি ধারণ করিয়া আছে।

এখানে দ্বাদশশিবমন্দির-পরিবেষ্টিত একটী মন্দির আছে। সেই মধ্য-মন্দিরে শ্বেতপাথর ও কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত যুগলমূর্ত্তি বিরাজিত। প্রশান্ত সুন্দর শ্বেতমূর্ত্তির বক্ষে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কৃষ্ণমূর্ত্তি অর্থাৎ গুরুর বক্ষে শিষ্য জয়নারায়ণ। শিষ্যবাৎসল্য এবং গুরুর নিকট আত্মসমর্পণের যেন জীবন্তমূর্ত্তি। এই গুরুশিষ্য মূর্ত্তির জন্যই উক্ত দেবালয়ের নাম গুরুধাম। কাশীতে বেদোপনিষৎ, স্মৃতিদর্শন এবং সংস্কৃত সাহিত্য ব্যতীত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চা ও সর্ব্বসাধারণের বিদ্যানুশীলনের বিশেষ অভাব দর্শনে তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি ১৮১৭ অব্দে এখানে সকল শ্রেণীর বালকদিগকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, ফারসী ও ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ে দেশীয় য়ুরোপীয় শিক্ষকগণ নিযুক্ত হন এবং

দুইশত ছাত্র পাঠ করিতে থাকে। তিনি শিক্ষক ও ছাত্রগণের বাস ও আহারাদি করিবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করেন এবং বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্থায়ী মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন। গ্রেটব্রিটনে লর্ড বেকন এবং বঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের মত কাশীতে রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল শিক্ষার স্রোত নূতন পথে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। রাজা জয়নারায়ণ কর্ত্তৃক বারাণসীতে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে জষ্টিস্ সৈয়দ মাহ্‌মুদ তাঁহার History of English Education in India (p. 26) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

"Nor was Calcutta the only place where the Hindus evinced their desire to advance English Education among their countrymen. When the Governor-General visited the Upper Provinces in 1814, Joynarayan Ghossal, an inhabitant of Benares, presented a petition to his Lordship, with proposal for establishing a school in the neighbourhood of that city, and requesting that Government would receive in deposit the sum of Rs. 20,000 the legal interest of which together with the revenue arising from certain lands, he wished to be appropriated to the expense of the Institution. The design meeting with the approbation of Government, Joynarayan Ghossal was acquainted therewith. Accordingly, in July 1818, he founded his school, appointing to the management thereof, the Rev. D. Corrie,* corresponding member of their Committee and at the same time constituting the members of that Committee trustees. In this school the English, Persian, Hindustani and Bengali languages were taught, and in April 1825, the son of the founder enhanced the endowment by a donation of Rs. 20,000."

ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের ইতিহাসেও রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রতিষ্ঠিত কাশীর এই বিদ্যালয় এবং তাহা মিশনরীদিগের হস্তে দানপত্র লিখিয়া অর্পণ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"On Mr. Corrie's proceeding as chaplain to Benares in 1817, he seems to have commenced missionary operations in behalf

*Printed Parliamentary Papers relating to the affairs of India—General Appendix I. Public (1832) Page 404.

of the Church Society. One of the most important results of his labours was, that he acted as medium between a rich native, Rajah Joy Narain, and the Calcutta Corresponding Committee of the Society, in the transfer of a school which that native gentleman had started together with a valuable endowment which he attached to it. The School, which had been in existence several years under the direct supervision of the rajah, was made over to the Society by deed of gift on the 21st October 1818.*

সাহিত্যানুরাগ এবং কবিত্বশক্তিও তাঁহার সামান্য ছিল না। তিনি একজন সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শঙ্করী-সঙ্গীত, ব্রাহ্মণার্চ্চনচন্দ্রিকা, ও জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম নামে তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং করুণানিধান বিলাস নামক শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন। কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে কাশীপরিক্রমা-সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে ১৭৯২ খৃঃ অব্দের পৌষমাসে শূদ্রমণিবংশীয় নৃসিংহদেব রায় কবি জয়নারায়ণের নিকট আগমন করেন; তিনিই কাশীখণ্ড অনুবাদের প্রধান উদ্যোগী। ঐ বৎসর ফাল্গুন মাসে নৃসিংহদেব রায়ের সহচর জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করেন। রামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ শ্লোক ভাঙ্গিয়া মুখে মুখে ব্যাখ্যা করিতেন, আর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহারই পাত্‌ড়া করিতেন। নৃসিংহদেব রায় আবার তাহা সংশোধন করিয়া লিখিয়া লইতেন। ৪০ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ হইবার পর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কাশী প্রাপ্তি হয়। তৎপরে ১৭৯৩ অব্দে ভাদ্রমাসে মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশযাত্রা করেন। বৎসর কাল অনুবাদ কার্য্য স্থগিত থাকিবার পর নৃসিংহদেব রায় বাঙ্গালীটোলায় গিয়া বাস্ করেন এবং বলরাম বাচস্পতি নামক জনৈক পণ্ডিত তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হন। তিনি ৭৫ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করেন "পঞ্চক্রোশী যাত্রা" ও "নগর ভ্রমণ" অংশও তাঁহার রচনা। অনন্তর বৎসরাবধি গ্রন্থ রচনা কার্য্য স্থগিত থাকিবার পর রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও তৎপুত্র উমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার—এই দুই পণ্ডিত গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য যত্নবান্ হন। ইঁহারা

---

* History of Protestant Missions in India. London 1884. Page 169.

কাশীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া এবং ছয়মাসকাল বহু প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংস্কৃত শ্লোকে "কাশীযাত্রা-পদ্ধতি" লিপিবদ্ধ করেন। পণ্ডিত বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত তাহা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করেন। এইরূপে মূল ও পদ্ধতি বিভিন্ন পণ্ডিতের সাহায্যে অনুদিত হইলেও নৃসিংহদেব রায় সমগ্র গ্রন্থখানি ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ করিয়া প্রচার করেন। পরিশেষে কাশীপরিক্রমার প্রধান বর্ণনীয় ও "নগরবর্ণন" অংশ রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল স্বয়ং রচনা করেন। ইনি কাশীতে বহুকাল বাস করিবার পর ৬৯ বৎসর বয়সে ১৮২২ খৃঃ অব্দে মণিকর্ণিকা তীর্থে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিবস দ্বিপ্রহরের সময় পরলোকযাত্রা করেন। ইঁহার পুত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল সিন্ধু সমরের সময় তাঁহার বদান্যতা ও সৎকীর্ত্তির জন্য লর্ড এলেনবরা কর্ত্তৃক "রাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। রাজা কালীশঙ্কর কাশীতে অন্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অসহায় অন্ধগণের অশনবসনাদির জন্য যাবতীয় ব্যয়ের তিনি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মধ্যে রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর, সি এস আই উপাধিতে ভূষিত হন এবং British Indian Association ও Bengal Legislative Council এর সদস্য হন। ইঁহাদের ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ভুলুয়া, ঢাকা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত জমিদারী আছে। তাহার আয় দেড়লক্ষাধিক টাকা। এখনও ইঁহারা কাশী ও বঙ্গদেশ উভয় স্থানেই বাস করেন।

পূর্ব্বোক্ত কাশীপ্রবাসী নৃসিংহদেব রায় মহারাজ বল্লালসেনের সমসাময়িক। বর্দ্ধমান পাটুলীর খ্যাতনামা দেবাদিত্য দত্তের অধস্তন ২১শ পুরুষ। তাঁহার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পিতা উদয়দত্ত আকবর বাদশাহের নিকট "সভাপতি রায়" উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। সভাপতি রায়ের প্রপৌত্র রামেশ্বর রায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট জায়গীরসহ পুরুষানুক্রমে "রাজা মহাশয়" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরে বাঁশবেড়িয়ায় পূর্ব্বতন জমিদারী কাছারী সুদৃঢ় বাড় বেষ্টিত করিয়া বাস করায় "বাঁশবেড়িয়ার রায় মহাশয়" বলিয়া প্রসিদ্ধ হন, ইঁহারই পুত্র রাজা রঘুদেব রায় নৈশযুদ্ধে মহারাষ্ট্রদিগকে পরাস্ত করিয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট "শূদ্রমণি" উপাধিলাভ করেন। তাঁহার পুত্র ও নৃসিংহদেবের পিতা গোবিন্দদেব রায় মহাশয় এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ বিঘা জমি দান করায় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। নৃসিংহদেব ১৭৪০ অব্দে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে জন্মগ্রহণ করেন, শৈশবকালে ইঁহার পৈতৃকসম্পত্তি পরহস্তগত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি

তাহার সামান্য অংশমাত্র উদ্ধার করিতে সমর্থ হন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিবার মানসে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়সঙ্কোচের জন্য তিনি ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে কাশীপ্রবাসী হন। এখানে তিনি রাজা জয়নারায়ণের সহিত পরিচিত হন এবং পর বৎসর হইতে পূর্ব্বোক্ত কাশীখণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ কার্য্যে ব্যাপৃত হন। ইনি ৭ বৎসর কাল কাশী প্রবাসে অবস্থিতি করিয়া ৭ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশী প্রবাসে নিত্য সাধুসঙ্গে ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার হৃদয় এরূপ উন্নত ও উদার হইয়াছিল যে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা মোকদ্দমা করা দূরে থাক, তিনি সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যয় করিতে মনোনিবেশ করেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং সাহিত্যানুরাগী ও সঙ্গীত এবং চিত্রকলা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দেবদেবী বিষয়ক বহু সঙ্গীত রচনা এবং উড্ডীশতন্ত্রের বঙ্গানুবাদ করেন। ইহাঁদের সমসাময়িক যে সকল বাঙ্গালী কাশীবাসী হন তাঁহাদের অনেকের সংবাদ পাওয়া যায়। এই সময় রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের ভগিনীকে বিবাহ করিয়া কলিকাতা রাজবল্লভপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের অন্যতম বংশধর বারাণসী কলেক্টরীর সেরেস্তাদার ও পরে ডেপুটী কলেক্টর স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ কাশীবাসী হন।

কাশীতে সিপাহীবিদ্রোহ হইলে তিনি নানাপ্রকারে সাহায্য করায় তাঁহার রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হন। কাশীর কলেক্টর পরে পঞ্জাবের ছোটলাট সার ডোনাল্ড ম্যাক্লাউড তাঁহাকে কাশীর ডেপুটী কলেক্টর পদে উন্নীত করেন। তিনি কাশীবাবুকে ১৮৪৯ অব্দে যে পত্র লেখেন তাহাতে এই প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহার কতদূর শ্রদ্ধা ও তাঁহার কার্য্যদক্ষতার উপর কিরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। আমরা নিম্নে সেই সুদীর্ঘ পত্র হইতে অংশবিশেষ উদ্ধার করিলাম :—

Benares, April 1, 1849.

WORTHY CAUSHI BABU,

Although I have not yet replied to your proposition to follow me to the Punjab, I have felt greatly gratified by it and most grateful to you for having made it. I have come to the conclusion, however, and in this the Commissioner agrees with me that however great would have been my satisfaction in having

had your valuable aid to rely upon and the benefit of your great experience and worth I could not just at present in justice to yourself to say nothing of other considerations withdraw you from the sphere when your presence is just now so valuable. * * * * Your sudden withdrawal would place in imminent peril the management of one of the most important treasuries in India. * * * I can truly and with confidence affirm that there is no individual amongst the officials with whom I have had to do from whom I have derived more invaluable aid than from you and none who has afforded me such invariable and complete satisfaction. I feel most grateful to you for honest and able assistance rendered to me on all occasions and can only hope you will always continue to follow the same career. I have been long endeavouring to procure for you as a token of my esteem a silver-mounted inkstand and of a construction which I think the most useful but owing to the defectiveness of the workman have hitherto failed. I shall however send it to you hereafter and will beg of you to keep it in token of remembrance of me. * * * * * * * * *

Believe me Babu Sahib,

Your sincere well wisher
(Sd.) D. F. McLeod,
Collector & Magistrate.

ইঁহার পুত্র হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার ব্যাল্যাণ্টাইনের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন, ইনি উত্তরকালে বেরেলীর নবাবগঞ্জের ও ফরিদপুরের তহশীলদার এবং সাহ্‌জাহানপুরের ডেপুটী কলেক্টর হন। বেরেলী অবস্থানকালে তথায় সিপাহীবিদ্রোহ হয়। সেই দুর্দ্দিনে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বেরেলী ও নাইনিতালে যথেষ্ট সহায়তা করায় তাঁহার রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ,—বিদ্রোহীদিগের নিকট হইতে অধিকৃত এবং সাহ্‌জাহানপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে ছোটলাট সার অ্যাল্‌ফ্রেড লায়্যাল কর্ত্তৃক নিবসিত দুর্গ সংলগ্ন ভূখণ্ডের কিয়দংশ এবং নিগোহী নামক স্থানে কিছু জমিদারী প্রাপ্ত হন। ইনি এতদঞ্চলে বহু সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সর্ব্বজনপ্রিয়

ও সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিলেন। যুক্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব সেসনস্ জজ্ শ্রীযুক্ত সণ্ডার্স সাহেব তাঁহাকে যে প্রশংসা পত্র দেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন ;—

* * * He has many European friends * * *
"Har Govind leaves his present post in the hopes of qualifying as a Tehsildar in Bareilly, for a Deputy Collectorship of which he has some prospect and I for one shall consider that the grades of Deputy Collectors will have a valuable acquisition to their members when his name has been duly enrolled."

ইঁহার বংশধরগণ এখনও সাহজাহানপুরে বাস করিতেছেন। ইঁহার পুত্র বাবু সত্যনিধান বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তপ্রদেশে পুলিশের ডেপুটী সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের পদে কর্ম্ম করিতেছেন। বাবু হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিদ্রোহী নানা সাহেবের আত্মীয় শেষ পেশওয়া চিত্রকোটের রাজা মাধব রাওয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সাহ্‌জাহানপুরের পাওয়ায়েন, মৈনপুরী, সুলতানপুর জেলার আমেঠী, রায়বেরেলী জেলার চান্দাপুর, সিধৌলী এবং কাশী, কাশীপুর, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানের রাজাদিগের সহিত বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ ছিলেন। বঙ্গদেশেও ইঁহাদের জমিদারী আছে এবং ইঁহারা দ্বারভাঙ্গা, তাহিরপুর, মালদহ, হাজারীবাগ, উত্তরপাড়া, শোভাবাজার প্রভৃতি স্থানের রাজা মহারাজা ও জমিদার বংশের সুপরিচিত। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয় ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ ১৭৮১ অব্দে কাশিমবাজারের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ কান্তবাবু গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত কাশীতে আগমন করেন। বঙ্গের নবাব সিরাজদ্দৌলা হেষ্টিংসসাহেবকে মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ করিলে ইনি কোন মতে তথা হইতে পলায়ন করিয়া কান্তবাবুর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কান্ত বাবু গোপনে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন। এই ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণর হইলে কান্তবাবুকে বিস্তৃত জমিদারী দান এবং তাঁহাকে স্বীয় মুৎসুদ্দী করেন। ক্রমে কান্তবাবু হেষ্টিংসের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হন। কাশীর রাজা চেৎসিংকে দমন করিবার জন্য হেষ্টিংস সাহেব যখন কাশী যাত্রা করেন, কান্তবাবু তখন তাঁহার সঙ্গে যান। তাঁহার আগমনে কাশীর সম্মানিত

রাজবংশ একটা ভয়ানক কলঙ্ক ও মহা বিপদ হইতে রক্ষা পান। ইংরেজ সেনাগণ যখন রাজবাটী দখল করিয়া রাণীদিগের গহনাপত্র লুঠ করিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে যায় তখন কান্তবাবু তাহাদিগকে নিবারণ করেন। সেনাগণ উন্মত্ত হইয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করায় তিনি স্বয়ং দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদান করেন। তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় কান্তবাবু হেষ্টিংসকে গিয়া বলেন যে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ কখন গৃহের বাহির হন নাই, তাঁহাদের উপর সৈন্যগণ অত্যাচার করিবে ইহা বড়ই দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয়। হেষ্টিংসের আদেশে তখন সেনাগণ নিরস্ত হয় এবং রমণীগণ রক্ষা পান। কান্তবাবু শিবিকা আনাইয়া রাণীদিগকে এবং অন্যান্য স্ত্রীলোককে স্থানান্তরে লইয়া যান। রাণীরা কান্তবাবুর ব্যবহারে পরম তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে বিবিধ অলঙ্কার, লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, একমুখ রুদ্রাক্ষ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ এবং কতকগুলি বিগ্রহ দান করেন। সে সকল এক্ষণে কাশিমবাজার রাজবাটীতে রক্ষিত হইতেছে। বারাণসী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হেষ্টিংস সাহেব কান্তবাবুকে গাজিপুর ও আজিমগঞ্জের জায়গীর দান করেন। এইরূপে নানা কারণে বঙ্গের ধনী জমিদার, রাজা মহারাজা প্রমুখ অনেকেই অল্প বা বহু দিনের জন্য কাশীপ্রবাসী হন।

যে "হরি ঘোষের গোহাল" বঙ্গে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে, সেই বহু-আত্মীয়-স্বজন-প্রতিপালক অসাধারণ বদান্য শ্রীহরিঘোষ এই সময় কাশীবাসী হন। কান্যকুব্জাগত স্বনামপ্রসিদ্ধ মকরন্দ ঘোষের বংশ গৌড়নগর হইতে কালক্রমে কলিকাতা বাগবাজার কাঁটাপুকুরে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। এখানকার ডাকাতে কালী—এক্ষণে যিনি বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা—পূর্ব্বে নরবলি গ্রহণ করিতেন। ডাকাতেরা ইঁহার সম্মুখে নরবলি দিয়া ইঁহার পূজা করিত। কাঁটাপুকুরের উক্ত ঘোষবংশের রামসন্তোষ ঘোষ এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিতে না পারিয়া ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে এস্থান ত্যাগ করত বর্দ্ধমানে গিয়া বাস করেন। ইনি বহুভাষাভিজ্ঞ ছিলেন ও ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজদিগের কুঠীতে কর্ম্ম করিয়া ৭০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র বলরাম, পরে ফরাসী-চন্দ্রনগরে বাস করেন এবং বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। কথিত আছে, ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে শাসন সংক্রান্ত

অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বলরাম ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ৯৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রামহরি, শ্রীহরি, নরহরি ও শিবহরি নামে চারিপুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় স্বজনপালক শ্রীহরিই স্বনামখ্যাত হরিঘোষ, তিনি মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মুঙ্গের কেল্লার দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার পর ইনি কলিকাতায় গিয়া বাস স্থাপন করেন এবং বহু অসহায় দরিদ্র স্বজাতিকে আপন ভবনে রাখিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করিতে থাকেন। বহু কুপোষ্য পালন হেতু তাঁহার ভদ্রাসন ক্রমে "হরিঘোষের গোহাল" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শেষ জীবনে তিনি তাঁহার আদি বাসভূমি বাগবাজারের গাঙ্গুলীদিগের হস্তে বিক্রয় করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কাশীনাথকে লইয়া কাশীবাসী হন। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে এখানে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। পরে কাশীনাথের নিঃসন্তান অবস্থায় কাশীতেই দেহান্ত হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভৈরবচন্দ্র ঘোষ কিছুকাল মির্জ্জাপুরে সরকারী চাকরী করিতে করিতে ৩০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাঁরা পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গবিশ্রুতা পুঁটিয়ার রাণী ভুবনময়ী কাশীধামে আসিয়া বাঙ্গালীর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি গঙ্গার তলদেশ হইতে প্রস্তরময় সোপান দ্বারা দশাশ্বমেধ ঘাট উত্তমরূপে বাঁধাইয়া তদুপরি ব্রহ্মপুরী মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটস্থ 'প্রাগ ঘাট'ও রাণী ভুবনময়ীর কীর্ত্তি। * বাঙ্গালীটোলার শিবমন্দির সংলগ্ন বৃহৎ অন্নসত্র ইঁহারই স্থাপিত। এই অন্নসত্রে অনেক অনাথ বঙ্গসন্তান নিত্য প্রতিপালিত হইতেছে। দুর্গাকুণ্ডের নিকটস্থ বিস্তীর্ণ বাগানবাটী রাণী ভুবনময়ীর। এক্ষণে ইহা পুঁটিয়ার বাগান নামে অভিহিত। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী এই বংশের রাজবধূ।

খড়দহের বিখ্যাত বিশ্বাস বংশের অন্যতম বংশধর চট্টগ্রামের নিমকমহালের দেওয়ান কোটীপতি রামহরি বিশ্বাস কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশী গয়া বৃন্দাবন প্রভৃতি বহুতীর্থে বাস করেন। তিনিও বারাণসীতে কয়েকটী শিবমন্দির

---

* এই ঘাট সম্বন্ধে প্রবাদ আছে ইহা ৺ভদ্রকালী দেবী বরদাকণ্ঠ নামক কোন বাঙ্গালী রাজা দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া লয়েন, কিন্তু পরে রাণীর দখলে পড়ায় ঘাট ও ঘাট নির্ম্মাতার নাম লোপ পায়। এইরূপ নদীয়ার সত্রালয়, ৺রামহরি ঠাকুরের সত্রালয়, মথুরা সত্রালয় ইত্যাদির লোপ-স্থান মাত্র আছে, তাহাও এক্ষণে বেদখল।

স্থাপন করেন। এইরূপে বঙ্গের ধনী, জমিদার, রাজা মহারাজা প্রমুখ অনেকেই পুণ্যসঞ্চয়ার্থ কাশীবাস অথবা প্রবাস কালে এবং তীর্থভ্রমণার্থ বারাণসীধামে আসিয়া বহু শিবমন্দির, স্নানের ঘাট, অন্নসত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জনায়ের প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজয় মুখোপাধ্যায় এইরূপে কাশীতে বহু শিবমন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

রাণী ভবানীর পর যে সকল বাঙ্গালী কাশীবাসী হইয়াছিলেন; তাঁহাদের অনেকের সন্ধান পাওয়া যায়; তাঁহাদের বংশাবলী এখানে বাড়ীঘর করিয়া স্থায়ী হইয়াছেন। রাণী ভবানীর পরবর্ত্তী এবং মিউটনীর পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল বাঙ্গালী কাশীবাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহই এক্ষণে জীবিত নাই কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ কাশীতে অথবা অন্যত্র বাস করিতেছেন। তাঁহাদের নাম পাদটীকায় * সন্নিবেশিত হইল। ইঁহাদের মধ্যে কাহার কাহার পরিচয় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা জন্মস্থান হইতে শত শত মাইল দূরে রেলহীন ও দস্যুতস্কর সঙ্কুল পথ

* ৺চন্দ্রনাথ ন্যায়পঞ্চানন (বঙ্গজ) দৌহিত্র—রাম ও শ্যাম। ৺ইন্দ্রনারায়ণ বাপুলী। ৺অন্নদা বাপুলী। ৺রাজনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত—এক পৌত্র নবীননারায়ণ তর্কভূষণ। ৺রাধানাথ কথক—পৌত্র, ভূতনাথ, চিন্তামণি ইত্যাদি। ৺কাশীনাথ পণ্ডিতেন্দ্র বিদ্যাবাহাদুর—পৌত্র বরদা দাস। ৺মদনমোহন বাচস্পতি। ৺মির্জ্জা তিনকড়ি মুখো—তাঁহার পিতার নাম অজ্ঞাত। ৺রামলোচন কথক—পুত্র পরমানন্দ দণ্ডী, শ্যামাচরণ ভট্ট। ৺দেবনাথ বাচস্পতি—পৌত্র হরিকেশব প্রভৃতি। ৺শম্ভু বিদ্যালঙ্কার—পৌত্র জয়রাম প্রভৃতি। ৺চণ্ডীচরণ ন্যায়ালঙ্কার—পৌত্র শরচ্চন্দ্র ভট্ট। ৺রঘুবীর তর্কপঞ্চানন—পৌত্র গোবিন্দ ও প্রসন্ন ভট্ট। ৺কানাইলাল ঘটক—প্রঃ পৌত্র তিনু ঘটক; পৌত্র সুরেন্দ্র। ৺কালীকণ্ঠ মুখো—পৌত্র উমাকান্ত প্রভৃতি। ৺করুণাময় ভট্টাচার্য্য—পৌত্র নীলমাধব প্রভৃতি (ব্যবসায়ী)। ৺মহেশপঞ্চানন—পুত্র শিবচন্দ্র ভট্ট (অন্ধ)। ৺মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি—পৌত্র রামেশ্বর ভট্ট। ৺মধুসূদন বিদ্যাভূষণ—একমাত্র পুত্র গঙ্গাচরণ মুখো। ৺কাশীপ্রসাদ বন্দ্যো—পুত্র হরপ্রসন্ন বাবু। ৺গৌরমোহন মুখো—পৌত্র নাটু, ভূপেন্দ্র ইত্যাদি। ৺কালীমোহন চৌধুরী—ভ্রাতুষ্পুত্র শ্যামাচরণ। ৺বেচারাম সার্ব্বভৌম—পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ভট্ট (এঞ্জিনিয়র)। ৺শিবরাম ভট্টাচার্য্য—পৌত্র দুর্গা, গদা, ভিখারি, শঙ্কর ইত্যাদি। ৺রামনিধি পালধী—পৌত্র হরিনাথ ইত্যাদি। ৺বীরেশ্বর গঙ্গো। ৺কেদার গঙ্গো—পুত্র ঠাকুরদাস। ৺রামকালী চৌধুরী পুত্র আনন্দ ইত্যাদি। ৺শ্যামাচরণ বন্দ্যো—পুত্র নীলরতন বন্দ্যো ইত্যাদি। ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী—পুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী। ৺ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন—পৌত্র ত্রিলোচন মুখো। ৺চন্দ্রকান্ত লাহিড়ী—পুত্র হরপ্রসন্ন ইত্যাদি। ৺রামচরণ মৈত্র—পুত্র অহীন্দ্রনাথ মৈত্র। ৺মদনমোহন শিরোমণি (নিঃসন্তান)। ৺দামড়াকেদার (ব্যাঙ্কের ঈশ্বর চট্টোর পিতা)। * * * * * ৺হারাধন বিদ্যাভূষণ—পুত্র রাম উকিল। ৺শ্রীনাথ ভাদুড়ী—পুত্র সোমনাথ ভাদুড়ী। ৺শ্রীকান্ত রায় চৌধুরী—পুত্র কেদার। ৺তারিণীচরণ কবিরাজ—পৌত্র শিতলাপ্রসাদ। ৺মথুরানাথ মিত্র—পৌত্র উপেন্দ্রনাথ মিত্র। ৺উমাচরণ বিশ্বাস—পুত্র নন্দলাল বিশ্বাস। ৺চণ্ডীচরণ বিশ্বাস—পৌত্র চারুবিশ্বাস, দুর্গাচরণ প্রভৃতি।

অতিক্রম করিয়া আসিয়া এই বিস্তীর্ণ উপনিবেশ স্থাপনের সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম বিস্মৃত না হওয়াই কর্ত্তব্য।

এক শতাব্দীর উপর হইল বারাণসীর খ্যাতনামা স্বর্গগত রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুরের প্রপিতামহ দেওয়ান আনন্দময় মিত্র কাশীপ্রবাসী হন। ইহাঁর সমসাময়িক নড়ালের বিখ্যাত জমিদার রতনবাবু; গঙ্গানন্দ তপস্বী, নবীননারায়ণ তর্কভূষণের পিতামহ, এলাহাবাদ কর্ণেলগঞ্জপ্রবাসী বাবু প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, এলাহাবাদ কাট্‌রা প্রবাসী অধুনা স্বর্গীয় ডেপুটী কলেক্টর বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ প্রমুখ অনেকেই কাশীবাস করেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ কলিকাতার মিত্রবংশোদ্ভব রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কাশীস্থ বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৬৮৬ খৃঃ অব্দে) ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দরাম মিত্র কলিকাতার ইংরাজ ফ্যাক্‌টরির গভর্ণর জব চার্ণকের নিকট কোম্পানী-সরকারে চাকরী গ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্র হইতে জানা যায়, ইনি অতিশয় দক্ষতা ও গৌরবসহকারে বহুকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সুতানুটি-গোবিন্দপুরের নাম ইতিহাস পাঠকগণের অবিদিত নাই। গোবিন্দরাম মিত্র কলিকাতা দুর্গের নিকটবর্ত্তী স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া তথায় স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। ইহাঁরই নামে গোবিন্দপুরের নামকরণ হয়। ইনি "Mayor of Calcutta" এই নামে অভিহিত হইতেন। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ কালে, ইহাঁকে ইংরাজদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর, ইংরাজ বাহাদুর ইহাঁকে উদ্ধার করিয়া কলিকাতা পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ প্রদান করেন। ইহাঁর পৌত্র বাবু আনন্দময় মিত্রপারিবারিক অশান্তি হেতু, কলিকাতা পরিত্যাগ করত কাশীবাসী হন এবং কাশীর চৌখাম্বা নামক স্থানে

৺প্যারীমোহন কবিরাজ—ভ্রাতুষ্পৌত্র গোপালচন্দ্র গুপ্ত। ৺মহেশচন্দ্র সরকার। ৺কালী কবিরাজ—পৌত্র নিবারণচন্দ্র গুপ্ত।

এই তালিকা শ্রদ্ধাস্পদ কবিরাজ হারাণচন্দ্র সেন এবং বাবু গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বহু অনুসন্ধানে সংগৃহীত। ইহাঁরা উভয়েই কাশীর পুরাতন প্রবাসী। কবিরাজ মহাশয় পূর্ব্বে বড়হরের রাণীর গৃহচিকিৎসক ছিলেন এবং, পরে কিছু কালের জন্য এলাহাবাদে অবস্থিতি করিবার পূর্ব্বে গিধোড়ের মহারাজা ও ভিঙ্গা, বস্তি, ডীরা, বিজয়পুর প্রভৃতির রাজার দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হইয়াছিলেন।—জ্ঞ।

স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। তিনি পূর্ব্বে রাজসাহীর কলেক্টরের দেওয়ান ছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে কাশীতে মহা ধূমধামের সহিত দুর্গা ও কালী পূজা হইতে থাকে। সুদ্ধ কাশী কেন কথিত আছে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে তাঁহারাই প্রথম দুর্গোৎসব করেন। তঁহার পুত্র রাজেন্দ্র মিত্র বদান্যতার জন্য রাজা বলিয়া খ্যাত হন। রাজঘাট হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত যে অংশ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোডের মধ্যে পতিত হয় তাহা তাঁহার জমিদারী মকদমপুরের অন্তর্গত। উহার পরিমাণ ৮।৹ বিঘা। তিনি ঐ ভূমিখণ্ড বিনা খেসারতে গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। তাঁহারই অর্থে নবনির্ম্মিত বারাণসী কলেজের প্রবেশদ্বার নির্ম্মিত হয়। জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার রাজসই দানের জন্য সাধারণে যেমন তিনি আদৃত ছিলেন গবর্ণমেণ্টও তদ্রূপ তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করেন। তাঁহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের শ্রদ্ধা ও সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ 'সাতপর্চার' খিলাত প্রদত্ত হয়। অর্থাৎ, তাহাতে তিনি মুক্তার মালা, হীরকাঙ্গুরীয়, সুবর্ণকোমরবন্ধ, বহুমূল্য পোষাক, এবং একখানি পাল্কী প্রাপ্ত হন। ১৮৫৬ অব্দের ২৬শে জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় বাবু গুরুদাস এবং বরদাদাস মিত্র মহোদয়দ্বয় সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টের প্রভূত সাহায্য করিয়া স্বতন্ত্র খিলাৎ প্রাপ্ত হন।

বাবু গুরুদাস মিত্র কাশীস্থ বিপন্ন ইংরাজগণকে যে সাহায্য প্রদান এবং বিদ্রোহদমনের চেষ্টা করেন, কাশীর কমিশনর এবং গবর্ণর জেনারেলের প্রতিভূ ভারতগবর্ণমেণ্টকে এতৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"I have much satisfaction in stating that Babu Gurudas Mittra, son of the good Rajendra Mittra, has done all in his power during the mutiny to assist Government. He attended in person at the Mint on the night of the mutiny. He during the following days gave supplies for the troops ; he furnished six or seven horses, a *palki-gari* (or coach) a number of carts, wheels, and, in short, as far as his ability extended, did all that he could to identify himself with the cause of Government."*

বাবু বরদাদাস মিত্র কাশীর অন্ধ ও কুষ্ঠাশ্রমের লোকদিগের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব মোচনার্থ একটী কূপ নির্ম্মাণের জন্য ৬০০০৲ টাকা দান

*Hindu Tribes and Castes as represented in Benares, by the Rev. M. A. Sherring, M.A., LL.B. (Lond.) 1872. Page 313.

করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসীর চক্ষু-চিকিৎসালয়ের সংরক্ষনার্থ ৫০০০৲ টাকা দান করেন। উভয় ভ্রাতাই এলাহাবাদ কলেজের জন্য সহস্র টাকা, প্রিন্সঅব-ওয়েল্‌স্‌ এর ভারতাগমনের স্মারক অনুষ্ঠানের জন্য ৬০০০৲ টাকা, ১৮৭৪ সালের মন্বন্তরে রাজসাহী দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ৫০০৲ টাকা, ১৮৭৮ সালের দরিদ্র ভাণ্ডারে ১০০০৲ টাকা এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সদনুষ্ঠানে অনেক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। গুরুদাস বাবু স্থানীয় য়ুরোপীয়দিগের জন্য হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থে ৩৬০০৲ দান করেন। বঙ্গের রাজসাহী জেলায় এবং পশ্চিমের বারাণসী জেলায় ইহাঁদের বিস্তৃত জমিদারী আছে। বাবু বরদাদাস মিত্রের পুত্র রায় প্রমদাদাস মিত্র রায় বাহাদুর পৈতৃক সদ্‌গুণাবলীর সহিত অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়া এতদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বহু সংস্কৃত সদ্‌গ্রন্থের প্রণেতা। এই মিত্র পরিবারের বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া শেষ করা যায় না। অনন্যসাধারণ বদান্যতা এবং লোকহিতব্রতের জন্য ইহাঁরা কাশীর অধিবাসিগণের নিকট সুপরিচিত।

এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিলেও চাকরী উদ্দেশে যে ইহাঁরা কাশীবাসী হয়েন নাই, পূর্ব্বেই তাহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। * কিন্তু রায় প্রমদাদাস বাহাদুর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও, বারাণসী কলেজে ইংরাজী সংস্কৃত বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রবল বিদ্যানুরাগই তাঁহাকে উক্ত চাকরী গ্রহণে প্রবৃত্ত করে। তিনি পণ্ডিতগণকে সংস্কৃতের সাহায্যে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন এবং সংস্কৃতভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার সরল সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। "পণ্ডিত" বলিয়া এখান হইতে যে সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশিত হয়, প্রমদাবাবু তাহাতে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

স্বনামখ্যাত পণ্ডিত গ্রিফিৎ সাহেব (Ralph T. H. Griffith, MA., C.I.E. formerly Principal of Benares College and sometimes Director of Public Instruction, N. W. Provinces and Oudh). তাঁহার

---

* Diwan Anandamaya Mittra * * * did not come out from the metropolis of India as a Government employee as the ancestors of the Bengali settlers of these provinces generally were, but he was a landholder who at once secured an honored position among the gentry of Benares.—*Kayastha Samachar*, July 1901, Page 92.

স্বর্গীয় রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুর।

(পৃষ্ঠা ২৮)

" The Texts of the White Yajurveda." গ্রন্থের অনুবাদে লিখিয়াছেন :—
" I am indebted to my old pupil and valued friend Babu Promoda Dasa Mirta of Benares, completer of Dr. Ballantyne's translation of the Sahitya Darpan and author of an admirable English version of the Bhagavad Gita, for kind revision of my translation of, and notes on, this Upanishad, and for many corrections and improvements therein." ইনি কলিকাতা ও এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। হিন্দুধর্ম্মে ইহাঁর অচলা ভক্তি ছিল। আচার এবং পোষাক পরিচ্ছদে ইঁহাকে একজন নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশীতে আগত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে নোয়াখালির নিমকমহালের দেওয়ান দয়ারাম বিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি স্বীয় পুত্রদ্বয় প্রাণকৃষ্ণ ও জগমোহনকে নগদ ৩০ লক্ষ টাকা ও লক্ষটাকা আয়ের জমিদারী দান করিয়া কাশীবাসী হন। তিনি ১৮০৪ খৃঃ অব্দে কাশীধামে পরলোক যাত্রা করেন এবং মৃত্যুকালে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে মণিকর্ণিকার নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মানলে তাঁহার দেহ দাহ করা হয়। কিন্তু কাশীর সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণ তাহাতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া দাহকার্য্যে বাধা প্রদান করেন। তাঁহার পুত্র জগমোহন তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিতে চাহিলেও তাঁহারা প্রতিবন্ধকতা দানে নিরস্ত হইলেন না দেখিয়া তিনি কাশীনরেশ ও কলেক্টর সাহেবের শরণাপন্ন হন। মহারাজের সহায়তায় ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের তত্ত্বাবধানে উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

এই সময়ে জগদ্বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত সাহিত্য এবং বেদবেদান্তাদি অধ্যয়নার্থ কাশীপ্রবাসী হন। ১৮২৬ সালে William Adam সাহেব লিখিয়াছিলেন,—*

" Rammohon, after reliquishing idolatry, was obliged to reside for ten or twelve years at Benares, at a distance from all his friends and relatives, who lived on the family estate at Burdwan, in Bengal."

---

* Rajah Ram Mohan Ray compiled and edited by the late Sophia Dobson Collect. (Lond.) 1900.

"Probably he fixed his residence at Benares on account of the facilities afforded by that sacred city for the study of Sanskrit * * * Probably however in such a seat of Hindu learning as Benares, he might have obtained employment by copying manuscripts. In any case, he seems, to have remained there until his father's death in 1803. * * * "

বারাণসীতে অনেক বাঙ্গালী জমিদারের স্থায়ী বাস হইয়াছে। তন্মধ্যে এ প্রদেশে অনেকের জমিদারী আছে। কাশীনরেশের দেওয়ান বাবু গিরীশচন্দ্র দের স্বর্গীয় পিতা, মিউটিনীর বহু পূর্ব্বে, কাশীপ্রবাসী হন এবং পাঁড়ে হাউলি ও মদনপুরায় আবাসবাটী নির্ম্মাণ করেন। গিরীশবাবু এক্ষণে পেন্সন উপভোগ করিতেছেন। প্রায় ৮০ বৎসর হইল স্বর্গীয় প্যারিমোহন কবিরাজ কাশীবাসী হন এবং সোনারপুরায় ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত শীতল প্রসাদ গুপ্ত বড়বাঁকী গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি হিন্দীভাষা এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে উহাতে সুন্দর সুন্দর কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া হিন্দুস্থানী সুলেখকদিগেরও প্রশংসাভাজন হইতেন। "হিন্দী পদ্যাবলী" নামে ইঁহার একখানি সুবৃহৎ কবিতা পুস্তক আছে। উহা বিবিধ ইংরাজী খণ্ড-কবিতার হিন্দী পদ্যানুবাদ। প্রায় ৩২ বৎসর হইল, উহা কাশীতে মুদ্রিত হয়। স্বর্গীয় রামচন্দ্র সেন উত্তর পশ্চিমের প্রাচীন বিদ্বানমণ্ডলীর মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের বহুপূর্ব্বে রামচন্দ্র বাবুর পিতা রামকুমার সেন গভর্ণমেণ্টের কর্ম্ম লইয়া প্রথমে গাজীপুর আগমন করেন। রামচন্দ্র বাবু বারাণসী কলেজের বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। ইনি Senior Scholarship পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হন। সাধারণে ইঁহাকে Flower of the Benares College বলিতেন। রামচন্দ্র বাবু অযোধ্যা প্রদেশের Inspector of Schools হন। এ দেশীয়গণ তাহার ইংরেজী রচনাকে আদর্শ ভাবিয়া কাহারও রচনা ভাল হইলে বলিতেন, "বাবু রামচন্দ্রকে এ্যায়সে আংরেজী লিখতে হাঁয়।" ইনি কয়েকখানি দার্শনিক ইংরাজী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। Essay on Human Life ইঁহার প্রধান গ্রন্থ। রামচন্দ্র বাবু ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবনের অধিকাংশ কাল ক্ষেপন করিতেন এবং যোগসাধনায় বিমল

আনন্দ উপভোগ করিতেন। সাধনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া উত্তরকালে ইনি ইন্‌স্পেক্টারের পদ ত্যাগ করিয়া হেড্‌মাষ্টারের পদ পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত স্থানীয় উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষগণের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তাঁহারা রামচন্দ্রবাবুর বিদ্যাবুদ্ধি অমায়িকতায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ইঁহার জীবন তাঁহারা অতি মূল্যবান বিবেচনা করিতেন, রামচন্দ্রবাবুর মৃত্যু হইলে, তাঁহার আত্মীয়বর্গ মৃতদেহ যখন নৌকা করিয়া দশাশ্বমেধঘাট হইতে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া যাইতেছিলেন, কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর স্বয়ং নৌকা হইতে তাঁহার ফটো তুলিয়া লইয়াছিলেন।

বাঙ্গালী স্বভাবতঃ বিদ্যানুরাগী। আমরা দেখিতে পাই, কি প্রাচীনকালে, কি বর্ত্তমান সময়ে, বাঙ্গালী যে স্থানে প্রবেশ করিয়াছে সেই স্থানেই বিদ্যানুশীলন আরম্ভ ও স্থানীয় অধিবাসিগণের বিদ্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। গ্রন্থের নানাস্থানে তাহার প্রমাণ আছে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বারাণসী কলেজ * স্থাপিত হয়। তখন হইতেই এখানে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী অধ্যাপক ও ছাত্রের আবির্ভাব হয়। কাশীর গবর্ণমেণ্ট-সংস্কৃতকলেজের প্রথম প্রধান অধ্যাপক ছিলেন স্বর্গীয় চন্দ্র নারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন। তাঁহার নিবাস বিক্রমপুর ধানুকা গ্রাম। তখন এই বিদ্যালয়টী ভূতভৈরবের নিকট একটী গবর্ণমেণ্টের বাড়ীতে ছিল। সে সময় কলেজের প্রিন্সিপাল বলিয়া কেহ ছিলেন না। বিদ্যালয়টী কমিসনর সাহেবের তত্ত্বাবধানে ছিল। প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র নিওগী এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। সেই সময় বাবু চণ্ডীচরণ বিশ্বাস কলেজ দপ্তরের কর্ম্মচারী হন। এই কলেজের কমিটীতেও দুইজন বাঙ্গালী সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অপর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল। বারাণসী কলেজের ইংরেজী-নবীশ কর্ম্মচারীও ছিলেন দুইজন বাঙ্গালী—বাবু প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ এবং বাবু রামগোপাল মল্লিক। ইহা শিক্ষা বিভাগের প্রথমাবস্থার কথা। অধুনা এ বিভাগে অনেক বাঙ্গালীই প্রবেশ করিয়াছেন। কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজেও বাঙ্গালী অধ্যাপক ও ছাত্রের অভাব নাই। প্রথমাবধিই এখানে বাঙ্গালী শিক্ষক সংখ্যা কিঞ্চিদূন ৪৫ ও ছাত্রসংখ্যা কিঞ্চিদূর্দ্ধ ১০০০ হইবে। পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত

* (Bengal and Agra Annual Guide Vol. I. Part III. p. 310.)

আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় Vice Principal ছিলেন, এক্ষণে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম, এ, মহাশয় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, চৈতন্যের প্রেমধর্ম্মোপদেশ কাশীর ঘোর বৈদান্তিকমণ্ডলীরও চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাইয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের বহুকাল পূর্ব্বে, পণ্ডিতশিরোমণি দেবনারায়ণ বাচস্পতি কাশীবাসী হন, এবং একটী সুবৃহৎ চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তথায় অনেক বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। দেবনারায়ণ বাচস্পতি প্রায় শতবর্ষ জীবিত ছিলেন। ইঁহার পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন পাণ্ডিত্যে প্রায় পিতারই সমতুল্য ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র সান্যাল এম এ, কাশী কুইন্‌স্‌ কলেজের অঙ্কশাস্ত্রাধ্যাপক ছিলেন। ইঁহাদিগেরও পূর্ব্বে শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগর কাশীতে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপিত করেন। বোধ হয় কাশীতে বাঙ্গালীস্থাপিত চতুষ্পাঠীর ইহাই সূত্রপাত। ইঁহার প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠীতে ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতির অধ্যাপনা হইত। ইঁহার স্বনামখ্যাত পুত্র কালীকুমার বাচস্পতি কাশীর একজন সুপণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়রাম ভট্টাচার্য্য এক্ষণে অধ্যাপনা করিতেছেন। একটী দুইটী করিয়া কাশীতে স্থানে স্থানে বাঙ্গালীর অনেকগুলি চতুষ্পাঠী হইয়াছে। তন্মধ্যে যেগুলি বর্ত্তমান ও প্রসিদ্ধ তাহার তালিকা * নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

অধ্যাপক		অধ্যাপনার বিষয়
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি	...	ষড়্‌দর্শন
” রাখালদাস ন্যায়রত্ন	...	ন্যায়শাস্ত্র
পণ্ডিত সুরেন্দ্রলাল তর্কতীর্থ	...	ন্যায়শাস্ত্র
” প্রিয়নাথ তর্করত্ন	...	সাংখ্য, বেদান্ত

* এই তালিকা আমার পরমসুহৃদ কাশীনিবাসী পণ্ডিত নীলকমল ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইনি কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে অধ্যাপকতা করিয়া থাকেন। অধ্যাপনা কালে ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে এম, এ. পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন ও তৎপরবর্ষ ইংরেজী সাহিত্যে পরীক্ষা দিয়া এম, এ, উপাধি লাভ করেন। কেবল এই তালিকাই নহে, এখানে ইনি অনেক পুরাতন প্রবাসী, যন্ত্রালয়, প্রবাসের সাময়িক পত্র ও গ্রন্থাদি এবং কাশীসম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য বহুচেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমায় অশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।—জ্ঞ।

পণ্ডিত কালীকুমার বাচস্পতি	...	ব্যাকরণ, পুরাণ
„ মহাদেব স্মৃতিতীর্থ	...	স্মৃতি শাস্ত্র
„ চন্দ্রকান্ত স্মৃতিকণ্ঠ	...	স্মৃতিশাস্ত্র
„ রাজেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্ররত্ন	...	ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও দর্শন
„ গদাধর শিরোমণি	...	ব্যাকরণ
„ গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন	...	ন্যায়শাস্ত্র
„ গোরাচাঁদ বাচস্পতি	...	ব্যাকরণ ও পুরাণ
„ যাদব তর্কাচার্য্য	...	ব্যাকরণ
„ অঘোরনাথ বিদ্যারত্ন	...	সাহিত্য

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ" "পদার্থতত্ত্বসার" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা স্বনামখ্যাত আলঙ্কারিক ও নৈয়ায়িক এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের গুরু জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কাশীবাসী হন। এখানে প্রত্যহ তাঁহার নিকট দণ্ডী পরমহংস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সাধু সন্ন্যাসী ও অপরাপর বিদ্যার্থী আসিয়া যোগ ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কাশীনরেশ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ইহাঁকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মাসিক বৃত্তি দান করেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পণ্ডিত তারাশঙ্কর, রামকমল ভট্টাচার্য্য, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, তারাচাঁদ তর্করত্ন প্রমুখ অনেকেই যশস্বী হইয়াছেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম, ভারতে কেন, জগদ্বিখ্যাত। সিভিলিয়ানদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দীভাষা শিক্ষার্থ কাশীবাস করিয়াছিলেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিতেন "এতাদৃশ মেধাবী অদ্ভুতকর্ম্মা ছাত্র আর কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই। ইঁহাকে পড়াইবার জন্য দর্শনশাস্ত্রে আমার বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত, পড়াইবার সময় বোধ হইত যেন ঈশ্বর কতকাল পূর্ব্বে ঐ সকল শাস্ত্র বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন করিয়াছে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় ১৮৬৯ অব্দে কাশীবাসী হন এবং প্রায় ৮ বৎসর কাশীবাস করিবার পর এইখানেই তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হয়। তৎপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর কাশালাভ হইয়াছিল। গুরুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়

একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তর্কপঞ্চানন মহাশয় আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন, আজ দ্রোণের আবাসে অর্জ্জুন আসিয়াছেন।" দুঃখের বিষয় বঙ্গের মহা মহা পণ্ডিতগণ এতদঞ্চলে বহুকাল হইতে প্রবাসী হইয়াছেন, কিন্তু অর্জ্জুনের ন্যায় শিষ্যের অভাবে আজি আর তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই, শেষ জীবনে এতদঞ্চল-প্রবাসী হইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ৺ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় কিছুকাল এপ্রদেশের ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিলুপ্ত চতুষ্পাঠী-সকলের মধ্যে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্নের চতুষ্পাঠীর সুনাম ছিল। এতদ্ব্যতীত অধুনাবিলুপ্ত আরও একটী চতুষ্পাঠী এখানে ছিল। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে ৺যাদবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া বাঙ্গালীটোলা দেবনাথপুরায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র ৺রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত উক্ত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করেন। কাশীর বাঙ্গালীটোলা স্কুল যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি তাহার কার্য্যারম্ভের সময় যোগ দান করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসী কলেজে অধ্যয়ন করত জ্যোতিষের উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত উপাধি প্রাপ্ত হন। এবং কলেজের অধ্যাপক ৺ বেচারাম সার্ব্বভৌম অবসর গ্রহণ করিলে তিনিই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কৃতী হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্য রায় বাহাদুর অভয়চরণ সান্ন্যাল এম, এ, মহাশয় ঐ কলেজেই বহুদিন সুনামের সহিত অধ্যাপনা করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অবসর লইয়াছেন বলিয়া তিনি আলস্যে দিন কাটাইতেছেন না। এক্ষণে তিনি সাধারণের হিতকর যাবতীয় অনুষ্ঠানেই যোগদান করিতেছেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, মিউনিসিপাল কমিশনর, অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট, বাঙ্গালীটোলা স্কুল সমিতির সভাপতি এবং কেমিকেল সোসাইটীর সদস্য (F. C. S.)। বৃদ্ধবয়সেও এত কাজের উপর আবার তিনি সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে অবৈতনিক বিজ্ঞানাধ্যাপকের কার্য্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার গুরুপুত্র বাবু ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ আবার তাঁহার ছাত্র। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র এই ভীমবাবু কাশীর মিত্র-গোষ্ঠী হইতে প্রচারিত সংস্কৃত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া, "Economic Botany of

India" নামক পুস্তক লিখিয়া, "Indian Medicinal Plants" নামক বিরাট গ্রন্থের * লেখক ও সম্পাদক চতুষ্টয়ের অন্যতম স্থান অধিকার করিয়া এবং জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যাপকের কার্য্যে ব্রতী হইয়া সাহিত্য-সমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন। ভীমবাবু অধুনা কলিকাতাবাসী হইলেও কাশীতেই ইহাঁর জন্ম, এখানকার বাঙ্গালীটোলা স্কুলে এবং কুইন্স কলেজে ইঁহার প্রথম শিক্ষা হয়। পরে ইনি রুড়কী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইলেক্‌ট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার হন। এবং কিছুকাল প্রয়াগে অবস্থিতি করিবার পর গোয়ালিয়রে কিছু জমি লইয়া চাষ করিতে প্রবৃত্ত হন। মধ্যে প্রায় আড়াইবৎসর নেপালে ইলেক্‌ট্রিকেল ইঞ্জিনিয়রের পদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি নেপালপ্রবাস করেন। এক্ষণে কয়েকবৎসর হইতে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যাপকতা করিতেছেন। রুড়কী প্রবাসকালে ছাত্রাবস্থায় ইনি অধ্যাপক আয়ারটন (Ayerton) প্রণীত "Practical Electricity নামক গ্রন্থে ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া Wheatstone's Bridge নামক সেতুর বিভিন্ন প্রকার নির্ম্মাণকৌশল বাহির করিয়া তাহার কিয়দংশ স্বহস্তে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। নেপালে অবস্থিতিকালে তিনি ক্ষেত্রে সমান্তরাল সীতা-রেখায় বীজবপন করিবার কল (Seed Drill) আবিষ্কার করেন এবং তাহার কার্য্য দেখাইয়া নেপালের মহারাজাকে সন্তুষ্ট করেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক ভীমবাবু প্রতিরোধেরবল-পরিমাপক একটী বৈদ্যুতিক যন্ত্র (Electrolier Switch) আবিষ্কার করিয়াছেন। শেষোক্ত যন্ত্রদ্বয় তিনি পেটেণ্ট করিয়া লইয়াছেন। অধুনা তিনি আর একটী সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ সাহিত্য-ভাণ্ডারে সার্ঙ্গধরসংহিতাকারের পুত্র কৈয়দেবের "পথ্যাপথ বিবোধন," "সাত্ম্য-দর্পন" নামক একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় প্রাচীন বৃহৎ গ্রন্থ এবং বালচিকিৎসা-প্রধান "ভীমবিনোদ" নামক একখানি ক্ষুদ্রগ্রন্থ আছে। "সাত্ম্যদর্পণ" চরক অপেক্ষাও বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে ১৭০০০ শ্লোক আছে। ভীমবাবু এই গ্রন্থগুলির সটীক সংস্করণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। গোয়ালিয়রে তিনি ১৩১১ সালে গমন করিয়া প্রথমে সাডোরাগাঁও নামক স্থানে কার্য্যারম্ভ করেন। এক্ষণে ঐ গ্রাম, চারোদা গ্রাম,

* এই গ্রন্থের অন্য তিনজন লেখক ও সম্পাদক—পাণিনিকার্য্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং হিন্দুসাহিত্য প্রচারক মেজর বামনদাস বসু এম, ডি, আই, এম এস, ; কর্ণেল কির্ত্তিকর এবং জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ন।

চক প্রভৃতিতে সর্ব্বসমেত বিশহাজার বিঘা জমি লইয়া তাঁহার অংশীদারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন। সম্প্রতি ইহাঁরা বিলাত হইতে ৪০০০ টাকা মূল্যে ১৮ অশ্ববলের আইভেল মোটর প্লাউ ইঞ্জিন (18 B. H. P. Ivel Motor Plough Engine নামক লাঙ্গল এবং জল তুলিবার জন্য রাষ্টন্ প্রক্টর্ পম্প্ (Ruston Proctor Pump 8 in. diameter) আনাইয়া গোয়ালিয়রে পাঠাইয়াছেন। ভীমবাবু বলেন এক্ষণে জমির আয় হইতেই সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। ভীমবাবুর পর * এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল বাবু দেবেন্দ্রনাথ ওহ্‌দেদার, † খানা জংশনের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেশনমাষ্টার বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মুরাদাবাদপ্রবাসী ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার বাবু ধরণীধর দাস, গোয়ালিয়র-প্রবাসী বাবু উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং মীরাট ও মুজফ্‌ফরনগর প্রবাসী দুইজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী এখানে জমি লইয়া চাষ-আবাদ করাইতেছেন। রঙ্গপুর জেলায় ভূতছাড়া নামে একটী গ্রাম আছে। ঐ নামে তথায় রেলের একটী ষ্টেশানও আছে। ভীমবাবুদের আদি বাস এই ভূতছাড়া গ্রামে। কিন্তু তাঁহাদের বাস্তভিটা যথায় অবস্থিত সেস্থান বঙ্কিমবাবু চিরকৌতুহলোদ্দীপক ও চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাহা দেবীচৌধুরাণীর মাঠ। ঐ ভিটায় প্রতি বৎসর দেবীপূজার সময় ১৯ থানি ভীমাকৃতি খড়্গ দ্বারা ১০৮টী ছাগ ও একটী মহিষ বলি হইত। ভীমবাবু বলেন তথায় বলি এখনও হয়। ভীমবাবুর দেশস্থ কোনকোন বন্ধু তাই তাঁহাদিগকে ডাকাতের গোষ্টী বলিয়া পরিহাস করিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে যে মিত্রগোষ্টী নামক সাহিত্য সমিতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত, "পালি প্রকাশ," শতপথ ব্রাহ্মণ অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও মিলিন্দপঞ্‌হোর, অনুবাদগ্রন্থ প্রভৃতি প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য্য এম এ প্রমুখ কতিপয় সুধী ব্যক্তি

* ১৩১১ সালের "প্রবাসী" পত্রিকায় মল্লিখিত "মাহেন্দ্র যোগ" নামক প্রবন্ধে যে 'বি' বাবু'র উল্লেখ আছে, তিনিই এই ভীমবাবু।—জ্ঞ।

† ইহারই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ, বি, এ, মহোদয় তাঁহার প্রণীত "The Indian Industrial Guide" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"One Allahabad Bengalee Lawyer, respectively connected, has given up a fair practice and gone to Gwalior to become a farmer there." (পৃঃ ৩৫)। দেবেন্দ্র বাবু, অযোধ্যা বারাবাঙ্কীর অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন, এলাহাবাদবাসী এবং লক্ষ্ণৌপ্রবাসী স্বনামখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার মহাশয়ের সহোদর।—জ্ঞ।

কর্ত্তৃক ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় কাশীর নারদঘাট পল্লীস্থ টোলে অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে কাব্যতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি কাশীর জয়নারায়ণ কলেজ হইতে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের শাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ইনি ছয়মাস কালের মধ্যেই তজ্জন্য প্রস্তুত হন। শাস্ত্রী মহাশয় ১৬।১৭ বৎসর বয়সে কাশী-প্রবাসে বসিয়া 'যৌবন বিলাস' নামক একখানি সংস্কৃত পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। কিছুদিন ইনি বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি মালদহ হরিশ্চন্দ্রপুরে থাকিয়া সাহিত্য-সেবায় ব্রতী আছেন।

প্রয়াগপ্রবাসী পুণ্যচেতা মাধবদাস বাবাজীর সহপাঠী স্বর্গীয় কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় কাশীনরেশ ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণের দেওয়ানের পদে কিছুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশকাল লক্ষ্ণৌ সহরে অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার বিস্তারিত জীবনী অযোধ্যাপ্রবাসী বাঙ্গালী পরিচ্ছেদের অন্তর্গত করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু বর্ষ হইতে কাশী-নরেশের জমীদারিতে তহশীলদারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছেন।

বাচস্পত্যপ্রণেতা বঙ্গের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺ তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক। ১৮১২ অব্দে বর্দ্ধমান কালনায় এই মহাপণ্ডিতের জন্ম। ইনি ৬ বৎসর কাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কাশীতে থাকিয়া বেদান্তাদি শাস্ত্র সম্যকৃরূপে অধ্যয়ন করেন। তিনি নিজ গ্রামে টোল করিয়া বহুছাত্রকে অন্ন ও বিদ্যাদান করিতেন এবং কাহারও প্রতিগ্রহ না করিয়া ব্যবসায় দ্বারা তাহার আয় হইতে সকলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার জীবন বড়ই অসাধারণ। বিষয় কর্ম্মে চির-উদাসীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াও তিনি লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েরই সমভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। যশের ভাগও তাঁহার ভাগ্যে অল্প হয় নাই। তিনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন; চাউল, বস্ত্র, কৃষি প্রভৃতিও তাঁহার ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বীরভূমে দশহাজার বিঘা জমি লইয়া তিনি তাহাতে চাষ আবাদ করিতেন, ৫০০ গরু রাখিয়া তাহাদের দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত কলিকাতায় চালান দিতেন এবং

বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতির দোকান চালাইতেন। নানা দিক হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া এবং বিষয়কার্য্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া তিনি কিরূপ অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও আগ্রহসহকারে শাস্ত্রালোচনা, বিদ্যানুশীলন, গ্রন্থরচনা, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সম্পাদন ও তাহাদের টীকা প্রণয়ন, শব্দস্তোম মহানিধি, শব্দার্থতত্ত্ব প্রভৃতি অভিধান সঙ্কলন এবং তদ্ব্যতীত সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াও বাচস্পত্যের ন্যায় বিরাট অভিধান একাকী সঙ্কলন করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন ইহা শিক্ষিত সমাজের বিস্ময়স্থল হইয়া আছে। ঐ বিরাট গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণে ৮০,০০০৲ টাকা এবং ১২ বৎসর কাল ব্যয় হইয়াছিল। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলন বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৮১ অব্দে গয়া মাহাত্ম্য ও গয়া শ্রাদ্ধাদি-পদ্ধতি নামক গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রাঙ্কণ করিয়া তাহার ৩০০০ খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি পুনরায় কাশীবাসী হন। ১৮৮৫ অব্দে কাশীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কাশীপ্রবাসী পণ্ডিতগণের মধ্যে পাণ্ডিত্যের জন্য তারাচাঁদ তর্করত্নের বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। তিনি কাশীনরেশের প্রধান সভাপণ্ডিত ছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচারে তর্করত্ন মহাশয়ের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। পণ্ডিত তারাচাঁদ সংস্কৃতভাষায় অনর্গল বক্তৃতা ও শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তাঁহারই পুত্র কাশীপ্রবাসী অধুনা সংস্কৃত-কলেজের সুযোগ্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় প্রথমনাথ তর্কভূষণ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীপ্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন একক্ষণে কাশীনরেশের সভাপণ্ডিত। পণ্ডিত প্রমথনাথ সাহিত্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কাশীর স্বনামখ্যাত বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। স্বামীজী তাঁহার অসাধারণ মেধা দর্শনে প্রীত হইয়া বলিতেন "আমি দশ সহস্র ছাত্রের অধ্যাপনা করিয়াছি কিন্তু প্রমথনাথের মত প্রতিভা সম্পন্ন ও তীক্ষ্ণধী-ছাত্র আর পাই নাই।"

তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত কাশীর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়কে প্রথমে হাতুয়ার মহারাজা ৫০৲ মাসহারা দিয়া কাশীবাসী করান। তিনি কাশীতে আসিয়া বিনা প্রতিগ্রহে প্রায় ২০০ ছাত্রকে অন্ন ও বিদ্যাদান করিতে থাকেন। তিনিই গবর্ণমেণ্ট হইতে সর্ব্বপ্রথম মহামহোপাধ্যায়

উপাধিপ্রাপ্ত হন। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছে। বঙ্গদেশ এবং কাশী কেন, সমগ্র ভারতের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত এবং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন, মায়াবাদ, দীধিতি প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থাবলী ইঁহার প্রণীত। মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রমুখ বহু সুবিখ্যাত অধ্যাপক ইঁহার ছাত্র।

কাশীর বর্ত্তমান চৌষট্টি যোগিণীর মন্দির সম্মুখস্থ উদ্যানবাটী বাঙ্গালীর একটী বিশেষ তীর্থ বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য। ঐ স্থানে বাঙ্গালী দণ্ডী স্বামী মধুসূদন সরস্বতীর আশ্রম ছিল। এই আশ্রমে অবস্থিতিকালে সেই পণ্ডিতকুলতিলক গীতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ টীকা এবং অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি অমূল্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানের নাম "গোপালবাটী"।

"পুলিস ও লোকরক্ষা," "নিকাশ আখেরি" বা "পরিণাম" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা স্বর্গীয় রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের কর্ম্মজীবন দক্ষিণ ভারতে অধিকাংশ ভাগ অতিবাহিত হইলেও কাশী প্রবাসীদিগের মধ্যে তাঁহার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার গৌরবময় কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ "দক্ষিণ-পথে বাঙ্গালী" অংশে প্রদত্ত হইয়াছে। বহু দিন হইল কাশীতে তাঁহার স্থায়ীবল স্থাপিত হয়। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সত্যপ্রিয়তা এবং পরোপকারিতা প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ গুণে এবং পাণ্ডিত্যে তিনি এতদঞ্চলে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অধ্যয়ন অধ্যাপনা গ্রন্থরচনা এবং পাণ্ডিত্যের জন্যই বিখ্যাত। রামচরণ বিদ্যালঙ্কার, অযোধ্যারাম ন্যায়রত্ন, মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ, রামনাথ বিদ্যা-লঙ্কার এবং প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রমুখ বঙ্গবিশ্রুত অনেক পণ্ডিত ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচরণ বিদ্যালঙ্কার সাহিত্যদর্পণ নামক অলঙ্কারগ্রন্থের টীকাকার বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে ও হিন্দুস্থানে এই টীকার বহুল প্রচার আছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন এবং তাঁহার সময়ে নানা-শাস্ত্রে, বিশেষতঃ দর্শনে মহাপণ্ডিত ও বঙ্গদেশমধ্যে অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বনামধন্য প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে ১৮২৯ অব্দের ১১ই আষাঢ় রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের জন্ম হয়।

তিনি ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত স্বগ্রামে থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন এবং পরে কলিকাতা আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। এখানে জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৭ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; এবং দেড় বৎসর পরে প্রেসি-ডেন্সী কলেজে সাহিত্য, আইন ও তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি এবং সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলস্ পদ প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধমান ও নদীয়া জেলার মডেল স্কুলগুলির তত্ত্বাবধারণ করেন। অল্পদিন কার্য্য করিয়াই তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ৩০ অক্টোবর ১৮৫৮ তারিখে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন,—" * * * I take this opportunity to express my entire satisfaction with the manner in which you have discharged the arduous duties entrusted to you during the short period of your service in the Education Department." অতঃপর তিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লা ও বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত নানা জেলায় কর্ম্ম করেন। ১৮৬৬-৬৭ অব্দে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হইলে এবং ১৮৭৪ অব্দে বিহারে দুর্ভিক্ষ কালে অসহায় নরনারীর সাহায্যার্থ অন্নবিতরণাদি কার্য্যে তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল, সার রিচার্ড টেম্পল্ এবং সার্ রিভার্স টমসন্ প্রমুখ উচ্চপদস্থ গণ্য মান্য কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের শাসনবিবরণীতে বঙ্গদেশের রিলিফ অফিসরদিগের মধ্যে রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরকে সকলের অগ্রগণ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বহুকাল সুনামের সহিত কর্ম্ম করিয়া ১৮৯২ অব্দে পেন্সন গ্রহণ করেন। তাহার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৬ অব্দে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ অব্দে তিনি তাঁহার নিজ গ্রামে একটী দীর্ঘিকা সংস্করণ কার্য্যে নয় হাজার দুইশত টাকা ব্যয় করিয়া গ্রামবাসিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন। * এতদ্ভিন্ন তিনি স্বগ্রামে একটি মাইনর স্কুল স্থাপিত করিয়া বিদ্যালয়ের সংরক্ষণ

* Govt. Resolution No. 2975 M., 24-9-1900, Bengal.

জন্য গবর্ণমেণ্টকৃত সাহায্য ব্যতীত যাহা ব্যয় হয় তিনি তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই স্কুলগৃহ ও স্থানীয় ডাকঘরের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সকল সদনুষ্ঠানে, ধর্ম্মালোচনায় এবং গ্রন্থরচনায় তাঁহার অবসরকাল অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি ১৮৯২ অব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনচরিত ও কবিতাবলী প্রকাশ এবং ঐ বৎসর "পুলিস ও লোকরক্ষা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি "আত্ম-চিন্তন" ও "আচার-চিন্তন" নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার লিখিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবনচরিত বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে যেমন অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, তিনি স্বয়ং তদ্রূপ কলেজের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অনন্য-সাধারণ গুণগ্রামের কথা সংক্ষেপে লিখিয়া শেষ করিবার নহে। * অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। যে সময় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ নিমাইচাঁদ শিরোমণি, শম্ভুনাথ বাচস্পতি, নাথুরাম শাস্ত্রী, এবং জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতরত্নে বিমণ্ডিত ছিল, সেই মাহেন্দ্রযোগে টোলের পাঠ বন্ধ করিয়া ২১।২২ বৎসর বয়সে প্রেমচন্দ্র তথায় প্রবেশ করিলেন। মিষ্টার হোরেস্ হেম্যান্ উইল্‌সন্ তৎকালে কলেজের সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি প্রেমচন্দ্রের প্রশস্ত ললাট এবং মস্তকের আকার দেখিয়া এই বালক স্থিরচিত্ত ও কবিত্বশক্তি সম্পন্ন হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পর ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি সাহিত্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৩১ অব্দের জুলাই মাসে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী ৬ মাসের অবকাশগ্রহণ করিলে, অনেক পণ্ডিতই এই পদের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্র প্রেমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ গুণে মুগ্ধ উইল্‌সন্ সাহেব সমুদয় আবেদনপত্র উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকেই সেই অযাচিত পদে বরণ করিলেন। প্রেমচন্দ্র তখন ন্যায়শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ইহাতে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। এদিকে অধ্যাপক নিমাইচাঁদ শিরোমণির সঙ্কেতক্রমে রামগোবিন্দ শিরোমণি প্রমুখ কয়েকজন বালক প্রেমচন্দ্রকে ক্রোড়ে

---

* যাঁহারা ইঁহার বিস্তারিত জীবনচরিত পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রণীত সরস ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবনী পাঠ করিবেন।

করিয়া অলঙ্কার শ্রেণীর অধ্যাপকের আসনে বসাইয়া দিলে তাঁহার সহপাঠীরা আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল এবং অন্যদিকে কয়েকজনের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রে এই আপত্তি উঠিল যে রাঢ়দেশীয় শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ প্রেমচন্দ্রের নিকট গঙ্গাতীরবাসী সদ্ব্রাহ্মণগণ পাঠস্বীকার করিবেন না। উইলসন সাহেব তদুত্তরে বলেন, "আমি প্রেমচন্দ্রকে কন্যাদান করিতেছি না, তাঁহার গুণের পুরস্কার করিয়াছি; ঈর্ষাকুল কয়েকজন অধ্যয়ন না করিলে বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি হইবে না।" ফলতঃ নাথুরাম শাস্ত্রীর মৃত্যুতে তর্কবাগীশ মহাশয়ই ঐ পদে স্থায়ী হইলেন এবং আপত্তি-কারিগণও তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিলেন। প্রেমচন্দ্রের অলঙ্কারের অধ্যাপনা এবং ন্যায়শ্রেণীতে অধ্যয়ন উভয়ই উৎসাহ সহকারে চলিতে থাকিল। তাঁহার ছাত্রজীবন যেমন গৌরবসমুজ্জ্বল ছিল, উত্তরকালে তিনি অধ্যাপনাতেও তদ্রূপ যশোলাভ করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ২।৩ বৎসরের মধ্যে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। উভয়েই মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহাদের যত্নে ও উৎসাহে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রমুখ অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই সদুদ্দেশ্যের সহায় হন। প্রেমচন্দ্র বলিতেন উপযুক্ত সম্পাদক, প্রকৃত সমাজসংস্কারক এবং নিপুণ উপদেশক অপেক্ষা সমধিক প্রতিষ্ঠাভাজন। এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তিনি প্রভাকর ও সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতি পত্রে গুরুতর বিষয় সকল মর্ম্মস্পর্শী এবং ওজস্বিনী ভাষায় লিখিতেন। ১৮৯২ অব্দের জুলাই সংখ্যক "কলিকাতা রিবিউ" পত্রিকা লেখেন :—

" * * His services for the improvement of Bengali literature are not to be slighted, as, in those early days of English education, few were the men who thought it their worth while to bestow time on the cultivation of their much neglected mother-tongue * * "

অতঃপর সংস্কৃতরচনার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি রঘুবংশের শেষ কয়েক সর্গের টীকারচনা করিয়া রামগোবিন্দ পণ্ডিত ও নাথুরাম শাস্ত্রীকৃত রঘুবংশের টীকা সমাপ্ত করেন এবং সমগ্র কাব্যখানি বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী করেন। তখন মল্লিনাথকৃত টীকা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। ক্রমে ক্রমে তিনি পূর্ব্ব-

নৈষধ ও রাঘবপাণ্ডবীয় মহাকাব্যদ্বয়ের এবং কুমারসম্ভব, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, মুকুন্দ-মুক্তাবলী ও সপ্তশতী নামক গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। এদেশে পূর্ব্বে সংস্কৃত নাটকগুলি মুদ্রিত না হওয়ায় সাধারণের পাঠ ও পাঠনার নিতান্ত অসুবিধা ছিল। তর্কবাগীশ মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে এই অভাব দূর করিতে যত্নশীল হন। তিনি ১৮৩৯-৪০ অব্দে অভিজ্ঞানশকুন্তল মুদ্রিত করেন ও পরে কাউএল সাহেবের অনুরোধে গৌড়দেশ-প্রচলিত এবং দেশান্তরে মুদ্রিত কয়েকখানি আদর্শ অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার করেন। পরে মুরারি-মিশ্র বিরচিত অনর্ঘরাঘব ও গৌড়দেশপ্রচলিত ভবভূতিবিরচিত উত্তর-রামচরিত, বারাণসী ও অন্ধ্র দেশ হইতে আনীত আদর্শপুস্তকের সহিত মিলাইয়া ব্যাখ্যা সহ সম্পাদন করেন। মহাকবি আচার্য্য দণ্ডীকৃত যে কাব্যাদর্শ নামক সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ বঙ্গদেশে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, পশ্চিমদেশ হইতে আনীত কয়েকখানি আদর্শ অবলম্বনে তাহার উদ্ধার করিয়া বিশদ টীকা সহ ১৮৬৪ অব্দে প্রকাশ করেন। এই কার্য্যে তাঁহার যেরূপ প্রভূত পরিশ্রম হইয়াছে, তদ্রূপ ইহা দ্বারা তিনি সুকবি ও সুপণ্ডিত বলিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থের উদ্ধার ও সম্পাদন ব্যতীত তিনি কয়েকখানি নুতন গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তিনি পুরুষোত্তম রাজাবলী নামে এক নূতন কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার ৪ সর্গ মাত্র সমাপ্ত হইয়াছিল। উহাতে বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের চরিত কীর্ত্তিত হয়। তিনি নানার্থ সংগ্রহ নামক অভিধানে অকারাদি ক্রমে মকারাদি শব্দ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া যান এবং পরিশেষে একখানি নূতন অলঙ্কারগ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে রস ও গুণ আদির নিরূপণপ্রণালী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু বঙ্গের ভাগ্যদোষে গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই প্রেমচন্দ্র অস্তমিত হইলেন।

প্রধান প্রধান সংস্কৃত কাব্যের ভাষ্যরচনা করিয়া তিনি দেশের যে প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য সাহিত্যজগৎ তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবেন। ভারতীয় টীকাকারদিগের মধ্যে মল্লিনাথের পরই তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে হয়। এমন কি কাশী হইতে প্রচারিত "পণ্ডিত" নামক পত্রিকায় ১৮৬৭ অব্দের ১লা মে তারিখে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় তাঁহার গুরুর যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহাকে টীকারচনা সম্বন্ধে মল্লিনাথের অপেক্ষা অধিক গৌরবের ভাগী করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

" * * * The public has not to form any judgment from the reports of his friends or pupils, for he has transmitted to us his works to prove his merits. * * * He has left us commentaries on difficult poems and dramas. * * * His other principal works are commentaries on * * * Besides these he edited numerous works for the public in the Bibliotheca Indica. In none of these works is he guilty of the charge laid down in the following lines :—

"Commentators each dark passage shun,
And hold a farthing rush-light to the sun."

-a charge of which even Mallinatha is guilty in some places of his works. * * * *

It is a sacred duty to embalm the memoirs of the illustrious dead, * * * who, as a commentator, the first of this age, falls not behind the much celebrated Mallinatha."*

এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট জেমস্‌ প্রিন্‌সেপ মহোদয় যে মগধ, পূর্ব্ব-বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতির ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রকাশে কৃতকার্য্য হন, তজ্জন্য তিনি তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট বহুলাংশে ঋণী ছিলেন। তিনি সংস্কৃতমিশ্র পালি প্রভৃতি ভাষায় খোদিত তাম্রশাসন, প্রস্তরফলকাদির পাঠোদ্ধার করিবার জন্য পণ্ডিত প্রেমচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। তর্কবাগীশ মহাশয় প্রত্নতাত্ত্বিক বৃত্তান্ত উদ্‌ঘাটনে যেমন সাহায্যদান করিতেন, প্রিন্সেপ সাহেব ও অধ্যাপক উইলসন্‌ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেও তাঁহাদের পত্রোত্তরে শাস্ত্রতত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে স্বীয় মতামত লিখিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার সময়ে সাহিত্যজগতে তিনি একজন মহারথী ছিলেন। কি গদ্য, কি পদ্যরচনায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের এরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল যে লেখকগণ এ সম্বন্ধে তাঁহাকে আদর্শ মনে করিতেন। সংস্কৃত কলেজের

* "পণ্ডিতে" প্রকাশিত এই প্রবন্ধের নিম্নে লেখকের পূর্ণ নামের পরিবর্ত্তে " A. B." এইরূপ স্বাক্ষর ছিল। রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর তাঁহার প্রণীত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনীর ১৬৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের অন্যতম প্রিয় ছাত্র এবং মির্জাপুর জজকোর্টের হেডক্লার্ক অভয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামের আদ্যবর্ণ মনে করিয়া লিখিয়াছেন—" This " A. B." is Baboo Abhoynath Bhattacharja now residing at Mirzapur." কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত " A. B." মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয়ের নামেরই আদ্যবর্ণ।—জ্ঞ

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পরে কাশীপ্রবাসী স্বনামধন্য ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, "আজকাল যিনি যাহা রচনা করুন, মুদ্রাযন্ত্রে যাইবার পূর্ব্বে তর্কবাগীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া কাহারও পদক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই।" এইরূপে তিনি বিবিধ প্রকারে স্বদেশের কার্য্য করিয়া জীবনের শেষাবস্থায় কাশীপ্রবাসী হন। ১৮৬৪ অব্দে পেন্সনগ্রহণ করিয়া তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করেন। ইতিপূর্ব্বে ছয় মাসের অবকাশ লইয়া গয়া বারাণসী ও প্রয়াগাদি তীর্থ-দর্শন করিয়া জীবনের শেষ চারি বৎসর কাশীপ্রবাসে অতিবাহিত করেন। এখানেও তিনি জ্ঞানানুশীলন, যোগসাধন, সাধুভাবের উদ্দীপন এবং বিদ্যা-বিতরণাদি কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, লাবণ্যপূর্ণ আকৃতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা, স্থিরচিত্ততা এবং মিষ্টভাষিতাদি গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেক বিদ্যার্থী আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। তাঁহার পঁয়তাল্লিশ ছচল্লিশ জন ছাত্রের মধ্যে পাঁচ ছয়জন বাঙ্গালী, চারিজন পঞ্জাবী, একজন নেপালী এবং অবশিষ্ট দ্রাবিড়ী ও হিন্দুস্থানী ছিলেন। তন্মধ্যে আবার আট নয়জন কলেজের ছাত্র এবং দুই জন অধ্যাপক (সাংখ্যের অধ্যাপক বেচন তেওয়ারী এবং অলঙ্কারের অধ্যাপক শীতলপ্রসাদ তেওয়ারী) তাঁহার নিকটে পাঠ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয়কে কখন পুস্তক না ধরিয়া, মুখে মুখে সমুদয় শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে দেখিয়া, সকলে বিস্ময়াপন্ন হইতেন। তর্কবাগীশ মহাশয় পীড়া সঞ্চারের পূর্ব্ব দিবস পর্য্যন্ত এই কার্য্য সমাদরে সম্পাদন করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ অব্দের ২৩শে এপ্রেল তিনি বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হন এবং ২৬শে এপ্রেল মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। তখন তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। শেষ সময়ে পত্নী ব্যতীত আত্মীয়-গণের কেহ নিকটে ছিলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা, এবং সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা অমৃতলাল মিত্র মহাশয় তখন কাশীপ্রবাসে ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার যথেষ্ট শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের ছাত্রগণের মধ্যে, কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন। ভারতবিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত রচনা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার প্রিয় ও প্রধান ছাত্র ছিলেন। সুকবি মদন-

মোহন তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম, এ, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ই, বি, কাউএল সাহেব মহোদয় তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়া গৌরবানুভব করিয়াছিলেন। তিনি তর্কবাগীশ মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বিলাত হইতে লেখেন :—

"I was much grieved to hear that my old friend and teacher Prem Chandra Tarkabagish was dead. I shall always remember him with great respect and affection. He was surely a great scholar, and I look back with deep interest to my intercourse with him. He was a truly learned man, and he loved learning for its own sake. * * * "

তর্কবাগীশ মহাশয়ের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্রগণ তাঁহাকে প্রতিভা-সম্পন্ন কবি বলিয়া মান্য করিতেন। তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতগণও তাঁহাকে সুকবি বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারা-কুমার কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া "কবিত্ব দেবীর অবসাদ সময় উপস্থিত হইল" বলিয়া নিম্নোদ্ধৃত আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়া-ছিলেন :—

"যা প্রেমচন্দ্রে জগদেক চন্দ্রেঽপ্যস্তং গতে ভারতভাগ্যদোষাৎ।
সমাগতা হা! প্রিয়পুত্রশোকাৎ কবিত্বদেবীঽমুমূর্ভাবম্॥"

কবিরত্ন মহাশয় "কবিবচনসুধা" নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তর্কবাগীশ মহাশয়ের রচিত অনেক কবিতা বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহ সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুতে শিক্ষিত সমাজ যে বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিয়াছিলেন, তৎকাল-প্রচারিত সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত শোকসূচক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ-গুলিই তাহার সাক্ষ্য দান করে। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের ন্যায় প্রকৃত পণ্ডিত সকল দেশে সকল সময়ে জন্মগ্রহণ করেন না। ইহাঁদের জন্মলাভে স্বদেশ পবিত্র এবং স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল হয়। প্রেমচন্দ্র যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তদ্রূপ

হৃদয়বান এবং মানব ও ঈশ্বর প্রেমিক ছিলেন। কলিকাতা রিবিউ পত্রিকা * তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণের উল্লেখ কালে সত্যই বলিয়াছেন :—

As a man, Premchand was gifted with some of the noblest qualities of the heart, without which public virtues and the highest intellectual endowment are often a mere delusion. Taken all in all, Pandit Prem Chandra Tarkabagish was one of the greatest souls that Bengal ever has produced, one who certainly deserves the honour of being immortalised in a biography."

খ্যাতনামা বারাণসী প্রবাসিগণের মধ্যে স্বর্গীয় রামকালী চৌধুরী মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহাঁর আদর্শ জীবন বঙ্গীয় যুবক মাত্রেরই শিক্ষাস্থল। ১৮২৮ খৃঃঅব্দে কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা কলিকাতায় একটী সওদাগরী অপিসে কার্য্য করিতেন। রামকালী বাবু দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হন। তখন তাঁহার শোকার্ত্তা জননী তাঁহাকে লইয়া কাশীবাসিনী হইলেন। এখানে পিতৃহীন বালক প্রথমে জয়নারায়ণ কলেজে ভর্ত্তি হন। তৎপরে বারাণসী কলেজে অধ্যায়ন করিতে থাকেন এবং যথা সময়ে জুনিয়ার ও সীনিয়ার বৃত্তি লাভ করিয়া বারাণসীর কমিশনর রীড সাহেবের নিকট আইন অধ্যয়ন করেন। তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৎকালীন ছোটলাট টমসন্ বাহাদুরের নিকট কার্য্য প্রার্থী হন। কিন্তু ছোটলাট প্রথমে তাঁহাকে আগ্রার আদালতে উর্দ্দু সেরেস্তার কর্ম্ম শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। এই সময় তাঁহার বয়ক্রম ২৭ বৎসর। আগ্রা অবস্থান কালে স্থানীয় কলেক্টর সাহেবের অনুরোধক্রমে ইনি কয়েকখানি ইংরেজী প্রথম শিক্ষার উর্দ্দু অনুবাদ পুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐ পুস্তকগুলি গ্রাম্য পাঠশালার ছাত্রগণের পাঠ্য নির্দ্ধারিত হয়। পরে রামকালীবাবু মৈনপুরী জেলা আদালতের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৬ সালে গাজীপুরে উচ্চবেতনে উক্তপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় মহম্মদাবাদ মুন্সিফী পদ শূন্য হওয়ায় রামকালীবাবু যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ উহা প্রাপ্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের শান্তি হইলে তিনি কয়েক বৎসর অতীব দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়া উত্তর-পশ্চিমের নানা স্থানে মুন্সিফ সদরালা ও জজের পদে উন্নীত হন। যখন ভারত-গভর্ণমেণ্টের

*Calcutta Review, July, 1892.

আদেশে হাইকোর্টে দেশীয় বিচারপতির পদ সৃষ্টি করা হয়, তখন স্থানীয় হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি জষ্টিস ষ্টুয়ার্ট মহোদয় বাবু রামকালী চৌধুরী, বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস এবং বাবু দ্বারকানাথ বিশ্বাস এই তিনজন বাঙ্গালীর নাম উক্ত পদের উপযোগী বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু সে সময় ভিন্ন প্রদেশবাসীকে ঐ পদে নিয়োজিত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করায় প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তবে রামকালী বাবুর কার্য্যকুশলতা, সুবিচার পদ্ধতি এবং অসাধারণ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এলাহাবাদ ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত করেন। ১৮৮৪ সালে ইনি পেন্সন গ্রহণ করিয়া কাশীবাসী হন। রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াও রামকালী বাবু অবশিষ্ট জীবন অলসভাবে ক্ষেপণ করেন নাই। প্রকৃত কর্ম্মবীরগণ তাহা পারেন না; তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করে। ইনি সারাটি জীবন বিবিধ সৎকার্য্যে এবং পরহিত-ব্রতে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইনি বহুকাল বারাণসীর মিউনিসিপাল কমিসনর, অনররি ম্যাজিষ্ট্রেট, বোর্ডের ভাইস্‌চেয়ারম্যান, ষ্ট্যাণ্ডিং কংগ্রেস কমিটির আজীবন প্রেসিডেণ্ট, কারমাইকেল লাইব্রেরী, বাঙ্গালী টোলা স্কুল, বাঙ্গালীটোলা এসো-সিয়েশন, বঙ্গ-সাহিত্য সমাজ, এচিসন অর্ফানেজ, টোট্যাল এব্‌ষ্টিনেন্স্‌ সোসাইটি প্রভৃতির সভাপতি এবং কাশী নাগরী-প্রচারিণী সভার একজন সুযোগ্য সদস্য ছিলেন। উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে নাগরী যাহাতে স্থানীয় আদালতের ভাষা হয়, ইনি তজ্জন্য বহুকাল হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন * এবং অবশেষে "নাগরী মেমোরিয়াল" ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি সাহায্য করিয়াছিলেন। উত্তরপশ্চিমের নানা স্থানে বিবিধ সদনুষ্ঠানে রামকালী বাবুর যোগ ছিল। তিনি কিছুকাল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। সত্যনিষ্ঠা, সৎসাহস, সহিষ্ণুতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা প্রভৃতি অনন্যসাধারণ গুণরাশিতে ইনি সমাজের আদর্শস্থানীয় হইয়া ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে পরলোক গমন করেন। ইনি বর্ণ, ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। এমন কি, ইঁহার ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী এ্যাণ্টি-কংগ্রেস-নেতা স্বনামখ্যাত সার সৈয়দ আহম্মদ এক সময়ে বলিয়াছিলেন "he is an honest enemy." ইঁহার বিদ্যানুরাগ এতদূর প্রবল ছিল যে, ইনি উপরোক্ত সভা সমিতিতে যোগদান করিয়াও রীতিমত সাহিত্যসেবা করিতেন।

* প্রয়াগ প্রবাসী ৬ সারদা প্রসাদ সান্যালের জীবনী দ্রষ্টব্য।

" The Reflector " বলিয়া এলাহাবাদ হইতে যে পত্রিকা প্রকাশিত হইত, ইনি তাহার একজন প্রধান লেখক ছিলেন। য়ুরোপীয় এবং হিন্দু দর্শন তাঁহার প্রিয় প্রসঙ্গ ছিল এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কাণপুর অবস্থানকালে তিনি অম্লরোগে আক্রান্ত হইয়া কিছুদিনের জন্য নৈনিতাল পাহাড়ে গমন করেন। এখানে তাঁহার বৈবাহিক বাবু সারদাপ্রসাদ সান্ন্যাল এবং নীলকমল মিত্রের সহিত এক বাসায় অবস্থান করেন। সারদাবাবু বলিতেন, রামকালী বাবু অলসভাবে জীবন যাপন করিতে একান্তই নারাজ ছিলেন। এখানেও তিনি নানা কার্য্যে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতেন। অধ্যয়ন, ভ্রমণাদির পর যে টুকু সময় পাইতেন, তাহার মধ্যে নানাপ্রকার পার্ব্বত্য গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহাদের তালিকা প্রস্তুত করিতেন। এইরূপ যে কোন সদুপায়ে আলস্যকে জয় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এতদঞ্চলে এতদূর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে জানেন না এমন প্রবাসী বাঙ্গালী এ প্রদেশে তখন ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের সমসাময়িক ৺লোকনাথ মৈত্র এখানে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই কাশীর সর্ব্বপ্রথম হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। এই চিকিৎসা প্রণালী এতদঞ্চলে তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তদানীন্তন ডিষ্ট্রীক্ট্ জজ্ মিঃ জে, বি, আয়রণসাইড, তাঁহার গুণের বিশেষ পক্ষপাতী এবং তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। লোকনাথ বাবুই, যমুনালহরীর কবি আগ্রার বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সমূহ উন্নতির মূল, তাঁহার শিক্ষাগুরু এবং প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। লোকনাথ বাবুর প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্র কাশীতে এখনও বিদ্যমান।

আধুনিক কাশী প্রবাসী বহু বাঙ্গালী এবং তাঁহাদের সদনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির প্রসাদে স্থানীয় সকল সংবাদই সাধারণে প্রচারিত হইতেছে, সুতরাং সে সকল এখানে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা নষ্ট হইতে বসিয়াছে তাহাকে নষ্ট হইতে না দেওয়া এবং যাহা লুপ্ত ও বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে তাহাকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তথাপি দুই একটি কথা না বলিয়াও কাশী উপনিবেশ কাহিনী সমাপ্ত করা যায় না। আধুনিকগণের মধ্যে দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ স্বামী যে কাশীতে কিছুকাল স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন এবং বঙ্গের অন্যতম কবিকুলগুরু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকবি মিল্টনের ন্যায় অন্ধ হইয়া শেষ দশায় কাশীবাস করিতে করিতে তাঁহার

শেষ কীর্ত্তি "চিত্তবিকাশ" রচনা করিয়া গিয়াছেন, একথা বঙ্গবাসী শীঘ্র বিস্মৃত না হইলেও এস্থলে উল্লিখিত দেখিতে চাহিবেন সন্দেহ নাই। আর একজন মহাত্মার কথা বলা হয় নাই। পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের পরই তাঁহার নাম উল্লেখ যোগ্য। তিনি কাশীর সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি। তিনি মূত্ররোগে পেন্সন লইতে বাধ্য হইলে, অগত্যা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবসর দেন এবং পূর্ণ বেতন পরিমাণই পেন্সন দিয়া কলেজের পরিদর্শক করেন। ১৩১৫ সালের চৈত্রের, ৭৮ বর্ষ বয়সে তাঁহার কাশীপ্রাপ্তিতে স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—
"* * যে অপূর্ব্ব বঙ্গীয় ধীশক্তি আজি চত্বারিংশ বর্ষকাল বাগ্দেবীর একান্ত সেবায় সমগ্র বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল সে শক্তি শিবলোকে চলিয়া গিয়াছে। * * বাঙ্গালীর গৌরবরবি অস্তাচলে। * * ।"

ইতিপূর্ব্বে যে সকল কীর্ত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুচবিহারের সত্রালয় ও কালী-বাড়ী, আমবেড়িয়ার, কাকিনার, ৺ রাজরাজেশ্বরী দেবীর এবং বিদ্যাময়ী দেবীর ভিন্ন ভিন্ন সত্রালয়, ৺ ছাতুবাবুর শিবকৈলাশ, ৺ রামচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র মল্লিকের হরিসভা, কতিপয় বঙ্গসন্তানের চাঁদায় পরিচালিত হরিসভা, বাঙ্গালী টোলায় প্রেপারেটরি স্কুল, বঙ্গসাহিত্যসমাজ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বারাণসী শাখা * ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত আর্য্য প্রেস, অধুনা অমরযন্ত্রালয়, ১৮৮০ অব্দে স্থাপিত ধর্ম্মামৃত প্রেস, ১৮৯৬ অব্দে স্থাপিত যজ্ঞেশ্বর প্রেস (অধুনা লুপ্ত), তারা প্রিন্টিং ওয়ার্কস এবং ভারতজীবন যন্ত্রালয় ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, প্রবাসী বাঙ্গালীর অন্যতম কীর্ত্তি এবং বাঙ্গালী জাতির গৌরবস্থল। এই সেবাশ্রম যে অতি মহৎ কার্য্য করিতেছেন তাহা দুই এক ছত্রে বিবৃত করা সম্ভব নহে। ইহার সেবকগণ সকলেই সুশিক্ষিত উন্নত-চরিত্র ভদ্রসন্তান, সকলেই একাগ্র সাধক ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মী ইঁহারা পথে ঘাটে পতিত অনাথ, আতুর, মুমূর্ষু দেখিলে তুলিয়া আনিয়া আশ্রমে রাখেন এবং সেবা-শুশ্রূষা, চিকিৎসা, ঔষধ-পথ্য ও বস্ত্রাদি দিয়া, এমন কি আবশ্যক বোধে

* ইহার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়—প্রবাসে মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্য অনুশীলনের একজন উৎসাহী সহায়ক। বাঙ্গালা বিবিধ মাসিক পত্রিকায় ইঁহার অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ইনি কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষক।

স্বর্গীয় রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর

(পৃষ্ঠা ৩৯)

পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় প[illegible] শিরোমণি

পথ খরচ দিয়া, যথাস্থানে প্রেরণ করেন। অনাথ নিরাশ্রয়ের এমন ভরসা স্থল এখন আর নাই বলিলেও চলে।

হিন্দু, মুসলমান, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, পাঞ্জাবী,—এক কথায় বর্ণ, ধর্ম্ম, প্রদেশ নির্ব্বিশেষে নিরাশ্রয়, পীড়িত ও বিপন্ন নরনারী মাত্রকেই ইঁহারা এরূপ সাহায্য দান করেন। প্রতিবৎসর এইরূপ শত শত লোক আশ্রমে আশ্রয় পাইতেছে। "হিন্দুর পবিত্রপুরী" * নামক গ্রন্থ প্রণেতা স্বনামখ্যাত পাদরী শেরিং সাহেব জীবনের অধিকাংশকাল কাশীধামে বাস করিয়া বারাণসী নিবাসী বিবিধ সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিয়া এবং সকলকে বিশেষভাবে অধ্যয়ন, তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাস সংগ্রহ এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া ১৮৭২ খৃঃ অব্দে "Hindu Tribes and Castes, as Represented in Benares" নামে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ঐ গ্রন্থে কাশী প্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ মিত্র গোষ্ঠীর বিশেষ পরিচয় এবং গৌরবজনক অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।† শেরিং সাহেব কখনও বঙ্গদেশে বাস করেন নাই। তাঁহার কেবল প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহাদেরই চরিত্র অনুধাবন করিবার অবসর হইয়াছিল। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর কাশীপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে দেখিয়াই বাঙ্গালীজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ;—

"The Bengali has a glorious future before him a future in which, if we mistake not, he will conspicuously shine as the leader of public opinion, and of intellectual and social progress among all the varied nationalities of the Indian Empire."

---

*"The Sacred City of the Hindus," by Rev. M. A. Sherring, M.A., L.L.B. (Lond.)

†"Hindu Tribes and Castes," as Represented in Benares Pages 312—13.

বারাণসী ও গোরক্ষপুর বিভাগ।

কাশী ব্যতীত গাজীপুর, মির্জাপুর, জৌনপুর এবং বালিয়া—এই চারিটী জেলা বারাণসী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। কাশীর পরই গাজীপুরের উল্লেখ করিতে হয়; কারণ, গাজীপুরে বাঙ্গালীর বাস বড় অল্পদিন নহে। গাজীপুরে গোরাবাজার সন্নিহিত গঙ্গার উপকূলস্থিত "সিদ্ধেশ্বর নাথের মন্দির" নামে একটী অতি পুরাতন দেবালয় আছে। এরূপ জাগ্রত দেবতা, এমন পবিত্র স্থান, এমন সুরম্য দেবালয়, স্থানীয় হিন্দুগণের এমন উৎসব স্থল গাজীপুরে আর নাই। প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাসের অভাবে কত কীর্ত্তিই যে লুপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গাজীপুরের এই মন্দির যে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত তাহা ক্রমে কিম্বদন্তীতে পরিণত হইয়াছে। মন্দির শীর্ষস্থ বঙ্গাক্ষরে খোদিত শিলালিপি, প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি বহন করিতেছিল, কিন্তু অল্প দিন হইল উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিগণ এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন বলিয়াই ইহা যে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি তাহা জানা যায়। এরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, বসু উপাধিধারী কোন বাঙ্গালী বণিক বাণিজ্যতরী সাজাইয়া এই স্থানের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। বণিক অবশেষে অনেক কষ্টে উপকূলে উঠিতে সমর্থ হন এবং হতাশহৃদয়ে তথায় সমস্ত দিবানিশি পড়িয়া থাকেন। রজনীতে তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন মহাদেব স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "ভয় নাই, কল্য প্রাতে অন্বেষণ করিলে তোমার নষ্টদ্রব্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু এই স্থানে সিদ্ধেশ্বরনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে ভুলিও না।" বলা বাহুল্য যে স্থলে নৌকা ডুবিয়াছিল তথা হইতে বণিক দ্রব্য উদ্ধার করিয়া বাণিজ্যে বহির্গত হন এবং অনতিকাল মধ্যে এ স্থানের বন কাটাইয়া উক্ত দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। গঙ্গার এই স্থান এখনও নৌকা গমনাগমনের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। স্বর্গীয় ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং কশীনাথ বিশ্বাস (সব্‌জজ্‌) মিউটিনির পূর্ব্বে এখানে ছিলেন (লক্ষ্ণৌ অংশে দ্রষ্টব্য)। এখানকার বৈদ্যবংশীয় রায় পরিবার ও মিত্র গোষ্ঠী বহু পুরাতন। গাজীপুর ষ্ট্যাম্প ও ওপিয়ম ডিপার্টমেণ্টে অনেক বাঙ্গালী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে চাকরী করিতেছেন। উক্ত রায় বংশীয় বাবু নীলমাধব রায় কাণপুরের

সেসন্স্ জজ্। তাঁহার নিকটাত্মীয় স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের নাম গাজীপুরের অনেকের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের নাম সাহিত্যজগতে প্রসিদ্ধ। তাঁহার ফুলবালা, উর্ম্মিলাকাব্য, অশোক-গুচ্ছ, অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা, গোলাপগুচ্ছ, সেফালিগুচ্ছ প্রভৃতি কাব্য এবং সাহিত্য, ভারতী, প্রদীপ, প্রবাসী আদি পত্রিকায় লিখিত রাশি রাশি কবিতা বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের রত্নরাজীর মধ্যে পরিগণিত। ১৩১৯ সালের শারদীয়া পূজার সময় কবি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ১১ খানি কাব্য—তন্মধ্যে দশ খানি গ্রন্থ দশ দিনের মধ্যে—প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন.—"কাল ৺ শারদীয়া পূজার আরম্ভ। শ্রীভগবানের অপার মহিমা-প্রভাবে ও তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদবলে. গত দশ দিনের মধ্যে, আমার প্রণীত ও প্রকাশিত দশখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া আজ (৩০শে আশ্বিন—বুধবার) প্রকাশিত হইল।" প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত কবির লিখিত "বিংশ শতাব্দীর বর" নামক কবিতা য়ুরোপীয় পণ্ডিত সমাজেও আদৃত হইয়াছে। এই প্রবাসী-কবির প্রতিভায় বঙ্গের বাহিরে বঙ্গ-সাহিত্য গৌরবান্বিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। এক্ষণে কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণ-পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারই উন্নতির জন্য তিনি দেহ মন সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, এল এল ডি, এলাহাবাদ হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকীল। তিনি প্রয়াগের জর্জ্জ টাউনে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় স্থায়ী হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য যেমন দেবেন্দ্রবাবুর নিকট ঋণী, জনসাধারণ তদ্রূপ অন্যবিষয়ে তাঁহার পিতার নিকট ঋণী ছিলেন। যে সময়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হয় নাই, যখন রেলগাড়ী কেহ জানিতেন না, সে সময় পদব্রজে অথবা নৌকাপথে গমনাগমন কিরূপ বিপদসঙ্কুল ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ সেন সেই সময় যাত্রিগণের গমনাগমনের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার তুলা ও চিনির বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল উপযুক্ত যানের অভাবে আমদানী রপ্তানীর বড়ই অসুবিধা হইত। ব্যবসায়ের সুবিধা এবং সাধারণের যাতায়াতের পথ নিরাপদ হইবে বলিয়া তিনি একখানি ষ্টীমার চালাইবার বন্দোবস্ত করেন। এই ষ্টীমার গাজীপুর ও জমনিয়ার মধ্যে গমনাগমন করিত এবং শত শত যাত্রীকে গন্তব্যস্থানে নিরাপদে এবং সুলভে

পৌঁছাইয়া দিত। প্রবাসীর সে কীর্ত্তি এখন লুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে এরূপ ষ্টীমার ছিল বা তাহা বাঙ্গালীর সম্পত্তি ছিল, তাহাও লোকে বিস্মৃত হইয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের বহু পূর্ব্বে কাশীর খ্যাতনামা ৺রামচন্দ্র সেনের পিতা ৺রামকুমার সেন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম লইয়া প্রথমে গাজীপুরেই প্রবাসবাস করিয়াছিলেন। পরে তিনি কাশীবাসী হন। গাজীপুরের পুরাতন প্রবাসীর মধ্যে রায়বাহাদুর গগনচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য, এতদঞ্চলে ইঁহার বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে। ইনি বিলাতপ্রত্যাগতদিগের অন্যতম। বহুকাল গাজীপুর ওপিয়ম ফ্যাক্টরীর দায়িত্বপূর্ণপদে কর্ম্ম করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে লক্ষ্ণৌনিবাসী এবং ভারতগবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী সহকারী কিউরেটর সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় নিযুক্ত হইয়াছেন। গাজীপুরে বাঙ্গালীদিগের একটি গোলাপজল ও আতরের কারখানা আছে। এখানে কয়েক ঘর অতি প্রাচীন বাঙ্গালীর বাস আছে।

গাজীপুরের পর মিরজাপুরের নাম করা যাইতে পারে। মিরজাপুর তখন এদেশে বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। সে সময় কাণপুর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল। গবর্ণমেণ্টের বড় বড় অফিসগুলি তখন এইখানেই অবস্থিত। সে—মিউটিনির বহু পূর্ব্বে, সে সময় এখানে দুইশত ঘর বাঙ্গালীর বাস ছিল। কিন্তু সেই স্থানে এক্ষণে ৩০।৩৫ ঘরের উর্দ্ধ বাঙ্গালী নাই। গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার বাবু রামরূপ ঘোষ এখানকার পুরাতন স্থায়ী প্রবাসী। তাঁহার উর্দ্ধতন দুই তিন পুরুষ এতদঞ্চলে কাটাইয়া গিয়াছেন। মির্জাপুরে তাঁহার সম্ভ্রম প্রতিপত্তি বিলক্ষণ। এখানে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা উদ্যান প্রভৃতি থাকিলেও কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি এলাহাবাদে বাস করিতেছেন। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্যও মির্জাপুরের পুরাতন এবং প্রসিদ্ধ প্রবাসী। মিউটিনির পর কাণপুর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান স্থান হইলে এবং বড় বড় আফিসগুলি মির্জাপুর হইতে স্থানান্তরিত হইলে, এই পুরাতন বর্দ্ধিষ্ণু সহরটি শ্রীভ্রষ্ট হয়। কার্পেট ফ্যাক্টরী, লাক্ষার কারখানা, এবং প্রস্তরের ব্যবসা এখনও মির্জাপুরের পূর্ব্ব গৌরবের নিদর্শন রক্ষা করিতেছে, এখানে অনেক পরিত্যক্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা কত ঐশ্বর্য্যের আগার ছিল। এক্ষণে তথায় সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিবার

একজনও নাই। মির্জাপুর যেন পরিত্যক্ত পল্লীস্বরূপ অবস্থান করিতেছে। বারাণসীবিভাগের অন্তর্গত জৌনপুর এবং বালিয়া জেলাতেও চিকিৎসা এবং শিক্ষা-বিভাগে বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। ডাক্তার ষষ্ঠীবর রায়, ডাক্তার কিশোরীমোহন সেন, ডাক্তার নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই কিছুকালের জন্য জৌনপুর প্রবাস করিয়া গিয়াছেন। বালিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার এখানকার খুব পুরাতন প্রবাসী। জৌনপুর ও বালিয়ায় চাকরী উপলক্ষে যে সকল বাঙ্গালী বাস করিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যা এ বিভাগের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অনেক অল্প।

বারাণসী বিভাগের পার্শ্ববর্ত্তী এবং নেপাল-রাজ্যের পাদমূলে স্থিত গোরক্ষপুর বিভাগেও বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ১৮৭২ অব্দে অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে প্লোডেন (W. C. Plowden) সাহেব যখন পশ্চিমোত্তর প্রদেশের সেন্সস্ গ্রহণ করেন, তখন সকল জেলার লোক সংখ্যাত হয় নাই। প্লোডেন সাহেবের গণনায় তখন বস্তী-জেলায় ৬ জন মাত্র এবং আজমগড়ে ২৫০ জন বাঙ্গালীর বাস ছিল। বর্ত্তমানে যে এই সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। ২৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৯১ অব্দের সেন্সস্ গণনায় গোরক্ষপুরে ৩২৩ জন বাঙ্গালীর বাস ছিল। এক্ষণে গোরক্ষপুরে বহু বাঙ্গালীর বাস হইয়াছে। এখানকার বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী, ফ্রেণ্ডস্ লিটারারি ক্লাব, ভূদেব বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের দ্বারাই স্থাপিত ও পৃষ্ঠপোষিত। স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জুবিলী হাইস্কুলের সুযোগ্য হেডমাষ্টার বাবু অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই সকল জনহিতকর অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক। এই থানেই নেপালীদিগের আরাধ্য মহাত্মা গোরক্ষনাথের সমাধি-বিরাজিত। গোরক্ষপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকটা বঙ্গদেশের মত। এখানে গবর্ণমেণ্টের বিবিধ-বিভাগে এবং রেলদপ্তরে—উচ্চ ও নিম্ন পদে বহু বাঙ্গালী প্রবেশ করিয়াছেন।

প্রয়াগ।

প্রয়াগ এলাহাবাদ বিভাগের প্রধান সহর এবং যুক্ত প্রদেশের রাজধানী। এলাহাবাদের পৌরাণিক নাম 'বারণাবত'। এই স্থানেই পুরোচন কর্ত্তৃক জতুগৃহ নির্ম্মিত হয় এবং পাণ্ডবগণ তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া পলায়ন করেন। ইহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাঘেলখণ্ড, এবং ঝান্সী জালৌন প্রভৃতি কয়েকটি জেলা বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৬৪ অব্দে সর্ব্বপ্রথমে এলাহাবাদে লোক গণনা হয়, তখন অতি অল্পই বাঙ্গালী প্রয়াগ প্রবাসী হইয়াছিলেন। ইহার ৩৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭২ অব্দে এলাহাবাদে ৫৬৫ জন বাঙ্গালীর বাস ছিল। ১৮৮১ অব্দের লোকগণনানুসারে এখানে ২১৫৯ জন বাঙ্গালীর সংখ্যা অবধারিত হইয়াছিল। ২৩ বৎসরে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণিত হইয়াছে। প্রবাসের প্রাচীনত্ব হিসাবে কাশীর পরই প্রয়াগের নাম উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালীর সংখ্যা যে এখানে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার অনেক কারণ আছে। শুদ্ধ ইহা প্রাদেশিক রাজধানী সুতরাং চাকরীর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বলিয়াই নহে, ইহা ভারতের সর্ব্বত্র গমনাগমনের রেলপথের কেন্দ্রস্থল; ইহা হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থ। এখানকার প্রতিবার্ষিক কুম্ভমেলা, ছয় বৎসরান্তে অর্দ্ধকুম্ভ এবং প্রতি দ্বাদশ বর্ষান্তর পূর্ণকুম্ভের মহামেলা কুরুক্ষেত্র প্রভাসের জনতাকেও অতিক্রম করে এবং প্রয়াগ কোটি কোটি নরনারীর মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই স্থান ঋগ্বেদের সময় হইতে হিন্দুর মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। ব্রহ্মা এখানে পুনঃ পুনঃ যাগ করায় ইহার নাম প্রয়াগ হইয়াছে। ইহা যে আর্য্য হিন্দুর একটী প্রাচীন যজ্ঞভূমি তাহা এখানে গঙ্গার "দশাশ্বমেধ ঘাট" সকলকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কথিত আছে এইখানে সকল তীর্থের সমাগম। প্রয়াগ-তীর্থের শ্রেষ্ঠত্ব পুরাকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পরীক্ষাচ্ছলে তুলাদণ্ডের একদিকে প্রয়াগ ও অন্যদিকে আর সমস্ত তীর্থ রাখা হইলে প্রয়াগই গুরুভারে ভূতল স্পর্শ করে। তদবধি ইহার নাম তীর্থরাজ। ইহা মহামুনি অগস্ত্য ও ভরদ্বাজের আশ্রমস্থল। বর্ত্তমান কর্ণেলগঞ্জের পল্লীতে ভরদ্বাজ আশ্রম আজিও বিদ্যমান, এই আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বাঙ্গালী উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছে। পুরাকালে হিন্দুর আরাধ্য

রামচন্দ্রের পদরজে এই আশ্রয়ভূমি পবিত্রতর হইয়াছিল। প্রয়াগের নানাস্থানে বহু প্রাচীন দেবালয় ও ঋষ্যাশ্রমের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার দক্ষিণাংশে মহামুনি অত্রির আশ্রম ছিল। তাঁহার এবং তৎপত্নী অসূয়া দেবীর নামে এই স্থানের নাম হয়—'অত্রিঅসূয়াশ্রম"। ইহা ক্রমে উচ্চারণ বিকারে 'অত্রাস্যুয়া'য় পরিণত হয় এবং সমগ্র পল্লীটীর নাম হয় "আতরসুইয়া"। এখানেও বহুবর্ষ পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালীদিগের একটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

এলাহাবাদের চতুর্দ্দিকে পল্লীগুলি অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। ইহার উত্তর ও দক্ষিণের পল্লী-মধ্যে প্রায় একক্রোশ ব্যবধান; পূর্ব্বভাগে প্রাচীন বসতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী দ্বারাগঞ্জ এবং যমুনাকূলবর্ত্তী কীডগঞ্জ (Col. Kydd এর নামে এই পল্লীর নামকরণ হয়); পশ্চিমাংশ সাহেব পল্লী, সিভিল লাইনস্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই অংশে আদালত, অফিস, প্রভৃতি অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণের যে বিস্তীর্ণ ব্যবধান আছে, তন্মধ্যে প্রায় ৪০০ বিঘা বিস্তৃত এলফ্রেড পার্ক নামক উদ্যান, পাবলিক লাইব্রেরী, মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ, হিন্দু-বোর্ডিং, ইউনিভার্সিটি-হল, মধ্যে মধ্যে সাহেব, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীদের প্রাসাদতুল্য উদ্যান-সংলগ্ন অট্টালিকা, হিন্দু-বঙ্গ-বিদ্যালয়, কায়স্থ পাঠশালা নামক স্কুল ও কলেজ স্থাপিত। যুক্তপ্রদেশের রাজধানী হইলেও এলাহাবাদ লোক সংখ্যায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে,—বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা এবং কানপুর, রাজধানী অপেক্ষা জনবহুল। এখানে অন্যান্য প্রদেশ হইতে যাঁহারা আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন তন্মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক; তাঁহারা সহরের সকল দিকেই বসতি স্থাপন করিয়াছেন।

গঙ্গা এবং যমুনা যথায় লুপ্ত সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থানের নাম ত্রিবেণী সঙ্গম। ইহাই যুক্তবেণী। এই সঙ্গম স্থলে গঙ্গার রজত-ক্রোড়ে যমুনার কাল জল আসিয়া মিলিতেছে। যমুনা যেন জাহ্নবীতে আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেছেন, আর তীর্থরাজ যেন অনন্তকাল ধরিয়া সেই গঙ্গা-যমুনার রসলীলা দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন! প্রয়াগ যে কেবল বৈদিক এবং পৌরাণিক আর্য্যজাতিরই চিত্তহরণ করিয়া হিন্দুর প্রধান তীর্থে পরিণত হইয়া আছে তাহাই নহে, বৌদ্ধযুগে ইহা বৌদ্ধগণেরও পবিত্র তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, ভগবান বুদ্ধদেব এখানে

পদার্পণ করিয়াছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের ইতিহাস-বিশ্রুত মহাদান, সম্রাট অশোকের অনুশাসন-স্তম্ভ, চীন পরিব্রাজক হোএন্-থ্-সাঙ্ এবং ফাহ্-য়ানের ভ্রমণ কাহিনী এই স্থানের বৌদ্ধ-প্রভাব স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। অসীম প্রতিভাসম্পন্ন দূরদর্শী সম্রাট আকবর ইহার নৈসর্গিক শোভা এবং রাজনৈতিক সুবিধাজনক অবস্থানে আকৃষ্ট হইয়া, ত্রিবেণী-সঙ্গম স্থলে যমুনার কূলে সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, ইহাকে ইলাহাবাস নামে অভিহিত করেন। ইলাহাবাস অর্থাৎ ইলাহীআকবর (পরমেশ্বর) তাঁহার আবাস। আকবর গঙ্গার জলোচ্ছ্বাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই দুর্গের সম্মুখে একটী প্রশস্ত এবং উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

এই দুর্গের মধ্যেই হিন্দুর অক্ষয়বট, ও বৌদ্ধের অশোকস্তুপ এবং অনুশাসনস্তম্ভ রক্ষিত হয়। সম্রাট আকবরের নব-নির্ম্মিত ইলাহাবাস, পরে তাঁহার পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, জাহাঙ্গীরের প্রথমা মহিষী শাহ্‌বেগম ইলাহাবাসেই প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার গর্ভজাত পুত্র খসরু ও তৎপত্নীরও এই স্থানেই দেহান্ত হয়। ইহাঁদের বিবিধ কারুকার্য্যখচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমাধি বক্ষে বহন করিয়া এখানকার নয়ন-মনোহর বিস্তীর্ণ উদ্যান ঐতিহাসিক "খসরুবাগ" প্রয়াগের ইলাহাবাস নামের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। 'আবাস' মুসলমানদিগের মুখে আরবী শব্দ 'আবাদ' হইয়া পরে এলাহাবাদে (ইলাহী আবাদ) পরিণত হয়। খসরুবাগ, এলফ্রেড-পার্ক, ম্যাকফার্সন-পার্ক প্রভৃতি সুবিস্তীর্ণ ও সুসজ্জিত উদ্যান এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হেতু হিন্দুর এই প্রাচীন তীর্থ ইংরেজ জাতিরও মন মুগ্ধ করিয়াছে। ইহাঁরা ইহার নাম দিয়াছেন "The City of Gardens" কিন্তু তাঁহাদের মুখে ইহার নামের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া Allahabad এ পরিণত হইয়াছে। এলাহাবাদে মহারাষ্ট্র প্রভাবেরও কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে ভোঁসলার বাদা, দারাগঞ্জের মহারাষ্ট্র উপনিবেশ, অহল্যাবাঈএর মন্দির, কোঠাপার্চাস্থ মহারাষ্ট্র উপনিবেশ এবং মহারাজ দৌলতরাও সিন্ধিয়ার বিধবাপত্নী বায়জাবাঈএর মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। মুসলমানের হস্ত হইতে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ইংরেজ-কোম্পানী বাহাদুর ১৭৬৫ অব্দে এলাহাবাদের দুর্গ অধিকার করেন। মধ্যে ২২ বৎসরের জন্য এখান হইতে রাজধানী উঠাইয়া আগ্রায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু সিপাহী

বিদ্রোহের পর অর্থাৎ ১৮৫৮ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলে এলাহাবাদ পুনরায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী হয়। তদবধি এই-স্থান উদ্যান, প্রাসাদ, প্রশস্তরাজপথ, সেতু, সৌধমালা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া আসিতেছে। এখানকার গঙ্গা-যমুনা-ব্রিজ, মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যাকফার্সন পার্ক, এলফ্রেড পার্ক প্রভৃতি উদ্যান, পাবলিক লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-মন্দির ও মর্ম্মর-মূর্ত্তি, স্থাপত্য ও ভাস্কর শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রয়াগের ন্যায় প্রাচীন মহানগরী এবং এলাহাবাদের ন্যায় রাজধানীর দর্শনীয় বিষয়ের বিবরণ সংক্ষেপে শেষ করা সম্ভবপর নহে। এখানে বিদ্যালয়, পাঠাগার, যন্ত্রালয়, সাহিত্য-প্রচারালয় প্রভৃতি জনহিতকর প্রধান প্রধান অনুষ্ঠানগুলির উল্লেখ পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দৃষ্ট হইবে। তাহাতে প্রায় সকল সাধারণ হিতানুষ্ঠানেই বাঙ্গালীর কৃতিত্ব অল্পাধিক পরিলক্ষিত হইবে। দেওয়ানী সনন্দে ইংরেজ এলাহাবাদ প্রাপ্ত হইলে, এখানে বাঙ্গালীর আগমন হয়। ইতিপূর্ব্বে ইহা বাঙ্গালীদিগের তীর্থভ্রমণ, কল্পবাস এবং ক্বচিৎ কাহারও প্রবাসের স্থান ছিল; তখন ইহার নাম ছিল 'ফকীরাবাদ'। কিন্তু দেড় শত বৎসর হইতে এখানে বাঙ্গালী উপনিবেশের সূত্রপাত হয়। কি রাজকার্য্যের সহায়তায়, কি য়ুরোপীয় শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রণালীর প্রবর্ত্তন ও প্রচার বিষয়ে, কি কলেজ, বিদ্যালয়, পাঠগোষ্ঠী, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাকল্পে বাঙ্গালী অগ্রণী, ও ইংরেজের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, ছিলেন। রাজকার্য্যের সকল বিভাগেই বাঙ্গালীর একাধিপত্য এবং সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর প্রভাব-প্রতিপত্তি দর্শনে এতদঞ্চলের অধিবাসিগণ বাঙ্গালীকে প্রথমে সম্ভ্রম ও ভয়ের চক্ষে দেখিতে থাকেন। তাঁহাদের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষার ভাবও বড় অল্প ছিল না। তখন এতদ্দেশে হিন্দুস্থানীতে একটী প্রবাদই রচিত হইয়াছিল। লোঁকে বলিত "লড়ে টোপীওয়ালা খায় ধোতীওয়ালা।" কিন্তু ক্রমে যখন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীদিগের আবির্ভাব হইতে লাগিল, যখন মাধবদাস বাবাজী ও কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর ন্যায় দৈবশক্তিশালী পুণ্যচেতা, ৺ প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় পুরুষ-সিংহ, ৺হরবল্লভ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং দেওয়ান জগমোহন বিশ্বাস প্রমুখ পরার্থপরায়ণ মহাপ্রাণ বাঙ্গালীর অভ্যুদয় হইতে থাকে, তখন হইতে জনসাধারণের ঈর্ষা ভক্তিতে, ভয় প্রীতিতে পরিণত হয় এবং সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়। গ্রন্থের নানাস্থানে তাহার বহু নিদর্শন লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যদেব প্রয়াগ-প্রবাস করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীকে এখানেই দীক্ষা দেন এবং তজ্জন্য দশাশ্বমেধের মন্দিরে দশদিন অবস্থান করেন। চৈতন্যদেব এখানে অবস্থানকালে যমুনার পরপারস্থ বল্লভভট্টের অতিথি হইয়াছিলেন। যাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে বৃন্দাবনে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই প্রথমে কাশী এবং তৎপরে প্রয়াগে বাস করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ দেব, যিনি ইংরেজের পক্ষ হইতে রাজা সীতাব রায়ের সহিত বিহার-প্রদেশের এবং মহারাজ বলবন্তসিংহের সহিত বারাণসীর বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তিনি ১৭৬৫ অব্দে লর্ড ক্লাইবের সঙ্গে একবার এলাহাবাদ আগমন করেন। সেই সময় সম্রাট সাহ আলম তাঁহাকে রাজা বাহাদুর উপাধি, পাঁচহাজারী মন্‌সবদারী, তিন সহস্র অশ্বারোহী প্রভৃতি দান করেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৬৬ অব্দে তিনি চার হাজার অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার সহ ৬ হাজারী মন্‌সবদার হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যিনি বর্গীর হাঙ্গামার সময় নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর খাজাঞ্চীখানায় কর্ম্ম করিতে করিতে বর্গীর হাতে প্রাণবিসর্জ্জন করেন, সেই নোয়াখালির নিমক-মহালের দেওয়ান রামহরি বিশ্বাসের পুত্র জগমোহন বিশ্বাস, লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে দশশালা বন্দোবস্তের সময় এলাহাবাদে এবং তাহার উপকণ্ঠস্থ স্থানসমূহে রাজা ও জমীদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার দেওয়ানীভার প্রাপ্ত হইয়া এলাহাবাদ প্রবাসী হন। তৎপূর্ব্বে এখানে যে সকল যাত্রী থাকিতেন, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদিগের নিকট হইতে করস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন। হিন্দুর প্রধান তীর্থে এরূপ যাত্রী-কর জনসাধারণের নিতান্তই অসুবিধাজনক ছিল। দেওয়ান জগমোহন বিশ্বাস কোম্পানীকে এককালে দুই লক্ষ টাকা দিয়া ঐ করগ্রহণ প্রথা উঠাইয়া দেন।

একশতাব্দী গত হইল মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন কোন কর্ম্মোপলক্ষে অযোধ্যার নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ৺রামধন মুখোপাধ্যায় তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। রামকমল বাবু রামধন বাবুকে প্রয়াগে রাখিয়া যান। তিনি কলিকাতা ভবানীপুর হইতে আসিয়াছিলেন। শুনা যায় প্রথমে তিনি ওভারসিয়ারের কর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহার পর পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের ব্যারিক মাষ্টার এবং শেষে ফোর্টের "কনট্রাক্টর" হইয়া প্রভূত অর্থ

উপার্জ্জন করেন। রামধন বাবুর ন্যায় ধনীর কথা এলাহাবাদে অল্পই শুনা যায়। তাঁহার ঐশ্বর্য্য এক্ষণে উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার এক পুত্র প্যারি-মোহন, রেলের কণ্ট্রাক্টার ছিলেন। অন্য দুই পুত্র হইতে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের নিকট তাঁহার ১২ মহল প্রাসাদ ছিল এবং জস্‌রা নামক স্থানে সুবিস্তৃত জমিদারী ছিল। কীডগঞ্জের যমুনার ধারে যে সর্ব্বপ্রথম প্রস্তরনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত ঘাট নির্ম্মিত হয় তাহা রামধন বাবুই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ ঘাটের নাম ছিল "বাবুঘাট"। দেশবিশ্রুত যমুনালহরীর কবি বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় ঐ ঘাটে বসিয়া "নির্ম্মল সলিলে বহিছে সদা তট-শালিনী সুন্দরী যমুনে ও" প্রভৃতি প্রাণোন্মাদকারী স্বর্গীয় সংগীতে যমুনাপুলিন প্লাবিত করিতেন। বাবুঘাটের প্রস্তরগুলি পর্য্যন্ত পরে নিলাম হইয়া যায় এবং শেষে যমুনার প্রবল স্রোতে প্রবাসী বাঙ্গালীর সেই কীর্ত্তি ভাসাইয়া দেয়। কিন্তু বাবুঘাটের নাম আজিও লোপ পায় নাই। প্রায় ২৫।২৬ বৎসর হইল (৩০৮ সালে) রামধন বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। কথিত আছে মৃত্যুকালে তিনি ত্রিশলক্ষ টাকা রাখিয়া যান। এক্ষণে এলাহাবাদে দুর্গের সম্মুখস্থ "লালকুঠি" তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে মাত্র। ঐ কুঠী পরে প্রয়াগবাসী স্বর্গীয় চারুচন্দ্র মিত্রের অধি-কারে আসিয়াছিল। চারুবাবুর পিতা, এলাহাবাদের বিখ্যাত নীলকমল মিত্রের নাম স্থানীয় সকলের নিকট সুপরিচিত। কলিকাতার ইডেন উদ্যানের ন্যায় সুবিস্তৃত গবর্ণমেণ্টের উদ্যান "আলফ্রেড পার্কের" মধ্যস্থলে স্থানীয় জনসাধারণের সান্ধ্যভ্রমণ এবং বিশ্রামের জন্য যে পুষ্পবৃক্ষ-বেষ্টিত-ভূমির মধ্যস্থ প্রস্তরবেদী দেখিতে পাওয়া যায়, (এক্ষণে যাহা ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড হইয়াছে) তাহা নীলকমল মিত্রমহাশয়ের কীর্ত্তি। তাঁহার ব্যবসায় এতদঞ্চলের প্রায় সকল প্রধান প্রধান সহরে বিস্তৃত ছিল। এ প্রদেশে যাঁহারা ইংরেজী-শিক্ষাবিস্তার এবং স্কুলকলেজের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, বাবু নীলকমল মিত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। যথাস্থানে সে সমুদয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হইবে।

বারাণসীর বিখ্যাত চৌধুরী বংশসম্ভূত ৺ রামেশ্বর চৌধুরী অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হন। শুনা যায় তাঁহার গলগণ্ড বা গণ্ডমালা দেখিয়া পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার গৃহত্যাগের ইহাই কারণ। প্রয়াগের সন্নিকটে জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত

তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং এই সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ভস্মলেপনে তাঁহার গণ্ডমালা ভাল হইয়া যায়। সাধুর উপদেশমত রামেশ্বরবাবু এলাহাবাদে স্থায়ী হন। তাহার পর কমিসেরিয়ট অফিসে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া দোস্তমহম্মদের সময় কাবুলযুদ্ধে গমন করেন। তথা হইতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এলাহাবাদে প্রত্যাগত হন। এখানে রেলের কণ্ট্রাক্টরী করিয়াও অনেক অর্থ সঞ্চয় করেন। মৃত্যুকালে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা নগদ, রাজপ্রাসাদতুল্য বাগানবাটী এবং পঞ্চাধিকসহস্র টাকা মাসিক আয়ের জমীদারী প্রভৃতি রাখিয়া যান। তাঁহার এই অতুল ঐশ্বর্য্য এক্ষণে স্বপ্নবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ্যে কোম্পানীর বাগান নামে অভিহিত এলফ্রেড পার্কের জন্য রামেশ্বর বাবু প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। এই উদ্যানমধ্যে থর্ণহিল ও মেইন মেমোরিয়াল লাইব্রেরী নামে যে নয়নবিমোহন ও বহুমূল্যবান প্রস্তরাদি নির্ম্মিত সরকারী গ্রন্থাগার বিরাজ করিতেছে তাহার নির্ম্মাণার্থেও তিনি রাজসই দান করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ চকের উপর এক্ষণে যে সুদৃশ্য মিউনিসিপাল মার্কেট বিরাজিত উহা প্রধানতঃ চৌধুরী মহাশয়ের বদান্যতার ফল। ৺রামধন মুখোপাধ্যায়, ৺রামেশ্বর চৌধুরী ও মিওর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্যের স্বর্গীয় পিতা জমিদার মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু মাধবচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি এলাহাবাদের অতি পুরাতন প্রবাসী। দারাগঞ্জের মিত্র-পরিবারও বহু পুরাতন। তৎকালে সরকারী দপ্তরগুলি কেল্লার নিকট অবস্থিত থাকায় কীডগঞ্জ এবং দারাগঞ্জেই বাঙ্গালিগণ প্রথম বাসস্থাপন করেন। ক্রমে অনেকে মুঠিগঞ্জ ও কর্ণেলগঞ্জে এবং সিপাহী-যুদ্ধের পূর্ব্বে ৺ঈশানচন্দ্র দাস, ৺গোপালচন্দ্র পাকড়াশী, ৺কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের পিতা*, ও ৺সারদাপ্রসাদ সান্ন্যাল প্রমুখ বাঙ্গালিগণ সাহগঞ্জ, আতরসুইয়া, আহিয়াপুর প্রভৃতি পল্লীতে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী হন। আতর-

---

* কালীচরণবাবু পূর্ত্তবিভাগীয় একজামিনার (P. W. D. Examiner of Accounts.) অফিসের হেড এসিষ্টাণ্ট ছিলেন। আশ্রিত প্রতিপালন বদান্যতা প্রভৃতি গুণের জন্য ইঁহার সুনাম ছিল। ইনি অনেক বঙ্গসন্তানকে চাকরী করিয়া দিয়া এ প্রদেশে স্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। এদেশবাসীদিগের মধ্যে এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের খ্যাতি প্রতিপত্তি অল্প হয় নাই। ইঁহারাও আতরসুইয়া পল্লীতে বাড়ীঘর করিয়া স্থায়ী হইয়াছেন।

সুইয়া-নিবাসী ঈশানবাবু হুগলী দেবানন্দপুর হইতে আসিয়াছিলেন। ভাস্তাড়ায় তাঁহাদের আদিবাস ছিল। ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি চুচুড়ার ডফ সাহেবের স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অধিকারলাভ করেন। তাঁহার এক সন্তান জন্মিলে তিনি স্কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কারণ, ডাঃ ডফের নিয়ম ছিল কোন ছাত্র সন্তানের পিতা হইলে আর স্কুলে পড়িতে পারিবে না। শিক্ষানুরাগবশতঃ অগত্যা তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন এবং নিত্যানন্দ-পুরের জমিদার সন্তানদিগের শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিবার পর তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর অফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বুককিপিং ও হস্তলিপির উৎকর্ষতায় তাঁহার সমকক্ষ কর্ম্মচারী বড় বেশী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার গুণের আদরও তখন যথেষ্ট ছিল এবং তাঁহার কার্য্যদক্ষতার খ্যাতি সুদূর পশ্চিমেও পৌছিয়াছিল। এলাহাবাদের লোকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাদারল্যাণ্ড সাহেব তাঁহাকে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ আসিতে আহ্বান করেন এবং তাঁহার দপ্তরের হেড এসিষ্টাণ্টের পদ প্রদান করেন। এই সূত্রে ১৮৫৪ অব্দে তিনি এলাহাবাদ প্রবাসী হন। এখানে অল্পকাল মধ্যেই তিনি একজন উৎকৃষ্ট হিসাব-রক্ষক ও হিসাব-পরীক্ষক বলিয়া পরিচিত হন। তখন ডবল এন্ট্রি (Double Entry) জানা বুক কীপার (Bookkeeper) এতদঞ্চলে তাঁহার মত অতি অল্পই ছিলেন। এ বিষয় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা জন্য তিনি ব্যাঙ্ক ও রেল বিভাগে বিশেষ আদৃত হইয়াছিলেন। কিছুদিন "N. W. Bank of India" নামক ব্যাঙ্কের কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবন ই, আই, রেলওয়ে ও বার্ণ কোম্পানীর অফিসেই প্রধানতঃ অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি মিউটিনির পূর্ব্ব হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান দেশীয় হিসাবরক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন ("Head Native Accountant in the North West")। ডেপুটী এজেণ্ট ষ্টিফেনসন সাহেব ১৮৫৯ অব্দে ক্যাম্বেল সাহেবকে লেখেন—" Dear Sir, I find it impossible to get a Native Accountant who has an idea of double entry system of book-keeping. There is a native however in your office Babu Issen Chandra Doss whose peculiar qualifications which are known to Mr. Sutherland would make him a great acquisition to my account office * * *."

তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বহু প্রশংসাপত্র আছে। তাহা হইতে জানা যায় রেলওয়ে বিভাগে একজন উচ্চদরের কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। এখানে প্রাচীন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তাঁহাকে জানেন না এমন লোক বিরল। যাঁহারা তাঁহার সময়ে প্রয়াগবাসী হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বংশধরগণ এতদঞ্চলের নানাস্থানে বাস করিতেছেন।

পূর্ব্বে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্তই রেল ছিল। পরে যখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত রেল হয়, তখন তিনি ষ্টেশনের কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে নবাগত কোন বাঙ্গালী, থাকিবার স্থানাভাব জানাইলে যেন তাঁহার বাড়ীতে পাঠান হয়। তখন এলাহাবাদে পান্থশালাও ছিল না এবং বাঙ্গালীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল। সুতরাং অনেকেই তীর্থ করিতে আসিয়া বা কার্য্য লইয়া প্রথমে এখানে পৌঁছিয়াই বাসার জন্য মহাকষ্টে পতিত হইতেন। তাঁহাদের আশ্রয় অভাবে দুর্দ্দান্ত পাণ্ডাদের হস্তে পতিত হইতে না হয় বা অন্য প্রকার কষ্টভোগ করিতে না হয় তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অনেক বিপন্ন যুবককে তিনি নিজের বাসায় রাখিয়া তাঁহাদের চাকরী করিয়া দিয়া তবে স্থানান্তরে যাইতে দিয়াছেন। বাবু অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বাবু ক্ষিরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বাবু অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ অনেকেই এইরূপে প্রথমাবস্থায় তাঁহার বাসায় পরম যত্নে ও সমাদরে কাটাইয়াছিলেন। দেবানন্দপুর গ্রামের বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত জমিদার * বংশের সন্তান এবং অন্যতম জমিদার ৺ ধর্ম্মদাস মুন্সী মহাশয় এলাহাবাদে তাঁহার এই বন্ধু ঈশান বাবুর বাড়ী তিন বৎসর কাল যথেষ্ট সমাদরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা ঠন্ঠনিয়া নিবাসী বাবু তারকনাথ মিত্র এলাহাবাদে আসিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও ভগিনী এই বিদেশে বিপন্ন হইয়া পড়িলে, ঈশান বাবু তাঁহাদিগকে স্বীয় পরিবারের মধ্যে অতি সমাদরে আশ্রয় দান করেন। তারক বাবুর শ্যালক পরে নিজ ভগিনীকে লইয়া গেলে, তারক বাবুর ভগিনী বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত ঈশান বাবুর তিনটী বিধবা ভগিনীর সহিত আর এক বিধবা ভগিনীর মত থাকিয়া, ১৮৯০ অব্দে পরলোক গমন করেন।

---

* ইঁহাদেরই আশ্রয়ে বঙ্গবিশ্রুত অমর কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

তিনি এইরূপে বহু অনাথা বিধবাকে অন্ন, বস্ত্র ও বৃত্তি দান করিতেন। স্থানীয় দরিদ্র নরনারীকে তিনি পূজার সময় নূতন বস্ত্র, শীতের সময় ধোসা কম্বলাদি শীতবস্ত্র ও ফলের সময় আম্র, খরমুজা প্রভৃতি ফল দান করিতেন। পল্লীস্থ নরনারীর বিপদে সাহায্য এবং রোগে ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতে তিনি সর্ব্বদাই ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার আপন-পর জ্ঞান ছিল না। কেহ দুস্থ বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে একবার জানাইতে পারিলেই সে নিশ্চিন্ত বোধ করিত। সৎসাহস, পরোপকারিতা, বন্ধুবৎসলতা এবং বদান্যতা প্রভৃতি গুণে ঈশানবাবু এতদঞ্চলে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। পাড়ায় কি হিন্দুস্থানী কি প্রবাসী বাঙ্গালী, সকলের নিকটই তিনি "বড়বাবু" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আতরসুইয়ার অতি প্রাচীন অধিবাসী প্রাগওয়াল ৺ রামরতন মহারাজ, এবং ৺ সারদাপ্রসাদ সান্যাল ও স্বর্গীয় নীলকমল মিত্র মহাশয়ের পুত্র সম্প্রতি পরলোক-গত স্বনামখ্যাত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রমুখ পুরাতন প্রবাসীর মুখে ঈশানবাবুর প্রভাব প্রতিপত্তির কথা শুনা গিয়াছে। হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন বা জানিতেন, তাঁহারা এখনও বলিয়া থাকেন "বাবু তো, ঈশানবাবু থে, এ্যায়সা বাবু ঔর নহি হোয়েগা।" এখানে যাত্রীদিগের উপর পূর্ব্বে প্রাগও-য়ালদিগের সাতিশয় অত্যাচার ছিল। ১৮৮২ অব্দে পায়োনিয়ার পত্রের বিশেষ পত্রলেখক মহাশয় কুম্ভমেলা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবারকালে এই প্রাগওয়ালদিগকে লুণ্ঠনকারী ("The plundering Pragwals or the Greedy Pundits.") বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর প্রাগওয়ালগণ নিরীহ যাত্রীদিগকে অর্থের জন্য আটক করিয়া রাখিত; শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া তাহাদিগের নিকট মনোমত দান না পাইলে হাত বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিত এবং অনেকে সপরিবারে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইত। ঈশানবাবু তাহা জানিতেন। প্রাগওয়ালরাও তাঁহার বাধ্য ছিল এবং তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিত। তিনি কোথায় কোন্ অসহায় বাঙ্গালী পরিবার এইরূপে কষ্ট পাইতেছেন তাহার সন্ধান লইতেন এবং সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তাঁহার নিজের গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে ও প্রাগওয়ালকে আপনার বাটী আনাইতেন। তিনি যাত্রীর অবস্থা বুঝাইয়া যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিতেন তাহাই তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করিত। অনেক সময় তিনি নিঃস্ব যাত্রীদিগের পথ খরচ দিয়া দেশে পাঠাইয়া

দিতেন। তাঁহার এই সকল অনন্যসাধারণ গুণাবলীর জন্য তিনি কি দেশবাসী কি ইংরেজ রাজপুরুষ সকলের নিকটই সমাদৃত ছিলেন।

যুক্ত প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং রেল ও গবর্ণমেণ্ট দপ্তরের চাকরীর পরই ঔষধালয় স্থাপন বাঙ্গালীর একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল। এখনও যে এককালে নাই তাহা নহে। এলাহাবাদের অধিকাংশ ঔষধালয় এবং চিকিৎসকই বাঙ্গালী। এখানে বাঙ্গালী প্রবাসের প্রথমাবস্থায় ঈশানবাবুর একটী ঔষধালয় ও তৎসঙ্গে একটী মনিহারীর দোকান ছিল। তাঁহার অফিসে তিনশত টাকা বেতন, বিবিধ সওদাগরী অফিসের হিসাব-পরীক্ষার পারিশ্রমিকস্বরূপ মধ্যে মধ্যে ৪।৫ শত টাকা উপার্জ্জন এবং কণ্ট্রাক্টরীর কর্ম্ম ব্যতীত এই ঔষধালয় হইতে বিলক্ষণ আয় ছিল। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ মুক্তহস্ততা, দরিদ্রসেবা, আশ্রিতপালন ও পরহিতৈষণা প্রভৃতি গুণের জন্য কার্পণ্যদোষ তাঁহাতে আশ্রয় করে নাই। এই সকল কারণে তিনি প্রয়াগে কয়েকখানি মাত্র অট্টালিকা ব্যতীত উপার্জ্জনের অনুরূপ ঐশ্বর্য্য রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

এলাহাবাদে তাঁহার আসিবার তিন বৎসর পরে সিপাহীবিদ্রোহ হয়। তখন তিনি সাদারল্যাণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক এলাহাবাদ দুর্গমধ্যে সুরক্ষিত হন। এই সময় তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় নীলকমল মিত্র মহাশয় প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট বাঙ্গালীও দুর্গে আশ্রয় লাভ করেন। একমাসকাল তাঁহাকে দুর্গ মধ্যে থাকিতে হইয়াছিল। স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তখনকার প্রয়াগ-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—

"উত্তেজিত লোকে কেবল ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয় নাই। এলাহাবাদের অনেক বাঙ্গালী শান্তভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন, পবিত্র প্রয়াগে, পবিত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে বাস করিয়া ইঁহারা পুণ্যসঞ্চয় ও শারীরিক স্বাস্থ্যসাধনের আশা করিতেছিলেন। দূরাগত অনেক বাঙ্গালীও স্রোতস্বতীসঙ্গমে অবগাহন করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছিলেন। উত্তেজিত জনসাধারণের সহিত ইঁহাদের কোনরূপ সমবেদনা ছিল না। কোম্পানির রাজ্য বিনাশার্থেও ইঁহারা কাহারও পরামর্শে পরিচালিত হইতেন না। ইঁহারা নিরীহভাবে আপনাদের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং কোম্পানির অধিকারে আপনাদের

ধনপ্রাণ নিরাপদে রহিয়াছে ভাবিয়া নিরুদ্বেগে ধর্ম্মাচারণে মনোনিবেশ করিতেন। নগরের দুর্বৃত্ত লোকে এখন এই শান্তস্বভাব অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপে আক্রান্ত হইয়া বাঙ্গালীরা চারিদিকে বিধ্বংসের বিকটভাব দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সম্পত্তি অধিকৃত হইল, তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, এবং তাঁহাদের আবাসগৃহ মুহুর্মুহু ভয়াবহ কোলাহল ও কাতরকণ্ঠনিঃসৃত করুণরোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। বাঙ্গালিগণ অবশেষে উত্তেজিত জনসাধারণের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এবং শপথপূর্ব্বক আপনাদিগকে বৃদ্ধ মোগলের অধীন বলিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইলেন। এইরূপে আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, তাঁহারা আত্মরক্ষায় যত্নশীল হইলেন। তাঁহারা দুর্গস্থিত ইংরাজদিগের সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে লইয়াই বিব্রত ছিলেন এবং আপনাদের জীবনের জন্যই অপরের নিকট সাহায্যের আশা করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা কোনরূপ সাহায্যদানে সমর্থ হইলেন না। বাঙ্গালীরা অতঃপর একজন সমৃদ্ধিশালী হিন্দুস্থানীর সাহায্যে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র সৈনিকদল সংগঠিত করিলেন।" *

সিপাহী বিদ্রোহের তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে উত্তরপাড়ানিবাসী স্বর্গীয় প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীস্থ কোন আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হন এবং এখানে অধ্যয়নাদির পর মুন্সেফ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদের নিকটস্থ মঞ্জনপুর নামক স্থানের মুন্সেফ নিযুক্ত হন। বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে স্থানীয় প্রভূত শক্তিশালী জমিদারবর্গ কয়েকখানি গ্রাম জ্বালাইয়া নিরীহ গ্রামবাসীদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করে। এই সকল জমিদার দলবদ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধ-সজ্জা করত অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি লইয়া যখন ইংরেজ তহশীল আক্রমণ করে, তখন প্যারীমোহন বাবু অধীনস্থ লোকজন এবং কতিপয় ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আনয়ন করিয়া স্বয়ং এক সৈন্যদল গঠন করেন এবং বিপুল সাহস ও বিক্রমের সহিত শত্রু দলকে আক্রমণ করত পরাস্ত করেন।

এই যুদ্ধ কাহিনী "পায়োনিয়ার" নামক সংবাদ পত্রে, "কলিকাতা রিবিউ," প্রদীপ, প্রবাসী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে এবং "উত্তরপাড়া-হিত-কারী সভা" কর্ত্তৃক

* ৺রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" ৩য় ভাগ, ৯৭ পৃষ্ঠা।

প্রকাশিত "যোদ্ধা মুন্সেফের" সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময় একবার তাঁহাকে সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক রীতিমত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সে যুদ্ধে দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহদলপতি ধাথলসিং এবং অনেক সর্দ্দার হত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করায় তাঁহার ভয়ে বিদ্রোহিগণ আর যমুনা পার হইতে সাহস করে নাই। প্যারীমোহন বাবুর বয়স ছিল তখন বাইশ বৎসর মাত্র। এই দ্বাবিংশবর্ষীয় বাঙ্গালী যুবকের সৎসাহস ও বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ * বড়লাট বাহাদুর কাণপুর দরবারে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া বহুমূল্য খিলাত (হাজারটাকা মূল্যের সম্মানসূচক পরিচ্ছদ), বিস্তৃত জমীদারী ও রাজভক্তির স্বতন্ত্র পুরস্কার স্বরূপ ডেপুটী কলেক্টরের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। প্যারীবাবুর কীর্ত্তি প্রবাসে বাঙ্গালীর সম্মান সম্ভ্রম এবং রাজা প্রজা উভয়ের শ্রদ্ধা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। লর্ড ক্যানিং বাহাদুর তাঁহার ডেস্‌পাচে প্যারীমোহনবাবুর সৎকীর্ত্তির বিপুল প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে "যোদ্ধা মুন্সেফ" (Fighting Munsiff) এই নাম দিয়াছিলেন। এলাহাবাদের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট টমসন্ (Mr. F. Thompson) সাহেব কমিশনার সাহেবকে যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি প্যারীমোহন বাবুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"Babu Peary Mohon was appointed a Moonsif at Manjhanpur, in this district in November last, and has since been indefatigable in his exertions to drive back the rebels in his part of the district. Though not actually in his province of duty, he offered himself to the Commissioner to assemble the well-affected Zemindars, to engage and conciliate the doubtful, and thus create a Government party against the disaffected. He has succeeded so well that he has been able gradually to restore the Police authority in all but a few villages now held by the rebels and gained a victory, his report of which I enclose."

"কলিকাতা রিবিউ" পত্রিকায় † জনৈক ইংরেজ লিখিয়াছেন—" * * * The Native Civil Judge—a Bengalee Babu by capacity and valour brought himself so conspicuously forward, as to be known as

* "For his having distinguished himself by his intrepidity and the vigour of his attacks upon the insurgents."

† "A district during a rebellion."—Cal. Review, XLI.

যোদ্ধা মুন্সেফ স্বর্গীয় প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পৃষ্ঠা ৬৮)

মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পৃষ্ঠা ৭৫)

'the fighting Munsiff.' He not only held his own defiantly, but he planned attacks, he burnt villages he wrote English despatches thanking his subordinates, and displayed a capacity for rule and a fertility of resources * * * * ."

যখন মঞ্ঝনপুর হইতে তাঁহাকে অন্যত্র বদলি করিয়া দিবার প্রস্তাব হয়, তখন এলাহাবাদের কমিশনর থর্ণহিল্ সাহেব ছোটলাট বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন—"Babu Peary Mohon has established so high a reputation for personal courage and determination that his presence has, I believe, hitherto prevented an irruption of the rebels from the right bank of the Jumna and the Magistrate is of opinion that his withdrawal at this time would be shortly followed by much disorganization, &c., &c. In this opinion I entirely concur."

ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কমিশনরের ন্যায় অভিজ্ঞ দেশপালকগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রবাসক্ষেত্রে প্যারীমোহন বাবুর ব্যক্তিত্ব এমন প্রতিষ্ঠিত, তিনি শিষ্ট জনসাধারণের এতদূর প্রিয় ও সম্মানিত এবং দুষ্টের এরূপ ভীতিস্বরূপ যে, এই দুর্দ্দিনে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিলে দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহীদল পুনরায় মাথা তুলিবে এবং দেশশাসনে মহা বিশৃঙ্খল ঘটিবে। প্রবাসের এই বাঙ্গালী, কেবল প্রবাস কেন, ইনি দেশের সুসন্তান, বঙ্গের অত্যুজ্জ্বল রত্ন এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরবস্থল।

১৮৬৬ অব্দে এলাহাবাদে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে প্যারীমোহন বাবু ওকালতি আরম্ভ করেন। এলাহাবাদে মিওর-কলেজ-প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি স্বর্গীয় রামকালী চৌধুরী এবং স্বর্গীয় রামেশ্বর চৌধুরীর ন্যায় বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৬৯ অব্দে ছোটলাট সার উইলিয়ম মিওর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"The names of Lala Gyaprasad, of Babus Peary Mohon and Rameshur Chaudhri, have been mentioned to me as foremost in the movement."

১৮৮১ অব্দে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও পূর্ব্বকীর্ত্তির কথা অবগত হইয়া কাশীনরেশ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে তাঁহার হস্তে স্বীয় জমিদারীর ভার অর্পণ করেন। প্যারীমোহন বাবু এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের এরূপ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশ্য সভা করিয়া স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং ঐ টাকায় প্রতি দ্বিতীয় বৎসর কলেজের পদার্থবিদ্যাধ্যায়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে একটি সুবর্ণপদক পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করেন। এলাহাবাদ

সিটি রোডের উপর কায়স্থ পাঠশালার পার্শ্বস্থ বৃহৎ অট্টালিকা এবং উদ্যান বাঙ্গালী যোদ্ধা মুন্সেফের স্মৃতি বহন করিতেছে। প্যারীমোহন বাবু দেশস্থ অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর উত্তরপশ্চিম প্রবাসের মূল। তাঁহার সমসাময়িক স্বর্গীয় বাবু সারদা-প্রসাদ সান্ন্যাল ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদে আগমন করেন। নিঃসম্বল অবস্থায় বিদেশে আসিয়া স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে যাঁহারা কৃতী হইয়াছেন, সারদাবাবু তাঁহাদের একজন। ছাত্রজীবনে তাঁহার যেরূপ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল, উত্তরকালে তাঁহার কর্ম্মজীবনও হীনপ্রভ হয় নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গালা, বিহার ও ওড়িষ্যার প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে মাসিক বৃত্তিলাভ করিয়া একত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন; তাঁহাদিগকে Exhibition Scholars বলা হইত। সারদাবাবু কটক গবর্ণমেণ্টের স্কুলের চরম পরীক্ষায় এবং সেই বৎসর প্রাদেশিক পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রধান হইয়া এই শ্রেণীভুক্ত হন। তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে সার রমেশচন্দ্র মিত্র, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, কুচবিহারের দেওয়ান শ্রীযুক্ত কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, বারাণসীর ভূতপূর্ব্ব সবজজ্ শ্রীযুক্ত মৃতুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সারদাবাবু যে সকল জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে প্রভূত যশোলাভ করিতে পারিতেন। ১৮৬৮ সালে ডেপুটি কলেক্টর স্বর্গীয় বাবু কন্নুলালের উদ্যোগে আহিয়াপুর পল্লীস্থ "ব্যাসজীর বাগানে" Allahabad Institute নামে একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা স্থানীয় জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করে। সারদাবাবু ইহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সহকারী হইলেও প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় যাবতীয় কার্য্য তিনিই সম্পাদন করিতেন। যে মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ আজি উত্তরপশ্চিম অযোধ্যা প্রদেশের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রস্থলরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সারদা বাবু কর্তৃক প্রথম উত্থাপিত হয়। শুভক্ষণে একদিন সভার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাপ্ত হইলে সভ্যগণসমক্ষে সারদা বাবু এ প্রদেশে উচ্চশিক্ষোপযোগী কলেজ সংস্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। সারদা বাবু "Donations for a college at Allahabad" শীর্ষক একখণ্ড কাগজ সকলের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। বাবু নীলকমল মিত্র তৎক্ষণাৎ এক সহস্র টাকা দান স্বাক্ষর করিলেন এবং

প্যারিমোহন বাবু ও বাবু রামেশ্বর চৌধুরী প্রত্যেকে এক সহস্র করিয়া দান স্বাক্ষর করিলেন। এইরূপে এক ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষরিত হইল। অনন্তর সারদা বাবুর যত্নক্রমে প্রায় ১৫০০০ টাকা সংগৃহীত হইল। তখন সভা হইতে দাতাগণের নামসহ গভর্ণমেণ্টে এক আবেদনপত্র প্রেরিত হইল। সে সময় বিদ্যানুরাগী Sir William Muir উত্তরপশ্চিমের ছোটলাট। তিনি আবেদন গ্রাহ্য করিয়া পরম আহ্লাদসহকারে রাজা জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া একটি উচ্চশিক্ষার কলেজ এবং একটি Medical College প্রতিষ্ঠা বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। অবিলম্বে উভয় কলেজের ভিত্তি-স্থাপনা হইল। প্রথমেই Muir College প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু মিওর সাহেবের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর Medical Collegeএর মেঝে (plinth) পর্য্যন্ত উঠিয়া রহিত হইয়া গেল। সেই ভিত্তির উপর এখন Dufferin Hospital নির্ম্মিত হইয়াছে। কলেজের প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে এবিষয় লিখিত আছে।* Mr. W. H. Careyর সম্পাদকতায় যখন "The North

---

* ১৮৮৬ অব্দে মিওর কলেজের ইংরেজী সাহিত্যাধ্যাপক রাইট সাহেব কর্তৃক লিখিত "History of the Muir Central College, Allahabad, Its Origin, Foundation and Completion" নামক পুস্তিকার প্রারম্ভেই আছে,—

—"Sir William Muir, The Originator" এবং "The first conception of a large Central College at Allahabad * * is due to Sir William Muir himself. The foundation stone of the present magnificient building was laid by Lord Northbrook, Viceroy of India, on December, 1873."

কিন্তু মিওর মহোদয় এই সময় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিজেই বলিয়াছিলেন—

—" * * Shortly after coming here I found that a strong wish prevailed among the chief people of the place for better means of education at Allahabad * * and an address was presented to me in 1869 praying for the establishment of a College here."

এবং ঐ পুস্তিকার স্থানান্তরে আছে,—

" * * * The movement was originated by the following native gentlemen, who have made considerable exertion towards raising a fund sufficient for a suitable building. * * * —Lala Gya Parshad, Banker, Daragunj; Babu Peary Mohon Banerji, Govt. Pleader, High Court; Rae Rameshar Chaudhri, Gomasta, Commissariat; Moulvi Farid-ud-din, Pleader, High Court; Moulvi Haidar Husain, Pleader, High Court. * * *" এলাহাবাদ ইন্‌ষ্টিটিউট যে মেমোরিয়াল ছোটলাট বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করেন, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর কেম্পসন্ সাহেব তাহা পেশ করিবার কালে স্বীয় মন্তব্যস্বরূপ- তাহাতে লিখিয়াছিলেন,—

West Literary Gazette" নামক সাপ্তাহিক পত্র এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত, সারদা বাবু তাহাতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। সেই সময় "The Reflector" বলিয়া একখানি সংবাদপত্রের জন্ম হয়। এ প্রদেশে স্থানীয় অধিবাসীদিগের দ্বারা ইংরেজী সংবাদ পত্র প্রচারের বোধ হয় ইহাই প্রথম উদ্যম। বাবু প্যারীমোহন বন্দোপাধ্যায় এবং বাবু নীলকমল মিত্র উহার প্রবর্ত্তক। বাবু রামকালী চৌধুরী এবং সারদা বাবু ইহার প্রধান লেখক ছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া হিন্দী আদালতের ভাষা করিবার জন্য যে মহা আন্দোলন চলিয়াছিল এবং নাগরী প্রচারিণী সভা প্রভৃতি হইতে নানা পুস্তিকা ও পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, সারদা বাবু তাহার মূল—একথা বলিলে অনেকেই বিস্মিত হইবেন। কিন্তু ৩২ বৎসর পূর্ব্বে এ বিষয়ে তিনি Aligarh Institute Gazette ও Reflector প্রভৃতি পত্রে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া তুমুল আন্দোলন করিয়া ইহার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন। তখন মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা সার সৈয়দ আহ্‌মদ্ তাহার ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন এবং উভয়ের বাদ প্রতিবাদ উক্ত পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মিওর মহোদয় গবর্ণমেণ্টের উর্দ্দু অনুবাদক মুন্সী সদাসুখলাল কর্ত্তৃক সারদা বাবুকে ডাকিয়া পাঠান। সারদা বাবু, প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকালী চৌধুরী, নীলকমল মিত্র এবং গয়াপ্রসাদ প্রমুখ কয়েকজন সমভিব্যাহারে লাট সমীপে উপনীত হইলেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর কেম্পসন্ সাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। লাট বাহাদুর ইঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশন করিলে,

—" The Allahabad Institute is a voluntarily formed association of the most intelligent members of the community, and may fairly claim to understand and represent local public opinion." মিওর কলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে " Allahabad College Building Committee " নামে সমিতি স্থাপিত হয় বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭২ অব্দের ১লা জুলাই তারিখে " Lowther Castle " নামে প্রসিদ্ধ অট্টালিকা তিন বৎসরের জন্য মাসিক ২৫০, টাকায় ভাড়া লইয়া কলেজের কার্য্য আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে পেন্সনের সময় পর্য্যন্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহাশয় এই কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং ইহার বিবিধ হিতানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। ক্রমে এখানে অনেক বাঙ্গালী অধ্যাপক হইয়াছেন এবং এখনও আছেন। দুঃখের বিষয় কলেজের উক্ত ইতিহাস-পুস্তিকায় সারদা বাবুর নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। বোধ হয়, তিনি Institute এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রচেষ্টা প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।—জ্ঞ।

কেম্প্‌সন্‌ সাহেব সারদা বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখিতেছি, আপনারা বাঙ্গালী, এদেশে চাকরী উপলক্ষে আসিয়াছেন, কর্ম্ম শেষ হইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। আদালতে উর্দ্দূ থাকাতে আপনাদের ক্ষতি কি ?" তখন উন্নতমনা তেজস্বী রামকালী বাবু দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষিপ্ত অথচ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বলিলেন— "মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য, যে দেশে বাস করা যায়, সেই দেশীয় লোকের হিতচিন্তা ও দুঃখ মোচন করিতে যত্নপর হওয়া। বাঙ্গালী জাতি এত স্বার্থপর নহে যে এরূপ অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ হইবে।" তৎপরে তিনি ছোটলাটকে সম্বোধন করিয়া হিন্দী প্রচলনের আবশ্যকতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু ছোট লাট এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, "হিন্দী ভাষার এখনও এমত অবস্থা হয় নাই যে, উর্দ্দূ ভাষার সমকক্ষ হইতে পারে। যখন দেশীয় লোকের চেষ্টায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য পুস্তক হিন্দীতে লিখিত হইবে তখন হিন্দীভাষা আদালতে গৃহীত হইতে পারিবে, এখন নহে।" ইহার পর হইতে সারদা বাবু এ বিষয়ে নীরব রহিলেন। কিন্তু রামকালী বাবু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার পক্ষাবলম্বন ও আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। সারদা বাবু যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, সার এণ্টনি ম্যাক্‌ডনেল মহোদয়ের কৃপায় তাহা অঙ্কুরিত হইল।

১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে "Court Character and Primary Education in the N.-W. Provinces and Oudh" নামে হিন্দীর পক্ষাবলম্বী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহাতে সারদা বাবুর বা রামকালী বাবুর উল্লেখ নাই। বরং তাহার ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—"The late Raja (then Babu) Shiva Prosad was perhaps the first man to note the evil effects which this encouragement of the study of Urdu and Persian and the consequent discouragement of the study of Hindi was exercising on the progress of elementary education, and in a memorandum on Court Characters published in 1868, he deplored * * *" অতঃপর ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টের ৯৮ পৃষ্ঠায় বারাণসীর প্রসিদ্ধ কবি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে দৃষ্ট হয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা সার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর শিক্ষাকমিশনের সমক্ষে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহা

লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"I am very sorry to learn that the Hon'ble Sayyid Ahmad Khan, Bahadur, C. S. I., in his evidence before the Education Commission says that Urdu is the language of the gentry and Hindi that of the vulgar" এই সাক্ষ্য ১৮৭৩-৭৪ অব্দের মধ্যে দান করা হয়। ঐ বৎসরই হিন্দীপক্ষাবলম্বীদিগের একখানি আবেদনপত্র প্রাদেশিক ছোটলাট সার উইলিয়ম মিওর মহোদয়কে প্রদত্ত হয়। ১৮৬৮-৬৯ অব্দে বাবু সারদাপ্রসাদ সান্ন্যাল বাবু রামকালী চৌধুরী এবং সার সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খাঁ বাহাদুরের মধ্যে যে পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল তাহা ঐ বৎসরের আলিগড় ইন্‌ষ্টিটিউট গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে যে Allahabad Institute সভার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার এক অধিবেশনে (২৫ অক্টোবর ১৮৬৮) এবং ঐ বৎসরের ২৯ নভেম্বর তারিখের অধিবেশনে উক্ত বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করা হয়। প্রথম অধিবেশনে বাবু রামকালী চৌধুরী এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে যোদ্ধামুন্সেফ বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় যে বিচার বিতর্ক হইয়াছিল তাহার আমূল বিবরণ উক্ত আলিগড় ইষ্টিটিউট গেজেটে * প্রকাশিত হয়। বিবরণীতে দৃষ্ট হইবে প্রয়াগের প্রাচীন প্রবাসীদিগের অন্যতম সর্ব্বজন মান্য পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে সারদাবাবুর কার্য্যের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। "Babu Beni Madhab Bhattacharya † remarked that Babu Saroda Prosad Sanyal deserved thanks for his zeal in carrying out the wishes of the Institute in respect of the introduction of the Devanagri character into the Courts of these Provinces and proposed that selections from the discussions which he was making with many Indian gentlemen, whose opinions were likely to be valuable might be made and circulated." দুঃখের বিষয় ১৮৯৭ অব্দে লিখিত এবং প্রকাশিত রাশিরাশি উপকরণ-সম্বলিত পূর্ব্বোক্ত সুবৃহৎ ইতিহাসের মধ্যে এই সকল প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানের কাহিনী অথবা প্রথম প্রবর্ত্তকগণের চিঠিপত্রের

* Aligarh Institute Gazette of Friday, December 25th, 1868.

† প্রয়াগের স্বনামখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, এম, এ, মহাশয়ের জ্যেষ্ঠসহোদর।

প্রতিলিপি একখানিও স্থান পায় নাই। এই সমগ্র প্রদেশস্থ জনসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বহুবর্ষব্যাপী ও সমবেত চেষ্টা এবং আন্দোলন যে আজি সফলতা লাভ করিয়াছে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তাহার সূত্রপাত কতিপয় প্রবাসী বাঙ্গালী দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সমসাময়িক আলিগড় ইন্‌ষ্টিটিউট গেজেট নামক পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে তাহা এক্ষণে কাহারও জানিবার ও স্বীকার করিবার উপায় ছিল না।

সারদাবাবু Accountant General এর অফিসে Superintendent এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ৩০ বৎসর প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া মাসিক দুইশত টাকা পেন্সন পাইয়াছিলেন। কিন্তু পেন্সন লইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ১৮৯২ সালে এখানকার Agra Savings Bank ২০ লক্ষ টাকার অধিক কারবার করিয়াও বিপন্ন হইয়া পড়িলে তাঁহাকে একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত করে। ব্যাঙ্ক বন্ধ হইলে বঙ্গদেশীয় অনেক বিধবা ও নাবালক নিঃস্ব হইয়া পড়ে দেখিয়া তিনি বিনা বেতনে উক্ত পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সার গ্রীফিথ ইভান্‌স্ ও অন্যান্য সাহেবদিগের ইচ্ছায় ব্যাঙ্ক বন্ধই করিতে হইল। সারদাবাবুর বয়োবৃদ্ধি সহ পরে শ্রবণশক্তির হ্রাস ও শরীর অপটু হইলেও তাঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা পূর্ব্ববৎ বলবতী ছিল। গ্রন্থপাঠে রত ব্যতীত তাঁহাকে বড় দেখি নাই। বিজ্ঞান তাঁহার অধ্যয়নের প্রধান বিষয় ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও সমগ্র Encyclopædia Britannica ক্রয় করিয়া তিনি সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিতেন। জড় ও প্রাণিজগতের শক্তি ও গঠনপ্রাণালী, আলোক, নক্ষত্র ও আকাশ সম্বন্ধে তাঁহার অনেক অভিনব ধারণা ছিল। সেই সকলের প্রমাণ সংগ্রহ ও সত্যাবিষ্কারে তিনি সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিতেন।

প্যারীমোহনবাবু যাঁহাদের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আনয়ন করেন মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৭২ অব্দে এলাহাবাদে মুন্সেফী পদ পান এবং পরে গাজীপুর ও বারাণসীতে মুন্সেফী করিয়া ১৮৭৬ সালে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের ডেপুটী রেজিষ্ট্রার হন। ১৮৮০ সালে তিনি সবজজ নিযুক্ত হন এবং কিছুকাল সেসন্স ও ডিষ্ট্রীক্ট জজের কর্ম্ম করিয়া ১৮৯৩ সালে লক্ষ্ণৌ এর Additional জজ নিয়োজিত হন। তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হন।

বদান্যতার জন্য তাঁহার সুনাম আছে। দীন দুঃখী অনাথ নরনারী অনেকেই তাঁহার সাহায্য পাইয়া থাকে। অনাড়ম্বর গুপ্ত দান করিয়াই তিনি অধিক তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।

ইহাঁদের অগমনের বহু পূর্ব্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৮০৭ অব্দে যখন এলাহাবাদে কয়েকজন মাত্র বাঙ্গালী প্রবাসী হইয়াছেন, তখন চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত আনরপুর নিবাসী বাবু গুরুনারায়ণ ঘোষ এলাহাবাদে আগমন করেন। ঐ বৎসর এমুটী (Mr. Ahmutty) সাহেব এলাহাবাদের কলেক্টর হইয়া আসেন। গুরুনারায়ণ বাবু তাঁহার অফিসের হেডক্লার্ক হন। বর্ত্তমান মুটিগঞ্জ পূর্ব্বে ধুম্মন্ খাঁ নামক জনৈক মুসলমানের জমীদারিভুক্ত ছিল। এমুটী সাহেব তাঁহাকে বার্ষিক বার-শত টাকা দিয়া উহা ক্রয় করেন এবং তদবধি উহা মুটিগঞ্জ নামে অভিহিত হইতে থাকে। এমুটী সাহেব মুটগঞ্জ গুরুনারায়ণ বাবুকে দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু গুরুনারায়ণ বাবু প্রয়োজন মত স্থান মাত্র লইয়া তাহাতে বাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় রাসবিহারী বাবু এই স্থানে ১৮১৫ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। সিপাহীবিদ্রোহে লক্ষ্ণৌএর কালীচরণ বাবু, দুর্গাদাস বাবু প্রভৃতির ন্যায় যে সকল প্রবাসী বাঙ্গালী সর্ব্বস্বান্ত ও নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন রাসবিহারী বাবু তাঁহাদের অন্যতম। তিনি প্রকৃতিতে ধীর, প্রশান্ত, মিষ্টভাষী, শিষ্টালাপী, পরোপকারী ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, আকৃতিতে সুন্দর, সুগঠন ও প্রভূত বলশালী ছিলেন এবং ব্যায়ামকৌশল, অশ্বচালনা, সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদনে সুনিপুণ ছিলেন। তিনি শৈশবে বিদ্যাশিক্ষার জন্য দেশেই ছিলেন কিন্তু কিছুদিন পরে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দ্বাদশ বৎসর বয়সে পুনরায় এলাহাবাদে আগমন করেন এবং গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন। অল্পবয়সে লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া তিনি কলেক্টরী অফিসে কর্ম্মগ্রহণ করেন এবং অল্পবয়সেই বিবাহ করিতে বাধ্য হন। তিনি বুন্দেলখণ্ডে কীর্ত্তিবাবুদের বাড়ী বিবাহ করেন। তাঁহার শ্যালক বাবু কান্তানাথ কীর্ত্তি ৬নং পল্টনে কর্ম্ম করিতেন। বিবাহের পর রাসবিহারী বাবুও ১৫০ টাকা বেতনে পল্টনের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ অব্দে ৬০নং পূর্ব্বীয়া পল্টনের সহিত তিনি বাঁদা যাত্রা করেন এবং তথা হইতে অম্বালা ও পরে দিল্লী যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হন। দিল্লী যাইবার সময় তিনি পরিবারবর্গ স্বীয় শ্যালকের নিকট রাখিয়া যান। তিনি কর্ণালে পৌছিতেই সংবাদ পান যে, রোহতকের সিপাহীদল বিদ্রোহী হইয়াছে।

সুতরাং তখন তাঁহারা সেইখানেই গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকেই বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। লুট, হত্যা, পীড়ন প্রভৃতির মধ্যে নিরীহ প্রজাকুল যেমন আকুল হইয়া উঠিয়াছে, ইংরেজ এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারী বাঙ্গালিগণ ও তদ্রূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রাসবিহারী বাবুর পল্টনের সাহেব কাপ্তেন সেবিয়র রাসবিহারী বাবুকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার অনুরোধ রক্ষাও করিতেন। এই মহানুভব সাহেবের সাহায্যে রাসবিহারী বাবু কত যে নিরীহ লোককে ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে বাঁচাইয়াছেন, কত ভদ্রগৃহের কন্যা ও বধূকে উন্মত্ত সিপাহীদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের মানসম্ভ্রম ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন এবং কতবারই যে পরার্থে নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়াছেন তাহার বিস্তারিত বর্ণনার স্থান নাই। এই সময় সিপাহীরা হঠাৎ একদিন বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং বিদ্রোহী-দিগের সহিত যোগ দিবার জন্য দিল্লী যাত্রা করে। তাহারা রাসবিহারী বাবুকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে বাধ্য করে। এই সময় তিনি তাহাদের নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন এবং দৈবক্রমে গুলি তাঁহাকে স্পর্শ না করায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। এ'দকে দিল্লীর বাহিরে ইংরাজ শিবির; নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহী সিপাহী দল দিল্লীর ভিতর হইতে যুদ্ধ করিতেছে অপর দিকে দস্যুগণ সহরে ঘোর অত্যাচারে প্রবৃত্ত। এমন সময় রোহতকের সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বাহিরের ইংরেজ ও শিখসৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রাসবিহারীবাবু এই অবসরে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পথে গৃহস্থের ত নিস্কৃতি ছিলই না, সন্ন্যাসীরও জীবন নিরাপদ ছিল না। অনেক সাধুসন্ন্যাসী, ছদ্মবেশে গুপ্তধন লইয়া পলায়নপর গৃহস্থ ভ্রমে লুণ্ঠনকারিগণের হস্তে নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। এবং অনেকে ইংরেজের গুপ্তচর ভ্রমে বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহতও হইয়াছিলেন। রাসবিহারী বাবু চতুর্দ্দিকেই বিপদ দেখিয়া তাঁহার পুরাতন স্থান রোহতকেই ফিরিলেন এবং জনৈক নিভৃত-নিবাসী পরিচিত সন্ন্যাসীর নিকট আশ্রয় লইলেন। তিনি তাঁহাকে সন্ন্যাসীর বেশে সাজাইয়া সেইস্থানেই রাখিলেন। কিন্তু অধিকদিন তাঁহারা এথানে নিরাপদে বাস করিতে পারেন নাই।

একদা কয়েকজন দস্যু সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে তাঁহাদের নিকট আগমন করে এবং রাসবিহারী বাবুকে তামাক সাজিয়া আনিবার অছিলায় স্থানান্তরে পাঠাইয়া

দিয়া সন্ন্যাসীকে গুপ্তধন সমর্পণ করিতে বলে। রাসবিহারী বাবু তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া সে স্থান হইতে তখন সরিয়া পড়েন। দস্যুগণ গুপ্তধনের আশায় সন্ন্যাসীর হাত পা বাঁধিয়া চিমটা গরম করিয়া দেহের স্থানে স্থানে ছেঁকা দেয় এবং সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া রাসবিহারীবাবুকে খুঁজিতে থাকে, ও তাঁহাকে না পাইয়া গুপ্তধনের জন্য আশ্রমের চতুর্দ্দিক খুঁড়িয়া দেখিয়া প্রস্থান করে। পরে রাসবিহারী বাবু তাঁহার গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া সন্ন্যাসীর বন্ধনমোচন করেন এবং উভয়ে সে স্থান হইতে বিভিন্নপথে পলায়ন করেন। রাসবিহারী বাবু রোহতক প্রবাসী জন্মেজয় ঘোষ নামে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত জনৈক বাঙ্গালীর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন। তথায় দেখেন সে বাটীও ইতিপূর্ব্বে দস্যুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। গৃহস্থদিগের জন্য তাহারা একখানি পরিধানের বস্ত্র অথবা এক গ্রাস অন্নও রাখিয়া যায় নাই। এই স্থানে কয়েকদিন থাকিবার পর একদা রাসবিহারী বাবু সন্ধ্যাকালে ফিরিতেছেন এমন সময় দেখিলেন কয়েকজন লোক খাটিয়ায় করিয়া কাহাকে লইয়া জন্মেজয় বাবুর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। রাসবিহারী বাবু একটু অন্তরালে থাকিয়া ব্যাপার কি দেখিতে লাগিলেন। লোক-গুলা জন্মেজয় বাবুকে বলিল "আমরা আপনার পুত্রকে পল্টনের বাবু মনে করিয়া মারিয়াছি।" এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেলে রাসবিহারী বাবু আহতের নিকট আসিয়া দেখিলেন তাঁহার আশ্রয়দাতার পুত্র কালী বাবু! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রাঘাতে রুধিরাক্ত; কিন্তু দেহে তখনও প্রাণ আছে। বিশেষ শুশ্রূষায় তিন দিন পরে কালীবাবুর চৈতন্য হইল। কালীবাবু সে যাত্রা জীবন পাইয়াছিলেন। অন্য এক দিবস রাসবিহারী বাবু পথে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় দুইটি গুলি তাঁহার কাণের কাছ দিয়া শন্ শন্ শব্দে চলিয়া গেল। সে যাত্রাও তিনি রক্ষা পাইলেন। রোহতকের সকলের নিকটই তিনি পরিচিত ছিলেন। পল্টনের বড় বাবু বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। তিনি প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার উপর তিনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ পক্ষপাতী ও সাহেবদিগের বিশ্বাসভাজন; সুতরাং কি বিদ্রোহীদল কি দস্যুগণ সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল।

অতঃপর সহরে থাকা বিপজ্জনক দেখিয়া তিনি একটী গ্রামের মধ্যে আশ্রয় লইলেন। এখানে তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ, সৌম্যমূর্ত্তি, সুকণ্ঠ, নিপুণ সেতারবাদন,

সুমধুর ভজন এবং সুমিষ্ট শাস্ত্রালাপ তাঁহার প্রতি গ্রামবাসিগণের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিল। এইখানেই তিনি এ দুর্দ্দিনেও শান্তিতে কাটাইতে পারিয়াছিলেন। বিদ্রোহানল ক্রমেই নির্ব্বাপিত হইয়া আসিলে হঠাৎ একদা কাপ্তেন সেবিয়ারের জনৈক অনুচর সেই গ্রামে কোন প্রয়োজন উপলক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দৈবযোগে রাসবিহারী বাবু তাহাকে দেখিতে পান। তাহার নিকট সমস্ত অবগত হইয়া তিনি স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। কাপ্তেন হডসন্ এক সহস্র দুর্‌রাণী সৈন্য লইয়া এক পল্টন গঠন করেন। তাহার নাম হয় Hudson's Horse. সেবিয়ার সাহেব সেই পল্টন হইতে একশত সৈন্যসহ কাপ্তেন হড্‌সন্‌কে রাসবিহারী বাবুর উদ্ধারার্থ পাঠাইয়া দেন। কাপ্তেন সাহেব রোহতকের সেই গ্রামের নিকট তাঁবু ফেলিয়া রাসবিহারী বাবুকে আনিবার জন্য সৈন্য পাঠান। দুই জন সৈনিক গ্রামের প্রত্যেক গৃহে গিয়া বলিতে থাকে "পল্টনের বাবুকে কে লুকাইয়া রাখিয়াছ শীঘ্র বাহির করিয়া দাও নচেৎ গ্রামশুদ্ধ তোপে উড়াইয়া দিব।" গ্রামবাসিগণ পল্টনের বাবুকে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া কর্ত্তব্য নিদ্ধারণার্থ সন্ন্যাসীরই নিকট আসিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। রাসবিহারী বাবু তখন সেই সৈনিক দুটীকে ডাকাইয়া বলিলেন "আমাকে তোমাদের সাহেবের কাছে লইয়া চল আমি পল্টনের বাবুর সন্ধান বলিয়া দিব।" তাহাই হইল। হড্‌সন্ সাহেব তাঁহার পরিচয় পাইয়াও চিনিতে পারেন নাই অবশেষে হাতের লেখার সহিত চিঠির লেখা মিলাইয়া এবং বিশেষ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁহাকে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে গিয়া সন্ন্যাসী বেশেই রাসবিহারী বাবু সেবিয়ার সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিতেই তাঁহার দুই চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল।

দিল্লীতে শান্তি স্থাপিত হইলে রাসবিহারী বাবু পল্টনের সঙ্গে অম্বালায় এবং তথা হইতে সপরিবারে এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে তিনি পুনরায় কলেক্টরিতে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে পেন্সন লইয়া মুটিগঞ্জের বাড়ীতেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। বিদ্রোহের পর তিনি ৪৩ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ২৮ বৎসর পেন্সন ভোগ করিয়া ৮৫ বৎসর বয়সে ১৯০০ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। শেষ জীবনে তিনি ধর্ম্মালোচনা ও সাধন ভজনেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বহু সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন।

এই সময় তিনি বাড়ীতে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে থাকেন। তাঁহার প্রদত্ত ঔষধে অনেকে বহু দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী বোধে অনেকে সুচিকিৎসকের চিকিৎসা ব্যর্থ হইলে অবশেষে রোগীকে তাঁহার নিকট আনিয়া ফেলিতেন। শুনা যায়, অনেক ইংরেজও তাহাতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, এলাহাবাদে অনেক জনহিতকর কার্য্যে রাসবিহারী বাবুর কৃতিত্ব আছে। তন্মধ্যে দুই একটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীকে আনাইয়া এলাহাবাদের কালীবাড়ী ও কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গঙ্গার জলে সহরের ময়লা ফেলিবার প্রথা কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া রহিত করেন এবং নগর প্রান্তে রাজাপুর নামক স্থানে তাহা ফেলিবার বন্দোবস্ত করেন।

রাসবিহারী বাবুর বংশধরগণ এখনও তাঁহার মুটিগঞ্জের বাড়ীতে বাস করিতেছেন; গুরুনারায়ণ বাবুর সমসাময়িক অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনকৃত তিথিতত্ত্বের টীকাকার বঙ্গের সুবিখ্যাত পণ্ডিত কাশীরাম বাচস্পতির পৌত্র ৺রাজীবলোচন ন্যায়ভূষণ তাঁহাদের অন্যতম। ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর * হইতে বারাণসী আগমন করেন এবং ১৮২৮ অব্দে সংস্কৃত কলেজের বেদান্তের অধ্যাপক হন। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কর্ণেল উইলফোর্ড তখন এখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। † ন্যায়ভূষণ মহাশয় ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার রাজা ৺রাধাকান্ত দেবের পিতা ৺গোপীনাথ দেবের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তিনি কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। কিন্তু রীওয়াঁর (Rewa State, Baghelkhand) বর্ত্তমান মহারাজার প্রপিতামহ জয়সিংহ দেব ও পিতামহ বিশ্বনাথ সিংহ দেব "গ্রাম পায়পখাল" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া তাঁহাকে তেওথর্ পরগণার অন্তর্গত রেহড় গ্রাম দান করেন এবং এলাহাবাদ

* ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি রাজপুরে ইঁহাদের ৭ পুরুষ বাস করেন।

† কাশী সংস্কৃত কলেজের ১৮২৮ অব্দের রিপোর্টে ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নামোলেখ আছে। সে সময় কাশীপ্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার সময় হইতে জগতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির স্বজাতিগণই এ পর্য্যন্ত এখানে ন্যায়ের আসন অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের পরলোকগমনের পর হইতে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে।

কীড়গঞ্জে * যমুনার ধারে একটী বাড়ী দান করিয়া তাঁহার বৃন্দাবন যাত্রা রহিত করেন। ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার একমাত্র কন্যাই তাঁহার পুত্রস্থানীয় হন। সুতরাং তিনি দেশ হইতে কন্যাকে আনাইয়া এলাহাবাদে স্থায়ী করেন। সে প্রায় ৮৪।৮৫ বৎসরের কথা। শাস্ত্রজ্ঞ ন্যায়ভূষণ মহাশয় "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" এই শাস্ত্রীয় বচনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া কন্যাকে যথারীতি শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। পিতার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা ও বিশেষতঃ জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করেন। জ্যোতিষে তাঁহার এরূপ বুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে স্বীয় পুত্রগণের জন্মকালে তিনি সূতিকাগারেই স্বহস্তে তাঁহাদের জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। তাঁহার প্রথম পুত্র পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য এবং দ্বিতীয় পুত্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম. এ.। জননীর নিকটেই প্রথমে উভয়ের বিদ্যারম্ভ হয়। জ্যেষ্ঠ স্বর্গীয় বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয়, উভয় সংস্কৃত ও ইংরেজীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি বহুবর্ষ ইংরেজ সরকারে সম্মানের সহিত কর্ম্ম করিয়া বহুবর্ষ পেন্সন ভোগ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় চরিত্রবলে এদেশীয়গণের এতদূর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক তিনি উপর্য্যুপরি কয়েকবার মিউনিসিপাল কমিশনর নির্ব্বাচিত হন। তিনি স্থানীয় অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন। প্রতিযোগিতার দিনে সুদূর প্রবাসে বাঙ্গালীকে এই সকল সম্মানলাভ করিতে আর বড় একটা দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মেও ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেরূপ সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তাহাও এক্ষণে দুর্লভ। তিনি ১৮৫৫ অব্দে পূর্ত্ত-বিভাগে "রাইটার" স্বরূপ প্রবেশ করেন, তাহার পর এলাহাবাদ আর্সিনাল অফিসে এবং পরিশেষে ২৬ বৎসর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েট অফিসে কর্ম্ম করিয়া অবসরগ্রহণ করেন। তিনি যখন আর্সিনালে কর্ম্ম করিতেন তখন এখানে সিপাহীবিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় এলাহাবাদের অবস্থা যে কি ভয়ানক হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কেহই অনুভব করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ দুর্গের সন্নিহিত কীড়গঞ্জবাসীদের দুঃখের পরিসীমা ছিল না। গুণ্ডাদের অনেকেই

* কীড়গঞ্জ এলাহাবাদ দুর্গের সন্নিকটস্থ পল্লী। Colonel Kydd. এর নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

কীডগঞ্জে বাস করিত। বিদ্রোহের সময় তাহারা কীডগঞ্জ বস্তীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া লুটতরাজ আরম্ভ করে। এলাহাবাদের বিদ্রোহদমনকারী কর্ণেল নীল এই পল্লী গুণ্ডার আড্ডা বলিয়া হুকুমজারি করেন যে, কেল্লার এত নিকটে বস্তি রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাতে কীডগঞ্জের বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান বাজেআপ্ত হইয়া যায়। সেই সঙ্গে তৎকালীন বাঙ্গালী ধনকুবের ৺ রামধন মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদও নষ্ট হয়। এই সীমার মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়দিগের বাড়ী ছিল। বেণীমাধব বাবু ইতিপূর্ব্বে অগ্নিসংযোগের সংবাদ পাইয়াই পরিবারবর্গ আহিয়াপুর নামক পল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার বাড়ী ক্রোক করা হইল বটে, কিন্তু তিনি এলাহাবাদ আর্সিনালের কমাণ্ডাণ্ট কাপ্তেন রাসেলের নিকট হইতে রাজভক্তির সার্টিফিকেট (loyalty certificate) লাভ করায় ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন রাসেল লিখিয়াছিলেন ঃ—

"Certified that Babu Beni Madhab Bhattacharjee, * * * is a loyal servant of Government and is in no way connected with the mutiny or rebellion."

এই দুর্দ্দিনে যেমন সরকার বাহাদুরকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, নিরীহ প্রজাকুলকেও তদ্রূপ বিদ্রোহ দমিত হইবার পরও বহুবিধ ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রয়াগধাম হিন্দুর মহাতীর্থ; বিশেষতঃ এখানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে অবগাহন করিলে জন্মজন্মান্তরের পাপমোচন হইবে, এই বিশ্বাসে দলে দলে হিন্দু নরনারী কত স্বার্থত্যাগ করিয়া বহুদূর হইতে আগমন করিয়া থাকে। কিন্তু এই পুণ্যতীর্থ সে সময় জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের ছাড়পত্র ব্যতীত কাহারও সঙ্গমে স্নান করা সম্ভব হইত না। এতদ্দ্বারা বিদেশী হিন্দু সিপাহীরা জব্দ হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। সে যাহা হউক, এই সময় অর্থাৎ ১৮৫৮ অব্দে বেণীমাধব বাবু গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিম্নলিখিত ছাড়পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ঃ—

"This is to certify, that Babu Beni Madhab Bhattacharjee * * * is a man of character and respectability deserving the indulgence of receiving a pass to bathe at the junction of the rivers."

বলা বাহুল্য, অতি সম্ভ্রান্ত, চরিত্রবান এবং গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র ব্যতীত কেহ

এই রাজানুগ্রহলাভে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের সংখ্যাও অতি বিরল। সেই বিরল সংখ্যার মধ্যে স্বর্গীয় পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য একজন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ পর্য্যন্ত যে যে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং যে যে সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ তাঁহাকে যে বহুসংখ্যক প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহা হইতে নিম্নে দুই একটী উদ্ধার প্রদত্ত হইল। কেরাণীর কার্য্যে পদস্থ রাজপুরুষদিগের এতদূর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করা আজিকার দিনে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৭৬ অব্দে হেনভি সাহেব তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহার একস্থানে আছে ;—

" * * * I take great interest in watching the progress of all my friends, among whom I reckon you as one.* * * "

এলিয়ট সাহেব (যিনি পরে সার্ উপাধি পান এবং বঙ্গের ছোটলাট হন) লিখিয়াছিলেন ;—

" Benimadhab is a tower of strength of the Secretariat."

১৮৮২ অব্দে সেক্রেটরী রবার্টসন সাহেব লেখেন ;—

" I have rarely met a government servant of whom I have a higher opinion. He is threatening to retire on pension. I hope, he will abandon the intention and continue to serve while he has strength. He sees, how his labours are appreciated. My successor will I am sure, have as high an opinion of him as my predecessors have had, and I should be sorry to hand over the office *minus* one of its most efficient men."

সেক্রেটরী ব্যারী সাহেব লেখেন ;—

" * * * * I have found him * * * a man of thought and reflection and wide views with whom it was a pleasure to discuss any question. * * * "

গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটরী রবার্ট স্মীটন, সি. এস. মহোদয় যে সুদীর্ঘ প্রশংসাপত্র লেখেন তাহাতে আছে ;—

" * * * * Beni Madhab is now retiring on well earned pension, from the Superintendentship of the Appointment Department, * * * * * * * * *

(1) I consider him to be a man of very much more than average ability. His work especially of late has been such as

to require for its performance the qualifications rather of an Assistant Secretary than of an office clerk; and it has been done.

(2) I consider him to be a man of very much more than average character. He has always shown himself upright and conscientious in his dealings, and I entertain for him a very great respect.

১৮৯৬ ও ১৮৯৭ অব্দে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে যে ভয়ানক মন্বন্তর হইয়াছিল তাহার কবল হইতে নিঃসম্বল নরনারীকে উদ্ধার করিতে নানাস্থানে অন্নসত্র ও সাহায্যভাণ্ডার খোলা হয়। এলাহাবাদেও এরূপ উদ্ধারসমিতি খোলা হইয়াছিল। এই সমিতির পক্ষ হইতে ইনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার জন্য স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন ও তাঁহার সাহায্যলাভের জন্য প্রকাশ্য রিপোর্ট প্রভৃতিতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। ১৮৯১ সালে সেন্সস্ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিয়াও তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হন।

তাঁহার কনিষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহাশয় ১৮৪৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে জননীর নিকট তাঁহার বিদ্যাভ্যাস হয়। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি বারাণসী গবর্ণমেণ্ট কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা করিতে যান। এখানে ১৮৬৪ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তিলাভ করেন এবং সংস্কৃতের জন্য একটী স্বতন্ত্র বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। অতঃপর কলেজের সকল পরীক্ষা সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণ পদকাদি বিবিধ পুরস্কার ও উপাধিপ্রাপ্ত হন। তিনি কাশীপ্রবাসী পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, পণ্ডিত বেচারাম ত্রিপাঠী ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি প্রমুখ প্রথিতযশা মহাপণ্ডিতগণের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন এবং স্বনামখ্যাত গ্রিফিথ্ সাহেবের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করেন। গ্রিফিথ্ সাহেব পণ্ডিত মহাশয়কে পরম প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। সংস্কৃততে এম. এ. পাশ করিয়া তিনি গ্রিফিথ্ সাহেবের অনুরোধে মধ্য প্রদেশস্থ সাগর হাইস্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক হন। কিন্তু দুই তিন মাস পরে এলাহাবাদ মিওর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে এখানে তিনি সাগর হইতে বদ্‌লি হইয়া আসেন। দুই বৎসর পরে কাশী কুইন্‌স্ কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপকের পদ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, এম, এ

(পৃষ্ঠা ৮৪)

শূন্য হইলে তিনিই উহা অস্থায়ীভাবে অধিকার করেন। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতবাসীকে উক্ত পদ প্রদত্ত হয় নাই। এক বৎসরাধিক কাল পরে ইংলণ্ড হইতে ডাক্তার থিবো ঐ পদে নিয়োজিত হইয়া আসিলে পণ্ডিত মহাশয় মিওর কলেজে পূর্ব্বপদে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে কখন ইতিহাস, কখন দর্শন, এবং কখনও বা ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া ১৮৭২ অব্দ হইতে তিনি সংস্কৃতের স্থায়ী অধ্যাপক হন। ইহার ১৫ বৎসর পরে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আর. টি. এচ. গ্রিফিথ্ মহোদয় তাঁহাকে যে নিদর্শনপত্র দিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহার আমূল প্রতিলিপি প্রদান করিলাম। গ্রিফিথ্ সাহেব পণ্ডিত মহাশয়ের জীবনের প্রথম ৪৪ বৎসরের একপ্রকার সংক্ষিপ্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—

"I have known Pandit Adityaram Bhattacharya, M.A., for about five and twenty years, and have much pleasure in bearing testimony to his good abilities and high attainments, his excellent work as a Professor and Examiner, and his irreproachable conduct and character.

Pandit Adityaram Bhattacharya's maternal grandfather was Professor of Vedanta in the Benares Sanskrit College, and he himself was born at Allahabad. He was sent at an early age to the Benares College School, and passed with great credit through the classes of that institution which was then under my charge. He matriculated in 1864, passing in the first or highest class, and obtaining in consequence a Government scholarship and prize; and throughout his college career, in which he passed with great credit the local and the University Examinations, and gained additional scholarships and prizes, his regularity and attention to his studies, his rapid progress, and his good manners and conduct gave me and all his teachers entire satisfaction. He passed the B. A. Examination, in the Second Division, in 1869, and the M. A. Examination (for which he took up Sanskrit) in 1871.

Pandit Adityaram Bhattacharya has served in various posts in the Education Department, and has done very good service in all of them. He has officiated as Anglo-Sanskrit Professor at the Benares College, where the Principal spoke highly of his

work; and as Professor of English Literature at the Muir Central College, when the results of the University Examination, as well as the Principal's report, showed that his teaching had been sound and thorough. But the Pandit's permanent appointment, from 1872 to the present time, has been the Professorship of Sanskrit at the Muir College. In this post his teaching has been eminently successful, as very few of his pupils have failed in the University Examinations, and a comparatively large number of them have stood well in the honour lists, and gained distinctions that had up to that time been obtained only by students of the Presidency College.

Pandit Adityaram Bhattacharya has also been Examiner in Hindi Literature of the Middle Class Vernacular Examination, from the date of its institution in 1873 till 1885. This very laborious work he performed carefully and conscientiously, and deserved and received the thanks of Government for his long-continued and unremunerated labour.

In former years, also, he assisted the Director of Public Instruction by reviewing for him a large number of Hindi books which had been sent in under Sir W. Muir's Prize Notification; and I have always found him ready and willing to undertake and perform any extra official work in which his help was wanted. His whole official career has been one of quiet, steady, and successful labour, and I have a very high opinion of his character and of his merits as a servant of the State.

RALPH T. H. GRIFFITH,
Formerly Principal of Benares College,
and late Director of Public Instruction,
N. W. P. and Oudh.

ALLAHABAD;
11th January, 1887.

১৮৯৭ অব্দে পণ্ডিত মহাশয় "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং ৩০ বৎসর সম্মানের সহিত কর্ম্ম করিয়া ১৯০২ অব্দে পেন্সন গ্রহণ করেন। তাঁহার বিদায়োপলক্ষে কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার থিবো বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাঁহার কার্য্যের ভূরি

ভূরি প্রশংসা এবং শিক্ষা বিভাগ, কলেজ ও জনসাধারণ শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার নিকট যে প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন. কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সম্বৰ্দ্ধনা করেন। তাঁহার ছাত্রবৃন্দ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ একখানি বৃহৎ ফোটোগ্রাফ উঠাইয়া কলেজের পুস্তকাগারে রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি পেন্সন গ্রহণ করিলেও তাঁহার অবসর হয় নাই। শিক্ষা বিভাগের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি পূর্ব্বে যেমন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরূপে ইহার নানা বিভাগে লিপ্ত ছিলেন, পেন্সন লইবার পরও সেইরূপ থাকেন; বরং তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়।

তিনি কলেজ ও ফ্যাকাল্‌টি অব আর্টসের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য শিক্ষা বিভাগ প্রকাশ্যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সিণ্ডিকেটের মেম্বর; বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, হিন্দী মিড্‌ল্‌ পরীক্ষার পরীক্ষক, টেক্সট্‌বুক কমিটির সভ্য প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সুচারুরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। সে দিন পর্য্যন্তও তিনি টেক্সট্‌বুক কমিটীর সদস্য ছিলেন। এপর্য্যন্ত ডাইরেক্টর মহোদয় তাঁহার মতামতের জন্য যে সকল হিন্দী পুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন তিনি তাহাদের অপক্ষপাত সমালোচনা করিয়া দিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধিবেশনে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের নিন্দাপ্রশংসা বা অনুরোধ উপরোধের অপেক্ষা না করিয়া বিবেক ন্যায় ও স্বাধীন মতানুসারে সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় স্পষ্টবাদী ও কথা মত কার্য্য করিবার লোক যে কোন জাতির মধ্যে বিরল। এক্ষণে বাৰ্দ্ধক্যবশতঃ সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

১৯০২ অব্দের এপ্রেল মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময় পণ্ডিত মহাশয় শিক্ষা বিভাগের ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়া সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের সমর্থন করিয়া নির্ভীকভাবে স্বীয় স্বাধীন মত লিপিবদ্ধ করেন। ১৯০২ অব্দে উহা "Notes on Educational matters in general and the subject of Sanskrit in particular" এই নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত মহাশয় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী-

দিগের পাঠ্য স্বরূপ "সংস্কৃত-শিক্ষা", মিড্‌ল্‌ ক্লাসের সংস্কৃত পাঠ্য গদ্য পদ্য সংগ্রহ ও সংস্কৃত "ঋজুব্যাকরণ" প্রণয়ন করিয়া এ প্রদেশীয় শিক্ষা বিভাগের একটি অভাব দূর করিয়াছেন। এই সকল পুস্তক বহুদিন হইতে বিদ্যালয় সমূহে পঠিত হইতেছে। এসম্বন্ধে ১৮৯২ অব্দে তৎকালীন ডাইরেক্টর হোয়াইট সাহেব পণ্ডিত মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :—

" Dear Sir,—I send a line to acknowledge the good work you have done at Muir College since I have been in charge of the Department of Public Instruction.

You have given us valuable assistance also in preparation of Sanskrit courses and in the discussions in the faculty of arts in the University Curriculum."

পণ্ডিত মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রান্ত সকল সভাসমিতিতে স্বাধীন ভাব ধারণ করিলেও তাঁহার অপক্ষপাত সমালোচনা ও সৎপরামর্শ সর্ব্বস্থলেই আদৃত হইয়াছে। গফ সাহেবের অধ্যক্ষতা কালে জবর্দস্ত ডাইরেক্টর অব পবলিক ইনস্‌ট্রক্‌শন্‌ মিষ্টার লুইস যে নিদর্শনপত্র লিখিয়াছেন তাহাতে পণ্ডিত মহাশয়ের গুণাবলী এবং শিক্ষা বিভাগে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির প্রমাণ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। পত্রখানি এই ;—

" I have known Pandit Adityaram Bhattacharya, M.A., for more than eight years. During this time he has held the Professorship of Sanskrit in the Muir Central College, Allahabad, retiring from the service of Government on attaining the age of 55 in November 1902. Some 5 years before his retirement his eminence as a Sanskrit scholar was appropriately recognised by the conferring on him of the title of Mahamahopadhyaya. But the Pandit has not shown himself to be merely a scholar. As a teacher he has always devoted himself heartily to his work, and his efforts to lead others into the paths of learning have met with deserved success. He could also be relied upon to do honestly and well any work for the College or for the Department, for which his qualifications fitted him. In every thing he worked with the same conscientious spirit, whether with or without remuneration. His services as a member of the Provincial Text Book Committee have been particularly generous and valuable;

the number of books which he has critically examined and reported on in detail is very great indeed, and his reviews have been the expression of his scholarship and of his sincere desire to help things forward in the direction of progress, while they have remained untainted by any unworthy prejudice or sinister aim. He appears to have laboured consistently with the high object of promoting the public good as he conceived it. He has been frank and outspoken and tenacious of his own opinions, but I have not known him to fail in courtesy and true loyalty. I believe that any course of conduct not perfectly straightforward would be entirely foreign to his nature and habit of thought.

Although Pandit Adityaram Bhattacharya has retired from the service of Government, he has, as far as it is possible for me to form an opinion, the physical, moral and mental strength for many year's labour in serving his day and generation, and amongst other things it is hoped that he will still continue to take part in the work of the Provincial Text Book Committee.

Like Mr. Griffith, a former Director of Public Instruction in these Provinces, I have a high opinion of the Pandit's character and of his merits as a servant of the State.

(Sd.) T. C. LEWIS,
Director of Public Instruction,
United Provinces of Agra and Oudh.

27th January, 1903.

তিনি যে কেবল অধ্যাপনাকার্য্যেই যশোলাভ করিয়াছেন তাহাই নহে, সাহিত্যক্ষেত্রেও বহুদিন হইতে এ প্রদেশে তাঁহার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৬৪ অব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করেন; তাহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৫ অব্দে গ্রিফিথ্ সাহেব "The Pundit" নামে একখানি কাগজ বাহির করেন। পণ্ডিত মহাশয় ১৮৬৬ অব্দ হইতে ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ঋজুপাঠের টীকা তিনি "পণ্ডিত" নামক পত্রিকায় সমালোচনা করেন; তাহাতে গ্রিফিথ্ সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ইহার পর হইতে তিনি পণ্ডিতের নিয়মিত লেখক হন, এবং Indian Mirror ও Pioneer পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন। পূর্ব্বে এ

প্রদেশে গ্রাজুয়েটদিগের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। সাহেবেরা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত কুনজরে দেখিতেন। গ্রাজুয়েট না হইয়া বরং মাইনর পাশ করিলে তখন খাতির ছিল। পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ সম্বন্ধে "Reflector" পত্রে সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। ১৮৬৯ অব্দে উহার প্রতি গ্রিফিথ্ মহোদয়ের নজর পড়ে এবং তাহাতে সুফল ফলে। সেই হইতে এদেশে গ্রাজুয়েটদিগের সম্মান বৃদ্ধি হয়। শিক্ষিত সমাজের পক্ষে ইহা এক চিরস্মরণীয় বিষয়। পণ্ডিত মহাশয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দূরদেশাগত তীর্থযাত্রীদিগের প্রতি প্রাগওয়াল প্রভৃতির অত্যাচার নিবারণ এবং নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় যাত্রিগণের সাহায্যদান বিষয়ে যৎপরোনাস্তি যত্ন পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন। তিনি প্রয়াগের কুম্ভমেলা সম্বন্ধে পায়োনিয়র পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া যাত্রীদিগের যাবতীয় অভাব অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করেন এবং যাহাতে মেলাস্থলে সমাগত লক্ষ লক্ষ নরনারীর কষ্টের লাঘব হয় তাহার সুপরামর্শ দান করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলি ১৮৮২ অব্দে তিনি "Kumbh Mela Notes: By the special native correspondent of the Pioneer" নাম দিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকপাঠে তীর্থযাত্রিগণ এবং সর্ব্বসাধারণে কুম্ভ মেলার বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রয়াগের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিবৃত্ত অবগত হইতে পারিবেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাধারণহিতকর আরও অনেক বিষয় সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন

পুস্তকরচনা ব্যতীত যাহাতে মূল্যবান লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদির পুনঃ প্রচার হয় তৎপক্ষে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। তিনি শিবশর্ম্মা প্রণীত "বাসুদেব রসানন্দ," শার্ঙ্গধর প্রণীত "শান্তরস নির্দ্দেশ" প্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীন এবং লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার করত নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছেন। হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের তিনি একজন বিশেষ উৎসাহ দাতা ও পৃষ্ঠপোষক। কাশী-নাগরী-প্রচারিণী সভা সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে সাদরে সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। 'সরস্বতী' নাম্নী হিন্দীভাষার উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকায় সম্পাদকের লিখিত পণ্ডিত মহাশয়ের জীবনীতে তাঁহার হিন্দীভাষা ও সাহিত্যানুরাগের বিশেষ উল্লেখ আছে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য।

পেন্সন গ্রহণের পর হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য ও আপনার সাহিত্যচর্চ্চা ব্যতীত পল্লীস্থ সংস্কৃত বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা দান করেন। তিনি এমনই অনলসপ্রকৃতি যে স্থূলকায় হইলেও দিবাভাগে কখন নিদ্রা যান না। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি-বিশ্বাস। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার দ্বেষ নাই। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন অনুরাগী ভক্ত। তিনি রাজাকে Prince of Bengalis বলিয়া থাকেন। তাঁহার মতে মহর্ষি দেবন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। যে সকল ভারতবাসী কুলি-মজুর ও ব্যবসাদার জীবিকার অন্বেষণে দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশস, ট্রিনিডাড প্রভৃতি স্থানে যায়, তাহাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের ব্যবস্থা করা যে ভারতবাসীদের কর্ত্তব্য, তিনি কেবল ইহাই বলিয়া ক্ষান্ত হন না; তিনি বলেন এই কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের হাত দেওয়া উচিত; কারণ প্রাচীন হিন্দুসমাজের জাতি যাইবার ভয় থাকায় এই কাজে হাত দিবার সম্ভাবনা কম। তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা সর্ব্ববাদিসম্মত। পণ্ডিত মহাশয়ের চরিত্রের নির্ম্মলতা, ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, সত্যপরায়ণতা, অনালস্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তাঁহার প্রতিভাব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে বিশ্বজনীন প্রীতির ভাব এবং নয়নদ্বয়ের জ্যোতিঃ সম্পাদন করিয়াছে। তিনি কয়েক বৎসর বারানসী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের সম্মানিত সহযোগী অধ্যক্ষের পদে বৃত হইয়া কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগও তাঁহার অল্প নহে। এলাহাবাদে প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সভার প্রায় প্রতি অধিবেশনে তিনি উপস্থিত হইতেন এবং কোন কোন অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করিতেন। সেই সকল অধিবেশনে যাঁহারা উপস্থিত হইতেন, তাঁহারা জানেন যে পণ্ডিত মহাশয় পরিচ্ছদে হিন্দুস্থানী রীতি অবলম্বন করিলেও অন্তরে খাঁটি বাঙ্গালী। কিন্তু শুধু তাই বলিলে তাঁহার প্রতি প্রকারান্তরে সংকীর্ণতা আরোপ করা হয়। একবার এক অধিবেশনে কথা হইতেছিল, প্রবাসী বাঙ্গালীরা কিরূপে বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিতে পারেন; তাহাতে তিনি বলেন, "বাঙ্গালী মানুষ হও; তাহা হইলেই বাঙ্গালীত্ব রক্ষা পাইবে।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের বাঙ্গালীত্ব রক্ষা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আমরা কি কখনও বাঙ্গালীত্ব হইতে

ভারতীয়ত্বে পৌছিব না?" বাঙ্গালী ছাত্রেরা হিন্দুস্থানে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, কয়েকবার এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় কয়েকবারই স্বীয় পরামর্শ ও কার্য্য দ্বারা এ বিষয়ে স্বসমাজের উপকার করিয়াছেন।

পণ্ডিত মহাশয় ভদ্রাসনাদি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রয়াগের স্থায়ী বসবাসী হইয়াছেন। তিনি ১৮৮০ অব্দে তাঁহার বসতবাটী নির্ম্মাণ করান। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল হইতে কিয়দ্দূর নৌকা যোগে বা ভাগীরথীর তটদেশ দিয়া উত্তর দিকে যাইতে যাইতে যে সুউচ্চ অট্টালিকা নয়নগোচর হয়, তাহার প্রাচীরগাত্রে প্রস্তরফলকে খোদিত সংস্কৃত ও বঙ্গাক্ষরে লিখিত স্বস্তিবচনাদির সহিত অট্টালিকা নির্ম্মাণের তারিখ এই আদর্শচরিত্র প্রবাসী বাঙ্গালীর পুণ্যাশ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ভরা বর্ষার সময় যখন গঙ্গার খরস্রোত তাঁহার বিশ্রাম-কক্ষ ও পাঠগৃহ-বারান্দার তলদেশ দিয়া ত্রিবেণীসঙ্গমাভিমুখে বহিয়া যায়, তখন সেই ভদ্রাসনের শ্রীসম্পদ চতুর্গুণ বৰ্দ্ধিত হয়।

এলাহাবাদ মুটিগঞ্জের পার্শ্ববর্ত্তী কীডগঞ্জস্থ নয়াবস্তি নামক পল্লীতে "মাধো কুঞ্জ" "বাবাজীর আশ্রম" বা "মহারাজের মন্দির" বলিয়া যে দেবালয় দৃষ্ট হয়, উহা এক্ষণে সাধু মাধবদাসের পূতস্মৃতি বহন করিতেছে। মহাত্মা কৃষ্ণানন্দের কালীবাড়ী, বৃন্দাবন ও রাজপুতানায় গোস্বামীদিগের প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব মন্দির, কাশীর জয়নারায়ণ কলেজ কিম্বা এলাহাবাদ বঙ্গবিদ্যালয় প্রভৃতি, প্রবাসের স্থানে স্থানে যেমন বাঙ্গালীর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিরাজিত, "মাধো কুঞ্জ" তদ্রূপ বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবের স্মৃতিমন্দির। ইহার অনতিদূরে "নবলরাওয়ের তালাও" নামক পাড়ায় মাধব দাস বাবাজীর জন্ম হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দীয় জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া তৃতীয়া তিথি শনিবার তাঁহার জন্ম দিন। শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার পিতা এই প্রদেশে আগমন করিয়া স্থায়ী অধিবাসী হন, তৎপূর্ব্বেও এদিকে তাঁহাদের গতিবিধি ছিল। বাবাজীর পিতা ৺সাধুচরণ দাস চৈতন্য দেবের শিষ্য ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশীয় এবং জননী গৌরাঙ্গদেবের কুলোদ্ভবা ছিলেন। পিতামহ নিত্যানন্দ ঠাকুর কাটোয়ার ২০ ক্রোশ অন্তরে মেজাড়া গ্রামে বাস করিতেন। মেজাড়া যাইতে হইলে আসানসোল ষ্টেসনে নামিতে হয়। এই গ্রাম বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। ঐ জেলায় নিত্যানন্দ ঠাকুরের পাঁচখানি গ্রাম ছিল। মুর্শিদাবাদের

স্বর্গীয় সাধু মাধবদাস বাবাজী

(পৃষ্ঠা ৯২)

বিখ্যাত জমিদার কান্তবাবুকে ঐ পঞ্চগ্রামের কর দিতে হইত। একবার দুর্ব্বৎসরে ঐ পঞ্চগ্রামের কর দিতে না পারায় জমীদার কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তিনি শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া যান। তথায় তাঁহার দেহান্ত হয়। এদিকে কান্তবাবু ভূসম্পত্তি কাড়িয়া লয়েন। নিত্যানন্দ ঠাকুর সে সময়ে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ভূসম্পত্তি ব্যতীত যাজক-বৃত্তিতেও তাঁহার কিছু আয় ছিল। সুতরাং সংসারে তাঁহার কোন অভাব ছিল না; কিন্তু স্বধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহার এরূপ বলবতী ছিল যে কেবল তাহারই জন্য তিনি পক্ষান্তে একবার খোলা হাতে লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইতেন। তিনি পুত্রকন্যানির্ব্বিশেষে সকল সন্তানকে সমভাবে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। মাধবদাস বাবাজীর পিতা ৺সাধুচরণ তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং গঙ্গা ও গোবিন্দ দুই কন্যা। সাধুচরণ ভগিনী গোবিন্দের নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ হইয়াছিলেন। ইনিও পিতার ন্যায় নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন, এবং পক্ষান্তে একবার ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন ও যজন যাজন অধ্যাপনা প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। সে সময় বৈষ্ণবমণ্ডলীর যে কোন উৎসব উপলক্ষে তিনি পাচকের কার্য্য করিতেন। বৈষ্ণব মহান্তগণ আর কাহারও হস্তে পাক করা অন্ন গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। কাজেই তাঁহাকে স্থানে স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। এই উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কাটোয়া এবং বৃন্দাবন, জয়পুর, কেরৌলী প্রভৃতি দূর দেশেও গমন করিতে হইত। কাটোয়ার শ্রীনিবাস ঠাকুরের জননী তীর্থ ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলে মেজাড়া হইতে সাধুচরণকে ডাকিয়া পাঠান এবং স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি সঙ্গে যাইতে স্বীকার পাইলে শ্রীনিবাস ঠাকুর জননীকে তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। সাধুচরণের দুই পত্নী। প্রথমা স্ত্রী, সন্তানগণ ও ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহেই থাকেন। কনিষ্ঠা হরিনাম্নী ৬ বৎসরের একটী মাত্র কন্যা সমভিব্যাহারে স্বামীর অনুগামিনী হন। প্রথমে তাঁহারা বৃন্দাবন হইয়া জয়পুর ও পরে কেরৌলীতে কিছুদিন বাস করেন এবং তথা হইতে সকলে এলাহাবাদে আগমন করেন। শ্রীনিবাস ঠাকুরের জননী তিন দিবস এখানে তীর্থাদি দর্শন করিয়া দেশে প্রত্যাগত হন। সাধুচরণ কিন্তু প্রয়াগে স্থায়ী বাস স্থাপন করিলেন। এখানে তিনি নবলরাওয়ের তালাও নামক পল্লীতে ৪০৲ টাকা মূল্যে একটী বাড়ী খরিদ করিলেন। এই

বাড়ীতে তাঁহার ৯টি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধবদাস বাবাজী সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং তিনিই একমাত্র জীবিত ছিলেন। এই বৈষ্ণব পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ এবং মর্য্যাদা দেখিয়া মনে হয় সে সময়ে মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার ভূরি প্রচলন ছিল। সাধুচরণ যেমন তাঁহার বিদুষী ভগিনী গোবিন্দের নিকট ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং তাঁহার একমাত্র কন্যা হরিদেবীকে তদ্রূপ সংস্কৃত বিবিধশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা করিয়াছিলেন। একখানি দিনলিপিতে দেখা গেল একবার তাঁহারা সকলে চিত্রকূট তীর্থে গমন করেন। তথায় একটী কুণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের স্নান করিবার অধিকার নাই। তজ্জন্য, হরিদেবী সেই কুণ্ডে অবতরণ করিলে পাণ্ডাগণ মহাকোলাহল করিয়া উঠে কিন্তু কুণ্ড মধ্য হইতে তিনি উদারভাবাত্মক কতকগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত শ্লোক এমনই মধুর-কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন যে পাণ্ডাগণ মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন এরূপ স্ত্রীলোকের কুণ্ড-স্নানে কোন বাধা নাই। তৎপরে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন পিতার উপযুক্ত কন্যা বটেন। শাস্ত্রীয় প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি তাঁহার অধীত ছিল; ধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। কখন কখন তিনি সমস্ত রাত্রি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠে এবং ধর্ম্মালোচনাতে কাটাইয়া দিতেন। রমণী হইলে কি হয়, তাঁহার অধ্যবসায়, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং অধ্যয়নস্পৃহার নিকট অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। বিদুষী হরিদেবীর ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এলাহাবাদনিবাসী বেনীপ্রসাদ নামক জনৈক এদেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হয়। ইঁহাদের দুইটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া অল্পবয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়। ইঁহারাও কেহ এক্ষণে জীবিত নাই। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীর মধ্যে এইরূপ বৈবাহিক আদান প্রদান চলিয়া গেলে বড় ভাল হয়। এইরূপ প্রাপ্তবয়স্কা সুশিক্ষিতা হিন্দু মহিলার বিবাহ হইতে শিশুবিবাহসমর্থক-দিগেরও অনেক শিখিবার আছে।

সে সময় এ প্রদেশে ইংরেজ সরকারে বাঙ্গালীদের কিরূপ প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা ছিল, প্রবাসীর পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই। সকল উচ্চকর্ম্মই বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। তখন এলাহাবাদের কলেক্টর ছিলেন মিঃ রাইট্। বৈদ্যনাথ সামন্ত নামে একজন বাঙ্গালী তাঁহার নাজীর ছিলেন। ইনি এবং

কালীগতি রায় * নামে অন্য একজন প্রতিষ্ঠামান বাঙ্গালী তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের নেতা ছিলেন। উভয়েই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং সাধুচরণকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ মাধবদাসের জননী তাঁহার উপাস্য দেবতা রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং একটী পুষ্পবাটিকা নির্ম্মাণের জন্য সামন্ত মহাশয়কে একটু জমী খরিদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। বৈদ্যনাথ বাবু চেষ্টা করিয়া বর্ত্তমান মন্দিরের জন্য সরকার হইতে দুই বিঘা এবং বাটীর ও পুষ্পবাটিকার জন্য ৪ বিঘা জমী ক্রয় করিয়া দেন। মাধবদাস বাবাজী যখন দশ মাসের শিশু তখন তাঁহার পিতা পুরাতন বাটী বিক্রয় করিয়া এই নূতন বাটীতে প্রবেশ করেন। তিনি প্রত্যহ ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিতে যাইতেন এবং ফিরিবার কালে তথায় মাধবদাস নামে জনৈক সাধুর সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া গৃহে ফিরিতেন। রাত্রি দুই ঘটিকার সময় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ট হইলে তিনি পরদিন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত সাধুকে এ সংবাদ দিলেন। সাধু বলিলেন "তোমার এই পুত্র দীর্ঘজীবী হইবেন এবং তাঁহার সময়ে তিনি সাধু ও জ্ঞানিগণের প্রধান হইবেন। তাঁহার 'মাধবদাস' এই নাম রাখিও।" এই আদেশানুসারে মাধবদাস নামেই তিনি অভিহিত হন। কিন্তু তিনি এ প্রদেশে "মহারাজ" বা "মাধো মহারাজ" নামেই প্রসিদ্ধ।

চিরপ্রথানুসারে ৫ বৎসর বয়সে তাঁহার হাতে খড়ি হয়। তিনি পিতার নিকট বাঙ্গালা শিক্ষা করেন এবং দশবৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত "মহঙ্গু লুনিয়া" নামে একজন হিন্দুস্থানী গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যান। তথায় তিনি হিন্দী কায়েথী হিসাব কিতাব ও পত্রাদি লিখিবার ধারা শিক্ষা করেন। মহঙ্গু তাঁহাকে একবার গালী দেওয়ায় তাঁহার পিতা তাঁহার শিক্ষার ভার মাধবদত্ত নামে একজন বাঙ্গালী শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করেন। পঠদ্দশায় তিনি এরূপ ক্রীড়াসক্ত, এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কোপনস্বভাব ছিলেন যে উত্তরকালে তাঁহার অগাধ জ্ঞান অসীম ধৈর্য্য এবং প্রশান্ত মূর্ত্তির কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। দিনলিপিতে এ সকলের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত লিখিত আছে। একদা তাঁহার পিতা লবণ ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ৯ কড়া কড়ি দিয়া দোকানে পাঠাইয়া

* যথায় ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার রায় বাহাদুরের অট্টালিকা বিরাজমান, সেইস্থানে কালীগতি রায়ের বাটী ছিল।

দেন। তিনি ভোর চারিটার সময় বাহির হইয়া অপরাহ্ণ ৪ ঘটীকার সময় ফিরিয়া আইসেন। বাড়ী হইতে খেলা করিতে করিতে গঙ্গার চড়া পর্য্যন্ত গিয়া পৌছেন এবং তথা হইতে ফিরিবার কালে বাড়ীর সন্নিকটে একস্থানে জুয়া খেলা দেখিতে দাঁড়াইয়া যান। তাঁহার পিতা সংবাদ পাইয়া এইরূপ অবস্থায় ধৃত করিয়া কঠিন শাস্তি প্রদান করেন। ক্রীড়ার জন্য তিনি কয়েকবার পিতামাতার নিকট তিরস্কৃত এবং প্রহৃত হইয়াছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এখানে সেই প্রথম ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে। তৎকালীন বড়লাট মহামতি বেণ্টিঙ্ক উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধীয় রাজ-আজ্ঞা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ইতিপূর্ব্বে প্রচার করিয়াছেন। তদনুসারে এখানে "বুচর কি মহল" (কসাইবাড়ী) নামে একটি বাড়ীতে প্রথম উচ্চশিক্ষার উপযোগী একটী ইংরেজী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। মাধবদাস বাবাজী যখন এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন তখন ক্লিফ্‌ট্‌ (Clift) সাহেব অধ্যক্ষ ছিলেন। ক্লিফ্‌ট্‌ সাহেবের ভূগোল তখন বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। এইস্থান হইতে স্কুলটি কীডগঞ্জ থানার অন্তর্গত হ্যারিংটন সাহেবের বাংলায় এবং পরে তন্নিকটবর্ত্তী "বাঙ্গীকেবাগ" নামে গোয়ালিয়ারের মহারাজের উদ্যান সম্মুখস্থ একটি সরকারী বাড়ীতে স্থায়ীরূপে উঠিয়া যায়। এক্ষণে স্কুলটির নিদর্শন স্বরূপ এক বৃহৎ ভগ্ন প্রাচীর ও একটি সিংহদ্বার মাত্র অবশিষ্ট আছে। প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে একজন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের সন্তান, সহাধ্যায়িগণ ও অধ্যাপক লুইশ সাহেবের সহিত ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি ক্রীড়া করিতেন। কলিকাতায় হেয়ার ডিরোজিও প্রভৃতি উদারমতি শিক্ষকগণ যেরূপ ছাত্রগণের সহিত আত্মীয়ভাবে মিশিতেন, লুইস সাহেব তদ্রূপ স্বীয় ছাত্রগণকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, তাহাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন এবং তাহাদের নৈতিক এবং দৈহিক উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। ছাত্রগণ সাংসারিক কোন বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কার্য্য করিতেন না। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে একটা পবিত্র সম্বন্ধ আছে, যাহা এক্ষণে আকাশকুসুমে পরিণত হইয়াছে, লুইস সাহেবে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। মাধবদাস বাবাজী যখন তাঁহার পিতৃবৎ স্নেহ-মমতা, সরল-স্বভাব, উচ্চশিক্ষা ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের প্রশংসা করিতেন, তখন সেই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার চক্ষুদুটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত, তিনি বলিতেন, "এমন ইংরেজ

বুঝি আর এখন এদেশে আসেন না।” বাবাজী ৮ বৎসর এই লুইস সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার দুই তিন বৎসর পরে দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। কথিত আছে বৃন্দাবন অবস্থিতিকালে ৺সাধুচরণ তুলসীর মালাকাটা বা ছিদ্রকরা শিক্ষা করেন এবং তাহাতে তাঁহার বেশ আয় হয়। সেই ব্যবসা তিনি এলাহাবাদেও অবলম্বন করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা এখানে প্রতি বৎসর অন্যূন ৫০৲ টাকা করিয়া তিনি সঞ্চয় করিতেন কিন্তু কোন কারণ বশতঃ দ্বারাগঞ্জের পঞ্চায়েত আখড়া নামক মণ্ডলীর নিকট তাঁহাকে কীডগঞ্জের বাড়ী বন্ধক রাখিয়া ৯০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। ঐ ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তিনি দেশে গমন করেন, ও এই সূত্রে তাঁহার জন্মভূমি ও দেশস্থ পরিবারবর্গকে দেখিয়া আসেন এবং মেজাড়া হইতে প্রত্যাগমন কালে গাজীপুরে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। এস্থান হইতে আর তাঁহাকে ফিরিতে হয় নাই। একদিন তিনি সন্ধ্যার সময় জাহ্নবীতীরে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে ইহধাম ত্যাগ করেন। মাধবদাস বাবাজী এত অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার জননী তাঁহাকে কোন অভাব জানিতে দেন নাই। মহাপুরুষগণের জননীরাও যে মহাপ্রাণ লইয়া আসেন সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু এ সংসারে কয়জন লোকের ভাগ্যে বিদ্যাসাগর, গার্ফিল্ড, জোন্স্‌ প্রভৃতির জননীর ন্যায় জননী লাভ হয়? ঋষি মাধবদাসের মাতা সেই বিরল দৃষ্টান্তের মধ্যে একজন। সেই সাধ্বী ভগবদ্ভক্তি বুদ্ধি ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণে নারীকুলের আদর্শ ছিলেন। তিনি পুত্রকে শৈশব হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ, সুনীতিপরায়ণ ও শিক্ষিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন এবং পুত্রের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিবিকাশের পথে কোন বাধা জন্মিতে দেন নাই। তিনি তাঁহাকে কখনও ইহা কর, উহা কর, বলিয়া উপদেশ দিতেন না। উপদেশ দিবার প্রণালীই তাঁহার ভিন্নরূপ ছিল। তিনি বলিতেন—“গুরুদেবের নিকট আমি এই উপদেশ পাইয়াছি।” লেখাপড়া শিখাইবার জন্য জননীর এরূপ আয়াস ও যত্ন অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি পুত্রের ক্রীড়াসক্তির কথা জানিতেন। এজন্য তিনি যাহাতে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যান তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন এবং সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিতেন। অসুখ হইলেও নিস্তার ছিল না—জ্বরে উঠিতে পারেন না, জননীও ছাড়িবেন না; “অসুখ হইয়াছে, বিদ্যালয়ের কোন স্থানে শুইয়া

থাকিবে ; বাড়ীতে থাকা হইবে না"; এই বলিয়া ক্রোড়ে করিয়া বিদ্যালয়ে রাখিয়া আসিতেন। কতবার লুইস সাহেব অসুস্থ দেখিয়া জেদ করিয়া গৃহে ফিরাইয়া দিয়াছেন। বালক মাধবদাস পাঠে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না বটে কিন্তু তিনি এরূপ মেধাবী ছিলেন যে একবার যাহা পাঠ করিতেন তাহা তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। লুইস সাহেব তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ছাত্র ছিলেন। আবদুল্লা নামে একজন মুসলমান ছাত্র সর্ব্বপ্রধান বলিয়া খ্যাত ছিলেন। একবার উভয়ে বিবাদ হয়। গালির জন্য তিনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ত্যাগ করেন এবং গালি দেওয়াতেই আবার আবদুল্লার সহিত বিবাদ বাধে। আবদুল্লাকে তিনি জুতা প্রহার করেন। লুইস সাহেব এ সমস্তই গোপনে দেখিয়াছিলেন। এই ব্যাপার সাহেবের গোচর হইলে আবদুল্লা বাবাজীর নামে অনেক মিথ্যা দোষারোপ করে কিন্তু বালক মাধব দাসকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমূল সমস্ত যথাযথ বর্ণন করিলেন ; আত্মদোষ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহার এই নৈতিক বলের পরিচয় পাইয়া লুইস সাহেব তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন এবং কোন ঘটনার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন ; সত্য কথা বলিতে তিনি ভীত হইতেন না। ভয় বা প্রলোভনের বশে কখন তিনি মিথ্যা আচরণ করিতেন না। সত্যনিষ্ঠা তাঁহার মজ্জাগত ছিল। সত্যের অপলাপ দেখিলেই তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিতেন। তাঁহার জীবনে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একবার বিনাকারণে লুইস সাহেব তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তাহাতে কয়েক বৎসর তিনি সাহেবের প্রতি চাহিয়া দেখেন নাই। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেন, কিন্তু সদাসর্ব্বদা মুখের উপর একখানি পুস্তক আড়াল দিয়া রাখিতেন। আর একবার তাঁহার জ্বর হওয়ায় পাঠ তৈয়ার করিতে পারেন নাই। লুইস সাহেব সে কথা বিশ্বাস না করিয়া তাঁহাকে সামান্য প্রহার করেন। ইহাতে বালক মাধব দাস এতই বিরক্ত হন যে সেই কারণে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন এবং গরুর গাড়ী করিয়া (তখন রেল হয় নাই) একাকী এলাহাবাদ হইতে কাশী যান। সেখানে কাশীর গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া স্বীয় শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করেন। ইহাই শেষে তাঁহার কাশীবাসের প্রতিবন্ধক হয়। এখানে তাঁহাকে স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইতে হইত এবং অতি কষ্টে অন্নের

আশ্রয়ে থাকিতে হইত, কিন্তু তথাপি তাঁহার অধ্যবসায়ের শেষ ছিল না। যে প্রতিবন্ধকের কথা বলা হইল তাহা এই,—তাঁহার সহপাঠীরা দেখিল কোথা হইতে একজন অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান আসিয়া তাহাদের সকলকে পরাস্ত করিল; তাহাদের যাহা কিছু প্রতিভা ছিল, সেই একজনের জন্য তাহা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। এই ঈর্ষা ক্রমে এতই বৃদ্ধি পাইল যে একদিন সকলে একত্র হইয়া মাধবদাসকে বলিল, "আমরা চাঁদা করিয়া তোমার পথ খরচ দিতেছি, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও। কাশীতে তোমার থাকা হইবে না। থাকিলে আমরা তোমার ভয়ানক বিরক্ত করিব।" ক্ষুণ্ণমনে মাধবদাস তাহাদের অর্থে এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং পুনরায় লুইস সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এতদিন পরে সাহেব তাঁহার প্রিয় ছাত্রকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগ এবং সাধারণ সাহিত্য তখন অধীত হইত। বাবাজী জ্যোতির্ব্বিদ্যা, জ্যামিতি ও বীজগণিতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। সার জন বার্ড (যিনি এই প্রদেশের রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর এবং ছোট লাট হন) একবার জ্যামিতির পরীক্ষা লইয়া বাবাজীর তাহাতে অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং সন্তোষের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে একখানি জ্যামিতি গ্রন্থ উপহার দেন। আর একবার লর্ড অকল্যাণ্ড বাহাদুর বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিলে লুইস সাহেব একখানি জ্যামিতি গ্রন্থ তাঁহার হস্তে দিয়া ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। বড়লাট বাহাদুর বলেন—"I am too old for that"; তখন তাঁহার জনৈক সেক্রেটারি ঐ পরীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাতে মাধবদাস বাবাজী এরূপ দক্ষতার পরিচয় দান করেন যে পরীক্ষক প্রকাশ্যে বলেন,—"Mr. Lewis, these are cadets and not Schoolboys. Procure some situation for them."

ইহার কিছুদিন পরে লক্ষ্ণৌ মানমন্দিরের (observatory) রাজ-জ্যোতির্ব্বিদ (Royal Astronomer) সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কর্ণেল উইলকক্স লুইস সাহেবের নিকট তিনজন প্রতিভাবান ছাত্র চাহিয়া পাঠান। তদনুসারে কান্তিবাবু, মাধবদাস বাবাজী ও আর একজন বাঙ্গালী ছাত্র প্রেরিত হন। ইতিপূর্ব্বে ঐ মানমন্দিরে স্বর্গীয় কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় কাজ করিতেছিলেন। নূতন স্থানে যাইতেছেন, এজন্য

লুইস সাহেব তাঁহার ছাত্র তিনটিকে অনেক সদুপদেশ দিলেন এবং প্রত্যেকের হস্তে এক একখানি পরিচয়পত্র দিলেন। উইলকক্স সাহেবের নামে মাধবদাস বাবাজীকে যে পত্র দেন, তাহার একস্থানে বাবাজীর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রশংসার মধ্যে লেখা ছিল " * * * but he is very fiery" অর্থাৎ তিনি অগ্নিশর্ম্মা ছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের তিন বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার ভগিনী হরিদেবীর যেমন একজন হিন্দুস্থানীর সহিত বিবাহ হইয়াছিল, তিনিও একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, তাঁহাদের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু শৈশব হইতেই পুত্রের হৃদয়ে এমনই বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয় যে পিতামাতা আত্মীয় স্বজন গৃহ সংসার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান এবং আর কখনও পিতার সহিত দেখা করিতে আসেন নাই। কথিত আছে একদা সেই বালককে বিদ্যালয়ে পাঠান হয় কিন্তু বালক বিদ্যালয় না গিয়া যমুনা স্নান করিতে যান এবং স্নানের পর গৃহে না ফিরিয়া যমুনা পার হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। * এই ঘটনার পূর্ব্বে মাধবদাস বাবাজীর স্ত্রীবিয়োগ হয়।

বাবাজী ১৮৩৩ সালে ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৪ সালে ২০ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া লক্ষ্ণৌএর রাজকীয় মানমন্দিরে কর্ম্ম লইয়া যান, এবং গোলাগঞ্জ মহল্লায় অবস্থিতি করেন। সে সময় নবাব ওয়াজীদ আলি সাহের পিতা আমজদ আলী সাহ লক্ষ্ণৌএর নবাব। নবাব নাসীর উদ্দিন হায়দার লক্ষ্ণৌএ "তারাওয়ালী কোঠি" নাম দিয়া মানমন্দির স্থাপন করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ কর্ণেল উইলকক্স Royal Astronomer তাহার তত্ত্বাবধায়ক হন। ঐ মানমন্দিরে দুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অনেক যন্ত্র রক্ষিত হইয়াছিল। বাবাজী এখানে ১৮৪৯ অব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করেন। কর্ণেল উইলকক্সের মৃত্যুর পর নবাব ওয়াজীদ আলী সাহ ১৮৪৮ অব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে মানমন্দিরের কার্য্য স্থগিত করিয়া কয়েকমাস পরে ইহার দপ্তর উঠাইয়া দেন। "তারাওয়ালী কোঠী" লক্ষ্ণৌএ এখনও বিরাজ করিতেছে। কিন্তু তথায় মানমন্দিরের কোন নিদর্শন নাই। সিপাহীবিদ্রোহের

* The Dawn July 1897, page 134.

সময় ফয়জাবাদের মৌলবী অহম্মদ উল্লা ওরফে ডঙ্কা সা * একদল বিদ্রোহী সেনার অধিনায়ক হইয়া এই মানমন্দিরকে স্বীয় মন্ত্রণাগৃহ করিয়াছিল। এই সময় ইহার যাবতীয় যন্ত্র লুণ্ঠিত হয়। বাবাজী তখন এক গুপ্তস্থানে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। এখানকার কর্ম্ম যাইলে মাধবদাস বাবাজী প্রথমে বেগমের কুঠীতে এবং পরে অযোধ্যা ইংরেজরাজ্যভুক্ত হইলে ট্রেজরিতে কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার মাসিক বেতন হইয়াছিল কিন্তু তিনি অতি অল্পকাল কর্ম্ম করিয়া ১৩।/৫ (Political Pension) পেন্সন লইয়া সংসারের কোলাহল হইতে দূরে স্বীয় আশ্রমকুটীরে আশ্রয় লয়েন। এই আশ্রম মহারাজের মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার অপর নাম "মাধো কুঞ্জ।"

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বাবাজীকে লুকাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে এখানে আরও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। অনেকের ধারণা বিদ্রোহের গোলমালে অনেক বাঙ্গালী ধনপতি হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতে পারি যে অনেক লক্ষপতি বাঙ্গালী সে সময় কপর্দ্দকশূন্য ভিখারী হইয়াছেন। অনেকে ছদ্মবেশে কৌপীন সম্বল করিয়া প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছেন। কত প্রবাসী প্রিয় পরিজনশূন্য হইয়া অনাহারে নরঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন এবং বঙ্গদেশ হইতেও যাহা কিছু লইয়া আসিয়াছিলেন সে সমুদয় প্রবাসের মৃত্তিকাগর্ভে সমাধিস্থ করিয়া গিয়াছেন। গোলাগঞ্জের ডাক্তার সেবারামের বাটির পার্শ্বেই মাধবদাস বাবাজী আশ্রয় লইয়াছিলেন। ডাক্তার সেবারাম নবাব-সৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্তেন ম্যাগনিস সাহেবের সামরিক চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার উপর বিদ্রোহীদিগের সন্দেহদৃষ্টি পতিত হইলে তাহারা তাঁহার বাটী ভূমিসাৎ করিয়া দেয়। ডাক্তার সেবারাম কানপুর পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। বাবাজী এখন বলদেও নামক এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাটীর "তায়খানার" ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া উন্মত্ত সিপাহীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পান। লক্ষ্ণৌএ শান্তি স্থাপিত হইলে বাবাজী যখন বেগমের কুঠীতে কর্ম্ম করিতে থাকেন, সেই সময়ের একটী বিশেষ ঘটনা তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের গতি ফিরাইয়া দেয়। লক্ষ্ণৌএ তখন কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকীর ছিলেন। তন্মধ্যে চুপ সাহ ওরফে সৈয়দ মহম্মদ আলী সাহ, সৈয়দ আজমসাহ ওরফে কলেক্টর সাহ,

* ইনি পথে বাহির হইলেই সম্মুখে একজন দামামা বা ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে চলিত।

মিরজাই মিয়া, ঘুরে মিয়া, ওয়াজীর সাহ, রজবআলী সাহ, তোরাব সাহ, খাদিমআলী এবং কেরামত সাহ প্রভৃতি কয়েক জনের নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই যোগী এবং অনেকেই বাক্‌সিদ্ধ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ১৮৫৯ সালে চুপ সাহের সহিত বাবাজীর সাক্ষাৎ হয়। তাহার পরবৎসর কলেক্টার সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হইলে, মাধবদাস বাবাজী এই দুই ফকীরের সংস্রবে আসিয়া অধ্যাত্ম জগতের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মাধবদাস বাবাজী ফকীর আজমসাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই মুসলমান ফকীর বৈষ্ণব সন্তানের অধ্যাত্ম বিদ্যার সদ্‌গুরু হইলেন। চৌধুরী সাহেব নামক জনৈক যোগীর নিকট তিনি যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাত্মাগণের চরিত্র যতই আন্দোলন করা যায়, ততই জানা যায় তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে পদতলে দলন করিয়া বিশ্বজনীন প্রেম এবং সত্যকেই মাথায় তুলিয়া লয়েন। চুপ সাহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। এক সময়ে নবাবের শকটাধ্যক্ষ রাজা বান্দে আলীর ভ্রাতা নবীবক্স চুপসাকে অনেক নির্য্যাতন করিয়াও কথা কহাইতে পারে নাই।* আমরা যে জড়ভরতের কথা বলি চুপ সাহ সেইরূপ জড়ের মত থাকিতেন। এই চুপ সাহ মাধবদাস বাবাজীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। তাহা মুখে ব্যক্ত না হইয়া কার্য্যে প্রকাশ পাইত। বাবাজীর অসুখ হইলে চুপ সাহ নিজে রোগীর ন্যায় থাকিতেন। বাবাজী স্বয়ং একস্থানে লিখিয়াছেন—"Once I was laid up with fever for a week. I was told that Chup Shah did not take even a drop of water for all the time I was ill. On the 8th day when I went to him I found him in the posture of one anxiously waiting for some body" † লক্ষ্ণৌএর সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বাবাজীর অন্যত্র থাকিতে ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আজম সাহের আদেশে তাঁহার থাকা হইল না। সেই মুসলমান সাধু বলিলেন, "জননী জীবিতা থাকিতে তোমার অন্যত্র থাকা হইবে না। মায়ের সেবা না করিয়া ধর্ম্মসাধন হইবে না।" বারম্বার এই বলিয়া তিনি বাবাজীকে এলাহাবাদে জননীর নিকট

---

* আজম সাহ ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, নবীবক্সের কুক্কুরের ন্যায় মৃত্যু হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় পরদিন কোন সূত্রে নবাবের সওয়ার দেওয়ামুদ্দৌলার বন্দুকের গুলিতেআহত এবং তৎকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত প্রাণত্যাগ করিল।

† The Day in India Vol. 1. Decr 1889. Page 14.

পাঠাইয়া দেন। পরে বাবাজী একবার এই সাধুর মৃত্যুর সময় কেবল কিছুদিনের জন্য লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলেন। তাহার পর আর কোথাও যান নাই। এলাহাবাদেও সে সময় অনেক সাধু ফকীর এবং যোগী ছিলেন। তন্মধ্যে কালীবাড়ীর কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী কল্যাণীদেবীর মন্দিরের নিকট "কুশল পর্ব্বত" পল্লীবাসী জ্ঞানদাস বাবাজী, মুঠিগঞ্জের সাধু দেবানন্দ, মহম্মদী সাহ, দরিয়া সাহ, ময়না সাহ, লালখাঁ, ঢুঁদীপুর নিবাসী মীর সেকেন্দর আলী, "মাওআয়মা" গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ দরবেশ মৌলবী জহুরউল্লা, মৌলবী সেরআলী, ফকীর সাহ, মহম্মদ আলী, খাল্লুমিয়া, সোরাওঁ নিবাসী আমীর আলী সাহ, এবং যোগী রামসিং প্রমুখ অনেকেই তখন পৌরাণিক তীর্থ প্রয়াগে ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে বিরাজ করিতেছিলেন। বাবাজী তাঁহাদের অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তাঁহারাও তাঁহার আশ্রমে আগমন করিতেন। অবশেষে গুরুর আদেশক্রমে বাবাজী আশ্রমের বাহিরে আর পদার্পণ করেন নাই। জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর এইরূপে স্বীয় আশ্রমের মধ্যেই ছিলেন। তখন দেশ বিদেশ হইতে সাধু সন্ন্যাসী ফকীর এবং শত শত ভক্ত আসিয়া তাঁহার শান্তি-কুটীর অহরহ ধর্ম্মালাপ এবং ভগবানের নামে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমে বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। কিন্তু কখনও তজ্জন্য কাহারও নিকট অর্থসাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পেন্সনের টাকা দ্বারায় সমস্তই নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার নিজের জন্য ব্যয় যৎসামান্যই ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে সাংসারিক সকল বিষয়ে মিতাচারের আদর্শ তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল। অমিতব্যয়ী বিলাসী নবাব ওয়াজীদ আলী সাহের শাসন কালে বিলাসকানন লক্ষ্ণৌএর জলবায়ুর মধ্যে থাকিয়া, যাহা কিছু মোহকর, যাহা নয়নরঞ্জক, যাহা কিছু মানবের হৃদয় মন সহজেই প্রলুব্ধ ও অভিভূত করে, সেই সকলের নিত্যলীলার কেন্দ্রভূমিতে বর্দ্ধিত হইয়া যিনি সংসারবিরাগীর নীরস সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যিনি পাপরাজ্যের শত শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় অকলঙ্ক চরিত্র লইয়া প্রকাশ পাইয়াছিলেন, তাঁহারই ত জীবন সকলের আদর্শ জীবন। জননীকে তিনি সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিতেন। জননীই তাঁহার মন্ত্রগুরু ছিলেন। প্রতি বৎসর গুরুপূজার দিন জননীর চরণে একখানি নূতন বস্ত্র ও একটী টাকা দিয়া প্রণাম করিতেন। জননী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, "তুমি এমন ফকীর হইবে যে, মাধব, তোমার নাম লাহোর হইতে

কলিকাতা পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ হইবে।"* জননীর আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ যায় নাই। লাহোর হইতে কলিকাতা ত সামান্য কথা, দেশ বিদেশ হইতে সাধুগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। সাধুসমাগম, অতিথিসৎকার, কাঙ্গালি-ভোজন, সংকীর্ত্তন, শাস্ত্রালাপ, ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ প্রভৃতিতে সর্ব্বদাই তাঁহার 'কুঞ্জ' আনন্দধাম হইয়া থাকিত। জগদ্বিখ্যাত কর্ণেল অলকট সাহেব তিনবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রচারকগণ প্রায়ই তাঁহার আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। বিগত মহাকুম্ভ মেলায় ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার আশ্রমে কয়েক দিবস থাকিয়া সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করেন। ৺বিবেকানন্দ স্বামী-প্রমুখ পরমহংস দেবের শিষ্যগণ আসিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ স্বামী বাবাজীকে সংগীত শুনাইয়াছিলেন। বাবাজী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, "যোগী বটে।" ত্রিবেণীর অপরপারে পৌরাণিক প্রতিষ্ঠানপুর বর্ত্তমান ঝুঁসীতে যে সকল সাধু বাস করিতেন তাঁহারা বৎসরের মধ্যে তিন চারিবার মাধোকুঞ্জে আসিয়া ধর্ম্মালাপ ও আহারাদি করিয়া যাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে রামসিং বলিয়া একজন প্রসিদ্ধ যোগী ছিলেন। দ্বারবঙ্গবাসী জনৈক পরমহংস মধ্যে মধ্যে "মাধোকুঞ্জে" আসিতেন। ইনি ঝুঁসীর কৃত্রিম পাহাড়ের উপর গঙ্গাতীরস্থ একটী অতি মনোরম উদ্যানবাটীতে যোগ সাধন করিতেন। বাটীর প্রাঙ্গণ মধ্যে তাঁহার সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ উদ্যান হংসতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। কত যাত্রী এক্ষণে হংসতীর্থ দর্শন করিতে যান। ঝুঁসীর গুহাবলীর যোগী নেহাল সিংও মধ্যে মধ্যে আসিতেন। কাশীতে যিনি মাতাজী বলিয়া প্রসিদ্ধা তিনি একজন মহারাষ্ট্রী রমণী ছিলেন। বরুণার পারে এখনও তাঁহার আশ্রম বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল আকাবাঈ। এই সাধ্বী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "এমন ত্যাগী পুরুষ আমি কখনও দেখি নাই।" কোনও সাধুর সেখানে গিয়া বিনা পরীক্ষা দিয়া ফিরিয়া আসিবার যো ছিল না। আরবদেশ হইতে জনৈক ফকীর, কাবুলের

* লক্ষ্ণৌর রজব আলী নামে জনৈক মুসলমান সাধক বলিয়াছিলেন, "এখন যথা ইচ্ছা যাও; তুমিও এখন বাদসা।" বিখ্যাত ফকীর তোরাব সাহ ঠিক এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন। তিনি বাবাজীকে বলেন "তুম ত এয়সা ফকীর হোওগে কি তুম বেনারস কেয়া কলকত্তা তক্ যাওগে।"

প্রসিদ্ধ ফকীর আখোঁজী ও আমীর আহসান সাহ, রোদৌলী সরীফের সাহজাদা বা গদ্দী-নসীন * সাহ ইল্‌তফাৎ আহমদ, কাশীনরেশ এবং স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার দর্শনলাভের আশায় দূর দূরান্তর হইতে আসিতেন।

মাধবদাস বাবাজী কাহারও দান গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার অমিতব্যয়িতা ছিল না, সঞ্চয়ও ছিল না। বদান্য জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় কতবার তাঁহাকে কিছু দান করিতে এবং মাসিকবৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হন নাই। একবার তিনি পাহাড় হইতে একখানি বহুমূল্য কম্বল পাঠাইয়া দেন কিন্তু পাছে ঐ বহুমূল্য দ্রব্যের প্রতি কাহারও লুব্ধ দৃষ্টি পতিত হয় এবং পাছে তাঁহার দেবালয়ে চোর প্রবেশ করে, এজন্য সেখানি ফেকুরায় নামে তাঁহার এক শিষ্যকে প্রদান করেন। কাশীনরেশ বাবাজীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি প্রতি বৎসর মাঘ মাসে অমাবস্যায় বেণীঘাটে স্নান করিতে আসিতেন। একবার তিনি স্নান করিতে আসিয়া বাবাজীকে সংবাদ পাঠান যে তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবেন। বাবাজী বলিয়া পাঠান যে তাঁহার আশ্রমে যে রাধাশ্যামের বিগ্রহ আছে সেই বিগ্রহের পূজা যদি না করান এবং কোনরূপ দান না করেন তাহা হইলে আসিতে পারেন। কাশীনরেশ তদুত্তরে বলেন, "আমি রাজা, রাজধর্ম্ম দেবালয়ে পূজার জন্য দানধ্যান করা।" ফলে তাঁহার আর আসা হইল না। মাধবদাস বাবাজী শিষ্যগণের নিকটেও কিছু গ্রহণ করিতেন না।

---

* ভারতবর্ষের মধ্যে অযোধ্যান্তর্গত রোদৌলী সরীফ মুসলমানদিগের অতি প্রাচীন এবং একটী প্রধান তীর্থস্থান। উহা প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকীর মহম্মদ সার গুরুপীঠ। তারকেশ্বর যেমন হিন্দুদিগের রোদৌলী সরীফ তদ্রূপ মুসলমানদিগের মহাতীর্থ। এখানে পীড়িত বিপন্ন ভগ্নহৃদয় মুসলমান নরনারী শান্তি ও উদ্ধার কামনায় দেশ বিদেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় সময়ে সময়ে মহাসমারোহের সহিত মেলা বসিয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আলমগীর বাদশাহ কর্ত্তৃক ইহার সুবিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি দেবোত্তর স্বরূপ প্রদত্ত হয়। এই গদীর যিনি উত্তরাধিকারী, তিনি রাজার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার অন্য নাম সাহজাদা নসীন।

মাধবদাস বাবাজীর সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা শ্রুতিগোচর হয়। উৎকট ব্যাধি আরোগ্য করিবার, চিন্তা চালনা করিবার, অনুপস্থিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবার, অপরের হৃদ্‌গত ভাব অনুভব করিবার এবং কোনব্যক্তির আকৃতি দেখিয়া তাহার প্রকৃতি অবগত হইবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। কতরোগী তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া কত দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, স্থানীয় খ্যাতনামা প্রাচীন চিকিৎসকগণও এখন এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন। বাবাজীর আশ্রম কুটীরে একটী সিন্দুক পাওয়া যায়। আমরা তাহা খুলিয়া দেখিলাম, এক-সিন্দুক কেবল চিঠি। সংসারবিরক্ত যোগীর গৃহে এত চিঠি পত্র কিসের জানিতে কৌতূহল হওয়ায় তাহার অনেকগুলি পাঠ করা গেল। দেখিলাম চিঠিগুলি নানা জাতীয় ও নানা স্থানীয় লোকের দ্বারা উর্দ্দু, হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষায় লিখিত, বিপদাপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার ব্যবস্থা পত্রের জন্য অনুরোধ লিপি, উপকৃতের ধন্যবাদ পত্র অথবা কোন ভক্তের ভক্তি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের অভিব্যক্তি। কোন পত্র কোন বিদেশীয়ের লিখিত, কিন্তু বাবাজীরই স্তুতিগান-পূর্ণ। আমরা সেই পত্রের অরণ্য হইতে কয়েকখানি বাছিয়া বাছিয়া লইয়া আসিয়াছি। স্থানাভাবে এবং অনাবশ্যক বোধে সে সকল প্রকাশিত হইল না। চিঠিপত্র ব্যতীত তাঁহার আশ্রমে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দু, ফারসী এবং আরবী ভাষায় লিখিত প্রায় ২০।২৫ খানি গ্রন্থ দেখা গেল। কোন কোন গ্রন্থের মলাটে তাঁহার সমসাময়িক স্মরণীয় ঘটনা ও তারিখ প্রভৃতি স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। একস্থানে "ব্রহ্মনিরূপণম্" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত কোরাণ, তাঁহার স্বরচিত "The Unitarian" এবং বোস্তানে মার্ফৎ নামক পারস্য গ্রন্থ একত্রে বাঁধা দেখা গেল। বোস্তানে মার্ফতের প্রথম পত্রে তিনি "শ্রীরাধে" বলিয়া একটি স্তোত্র লিখিয়াছেন এবং তাহার শেষ পত্রে St. Luke XI 2. এবং St. Matthew VI হইতে উদ্ধৃতাংশ এবং খ্রীষ্টোপাসকদিগের একটি প্রার্থনা লিখিয়া রাখিয়াছেন।

বাবাজীর ধর্ম্মমতের বিষয় এখনও কিছু বলা হয় নাই। অনেকের নিকট ইহা এখনও সমস্যাস্বরূপ হইয়া আছে। মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাকে সুফী বলিয়া জানিতেন। হিন্দুগণের চক্ষে তিনি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন। খ্রীষ্টোপাসকগণ তাঁহাকে বিরুদ্ধবাদী দেখিতেন না। তাঁহার আশ্রমস্থ রাধাশ্যামের মূর্ত্তি পূজা

সম্বন্ধে কেহ বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "মাতৃ আজ্ঞা পালন করিতেছি।" বাবাজীর ন্যায় মাতৃভক্ত আজিকার দিনে অতীব বিরল। তাঁহার রোগশয্যাশায়িতা জননীর সেবা দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় জননী বলিয়াছিলেন, "মাধব, তোমার ন্যায় সেবাপরায়ণ ফকীর আমি কোথাও দেখি নাই। আমার ইষ্টনামের জপমালা এবং রাধাশ্যামের ভার তোমায় দিয়া চলিলাম। ভক্তিভরে পূজা ও সেবা করিও।" একে জননী তাহাতে আবার মন্ত্রগুরু। তাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয় বোধে সেই অবধি তিনি ভক্তিভরে মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছেন।

মাধবদাস বাবাজী খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মপুস্তক সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"* * * I found it so charming that I took great delight in reading it and it struck me that if I were to read it again I would derive great benefit." অন্যত্র লিখিয়াছেন, "In the course of reading I found some parts from which the mind would shrink and here and there seeming inconsistencies which were objectionable."

তিনি তাঁহার "The Unitarian" নামক পুস্তকে বাইবেলের অনেক অসঙ্গত মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মকে উচ্চ স্থান দিতেন কিন্তু বাইবেলকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন না। থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় এবং ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিষ্যগণ তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। আমরা বাবাজীর পাঠ্য পুঁথিগুলির মধ্যে পরমহংস দেবের একখানি ক্ষুদ্রাকার ফটোগ্রাফ অতি যত্নের সহিত কাগজ ও কাপড়ের মোড়কের ভিতর রক্ষিত দেখিলাম।

সাধারণের কেমন একটা ধারণা আছে যে চিরপ্রচলিত যে কোন প্রথা বা নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই "নাস্তিক" পদবাচ্য হইতে হয় এমন কি পঞ্জিকানির্দ্দিষ্ট কোন আচারের অনুষ্ঠান না করিলেও লোকে বলে অমুক নাস্তিক হইয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্য প্রয়োগ-দুষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু যাঁহারা এই শব্দটীর এইরূপ অপপ্রয়োগ করেন, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত মাধবদাস বাবাজীকে কি অভিধানে অভিহিত করিবেন জানি না। অবতারবাদ, জাতিভেদ, উচ্ছিষ্ট-ভোজন, আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ, তন্ত্রমন্ত্র মাদুলি কবচের উপকারিতা, স্ত্রীশিক্ষা, পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রভৃতি

অনেক বিষয়ে প্রচলিত প্রথা ও প্রাচীন বিশ্বাস হইতে তাঁহার মত স্বতন্ত্র ছিল, তাহা অনেকেরই অবিদিত। এজন্য কয়েকটী দৃষ্টান্তমাত্র আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাঁহার মতে প্রত্যেক মানুষই অবতার হইতে পারে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভিতর আধ্যাত্মিক অগ্নি আছে। এই অগ্নিতে ফুঁ দিতে দিতে (তাঁহার ভাষায় "ধোঁক্‌তে ধোঁক্‌তে জ্বল্ উঠতা হায়") যখন জ্বলিয়া উঠে, তখনই মানুষ অবতার হয়। একবার শিউমঙ্গল নামে জনৈক ব্যক্তি বাবাজীকে বলে, "যোগিন্ বাবু ভি অচ্ছে হ্যাঁয়, আপনে হাতসে পকা' খাতে হ্যাঁয়;" * বাবাজী তদুত্তরে বলিলেন. "হাঁ পাপকে ভোগ হ্যায়। হামারে সমঝমে জুঠ (উচ্ছিষ্ট) খানা কুছ দোষ নহি হ্যায়। কায়েত কি রোটী খানেসে কোই হরজ্ নহি হায়। রিষ্‌বৎ (উৎকোচ) কা খানা জুঠ খানে সে বুরা (খারাপ) হ্যায়। * * * যো ঝুঁট কহতা হ্যায়, ওহি জুঠ খাতা হ্যায়। হারামকা খানা জুঠ খানা হ্যায়। হমে দুসরেকে জুঁঠ খানে মে কিসি তরহ কি উজর নহি হ্যায়। কাল হরিমোহনকা † লড়কা নিবুয়া খাতে খাতে উসকো ঝিড়কা তো এক বিয়া আকর মিঠাইকে থালিমে গিরি—ওহ মিঠাই খাই গই। কোই দরোগ নহি হুয়া। হম উসকো জুঠা নহি সমঝা। * * * ঝুঁট বোলনা, রিষবৎ খানা, হারাম কা খানা, হম্ ইস্‌কো জুঠ খানা সমঝতে হ্যায়।" ১৮৯৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখে এই সকল কথোপকথন হয়। আবার একবার (১৮৯০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে) গিরিধারী লাল নামক একব্যক্তির কন্যার জ্বর ভাল হইবে বলিয়া বাবাজীর নিকট হইতে কবচ লিখিয়া লইতে তাহার পুত্রকে পাঠায়। তাহার ধারণা বাবাজী কবচ লিখিয়া দিলে উহা গলায় বা হস্তে বাঁধিয়া রাখিলে জ্বর ভাল হইবে। বালক আসিয়া বলিল, "বাপ্‌নে কহা হায় কোই তাবিজ লিখ দেঁয়।" বাবাজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তাবিজ কেয়া হোগা, তাবিজসে কেয়া হোতা হায়, যাও, আজ নহি আওয়েগা।" তাহার পর আর মেয়েটির জ্বর আইসে নাই। বাবাজী শিষ্যের সহিত বড়ই মধুর ব্যবহার করিতেন। বিনয় ভাব তাঁহাতে অতি প্রবল ছিল।

* মাধবদাস বাবাজীর জনৈক শিষ্য স্থানীয় হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিএ বি, এল; এল্, এল্, বি.

† শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় বিএ, ইনি স্থানীয় আদালতের উকীল এবং মাধবদাস বাবাজীর একজন শিষ্য।

তিনি কাহাকেও আপনার অপেক্ষা হীন মনে করিতেন না। এমন কি শিষ্যকেও নহে। শিষ্যগণ তাঁহার পদধূলি লইতে পারিতেন না। কাণে মন্ত্রদিয়া শিষ্যকরণ তাঁহার প্রথাই ছিল না। তিনি যাঁহাকে শিষ্য করিতেন বহুদিন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শিক্ষা দিয়া কোন এক সময়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন বা তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতেন। মন্ত্র শিষ্য শুনা যায় তাঁহার দুইতিন জন মাত্র ছিলেন। দুই একখানি দিনলিপিতে লিখিত আছে তিনি কখন স্ত্রীলোককে শিষ্যা করেন নাই। যে দুই একজন বঙ্গমহিলা তাঁহার শিষ্যা হইতে পারিয়াছিলেন বাবাজী শেষ জীবনে তাঁহাদের স্বপ্নে মন্ত্রদান করিয়াছিলেন এরূপ শুনা যায়। তবে জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে বিপন্ন এবং পীড়িত নরনারী প্রায়ই তাঁহার শরণাপন্ন হইত এবং তাঁহার প্রসাদে শান্তি লাভ করিত। এমনও শুনা যায় যে তাঁহার একটি আশ্বাসবাণীই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বর্ত্তমানে অনেকেই এখন একথার সাক্ষ্যদান করেন। শত শত লক্ষ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি তাঁহার প্রসাদে জীবনের প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীর মধ্যে অনেকে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় সংসারে প্রবেশ করিয়া বাবাজীর সংশ্রবে থাকিয়া উত্তরকালে দশের মধ্যে এক জন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এমন কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছেন। এই শ্রেণীর ভক্ত ও শিষ্যগণের কেহ কেহ বাবাজীর নিকট ইংরেজী ভাষা অঙ্কবিদ্যা প্রভৃতিতেও শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে এ প্রদেশে হিন্দি, উর্দ্দূ, পারস্য ও ইংরেজীতে যে কয়েকখানি ভাল গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, বাবাজীর পবিত্র প্রভাবই তাহার অনেকগুলির প্রকাশের মূল।

তিনি "The Unitarian" নামক পুস্তকের ভূমিকায় যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উদার ধর্ম্মমতের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকের অসঙ্গত স্থলসকলের কঠোর সমালোচনা করিলেও যে যে স্থানে তাঁহার অসাম্প্রদায়িক একেশ্বরবাদ মতের সহিত ঐক্য দেখিয়াছেন, সেই সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া উক্ত পুস্তকগত করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"* * Those parts that I had read with great avidity and delight and which I found heart-stirring, may be acceptable to

the Unitarians, as helping them in their spiritual career and meditation of God. * * "

মুসলমান ধর্ম্মকে তিনি হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতেন না। তাঁহার মতে "the Koran itself is for the most part extracted from the Vedas and the Holy Bible. * * " উহা মূলে এক হইলেও তুচ্ছ বিষয় লইয়া উহার মতদ্বৈধ।

'In every respect the Mahomedan religion is just the reverse of the Hindus in trifling points only, though they perform similar ceremonies, when the Mahomedans go in pilgrimage to the sacred city of Mucca * * as the Hindus are wont and enjoined to do, in pilgrimage."

বাবাজী মুসলমানের কল্‌মা "লা ইলাহা ইল্লিল্লা"র সত্যতা নানা স্থানে স্বীকার করিয়াছেন। মানবধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—

" * * * Nothing was created in vain * * man is a contigent being and a necessary agent * * he is sent with certain missions. When these are carried out, he also ceases to be the inhabitant of this transitory abode. So far seems to be the fact, while the other doctrines, dogmas and teachings are religious controversies and human arrangements to maintain peace, to serve as incentives for doing right or to deter the people from doing wrong. * * "

তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম মত এবং গোঁড়ামি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

" * * Viewed in a different light they seem to be different. Bigotry seems to be the bane here. * * " " Should a man be endowed with or acquire a perfect knowledge of Sanskrit, Arabic and Hebrew and if he be not a bigot, he will find that one religion takes after the other and (every one) derived from the same source."

তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি, উদার প্রেমিক হৃদয়, অসাম্প্রদায়িক মত, মধুর বচন, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং সত্যানুরাগ সকলকে বিমোহিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিত। এদেশীয় হিন্দু মুসলমান ধনী ও দরিদ্র শত শত নরনারী তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিখারী ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি ও বিমল চরিত্রের আকর্ষণে বহু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীও

তাঁহার চরণ-প্রান্তে আসিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; এমন কি কেহ কেহ হিন্দু প্রথানুসারে তাঁহার নিকট যোগ শিক্ষাও করিয়াছিলেন। বাবাজীর খৃষ্টোপাসক শিষ্যবর্গের মধ্যে একজন জেমস্ সাহেব রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতেন, আবার বাবাজীর আশ্রমে আসিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন। এই জেমস সাহেব হিন্দুভক্তের মত তুলসীদাসী রামায়ণ নিয়মিত পাঠ করিয়া বাবাজীকে শুনাইতেন। বাবাজী মধ্যে মধ্যে দুরূহ শ্লোক গুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। জন এণ্টনি মার্টিনেলির পুত্র জন জেমস স্যামুএল মার্টিনেলিও বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল মিঃ সিমিয়নের পিতা বাবাজীর একজন ভক্ত ছিলেন এবং প্রায়ই তাঁহার আশ্রমে গমন করিতেন। মিষ্টার রামসিং নামে একজন দেশীয় খৃষ্টান এখানে শিক্ষকতা করিতেন। প্রায় ১১।১২ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনিও বাবাজীর নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার একজন অনুগত ভক্ত ছিলেন। তাঁহার মুসলমান ভক্তের সংখ্যাও বড় অল্প নহে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার মহম্মদ আবদুল মজীদ মধ্যে মধ্যে বাবাজীকে দর্শন করিয়া যাইতেন। স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু হবিবুল্লা সাহের পুত্র ফজল মিয়া তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্য। ইনি বাবাজীর অলৌকিক কীর্ত্তিসম্বন্ধে অনেক কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

গুরু নানকের জীবনচরিতপাঠকগণ অবগত আছেন, সেই মহাত্মা হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের হৃদয় কতদূর অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার লীলাবসানে উভয়জাতির মধ্যে তাঁহার পূতদেহের অধিকারস্বত্ব লইয়া কিরূপ বিতণ্ডা হইয়াছিল, তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। কিন্তু সে আজ শত শত বৎসরের কথা। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অমরধামের যাত্রী বঙ্গের এক দরিদ্র সন্তানকে সুদূর প্রবাসের হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টান কি ভাবে বিদায় দান করিয়াছেন, তাহা জানিবার বিষয়। বাবজীর পরলোক প্রাপ্তির কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার জনৈক শিষ্যকে বলেন, "আর বেশীদিন শরীর থাকিবে না। * * * * যদি রাত্রে হয় তবে কিছুই করিবে না। চুপে চুপে এই চারপাই (খাট) সহিত গঙ্গায় ভাসাইয়া দিবে, আর যদি দিনে হয় তবে যেমন প্রথা আছে করিবে কিন্তু কাহার নিকট ভিক্ষা করিয়া বাহুল্য করিও না। আমার নিকট দশ টাকা আছে,

তাহাতেই হইবে * * * বাসি হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি করিও না। দেরী হইলে কোন ক্ষতি নাই * * * নূতন কাপড়েরও দরকার নাই * * *।” তাঁহার দেহ গঙ্গায় দেওয়া হয়, বাবাজীর পূর্ব্ব হইতেই এই ইচ্ছা ছিল। তাঁহার মুসলমান ভক্তগণের কিন্তু ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। তাঁহারা তাঁহাকে সুফী বলিয়াই জানিতেন এবং তাঁহাদেরই একজন মনে করিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহারা বাবাজীর দেহ কারবালার সমাধিক্ষেত্রে মহাসমারোহের সহিত সমাধিস্থ করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। এলাহাবাদের জনৈক ক্ষমতাশালী জমিদার প্রায়ই বাবাজীকে বলিতেন “আপকা মুর্দ্দা খারাব যায়গা” অর্থাৎ যেমন প্রবাদ আছে ভাগের মা গঙ্গা পায় না” সেইরূপ আপনার দেহান্তে শব লইয়া একদিকে হিন্দুগণ অন্যদিকে আমরা কাড়াকাড়ি করিব। বাবাজী হাসিতে হাসিতে বলিতেন, *“মুর্দ্দা বদস্ত জিন্দা * *” অর্থাৎ আমি ত চলিয়া যাইব, শব জীবিতের হাতে থাকিবে, তাহারা যাহা করিবার করিবে; ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তাহাই হইল! ভগবানের ইচ্ছার সহিত বাবাজীর ইচ্ছা মিলিত হইল। ১৯০০ অব্দের ২০শে জুন শনিবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় মহাত্মা মাধবদাস বাবাজী ইহধাম ত্যাগ করিলেন। প্রথমেই তাঁহার হিন্দুশিষ্যগণের নিকট সংবাদ পৌঁছিল। তাঁহারা পূর্ব্বাদেশমত বাবাজীর দেহ গঙ্গাভিমুখে লইয়া চলিলেন; অর্দ্ধপথে তাঁহার মুসলমান খ্রীষ্টান শিষ্যগণ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া যোগ দিলেন। জেমস ও এলিক সাহেব অপরাপর শিষ্য ও ভক্তগণ সহ শববহন করিলেন। তখন আর সমাধির প্রশ্ন তুলিবার সময় রহিল না। সকলেই একমত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে এবং বিষণ্ণ মনে পূজ্যপাদ গুরুর পবিত্রদেহ জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন করিয়া আসিলেন। আমরা তাঁহার প্রসিদ্ধির সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। তিনি যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ইতিপূর্ব্বে তাহার যথেষ্ট আভাস দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইব। “মাধবদাস” নামে হিন্দী ভাষায় একখানি সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ আছে। বাঘেলখণ্ডের রাজধানী রিবাঁ নিবাসী শ্রীব্রহ্মভট্ট ব্রজেশ প্রসাদ কবি ১৮৯৫ সালে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা বাবাজীর অলৌকিক কীর্ত্তি বর্ণনে এবং তাঁহার স্তুতিগানে পূর্ণ। গ্রন্থশেষে লিখিত আছে “ইতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকৃপাপাত্রাধিকারী শ্রীগৌরাঙ্গকুল-কুমুদ-কলানিধি শ্রীমহারাজ

শীস মুকুটমণি শ্রীমাধবদাসজী আনন্দ-কন্দ অমন্দ সকল কলিমলশমন চরিত্রবিমল বিচিত্র বিনোদকর শ্রীব্রজেশ কবি বিরচিত মাধববিলাস নাম গ্রন্থ সমাপ্তম্।" গ্রন্থের প্রথমাংশে একস্থানে কবি লিখিয়াছেন ;—

"ত্রিভুবন মে ত্রৈতাপহর তীরথরাজ প্রসিদ্ধ।
প্রগটে মাধবদাস তঁহ মুকুট মুনিন কে সিদ্ধ॥"

বিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতার দিনে একজন বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেরই মহাতীর্থ-ক্ষেত্রে এদেশীয় জনসাধারণ এবং ভিন্নদেশীয় শিক্ষিত সমাজে কিরূপ পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, "মাধববিলাস" গ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বঙ্গের কত অমূল্য রত্ন যে এইরূপে আমাদের চক্ষুর আগোচরে কোন্ নিভৃত স্থানে বিরাজ করেন, আমরা তাহার সংবাদ রাখি না। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁহাদের গৌরবমন্ত্র জীবনের একটি কথা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই "গৌরাঙ্গকুলকুমুদ" মাধবদাস বাবাজীকেই আমাদের মধ্যে অনেকে এখনও হিন্দুস্থানী বলিয়াই জানেন। "মাধো মহারাজ" নামেই তিনি অধিক পরিচিত। তিনি অধিকাংশ ভাগ হিন্দীভাষাতেই কথোপকথন করিতেন। পারস্য ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বাঙ্গালীদিগের সহিতও অনেক সময় তিনি হিন্দীভাষাতেই কথোপকথন করিতেন। এই কারণেও অনেকে তাঁহাকে হিন্দুস্থানী বলিয়া মনে করিতেন।

ইহাঁরই সহাধ্যায়ী এবং বন্ধু স্বর্গীয় কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮২০ অব্দে এলাহাবাদের কীডগঞ্জ পল্লীতে পিতা ৺হরবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। হরবল্লভ বাবু এখানে পার্মিটের কাজ করিতেন। তাঁহার আয় বড় বেশী ছিল না কিন্তু তখন সস্তা-গণ্ডার দিনে তাঁহাতেই তিনি দেশে দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গৃহে দুর্গা ও কালীর প্রতিমা গঠন করাইয়া পূজা হইত। তিনি চরিত্রবান ভক্ত এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু ঘটনা অতি আশ্চর্য্যজনক। আমরা মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যখন হরবল্লভ বাবুকে তাঁহার আদেশে গঙ্গাযাত্রা করাইবার জন্য দারাগঞ্জের ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তিনি পুত্রগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ং জলে নামিয়া স্নান এবং আকণ্ঠ গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া জপ করিতে থাকেন। এদিকে পুত্রগণকে

আদেশ দেন যে যতক্ষণ তিনি জপ করিবেন কেহ যেন তাঁহাকে স্পর্শ বা বিরক্ত না করে। তিনি যখন অবসন্ন হইয়া হেলিয়া পড়িবেন তখন তাঁহাকে ধরিয়া অন্তর্জ্জলির জন্য ঘাটের নিকট লইয়া যাইবে। জপ করিবার কালে হঠাৎ জোরে ঢেউ লাগিয়া তিনি একটু হেলিয়া পড়েন। অমনি পুত্রগণ শশব্যস্তে তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হন। হরবল্লভ বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলেন "এখন সরে যাও, এখনও সময় হয় নাই।" এই বলিয়া পুনরায় ইষ্টমন্ত্র জপে রত হন। ক্ষণকাল পরে অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে তিনি পুত্রগণকে ইঙ্গিতে জানাইয়া চিরনিদ্রামগ্ন হন। ঘাটের উপর হইতে এবং নিম্নে বহু নরনারী অবাক হইয়া এই ঘটনা লক্ষ্য করিতে ছিল। কয়েক জন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন "বাঙ্গালী হোকে এ্যায়সা মরতা হায়"! পূর্ব্বেই একজন প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ এবং ভক্তিমান পুরুষ বলিয়া হরবল্লভ বাবুর প্রতি জনসাধারণের অসীম ভক্তি ছিল; পরে এই ঘটনা রাষ্ট্র হইলে তাঁহার বংশধরগণের প্রতিও সাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল। কালীচরণ বাবু পিতার সাত্ত্বিকভাব এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শৈশব-কাল হইতেই তিনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তখন ক্রমে ক্রমে ইংরজী শিক্ষার প্রচার হইলেও পারস্য ও উর্দ্দু শিক্ষা অপরিহার্য্য ছিল। সুতরাং কিছু বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া এলাহাবাদ দরিয়াবাদের প্রসিদ্ধ মৌলবীদিগের নিকট তিনি পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। ঐ ভাষায় পরে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া ছিল। কিন্তু যখন দেখিলেন যে ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত ইংরেজী দপ্তরে উচ্চ বেতনের কর্ম্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই এবং ইংরেজী অবশ্য শিক্ষনীয় তখন তিনি এলাহাবাদের ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ। অধিক বয়সে ইংরেজী আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু অধ্যবসায় ও প্রতিভা-প্রভাবে ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। অধ্যক্ষ লুইস সাহেব তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই কালীবাবুকে তিনি এক শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে দিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রিয় ছাত্রের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে "আউধ রয়াল অবজারভেটরি (Oudh Royal Observatory) নামক মান মন্দিরের অধ্যক্ষ কর্ণেল উইলকক্স কয়েকজন কর্ম্মচারীর জন্য লুইস সাহেবকে লিখিয়া পাঠান। লুইস সাহেব মাধবদাস বাবাজীর সহিত অন্য যে দুই তিনজন

ছাত্রকে পাঠান, কালীচরণ বাবু তাঁহাদের অন্যতম। সাহেব তিনজনের সহিতই স্বতন্ত্র পরিচয় পত্র দিয়াছিলেন। কালীবাবুকে বিদায় দিবার কালে লুইস্ সাহেব চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। উইলকক্স সাহেবের নিকট তাঁহার কোন কষ্ট না হয় সে জন্য তিনি পরিচয়পত্রে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিলেন, এবং বলিয়া দিলেন "যদি সহস্রলোক একদিকে থাকে আর কালীবাবু অন্যদিকে তাহা হইলে কালীবাবুর কথাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহা আমার বহু পরীক্ষার ফল জানিবেন।" কালীবাবুর কর্ম্মজীবনের কাহিনী লক্ষ্ণৌপ্রবাসী বাঙ্গালী প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

প্রাচীন ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে কর্ণেলগঞ্জনিবাসী স্বর্গীয় যদুনাথ হালদার মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন এবং নবাবের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তিনি ১৮৩২ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং যৌবনের প্রারম্ভেই এতদঞ্চলপ্রবাসী হন। মিউটিনির সময় তিনি বিদ্রোহীদিগের হস্তে পতিত হইয়া পাঁচমাস কাল কারা-রুদ্ধ থাকেন। চতুর্দ্দিকে সন্ধি স্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহার মুক্তিলাভ হয়। তিনি ১৮৫৮ অব্দে সামরিক পুলিশে ভর্ত্তি হইয়া ১৮৬১ অব্দে ইন্‌স্পেক্টর-পদে উন্নীত হন। তিনি পরে গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৮৯ অব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বহুকালব্যাপী অসাধারণ কার্য্যদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ রায়বাহাদুর উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করেন। পুলিশের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরও কিছুকাল তিনি এলাহাবাদের সব রেজিষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সমাজে বিশেষ আদৃত ছিলেন এবং অনেক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। ১৯০৪ অব্দে রায় বাহাদুর যদুনাথ হালদার পরলোকগমন করিয়াছেন।* তাঁহার বংশধরগণ এলাহাবাদেই স্থায়ী হইয়াছেন।

বর্ত্তমান এলাহাবাদ-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সুচিকিৎসক বলিয়া যাঁহারা খ্যাত হইয়াছেন এবং স্বাবলম্বনবলে প্রবাসে প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তিতে অগ্রণী হইয়াছেন, ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে কি কি সদ্‌গুণের বলে এবং

* The Pioneer March 18th, 1904.

অধ্যবসায়ের দ্বারা ক্রমোন্নতি করিয়া এক্ষণে লক্ষপতি হইয়াছেন, তাহা দেশের যুবকগণের চিন্তা ও শিক্ষার বিষয়।

১২৬২ সালের বৈশাখ মাসে ২৪ পরগণার অন্তর্গত পানিহাটি গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে অবিনাশবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিনাশবাবুর পিতামহ মালদহ জেলায় একজন ইংরেজ সিবিলিয়ানের নিকট এবং পিতা কলিকাতা হাইকোর্টে কর্ম্ম করিতেন। উমাচরণ বাবু পেন্সন লইয়া প্রয়াগধামে আসিয়া বাস করেন। তিনি অতিশয় পরোপকারী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

অবিনাশবাবু বাল্যকালে পানিহাটি গ্রামের পাঠশালায় বাঙ্গালা এবং পরে কলিকাতা ভবানীপুরের "লণ্ডন মিশনরী ইনষ্টিটিউসন" বিদ্যালয়ে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। মেধা ও অধ্যবসায়-গুণে তিনি ছয় বৎসরের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চমস্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য কুড়ি টাকা করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। লণ্ডন মিশনরী স্কুলে পড়িবার সময় অবিনাশবাবুর প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তদানীন্তন প্রিন্সিপাল সাহেব অবিনাশবাবুকে উচ্চ-শ্রেণীতে মনিটরি অর্থাৎ সর্দ্দার পোড়োর কাজ করিতে দিতেন এবং তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন।

ইংরেজী ১৮৭৩ অব্দের জুন মাসে অবিনাশবাবু কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি শিক্ষা করিবার জন্য প্রবেশ করেন। এইখানেই তাঁহার প্রতিভা সম্যক রূপে প্রকাশিত হয়। প্রথম বৎসরেই তিনি রসায়নতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব এবং শরীরতত্ত্ব এই তিনটী পরীক্ষায় তিনটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন এবং দ্বিতীয় বৎসরে ভৈষজ্যতত্ত্ব পরীক্ষায় আরও একটী স্বর্ণপদক ও আট টাকা করিয়া দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি লাভ করেন। পরে তিনি তৃতীয় বৎসরের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য বারটাকা বৃত্তি এবং চতুর্থ বৎসরে স্বাস্থ্য-বিধানের পরীক্ষায় একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। চতুর্থ বৎসরেও অবিনাশবাবু প্রথম স্থান অধিকার করাতে এক বৎসরের জন্য ২৬৲ টাকা করিয়া ঢাকার গনিমিঞা-বৃত্তি লাভ করেন এবং প্যাথোলজিক্যাল মিউজিয়মের সহকারী কিউরেটর হইয়া আরও দশ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পঞ্চম বৎসরে তিনি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া তদানীন্তন ডাক্তার চন্দ্র সাহেবের সহকারী হন। অবিনাশবাবু তাঁহাকে গুরুর ন্যায়

মান্য করিতেন। এই পঞ্চম বৎসরে মেডিকেল কলেজের সকল অধ্যাপকই অবিনাশবাবুর বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজের ওয়ার্ডের কার্য্য করিবার সময় তিনি রোগীদের সহিত যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেন এবং রোগীদিগকে আপনার আত্মীয় জ্ঞানে তাহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। দুই বৎসর কাল ডাঃ চন্দ্র সাহেবের সহকারীরূপে কার্য্য করিবার পর অবিনাশবাবু ১৮৮০ সালে জনৈক প্রয়াগপ্রবাসী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার ঔষধালয়ে বসিয়া চিকিৎসা করিবার জন্য এলাহাবাদে গমন করেন। যে সময়ে অবিনাশবাবু এলাহাবাদে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে এক সহস্রাধিক বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট বাঙ্গালী তথায় স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মান সম্ভ্রমও যথেষ্ট ছিল। দেশবাসী-গণের ত কথাই নাই, তদানীন্তন ইংরেজ রাজপুরুষগণও তাঁহাদের বিলক্ষণ খাতির করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বাবু রামকালী চৌধুরী, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলকমল মিত্র, ঈশানচন্দ্র দাস, প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (হাইকোর্টের বর্ত্তমান জজ স্যার প্রমদাচরণ), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী, যদুনাথ গাঙ্গুলী, প্যারীমোহন গাঙ্গুলী, হরিমোহন ঘোষাল, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, অপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, নবীনচন্দ্র গাঙ্গুলী, যদুনাথ হালদার, ডাঃ কালীপদ নন্দী, ডাঃ গিরিশচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, উমাচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী ও যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

বাল্যকালে অবিনাশবাবুর সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। এমন কি তাঁহার লেখাপড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করাও কঠিন ছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে নানা কষ্ট সহ্য করিয়া অধ্যয়নের সকল অসুবিধা দূর করিতে হইয়াছিল। এমন কি সময়ে সময়ে তৈলের অভাবে সন্ধ্যার পর তিনি অধিকক্ষণ গৃহে পাঠাভ্যাস করিবার সুযোগ পাইতেন না। তাঁহার বাটীর সন্নিকটেই টিপু সুলতানের বংশের এক জনের কবর ছিল। সেই কবরের উপর প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মুসলমানেরা প্রদীপ জ্বালিয়া দিত; অবিনাশবাবু প্রত্যহ সেই কবরস্থ প্রদীপের আলোকে বসিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ অভ্যাস করিতেন। পাছে অধিক রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়েন, এই ভয়ে তিনি বাড়ীতে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি দুইটী কাঠি দেওয়ালে

পুঁতিয়া তাহার উপর এক টুকরা কাষ্ঠ রাখিতেন এবং কবরস্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া তাহার উপর পুস্তক রাখিয়া পড়া করিতেন। এই সময় তিনি অনেকগুলি কড়াইভাজা লইয়া বসিতেন এবং যখনই নিদ্রা আসিত তখনই ঐ কড়াইভাজা চিবাইলে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। বাল্যকালে অর্থাভাবে তিনি জামা কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে ক্রমাগত তাহা স্বহস্তে সেলাই করিয়া পরিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে উপহাস করিলে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক হাস্যমুখে বলিতেন—"ছেঁড়া ত দেখা যাইতেছে না; দেখ দেখি কেমন পরিষ্কার সেলাই করিয়াছি।" বাস্তবিক সীবন কার্য্যে অবিনাশবাবু বড় দক্ষ ছিলেন।

শৈশব হইতে অবিনাশবাবুর মাতৃভক্তি অতিশয় প্রবল ছিল, মাতৃ-আজ্ঞা তিনি দৈববাণী স্বরূপ এবং মাতৃবাক্য বেদবাক্য স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহার কাছে তাঁহার গৃহে পরিচিতের যেমন সম্মান ও আদর, অপরিচিতেরও তেমন সম্মান ও আদর। ধনীরও যেমন দরিদ্রেরও তেমন সম্মান ও আদর, বরং দরিদ্রের বেশী। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে তাঁহার ঔষধালয়ে তিনি সমাগত দীন দরিদ্র রোগীদিগকে ব্যবস্থা প্রদান করেন। কতদিন দেখা গিয়াছে যে সেই সময়ে কোন ধনীর বাটী হইতে চিকিৎসার জন্য ডাকিতে আসিলে তিনি বলিয়াছেন যে এই সকল লোক আমার নিকট চিকিৎসিত হইবার জন্য কত দূর দেশ হইতে আসিয়াছে উহাদিগকে না দেখিয়া আমি এখন কোথাও যাইতে পারিব না।

খেরি জেলার অন্তর্গত পানাপুর নামক গ্রামে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া অবিনাশবাবু একখানি বড় বাড়ী সমেত এক খণ্ড জমি খরিদ করিয়াছেন এবং তাহাতে একটী প্রিভেনটোরিয়ম (রোগ-প্রতিষেধ ভবন) খুলিয়া ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের থাকিবার জন্য নানাপ্রকার সুবন্দোবস্তও করিয়াছেন। যে সকল মধ্য-বিত্ত গৃহস্থ অর্থাভাবে আলমোড়া বা ধরমপুর স্বাস্থ্যনিবাসে যাইতে অসমর্থ, তাঁহারা অবিনাশবাবুর প্রতিষ্ঠিত এই প্রিভেনটোরিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এবং অবিনাশবাবুর ন্যায় সুদক্ষ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিলে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে রোগমুক্ত হইতে পারেন এরূপ আশা করা যায়। তিনি সিমলা পাহাড়ের নিকট ধরমপুর ক্ষয়রোগ-চিকিৎসা-আশ্রমে অনেকদিন পর্য্যন্ত বিনাবেতনে রোগীদিগের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। যখন লর্ড হার্ডিং গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ঐ আশ্রম

সাধারণের জন্য খুলিতে আইসেন, অবিনাশবাবু তখন ঐ আশ্রমেই কাজ করিতে-ছিলেন; তিনি লর্ড হার্ডিংকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেখান এবং আশ্রমের কার্য্যকলাপ সমস্তই বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। সেই সময় তাঁহার মনে নিম্নপ্রদেশে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে মধ্যবিত্ত লোকদিগের জন্য এইরূপ একটী আশ্রম খুলিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। রোগীর অবস্থা দেখিয়া রোগের নিদান অনুমান করিতে অবিনাশ-বাবুর বিশেষদক্ষতা আছে এবং প্রায়ই সে অনুমান সত্য হইতে দেখা গিয়াছে। প্রায়ই দেখা যায় যে অবিনাশবাবু পথ্যাদির গুণে অর্দ্ধেক রোগ আরাম করেন। এ প্রদেশে তাঁহার উপর লোকের প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে।

অবিনাশবাবুর উপর স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের এতদূর বিশ্বাস ছিল যে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল তাঁহাকে তাঁহার চিকিৎসার জন্য মাসিক দেড় হাজার টাকা দিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় যেখানে যাইতেন, অবিনাশবাবুকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত জজ মাননীয় ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরও অবিনাশবাবুর চিকিৎসার উপর যথেষ্ট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। এমন কি তাঁহার অথবা তাঁহার বাটীর কাহারও কঠিন পীড়া হইলে অবিনাশবাবুকে কলিকাতায় যাইতে হয়। কলিকাতা নগরীতে অনেক গণ্যমান্য চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও যে, জজ মহোদয় তাঁহার চিকিৎসাধীন হয়েন, ইহা অবিনাশ বাবুর পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে। অবিনাশবাবুর চিকিৎসা যুক্তপ্রদেশেই বদ্ধ নহে; বেহারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও তাঁহার চিকিৎসার পক্ষপাতী। দ্বারবঙ্গের মহারাজা, বেথিয়ার মহারাণী, রাজা-সাহেব মহম্মদাবাদ, বস্তি জেলার সন্নিকটস্থ বাঁশীর রাজা, মাড়ার রাজা, মঝৌলির রাণী, প্রতাপগড়ের রাণী, প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার চিকিৎসাধীন থাকেন।

ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতী পুরুষ, বার্দ্ধক্যেও তাঁহার শিখিবার চেষ্টার শেষ নাই। রোগের উৎপত্তি ও তাহার প্রতিকার নির্দ্ধারণ বিষয়ে নিয়তই তাঁহার চিত্ত ব্যাপৃত আছে। অধ্যয়নস্পৃহা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী; তাঁহার অধ্যয়ন কেবল চিকিৎসাগ্রন্থের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সাধারণ সাহিত্য এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠে তিনি অবসরকাল অতিবাহিত করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

প্রতি বৎসর ঐ টাকায় যাহা কিছু সুদ হইবে তাহা বি, এস্ সি পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বপ্রথম ছাত্রের প্রাপ্য হইবে।

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য-মন্দিরের একটী বৃদ্ধ ভৃত্য ছিল। একবার সে ব্যক্তি কঠিন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। দরিদ্র অর্থাভাবে সুচিকিৎসার অধীন হইতে না পারিয়া রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাসায় পড়িয়া থাকে। হাঁসপাতালেও যাইতে চাহে নাই। ভৃত্যটী অতিশয় সৎস্বভাব এবং বিশ্বাসী ছিল। প্রথমাবধি সে অক্লান্ত ভাবে সাহিত্য-মন্দিরের সেবা করিয়া আসিয়াছিল। তাহার ওরূপ অবস্থার সংবাদ পাইয়া আমি ডাক্তার অবিনাশ বাবুকে জানাই এবং বৃদ্ধের চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করি। দরিদ্রের অবস্থা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয়। তখন তাঁহার গাড়ী কোন কারণে ঔষধালয়ের সম্মুখে উপস্থিত না থাকায় তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমার সহিত ভৃত্যের বাড়ী উপস্থিত হন এবং অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া নিজের ঔষধালয় হইতে বিনামূল্যে ব্যবস্থামত সমস্ত ঔষধ দান করেন। বৃদ্ধ সে-যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল।

প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তের বৎসর এলাহাবাদে ছিলেন। অবিনাশ বাবুর সঙ্গে তাঁহার প্রায় দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হইত। তিনি বলেন, "অবিনাশ বাবুর মুখে কখনও পরনিন্দা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পরনিন্দাবিমুখতা বেশী লোকের মধ্যে দেখা যায় না।"

অবিনাশ বাবুর এলাহাবাদে আসিবার ৪ বৎসর পরে অধুনা লক্ষ্ণৌপ্রবাসী ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহ্‌দেদার রায় বাহাদুর এখানে আগমন করেন। খুল্‌না জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর নামক গ্রামে ১৮৫৬ অব্দের ৭ই জানুয়ারি ডাক্তার ওহ-দেদারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺কালীনাথ ওহদেদার বারাণসীর সরকারী হাঁসপাতালে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন। সে সময় তিনি কাশীর একজন নামজাদা ডাক্তার ছিলেন। পুত্রের বয়ঃক্রম যখন পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন তিনি তাঁহাকে শ্রীপুর হইতে আনাইয়া আপনার নিকট রাখিলেন এবং নিজের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেই সময় হইতেই ডাক্তার ওহদেদার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রবাসী হইয়াছেন। তিনি কিছুদিন কুইন্‌স্ কলেজ এবং কিছুকাল জয়নারায়ণ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭১ অব্দে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে
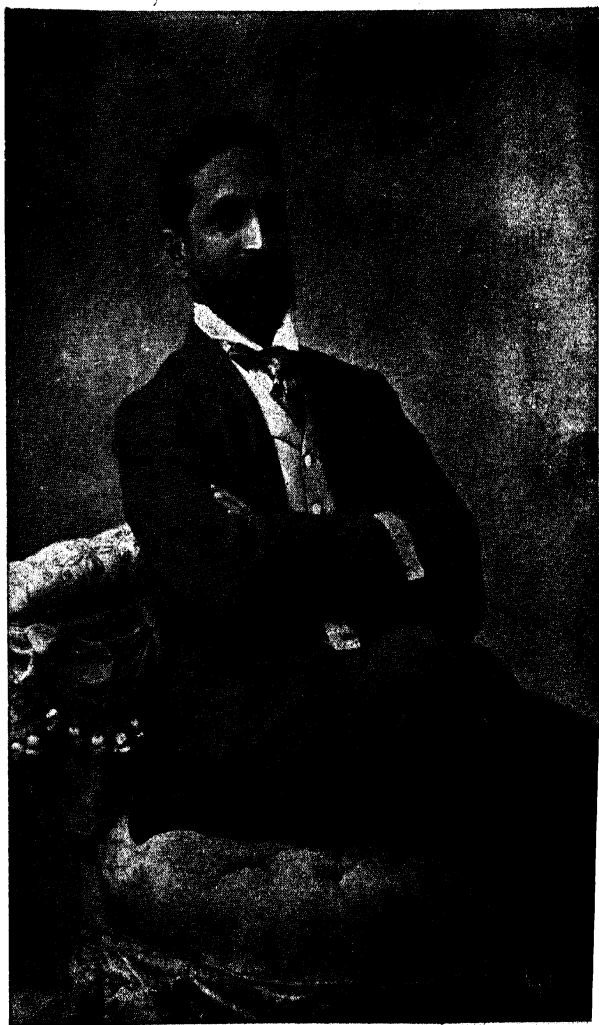
ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ গুহ্ দেদার, রায় বাহাদুর

(পৃষ্ঠা ১২০)

প্রবেশ করেন। এখান হইতে তিনি ১৮৭৪ অব্দে লাহোর মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন, এবং কলেজের প্রথম এল, এম, এস. পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। ২য় পরীক্ষায় তিনি ভৈষজ্য ও ধাত্রীবিদ্যায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং ১৮৭৯ অব্দে স্থানীয় কেলেজ-রুগ্নাবাসের সহকারী চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। ইহার দুই মাস পরে তিনি গাড়ওয়াল পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীনগর তীর্থযাত্রীদিগের রুগ্নাবাসের ভারগ্রহণ করিয়া এই প্রদেশের স্থায়ী অধিবাসী হন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীনগর হাঁস-পাতালের উপর স্থানীয় লোকদিগের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ছিল না, বহুদিনের মধ্যেও অস্ত্রচিকিৎসার জন্য কেহ হাঁসপাতালে আশ্রয় লয় নাই। উহা যন পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগের বিষনয়নে পড়িয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার ওহদেদার যে দিন হইতে ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, তদবধি ইহার সুদিন আসিল। হাঁসপাতালের কার্য্যকারিতা এবং আবশ্যকতা সাধারণে উপলব্ধি করিতে লাগিল। একে একে রোগী আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল এবং ক্রমে কঠিন হইতে কঠিন-তর রোগের চিকিৎসা হইতে আরম্ভ হইল। ব্রিগেড সার্জ্জন ওয়াট্সন্ এম্ ডি রুগ্নাবাস পরিদর্শন করিয়া ১৮৮১ অব্দে গাড়ওয়ালের সীনিয়র এসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাহাদুরকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি বলেন :—

"I have the honour to report for the information of the Commissioner of the Division that I have inspected the Dispensaries of Srinagar, Karnapryag and Ganai on behalf of the Surgeon-General N. W. P. and Oudh. I was exceedingly struck by the improvement in the management of the Srinagar Dispensary under Asstt. Surgeon Mohendra Nath Ohdedar. * * Asstt. Surgeon Mohendra Nath Ohdedar is popular in this place, and with his subordinates is doing excellent surgical work.".........

এই পত্রে তিনি, ডাক্তার ওহদেদার যে সকল অতি কঠিন অস্ত্রচিকিৎসা করিয়াছেন, তাহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এখানে চোখের ছানি কাটাইবার জন্য কোন রোগী আসে নাই; কিন্তু যে কয়েকটী রোগী ছানি কাটাইতে আসিয়াছিল, ডাক্তার ওহদেদার তাহাদের চক্ষে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহার যশ বৃদ্ধি হয়।

কুমায়ুন বিভাগের কমিশনর সার হেন্‌রি রামজে মহোদয় তাঁহার কার্য্যে এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে গাড়ওয়াল বিভাগের যাবতীয় তীর্থযাত্রীদিগের রুগ্নাবাসের তত্ত্বাবধায়ক পদে উচ্চ বেতনে নিযুক্ত করিতে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পরে সে প্রস্তাব চাপা পড়িয়া যায়। অতঃপর কোন ভাল জায়গায় তাঁহাকে বদলি না করিলে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন এইরূপ মনস্থ করেন এবং তিন মাসের অবকাশগ্রহণ করেন। কিন্তু অবকাশকালের মধ্যেই তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে বিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হইয়া বারাণসী গমন করেন। ঐ পদে এবং ঐ স্থানে তাঁহার পিতা ১৭ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ অব্দে ডাক্তার ওহদেদার এলাহাবাদে বদলি হন এবং কল্‌বিন হাঁসপাতালের স্ত্রীরুগ্নাগারের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ অব্দে তিনি সপ্তবার্ষিকী শেষপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদিগের প্রথমশ্রেণীভুক্ত হন। তিনি স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় এবং সদ্‌গুণের প্রভাবে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে সমকক্ষের ন্যায় সম্মানের চক্ষে এবং বন্ধু ভাবে দেখিয়া থাকেন। ১৮৮৮ অব্দে স্থানীয় ডফারিন কমিটি তাঁহাকে সম্মানিত সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন। ইহার সংশ্লিষ্ট রুগ্নাবাস তাঁহার প্রযত্নে ও পরিচালনায় প্রভূত উন্নতি করে। ১৮৮৯ অব্দের এপ্রেল মাসে তৎকালীন সিভিলসার্জ্জন ডাঃ এ ক্যামিরন সাহেব কম্পাউণ্ডরী ও ধাত্রীশিক্ষার জন্য এখানে এক শিক্ষাগার স্থাপন করেন। এই শ্রেণীতে ডাঃ ওহদেদার প্রত্যহ শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁহার ছাত্র ও ছাত্রীগণের জন্য উর্দ্দূভাষায় ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে একখানি পুস্তকও প্রণয়ন করেন। ঐ পুস্তক অভিজ্ঞজনগণের নিকট প্রশংসালাভ করিয়াছে। শিক্ষাদানের জন্য তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার ছাত্র এবং ছাত্রীগণ পরীক্ষায় উচ্চস্থানসকল অধিকার করিয়া যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন রুগ্নাবাসে দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিতেছেন। এ প্রদেশে তাঁহাদের এতই প্রয়োজন হইয়াছিল যে তাঁহাদের পঠদ্দশাতেই নানা স্থানের রুগ্নাবাসে নিয়োগ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট চতুর্দ্দিক হইতে অনুরোধপত্র আসিতেছিল এবং কতদিনে তাঁহারা কর্ম্মক্ষম হইবেন এ সম্বন্ধে ছোট লাট বাহাদুর বারম্বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ছোট লাট

সার অক্‌ল্যাণ্ড কল্‌বিন বাহাদুর ১৮৯১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নূতন ডফরিন রুগ্নাবাসের কার্য্যারম্ভকালে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন :—

"The nurses trained here are already in great request in other parts of the province and I am constantly asked to tell when Dr. Ohdedar will be able to spare his pupils to take up work in some of the Hospitals in the interiors". *

ডাক্তার ওহদেদারের পরিচালনায় হাঁসপাতালের উন্নতি ও তৎপ্রতি জনানুরাগ দেখিয়া লাট বাহাদুর তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেন ও তাঁহার প্রশংসা করেন।

ডাক্তার ওহদেদারের কার্য্য যে কেবল চিকিৎসা বিভাগেই বদ্ধ আছে তাহা নহে, তিনি জনহিতকর কার্য্যেও যোগদান করেন এবং যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহা সাহস, উদ্যম এবং অধ্যবসায়ের সহিত সুসম্পন্ন করেন। তিনি এলাহাবাদস্থ ভারতবর্ষীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী সভাপতি এবং "এঙ্‌লো বেঙ্গলি স্কুলের" সম্মানিত সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদকতায় বিদ্যালয় যে সমূহ উন্নতি করিয়াছে তাহা স্থানীয় জনসাধারণের অবিদিত নাই। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ এবং তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহাদি কার্য্য যত শীঘ্র সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার উদ্যম ও যত্ন ব্যতিরেকে সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। বিদ্যালয়ের উন্নতির প্রতি তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট শ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন। সুখের বিষয় তাঁহার শ্রম ব্যর্থ যায় নাই। বিদ্যালয়ের কার্য্যভার সুযোগ্য হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় তাহার ক্রমোন্নতি হইতেছে।

ডাক্তার ওহদেদার নিজগুণে বহুজনপ্রিয় হইতে পারিয়াছেন। কি য়ুরোপীয় সমাজে, কি জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে। সুযোগ পাইলে সরকার বাহাদুরও তাঁহাকে সম্মানিত করিতে বিস্মৃত হন না। তিনি ১৮৮৬ অব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অস্ত্রআইনের বন্ধন হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন, ১৮৮৯ অব্দে এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির কমিশনর পদে নির্ব্বাচিত, পরে দুইবার বোর্ডের সভ্যপদে বৃত এবং টীকা-বিভাগের (Vaccination Depot.) ভার প্রাপ্ত হন।

* The Pioneer, 18th February. 1881.

১৮৯৩ অব্দে তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন; ১৮৯৭ অব্দের জুলাই মাসে এলাহাবাদ ভলণ্টিয়ার রাইফ্‌ল কোরের সার্জ্জন লেফ্‌টেনণ্ট এবং মেডিকেল অফিসারের পদে উন্নীত হন; ১৮৯৯ অব্দের মার্চ্চ মাসে অস্থায়ী সিভিল সার্জ্জনের পদ প্রাপ্ত হন; ১৯০০ অব্দের শেষভাগে আউধ লাইট হর্স ভলণ্টিয়ার কোরের সার্জ্জন ক্যাপ্টেনের পদে অভিষিক্ত হন; ১৯০৩ অব্দে স্থায়ী সিভিল সার্জ্জনের পদলাভ করেন এবং পরে বড়লাট বাহাদুরের অন্যতম সম্মানিত এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত হন। তিনি ফ্রীমেসন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কার্য্য ও সাহিত্যসেবা করিয়া থাকেন। ইংরাজিতে তিনি মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লেখেন। তাঁহার সাময়িক প্রবন্ধগুলি অভিজ্ঞ সমাজে আদৃত হয়। বঙ্গসাহিত্যে যে তাঁহার অনুরাগ নাই তাহা নহে; তিনি নানাকার্য্যের মধ্যেও বঙ্গভাষার মাসিকপত্র পাঠ করিয়া থাকেন এবং এলাহাবাদে অবস্থানকালে স্থানীয় প্রয়াগবঙ্গসাহিত্য মন্দিরে অর্থ, পুস্তক ও সহানুভূতিদানে সাহায্য করিতেন। য়ূরোপ হইতে কোন বিখ্যাত চিকিৎসক ভারতে আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার এবং কোন সুকঠিন অভিনব অস্ত্রচিকিৎসার সংবাদ পাইলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার সুযোগ তিনি ত্যাগ করেন না। এসম্বন্ধে তিনি অনেক শিক্ষাভিমানীর শিক্ষাস্থল। অস্ত্র-চিকিৎসায় তাঁহার এতদূর সুনাম আছে যে, লোকে বহুদূর দূরান্তর হইতে আসিয়া তাঁহার চিকিৎসাধীন হয়। চক্ষু-চিকিৎসায় ডাক্তার হলের যেরূপ প্রাদেশিক খ্যাতি অস্ত্র-চিকিৎসায় ডাক্তার ওহদেদারের তদ্রূপ। বড় বড় ডাক্তারগণ কঠিন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমরা 'হিন্দুস্থান রিভিউ' এ পড়িয়াছি যে তিনি হাইড্রোসীলের (জল দোষ) অস্ত্রচিকিৎসার এক অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন; এ পর্য্যন্ত যে উপায়ে অস্ত্র প্রয়োগ ও চিকিৎসা হইতেছিল তাঁহার প্রণালী তদপেক্ষা সরল ও উন্নততর। ডাক্তার ওহদেদার বড়বাঁকি জেলার সিভিল সার্জ্জন হইয়া যান। এই পদেও তাঁহার যশ অল্প হয় নাই। এক্ষণে তিনি পেন্‌সন লইয়া অযোধ্যাপ্রদেশপ্রবাসী হইয়াছেন। প্রাচীন রাজধানী লক্ষ্ণৌ এক্ষণে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইয়াছে।

যে সকল সদ্‌গুণের অভাবে ভারতীয় অনেক জাতি ঘরে বাহিরে লাঞ্ছিত এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কলঙ্কিত, সেই সকল দুর্লভগুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। সৎ-

সাহস, উদ্যম ও অধ্যবসায়, সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং তৎপরতা, একদিকে তেজস্বিতা, অন্যদিকে শিষ্টাচার প্রভৃতি গুণাবলী তাঁহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও অন্তরে বাঙ্গালী, ধর্ম্মে অসাম্প্রদায়িক এবং সারল্যে শিশু সম। ডাক্তার ওহদেদার তাঁহার এই অনন্যসাধারণ গুণ-রাশিতেই বর্ত্তমান বাঙ্গালী-বিদ্বেষের দিনে এতদঞ্চলবাসী জনসাধারণের মধ্যে এবং য়ুরোপীয় ও য়ুরেশিয় উচ্চসমাজে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অনন্যসুলভ সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। স্বয়ং ছোটলাট বাহাদুর তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেই ইহার নিদর্শন আছে। সার অকল্যাণ্ড কল্‌বিন বাহাদুর লিখিয়াছেন * :—

"Dear Dr. Ohdedar,—I write a line to express to you my great pleasure at the Viceroy having agreed to accept my recommendation that you should receive the distinction of Rai Bahadur, which was notified in Saturday's Gazette.

Your labours in the interests of your contrymen and women deserve a better recognition than that which the Government can give them ; and personally it is a source of great gratification to me to have been able to give you proof of my strong sense of your services on behalf of the Dufferin Association.

Yours Sincerely
AUCKLAND COLVIN."

যে সময় ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদে পদার্পণ করেন, তখন তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথায় অবস্থিতি করিতে ছিলেন। অবিনাশ বাবু আসিবার পরবৎসর অর্থাৎ ১৮৮২ অব্দে বঙ্গের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদ আগমন করেন এবং কিছুদিন তাঁহার আত্মীয় উক্ত ডাক্তার ব্রজনাথ বাবুর বাড়ী থাকিয়া সাহগঞ্জ পল্লীতে সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৭৯ অব্দের কলিকাতা শিল্প প্রদর্শনীতে (Calcutta Fine Art Exhibition) তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে তিনি যে তৈলচিত্রখানি প্রদর্শন করেন তাহা প্রদর্শনী-সভাকর্ত্তৃক "The best figure

* The Indian Medical Record, December 1st 1895. Page 391.

subject in oil by a native of India" অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। এবং তিনি তজ্জন্য একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বড়লাট লর্ড লিটন বাহাদুর ঐ সভায় সভাপতি এবং ছোট লাট স্যার এষলি ইডেন মহোদয় সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং কলিকাতা আর্ট-স্কুলের সুযোগ্য অধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত লক সাহেবের মত বিশেষজ্ঞগণ সভার সদস্য ছিলেন। বামাপদবাবু এলাহাবাদকে স্বীয় কর্ম্মের কেন্দ্রস্থান করিয়া উত্তরপশ্চিম, অযোধ্যা, পঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকেন এবং কার্য্যাবসানে মধ্যে মধ্যে এলাহাবাদ আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে তিনি পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিলাত হইতে নানা রঙ্গে ছাপাইয়া লইতে মনস্থ করেন। কিন্তু নানা কারণে তখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

এখান হইতে তিনি লক্ষ্ণৌ যান। তথায় ডাক্তার রায় রামলাল চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এবং ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক পরে কলিকাতা British Indian Associationএর সহকারী সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে তিনি Tribune পত্রিকার তৎকালীন সহকারী সম্পাদক বাবু সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরে আমেরিকা প্রবাসী এক্ষণে পরলোকগত বাবা প্রেমানন্দ ভারতী) মহাশয়ের যত্নে লাহোর যাত্রা করেন। এখানে আসিয়া চীফ কোর্টের (Chief Court) জজ পণ্ডিত রামনারায়ণ, মাননীয় জষ্টিস প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর এবং সর্দ্দার দয়াল সিং প্রমুখ কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির চিত্র অঙ্কিত করেন। একবার লাহোর আর্ট স্কুল দেখিতে যাইবার কালে তথাকার অধ্যক্ষ মিষ্টার কিপলিংএর সহিত চিত্র-বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার আলাপ হয়। বামাপদ বাবুর পরিচয় পাইয়া প্রিন্সিপাল কিপ্লিং স্বীয় ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন "একজন বাঙ্গালী চিত্রকর এতদূর আসিয়া তোমাদের নগরে চিত্র-বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন আর তোমরা কি করিতেছ?" ইহাতে ছাত্রগণ ঈর্ষান্বিত অথবা উৎসাহযুক্ত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু বামাপদ বাবু লাহোরের অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা যথেষ্ট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সর্দ্দার দয়াল সিংহ প্রভৃতির প্রশংসাপত্র তাহার সাক্ষ্য দান করে।

লাহোর ত্যাগ করিয়া তিনি অমৃতসহর, আম্বালা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, আলিগড়, গোয়ালিয়র, ভরতপুর, ধোলপুর, আলওয়ার, জয়পুর প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া রাজা মহারাজাগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া যশ এবং অর্থলাভ করেন এবং সর্ব্বত্রই সকলকে সন্তোষ দান করেন। জয়পুরে রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন কাজ হয় নাই। পরে মহারাজের তৎকালীন খাসমন্ত্রী রাও সংসারচন্দ্র সেন বাহাদুরের সাহায্যে তিনি মহারাজা মাধো সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে বামাপদ বাবুর পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। বামাপদ বাবু আরও কিছুকাল এলাহাবাদে থাকিয়া এবং পশ্চিমাঞ্চলের আরও কয়েক স্থান ঘুরিয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করেন। তিনি কলিকাতায় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাননীয় জজ সার রমেশচন্দ্র মিত্র, মিররসম্পাদক মাননীয় নরেন্দ্রনাথ সেন, রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, স্বর্গীয় মিঃ মনোমোহন ঘোষ এবং মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর— দ্বারবঙ্গের স্বর্গীয় মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর, মুর্শিদাবাদ নসীপুরের মাননীয় মহারাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর প্রমুখ রাজা ও ভূম্যধিকারীর এবং এডভোকেট জেনারেল মাননীয় উডরফ, কলিকাতা কর্পোরেসনের সভাপতি লী সাহেব, সাহাবাদের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসনস্ জজ গুডেয়ার ডে সাহেব, হাই-কোর্টের রেজিষ্ট্রার মিঃ বেলচেম্বার্স প্রমুখ কয়েকজন য়ুরোপীয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন।

কয়েকবৎসর পরে রাজা রবিবর্ম্মার অঙ্কিত চিত্রাদি দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-কল্পনা অর্থাৎ পৌরাণিক চিত্র প্রকাশের ইচ্ছা নবীভূত হইয়া উঠে। ১৮৯০ অব্দে তিনি তাঁহার চিত্রিত "অর্জ্জুন ও উর্ব্বশী" এবং "উত্তরার নিকট অভিমন্যুর বিদায়" নামক দুইখানি চিত্র ছাপাইবার জন্য য়ুরোপে পাঠান। কলিকাতার জনৈক উদারহৃদয় এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এবিষয়ে তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। 'প্রবাসীতে' ঐ দুইখানি ছবিই প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশ্য এই দুইখানি পৌরাণিক চিত্র হইতে বামাপদ বাবুর চিত্রাঙ্কণ প্রতিভার বিচার করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। এসম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন

"ছবিগুলির ছাপা যদিও মন্দ হয় নাই তথাচ মূল ছবির ন্যায় তত ভাল হয় নাই, ছাপান ছবিতে কএকটী দোষ স্পষ্টই দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহার কোন উপায় নাই—অনেক চেষ্টা করিয়াও সংশোধন করাইতে পারি নাই; এদিকে সংশোধন করাইবার জন্য কিছু বেশী খরচ হইয়াছিল।" ১৮৭৯ অব্দের যে সুকুমার-শিল্পপ্রদর্শনীতে তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈলচিত্রের জন্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ১৯০২ অব্দে পুনরায় সেই প্রদর্শনীতে তিনি বর্ত্তমান সম্রাটের প্রতিকৃতি, "কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠে জলঙ্গীতে সূর্য্যাস্ত" এবং মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে "আসন্নঝড়" এর দৃশ্য প্রেরণ করেন। প্রদর্শনীতে রক্ষিত বহু চিত্রকরের অসংখ্য চিত্রের মধ্যে বামাপদ বাবুর চিত্রই সকলের চিত্ত সমধিক আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এবং দর্শকবৃন্দের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ ও প্রদর্শনীসভাদত্ত স্বর্ণপদক তাঁহার পরিশ্রম সার্থক করে। * "The Indian Daily News." এতদুপলক্ষে লেখেন—

"* * Mr. B. P. Banerjee, the artist who carried away the gold medal in the Fine Art Exhibition, Calcutta, and who has painted the portraits of some of the leading Chiefs and Rulers of India, had a beautiful collection of oil paintings on view. The centre piece of the stall contained an exceptionally fine portrait in oils of the King-Emperor in full Court robes, worn at the opening of Parliament, a likeness which is strikingly correct. This was copied from a cabinet photo and does the artist every credit. There were two other pictures exhibited by the same gentleman, which are deserving of special mention. They are 'Sunset at Jalanghee near Krishnagar', and 'Approaching Storm'—a scene depicted near Murshidabad."

প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা যখন ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন তাঁহাদের সমাজগঠন, ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। এখন এলাহাবাদ চকের মধ্যস্থলে যথায় অক্‌ট্রয় (Octroi) অফিস আছে, পূর্ব্বে তথায় পুরাতন কোতওয়ালী ছিল। গবর্ণমেণ্টের জেলা-স্কুল সেই কোতওয়ালীর মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা ১৮৬৫।৬ অব্দের কথা। তাহার বহুপূর্ব্বে কীডগঞ্জ

* The Indian Daily News. 13th March 1902.

ও কর্ণেলগঞ্জ নামক পল্লীতে সাধারণের চাঁদায় এবং প্রধানতঃ বাবু নীলকমল মিত্র ও বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের অর্থসাহায্যে তুইটী স্কুল প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। আর একটী স্কুল কোটাপার্চ্চাস্থ বৈজা বাইএর মন্দিরের নিকট ছিল। ঐ স্কুলে লক্ষ্ণৌএর রেসিডেন্সীর ট্রেজারার ৺কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী সাধু মাধবদাস বাবাজী শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এখন আর সে স্কুলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই তিনটী এবং খৃষ্টীয় মিশনরী-দিগের প্রতিষ্ঠিত "যমুনা মিশন স্কুল" তৎকালীন স্থানীয় অভাব দূর করিবার পক্ষে তখন যথেষ্ট ছিল। ক্রমে শিক্ষাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানতঃ বাঙ্গালী-দিগের চেষ্টার স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে কলেজ স্থাপিত হয়। যথাস্থানে সে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বলা বাহুল্য উক্ত কলেজ স্থাপনার মূলেও ছিলেন কতিপয় প্রবাসী বাঙ্গালী।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ মিঃ নক্‌স ১৯০০ সালে একদিবস বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"The man who founded a school left worthier descendants to perpetuate his name than one who merely left sons and daughters." কলিকাতার 'গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল' (The Oriental Seminary) এই বচনের জ্বলন্ত সাক্ষ্য। প্রয়াগের 'এংলো বেঙ্গলী স্কুল,' বারাণসীর 'জয়নারায়ণ কলেজ' এবং লক্ষ্ণৌএর কুইন্স স্কুল (Queen's Anglo-Sanskrit School) প্রভৃতি এ প্রদেশে তদ্রূপ প্রবাসী বাঙ্গালীর কীর্ত্তি।

এলাহাবাদ 'এংলো বেঙ্গলী স্কুলের' প্রতিষ্ঠাতা ৺শীতল প্রসাদ গুপ্ত ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২৮এ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺কালিদাস গুপ্ত বারাণসীর একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। ইঁহারা বহুদিন হইতে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া কাশীপ্রবাসী হন। শীতল বাবু বারাণসী কলেজে শিক্ষাসমাপ্ত করিয়া এবং সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঊনবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে (১৮৪৫ অব্দে) স্থানীয় কলীজিয়েট স্কুলের একজন শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপরে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হইয়া মির্জ্জাপুর গমন করেন। এখানে বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর অবসরকালে ছাত্রগণকে নিজগৃহে বিনাবেতনে পড়াইতেন। প্রাচীনদিগের নিকট তিনি শীতল মাষ্টার বলিয়া

প্রসিদ্ধ ছিলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের অনুবাদকের পদলাভ করিয়া তিনি প্রয়াগপ্রবাসী হন এবং এখানে শাহগঞ্জ পল্লীতে স্থায়ী বাসস্থাপন করেন। ১৮৮৩ অব্দে ৫৭ বৎসর বয়সে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ করেন। অনুবাদকের কার্য্যে তিনি এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে, সে সময়ে ঐ কার্য্যে তাঁহার সমকক্ষ এখানে আর কেহই ছিলেন না। পেন্সন গ্রহণ করিলেও আদালত এজন্য তাঁহাকে গৃহে বসিয়া অনুবাদের কার্য্য করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কয়েকবার তাঁহাকে বিচারবিভাগে কর্ম্ম দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু অবসরকাল শান্তিতে কাটাইবেন বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন নাই। অল্পবয়সে তাঁহার কবিত্বশক্তি বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার সমসাময়িক কোন কোন সংবাদ ও সাময়িক পত্রে তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। শীতল বাবু খুব বলবান পুরুষ ছিলেন। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন এবং বালকগণকে ব্যায়াম দ্বারা শারীরিক বলবৃদ্ধি করিতে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজে আজীবন নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস রাখিয়াছিলেন এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম যত্নের সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৬ অব্দের ১৬ই এপ্রেল তারিখে ৭১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু বালিকাদিগের খ্রীষ্টান মিশনরীদিগের বিদ্যালয়গমনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সে সময় বালিকাদিগের স্বতন্ত্র বিদ্যালয় না থাকায় তিনি নিজে তাঁহার কন্যা এবং বিধবা ভগ্নীদিগকে বাঙ্গালা, হিন্দী এবং ইংরেজী শিক্ষা দিতেন। এ প্রদেশে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। তিনি স্থানীয় সকল সদনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। "সাহস" বলিয়া যে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইত, শীতল বাবু তাহার একজন প্রধান প্রবর্ত্তক। যখন বঙ্গভাষায় ইহার সম্পাদনকার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়িল, তখন উহাকে ইংরেজী কাগজে পরিবর্ত্তিত করিয়া তিনি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺রজনীকান্ত গুপ্ত দক্ষতার সহিত উহার সম্পাদকতা করেন। পরে ঐ কাগজ খানি "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান" এই নাম গ্রহণ করে এবং রজনী বাবুর অকালমৃত্যুতে শীতল বাবু উহা এক যৌথ কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করেন। শীতল বাবু এখানে "বৈবাহিক-কুরীতি-নিবারিণী-সভা" নামে একটী সমাজসংস্কারক সভা সংস্থাপিত করেন। সভার নিয়মানুসারে সভ্যগণকে এই

বলিয়া একটী প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখত করিতে হইত যে কন্যা বা বরপক্ষীয় এতদুভয়ের মধ্যে প্রদাতার সামর্থ্যের অতিরিক্ত অর্থগ্রহণ করা হইবে না—সম্প্রদাতা স্বেচ্ছায় যাহা দিবেন তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞাপত্রে তিন সহস্র ব্যক্তি নাম দস্তখত করিয়াছিলেন। কিছুকাল সভার কার্য্য উত্তমরূপে চলিয়াছিল। স্বজাতির প্রতি তাঁহার কেমন একটা আন্তরিক টান ছিল। বাঙ্গালী ছেলেদের শিক্ষার প্রতি সর্ব্বদা তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। সময় এবং আরামের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অনেক ছেলেকে তিনি আনন্দের সহিত পাঠ বলিয়া দিতেন এবং নানা প্রকারে তাহাদের শিক্ষার সহায়তা করিতেন। কাশীর "বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুল"এর প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ছিলেন। এলাহাবাদ "এংলো বেঙ্গলী স্কুলের" তিনিই একরূপ প্রতিষ্ঠাতা। প্রয়াগদূত সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন মৈত্র মহাশয় ইহার অন্যতর স্থাপয়িতা এবং প্রথম সেক্রেটরী। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে শীতল বাবুর বাটিতে পাঁচজন মাত্র বাঙ্গালী বালক লইয়া একটী পাঠশালা খুলা হয়। বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ঐ পাঠশালায় প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮২ অব্দে ছাত্রসংখ্যা চল্লিশ হইলে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইয়া ৪ঠা নবেম্বর তারিখে ইহার পুনর্গঠন করেন। তখন বিদ্যালয়টীকে এণ্ট্রেন্স স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত বিভক্ত করা হয় এবং 'বাঙ্গালা স্কুল' এই নাম প্রদত্ত হয়। তখন নিম্নতম শ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় শিক্ষা দেওয়া হইত। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সমস্তই বাঙ্গালায় অধীত হইত। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে ইহা এণ্ট্রেন্স স্কুলে উন্নীত হয় এবং সেই বৎসরেই প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রেরিত ৫ জন ছাত্রই উত্তীর্ণ হয়। এই বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র উত্তরকালে কৃতী হইয়াছেন।

মহেশ বাবু বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণের প্রস্তাব প্রথমে উত্থাপিত করেন। তিনি এজন্য আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগে প্রথমে চাঁদা সংগ্রহ করেন। প্রায় ৫০০৲ টাকা চাঁদা উঠিলে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করেন। মহেশ বাবু এখানে অষ্টদশাধিক বর্ষকাল সুনামের সহিত কর্ম্ম করিয়া অবসরগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়গৃহে তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়াছে। ৺শীতলপ্রসাদ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত মধুসূদন মৈত্র মহাশয়দ্বয়ের প্রতিকৃতি এই সঙ্গে রক্ষিত হইলে প্রতিষ্ঠাতৃদ্বয়ের পূতস্মৃতি চিরজাগরুক থাকিত।

মধুসূদন বাবুর পর স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নব উদ্যম ও দক্ষতার সহিত ইহার সম্পাদকতা করেন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে স্থানীয় প্রখ্যাত ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, ডাক্তার এস্ পি রায় এম্ বি, এফ্, আর, সি, এস্, বড়বাঁকীর ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন অধুনা লক্ষ্ণৌ প্রবাসী রায় মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার বাহাদুর সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। ডাক্তার ওহদেদারের সময় বিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এক্ষণে যে সুন্দর অট্টালিকাললাটে "এংলো বেঙ্গলী স্কুল" নামকরণ করিয়া শোভা পাইতেছে, ইঁহারই সময় তাহার পত্তন হয়। স্থানীয় হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় ইহার বর্ত্তমান সুযোগ্য সেক্রেটরী। ইঁহার সময়ে এই বিদ্যালয়ের অনেক সংস্কার হইয়াছে। কিন্তু যিনি বহু বর্ষাবধি ইহার উন্নতি এবং পরিচালনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন, তিনি এই বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় বি, এ,। প্রবাসী বাঙ্গালীর পরিচালিত এই বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদন এবং বর্ষে বর্ষে ইহার পরীক্ষাফল দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট এবং রাজকীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী বিশেষ সন্তোষপ্রকাশ এবং ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। অনাবশ্যক বোধে সে সকল এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। এই বিদ্যালয় প্রবাসীর একটী কীর্ত্তিমন্দির। এক পার্শ্বে যোদ্ধা মুন্সেফের প্রকাণ্ড উদ্যানসংলগ্ন অট্টালিকা এবং অপর পার্শ্বে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণমধ্যস্থ সৌধ রাখিয়া রাজপথ অতিক্রম করিতে কোন্ হৃদয়বান্ বাঙ্গালীর প্রাণ ক্ষণকালের জন্যও জাতীয় গৌরবে স্পন্দিত না হয়?

"Anglo-Bengali School" এর ন্যায় "The Indian Girl's Free High School" প্রবাসী বাঙ্গালীর আর একটী সদনুষ্ঠান। স্থানীয় মুন্সেফ এবং পাণিনি, সিদ্ধান্তকৌমুদী, ঈশ ও কেনোপনিষদ্ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থাদির ইংরেজী অনুবাদক ও সম্পাদক সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু বি, এ, মহাশয় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল। ইনি ইহার প্রথম সেক্রেটরী ছিলেন এবং বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে প্রভূত যত্ন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদা শ্রীশ বাবুর জননী ঠাকুরাণী গঙ্গাস্নান করিতে যাইলে, খ্রীষ্টান মিশনরী বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা কয়েকটি বালিকা তাঁহাকে গঙ্গাস্নানের নিষ্ফলতা, কুসংস্কার এবং সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম্ম

সম্বন্ধে নানা কটূক্তি করে। তাহাতে সেই হিন্দুধর্ম্মে একান্ত বিশ্বাসবতী প্রাচীনা হিন্দু রমণীর হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। তিনি পুত্রকে জানাইয়া বলিলেন, "এই যে মিশনরীরা আমাদের দেশের মেয়েদের দুর্ব্বিনীত, জাতীয়ত্বহীন করিয়া দেশে অবিশ্বাসীর দল বৃদ্ধি করিতেছে, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?" জননীর এই বাক্য মাতৃভক্ত পুত্রকে প্রবুদ্ধ করিয়া দিল। শ্রীশবাবু ব্যারিষ্টার মিঃ রোশনলাল এবং স্থানীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী, মুসলমান ও বাঙ্গালীর সহযোগে "Association for the Encouragement of Female Education in the N. W. P. and Oudh" নাম দিয়া একটি স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিণী সভা সংস্থাপন করিলেন। ইং ১৮৮৮ অব্দের ১লা জানুয়ারী এই সভার তত্ত্বাবধানে পূর্ব্বোক্ত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বালিকাগণ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। স্থানীয় মিউনিসিপাল বোর্ড এই বালিকা বিদ্যালয়কে মাসিক একশত টাকা সাহায্যদান করিতেন, কিন্তু এখানে জলের কল হওয়ায় অর্থাভাব হেতু বোর্ড পরে ৫০৲ টাকা মাত্র দিতেন। পরে যখন ১৮৯১ সালে বিদ্যালয় ঐ দান হইতে এককালে বঞ্চিত হইল, তখন সাধারণের দান এবং চাঁদা ব্যতীত ইহার অন্য আয় ছিল না। তৎকালীন সেক্রেটরী মিঃ রোশন লাল বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন সহকারে গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ২০৲ টাকা শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লয়েন। তৎসঙ্গে সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এচ, এম, বার্ড মহোদয়ও মাসিক ১৫৲ টাকা মঞ্জুর করেন। তদবধি বিদ্যালয় এই সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং স্থানীয় সকল সম্প্রদায়ের কতিপয় স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তি মাসিক সাহায্যদান করিতেছেন।

১৮৯৭ অব্দে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করায় বিদ্যালয়টি অপেক্ষাকৃত একটি বড় বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয় এবং মুসলমান বালিকাদের জন্য পর্দ্দার বন্দোবস্ত করিয়া দুইটি শাখা বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মুসলমান সম্প্রদায় হইতে যদি উপযুক্ত সাহায্য হইত, তাহা হইলে পরবৎসরেই শাখা পাঠশালাদ্বয় অর্থাভাবে উঠিয়া যাইত না। এক্ষণে প্রধান বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় শাহগঞ্জ পল্লীস্থ একটি বৃহৎ বাটীতে উহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখানে স্থানীয় মিশনরী মহিলাগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বাঙ্গালী বালিকাদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় ছিল। তথায় পুরস্কারের প্রলোভনে অনেকেই বালিকাদিগকে প্রেরণ করিতেন। কয়েক বৎসর

হইল এই জেনানা মিশনের কুমারীগণ নানা কুহকে ভুলাইয়া দুই একজন বাঙ্গালী বিধবাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করায় এখানকার অনেক বাঙ্গালীর একটু চৈতন্য হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালীর মেয়েরা তখন অখৃষ্টীয় বিদ্যালয়েই যাইতে আরম্ভ করে এবং তাহার ফলে মিশনরীদিগের বালিকাবিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্যা খুব কমিয়া যায় কিন্তু স্বাবলম্বনের চেষ্টা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। যাঁহার অন্তরে আঘাত লাগিয়াছিল, তাঁহারই অমানুষিক চেষ্টা, উদ্যম এবং স্বার্থত্যাগ কিছুকালের জন্য সফল হইয়াছিল, পরে সে ভাব হ্রাস হইতে হইতে সে চেষ্টা এক্ষণে প্রায় লোপ পাইয়াছে।

এলাহাবাদের বাঙ্গালী সংস্পৃষ্ট জনহিতকর অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে অনাথাশ্রম অন্যতম। ১৮৮৯ সালে কুমারী ম্যানিং (Honorary Secy. of the National Indian Association, London) এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া যান। বিদুষী শ্রীমতী হরদেবী ১৮৯৪ সালে এ সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"In the Bengali Section, I am glad to say, the girls continue longer in the School than their Hindustani sisters, and acquire better education. In manners, too, they are superior to their Hindustani sisters. This is due to the fact that their mothers are literate as a rule. Our Bengali brethern seem to have realised the idea to a certain extent that in order to maintain a high standard of purity in society the culture of both sexes must be in harmony and keep equal pace.

এই সুশিক্ষিতা রমণী "হুকুমদেবী" নামে একখানি হিন্দী পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তাঁহার এই পুস্তক এবং তাঁহার স্বামী মিঃ রোশন লাল প্রণীত "বুদ্ধবতী" বালিকাবিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হয়। ইঁহারা উভয়েই এ প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, এল, এল, ডি এই বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সেক্রেটরি।

এলাহাবাদ অনাথাশ্রমের সহিতও প্রবাসী বাঙ্গালীর সংস্রব বড় অল্প নহে।

১৮৯৬ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে যখন অসংখ্য নরনারী অন্নাভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছিল এবং জঠরজ্বালায় ক্ষিপ্তপ্রায় পিতামাতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া শত শত বালকবালিকা লোলজিহ্ব শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সেই সময় কয়েকজন সহৃদয় হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী মিলিত হইয়া একটি অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে এক সভাস্থাপন করিলেন। আশ্রমের বর্ত্তমান সহকারী-সম্পাদক লালা রামপ্রসাদ বর্ম্মা তিনটি অনাথ শিশুকে পথিমধ্যে পতিত দেখিয়া উক্ত কমিটির হস্তে অর্পণ করেন এবং জনষ্টনগঞ্জে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া শিশু তিনটির থাকিবার বন্দোবস্ত করেন। প্রকৃত পক্ষে এই সময় হইতে "অর্ফ্যানেজ কমিটির" কার্য্য আরম্ভ হয়। পরে ১৮৯৭ সালের ১৬ই জানুয়ারী এক সাধারণ সভা আহূত হইয়া আশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। ঐ সভায় এদেশীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দুমুসলমান ব্যতীত সাতজন প্রবাসী বাঙ্গালী সভ্য মনোনীত হন। তন্মধ্যে ইহার তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ওহদেদার মহাশয় এই অনাথাশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১৮৯৭ সালে এখানে ১০২ জন হিন্দুমুসলমান অনাথশিশু আশ্রয়লাভ করে। ক্রমে ইহার কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি পাইলে সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট জে, বি, ফুলার সি, আই, ই মহোদয়ের দৃষ্টি ইহার প্রতি পতিত হয়। তিনি ইহা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া এবং ইহার কার্য্যে বিশেষ প্রীত হইয়া "ভারতীয় দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের প্রাদেশিক বিভাগ" হইতে সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তদনুসারে ইহা মাসিক দুইশত টাকা এবং অস্থায়ী চালাঘর নির্ম্মাণের জন্য পাঁচশত টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। দুর্ভিক্ষের কোপ প্রশমিত হইলে আশ্রম এই সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অপরাপর রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রত্যেক অনাথ শিশুর জন্য গবর্ণমেণ্ট মাসিক দুই টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। ১৮৯৭ সালের মার্চ্চ মাসে সহরস্থ ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় মুঠ্‌ঠিগঞ্জে বড়ার রাজা দয়ালু বনস্পতি সিং বাহাদুর স্বীয় প্রাসাদসংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ও বহির্বাটীতে এই অনাথাশ্রমকে স্থানদান করিলেন। তদবধি উহা এ স্থানেই রহিয়াছে। কার্য্যকারী সভ্যগণ ইহার স্থায়ী আশ্রমবাটী নির্ম্মাণার্থে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশ্রমের প্রথম তিন বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব হইতে দেখিলাম, ইহার গড়ে ৪২৫০৲ টাকা বার্ষিক আয় এবং প্রতিবৎসর গড়ে

২২৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আশ্রমে গড়ে বৎসরে ৫০ জন অনাথ বালকবালিকা সযত্নে প্রতিপালিত হইতেছে। ইহারা সকলেই এদেশীয়। এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী অনাথ শিশুকে আশ্রয় লইতে হয় নাই, কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালী এই সদনুষ্ঠানে নিঃস্বার্থভাবে যোগদান করিয়া স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইঁহারা এই সেবাব্রতে কি ভাবে যোগদান করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রদেশের বর্ত্তমান লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, সিভিল-সার্জ্জন, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর এবং যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী উইন্‌টার সাহেব প্রমুখ রাজপুরুষগণ পণ্ডিতা রমাবাঈ, লণ্ডনের ইঙ্গ ভারতীয় মাদক নিবারিণী সভার (Anglo-Indian Temperance Association) সেক্রেটরি মিঃ ফ্রেডরিক গ্রাব্‌ এবং দেশীয় রাজ্যের রাজা, দেওয়ান প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ এই আশ্রম পরিদর্শন করিয়া ইহার কার্য্য পরিচালনার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন।

আমরা এক দিন এলাহাবাদ অনাথাশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম। তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) পণ্ডিত ভবানীদীন পাঁড়ে অনাথদিগের শয়ন ও ভোজনাগার, পাঠগৃহ, শিল্পশিক্ষা ও কার্য্যালয়, ব্যায়াম এবং ক্রীড়ার স্থান প্রভৃতি অতি যত্নসহকারে দেখাইলেন। দেখিলাম হিন্দু মুসলমান বালকবালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। পাঠশালায় গিয়া দেখিলাম শিক্ষক মহাশয় ছাত্রগণকে পাঠ দিতেছিলেন। আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া ছাত্রগণের পরীক্ষাগ্রহণ করিলাম। তাহাতে ঐ বয়সের ছেলেরা সাধারণ বিদ্যালয়ে যতদূর শিক্ষা করে, তদপেক্ষা ইহারা অল্প শিখিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। সেই সমবেত হিন্দুমুসলমান বালকগণের কণ্ঠে সমস্বরে স্তোত্রপাঠ শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইলাম সেই পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়স্বজন-পরিত্যক্ত নিরীহ শিশু ও কিশোরগণের অন্নপুষ্ট অঙ্গে স্ফূর্ত্তি দেখিয়া, তাহাদের চঞ্চল নয়নে পুলকের আভা দেখিয়া এবং এই জীবন-সংগ্রামের দিনে সংসারানভিজ্ঞ শিশুহৃদয়ে আশার আলোক দেখিয়া। দেখিলাম একদিকে আশ্রয়দান, অন্য দিকে অন্নবিতরণ, একদিকে পাঠশালা, অন্যদিকে জীবিকার্জ্জনক্ষম করিবার উপযোগী শিল্পশিক্ষার কর্ম্মশালা এবং চতুর্দ্দিকেই সেবার আয়োজন, রোগীর চিকিৎসা শুশ্রূষা এবং পথ্যের ব্যবস্থা। এই পঞ্চাঙ্গ সেবাব্রতে অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্ম্মকর্ত্তাগণ দেহমন নিয়োগ করিয়া ধন্য

হইয়াছেন। ইঁহারা অনাথগণকে কয়েক বৎসর মাত্র অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয় দিয়াই ক্ষান্ত নহেন। যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে সদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, ইঁহারা তাহাদিগকে তদ্রূপ শিক্ষাদানও করিয়া থাকেন। দেখিলাম তাহাদিগকে সুতা, দড়ি, পর্দ্দা, নেয়ার, ফিতা, বস্ত্র, গামছা ঝাড়ন, আসন, সতরঞ্চ এবং জামার কাপড় প্রভৃতি বয়ন করিতে শেখান হইতেছে। এ স্থানের বয়নকার্য্য এরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, যুক্তপ্রদেশের সহরান্তর হইতে তৎস্থানীয় অনাথালয়ের (Orphanage) কোন কোন বালককে শিক্ষার্থ পাঠান হয়। এলাহাবাদ অর্ফ্যানেজের কারখানা হইতে প্রস্তুত সামগ্রী অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্থানীয় এবং অন্যান্য স্থানের দোকানে এই সকল দ্রব্য বিক্রীত হইয়া থাকে। আমরা এখানকার উৎকৃষ্ট সতরঞ্চ আগ্রার উৎকৃষ্ট সতরঞ্চ অপেক্ষা কোন অংশে হীন দেখিলাম না। এই জনহিতকর অনুষ্ঠানের প্রতি সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। ইহা স্থানীয় সমাজের গৌরব।

এতৎসঙ্গে এলাহাবাদের সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানের মধ্যে কর্ণেলজস্থ বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী সভা ও বান্ধবসমিতি, প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্যমন্দির, সাহিত্য সভা, প্রয়াগ বাঙ্গালা সমিতি উল্লেখযোগ্য। এগুলি মাতৃভাষা চর্চ্চা এবং আত্মোন্নতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। প্রধান উৎসাহীদিগের স্থানান্তর গমনহেতু এই সকল অনুষ্ঠানের অধিকাংশই এক্ষণে লুপ্ত এবং নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পুস্তকালয় দুইটীর কার্য্য এখনও চলিতেছে। ১২৮৪ সালে বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী সভা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (অধুনা পাঞ্জাবপ্রবাসী) মহাশয়ের উদ্যোগে এবং ৺ক্ষেত্র চন্দ্র আদিত্য রায় বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত মতিলাল কর মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিগণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। বান্ধব সমিতির—প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে ইহার প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মিত্র, বি, এ, মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি পুস্তকালয়টির ভার গ্রহণ করিয়া এলাহাবাদ "কায়স্থ পাঠশালা" কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক (বর্ত্তমান অস্থায়ী প্রিন্সিপাল) বহু ভাষাবিদ্ এবং সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেব এম, এ মহাশয়ের সহযোগে ইহাকে ধ্বংশমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত তর্ক সভাটি স্থানীয় বহুশিক্ষিত প্রবাসী বাঙ্গালীর মিলনক্ষেত্র হইয়াছিল এবং সমগ্র প্রদেশের মধ্যে এই বাঙ্গালা পুস্তকালয়টী বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছিল। এই তর্ক সভায় "উন্নতি ও

অপচয়” প্রণেতা চিন্তাশীল সাহিত্যিক স্বর্গীয় বিষ্ণুচরণ মৈত্র মহাশয় পরমোৎসাহে যোগদান করিতেন মৈত্র মহাশয় বর্দ্ধমানে মাজিদা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে নদীয়া পরে কলিকাতা ওরিএণ্ট্যাল সেমিনারী, তৎপরে কৃষ্ণনগর মিশনারী স্কুলে এবং শেষে কাকিনা ইংরাজী বাঙ্গালা স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ অব্দে তিনি এলাহাবাদে একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের অফিসে ও পরে রেল অফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন কিন্তু অল্পদিনেই কর্ম্মত্যাগ করিয়া ১৮৭১ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৩ অব্দে তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আইন শিক্ষালয়ে প্রবেশ করেন এবং পর বৎসর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৫ অব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষা দিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি অল্পদিন আজমগড় জেলা আদালতে ওকালতী করিয়া পুনরায় হাইকার্টেই ওকালতী করিতে থাকেন। ১৮৯০ অব্দে তাঁহার গার্হস্থ্য অর্থনীতি পুস্তক “অপচয় ও উন্নতি” প্রকাশিত হয়। তিনি বাঙ্গালা ও ইংরেজী সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদিতে বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধ “নব্যভারতে” প্রকাশিত হইত। বিষ্ণুবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় মধুসূদন মৈত্র মহাশয়ের নাম ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি এলাহাবাদে এ্যাংগ্লো বেঙ্গলী স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি যখন দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন রঙ্গপুর কাকিনা হইতে প্রকাশিত “রঙ্গপুর দিক প্রকাশ” তিনিই সম্পাদন করিতেন। স্বনাম প্রসিদ্ধ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য যখন কারারুদ্ধ হন তখন তাঁহার “পত্রিকা” “ভাস্কর” মধুসূদন বাবুই সম্পাদন করেন। এলাহাবাদে অবস্থিতি কালে তিনি “প্রয়াগদূত” নামক সংবাদ পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন।

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য-মন্দির শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বি এ, এফ, সি, এস. (অধুনা রুড়কী প্রবাসী) এবং লেখক কর্ত্তৃক ১৩০৬ সালে স্বর্গীয় বাবু নিতাইচরণ মিত্র, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলমাধব সেন গুপ্ত, বাবু বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য এবং স্বর্গীয় বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সহানুভূতি ও সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা প্রতিষ্ঠার কাল হইতে বহুদিন এই পুস্তকালয় ও পাঠাগারের তত্ত্বাবধায়ক হইয়া ইহার সমূহ উন্নতি বিধান করেন এবং ইহার কার্য্য সুপরিচালনায় দেহ মন নিয়োগ করেন তাঁহাদের মধ্যে অধুনা দিল্লী প্রবাসী বাবু গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বেরেলী প্রবাসী অধ্যাপক অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, লক্ষ্ণৌ

প্রবাসী বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাশীপ্রবাসী বাবু কালীপদ মৈত্র বি,এ, প্রমুখ অনেকের নাম উল্লেখ যোগ্য।

প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য মন্দিরের অন্যতম হিতচিন্তক স্বর্গীয় দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও ইহার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত হালিসহর নিবাসী স্বর্গীয় গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভারতের নানা-স্থানে প্রবাস বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশভাগ প্রয়াগ এবং কাশীতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের কথা অল্প লোকেই জানে না। তিনি একজন নামজাদা লোক না হইলেও বঙ্গের প্রখ্যাত লোকদিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহার মত সমস্ত জীবন সাধারণের হিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি নীরবকর্ম্মী ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম সাহিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। তিনি পঠদ্দশায় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে কবিতা এবং পাদরিগণ পরিচালিত অরুণোদয় পত্রে গদ্য প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর তিনি দুইজন বন্ধুর সহিত কাশী গমন করেন। তখন কেবল রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল হইয়াছিল, বাকীপথ এক্কা যোগে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কাশীতে আসিয়া তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং কাশীস্থ মহারাষ্ট্রী ও অন্যান্য লোকদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রভাকর পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিছুদিন কাশীতে থাকিয়া, যখন হালিসহর-নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় Camel Corps নামক পল্টনের গোমস্তা হইয়া ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন দীননাথ বাবু তাঁহার সঙ্গে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। বিখ্যাত তাঁত্যাটোপীকে ধরিবার জন্য এই পল্টন গঠিত হয়। ইহা অযোধ্যা হইয়া রাজপুতানা অঞ্চলে গমন করে। দীননাথ বাবু তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এলাহাবাদে চাকরী গ্রহণ করিয়া দারাগঞ্জে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে তাঁহার "বিবিধ দর্শন" কাব্য রচিত হয়। তিনি ১৮৬৫ সালের মে মাসে এটাওয়া বদলি হন ও তথায় কয়েকজন পদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্যে একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় তিনি ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎসমুদয় আলীগড় ইনষ্টিটিউট্ গেজেটে প্রকাশিত হইত। এটাওয়া হইতে তিনি সংবাদপ্রভাকর ও প্রয়াগদূতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

অতঃপর দীননাথ বাবু মোগল সরাইয়ে ডিষ্ট্রিক্টএঞ্জিনিয়ারের আফিসে বদলী হন। তথায় কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে একটি সাহিত্যসভা স্থাপন করেন। ইহাতে সাহিত্যালোচনা ব্যতীত রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের উন্নতিবিধানের চেষ্টাও হইত। ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার কার্টার সাহেবের চেষ্টায় একটী সভাগৃহও নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সভায় পঠিত বক্তৃতা আলীগড় ইনষ্টিটিউট গেজেটে মুদ্রিত হইত। ইহার পর দীননাথ বাবু গিরিডির কোন কয়লার খনির কার্য্যালয়ে চাকরী পান। তথায়ও তাঁহার সাহিত্যিক কার্য্য অক্লান্তভাবে চলিতে থাকে। ১৮৭৪ সালে তিনি পার্ব্বতীপুরে বদলী হন। তথায় নেটিভ্ ইম্প্রুভমেণ্ট সোসাইটি নামক একটি সভা স্থাপন করেন। রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ গৃহ, পুস্তক ও অর্থ দিয়া এই সভাকে উৎসাহিত করেন। এখানে বক্তৃতা, কথকতা, ভোজ ও বিশুদ্ধ নাট্যা-ভিনয় হইত। দীননাথ বাবু ইহার সংস্রবে ফ্রোটিংক্লব নামক সভা স্থাপন করিয়া আত্মোন্নতি-বিষয়ে উদাসীন সভ্যগণের গৃহে গৃহে গিয়া সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও বক্তৃতা করিতেন, এবং উদ্দীপনা পূর্ণ গীত গাহিয়া তাঁহাদের জড়তা দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ মহারাষ্ট্ররেলওয়েতে বদলি হইয়া পুনা গমন করেন। তথায় পাঁচ বৎসর অবস্থান কালে হীরাবাগ টাউনহলে ও প্রার্থনা সমাজে দীননাথ বাবু যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা 'ভগ্ন ভিন্ন নামে' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনাতেই তাঁহার "একতাব্রত" কাব্য প্রকাশিত হয়। এই সময় তাঁহার লেখা নব্যভারত নবজীবন, হিন্দু হেরাল্ড, পুনা সার্ব্বজনিক সভা পত্রিকা, প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইতে থাকে। তিন প্রায় দুই বৎসর কাশী হইতে প্রকাশিত Motherland নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক সম্পাদন করেন। পুনা হইতে তিনি ধারবারে গমন করেন এবং অত্রত্য মিত্রসমাজে যোগ দিয়া তাহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। এখানে তিনি বিশেষ প্রমত্ত উৎসাহ সহকারে হিন্দুসম্মিলনী নামক সভা স্থাপন করেন। এই সভা হইতে একদিকে যেমন সাহিত্যালোচনা চলিতে থাকে, অপরদিকে তেমনি অনাথ দরিদ্রগণের সাহায্যও হয়।

দীননাথ বাবুর চেষ্টায় ধারবারের শ্মশানে একটি মুমূর্ষু গৃহ নির্ম্মিত হয়। স্থানীয় রেল কর্ম্মচারীদের উন্নতিবিধানার্থ তিনি রেল কর্ত্তৃপক্ষ ও বন্ধুগণের সাহায্যে ধারবার রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকে

স্বর্গীয় সারদাপ্রসাদ সান্ন্যাল।

সদ্ভাবের সহিত এই সভায় যোগ দিতেন। বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহার গৃহ নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন Association for Railway Employees নামক আর একটি সভা রেল-কর্ম্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য ইহাঁরই উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধারবার হইতে তিনি পুনাস্থ বন্ধুগণের অনুরোধে তথায় গিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করিতেন। পুনায় পঠিত বঙ্গসাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা Calcutta Review পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি নানাবিষয়ে আরও আট দশ খানি বাঙ্গালা, ইংরাজী, ও ইংরাজী-কানাড়ী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি মান্দ্রাজ, মাতুরা, রামেশ্বর, কলম্বো প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও অন্যান্য প্রবন্ধ Madura Mailএ প্রকাশ করেন। এই সময়ে কৌলীন্য প্রথা সংশোধন বিষয়ে প্রবন্ধ এবং কবীরের জীবনী লণ্ডন হইতে প্রকাশিত "The Indian Magazine and Review" পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন; এবং তাঁহার "জ্ঞানপ্রভা" উপন্যাস "আর্য্যপ্রতিভা" এবং "দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকায়" প্রকাশ করেন। এস্থান হইতে অবসর লইয়া ইনি হালিসহরে গমন করেন। এলাহাবাদ হইতে নব্যভারতে লিখিত "হিন্দু ধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ৫৫ বৎসর বয়সে দীননাথ বাবু গভর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন লইয়া আর একবার ত্রিবাঙ্কুর, বেলারী, ত্রিচিন্নপল্লী, চিদম্বরম, মাতুরা, টিনেভেলি, ত্রিভেন্দ্রাম ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন ও প্রত্যেক স্থানে বক্তৃতা করেন। বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া ইনি সাধক রামপ্রসাদ সেনের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য যত্নবান হন এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। তাঁহার পেন্সনের টাকায় কলিকাতার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না বলিয়া প্রত্যহ বিশ্বকোষের কার্য্যালয়ে কয়েক ঘণ্টা লিখিয়া অবশিষ্ট কাল চাঁদা সংগ্রহে ব্যয় করিতেন। তৎপরে বিশ্বকোষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিলে দীননাথ বাবু Buddhist Text Societyর অধ্যক্ষ হইয়া কয়েক মাস তাহার কার্য্য করেন। পরে সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয়ের চেষ্টায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটী কর্ম্ম হইলে তিনি আর উক্তসভা হইতে

পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না। এই সভায় পঠিত ও ইহার প্রকাশিত পত্রিকায় তাঁহার রামেশ্বর, কলম্বো প্রভৃতি ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং চৈতন্যচরিত পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি কলিকাতা জাতীয় সমাজসংস্কার সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্পাদকের এবং কয়েক বৎসর কলিকাতার ভারতীয় শিল্প-সমিতির সহযোগী সম্পাদকের কার্য্য করেন এবং বিবিধ বক্তৃতা দেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি হালিসহর, কলিকাতা, সায়েদপুর, দেওঘর, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, কাশী, প্রয়াগ, কানপুর, দিল্লী ও লাহোরে যে অসংখ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা "Indian Mirror", "National Magazine" "South Indian Mail", "Illustrated Indian News", "Calcutta Review", "Cawpore Observer", "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা", "বিশ্বকোষ", "প্রবাসী", "সৎসঙ্গ", সাহিত্য-সেবক", "ধরণী" ও "ধর্ম্মপ্রচারক" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বাস্থ্য, সদাচার, ঈশ্বরচিন্তা, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, আপামরসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য এবং রাজধর্ম্ম বিষয়ে শাস্ত্রবচন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলন, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি এবং দীনদিগের দুঃখ মোচন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের জন্য একটী সভা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের সহানুভূতির অভাবে সে সঙ্কল্প বিসর্জ্জন করিয়া অবশেষে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত রোশনলাল প্রভৃতির সাহায্যে "Society for celebrating anniversaries of Illustrious Indians" নামে একটী সভা সংস্থাপিত করেন। ইহার কার্য্য তিন বৎসর চলিয়াছিল। ইহার মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইয়াছিল। এই সভায় পঠিত প্রবন্ধ "The Allahabad University Magazine" "The Kayasth Samachar" এবং "The Illustrated Indian News" পত্রিকায় ও কোনটী স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। একবার মান্দ্রাজের সুরাপান-নিবারণী সভা "The Drink Question in India" বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার

জন্য ভারতের সকল প্রদেশের লোককে আহ্বান করেন এবং তন্মধ্যে যে চারি জনের প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইবে তাঁহাদের পুরস্কৃত করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। দীননাথবাবুর প্রবন্ধ সেই চারিজনের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় তিনিই প্রথম পুরস্কার একটি সুবর্ণ-পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ অপর তিনটীর সহিত স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। "বিচিত্র দর্পণ" নামে ইঁহার আর একখানি কাব্য আছে। তাহাতে একদিকে মানবের সদ্বৃত্তি ও অপর দিকে তাহার হীনবৃত্তিসমূহ আলো ও ছায়ার মত চিত্রিত হইয়াছে। জ্ঞানপ্রভা উপন্যাস তাঁহার শেষ অবস্থায় লিখিত। বার্দ্ধক্যেও গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অধ্যবসায়, উৎসাহ এবং কর্ম্মশক্তির সম্মুখে অনেক যুবা কর্ম্মবীরও মস্তক অবনত করিবেন সন্দেহ নাই।

প্রয়াগ বঙ্গ-সাহিত্যমন্দিরের পৃষ্ঠপোষক স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার বাহাদুর, ডাক্তার এস, পি, রায়, হাইকোর্টের প্রখ্যাত উকীল এবং সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এডভোকেট ও এলাহাবাদ এংগ্লো-বেঙ্গলী-স্কুলের সুযোগ্য সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, প্রবাসী সম্পাদক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বনামখ্যাত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহোদয় প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি ও সহযোগিতায় অধুনা বিলুপ্ত সাহিত্যসভা জাতীয় সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল। স্থানীয় বাঙ্গালী সমিতি প্রসিদ্ধ উকীল বাবু হরিমোহন রায়ের অনন্যসাধারণ সহানুভূতি ও যত্নে পুষ্ট হইয়াছিল। স্থানীয় জনহিতকর অনুষ্ঠান মাত্রই হরিমোহন বাবুর সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় না। ইনি এখানকার পুরাতন স্থায়ী প্রবাসীদিগের অন্যতম, সাহিত্যানুরাগী এবং সমাজের হিতচিন্তক। দারাগঞ্জস্থ বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্য-সম্মিলনীও প্রবাসী বাঙ্গালীর মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যানুরাগের নিদর্শন।

প্রবাসী বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসভা, পুস্তকাগার, বিদ্যালয় এবং তাঁহাদের স্থাপিত ওসুপরিচালিত "এলাহাবাদ ট্রেডিং কোম্পানী," "বৈজ্ঞানিক যন্ত্রনির্ম্মাণাগার" (Scientific Instrument Company) প্রভৃতি বাঙ্গালীমাত্রেরই গৌরবের সামগ্রী কিন্তু যুক্তপ্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদে এরূপ অনুষ্ঠানের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ

বলিয়া গণ্য হইতে পারে যাহার যশঃসৌরভ ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া দেশবিদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছে ; প্রবাসে বাঙ্গালীর যাহা অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিদ্যমান থাকিবে, যাহার সুফল স্থান এবং কালে বদ্ধ হইবার নহে তাহার উল্লেখ না করিলে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকাহিনীর কিছুই বলা হইবে না। তাহা এলাহাবাদ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান প্রেস" এবং রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু এবং তদীয় সহোদর মেজর বামনদাস বসু মহাশয়দ্বয় প্রতিষ্ঠিত পাণিনি কার্য্যালয় ও হিন্দু সাহিত্য প্রচারালয়।

প্যাণিনি কার্য্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর ধর্ম্মজগতের একজন নিভৃত সাধক, কর্ম্মজগতের অনাড়ম্বর কর্ম্মী, সমাজের প্রচ্ছন্ন সংস্কারক এবং বীণাপাণির নীরব সেবক। তিনি যদি আজ সভাসমিতির পীঠস্থানে বক্তৃতার ঝঙ্কারে সহস্র চক্ষুর লক্ষ্য হইতেন, অথবা সাহিত্যসেবাব্রতে আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিতেন, তাহা হইলে আজ গুণিগণের অগ্রণীদিগের চরিতাভিধানের প্রকৃষ্টস্থান তাঁহার প্রাপ্য হইত। বঙ্গের সাহিত্যরসগ্রাহিবর্গ তাঁহার প্রতিভার কতদূর আদর করিয়াছেন তাহার নিদর্শন পাই নাই, কিন্তু তিনি যে য়ুরোপীয় সুধীসমাজে সমাদৃত তাহার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু। তিনি এক্ষণে ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেসন্স জজ।

শ্রীশবাবু ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ২১ মার্চ্চ, পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ অব্দের আগষ্ট মাসে, যখন তিনি ৬ বৎসরের শিশু, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার জননীই তাঁহার শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। বাল্যে ফরীদকোটের সুপ্রসিদ্ধ রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট তাঁহার শিক্ষা লাভ হয়। ১৮৭৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়, তাহাতে শ্রীশবাবু পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে প্রথম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণপদক পুরস্কার পান। আরবী ভাষা তাঁহার শিক্ষণীয় দ্বিতীয় ভাষা (Second language) ছিল। ১৮৮১ অব্দের বি, এ, পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাহাতে ইংরাজি, রসায়ন, জড়বিজ্ঞান, প্রাণিতত্ত্ব এবং গণিত তাঁহার পরীক্ষার বিষয় ছিল। এই সময় লাহোরে শিক্ষাদান কার্য্য শিখাইবার জন্য সেনট্রাল ট্রেণিং কলেজ (Central Training College) প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশবাবু প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তথায়

শ্রীযুক্ত রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর

(পৃষ্ঠা ১৪৫)

অধ্যয়ন করিয়া, ১৮৮৩ অব্দের মে মাসে শিক্ষকতা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং লাহোর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় ট্রেণিং স্কুলের সংসৃষ্ট "মডেল স্কুল" বা আদর্শ বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; কিন্তু শ্রীশবাবু এমনই লোকপ্রিয় ছিলেন এবং ছাত্রগণ ও তাহাদের অভিভাবকগণের হৃদয় এতদূর অধিকার করিয়াছিলেন যে যতদিন তিনি গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ছিলেন, ততদিন নবপ্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুলটি অচলপ্রায় হইয়াছিল। কোন ছাত্রই তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য বিদ্যালয়ে গমন করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহারা অবশেষে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যে, শ্রীশবাবুকে যদি ঐ নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের হেডমাষ্টার করা হয়, তবেই তাহারা তথায় যাইবে, অন্যথা নহে। ছাত্রগণের এই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইলে বিদ্যালয়টির শ্রী ফিরিয়া যায়। শ্রীশবাবু তথায় সুব্যবস্থা, সংস্কার ও উন্নত প্রণালীর শিক্ষা প্রবর্ত্তন দ্বারা স্কুলটিকে প্রকৃতই "আদর্শস্কুলে" পরিণত করেন। এই বিদ্যালয়টি এখনও বিদ্যমান আছে। এখন ইহার হেডমাষ্টার জনৈক ইংরেজ।

লাহোরে অবস্থানকালে তিনি ষ্টুডেণ্টস ক্লব্ নামে একটী ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং "ষ্টুডেণ্টস্ ফ্রেণ্ড" নামে একখানি সাময়িক পত্রও বাহির করেন। এই সময় তিনি যে উর্দ্দু ভাষায় একখানি প্রাকৃতিক ভূগোল রচনা করিয়াছিলেন তাহা তথাকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়। পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ রায় সাহেব গোলাবসিংহ শ্রীশবাবুর উক্ত সাময়িক পত্র এবং গ্রন্থ লইয়া স্বীয় যন্ত্রালয়ের কার্য্যারম্ভ করেন। শ্রীশবাবু পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সম্বন্ধে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বহুলাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে লাহোরে "Lahore Bengali School" নামে একটী বিদ্যালয় ছিল; তিনি ঐ স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। স্কুলটি এখন নাই।

শ্রীশবাবু যখন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন সেই সঙ্গে আইন অধ্যয়নও করিতে-ছিলেন। তিনি ১৮৮৬ অব্দে এলাহাবাদে আসিয়া আইন পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া লাহোরের শিক্ষকতা কার্য্য ত্যাগ করিয়া মীরাট আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি বেরেলীর অস্থায়ী মুন্সেফ মনোনীত হন এবং ছয় মাস মুন্সেফী করিয়া ১৮৮৯ অব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করিতে থাকেন। এখানে রায় লিখিবার জন্য সাঙ্কেতিক-

লিখন-কলাভিজ্ঞ জনৈক রিপোর্টারের (Judgment Reporter) প্রয়োজন হইলে সেই পদে শ্রীশবাবুই মনোনীত হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রেখাক্ষর বা সাঙ্কেতিক (Shorthand) লেখা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার চর্চ্চাও রাখিয়াছিলেন সুতরাং হাইকোর্টের রায়-লেখক রিপোর্টারের কার্য্য তিনি অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতে থাকেন।

শ্রীশবাবু যখন মীরাটে ওকালতী করিতেছিলেন, তখনই সংস্কৃত ভাষানুশীলনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে এবং এলাহাবাদে আসিয়া অধিক উদ্যম ও আগ্রহের সহিত এই দুরূহ ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার লাভে যত্নপর হন। পরে তিনি বৈদিক সাহিত্যানুশীলন করিতে উদ্যত হন এবং পাণিনি আয়ত্ত না হইলে বেদাধ্যয়ন বৃথা, ইহা বুঝিতে পারিয়া, প্রথমে পাণিনি অধ্যয়নেই মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এই সুবিশাল এবং সুকঠিন শাস্ত্রানুশীলনে যথেষ্ট শক্তি ও সময়ের প্রয়োজন দেখিয়া শ্রীশবাবু ওকালতী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পুনরায় মুন্সেফী পদ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইয়া গাজীপুর গমন করেন। তখন সূর্য্যসিদ্ধান্ত, জলসরবরাহ-কারখানা (Water Works), বৃহৎজাতকের ইংরেজী অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ স্বামী, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে, গাজীপুরে ইঞ্জিনিয়ারী করিতেছিলেন। এখানে তাঁহার সহিত শ্রীশবাবুর হৃদ্যতা জন্মে এবং হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থাবলী ও হিন্দুসাহিত্য প্রচার কার্য্যে শ্রীশবাবুর সহিত স্বামিজীর সহযোগিতা ও সহানুভূতির সূত্রপাত হয়।

১৮৯৬ অব্দে শ্রীশবাবু বারাণসী বদলী হন। তাঁহার পক্ষে ইহা মাহেন্দ্র-যোগ বলা যাইতে পারে। তিনি কাশীর বিখ্যাত তাত্যা শাস্ত্রী প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যাকরণবিদ্ ও বৈদিকভাষাতত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট পাণিনি রীতিমত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তিন বৎসরের অক্লান্ত শ্রমে, একাগ্র সাধনায়, তিনি বৈদিক ব্যাকরণ-শাস্ত্র সমাপ্ত করেন। এই সময় অর্থাৎ ১৮৯৬ অব্দে শ্রীমতী এনি বেসাণ্ট্ বারাণসী আগমন করিলে, শ্রীশবাবু ইঁহার সহিত একযোগে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীমতীর বক্তৃতা রেখাক্ষর (Shorthand) লিখনপ্রণালীতে লিখিয়া প্রচার করিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে শ্রীমতী বেসাণ্টের যে দিগন্ত-ব্যাপী যশ ও কৃতকার্য্যতা প্রচার হইয়া পড়িল—শ্রীশবাবুর ক্ষিপ্র লিখনদক্ষতা ও আন্তরিক চেষ্টাই তাহার মূল। শুনা যায় সাঙ্কেতিক লিখনে তৎকালীন ভারতে

শ্রীশবাবুর ন্যায় নির্ভুল ক্ষিপ্রলেখক আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার নিকট শ্রীমতী বেসাণ্ট স্বীয় ঋণ স্বীকারচ্ছলে ১৮৯৬ অব্দের অক্টোবর মাসে থিওসফিক্যাল সোসাইটী সভার ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে বারাণসীধামে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে বলিয়াছিলেন ;—

"I am indebted to Babu Srish Chandra Bose, Munsif of Benares, for the wonderfully accurate report which he most kindly took of the discourses. I have been reported by the best London men, but have never sent a report to the press with less correction than that supplied by my amateur friend."

বারাণসীর সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা ও তাহার উন্নতিকল্পে শ্রীশবাবু গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ঐ কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ন্যাসরক্ষক। থিওসফিক্যাল সোসাইটি নামক সম্প্রদায়ের তিনি একজন অকপট-কর্ম্মী। উহার উন্নতি, বৃদ্ধি এবং সর্ব্ববিধ হিতসাধনে তিনি কখন কুণ্ঠিত নহেন।

শ্রীশবাবু ১৯০১ অব্দে এলাহাবাদে বদলি হন। এখানে আসিয়া তিনি হিন্দু-শাস্ত্র ও বৈদিক ব্যাকরণ সাধারণের সুগম করিবার মানসে বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে থাকেন। ইংরেজি ভাষা ভারতের সর্ব্বত্র এবং জগতের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত বলিয়া তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং বৈদিক সাহিত্য ও ব্যাকরণ ইংরেজিতে প্রণয়ন ও অনুবাদ করিয়া প্রয়াগস্থ স্বীয় ভদ্রাসন "ভুবনেশ্বরী আশ্রমের" একান্তে স্থাপিত "পাণিনি কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশ করিতে থাকেন। এখানে তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী * সমাপ্ত করেন। উহা রয়াল আটপেজী আকারে ১৬৮২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হয়। তাঁহার অপর কীর্ত্তি "সিদ্ধান্তকৌমুদীর" সটীক সানুবাদ সংস্করণ। এই বিরাট গ্রন্থও উক্ত আকারের ২৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী প্রকাশিত হইলে কাশীর মহামহোপাধ্যায় বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভারতের নানা প্রদেশের প্রধান প্রধান পত্রসম্পাদকগণ এবং য়ুরোপ ও আমেরিকার জগদ্বি-খ্যাত পণ্ডিতগণ এই প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীশ বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার

---

* The Astadhyayi of Panini—complete in 1682 pages, Royal Octavo: containing Sanskrit Sutras and Vrittis with Notes and Explanations in English, based on the celebrated Commentary called the Kasika.

শতমুখে প্রশংসা করেন। আমরা সেই রাশীকৃত প্রশংসাপত্র হইতে বিদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিতের কয়েকখানি পত্রাংশ প্রকাশ করিলাম।

The Right Hon'ble F. Max Muller, Oxford, 30th April, 1896, —" * * Allow me to congratulate you on your successful termination of Panini's Grammar. It was a great undertaking, and you have done your part of the work most admirably. I say once more what should I have given for such an edition of Panini when I was young, and how much time would it have saved me and others. Whatever people may say, no one knows Sanskrit, who does not know Panini."

Professor T. Jolly, Ph. D., Wurzburg (Germany), 23rd April, 1893.—" * * Nothing could have been more gratifying to me no doubt, than to get hold of a trustworthy translation of Panini's Ashtadhyayi, the standard work of Sanskrit literature, and I shall gladly do my best to make this valuable work known to lovers and students of the immortal literature of ancient India in this country."

Professor W. D. Whitney, New Haven, U. S. A., 17th June, 1893.—"* * The work seems to me to be very well planned and executed, doing credit to the translator and publisher. It is also, in my opinion, a very valuable (production), undertaking as it does to give the European student of the native grammer more help than he can find anywhere else. It ought to have a good sale in Europe (and correspondingly in America.)"

Professor V. Fausbol, Copenhagen, 15th June, 1893.— " * * It appears to me to be a splendid production of Indian industry and scholarship and I value it particularly on account of the extracts from the Kasika."

Professor Dr. R. Pischle, Hlale (Saals), 27th May, 1893.— ' * * I have gone through it and find it an extremely valuable and useful book, all the more so as there are very few Sanskrit scholars in Europe who understand Panini."

শ্রীশবাবুর অপর কীর্ত্তি সিদ্ধান্তকৌমুদী সম্বন্ধে The Indian Mirror, The Hindoo, The Indian People প্রভৃতি পত্রে উক্ত হইয়াছে—

" The next great undertaking of the Panini office was the publication of the Siddhanta Kaumudy of Bhattoji Diksit. This is a standard work on Sanskrit grammar and Sanskrit scholars spend at least a dozen years in mastering its intricacies. * * * It may be mentioned that the Oriental Translation Fund of England advertised about three quarters of a century ago as under preparation the English translation of the Siddhanta Kaumudi by Professor Horace Hayman Wilson. But perhaps he found the work too laborious for him, for the advertised translation was never published."

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডনেল্ (Prof. A. A. Macdonell, M.A., Oxford), অধ্যাপক বেণ্ডল্ (Prof. Cecil Bendall, M.A., Cambridge) প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীশবাবুর এই গ্রন্থ এবং পাণিনি যে প্রখ্যাত পণ্ডিত বথ্‌লিঙ্কের পাণিনি অপেক্ষা সরল এবং সুখবোধ্য তাহাও পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক পৌসুই লিখিয়াছেন,—

" I have duly received the first volume of your Siddhanta Kaumudi. I was much pleased to get such a nice present from you. I have no hesitation to confess that I found inextricable difficulties in the use of Bohtlingk's Panini before I was so fortunate as to obtain from my friend * * * a spare copy he had of your Ashtadhyayi. It is a capital book for reference, and the Siddhanta Kaumudi for study."—*Professor Louis de la Vallee Pounui, Professor at Ghent, Editor of the Museum, 13, Boulevard du Parc, 2 December 1902.*

উক্ত গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত তিনি বেদান্ত, উপনিষদ, যোগ, স্মৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বহু দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থের (সটীক) ইংরেজি অনুবাদ এবং ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ *

* The Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka and Manduka Upanishads with Madhava's commentary.

Yajnavalkaya Smriti with the commentary Mitakshara and notes from the gloss' Balambhatti.

The Chhandogya Upanishad with Madhava's Bhasya.

The Vedanta Sutras with Baladeva's commentary.

An Easy Introduction to Yoga Philosophy.

রচনা করিয়াছেন। সে সকল পুস্তক বহুপ্রশংসিত এবং যুক্তপ্রদেশে ও প্রদেশান্তরের হিন্দুসমাজে সমাদৃত হইতেছে। এই সকল গ্রন্থের অনেকগুলি শ্রীশবাবুর প্রকাশিত "Sacred Books of the Hindus" নামক গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রীশবাবুই প্রথমে মধ্বাচার্য্যের সভাষ্য উপনিষদ ইংরেজিতে অনুবাদিত করিয়া য়ুরোপীয় বেদান্তাধ্যায়ীদিগের সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞানগোচর করেন। তাঁহার লিখিত পাণিনির সটীক ইংরেজী গ্রন্থ কতদূর সম্মান ও উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত মতগুলি হইতে জানা যায়। উহা শুদ্ধ গ্রন্থেরই প্রশংসা নহে কিন্তু গ্রন্থকারের গভীর পাণ্ডিত্য, প্রতিভা এবং মনস্বিতার চিরস্মারক—তাঁহার স্থায়ী কীর্ত্তি। এপর্য্যন্ত কোন য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবাসীর গ্রন্থ এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্ধারিত হয় নাই, কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীশবাবুর পাণিনি লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির এম-এ কোর্স নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

তিনি যে শাস্ত্রগ্রন্থের মর্ম্মোদ্ভেদে নিপুণতা দেখাইয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বলে তিনি যে ভাষা, যে বিদ্যা, যে বিষয় শিক্ষা করিতে চাহিয়াছেন তাহাতেই গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়া নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত "Folk-Tales of Hindoostan" নামক গল্পগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেশ বিদেশের গল্পপাঠক সমালোচক এবং সম্পাদকগণ মুগ্ধ হইয়াছেন। লণ্ডনের "Review of Reviews" পত্র, উহাকে জগৎ-বিখ্যাত আরব্যোপন্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লণ্ডনের "Folklore" পত্রে একজন অবসর প্রাপ্ত সিভিলিয়ান (M. M. Longworth Daine, I.C.S.,) ইহার গল্পাংশ, ভাষা, কল্পনা এবং চমৎকারিত্বের প্রশংসা করিয়া ইহাকে সুপ্রসিদ্ধ "আলিফ্ লায়লার" সমকক্ষ করিয়া বলিয়াছেন,—

"It is to be hoped that Shaikh Chilli will make known to the world some more gems from his treasure house."

পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগ ও বড়োদা রাজ্য এই পুস্তকখানিকে

Tattwa Traya of Ramanuja School.
Gheranda Sanhita.
Shiva Sanhita.
The Three Truths of Theosophy.
Daily Practice of the Hindus.
Catechism of Hinduism.

ছাত্রগণকে পুরস্কার দিবার ও পাঠাগারে রাখিবার উপযোগী বলিয়া অনুমোদন এবং ক্রয় করিয়াছেন।

শ্রীশবাবু হিন্দী বর্ণ পরিচয়, হিন্দীতে Alphabetical Cards প্রভৃতি বাহির করেন এবং হিন্দী সাঙ্কেতিক লিখনপ্রণালী (Hindi Shorthand) নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এদেশে আবশ্যকীয় টাইপ না থাকায় উহা পিটম্যানের "শর্টহ্যাণ্ড প্রেসে" মুদ্রিত হয়।

আরবী ভাষা এবং মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়া অনেক মৌলবীকেও বিস্ময় প্রকাশ করিতে হইয়াছে। তিনি যেমন বৈদান্তিক পণ্ডিত, অপরদিকে তেমনি সুফীদিগের ভাবে তন্ময়; আরবী ফারসীতেও তিনি সুপণ্ডিত। একবার ওহাবী সম্প্রদায় সুন্নি সম্প্রদায়ের সহিত একই মসজীদে উপাসনা করিবার অধিকারী কি না এই বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জটীল প্রশ্নগুলির সরল ও সঙ্গত মীমাংসা করিয়া দেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রায় পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে * প্রকাশিত হয়। বড় বেশী-দিনের কথা নহে, বারাণসীর আদালতে বিলাত-ফেরত কোন ভদ্র লোকের সমাজচ্যুতি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার কথা সংবাদপত্রে অনেকেই পড়িয়াছেন। এই মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাদীর বিপক্ষপক্ষ সমর্থন করেন, কিন্তু সুপণ্ডিত শ্রীশবাবুর জেরায় তাঁহাদের কোন যুক্তিই টিকে নাই। বিশাল হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান এবং অকাট্য যুক্তির সম্মুখে কাশীর সেই প্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়দিগের হার মানিতে হইয়াছে। বিচারপতি শ্রীশবাবু সুচিন্তিত সুবিস্তৃত রায় লিখিয়া এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তাঁহার সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ রায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা সাধারণের পক্ষেও উপাদেয় পাঠ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

জনহিতকর কার্য্যেও শ্রীশবাবুর অনুরাগ বড় অল্প নহে, তিনি অধ্যয়ন গ্রন্থলিখন এবং বিচারকার্য্যে কঠোর শ্রম করিয়াও সার্ব্বজনিক মঙ্গলকর্ম্মে যোগদান করিয়া থাকেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার কার্য্যে, বারাণসী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যে সহায়তা তাহার অন্যতম নিদর্শন।

---

* The right of Wahabis to pray in the same mosque with the Sunnies—an Important Judgment on a very disputed question of Muhamadan Law.

তিনি যখন বেরিলীর সবজজ ছিলেন তখন সম্রাট সপ্তম এডবার্ড পরলোকগত হন। তিনি সম্রাটের স্মারক স্বরূপ তথায় "Edward Memorial School" প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী হন। এলাহবাদে "Indian Girls' High School" নামে যে বালিকা বিদ্যালয় আছে শ্রীশবাবুই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই সকল কার্য্য যথাসাধ্য প্রচ্ছন্নভাবে করিয়া থাকেন বলিয়া সাধারণে তাহা প্রায়ই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়।

শ্রীশবাবু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ফ্রীমেসন সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ও পদস্থ সভ্য, থিওসফিক্যাল্ সোসাইটীর সম্মানিত সভ্য ও উৎকর্ষবিধায়ক, জনসাধারণের প্রিয়, ব্যবহারে অমায়িক, কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী, সুবিচারক, ধর্ম্ম-প্রাণ এবং সাহিত্যের অকপট ও অক্লান্ত সেবক। ১৯১০ অব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীশবাবু স্মলকজকোর্টের জজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় বারাণসী গমন করেন। এক্ষণে তিনি ডিষ্ট্রীক্টএর সেসন্স জজ হইয়াছেন। সম্রাটের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট শ্রীশবাবুকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়া তাঁহার গুণের সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে জানেন তাঁহাদের মত এই যে "মহামহোপাধ্যায়" বা "শম্স্-উল্-উলামা" বা উভয় উপাধি এক সঙ্গে দিলেই তাঁহার উপযুক্ত হইত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে শ্রীশবাবুর জন্ম এবং ৬ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগের কথাই বলিয়াছি; তাঁহার পিতার কথা বলা হয় নাই। শিক্ষাসংস্কারপ্রিয়তা, অধ্যয়নশীলতা, সাহিত্যানুরাগ, অধ্যবসায়, স্বাস্থ্য এবং চরিত্রবল—এ সমস্তই শ্রীশ বাবু পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সকল গুণ তাঁহার পিতায় বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান ছিল। শ্রীশবাবুর মাতাঠাকুরাণী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার মত দয়ালু, উদারহৃদয় ও অতিথিসেবাপরায়ণ গৃহকর্ত্রী সর্ব্বদেশেই দুর্লভ। তাঁহাদের পরিবার আদর্শ হিন্দু পরিবার।

শ্রীশবাবু মহিমান্বিত পিতার কীর্ত্তিমান্ পুত্র। তাঁহার পিতা পরলোকগত শ্যামাচরণ বসু মহাশয় পঞ্জাব প্রদেশের শিক্ষা সংস্কারক, এবং সকল বিষয়ের উন্নতি বিধায়ক। তাঁহার কৃতিত্বের কাহিনী পাঞ্জাব প্রদেশে বাঙ্গালী উপনিবেশ ও প্রবাসবাসের ইতিবৃত্তে দৃষ্ট হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি এখানে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

মেজর বামনদাস বসু এম্, ডি, আই. এম, এস,

(পৃষ্ঠা ১২৩)

১৯০৭ অব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের "লাইট" নামক পত্রিকায় "Father of the Punjab University" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্যামাচরণ বসুর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল,—

"His devotion to the cause of education in the Punjab was as unflinching as that of David Hare in Bengal" কিন্তু তাঁহার কার্য্য একমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল এমন নহে, উক্ত প্রদেশের জনহিতকর যাবতীয় অনুষ্ঠানেই অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীশবাবুর পিতার সহযোগিতা এবং আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে স্থানীয় বিবিধ সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদিতে শ্যামাচরণ বাবুর যে সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশিত হয় তাহাতে এ কথা প্রকাশ্য ভাবেই স্বীকৃত হইয়াছিল। তিনি যে তথায় সর্ব্বজন-প্রিয় ছিলেন তাহাও উক্ত কাগজ পত্রাদি হইতে এক্ষণে বেশ বুঝিতে পার যায়। তৎসাময়িক ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপীনিয়ন পত্রে উক্ত হইয়াছিল,—"The deceased gentleman * * * threw himself actively into all movements which sometime ago reflected credit on this Province." এই শিক্ষাবিস্তার এবং জাতীয় ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রচার করিবার জন্য প্রতিভাবান্ পিতা পুত্রের উক্তরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা, অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও কৃতকার্য্যতা পঞ্জাব এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বাঙ্গালীর নাম চিরস্মরণীয় এবং চিরবরণীয় করিয়া রাখিবে। পুত্রের সৎগুণাবলী ও তাঁহার শক্তি সম্যক বুঝিতে হইলে প্রধানতঃ তাঁহার আদর্শকে, তাঁহার জনক ও জননীকে জানিতে হইবে। আদর্শ জনক জননীর অভাবেই না আজ ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে এমন দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? এই কারণেই যথাস্থানে শ্যামাচরণ বাবুর প্রবাসের কীর্ত্তিকথা বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইলেও এখানে তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটী কথার পুনরুক্তি করিতে হইল।

শ্রীশবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক মেজর বামনদাস বসু, এম, ডি; আই, এম, এস মহাশয় পশ্চিম ভারতে সামরিক চিকিৎসকের কার্য্য গৌরবের সহিত সম্পাদন করিয়া, কয়েক বৎসর হইল, মেডিকেল সার্ব্বিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি অধ্যয়ন ও সাহিত্যসেবায় এমনই মগ্ন হইয়া আছেন যে মুহূর্ত্তের জন্যও যে তাঁহার অবসর আছে এ কথা সহসা বলিতে পারা যায় না। তাঁহার

ন্যায় এমন অনাড়ম্বর এবং নীরবকর্ম্মী আমরা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। জ্যেষ্টভ্রাতার ন্যায় ইনিও বহু ভাষাভিজ্ঞ। য়ুরোপ এবং ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া ইনি স্বীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় বিলক্ষণ অনুরাগ থাকিলেও ইতিহাস পুরাতত্ত্ব এবং প্রত্নবিজ্ঞানই ইঁহার প্রিয়তম বিষয় এবং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থপত্রাদি সংগ্রহে ইনি সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত গৃহপুস্তকাগার প্রবাসের গৌরবস্থল। ইহাতে বহু দুষ্প্রাপ্য এবং এক্ষণে অপ্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। মেজর বসু এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরীর (Thornhill Library) কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্য এবং সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই পুস্তকালয়ের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তিনি তাঁহার বাসভবন ভুবনেশ্বরী আশ্রমস্থ পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত অমূল্য গ্রন্থরাজির মুদ্রাঙ্কনাদি কার্য্যের তত্ত্বাবধান, হিন্দুসাহিত্যপ্রচার গ্রন্থাবলী ও Humanity and Hindu Literature নামক পত্রিকার সম্পাদন দ্বারা সাহিত্যজগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিতেছেন।

মেজর বসু কর্ত্তৃক মেডিকেল রিপোর্টার প্রভৃতি চিকিৎসাবিষয়ক সাময়িক পত্রাদিতে বহু বৎসর হইতে লিখিত প্রবন্ধগুলি সাতিশয় সুখপাঠ্য এবং মূল্যবান। তাঁহার রচিত "The Dietetic Treatment of Diabetes" য়ুরোপের চিকিৎসক সমাজে বিলক্ষণ আদৃত এবং দেশের ও বিদেশের চিকিৎসা বিষয়ক প্রসিদ্ধ পত্রিকা এবং বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বহুল প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন যে পুস্তকখানি শুদ্ধ সাধারণের ও ছাত্রগণের উপকারে আসিবে এমন নহে, কিন্তু বহুদর্শী চিকিৎসাব্যবসায়ীরাও ইহাতে অনেক শিক্ষালাভ করিবেন এবং উপকৃত হইবেন, ("* * * Not only 'the General Public' 'and 'the Medical Student' for whom the book is meant but even experienced practitioners could find in it much to learn and to be benefitted by.") মেজর বসু মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্য অনুশীলনেও যথেষ্ট অনুরাগী। বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইনি যত্নের সহিত অধ্যয়ন করেন ও স্বীয় গৃহ পুস্তকালয়ে সংগ্রহ করিয়া রাখেন। প্রবাসী নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় মেজর বসু কর্ত্তৃক লিখিত বাঙ্গালা প্রবন্ধাবলী যেমন উপাদেয় তেমনি বহুমূল্যবান তথ্যে পূর্ণ।

পুরাণশাস্ত্র পুরাতত্ত্ব ভাস্কর্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান আদি সকল বিভাগেই ইঁহার অনুরাগ এবং অনুশীলন থাকা বশত, ইনি যে গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতেছেন। ১৯১০ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদে যখন মহাপ্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল তখন ভাস্কর্য্য এবং ভারতীয় ভৈষজ্য বৃক্ষ লতাদি বিভাগের ভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, মেজর বসু তাঁহাদের অন্যতম। ১৯১০ অব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে প্রদর্শনী খুলিবার সময় যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট সার জে, পি, হিউএট, কে, সি,এস, আই ; সি, আই, ই, মহোদয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে প্রদর্শনীর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় কার্য্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,— " * * * Dr. Ranjit Singh, Rai Sitla Bux Singh Bahadur and Major Basu I.M.S. (retired) have been of great assistance, the latter having been in charge of the Sculpture and Indigenous Drugs Courts." মেজর বসুর প্রকাশিত হিন্দু সাহিত্য প্রচার গ্রন্থাবলীর উপকারিতা জগতের মহামহাপাণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইতেছে এবং পাশ্চাত্য জগতে হিন্দুসাহিত্য ও তৎসঙ্গে হিন্দুজাতির প্রতি সমাদর দৃষ্টি পতিত হইবার উপায় হইতেছে। সম্প্রতি মেজর বসু অন্য তিনজন বিশেষজ্ঞের সহযোগে "Indian Medicinal Plants" নামক একখানি বহু ব্যয় সাধ্য ১৩০০ বৃক্ষ লতাদি চিত্রসম্বলিত বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদন করিতেছেন। ঐ গ্রন্থ এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে। ঐ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, শ্রীশবাবুর পাণিনি ও সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ইংরেজী অনুবাদের ন্যায় সাহিত্য জগতে কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বিরাজ করিবে।

জগতের প্রায় সকল প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিই অদম্য উৎসাহ, অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, প্রবল বিবেকবুদ্ধি, নির্ম্মল চরিত্র এবং মহাপ্রাণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। প্রায়ই দেখা যায় তাঁহারা প্রতিকূল অবস্থায় বর্দ্ধিত হইয়াও পুরুষকার দ্বারা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মানব-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। শত সহস্রের মধ্যে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব সুচিত হয়। কি ধর্ম্ম, কি রাজনিতি, কি জ্ঞান বিজ্ঞান, কি শিল্পকলা কি ব্যবসায়বাণিজ্য ফলতঃ জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই এরূপ স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষের পরিচয় মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা

বড় বেশী নহে; এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস এবং কলিকাতা পাবলিশিং হাউসের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী মহাশয় সেই বিরলের মধ্যে একজন। ইণ্ডিয়ান প্রেস জনসমাজের কতদূর হিতসাধন করিয়াছে ও করিতেছে তাহা এক্ষণে সাহিত্য-জগতে অবিদিত নাই। যাঁহারা লক্ষ্ণৌএর মুন্সী নবলকিশোরের এবং পঞ্জাবের রায় গোলাব সিংহের মুদ্রাযন্ত্রালয় দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্থান কোথায়। * ১৪ বৎসর হইল এখানে বাঙ্গলা বিভাগের কার্য্য প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ হয়। বাঙ্গলা মাসিকপত্রের মধ্যে এক্ষণে যাহার সর্ব্বপেক্ষা অধিক প্রচার সেই সচিত্র মাসিকপত্র প্রবাসী এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে প্রথম মুদ্রিত হয়। এই প্রেসে মুদ্রিত ও এথান হইতে প্রকাশিত প্রথম বাঙ্গলা পুস্তক গ্রন্থাকারের লিখিত 'চরিত্র গঠন'। বান্ধব সম্পাদক স্বর্গীয় রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছিলেন "আমরা এই গ্রন্থের মুদ্রণ শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়াছি।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়া ছিলেন "প্রবাসে স্বদেশ অপেক্ষাও সুন্দর ছাপা ও সুন্দর বাঁধা বাঙ্গলা পুস্তক বাহির হইতে পারে অনেকের এরূপ ধারণা ছিল না। এই পুস্তক তাহার সাক্ষ্যদান করিল। এমন সুন্দর ছাপা বাঁধা বাঙ্গলা-ছাপাখানার গৌরবের বস্তু, শতমুখে প্রশংসা করিলেও যথেষ্ট হয় না।" সঞ্জীবনী বলিয়াছিলেন "এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস * * হইতে চরিত্রগঠন নামক একটী সুমুদ্রিত পুস্তক বাহির হইয়াছে। * * বাঙ্গলাদেশের বাহিরে এরূপ সুন্দর ছাপা বাঙ্গলা পুস্তক বোধহয় এই প্রথম বাহির হইল। ইহাও ইহার একটী বিশেষত্ব।" ইহার পর এথান হইতে পূজনীয় রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের বহু প্রসিদ্ধ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে প্রেসের পূর্ব্বগৌরব অক্ষুন্নই আছে।

---

* কলিকাতা 'মডার্ণরিভিয়ু' অফিস হইতে প্রকাশিত প্রয়াগ বা এলাহাবাদ (Prayag or Allahabad) নামক প্রয়াগ সম্বন্ধীয় বহুতথ্যপূর্ণ সচিত্র গ্রন্থে স্থানীয় মুদ্রাযন্ত্রালয় ও গ্রন্থ প্রকাশালয় সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে;—"There are several booksellers in Allahabad who also do publishing on a small scale. But the most noteworthy publishing house is the Indian Press, which publishes books in Sanskrit, Persian, Arabic, Hindi, Bengali, Urdu and English."

"The Pioneer Press is perhaps the biggest printing Establishment in Allahabad. But of purely Indian firms the Indian Press is by far the largest and best, and noted for its fine printing."—p. 17.

সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে হিন্দী সাহিত্য জগতে সরস্বতীর ন্যায় মাসিক পত্র, তুলসীদাস কৃত রামায়ণ, হিন্দী শব্দসাগরের ন্যায় সুবৃহৎ অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার হিন্দী মুদ্রাঙ্কণের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত করে। ইণ্ডিয়ান প্রেসের ক্রোমোলিথো চিত্রাবলী, এখান হইতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক পৌরাণিক ও শিশুপাঠ্য সচিত্র গ্রন্থাবলী, ভারতের সর্ব্বত্রই প্রশংসিত হইয়াছে। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা এবং সাহিত্যের উন্নতি ও প্রচারকল্পে একজন উপনিবেশিক বাঙ্গালী যেরূপ বিরাট আয়োজনে ও প্রভূত ব্যয়ে কার্য্য করিতেছেন তাহাতে তাঁহার নিকট হিন্দীসাহিত্যজগত যেমন কৃতজ্ঞ থাকিবেন বঙ্গবাসীমাত্রেই তাঁহার এই কীর্ত্তিতে গৌরবান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার একান্ত অনিচ্ছাহেতু আমরা তাঁহার অনুকরণযোগ্য জীবনী ও যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এক্ষণে গ্রন্থগত করিতে পারিলাম না।

প্রবাসী এবং মডার্ণরিভিয়ুর স্বনামপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় কলিকাতা হইতে এখানে আগমন করিয়া এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা নামক কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এখানেও তাঁহার সাহিত্যসাধনায় এবং যে সকল গুণে একজন অধ্যাপক ও কলেজের অধ্যক্ষের ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব সূচিত হয় সেই সকল দুর্লভগুণে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হন। নির্ম্মল চরিত্র এবং অমিয় ব্যবহার তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধাস্পদ করিয়াছিল। তাঁহার জীবনী অধীয়ান, অধ্যাপক, সাহিত্যসেবী ও রাজনীতিজ্ঞের জীবনকাহিনী। যে দ্বাদশ বৎসর তিনি প্রয়াগ প্রবাসে ছিলেন তাহার অধিকাংশই সাহিত্যসেবায় অতিবাহিত হয়। সুতরাং তাঁহার জীবনী এবং তাঁহার সমসাময়িক প্রবাসী ও উপনিবেশিক বঙ্গসন্তানগণের জাতীয় সাহিত্যসেবার কাহিনী বঙ্গের বাহিরে বঙ্গ-সাহিত্য প্রস্তাবের বিষয়ীভূত। এখানে অতি সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে রামানন্দবাবু এলাহাবাদে গিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্যসেবাকে নূতনভাবে পরিচালিত করিবার পথ প্রদর্শন করতঃ তাহাকে নবজীবন দান করিয়াছিলেন। তাঁহার "প্রবাসী" পত্রিকা শুদ্ধ প্রয়াগ কেন, বঙ্গের বাহিরে যে বৃহদ্বঙ্গ বিরাজ করিতেছে তাহার বিচ্ছিন্ন তন্ত্রগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল। এখানকার লুপ্তপ্রায় ব্রাহ্মসমাজ, পুরাতন ও নবগঠিত সাহিত্যসমাজ, বাঙ্গালীসমিতি, জাতীয় পাঠাগার প্রভৃতি নবজাগরণে জাগ্রত হইয়াছিল। অবশ্য কায়স্থ পাঠশালা যে

তাঁহার অধ্যক্ষতাকালে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল এবং ইহার গ্রন্থাগার ও রসায়নাগার ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

এপর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ান প্রেসের সহিত বঙ্গের এবং প্রবাসের বহু সাহিত্যিক প্রত্যক্ষ এবং গৌণভাবে সংসৃষ্ট হইয়াছেন। বঙ্গের অন্যতম সাহিত্যসেবী বহু গ্রন্থের লেখক ও সম্পাদক এবং অধুনা 'প্রবাসীর' সহকারী সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয় ১৯০৭ অব্দের ১লা জানুয়ারী চাঁচলের জমীদারের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের ১০০৲ টাকার পদ ত্যাগ করিয়া ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের পুত্রের গৃহশিক্ষকস্বরূপ প্রথমে ৫০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম লইয়া এলাহাবাদ প্রবাসী হন। কিন্তু শীঘ্রই প্রেসে একজন প্রুফরীডরের পদশূন্য হইলে তিনি তাহাই গ্রহণ করেন। কয়েকমাস পরে প্রেসের পুস্তকপ্রকাশ বিভাগ কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইলে "ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চারুবাবু তাহার কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৯০৯ সালে তিনি পুনরায় এলাহাবাদে প্রেসের কার্য্যান্তরে ফিরিয়া যান। ইতিপূর্ব্বে "ভারতী", "বঙ্গদর্শন" এবং প্রধানতঃ "প্রবাসীতে" তাঁহার বহু গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু এখন হইতে গ্রন্থলেখাতেই তিনি বিশেষভাবে ব্যাপৃত হইলেন। এতদিনে সাহিত্যিকের সাহিত্য-সেবার প্রকৃত অবসর হইল এবং তাঁহার ইণ্ডিয়ানপ্রেসে কার্য্য গ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। চারুবাবুর অধিকাংশ রচনা যেমন 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত তাঁহার অধিকাংশ পুস্তক তেমনি প্রবাসে রচিত। তাঁহার সাহিত্যসাধনার কাহিনীও বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য প্রস্তাবে স্থান পাইয়াছে। এলাহাবাদ এংগ্লো বেঙ্গলী স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় বি, এ মহাশয়ের নাম প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামানন্দবাবুর মডার্ণরিভিয়ু যখন প্রথম বাহির হয়, তখন তিনি এলাহাবাদে যান এবং ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার মহেশবাবুর হস্ত হইতে স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। নেপালবাবুর হস্তে অচিরেই স্কুলের শ্রী ফিরিয়া যায়। তাঁহার ন্যায় সহৃদয়, চরিত্রবান্ ছাত্রবন্ধু এবং বিশেষজ্ঞ শিক্ষক আজিকার দিনে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আবির্ভাবে এলাহাবাদের বাঙ্গালী ছাত্র-সমাজ নবজীবন লাভ করিয়াছিল। এলাহাবাদে অবস্থিতিকালে তাঁহার সমসাময়িক যাবতীয় জাতীয় অনুষ্ঠানে নেপাল বাবুর সহযোগিতা ছিল।

রাজধানী এলাহাবাদের বহু প্রাচীন ও বহু বিস্তৃত প্রবাসবাসের কাহিনী সংক্ষেপে সমাপ্ত বা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব। বর্ত্তমান গ্রন্থে বহু পরলোকগত ও জীবিত বিশিষ্ট প্রয়াগবাসীর জীবনী সংগ্রহ করিবার সুযোগ হয় নাই। প্রখ্যাত বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খুল্লতাত স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাধারণে ব্যারিষ্টার ডি, ব্যানার্জ্জী নামে পরিচিত); স্থানীয় হাই-কোর্টের স্বনামখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, হাইকোর্টের প্রখ্যাত ও সর্ব্বজনপ্রিয় উকীল এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত ডাক্তার রায় সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, সাময়িকভারতের ইতিবৃত্তকার ও পাইওনিয়র পত্রের সমাদৃত প্রবন্ধলেখক স্বনামখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত উকীল সুপণ্ডিত এবং কবি ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এডভোকেট ও এংগ্লো বেঙ্গলী স্কুলের সুযোগ্য সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় প্রায় সকল সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা এবং অন্যতম অনুষ্ঠাতা স্বাধীনচিত্ত উকীল শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় প্রমুখ বিশিষ্ট আইনজ্ঞগণ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীন ডাক্তার এস্, পি, রায়, এম্-বি, এম্. আর, সি, এস্ (ইংল্যাণ্ড), বুলন্দসহরের ভূতপূর্ব্ব প্রবীন এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন অধুনা এলাহাবাদের স্থায়ী অধিবাসী সহৃদয় ও সুবিজ্ঞ ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ চিকিৎসকগণ, শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেক্টর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, রায় বাহাদুর এবং মিওর কলেজ, যমুনামিশন, কায়স্থ পাঠশালা, গবর্ণমেণ্ট স্কুল প্রভৃতি স্থানীয় কলেজ ও স্কুলসমূহের বাঙ্গালী শিক্ষাব্যবস্থাপক, অধ্যাপক ও শিক্ষকগণের প্রবাসকাহিনী; বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত ঔষধালয়সমূহ, বস্ত্র-ভাণ্ডার, পোষাক নির্ম্মাণাগার ও পণ্যশালাসমূহে প্রবাসী বাঙ্গালীর ব্যবসায়-জীবন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, রেল ও সওদাগরী অফিসের কর্ম্মচারী প্রবাসীর কর্ম্মজীবন এবং "লুকারগঞ্জ" ও "জর্জ্জটাউন" নামক নবস্থাপিত পল্লীদ্বয়ে বাঙ্গালীর উপনিবেশ কাহিনী লিপিবদ্ধ না করিলে প্রয়াগপ্রবাসের ইতিবৃত্ত যে সম্পূর্ণ হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। লুকারগঞ্জ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুবরাজ খুসরুর প্রাসাদউদ্যান খুসরু-বাগের সন্নিহিত এবং জর্জ্জটাউন প্রাদেশিক লাট-প্রাসাদের সম্মুখস্থ সুবাতিয়াবাগ নামক স্থানে অবস্থিত। এই দুই স্থানে সুদৃশ্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অট্টালিকাশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া বহু বঙ্গবাসী সপরিবারে প্রয়াগের স্থায়ী বসবাসী হইয়াছেন।

এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত নানা স্থানে বাঙ্গালীর বাস লক্ষিত হয়, তাঁহারা প্রায় সকলেই কর্ম্মোপলক্ষে আগমন করেন এবং কয়েক বৎসর প্রবাস বাস করিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। কেহ কেহ দুই তিন পুরুষ হইতে এদিকে অতিবাহিত করায় কর্ম্মাবসানেও আর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহাদের বাঙ্গালী বলিয়া এক্ষণে চেনা যায় না। মিশ্র, ত্রিবেদী, পাঁড়ে, বাজপেয়ী, বটব্যাল উপাধিক অনেক পশ্চিমদেশীয় বঙ্গে বাস করিতে করিতে যেমন সম্পূর্ণ বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন ইঁহারাও হিন্দুস্থানে থাকিতে থাকিতে হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছেন। এলাহাবাদ মহানগরীর অনতিদূরে এবং গঙ্গা ও যমুনার পরপারে এরূপ প্রাচীন বাঙ্গালী এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। গঙ্গার পরপারে পৌরাণিক প্রতিষ্ঠানপুর আধুনিক ঝুঁসী। তথায় গঙ্গার উপকূল হইতে পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ একটী প্রকাণ্ড মৃৎস্তূপ আছে, তাহাতে কৃত্রিম গুহা নির্ম্মাণ করিয়া বহু সাধুসন্ন্যাসী বাস করিতেছেন। শুনা যায় ঐ স্থানের একটী গুহায় জনৈক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। দেহান্ত হইলে তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী একটী রমণীয় উদ্যানে সমাধিস্থ করা হয়। স্থানীয় জনৈক প্রাচীন হিন্দুস্থানী সাধু সেই সমাধি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর নাম ও পরিচয় তিনি দিতে পারিলেন না।

ব্রজমণ্ডল।

উপনিবেশের প্রাচীনত্ব হিসাবে কাশী ও প্রয়াগের পরই ব্রজমণ্ডলের উল্লেখ করিতে হয়। প্রাচীনত্বে মধুপুরী অবিমুক্তধাম বারাণসীরই সমতুল্য। বাল্মিকীর রামায়ণে আছে পুরাকালে মহাদেব মধুদৈত্যের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এক অজেয় শূলাস্ত্র প্রদান করেন। মধু শিবের বরে অজেয় হইয়া যে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন তাহা মধুপুরী বা মধুরা নামে প্রসিদ্ধ হয়। মধুর পরবর্ত্তী ও তৎপুত্র লবণাসুর আর্য্যনিবাসে অত্যাচার এবং তপোবনবাসিগণকে উৎপীড়ন করিতে থাকিলে প্রজারঞ্জক রামচন্দ্রের আদেশে শত্রুঘ্ন লবণকে নিহত করিয়া মধুরা এবং তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে আর্য্যনিবাস স্থাপন করেন। আর্য্য শূরসেন-জাতি প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করায় মধুপুরীর নাম হয় শূরসেনা। পরে মধুরা মহাভারতের যুগ হইতে মথুরা নামে অভিহিত হইতে থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন বর্ত্তমান সহর মথুরার অনতিদূরবর্ত্তী মহোলি গ্রামেই মধুপুরীর পত্তন হইয়াছিল। মধুর পুরী সংক্ষেপে মধোরী অথবা মধোলি এবং মধুরা ক্রমে মহুলা ও পরে মহোলি হইয়াছিল কিনা বলা যায় না ; কিন্তু প্রাচীন মথুরা যে ক্রমে শ্রীভ্রষ্ট, উৎসাদিত এবং পরে নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল তাহা ইহার 'মধুবন' এই, নামেই অনুমিত হয়, যাহা হউক শূরসেনাখ্য যাদবগণের এই উপনিবেশ বহুবিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ হইলে মধুরা যাদবরাজধানীতে পরিণত হয় এবং এই রাজ্য ব্রজমণ্ডল ও ইহার অধিবাসী ব্রজবাসী বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে। শৌরী শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর হইতেই ব্রজধাম বিষ্ণুভক্তিতে প্লাবিত হয় এবং কৃষ্ণভক্ত শূরসেন-গণ কর্ত্তৃক এই শৈবপ্রধান স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হয়। স্বনামখ্যাত কহ্লন পণ্ডিত এবং বরাহমিহিরের গণনানুসারে যীশুখৃষ্ট জন্মিবার ২৪৪৮ বৎসর অর্থাৎ এখন হইতে ৪৩৬১ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। কৃষ্ণজন্মের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে মগ বা শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবংশের আদিপুরুষ ঋজিভমুনির কন্যা ও সূর্য্যের পুত্র জরশব্দ বা জরসস্ত, (জরথুস্ত্র Zoroaster of the Persians) জন্মগ্রহণ করেন। জরসস্ত, মিহির (সূর্য্য) গোত্রীয় বলিয়া উক্ত। বরাহমিহিরকৃত বৃহৎ-সংহিতায় আছে মিহিরকুলের মগগণ (পারসীক পুরোহিত মেগাই Magai)

সূর্য্যোপাসক ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত ভাণ্ডারকর বলেন নেপালে প্রাপ্ত হস্তলিখিত বৃহৎসংহিতায় আছে যে কলিযুগে এই মগগণ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবেন। ইঁহারাই ভবিষ্যপুরাণের সূর্য্যপূজক মগব্রাহ্মণ। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে, মহর্ষি নারদের উপদেশে, রোগমুক্তির জন্য চন্দ্রভাগা নদীর তীরে একটী সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় সূর্য্যপূজার প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু কোন সূর্য্যপূজক ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় মহর্ষি গৌরমুখের পরামর্শক্রমে শাকদ্বীপ হইতে দশঘর মগ আনিয়া ব্রজমণ্ডলে উপনিবিষ্ট করা হয়। এই ঘটনা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বরাহপুরাণে সূর্য্যকেই মথুরার মাথুরগণের কুলদেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তীকালে খৃঃ পূর্ব্ব ২৭২-২৩২ অব্দের মধ্যে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ব্রজমণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশলাভ করে এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শকরাজ বৌদ্ধ কনিষ্কের রাজত্ব সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে মথুরার অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান চতুর্থ শতাব্দীতে ব্রজমণ্ডলে ২০টী সঙ্ঘারাম ও তিন সহস্র বৌদ্ধের বাস দেখিয়া গিয়াছিলেন। ৫ম শতাব্দীর বিষ্ণুভক্ত গুপ্তসম্রাটগণ এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রবলপরাক্রান্ত হিন্দুসম্রাট যশোধর্ম্মের শাসন সময় সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইলেও ব্রজমণ্ডলে বৌদ্ধপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, কারণ সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী হুএন্-থ্সাঙ তথাকার বৌদ্ধপ্রাধান্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রায় সহস্র বর্ষের বৌদ্ধ প্রাধান্য অষ্টম শতাব্দীতে কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মের দ্বারা বিলুপ্ত হয়। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপ্রচারকগণের মধ্যে অধিকাংশই বঙ্গদেশবাসী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাঁহারা ভারতের নানাপ্রদেশে এবং চীন ব্রহ্ম শ্যাম তিব্বত এমন কি সুদূর এমেরিকাতেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এবং তিন সহস্র বৌদ্ধসন্ন্যাসীর মধ্যে যে অনেকেই ব্রজমণ্ডলপ্রবাসী হইয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে যে তাঁহারা নিপীড়িত ও বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মঠাদি ভগ্ন ও বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলি বিকৃত করা হইয়াছিল তাহাও অনুমেয়। বর্ত্তমানে হিন্দুমন্দিরে হিন্দুবিগ্রহরূপে রক্ষিত বহু বিকলাঙ্গ প্রস্তরমূর্ত্তি যে এই সময়ের ভগ্ন ও বিকৃত বৌদ্ধমূর্ত্তি তাহা বলাই বাহুল্য। একে একে শৈব, শৌর, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থলগুলি কালে পরিত্যক্ত, অরণ্যসমাকুল এবং অদৃশ্য হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর

নবজাগরণে বৈষ্ণবগণ সেই সমুদয় উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হন এবং পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতির সহায়ে ব্রজধাম পুনরায় ঐশ্বর্য্য-সম্পদে স্বর্গধামে পরিণত করেন। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থপিশাচ সুলতান মহম্মদ হিন্দুর এই সুখের স্বর্গে প্রবেশ করেন। তিনি মথুরার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পলকহীননেত্রে চাহিতে চাহিতে বিস্ময়ে অভিভূত এবং স্তম্ভিত হইয়া যান। ক্ষণকাল এইরূপ স্বপ্নরাজ্যে অবস্থিতি করিবার পর তিনি দেখেন যে, তাঁহার শাস্ত্রোক্ত স্বর্গেও যাহা কল্পনা করিতে পারিতেন না, পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানরাজ্য একত্র করিলেও যাহা প্রাপ্ত হইতেন না তাহা তাঁহার নয়নসমক্ষে বিরাজ করিতেছে। লুব্ধ সুলতান তখন এই ইন্দ্রালয় লুণ্ঠন করিতে আদেশ দান করিলেন, কিন্তু মন্দির এবং দেবমূর্ত্তি ধ্বংশ, অগ্নিসংযোগে গৃহপল্লী ভস্মীকরণ, নরহত্যা এবং লুণ্ঠনকার্য্য অবিরাম এবং অব্যাহতগতিতে চলিতে থাকিলেও দস্যুগণ কুড়ি দিনেও তাহা শেষ করিতে পারে নাই। অবশেষে মথুরাপুরী যখন ভগ্নস্তূপ এবং ভস্মরাশিতে পরিণত হইল, নরশোণিতে ব্রজের রজঃ কর্দ্দমাক্ত হইল, যমুনার নীলজল রক্তে রঞ্জিত হইল, তখন মুসলমান দস্যুদল প্রস্থান করিল। মথুরা আবার মধুবনে পরিণত হইল। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া মথুরা মুসলমান অত্যাচার হইতে পরবর্ত্তী সময়ে কখনই এককালে অব্যাহতি লাভ করে নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার আভাস দিয়াছেন।

মহম্মদের লুণ্ঠনের পর বহুকাল মথুরা জনশূন্য ও নষ্টগৌরব হইয়া থাকিলেও হিন্দু নরপতিগণের সহায়তায় পুনর্ব্বার উহা বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতে থাকে এবং পূর্ব্ববৎ প্রধান বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জগদ্বিখ্যাত কাব্য গীতগোবিন্দ রচয়িতা বাঙ্গালী জয়দেব গোস্বামী তীর্থপর্য্যটন ব্যপদেশে ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। জয়দেবের জন্মস্থান বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী কেন্দুবিল্ব গ্রাম। ইঁহার পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী। গীতগোবিন্দ বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী. উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা এবং ইংরাজী ল্যাটীন প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য, কমলাকর, নারায়ণভট্ট, বিট্ঠলদীক্ষিত, বিশ্বম্ভরভট্ট, শঙ্করমিশ্র প্রভৃতি প্রায় ত্রিশজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এই গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। সার উইলিয়ম জোন্স সর্ব্বপ্রথমে ইহার ইংরেজী অনুবাদ

প্রচার করেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ল্যাসেন ইহার ল্যাটীন অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইঁহারা এবং কবি এডউইন্ আর্ণল্ড ইহাকে ইংরেজী কাব্যের আকারে অনুবাদিত করিয়া য়ুরোপ ও এমেরিকাখণ্ডে গীতগোবিন্দের রচয়িতা বাঙ্গালী কবি জয়দেবকে জগদ্বিখ্যাত করিয়া দিয়াছেন। জয়দেব বৃন্দাবনের কেশীঘাটে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। কথিত আছে কোন মহাজন জয়দেবের জন্য কেশীঘাটে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। গোস্বামি-মহাশয় উক্ত মন্দিরে রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে থাকেন এবং পরে বিগ্রহের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। জয়দেবের মৃত্যুর পর জয়পুরের মহারাজ বিগ্রহটী লইয়া জয়পুরের ঘাটি নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মোগল সাম্রাজ্যস্থাপনের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠান সম্রাটগণের রাজত্বকালে মথুরা কিয়ৎপরিমাণে শান্তি উপভোগ করিয়াছিল। সেই শান্তির যুগে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বহু সাধু মহাজন বঙ্গদেশ হইতে তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে ব্রজমণ্ডলে গিয়া উপস্থিত হইতেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী নবগ্রাম নিবাসী জ্ঞানের অবতার স্বনামধন্য অদ্বৈতাচার্য্য পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের পর বৃন্দাবন প্রবাসী হইয়াছিলেন। অদ্বৈত আচার্য্যের পিতার নাম কুবের পণ্ডিত। মাতা নাভাদেবী এবং পত্নী সীতাদেবী। ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। অদ্বৈতমঙ্গল, অদ্বৈতপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। ব্রজপরিক্রমা গ্রন্থে আছে—

"কথো দিনে পিতামাতা হৈল অদর্শন।
গয়া করিবারে প্রভু করএ গমন॥
গয়াছলে সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিল।
মাধবেন্দ্রপুরী স্থানে দীক্ষা মন্ত্র নিল॥"
"ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরামণ্ডলে।
দেখিয়া ব্রজের শোভা আনন্দ উথুলে॥
সর্ব্বত্র দর্শন করি আইলা বৃন্দাবনে।
এথা ব্রজবাসিগণ রাখিলা যতনে॥"
"জানি কৃষ্ণ চৈতন্যের প্রকট সময়।
এথা হৈতে গৌড়দেশে করিল বিজয়॥"

তিনি বৃন্দাবনে যে বটবৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা অদ্বৈতবট নামে খ্যাত এবং উক্তস্থান বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হইয়াছে। অদ্বৈতবটের ন্যায় আর একস্থানে নিত্যানন্দ-বট-তীর্থ বিরাজ করিতেছে। নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে অবধূত বেশে ভারতের নানাস্থান, নানাতীর্থ পর্য্যটন করেন এবং সেই সূত্রে তিনি একবার ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হন। চৈতন্য-ভাগবতাদি গ্রন্থে তাঁহার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি হাড়াইওঝা ও পদ্মাবতীর পুত্র। বীরভূম জেলাস্থ একচক্রাগ্রামে ১৪৭৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার তপ্তকাঞ্চন তুল্য বর্ণ, ভুবনমোহন মূর্ত্তি, ব্রজের নরনারীর নয়ন মন মুগ্ধ করিয়াছিল।

"নিত্যানন্দ চাঁদেরে বারেক দেখে যেঁহো।
তিলার্দ্ধেক সঙ্গে না ছাড়িতে পারে সেহো॥
পরম মধুর মূর্ত্তি নিত্যানন্দ রায়।
নিত্যানন্দে দেখিতে অসংখ্য লোক যায়।
নিত্যানন্দ স্থির না রহএ এক ঠাঁই।
করএ ভ্রমণ ব্রজে মহানন্দ পাই॥
মধ্যে মধ্যে শ্রীগোপাল মহাবনে যায়।
মদনগোপালে দেখি রহেন তথায়॥"
"দেখিয়া সকল বন আসি বৃন্দাবনে।
খেলএ অদ্ভুত খেলা যমুনা পুলিনে"

এইরূপে বিংশতি বৎসর তীর্থ পর্য্যটনের পর নবদ্বীপে গিয়া তিনি চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হন॥

"হইলা অধৈর্য্য সে প্রভু আকর্ষণে।
নবদ্বীপে গমন করিলা ব্যস্ত মনে॥"

চৈতন্যদেব তাঁহার ৪৮ বৎসর ব্যাপী জীবনে ২৫ হইতে ৩০ এই ছয় বৎসর ভারতের নানাস্থানে নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া অবশিষ্ট ১৮ বৎসর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের জন্মভূমি উৎকল খণ্ডেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার প্রপিতামহ মধুকর মিশ্র *

* পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকায় চৈতন্যদেবের বংশ পরিচয় অন্যরূপ। তাহাতে মধুকর মিশ্র ও উপেন্দ্রমিশ্রের স্থলে শিবরাম এবং উমাপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উৎকলের যাজপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। কথিত আছে তিনি উৎকলাধীপ মহারাজ কপিলেন্দ্রদেব ভ্রমরের উৎপীড়নে যাজপুর ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টের অন্তর্গত জয়পুর গ্রামে মতান্তরে বরগঙ্গা গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং তাঁহার অন্যতর মধ্যমপুত্র উপেন্দ্র মিশ্র কৈলাস পর্ব্বতের সন্নিহিত গুপ্ত বৃন্দাবনে ইক্ষুনদীর পশ্চিম তীরে অমৃতকুণ্ডের নিকট বাস করিতে থাকেন। উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র জগন্নাথ মিশ্র দেশে থাকিয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন সমাপ্ত করত নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হন এবং এখানে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করত সংসারী হন। ইহাঁরই গৃহে নবদ্বীপচন্দ্র চৈতন্যদেবের ১৪৮৫ খ্রীঃ অব্দে জন্ম হয়। চৈতন্যদেব ১৫০৯ হইতে ১৫১৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ, দক্ষিণাপথ প্রভৃতি ভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণ-প্রেমে ব্যাকুল হইয়া রাধাকান্তের লীলাস্থল দর্শন-মানসে ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপনীত হন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপ অবতরি।
আটচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহ বাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস॥
চব্বিশ বৎসর শেষ করিঞা সন্ন্যাস।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥"

অন্যত্র ইহার বিস্তৃত বিবরণ হইতে জানা যায় তিনি প্রথম বলভদ্রাচার্য্য ও দামোদর পণ্ডিতকে লইয়া নীলাচলে গমন করেন এবং তথা হইতে কেবল বলভদ্রাচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া কাশী ও প্রয়াগ হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি প্রয়াগে অবস্থিতি করিয়া রূপগোস্বামীকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, পরে কাশীতে অবস্থিতি করিবার কালে সনাতন গোস্বামীকে তথা হইতে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন এবং পরিশেষে নীলাচলে গিয়া তথায় অবশিষ্ট আঠার বৎসর অতিবাহিত করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

"বলভদ্রাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর।
দুই জনে সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল।
দিন কত রহি তাঁহা চলিলা বৃন্দাবনে;
লুকাঞা চলিল রাত্রি কেহ নাহি জানে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে;
ঝারিখণ্ড পথে কাশী আইল নানা রঙ্গে।
দিন চারি কাশী রহি গেলা বৃন্দাবন;
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন।
নীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির;
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরা বাহির।
গঙ্গাতীরে পথে লঞা প্রয়াগে আইলা;
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি তাঁহাই মিলিলা।
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা;
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা।
শ্রীরূপে শিক্ষা করি পাঠান বৃন্দাবন;
আপনে করিলা বারাণসী আগমন।
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলল সনাতন;
দুই মাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষণ।
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল;
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল।
ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিল বিলাস;
কভু ইতিউতি গতি কভু ক্ষেত্রে বাস।
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা;
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা।" মধ্যলীলা, চৈঃ চঃ।

চৈতন্যদেব মথুরায় পদার্পণ করিবামাত্র মধুপুরীর নরনারী তাঁহার আশ্রমকে মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছিল। তাহারা গৌরাঙ্গদেব দর্শনে ভক্তযাত্রীর ন্যায় দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন এবং জীবন্ত দেবতার মুখে হরিধ্বনি শুনিয়া সকলে উন্মত্তের ন্যায় হরিহরি বলিয়া ব্রজমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল,—

"মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল।
লক্ষসংখ্যা লোক আইসে নাহিক গণন ;
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন।
বাহু তুলি বলে প্রভু 'বোল হরি হরি ;'
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি। চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা।

তিনি ব্রজমণ্ডল এবং বনভ্রমণ কালে বৃন্দাবনকে প্রকৃতই বনে পরিণত দেখিলেন। তিনি দেখিলেন ভগবানের লীলাস্থলসমূহ অদৃশ্য হইয়াছে, ব্রজবাসীরা সে সকলের সন্ধানও বড় দিতে পারে না।

"কথোদিন পরে সব হইল গুপ্তপ্রায়।
তীর্থ-প্রসঙ্গাদি কেহো না করে কোথায়॥" (মথুরা মাহাত্ম্য)।

তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিয়া আকুলক্রন্দনে বৃন্দাবন প্রতিধ্বনিত ও নয়নজলে ব্রজের রজঃ অভিষিক্ত করিলেন এবং চিত্ত স্থির করিয়া সমস্ত ব্রজমণ্ডল ভ্রমণ করতঃ ব্রজবাসী নরনারীকে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ব্রজেন্দ্র কুমার।
মথুরা আইলা হইল কৌতুক অপার॥"

কোথাও—

"গৌরচন্দ্র নৃত্য কৈলা প্রেমাবেশে"
আইল অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে।
সবে মহামত্ত হৈলা শ্রীনাম-কীর্ত্তনে॥
সভার নেত্রেতে অশ্রুঝরে অনিবার।
ব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ঞান হইল সভার॥
তিলার্দ্ধ ছাড়িয়া কেহ যাইতে না পারে।
সভে সাঁতারএ প্রেমসমুদ্র পাথারে॥"
"কিবা স্ত্রী পুরুষ বালবৃদ্ধ যুবা যত।
সভে চতুর্দ্দিকে ধায় হইয়া উন্মত্ত॥
লক্ষ লক্ষ লোক সব কহে উভরায়।
সন্ন্যাসীর শিরোমণি আইলা মথুরায়॥

"ভুবনমোহন গৌরচন্দ্র শোভা দেখি।
ফিরাইতে নারে কেহ অনিমেষ আঁখি॥"

চৈতন্যদেবকে এখানে একমুহূর্ত্তের জন্যও কেহ চক্ষের অন্তরাল করিতে পারে নাই। ব্রজবাসী তাঁহার ভ্রমণে তাঁহার বিশ্রামে এমন কি স্নানাহারেও সঙ্গত্যাগ করে নাই।

"অহে শ্রীনিবাস চতুর্ব্বিংশতি ঘাটেতে।
মহাপ্রভু কৈলা স্নান মহানন্দ চিতে॥
প্রতি ঘাটে হৈল যৈছে প্রেমের আবেশ।
তাহা বর্ণিবারে জানেন মাত্র শেষ॥
লক্ষ লক্ষ লোক স্নান কৈল প্রভু সঙ্গে।
ভাসিল সে সব লোক প্রেমের তরঙ্গে॥
সকল দেবতা আসি মনুষ্যে মিলয়।
সভে কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয়॥"
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র মথুরা ভ্রমিয়া।
বসিলা অসংখ্য লোক বেষ্টিত হইয়া॥"

মথুরাবাসিগণ চৈতন্যদেবের অলৌকিক ভাবাবেশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম যমুনায় ভাসমান হইয়াছিল এবং চৈতন্যদেবের নৃত্য দর্শনে ও সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে কৃষ্ণলীলার পুনরাভিনয় মনে করিয়া পুলক-বিস্ময়ে মগ্ন হইয়াছিল।

"মথুরা ব্রাহ্মণগণ পরস্পর কয়।
কপট সন্ন্যাসী এই কৃষ্ণ সুনিশ্চয়॥
অতি অলৌকিক কে বুঝিবে এনা রঙ্গ।
আপনা গোপন কৈল ধরি গৌর অঙ্গ॥
কেহ কহে মো সভার ভাগ্য অতিশয়।
দেখিলাম মথুরাতে প্রভুর বিজয়॥"
"কেহো কহে অহে ভাই মনে হেন বাসি।
ব্রজেন্দ্রনন্দন এই কপট সন্ন্যাসী॥
শ্যাম সুচিক্কণ রূপ আচ্ছন্ন করিয়ে।
গৌররূপে ধরি ফিরে লোক প্রতারিয়ে॥"

"কেহ কহে এই যে সন্ন্যাসী মহাশয়।
কোথা হৈতে অকস্মাৎ করিলা বিজয়॥
কেহ কহে অহে ভাই ইহারে দেখিতে।
না জানি কি করে হিয়া না পারি বুঝিতে॥
কেহ কহে মনুষ্য সন্ন্যাসী কভু নয়।
কহিতে না পারি মোর মনে যাহা হয়।
কেহ কহে ইহারে সন্ন্যাসী কহে কে।
এই রূপে এই বেশে কৃষ্ণ হয় এ॥"
"অহে ভাই ভাগ্য প্রশংসিয়ে বারে বারে।
হেন রূপে হেন বেশে দেখিনু কৃষ্ণেরে॥
অহে ভাই এ প্রভু চরণে নমস্কার।
লোকে জ্ঞান দিতে বুঝি এই অবতার॥"

পরমভাগবত মহাকবি জয়দেব গোস্বামী পূর্ব্বে গীতগোবিন্দের বংশীরবে যে ব্রজের অধিবাসীদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, জ্ঞানের অবতার অদ্বৈত আচার্য্য তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলীকে তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞানে স্তম্ভিত এবং অলৌকিক অধ্যাত্মশক্তিতে অভিভূত করেন। তাহার পর নিত্যানন্দ গোস্বামী আসিয়া ভুবনমোহনরূপে বৃন্দাবন আলোকিত এবং বহু অলৌকিক শক্তি প্রকাশে নরনারীকে বিমুগ্ধ করিয়া যান। ব্রজবাসিগণ তাঁহার দেবমূর্ত্তি এবং অলৌকিক লীলা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"কোথা হইতে অবধূত আইলা এথানে॥"
করিল বিপিন আলো অঙ্গের ছটায়।
এ নহে মনুষ্য মাত্র মনুষ্যের প্রায়॥"

অবশেষে যখন জ্ঞান ও প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব তাঁহার বিশ্ববিমোহন রূপে দিক উদ্ভাসিত করিয়া ব্রজমণ্ডলে উদিত হইলেন তখন ব্রজের এমন নরনারী ছিল না যে রূপে মুগ্ধ হয় নাই, এমন পণ্ডিত ছিলেন না যিনি আপনার পাণ্ডিত্যাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়েন নাই। এমন কৃষ্ণপ্রেমিক ছিলেন না যিনি চৈতন্যদেবের প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া যান নাই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ যাহা করিতে অবশিষ্ট রাখিয়া গিয়াছিলেন চৈতন্যদেব তাহা

সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি এতদঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় আকর্ষণ করিয়া পরবর্ত্তী বাঙ্গালীদিগের দ্বারা ব্রজমণ্ডলে বৈষ্ণবোপনিবেশের পথ প্রশস্ত এবং সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যখন এখানে পদার্পণ করেন তখনও মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তখনও ফতেপুরশিক্রীতে মিবারপতি হিন্দুনরপতি রাজপুত-কেশরী রাণা সংগ্রামসিংহের সহিত মোগলসম্রাট বাবরের যুগান্তকারী যুদ্ধ সংঘটন হয় নাই। বঙ্গে তখন সৈয়দবংশীয় হোসেন সা ও তৎপুত্র নসরৎ সাহের শাসনকাল; উৎকলে তখন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী গঙ্গাবংশীয় রাজারা আধিপত্য করিতেছেন। য়ূরোপের তখন মধ্যযুগের (medæval age) ঘোর কাটে নাই।

চৈতন্যদেব ব্রজমণ্ডল মাতাইয়া গৌড়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে প্রয়াগধামে উপস্থিত হন। এখানে তাঁহার শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরূপ বাকলা চন্দ্রদ্বীপ ফতেয়াবাদের অধিবাসী মুকুন্দের পুত্র। মুকুন্দের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম রূপ এবং কনিষ্ঠ বল্লভ। ইঁহারা কর্ণাটাধিপতি বিপ্ররাজের বংশধর। কর্ণাটরাজের পুত্র অনিরুদ্ধের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর কোন কারণে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পৌলস্ত্যদেশে (?) বাস করেন। কনিষ্ঠ হরিহর রাজ্যাধিকার করেন। ভ্রষ্টরাজ্য রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নৈহাটীতে নিবাস স্থাপন করেন। শ্রীরূপ ইহারই পৌত্র। ইনি ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরূপ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতন উভয়েই প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। অল্পবয়সেই তাঁহারা বিবিধশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভা গৌড়াধিপ হুসেন সাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অচিরেই তাঁহারা রাজসরকারে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হন এবং ক্রমে প্রধান সচিবের পদ অধিকার করেন। রূপের শৈশব কালে নাম ছিল সন্তোষ। মুসলমান রাজসরকারে কর্ম্মপ্রাপ্তির কালে তাঁহার নাম হয় দবীরখাস। শ্রীরূপের অল্পদিনেই বিষয়ে বিরাগ জন্মে এবং তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। চৈতন্যদেবের ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া এবং ভক্তিমার্গের রহস্য অবগত হইয়া তিনি ক্রমে পরম বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ হন। তীর্থরাজ প্রয়াগে চৈতন্যদেবের সহিত শ্রীরূপের মিলন মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় হইয়াছিল। চৈতন্যদেব তাঁহাকে ব্রজমণ্ডলে গিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রচার, বৈষ্ণবধর্ম্ম বিস্তার এবং প্রধানতঃ লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিতে আদেশ করিয়া কাশীধামে গিয়া উপস্থিত হন। চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু

ভক্তমালে আছে শ্রীরূপ নিত্যানন্দদেবের নিকট দীক্ষা লইয়া তাঁহারই উপদেশে বৃন্দাবনের লুপ্ত লীলাস্থলসমূহ পুনরুদ্ধার করিতে গমন করেন। কথিত আছে, তিনি যখন বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হন তখন তথায় অতি বিরল বসতি ছিল। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনবাসী হন। সনাতন ১৪৮৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে স্বীয় প্রধান সচিবের পদে বরণ করিয়াছিলেন। একদা হঠাৎ বৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপের একখানি পত্র পাইয়া সনাতন বিষয়ে বীতস্পৃহ হন এবং অতুল সম্পদ অসীম ক্ষমতা ও সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হন। কথিত আছে, প্রথমে তিনি রাজকার্য্যে অনুপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া থাকেন এবং রাজার পুনঃপুনঃ আহ্বানেও তাহাতে কর্ণপাত করেন না। অবশেষে তিনি ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু কোনক্রমে তথা হইতে পলায়ন করিয়া উদাসীনের বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীধামে আসিয়া উপনীত হন। এখানে শুভমুহূর্ত্তে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার মিলন হয়।

তীর্থরাজ প্রয়াগে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার মিলন মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় হইয়াছিল। চৈতন্যদেব তাঁহাকে ব্রজমণ্ডলে গিয়া মথুরা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রচার এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের বিস্তার করিবার জন্য আদেশ করিয়া কাশীধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিস্তারিত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ভক্তমালগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে রূপগোস্বামী নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারই উপদেশ মত বৃন্দাবনে লুপ্ত লীলাস্থলসমূহ পুনরুদ্ধার করিতে গমন করেন। রূপগোস্বামীর বৃন্দাবনবাসের অল্পকাল পরেই তাঁহার ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী কর্ম্মত্যাগ করিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। উক্ত হয় যে সনাতন কর্ম্মস্থলে উপস্থিত না হওয়ায় মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন কিন্তু কৌশলে পলায়ন করতঃ চৈতন্যদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। মতান্তরে তিনি ছিন্নকন্থা সম্বল করিয়া উদাসীনবেশে কাশীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থসমূহ উদ্ধারার্থ প্রেরণ করেন। কাশীতে তখন দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণীস্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রবোধানন্দ সরস্বতী অবস্থিতি করিতেছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করেন।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী চৈতন্যদেবের ভক্ত হইয়া পড়েন এবং নিজ দৈন্য, গৌরভক্তি, গৌরাঙ্গস্তুতি এবং অবতার মহিমা প্রভৃতি প্রতিপাদক চৈতন্যচন্দ্রামৃত নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চৈতন্যদেব বহু শাক্ত এবং বৌদ্ধকেও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতঃ সংসার ত্যাগ ও পুরুষোত্তম এবং বৃন্দাবন বাস করেন। বঙ্কটভট্টের পুত্র ভট্টমারিনিবাসী গোপালভট্ট চৈতন্যদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবার পর সংসার পরিত্যাগ করেন এবং কাশীপ্রবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতীর আশ্রমে অবস্থিতি করতঃ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কাশীতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইলে ইনিও বৃন্দাবনে গিয়া রূপ ও সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলিত হন।

চৈতন্যদেব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচার ও লুপ্ততীর্থ উদ্ধার মানসে অনেক-কেই বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। তিনি লোকনাথ গোস্বামীকে এইজন্য অল্পবয়সেই বৃন্দাবনপ্রবাসে থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি জীবনের অধিকাংশকাল বৃন্দাবনেই অতিবাহিত করিয়া যে সকল লুপ্তস্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, রূপ সনাতন ও নারায়ণভট্টের সহায়তায় তাহাদের নামকরণ করেন। নারায়ণভট্ট কর্ত্তৃক ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব্রজভাববিলাস গ্রন্থে লোকনাথ গোস্বামীর আবিষ্কৃত ৩৩৩টী বনের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কথিত আছে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের দুই মাস পূর্ব্বে ১৪৩২ শকে তাঁহার আদেশে লোকনাথ গোস্বামী বৃন্দাবনে যান। চৈতন্যদেবের ন্যায় নিত্যানন্দও তাঁহার বহু শিষ্যকে চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে বৃন্দাবনে প্রেরণ ও চৈতন্যচরিতামৃতকার বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তিনিই বৃন্দাবনবাসী করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপ গোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং সনাতন ও জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৫৭৩ শকে বৃদ্ধবয়সে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত এবং পারস্যভাষায় ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মদনমোহন বিগ্রহের সেবাধিকারী ছিলেন এবং রাধাকুণ্ডে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার দেহান্তে এই স্থানেই তিনি সমাধিস্থ হন। তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, বৃন্দাবনের বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সমবেত হইয়া বৃন্দাবনদাসের

চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিতেন। চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের অন্তলীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয় নাই। বৈষ্ণবগণ সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। ১৬০৫-৬ খৃঃ অব্দে একদা বৈষ্ণবমণ্ডলী এইরূপ সমবেত হইয়াছেন, শুভ্রকেশ পরমভাগবত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথায় উপস্থিত আছেন, এমন সময় গোবিন্দ গোস্বামী, যাদবাচার্য্য গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী, কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, শিবানন্দ, চৈতন্যদাস প্রমুখ বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ বৃদ্ধ কবিরাজকে চৈতন্যদেবের অন্তলীলার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া বসিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ নির্ব্বাণপ্রায় জীবনদীপ পলিতকেশ লোলচর্ম্ম কম্পিত-হস্ত ক্ষীণদৃষ্টি কৃষ্ণদাস বিষয়ের গুরুত্ব এবং তাঁহার শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন এমন সময়, গোবিন্দজীর আদেশস্বরূপ তাঁহার আদেশমাল্য আনিয়া পূজারী তাঁহার হস্তে দিলেন। ভক্ত বৈষ্ণব গোবিন্দজীর আদেশ বলিয়া তাহা শিরোধার্য্য করিলেন এবং প্রধানতঃ চৈতন্যভাগবত চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, স্বরূপদামোদর ও মুরারি-গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে এবং রঘুনাথদাস, লোকনাথ গোস্বামী ও গোপালভট্ট প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট শ্রবণ করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায় এবং যৌবনের শক্তি লইয়া চৈতন্যদেবের আদি মধ্য ও অন্তলীলার প্রামাণিক ইতিবৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার সেই সময়ের অবস্থা তাঁহারই দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যথা—

"আমি লিখি ইহা মিথ্যা করি অনুমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্তহালে মনোবৃত্তি নহে আর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বলিতে না পারি।
পঞ্চরোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্রিদিন মরি॥" চৈঃ চঃ।

তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে ৬০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার উক্তির সমর্থক শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া ১২০৫১ শ্লোকে ৯ বৎসর পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ-খানি সম্পূর্ণ করেন। বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিতেও সংস্কৃতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বহুস্থানে শ্লোকগুলি সংস্কৃতভাষাতেই লিখিয়া গিয়াছেন এবংপ্রায় সারাজীবনটাই ব্রজমণ্ডলে বাস করিয়া ব্রজবাসীর হিন্দী ভাষারও বহুল প্রয়োগ করিয়া বসিয়াছেন।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে পুস্তকখানির রচনা সমাপ্ত করিয়া তাহার নাম দিলেন "চৈতন্যচরিতামৃত।" বঙ্গ-সাহিত্যজগতে এবং বৈষ্ণবসাহিত্যে ইহা প্রকৃতই অমৃতস্বরূপ। চৈতন্যচরিতামৃত জীবগোস্বামিপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে কৃষ্ণদাসের স্বহস্ত লিখিত পুথিখানি গৌড়ে প্রেরিত হয়। কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থখানি লুণ্ঠিত হয়। এই সংবাদ কর্ণগোচর হইলে সংসারবিরক্ত, আজন্মকষ্ঠসহিষ্ণু বৃদ্ধ কবি কৃষ্ণদাস আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিয়াছিলেন। প্রেমবিলাসে আছে,—

"আছাড় খাইয়া কাঁদে লোটাইয়া ভূমে।
বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে।
অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে॥"

বাস্তবিক গ্রন্থশোকেই বৃদ্ধের প্রাণবিয়োগ হইল। রাজার পুস্তকাগার হইতে মূলগ্রন্থখানির পুনঃপ্রাপ্তি সংবাদ এবং তাহার প্রচারে দিগন্তব্যাপী যশ অজ্ঞাত থাকিয়া কবির অলৌকিক জীবন বিয়োগান্তকাব্যে পরিণত হইয়া রহিল। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে যাঁহার আশ্রমে ছিলেন তিনি বৃন্দাবনের প্রধান গোস্বামীদিগের অন্যতম রঘুনাথ দাস গোস্বামী, সার্দ্ধচারিশতবর্ষ পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী হরিহরপুরনিবাসী সপ্তগ্রামের পত্তনিদার কোটিপতি গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র ও চৈতন্যদেবের পরমভক্ত। রঘুনাথদাস ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে ইনি স্বীয় গুরু যদুনন্দন আচার্য্যের আদেশে আহারনিদ্রা ত্যাগকরতঃ বার দিনের মধ্যে হরিহর-পুর হইতে পদব্রজে নীলাচলে গিয়া গৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হন। ১৬ বৎসর তথায় চৈতন্যদেবের সেবা করিবার পর গৌরাঙ্গের তিরোভাবে আকুলহৃদয়ে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি প্রথমে গোবর্দ্ধনসমীপে এবং পরে রাধাকুণ্ডতীরে ৪১ বৎসর বাসকরতঃ বহুগ্রন্থ-রচনা লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং হরিভক্তি প্রচার করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ইনি বৃদ্ধ সাধকদিগের শিরোমণি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। দাসচরিত, শ্রীচৈতন্যস্তব, কল্পবৃক্ষ, শ্রীপ্রেমমুক্তমকরন্দ, বিলাপকুসুমাঞ্জলি, উপদেশামৃত, মনঃশিক্ষা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং বৃন্দাবনে বসিয়া বঙ্গভাষায় কয়েকটি পদরচনা করেন। রাধাকুণ্ড এবং শ্যামকুণ্ড নামক প্রসিদ্ধ তীর্থদ্বয়ের উদ্ধারকার্য্য তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। কথিত আছে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রমুখ

কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর অন্তর্দ্ধানে ব্যথিতচিত্তে তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিয়া এবং মতান্তরে বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডতীরেই যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করেন।

চৈতন্যদেবের তিরোধানে ব্যথিতহৃদয়ে যাঁহারা ব্রজমণ্ডলে আসিয়া বাস করেন, কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামের দ্বিজ হরিদাস তাঁহাদের অন্যতম। কথিত আছে চৈতন্য-দেবের অদর্শন তাঁহার অসহ্য বোধ হইলে তিনি প্রাণবিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু স্বপ্নযোগে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে মহাপাপ আত্মহত্যা করিতে বিরত হইয়া বৃন্দাবনে বাস করিতে বলিয়া অন্তর্দ্ধান করেন। তদবধি দ্বিজ হরিদাস বৃন্দাবনবাসী হন।

রূপ এবং সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীও নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবনবাসী হন। শ্রীজীব প্রথম বঙ্গদেশ হইতে কাশীতে তপনমিশ্রের আবাসে উপস্থিত হইয়া মধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্তাদি দর্শন শিক্ষা করিবার পর বৃন্দাবন যাত্রা করেন। অল্পবয়সেই জীবগোস্বামী পাণ্ডিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন এবং বহু গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে বৃন্দাবনে সমাগত কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জীব গোস্বামীর নিকট শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত না হইয়া যান নাই। কথিত আছে একবার একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সপ্তদিবস কাল বিচার চলিয়াছিল।

জীবগোস্বামীর প্রথমযৌবনে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত শ্রীরূপের সহিত স্বনামখ্যাত শ্রীবল্লভ ভট্ট সাক্ষাৎ করিতে যান শ্রীরূপ তখন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছিলেন এবং শ্রীজীব এই গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁহাকে সহায়তা করিতেছিলেন। বল্লভ ভট্ট এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-ভাগে ত্রুটি দর্শন করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া দিব বলিয়া যমুনা স্নানে গমন করেন। শ্রীজীব জল আনিবার ছল করিয়া যমুনার কুলে তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং মঙ্গলাচরণে কোথায় ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে জিজ্ঞাসা করেন। ভট্টজী শ্রীজীবকে তখন চিনিতেন না। মঙ্গলাচরণ উপলক্ষ করিয়া বালক জীব ও প্রবীণ পণ্ডিত বল্লভ ভট্টের নানা শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ হইল।

"প্রসঙ্গে হইল নানা শাস্ত্রের বিচার।
শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবার॥"

বিচারে পরাস্ত হইয়া বল্লভ ভট্ট শ্রীরূপের নিকট গিয়া বালকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন।

"অল্প বয়স যে ছিলেন তোমা পাশে।
তাঁর পরিচয় হেতু আইনু উল্লাসে॥
শ্রীরূপ কহেন কিবা দিব পরিচয়।
জীব নাম শিষ্য মোর ভ্রাতার তনয়॥
এই কথোদিন হৈল আইলা দেশ হৈতে।
শুনি ভট্ট প্রশংসা করিলা সর্ব্বমতে॥"

ইঁহাদের পরস্পর কথোপকথন হইতেছে এমন সময় শ্রীজীব যমুনা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। মহামান্য বল্লভভট্ট অনুগ্রহবশতঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহারই হিতার্থ গ্রন্থ সংশোধন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন অথচ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডিত্যাভিমান বশতঃ তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন, ইহা বিনয়ের অবতার শ্রীরূপের বড়ই অপ্রীতিকর এবং সন্তাপজনক হইয়াছে, সুতরাং জীবকে সম্মুখে পাইয়া মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

"শ্রীরূপ কহেন শ্রীজীবেরে মৃদুভাষে।
মোরে কৃপা করি ভট্ট আইলা মোর পাশে॥
মোর হিত লাগি গ্রন্থ শুধিব কহিলা॥
এ অতি অল্প বাক্য সহিতে নারিলা॥
তাহে পূর্ব্বদেশ শীঘ্র করহ গমন।
মনস্থির হইলে আসিবা বৃন্দাবন॥
গোস্বামীর আজ্ঞায় চলিলা পূর্ব্ব পানে।
কথোদূরে মন স্থির কৈলা সাবধানে॥

তাঁহার মন স্থির হইল বটে, কিন্তু—

"গোস্বামীর আজ্ঞা নাই নিকটে আসিতে।
এ হেতু আইলা এথা নির্জ্জন বনেতে॥
রহি পত্র কুটীরে ক্ষোভিত অতিশয়।
কভু কিছু ভুঞ্জে কভু উপবাস হয়॥"

এই অবস্থায় জীব ক্রমে ক্রমে দেহপাত করিতে মনস্থ করিয়াছেন এমন সময়—

"অকস্মাৎ সনাতন গোস্বামী আইলা।
গ্রামী লোক আগুসরি গ্রামে লৈয়া গেলা॥

গ্রামের সকলেই সনাতন গোস্বামীর অনুগত ভক্ত। তাঁহাকে পাইলে সকলে আহারনিদ্রা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার বাক্যসুধা পানেই উন্মত্ত থাকে। তাঁহারা জীবগোস্বামী সম্বন্ধে তাঁহাকে সংবাদ দিল।

"অল্প বয়স এক তপস্বী সুন্দর।
কথোদিন হৈল রহে এ বন ভিতর॥
ভুঞ্জাইতে যত্ন করি অনেক প্রকার।
কভু ফলমূল ভুঞ্জে কভু নিরাহার॥

* * *

ইথে শুনি জানিল আছ এ জীব এথা।
বাৎসল্যে হইয়া আর্ত্ত চলিলেন তথা॥
শ্রীজীব ছিলেন পত্র কুটীরে বসিয়া।
গোস্বামীর দর্শনে ধরিতে নারে হিয়া॥
লোটাইয়া পড়ে গোস্বামীর পদতলে।"

তখন সনাতন গোস্বামী সমস্ত অবগত হইয়া জীবকে উপস্থিত সেই কুটীরে রাখিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীরূপ সাক্ষাৎ করিতে আসেন, সনাতন তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সমাপ্ত হইতে আর বিলম্ব কি জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীরূপ বলিলেন গ্রন্থের লিখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল কিন্তু জীব তাঁহার নিকট থাকিলে শীঘ্রই তাহা সংশোধিত হইত। অবসর বুঝিয়া—

"গোস্বামী কহেন জীব জীয়া মাত্র আছে।
দেখিনু তাহার দেহ বাতাসে হেলিছে॥
এত কহি জীবের বৃত্তান্ত জানাইল।
শ্রীরূপ শ্রীজীবে সেই ক্ষণে আনাইল।

শ্রীজীবকে আনাইয়া শ্রীরূপগোস্বামী অশেষ শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করেন। আরোগ্য করিলে পর উভয় ভ্রাতা শ্রীজীবকে সকল বিষয়ের ভারার্পণ

করেন। ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা ভক্তকবি নরহরি চক্রবর্ত্তী ব্রজপরিক্রমায় লিখিয়াছেন—

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন অনুগ্রহ হৈতে।
শ্রীজীবের বিদ্যাবল ব্যাপিল জগতে॥
বৃন্দাবনে আইলা দিগ্বিজয়ী একজন।
বহু লোক সঙ্গে সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
তেঁহ কহে যদি চর্চ্চা না পার করিতে।
তবে মোর জয়পত্রী পাঠাই ত্বরিতে॥
শুনিয়া শ্রীজীব শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা।
পত্রী পাঠে দিগ্বিজয়ী পরাভব হৈলা॥
ঐছে দর্প করি যত দিগ্বিজয়ী আইসে।
পরাভব হইয়া পলায় নিজদেশে॥
শ্রীজীবের প্রভাব কহিতে নাহি পার।
আছে শ্রীনিবাস এই কুটীর তাঁহার॥"

জীবগোস্বামী বাকলা চন্দ্রদ্বীপে বল্লভ গোস্বামীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে আসিয়া ৬৫ বৎসর এখানে অতিবাহিত করেন। তিনি বেদান্তাদি দর্শন, উপনিষদের টীকা, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ভাগবতের টীকা প্রভৃতি বিষয়ে ১৬ খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থরচনা করেন। রূপ ও সনাতন গোস্বামীর অবর্ত্তমানে ব্রজমণ্ডলে ইঁহাকেই সকলে প্রধান আচার্য্য এবং অভিভাবকের পদে বরণ করিয়াছিলেন। রূপলাবণ্যে তিনি অনুপম ছিলেন বলিয়া বাল্যকালে ইঁহার নাম ছিল অনুপম। তিনি পথে বাহির হইলে নরনারী বিস্ময়-পুলকের সহিত তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত। বলিত—

"দেখ দেখ এহো কোন রাজার কোঙর।
কনক-চম্পক বর্ণ অতি মনোহর॥"

গোস্বামী নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য সুকবি বসন্ত রায় এই সময় বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি বৃন্দাবন হইতে একবার জীব গোস্বামীর পত্র লইয়া বঙ্গদেশে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন। জীব গোস্বামীর সমসাময়িক দুঃখী কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ কবিরাজ, রামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীনিবাস

আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৪৫৬ শকে উৎকলের দণ্ডকেশ্বরে ধারেঙ্গা বাহাদুরপুর গ্রামে দুঃখী কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়। কৃষ্ণদাসের পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা দুরিকা। তাঁহাদের সন্তানগণ অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত বলিয়া তাঁহারা বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া উৎকলে আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার নাম হইয়াছিল দুঃখী। পরে গুরু তাঁহার নাম দেন কৃষ্ণদাস। বৃন্দাবন বাসকালে তাঁহার নাম হয় শ্যামানন্দ। কৃষ্ণদাস অল্পবয়সেই বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী এবং কৃষ্ণভক্ত হন। কথিত আছে তিনি কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন এবং গুরুর আদেশে বৃন্দাবনে আসিয়া জীব গোস্বামীর শরণাপন্ন হন। দুঃখী কৃষ্ণদাস, নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত জীবগোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র ও ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। হরিভক্তি এবং পাণ্ডিত্যে তিন জনেরই প্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। দুঃখী কৃষ্ণদাস অদ্বৈততত্ত্ব, ব্রজপরিক্রমা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তিনি ১৫০৪ শকে তাঁহার সহপাঠীদ্বয় সহ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শেষজীবন নৃসিংহপুর নামক স্থানে থাকিয়া উৎকলখণ্ডে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে অতিবাহিত করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য স্বনামপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসই গোবিন্দ কবিরাজ। তিনি চৈতন্যদেবের সহচর চিরঞ্জীব সেন ও শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং কবি দামোদরের কন্যা সুনন্দার পুত্র। তিনি জাহ্নবীদেবীর সহিত বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার রচিত সঙ্গীতমাধব ও পদাবলি পাঠ করিয়া শ্রীজীবগোস্বামিপ্রমুখ আচার্য্যগণ তাঁহাকে "কবিরাজ" এই উপাধিতে ভূষিত করেন। গোবিন্দদাস বৃন্দাবন হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ-দাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজও বৃন্দাবনবাসী হন। তিনি বৃন্দাবন হইতে আর প্রত্যাগমন করেন নাই। সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার যেমন খ্যাতি ছিল সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যেরও তেমনি প্রসিদ্ধি ছিল। উক্ত হইয়াছে তাঁহাকে সকলে "রূপে কন্দর্প এবং বিদ্যায় বৃহস্পতি" বলিত। কথিত আছে ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর ৩৬ বৎসর জীবিত থাকিয়া তিনি বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ করেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সনাতন

গোস্বামীর তিরোধানের পর বৃন্দাবনে আগমন করেন। বৃন্দাবনে আগমনের পর শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট তাঁহার দীক্ষা হয় এবং তাঁহারই নিকট তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। রূপসনাতনের ন্যায় শ্রীনিবাস আচার্য্যও দীর্ঘজীবী এবং রূপে অতুলনীয় ছিলেন। প্রায় দ্বাদশ বৎসর বৃন্দাবন প্রবাসের পর (প্রায় ১৫২৩-২৪ শকে) তিনি সহপাঠী নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ কবিরাজের সহিত বৈষ্ণবশাস্ত্র সমূহ লইয়া বঙ্গদেশে ও উৎকলখণ্ডে প্রচার করিতে গমন করেন। পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক নিযুক্ত দস্যুগণ দ্বারা গ্রন্থাবলী লুণ্ঠিত হইলে তিনি গ্রন্থোদ্ধার মানসে বিষ্ণুপুরে অবস্থিতি করিয়া দুর্দ্দান্ত মল্লরাজকে ধর্ম্মোপদেশে শান্ত সৎস্বভাব এবং পরম বিষ্ণুভক্ত করেন। পরে এই প্রবলপ্রতাপ রাজা বীরহাম্বীরের প্রভাবে ও সহায়তায় তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামপুর বোয়ালিয়ার দশক্রোশ দূরে অবস্থিত গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতরী গ্রাম। খেতরীর যে প্রসিদ্ধ মেলা হয় এবং যে মেলায় ভারতের যাবতীয় চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবগণের সহিত ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবগণ নিমন্ত্রিত হন সেই মেলার যিনি প্রবর্ত্তক সেই স্বনামখ্যাত পরম বৈষ্ণব নরোত্তম ঠাকুর খেতরীর রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য, লোকনাথ গোস্বামী এবং জীব গোস্বামীর সমকালিক। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে নরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবন প্রবাসী হন। শ্যামানন্দ কবিরাজ এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন বৈষ্ণব গ্রন্থ লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করেন। তিনি গড়েরহাটে আসিয়া যে সকল হরিভক্তি উদ্দীপক নবোদ্ভাবিত কীর্ত্তনের সুরে সংগীত রচনা করেন, তাহাতে গরাণহাটী কীর্ত্তনের সৃষ্টি হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য যেমন রাজা বীরহাম্বীরকে অসৎপথ হইতে সৎপথে আনয়ন করিয়াছিলেন, নরোত্তম ঠাকুরও তদ্রূপ রাজমহলের দুর্দ্দান্ত ও প্রজাপীড়ক জমিদার চাঁদরায়কে সাধুপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনচরিত্র যিনি শ্রীনিবাসচরিত, নরোত্তমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ভাগবত টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য এবং নদীয়াবাসী জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। তিনি বৃন্দাবনে কিছুকাল বাস করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীর

সূপকারের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় যাঁহারা কিছুকাল বৃন্দাবন বাস করিয়া দেশে প্রত্যাগত হন, প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা রামচন্দ্র দাস গোস্বামী তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৪৫৬ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানাতীর্থপর্য্যটনের পর বৃন্দাবনে আগমন করেন এবং কয়েক বর্ষ ব্রজমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া রামকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৫০৪ শকে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ন্যায় যে সকল বৈষ্ণব মহাজন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শেষ জীবন বঙ্গদেশেই অতিবাহিত করেন, নবদ্বীপের কুলিয়াগ্রামনিবাসী গঙ্গাদাসের পুত্র সিদ্ধান্তবাগীশ পুরুষোত্তম মিশ্র তাঁহাদের অন্যতম। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি বৃন্দাবন আগমন করেন এবং এখানে তিনি তাঁহার গুরুদত্ত প্রেমদাস নামে পরিচিত হন। কথিত আছে তিনি গোবিন্দজীর মন্দিরাধিকারী শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামীর গৃহে অবস্থিতি করেন এবং গোবিন্দদেবের মন্দিরের পূজারি নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর বৃন্দাবন প্রবাসের পর প্রেমদাস দেশে ফিরিয়া যান। ১৭১২ খৃঃ অব্দে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বংশীশিক্ষা রচনা করেন এবং ১৬৩০ শকে কবিকর্ণপূর প্রণীত সংস্কৃত নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের বাঙ্গালা পদানুবাদ সমাপ্ত করেন। প্রেমদাস বৈষ্ণব পদাবলী-কর্ত্তাদিগের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। এই সকল বিশুদ্ধ চরিত্র সুরূপ, সুপণ্ডিত, শক্তিশালী ব্যক্তিগণের একত্র সমাবেশ হেতু অতি অল্প দিনের মধ্যেই ব্রজমণ্ডলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণব উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হইয়াছিল। প্রথম উপনিবেশিকগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান এবং বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলগুলির পুনরুদ্ধার, লুপ্ততীর্থ সমূহের নামকরণ, মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি করেন সেই ছয় জন অসাধারণ গুণশালী অলৌকিক শ্রীসম্পন্ন কীর্ত্তিমানদিগের নাম—

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥"

এই ছয় জন গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব উপনিবেশের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ইঁহাদের সমসাময়িক যে সকল বাঙ্গালী বৈষ্ণব মহাজন বৃন্দাবন প্রবাসে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও এক একজন অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। সে সময় গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য অনেকগুলি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্রজমণ্ডলে স্থান

লইয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই দলবদ্ধ হইয়া এবং মাধ্বাচার্য্য, হরিদাসী, গৌড়ীয় রাধাবল্লভী, মলুকদাসী, বল্লভী, হরিব্যাসী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে শ্রী, শিব, ব্রহ্ম ও সনকাদি এই চারি প্রধান সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। গৌড়ীয়শ্রেণী ব্রহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। এক এক আচার্য্যের সহযোগী, শিষ্য ও ভক্ত সেবকগণ তাঁহার গণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাদির স্থানে স্থানে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৃন্দাবনে সমাগত প্রধান ছয় জন গোস্বামীর সর্ব্ব প্রথম শ্রীরূপের গণ সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"ম্লেচ্ছ ভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে,
এক মাস রহিল বিটলেশ্বর ঘরে।
"তবে রূপ গোঁসাঞি সব নিজগণ লঞা;
এক মাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা।
সঙ্গে গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ;
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, গোঁসাঞি লোকনাথ।
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর শ্রীজীব গোঁসাঞি।
শ্রীযাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গোঁসাঞি।
শ্রীউদ্ধব দাস আর মাধব দুই জন;
শ্রীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ।
গোবিন্দ ভকত আর বাণী কৃষ্ণদাস;
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস।
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে;
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহু রঙ্গে।
এক মাস রহি গোপাল গেল নিজ স্থানে;
শ্রীরূপ গোঁসাঞি আইল শ্রীবৃন্দাবনে।"

মধ্যলীলা।

এইরূপ এক এক আচার্য্যের ভক্তগণ লইয়া সম্প্রদায় সুবিস্তৃত হইয়াছিল কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈতন্যসম্প্রদায়ই প্রাধান্যে ও ক্ষমতায় অগ্রণী ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ছয়জন গোস্বামী লুপ্ততীর্থের পুনরুদ্ধার ও ধর্ম্মপ্রচারাদি কার্য্য ব্যতীত বৃন্দাবনের মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং প্রধান প্রধান

বিগ্রহগুলির সেবক হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে শ্রীরূপ গোস্বামী গোবিন্দজীর, সনাতন গোস্বামী মদনমোহনজীর, জীব গোস্বামী রাধাদামোদর-জীর, লোকনাথ গোস্বামী রাধাবিনোদজীর, রঘুনাথ শ্যামসুন্দরজীর, গোপালভট্ট রাধারমণজীর, মধুমঙ্গল গোপীনাথজীর এবং অন্যান্য বহু গোস্বামী অপরাপর বিগ্রহের সেবক ছিলেন। লুপ্ততীর্থ ও বিগ্রহ আবিষ্কার সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিসিন্ধু, লঘুতোষণী প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

"লুপ্ততীর্থ ব্যক্ত করি শাস্ত্র প্রমাণেতে।
শ্রীরূপ গোসাঞির এক চিন্তা হৈল চিতে॥
শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ ব্রজেন্দ্র কুমার।
সদা যোগপীঠে স্থিতি শাস্ত্রে এ প্রচার॥
*   *   *   *
গোমা-টীলা খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে।
* * শ্রীগোবিন্দদেব প্রভু আছেন এথানে॥
যত্নে যোগপীঠ ভূমি খননের কালে।
কৈল বলরাম আজ্ঞা দেখ মধ্যস্থলে॥
যোগপীঠ মধ্যে প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
হইলা সাক্ষাৎ কোটী কন্দর্পমোহন॥" ভক্তিরত্নাকর।

কিন্তু সহজে রূপগোস্বামী এই বিগ্রহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। শ্রীরূপ—

"গ্রামে গ্রামে বনে বনে করএ ভ্রমণ॥
ব্রজবাসি ঘরে ঘরে অন্বেষণ করি।
যমুনার তীরে রহে ধৈর্য্য পরিহরি॥"

এইরূপ অনাহারে অনিদ্রায় ব্যাকুলহৃদয়ে অন্বেষণ ও ভ্রমণ করিতে করিতে ইঁহারা সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে আছে—

"মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে॥
মথুরামাহাত্ম্য শাস্ত্রসংগ্রহ।

রূপগোস্বামী গোবিন্দদেবের বিগ্রহ আবিষ্কার করিবার পর স্বীয় তত্ত্বাবধানে মন্দির নির্ম্মাণে চিত্ত সমর্পণ করেন। তাঁহার এবং তাঁহার ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী দ্বারা বা পরবর্ত্তী সময়ে ব্রজমণ্ডলে যে সকল মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তন্মধ্যে সৌন্দর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে এবং স্থাপত্যশিল্পবিষয়ে এই গোবিন্দজীর মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। মথুরার পুরাবৃত্তলেখক গ্রাউস সাহেব প্রমুখ বহু য়ুরোপীয় ঐ মন্দিরের অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। এই মন্দির বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে অম্বরেশ্বর মানসিংহের অর্থে উক্ত গোস্বামীদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হয়। প্রথম ইহা পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট ছিল। কথিত আছে সর্ব্বোচ্চ চূড়াটি দিল্লী হইতে দৃষ্ট হইত। একদা হিন্দুবিগ্রহচূর্ণকারী বাদশাহ আরঙ্গজেব দিল্লীতে বসিয়া উক্ত চূড়াস্থ আলোক দর্শনে অধীর হইয়া মন্দিরের মস্তক চূর্ণ করিবার জন্য ব্রজমণ্ডলে সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথাস্থানে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। গোবিন্দজীর বিগ্রহ সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইলেও প্রবাদ আছে শ্রীরূপ বৃন্দাবনে আসিয়া বৃন্দাদেবীর মন্দির প্রথমেই উদ্ধার করেন। ভক্তিরত্নাকরে আছে—

"শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইল।
ব্রহ্মকুণ্ড তট হৈতে তাঁরে প্রকাশিল॥"

সে মন্দির এক্ষণে পুনরায় লুপ্ত হইয়াছে। ব্রজবাসীরা বলেন রাসমণ্ডল সন্নিহিত সেবাকুঞ্জে বৃন্দাদেবীর মন্দির ছিল। ভক্তিরত্নাকর মতে বৃন্দাবনের অন্যতম প্রসিদ্ধ বিগ্রহ রাধাদামোদর রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং ঐ মন্দির তাঁহার তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত বলিয়া উক্ত শ্রীজীব গোস্বামী এই মন্দিরের সেবক ছিলেন। মতান্তরে জীব গোস্বামীই রাধাদামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠাতা। সনাতন গোস্বামীও রূপ গোস্বামীর ন্যায় বহুকষ্টে মদনমোহনের বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত আছে—

"মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে।
মথুরামাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট করে বনেতে ভ্রমিয়া॥ (চৈঃ চঃ মধ্যলীলা)

"সনাতন গোস্বামীর অদ্ভুত বিলাস।
মধ্যে মধ্যে করেন শ্রীমহাবনে বাস॥" (ভক্তিরত্নাকর)

তথা হইতে তিনি মদনমোহন বিগ্রহ আনিয়া স্বীয় কুটীরে স্থাপন করেন

"মদনগোপাল সনাতন প্রেমাধীন।
স্বপ্নচ্ছলে সনাতনে কহে একদিন॥
সনাতন তোমার কুটীর মোর ভায়।
মহাবন হৈতে আমি আসিব হেথায়॥"

সনাতন গোস্বামী যখন এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন তৎকালে রামদাস নামে মূলতান দেশীয় একজন ধনাঢ্য বণিক বাণিজ্যতরীসহ কালীদহে বিপন্ন হইয়া পড়েন এবং গোস্বামীর কৃপায় উদ্ধারলাভ করেন। গোস্বামীর অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া রামদাস তাঁহার শরণাগত হন। বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস। গোস্বামীর নিকট দীক্ষাকালেই তাঁহার এই নাম হইয়াছিল। * সনাতন গোস্বামীর অনুগৃহীত বলিয়া কৃষ্ণদাস আগ্রায় গিয়া তাঁহার সমস্ত পণ্যবিক্রয়জাত বিপুল অর্থ আনিয়া গোস্বামীর হস্তে অর্পণ করেন। গোস্বামী তাহাতে মদনমোহনের একটী সুদৃশ্য লোহিত প্রস্তরে ২২ ফুট উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। দশসহস্রাধিক টাকা এই মন্দিরের আয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গোস্বামী সনাতন প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের শীর্ষদেশে জাতীয় নিদর্শনস্বরূপ প্রথমে বাঙ্গালা অক্ষরে ও পরে নাগরী অক্ষরে একটী সংস্কৃত শ্লোক খোদিত আছে। অতঃপর শ্রীমধুপণ্ডিত বংশীবট হইতে গোপীনাথমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সেবার অধিকারী হন। মতান্তরে গোপীনাথ বিগ্রহ ভূগর্ভ গোস্বামী কর্ত্তৃক গোপীনাথমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। এবং গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক রাধারমণের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। অনেকেই অনেক মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু চৈতন্যদেবকর্ত্তৃক এই কার্য্যের জন্যই বিশেষভাবে

---

* "হেনকালে মূলতান দেশীয় একজন।
অতিশয় ধনাঢ্য সর্ব্বাংশে বিচক্ষণ॥
কপূর ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস।
নৌকা হইতে নামি আইলা গোস্বামীর পাশ॥
গোস্বামীর চরণে পড়িল লুটাইয়া।
কৈল কত দৈন্য নেত্রজলে সিক্ত হইয়া॥
সনাতন তারে বহু অনুগ্রহ কৈলা।
শ্রীমদনমোহন চরণে সমর্পিলা॥" (ভক্তিরত্নাকর)

প্রেরিত রূপ, সনাতন ও লোকনাথ গোস্বামী এই তিন জনেই প্রায় সমস্ত লুপ্ততীর্থ ও বিগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্রজভক্তিবিলাস মতে এক লোকনাথ গোস্বামীই ৩৩৩টী বনের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। নারায়ণ ভট্ট ও শ্রীকৃষ্ণের অনেকগুলি লীলাস্থল আবিষ্কার করেন। ব্রজমণ্ডলস্থ অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত গোস্বামিগণ প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার ইহাই অন্যতম কারণ। মথুরার পুরাতত্ত্বে গ্রাউস সাহেব তাই লিখিয়াছেন—"The first named community (Bengali or Gauriya Vaishnavas) has had a more marked influence on Brindaban than any of the others, since it was Chaitanya, the founder of the Sect, whose immediate disciples were its first temple builders."—Page, 183, Mathura a district Memoir, by F. S. Growse, B. C. S. 1880. *

এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের চরিত্র এরূপ উন্নত, তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও প্রেমভক্তি এরূপ অনন্যসাধারণ ছিল যে কৃষ্ণপ্রেমিক ব্রজবাসী নরনারীর কথা দূরের কথা মোগল সম্রাট আকবরও তাঁহাদের গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী সম্রাটদ্বয় জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানও তাঁহাদের উন্নত ও বিশুদ্ধ চরিত্রের অনুকূল ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ ব্রজমণ্ডলের পূর্ব্বগৌরব যাহা ১১ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুলতান মহমুদের অত্যাচারে নষ্ট হইবার পর হইতে মথুরামণ্ডলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাসের বিস্মৃত পৃষ্ঠা স্বরূপ ছিল, এক্ষণে রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী প্রমুখ মথুরার বাঙ্গালীদিগের প্রভাবে সেই পূর্ব্বগৌরব ফিরিয়া আসিল। ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট আকবর গোস্বামী শ্রীরূপ ও সনাতনের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইবার মানসে এবং পুরাণপ্রসিদ্ধ বৃন্দাবনধাম দেখিতে আসিলেন। ভক্তগণ তাঁহার চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া নিধুবনের মধ্যে লইয়া গিয়া আবরণ উন্মোচন করিয়া দেন। তিনি যাহা যাহা দেখিলেন তাহাতে বৃন্দাবনের স্থানমাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহই রহিল না। গোস্বামিগণ মন্দির নির্ম্মাণে অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি সানন্দচিত্তে তাহাতে সম্মতিদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী হিন্দু সামন্ত রাজগণ তাহাতে সাহায্যদান করিতে চাহিলে তাঁহাদের

---

* Page 241, Mathura, a District memoir.

অভিপ্রায়ের অনুকূল হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে শীঘ্রই গোবিন্দজী, মদনমোহন, গোপীনাথ এবং যুগলকিশোরের মন্দির নির্ম্মিত হইল। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মন্দির গাবিন্দজীর। †

এই মন্দির ভরতপুর প্রভৃতি হইতে আনিত লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত হয়। তখন এই প্রস্তর সংগ্রহের সুযোগও হইয়াছিল। সেই সময় সম্রাট আকবরের জন্য ঐ প্রস্তরে আগ্রার দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছিল। অম্বরপতি মহারাজ মানসিংহ সম্রাটের নিকট হইতে ঐ প্রস্তর দ্বারা মন্দির নির্ম্মাণের সম্মতি গ্রহণ করেন এবং রূপ ও সনাতন গোস্বামীর হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত করেন। মন্দিরের মালমসলাতেই মাত্র তের লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মন্দিরে রক্ষিত একখানি হিন্দী শিলালিপিতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। গ্রাউস সাহেব তাঁহার মথুরা নামক গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আছে মহারাজ ভগবান দাসের পুত্র শ্রীমহারাজ মানসিংহ দেব কর্তৃক বৃন্দাবনের পবিত্র ধামে গোবিন্দদেবের এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। কল্যাণ দাস তাহার কর্ম্মপরিদর্শক (Engineer) মাণিকচাঁদ চোপার সহকারী পরিদর্শক (Overseer) দিল্লীর গোবিন্দ দাস প্রধান স্থপতি (Architect) এবং গোরক্ষদাস তাহার রাজমিস্ত্রীর (Mason) কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৫৫৬ অব্দে সম্রাট আকবর সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের চতুস্ত্রিংশৎবৎসরে অর্থাৎ ১৫৯০ অব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

মথুরামণ্ডলের বাঙ্গালীগণ কেবল মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তীর্থাবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা এক একজন রাশি রাশি ভক্তি ও চরিত গ্রন্থ, দর্শনাদির টীকা এবং চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবমত-পরিপোষক সাম্প্রাদায়িক গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া একটী বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী এবং বঙ্গভাষায় পদ রচনা করিয়া

† "The first named is not only the finest of the particular series, but is the most impressive religious edifice that Hindu Art has ever produced at least in Upper India. * * * Mr Fergusson in his Indian Architecture speaks of this temple as one, of the most interesting and elegant in India and the only one perhaps from which an European Architect might borrow a few hints! I should myself have thoght that 'solemn' or 'imposing' was a more appropriate term than elegant for so massive a building and that the suggestions that might be derived from its study were many rather than few."

—Growse's Muttra, a District Memoir.

মাতৃভাষা পরিপুষ্ট করিয়াছেন। ইহাঁরাই এখানে কৃষ্ণকীর্ত্তনের এবং কৃষ্ণ-লীলাভিনয়ের প্রথম প্রবর্ত্তক। কথিত আছে যে নারায়ণ ভট্ট, বল্লভ নামক এক নর্ত্তককে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাভিনয়ের ভার প্রদান করেন। এই বল্লভ কয়েকটী ব্রাহ্মণ বালককে হাবভাবযুক্ত নৃত্য ও অভিনয়োপযোগী শিক্ষা দিয়া কাহাকে শ্রীকৃষ্ণ, কাহাকে রাধিকা এবং আটটী বালককে কৃষ্ণের অষ্ট সখী সাজাইয়া কৃষ্ণলীলার অভিনয় করেন। গোস্বামী রঘুনাথদাসও এই সময় কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী বহু গাথা রচনা করেন। এই অপূর্ব্ব অভিনয়, গোস্বামী জয়দেবের গীতগোবিন্দের তানলয়যুক্ত সংস্কৃত সঙ্গীত, এবং খোলকরতাল বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যসহ চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত হরিসংকীর্ত্তন, ব্রজমণ্ডলে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রজবাসিগণ তাহাতে শোক দুঃখ ভুলিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিল। ব্রজধাম নিত্য মহোৎসবে লীলাস্থলে পরিণত হইয়াছিল।

কিন্তু ব্রজের এই সুখের দিন আর অধিককাল স্থায়ী হইল না। সম্রাট আকবর ও তাঁহার পুত্র এবং পৌত্রের রাজত্বকালে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ যে ব্রজমণ্ডলকে ধর্ম্মালোচনার কেন্দ্র, প্রেমভক্তির পাথার এবং ভাগবতগণের সুখের স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছিলেন, আকবরের প্রপৌত্র ধর্ম্মান্ধ আরঙ্গজেব তাহার ধ্বংসসাধন দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের গৌরবস্তম্ভ ভূমিসাৎ করিলেন। গোবিন্দজীর মন্দিরশীর্ষস্থ আলোকরশ্মি দিল্লীর ময়ুর সিংহাসনে উপবিষ্ট হিন্দুবিদ্বেষ-দগ্ধ অঙ্গারমলিন-হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় তাহার জ্বালা সম্রাট আরঙ্গজেবের অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তখন ঐ মন্দিরের চূড়াটী ভগ্ন করিয়া তাহার উপর মসজিদ্ নির্ম্মাণের কল্পনা তাঁহার অনুদার মস্তিষ্কে স্থান পাইল। তাঁহার কল্পনার আভাস পাইয়াই আগ্রাস্থ প্রধান প্রধান হিন্দুগণ গুপ্তচর দ্বারা ব্রজমণ্ডলের গোস্বামিগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া তাঁহারা রাজপুতানার প্রতাপান্বিত রাজা মহারাজদিগের সহায়তায় প্রধান প্রধান বিগ্রহগুলি অতি সংগোপনে স্থানান্তরিত করিতে লাগিলেন এবং তৎসঙ্গে সকলেই আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। যে মন্দিরের জন্য বাদশাহের গৃধ্রদৃষ্টি ব্রজমণ্ডলে পতিত হইয়াছিল অম্বরপতি তাহার অধিষ্ঠাতা গোবিন্দদেবকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য মহা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সাধারণের সন্দেহের কোন কারণ না জন্মে এ জন্য তিনি গোবিন্দজীকে একেবারে অম্বরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। অতি সংগোপনে

তাঁহাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া প্রথমে কাম্যবনে রক্ষা করা হয়। এই সময় অন্যান্য বিগ্রহ যথা—বৃন্দাবনের গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাবিনোদ ও রাধা-দামোদরের মূর্ত্তি ও তৎসহ গোস্বামিগণকেও জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়। মথুরা হইতে কেশবদেবকে মহারাণা রাজসিংহ কর্তৃক মিবারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন কিয়াড় বর্ত্তমান নাথদ্বারে নাথজী নামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। গোকুল হইতে গোকুল নাথ ও গোকুলচন্দ্রমামূর্ত্তি এবং মথুরা হইতে মথুরানাথকে কোটায় রক্ষা করা হয়। মহাবন হইতে বালকৃষ্ণমূর্ত্তি সুরাটে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বিগ্রহগণ এইরূপে জয়পুর, মিবার, কোটা, কেরৌলী, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে রক্ষিত হইতেছে এমন সময় ধর্ম্মোন্মত্ত মোগলসৈন্য প্রবলবেগে আসিয়া বৃন্দাবন আক্রমণ করিল। তাহারা গোবিন্দজীর মন্দিরের কয়েকটী চূড়া ভূমিসাৎ করিয়া তাহাবই মসলায় মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিলে ধর্ম্মান্ধ আরঙ্গজেব স্বয়ং বৃন্দাবনে আসিয়া তাহাতে নমাজ পড়িয়া গেলেন, এবং তাহাতে অধিকতর উৎসাহ পাইয়া মুসলমান সৈনিকগণ মন্দির চূর্ণকরণে, বিগ্রহ ও ধন রত্ন লুণ্ঠনে এবং বৈষ্ণব নির্য্যাতনে মাতিয়া উঠিল। মন্দিরের অধিকারী সেবাইত পূজারী ও গোস্বামিগণ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ যাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন এই সময় স্ব স্ব উপাস্য দেবমূর্ত্তি লইয়া রাজপুতানায় পলায়ন করিলেন এবং রাজপুত রাজাদিগের আশ্রয় লাভ করিলেন। বাঙ্গালী গোস্বামিগণ একমাত্র জয়পুর রাজেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গোবিন্দজীর ও অন্যান্য মূর্ত্তি সহ ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে জয়পুরে বাঙ্গালী উপনিবেশের সূত্রপাত করেন। ইহার পূর্ব্ব বৎসর অম্বরপতি প্রথম জয়সিংহের মৃত্যুতে মহারাজা রামসিংহ রাজা হন।

“নাসিরি-আলমগিরি” গ্রন্থকার লিখিয়াছেন আরঙ্গজেব মন্দির লুণ্ঠন করিয়া যে সকল বহুমূল্য রত্নমণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃহৎ দেবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সমুদয় আগ্রায় আনয়ন করিয়া নবাব কুদসিয়া বেগমের মসজিদের সোপান তলে এমনভাবে প্রোথিত করাইলেন যাহাতে ইস্‌লামধর্ম্মী নরনারী মস্‌জিদের সোপান দিয়া গমনাগমন কালে কাফেরের দেবতার মস্তকে পদক্ষেপ করতঃ তাহাদের ধর্ম্মবিদ্বেষ-বহ্নি রাবণের চিতার মত চিরদিন হৃদয়ে জ্বালাইয়া রাখিতে পারে। ১৬৫৮ অব্দে পিতাকে বন্দী করিয়া, ভ্রাতৃহত্যা করিয়া আরঙ্গজেব যখন মথুরায় অবস্থিতি কালে সম্রাট নাম গ্রহণ করিলেন তখন হইতেই মথুরার দেবমন্দির ও নানারত্ন ভূষিত

বিগ্রহগুলির প্রতি তাঁহার ক্রূরদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল এবং দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া তিনি তাহার ধ্বংশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া আব্দুল্নবি মথুরার বহু মন্দির ধ্বংশ করিয়া তাহার মালমসলায় আগ্রার সুপ্রসিদ্ধ জুমামস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন এবং মথুরা নূতন করিয়া পত্তন করেন। ইহার পর ১৬৬৯ অব্দে আরঙ্গজেবের আদেশে বৃন্দাবন ধ্বংশ হয় এবং মথুরা ইস্‌লামাবাদ নামে অভিহিত হইতে থাকে। মধ্যে মধ্যে সামান্য সামান্য অত্যাচার হইতে হইতে ১৭৪৮ অব্দে আহম্মদসাহ আবদালীর সময় মথুরা পুনরায় লুণ্ঠিত হয়। মুসলমানগণ মন্দিরাদি চূর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা মথুরার সমস্ত হিন্দু অধিবাসীকে নরনারী-নির্ব্বিশেষে হত্যা করিয়াছিল। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে নজফ খাঁর সৈন্যগণ বর্ষাণগ্রাম আক্রমণ করে। বর্ষাণ শ্রীরাধিকার জন্মস্থান সুতরাং ব্রজমণ্ডলের একটী বিশিষ্ট তীর্থ। বহু ধনী ঐ গ্রামে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বহু ধনসম্পত্তির আগার করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুসলমান সৈন্যগণ ধনরত্ন-লোভে এই সমৃদ্ধ গ্রামখানি ধ্বংশ করে। এইরূপে ব্রজমণ্ডল পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইবার পর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মথুরাজেলা বৃটীশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইলে দেবদ্বেষী মুসলমান অত্যাচার হইতে ইহার নিষ্কৃতি হয়। মথুরায় তখন এক অতি বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়। ঐ বৎসর মথুরায় ইংরাজ শাসন ঘোষিত হইবার পর ৩১শে আগষ্ট রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় এমন ভূমিকম্প হয় যে অল্পক্ষণের মধ্যে মুসলমানদিগের গৃহতোরণ মসজিদ প্রভৃতি ধূলিসাৎ হইয়া বৈষ্ণব-তীর্থ হইতে বিধর্ম্মীর কীর্ত্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পটপরিবর্ত্তনের পর হইতে অদ্যাবধি ব্রজমণ্ডলে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী গোস্বামিগণ বৃন্দাবন হইতে জয়পুর কেরৌলী প্রভৃতি রাজ-পুতনার নানাস্থানে বিস্তার এবং প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং আরঙ্গজেবের অত্যাচারের বেগ প্রশমিত হইবার পর হইতে পুনরায় ব্রজমণ্ডলে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কারণ বৃন্দাবনের প্রথম ঔপনিবেশিক বঙ্গগৌরব শ্রীরূপ সনাতন ও জীবগোস্বামীর দেহান্তোৎসব * দেখিবার জন্য তাঁহাদের তিরোভাবের পর হইতেই প্রতি বৎসর

* বৃন্দাবনের রাধাদামোদর ও মদনগোপালের মন্দিরে ইঁহাদের দেহভস্ম রক্ষিত হইবার পর হইতেই এই উৎসবের উৎপত্তি

শ্রাবণ মাসে শত শত বঙ্গীয় নরনারী এখানে আগমন করিয়া থাকেন। ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জীব গোস্বামীর দেহান্ত হয়। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃন্দাবন ধ্বংশ হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও মধ্যে মধ্যে অশান্তি ঘটিতে থাকে। অথচ দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রজমণ্ডলে বাঙ্গালার প্রভাব অপ্রতিহত এমন কি রাজপুতনায়ও এই নূতন ঔপনিবেশিক-গণকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া শাঙ্কর সন্ন্যাসিমণ্ডলী বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৃন্দাবনের প্রধান গোস্বামিগণের তিরোভাবে সুযোগ পাইয়া জয়পুরের মহারাজার নিকট চৈতন্য মতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের অসাম্প্রদায়িকত্ব ও গোবিন্দ-জীর সেবাধিকারের অযোগ্যতা প্রতিপাদন করিয়া বসিলে মহারাজ তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ, সকল স্থানের সাধু সন্ন্যাসী মহাপণ্ডিতগণের এক বিরাট সভা আহূত করেন। ঐ সভায় বৃন্দাবন হইতে আগত বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের সহিত বলদেব বিদ্যাভূষণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বাঙ্গালী বলদেব বিদ্যাভূষণের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের সমক্ষে শাঙ্কর সন্ন্যাসীগণের কৌশলজাল ছিন্নভিন্ন এবং সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলির বিদ্যা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। * এই বলদেব বিদ্যা-ভূষণ বৈষ্ণব দর্শনাদিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। তিনি এইরূপ পণ করিয়া বাহির হন যে তর্কে যিনি তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিবেন অন্যথা তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিবেন। এই পণ করিয়া তিনি মিথিলা নবদ্বীপ কাশী প্রভৃতি বিদ্যার কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিতে করিতে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তখন বৃন্দাবনবাস করিতেছিলেন। দিগ্বিজয়ী বিদ্যাভূষণ, চক্রবর্ত্তীর নিকট তর্ক যুদ্ধার্থ উপস্থিত হন, কিন্তু বিচারে বলদেব বিশ্বনাথের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। বিদ্যাভূষণ তখন চক্রবর্ত্তীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করত বৈষ্ণব শাস্ত্রে পরিপক্কতা লাভ করেন। তাঁহারই অদ্ভুত পাণ্ডিত্যবলে বৃন্দাবন এবং রাজপুতনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রাধান্য চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়। বলদেব শেষ জীবন বৃন্দাবনেই অতিবাহিত করেন। এখানেই তাঁহার সমাধি বিরাজ করিতেছে।

* রাজপুতানায় বাঙ্গালী উপনিবেশ ভাগে এই সভার বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী
(পৃষ্ঠা ১৯৯)

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী নবাবী আমল)" নামক গ্রন্থে এইরূপ এক ধর্ম্মযুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"জয়পুররাজ মহাভাগবত দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে, বৃন্দাবন ও জয়পুরবাসী বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের সহিত তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের স্বকীয়া ও পরকীয়া মত লইয়া বিচার হয়। পরকীয়াবাদী বঙ্গদেশীয়গণ বিচারে অসমর্থ হইয়া, (সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া) স্বকীয়া মতে দস্তখত করিয়া দেন। পরে তাঁহাদের প্রার্থনামতে পরকীয়া ধর্ম্মের অধিকারী বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব প্রবরগণের সহিত বিচার জন্য জয়সিংহ স্বীয় সভাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ জনৈক মনসবদার (সেনানী) সাহায্যে তাঁহাকে বাঙ্গালায় লইয়া আইসেন। পথিমধ্যে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবগণও 'স্বকীয়ায়' দস্তখত করিতে বাধ্য হইলেন। বঙ্গেও সর্ব্বত্র দিগ্বিজয়ীর জয়লাভ হইতে লাগিল। অতঃপর প্রধান বৈষ্ণবপাট শ্রীখণ্ড ও জাজিগ্রামে আসিয়া উক্তরূপে স্বীকারপত্রের দাবী করিলে, গোস্বামিগণ বলিলেন, বিনা বিচারে পূর্ব্বমত ত্যাগ করিতে পারিব না। আমরা 'শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মতাবলম্বী; অতএব বিচারে যে ধর্ম্ম স্থায়ী হয় তাহাই লইব, এই মত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল তিহোঁ কহিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজ্‌বিজ্ হয় না অতএব বিচার কবুল করিলেন সেই মত সভাসদ্ হইল শ্রীপাঠ নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ও তৈলঙ্গ দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার সোণার গ্রামের শ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য গয়রহ শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য' (সাং মহুলা) এই সভায় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের বংশধর পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন ঠাকুরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে দিগ্বিজয়ী পরাজিত হইয়া পরকীয়া ধর্ম্মমত ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। পুনরায় বৃন্দাবনাদি স্থানে পরকীয়া ধর্ম্মের জয়পতাকা উড়িল। পশ্চিমাঞ্চলের যে সমস্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণব স্বকীয়া মত স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পঞ্চপরিবার হইতে খারিজ হইয়া এক ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিলেন; (১১২৫ সাল, ১৭ই ফাল্গুন।)" *

* বাঙ্গালার ইতিহাস (শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ প্রণীত) ৭৭ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান রাজমহিষী বৃন্দাবনে আগমন করেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে বহু বাঙ্গালী এখানে আসিয়া অনেকে আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। মহিষী এখানে "পান-সরোবর" নির্ম্মাণ করিয়া বাঙ্গালীর একটী প্রাচীন কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই সরোবর দৈর্ঘ্যে ৮১০ এবং প্রস্থে ৩৭৪ ফুট।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৃন্দাবনে বাঙ্গালীর আর একটী স্থায়ী কীর্ত্তির সূত্রপাত হয়। মুর্শিদাবাদ কাঁদির প্রসিদ্ধ জমিদার এবং পাইকপাড়ার রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালাবাবু * ১৮১০ খৃঃ অব্দে বৃন্দাবনবাসী হন। তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র ছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিবার মানসে তিনি প্রথমে বর্দ্ধমানে পরে কটকের কালেক্টরীর দেওয়ানী করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে কর্ম্মত্যাগ করতঃ গৃহে আসিয়া পৈতৃক জমিদারীর তত্ত্বাবধান কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। একদা সন্ধ্যাকালে জমিদারী পরিদর্শন করিয়া একটী গ্রামের মধ্য দিয়া গৃহে ফিরিতেছেন এমন সময় শুনিলেন এক রজক কন্যা তাহার পিতাকে বলিতেছে "বাবা বেলা যে গেল বাস্‌নায় আগুন দাও" বালিকার এই উক্তি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আসিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানে লাগিল। তিনি ভাবিলেন বেলা ত আমারও ফুরাইয়া যায়, কিন্তু হায় বাসনায় আগুন দিতে পারিলাম কৈ? মুহূর্ত্তমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়-নিহিত বাসনার রাশি দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহা বৈরাগ্যের ভস্মে পরিণত হইয়া ৩০ বৎসর বয়সে সংসার বিরক্ত সন্ন্যাসী সাজাইল। লালাবাবু বৃন্দাবনে আসিয়া ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটী সুবৃহৎ চতুষ্কোণ মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে কৃষ্ণচন্দ্রমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজপুতানার মর্ম্মর প্রস্তরে এই মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং ইহার সংলগ্ন একটী অন্নসত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর লালাবাবু মথুরার রাধাকুণ্ড তীর্থের চতুর্দ্দিক শ্বেত পাথরের সোপান দ্বারা বাঁধাইয়া দেন। এই সময় রাজপুতানায় কতিপয় রাজ্যের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একটি সন্ধির প্রস্তাব হইতে থাকে। কৃষ্ণচন্দ্র এই সন্ধিপত্রে

---

* সর্ব্বসাধারণের নিকট ইনি 'লালাবাবু' নামে পরিচিত। District Statistical History প্রভৃতি সরকারী গ্রন্থপত্রে ইনি Raja Kishan Chand বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন। (Bulandshahr Page 104-105.)

কোন এক রাজাকে স্বাক্ষর করিতে নিষেধ করিয়াছেন এই সন্দেহে তৎকালীন সরকার পক্ষীয় রেসিডেণ্ট সার চার্লস মেটকাফ তাঁহাকে দিল্লী লইয়া যান, কিন্তু অনুসন্ধানে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জানিয়া দিল্লী সম্রাটের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। সম্রাট তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করতঃ তাঁহাকে 'মহারাজা' উপাধি দান করিতে চাহিলে তিনি যথোচিত বিনয়ের সহিত উপাধি গ্রহণে অস্বীকার প্রকাশ করেন। কিন্তু দিল্লী হইতে প্রত্যাগমনকালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদির পোষণার্থ মথুরা জেলার ১৫ খানি গ্রাম ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিয়া আইসেন। মথুরায় যে জমিদারী ক্রয় করেন তাহার লক্ষাধিক টাকা আয় ছিল। তাহা হইতে মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহের পর অবশিষ্ট আয় হইতে প্রতি বৎসর ২২০০০৲ টাকা অন্নসত্রের পোষণার্থ নির্দ্ধারিত হয়। এই অন্নসত্র ব্রজমণ্ডলে নিরাশ্রয় বাঙ্গালীর আশ্রয় স্থল। এই জমিদারী লইয়া মথুরার শেঠদিগের সহিত লালাবাবুর ঘোরতর বিবাদ এবং মোকদ্দমা হয়। এই সূত্রে পার্থিবসম্পদ, আত্মাভিমান প্রভৃতির উপর তাঁহার ক্রমেই বীতরাগ হয়। তিনি যৎসামান্য প্রসাদ ভোজন করতঃ দিবারাত্র হরিনাম করিয়া দিনপাত করিতে থাকেন, বৃন্দাবনে তখন ভক্তমাল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক সাধকচূড়ামণি পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস বাবাজী বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার সাধুতা, তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্য, তাঁহার অহঙ্কার শূন্যতা এবং অসামান্য ভগবদ্ভক্তির কথা লালাবাবুর কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি বাবাজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। ইতিপূর্ব্বে লালাবাবুর পূর্ব্বাবস্থা তাঁহার বৈরাগ্য, দৈন্য, দয়া, দাক্ষিণ্য ও বিনয়াদি গুণগ্রামের বিষয় বাবাজীরও শুনিতে বাকী ছিল না। তিনিও লালাবাবুর প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত উভয়ের সহিত উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই। এক দিন লালাবাবু বাবাজীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দীনভাবে স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। বাবাজী তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন। উপযুক্ত গুরুর নিকট উপযুক্ত শিষ্য দীক্ষাগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। এমন বিশুদ্ধচরিত্র সংসারবিরক্ত ভগবদ্ভক্ত স্বনামখ্যাত শিষ্য পাইলে দীক্ষাগুরু বিলম্ব করিবেন কি আপনাকেই ধন্য মনে করেন! কিন্তু সাধুগণের চরিত্র কি বিচিত্র; কৃষ্ণদাস বাবাজী পরমাদরে গ্রহণ করিয়া দীন ও করুণ বচনে কহিলেন, "বাবা তোমার দীক্ষা গ্রহণে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আরও কিছুদিন বিলম্ব কর।" বাবাজীর বাক্যে লালাবাবু দুঃখ ও

বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। এবং কুঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া নিবিষ্ট মনে আত্মচরিত্রানুশীলন ও ত্রুটি অনুসন্ধান করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন "বুঝিয়াছি যথার্থই আমার দীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব আছে। ভগবদ্ভক্তির ঘোর প্রতিবন্ধক, হৃদয়ের প্রধান মালিন্য অহঙ্কার এখনও আমার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে। আমার ঠাকুরবাড়ী, আমার ব্যয়সম্পন্ন প্রসাদ ভোজন করি, ইত্যাদি 'আমার' এই জ্ঞান ত যায় নাই, আমাকে ধিক্!" লালাবাবু তন্মুহূর্ত্ত হইতে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে এক এক মুষ্টি ভিক্ষা লইয়া দিনান্তে তাহাই ভোজন করিতে লাগিলেন। হৃদয় হইতে যখন অহং বুদ্ধি এককালে অন্তর্হিত হইল তখন এক দিবস ধীরে ধীরে বাবাজীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে দীন নয়ন অর্পণ করিয়া অধোবদনে স্বীয় অভিপ্রায় পুনরায় ব্যক্ত করিলেন। এবার ভাবিয়াছিলেন বাবাজী নিশ্চয়ই তাঁহাকে কৃপা করিবেন। বাবাজী তাঁহার অধিক সমাদর করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মধুরভাবে ও মৃদুবচনে বলিলেন "বাবা তোমার দীক্ষা গ্রহণে এখনও একটু বিলম্ব আছে।" লালাবাবু স্তম্ভিত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কুটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগ্ন হৃদয়ে কুঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইলেন। এবং একে একে স্বীয় অপরাধ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। "আমি স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের তরুতল আশ্রয় করিয়াছি; মাধুকরী ব্রত ধারণ করিয়া দিনপাত করিতেছি, হরিপাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া অষ্টপ্রহর ভগবানের নাম লইতেছি বটে, কিন্তু আমার মনের মলিনতা ত এখনও দূর হয় নাই! কৈ শেঠ বাবুদের কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে যাইতে ত পারি নাই! এখনও ত শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবুদ্ধি বেশ প্রবল রহিয়াছে, তবে আর আমার মন বিশুদ্ধ হইল কৈ? শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, ভেদজ্ঞান এত প্রবল থাকিতে অহঙ্কার বুদ্ধি কি প্রকারে যাইবে? এই গুণে আমি বাবাজীর কৃপাপ্রার্থী হইতে গিয়াছিলাম! ধন্য বাবা কৃষ্ণদাস, ধন্য তোমার মহিমা! তোমার মহিমার অন্ত নাই, তুমিই আমাকে তোমার দাসের যোগ্য করিতেছ।"

যে শেঠ বাবুদের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, তাঁহারা জয়পুরের মহাধনী জমিদার এবং মহাভক্ত। বৃন্দাবনে তাঁহাদের প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী ও সেবা আছে। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই। মথুরা এবং সন্নিহিত স্থানে তাঁহাদের

কয়েকখানি জমিদারী আছে। লালাবাবুরও মথুরায় কিছু ভূসম্পত্তি আছে তাহা হইতে লক্ষাধিক মুদ্রা আয় হয়। এই জমিদারী লইয়া শেঠ বাবুদের সহিত তাঁহার বহুকাল হইতে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল পরস্পর পরস্পরের মুখ দর্শন করিতেন না! এই সূত্রে এরূপ ঘোর শত্রুতা জন্মে যে উভয়ের জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইয়াছিল।

লালাবাবু সকল কুঞ্জে ভিক্ষা করিতে যাইতেন, কিন্তু শেঠ বাবুদের বাড়ীতে যাইতে তাঁহার পা উঠিত না, মনে হইলে মাথা কাটা যাইত। এখন তাঁহাদের বাড়ী গিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে—কি ভয়ানক কথা! লালাবাবু যখনই তাঁহার ত্রুটি লক্ষ্য করিলেন, তখনই তাঁহার মান, অভিমান, শত্রুতা অহঙ্কার পলায়ন করিল তিনি পর দিবস মধ্যাহ্নকালে যমুনা-স্নান করিয়া অতি দীনবেশে শেঠ বাবুদের কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতার বাঙ্গালী রাজাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ঠাকুর বাড়ীর কর্ম্মচারিগণ কাঁদিয়া ফেলিল। পাছে প্রভুগণ বিরক্ত হন এই ভয়ে তাহারা কিছু বলিতে পারিল না, বিনা অনুমতিতে ভিক্ষাও দিতে পারিতেছিল না। দৈবক্রমে শেঠ বাবুদিগের কর্ত্তা ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন জনৈক ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। তিনি ত্বরিতপদে আসিয়া বিস্ময়ে দেখিলেন সত্য সত্যই লালাবাবু উপস্থিত! তাঁহার দীনবেশ ও বৈরাগ্য দেখিয়া লালাবাবুর প্রতি যে শত্রুতাভাব ছিল তাহা এককালে বিদূরিত হইল। লালাবাবুর মুখে মাধুকরী ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিতেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি লালাবাবুর চরণে পতিত হইলেন! লালাবাবু শেঠজীকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয়েই প্রেমাশ্রুতে ভাসমান হইলেন। শেঠজী তাঁহাকে প্রসাদ ভোজন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু লালাবাবু তাঁহার মাধুকরী ব্রত পণ্ড করিতে কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না এবং অতীব বিনীত বচনে মুষ্টি ভিক্ষাই প্রার্থনা করিলেন।

শেঠজী অগত্যা তাঁহাকে মাধুকরী দিতে আদেশ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্যাকুল চিত্তে প্রস্থান করিলেন। লালাবাবুর এই দৈন্য এবং বিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তিনি ঘোর শত্রুকে পরম মিত্র করিয়া ভিক্ষা লইয়া যেমন ঠাকুর বাড়ীর বাহিরে আসিলেন, অমনি দেখেন সম্মুখে কৃষ্ণদাস বাবাজী! লালাবাবু মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। বাবাজী পরমযত্নে উঠাইয়া

লালাবাবুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সস্নেহ বচনে কহিলেন, "বাবা তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত।"

এতদঞ্চলে লালাবাবুর নাম প্রাতঃস্মরণীয় এবং তাঁহার বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তি সাধুগণেরও আদর্শ স্থল হইয়া আছে। ব্রজমণ্ডলে তাঁহার নাম ঘরে ঘরে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কি গৃহী কি সন্ন্যাসী মথুরামণ্ডলে বাস করিয়া লালাবাবুর নাম শুনেন নাই এমন দেখা যায় না। ভারতের দূরদূরান্তর হইতে বৈষ্ণবগণ লালাবাবুর কুঞ্জ দেখিতে আগমন করেন এবং তাঁহার সমাধি দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। বৃন্দাবনের শত শত তীর্থের মধ্যে ইহা একটী প্রধান তীর্থে পরিণত হইয়াছে! দীক্ষা গ্রহণের পর লালাবাবু মৌনব্রতাবলম্বন করিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় একদা তিনি রাজপথে বাহির হইয়াছেন এমন সময় গোয়ালিয়রের মহারাণী ইহাঁকে দেখিয়া ভক্তিভরে নমস্কার করিতে উদ্যত হইলে ইনি মহারাণীর নিকট হইতে সরিয়া যাইবার কালে একটী সওয়ারের অশ্বের পদতলে পতিত হওয়ায় ১৮২২ খৃঃ অব্দে ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার পত্নী স্বনামপ্রসিদ্ধা রাণী কাত্যায়নী। বুলন্দসহর, আলিগড় প্রভৃতি অঞ্চলে লালাবাবুর বিস্তৃত জমিদারী আছে। এক বুলন্দসহর জেলাতেই তাঁহার ৭২ খানি গ্রাম ছিল। তন্মধ্যে কয়েকখানি হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে। *

লালাবাবুর পরই দেওয়ান নন্দকুমার বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বহড়ু গ্রামের জমীদার বংশের আদিপুরুষ। তিনি East India Companyর কুঠীর, কলিকাতা Custom House এর, কাশীমবাজার রেশমকুঠীর, পাটনাকুঠীর দেওয়ান ছিলেন। তিনি শেষ জীবন বৃন্দাবনেই অতিবাহিত করেন। এখানে তাঁহার বন্ধু লালাবাবুর সহায়তায় একটী কুঞ্জবাটী স্থাপন করেন এবং তাহাতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহ সেবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি মথুরায় কিছু সম্পত্তিও ক্রয় করেন। নন্দকুমার বসু ১৮২১ খৃঃ অব্দে বৃন্দাবনে পুরাতন ভগ্নমন্দিরের পার্শ্বে মদনমোহনের একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। গোবিন্দজী ও গোপীনাথের মন্দিরের সংস্কার কার্য্যেও তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে বৃন্দাবনে তাঁহার দেহান্ত হয়, মথুরামণ্ডলের বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহার নাম পরমশ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত

* Mathura memoirs P. P. 237-239.

গ্রহণ করিয়া থাকেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, ১২৬১ সালে কলিকাতার স্বনামখ্যাত ডাক্তার ৺সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী তীর্থভ্রমণ ব্যপদেশে যখন ব্রজমণ্ডলে গিয়া উপস্থিত হন তখন তিনি তথাকার বাঙ্গালী উপনিবেশের যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত দিন-লিপি হইতে এখানে উদ্ধৃত হইল ;—

"মথুরা বাঙ্গালীঘাটে বাঙ্গালীদিগের বাসা * * * ইহার আড়পার মহাবন গোকুল" "মহাবন হইতে নূতন গোকুল যাহাতে গোস্বামীদিগের বাস * * * গোকুল দর্শন করিয়া যমুনা পার হইয়া ২ ক্রোশ আসিয়া মথুরায় পহুছা হইল সহরের ভিতরে বাঙ্গালীঘাটের উপর কৃষ্ণদাস ফৌজদারের বাটীতে থাকা হইল, এখানে মথুরামণ্ডলাদি দেখিয়া ৩ ক্রোশ যাইয়া শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রবেশ দর্শনাদি করিয়া বাউল দাসের বাটীতে বাসা করিয়া থাকা হইল।" "এই ধামে নানা দেশের মনুষ্যগণ রাজা ও ধনাঢ্য স্বল্পধনী ইত্যাদি ব্যক্তিগণ অনেক দেবালয় স্থাপিত করিয়া দেবসেবা সদাব্রত ধর্ম্মশালা জলছত্র, বান্দর কচ্ছপ ময়ূর ইত্যাদি পশুপক্ষীদিগের খাদ্য দ্রব্য স্থানে স্থানে দেওয়া এবং অভ্যাগতদিগের আহার, অযাচক ও মৌনী এবং অন্ধ আতুরদিগের খাদ্যদ্রব্য স্থানে স্থানে দেওয়া এইরূপে প্রতি গৃহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ প্রকাশ করিয়া ছয় গোস্বামী চৌষট্টি মহন্তের ও দ্বাদশ গোপালের সেবা ও সমাজ শিষ্য এবং ভক্তগণের দ্বারায় উত্তম সচৈতন্য রাখিয়া নিত্যধামে নৃত্যানন্দে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণে আছেন, নৃত্যগীত মহোৎসব সর্ব্বক্ষণ হইতেছে—স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ প্রতি দিবস পাঠ হইতেছে * * * সহরের অধিক বসত ও দেবালয় সকলি প্রস্তর এবং ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ মন্দির—সকল দ্রব্য সকল বাজারে পাওয়া যায়—বৈষ্ণবদিগের অধিক প্রভাব বঙ্গদেশী ব্যক্তি অধিক থাকে বিশেষতঃ বিধবা স্ত্রী—জাতি শুঁড়ি সুবর্ণবণিক তাঁতি অধিকাংশ—অন্য অন্য সকল জাতি আছে সকলে বৈষ্ণবাকার ধারণ করিয়া আছে। দাস্য সখ্য মধুর বাৎসল্য এই চারি প্রকার ভাব প্রবল আছে।"

বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা ধর্ম্মার্থে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের নাম প্রথমেই করিতে হয়। সাহিত্য জগতের অমূল্যরত্ন ও ৪৬ বৎসরের পরিশ্রমের ফল, শব্দকল্পদ্রুম যাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি, যিনি এক সময়ে হিন্দুসমাজের অগ্রণী, যিনি British Indian

Association নামক সভার স্থাপনাবধি আজীবন সভাপতি ছিলেন, যিনি হিন্দুকলেজের সংস্থাপক ও পরিচালকবর্গের অন্যতম ও সংস্কৃতকলেজ এবং স্কুলবুক সোসাইটীর সেক্রেটরী ছিলেন, যিনি স্ত্রীশিক্ষা ও বালিকাবিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক এবং প্রাথমিক শিক্ষোপযোগী পুস্তকাবলী য়ুরোপীয় প্রথায় প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যিনি সংস্কৃত, আরবী, পারসী, ইংরেজী, হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় সুপণ্ডিত ও সাধারণ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, যিনি তাঁহার অশেষ গুণরাশির জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়া, জর্ম্মণীর সম্রাট, ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডরিক প্রমুখ বহু য়ুরোপীয় রাজা মহারাজা ও অসংখ্য সভাসমিতি হইতে স্বর্ণপদকাদি উপহারে সম্মানিত হইয়া বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত করিয়াছেন তাঁহার নাম সাধারণে এতই পরিচিত যে এখানে তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই। ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র ছিলেন। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে ইনি রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে রাজা রাধাকান্ত দেব বৃন্দাবনবাসী হন। বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিবার কালে ভারত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইঁহাকে K. C. S. I. উপাধিতে ভূষিত করেন। ইঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী এই উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। যে প্রকারে এই উপাধি তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল তাহা এক্ষণে ইতিহাসের বিষয় হইয়া গিয়াছে। মহামান্য গবর্ণমেণ্ট যখন তাঁহাকে কলিকাতা দরবারে উপাধি গ্রহণের নিমন্ত্রণ করেন তখন তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মত হন। তৎকালীন লাট সার জন লরেন্স তজ্জন্য আগ্রা সহরে দরবার করিবার আয়োজন করিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব তখন আগ্রা যাইতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পণ্ডিতমণ্ডলী অগ্রবনকে বৃন্দাবনেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন তখন তিনি দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি দরবার মণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র বড়লাট হইতে সমাগত রাজন্যবর্গ ও সমগ্র নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। এই সম্মানলাভের পর একবৎসর মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুও অতীব চমৎকারজনক। তিনি মৃত্যুর দিবস প্রাতঃকালে দুগ্ধমাত্র পান করিয়া ভৃত্য নবীনকে বলেন "আজ আমার শেষ দিন।" আমার দাহকার্য্য সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য পুরোহিত মহাশয়কে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমিও শুনিয়া রাখ। "মৃত্যুর পর আমার দেহকে স্নান

সার্ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

(পৃষ্ঠা ২০০)

করাইয়া নববস্ত্রাবৃত ও সুগন্ধচন্দনে লেপিত করতঃ যমুনার কুলে লইয়া যাইবে। তথায় চন্দনকাষ্ঠ ও আমার পূর্ব্ব সংগৃহীত তুলসীকাষ্ঠে চিতাসজ্জা করিয়া তদুপরি একটী চন্দ্রাতপ দিবে। পরে আমি জীবিতকালে যে ভাবে বসিতাম চিতার উপর সেই ভাবে বসাইয়া দেহ ভস্মীভূত করিবে এবং দেহাবশেষের একসের আন্দাজ থাকিতে তাহাকে তিন অংশ করিয়া একাংশ কচ্ছপগণকে খাওয়াইবে একাংশ যমুনাগর্ভে নিক্ষেপ করিবে এবং অবশিষ্টাংশ বৃন্দাবনের মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিবে।" এই বলিয়া তিনি আত্মীয়বন্ধুগণের সহিত কথোপকথন করিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসীতলায় বৃন্দাবনের পবিত্র রজের শয্যায় শিরোভাগে শালগ্রাম শিলা রাখিয়া শয়ন করতঃ মালা জপ করিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টাকাল জপ করিতে করিতে তাঁহার পবিত্র আত্মা দেহত্যাগ করিল। সেই স্মরণীয় দিন ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ১৯শে এপ্রেল। এই বিশুদ্ধাত্মা মহাপ্রাণ বাঙ্গালীর নাম এতদঞ্চলে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলেরই কণ্ঠে পরমশ্রদ্ধাভক্তির সহিত উচ্চারিত হয়। ব্রজমণ্ডলে ইংরেজ শিকারিগণ কর্ত্তৃক মৃগপক্ষী হনন, সার রাজা রাধাকান্ত দেব, কে, সি, এস, আই, মহোদয়ের চেষ্টাতেই রহিত হইয়া যায়। ইহার ২৩ বৎসর পরে বঙ্গের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত রায় বনমালী বাহাদুর অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সুখের সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন প্রবাসী হন। রায় বাহাদুরের অসীম বৈরাগ্য এবং প্রেমভক্তিতে সকলেই চমৎকৃত; নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "রাজর্ষি" উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বৃন্দাবনযাত্রিগণ রাধাকুণ্ডতীর্থে রাধাবিনোদের মন্দির এবং বৃন্দাবনে 'রাধাবিনোদবাগ' ও তন্মধ্যস্থ 'শ্রীমন্দির' নামে যে মন্দির দেখিতে পান উহা রায় বনমালী বাহাদুরের কীর্ত্তি। তিনি এই সমুদয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। রেলপথ উন্মুক্ত হইবার পর হইতে ব্রজমণ্ডলে বিশেষতঃ বৃন্দাবনে বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করে। লালাবাবুর পর অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে এখানে ২৬৫ জন বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন * কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ২৬ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা ৮৫৩৪এ পরিণত হয়। গত ১৫ বৎসরের আদমসুমারীতে দেখা যায় বাঙ্গালী নরনারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত যে সকল জনহিতকর অনুষ্ঠান আছে তন্মধ্যে ১৯০৭ অব্দে স্থাপিত বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবনে "কাল

* Census of N. W. P. for 1865. Pag 5. Vol. appendix B.

বাবুর কুঞ্জ” নামে যে দেবালয় প্রসিদ্ধ তাহার বাহির বাটীতে কুঞ্জাধিকারী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বসু মহাশয় এই আশ্রমের রুগ্নাগার (hospital) খুলিবার জন্য ছাড়িয়া দেন। প্রথমে এখানে ২৬ জন মাত্র রোগী লইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। গত বৎসর ৩১১৬৩ জন দুঃস্থ নরনারী এই আশ্রমের সাহায্য পাইয়াছে তন্মধ্যে ২৬০ জন এখানে আশ্রয় পাইয়া চিকিৎসিত হইতেছে। বৃন্দাবন-প্রবাসী ডাঃ বিরিঞ্চিমোহন কর এল্, এম্, এস্ ও ডাঃ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সুচিকিৎসকগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ইহার কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। ইহার সেক্রেটারী, ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ মহারাজ।

আগ্রা বিভাগ।

অধুনা জেলা মথুরা আগ্রা বিভাগের অন্তর্গত হইলেও এবং আগ্রা, বিভাগীয় কমিশনরের হেডকোয়ার্টার, কিছুকালের জন্য প্রাদেশিক রাজধানী এবং মোগল বাদশাহদের আমলে দিল্লীর ন্যায় সমগ্র ভারতের রাজধানী হইলেও ইহা শত শত বৎসর ধরিয়া মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত ছিল বলিয়া ব্রজমণ্ডলে বাঙ্গালীর উপনিবেশের পর আগ্রা এবং আগ্রা বিভাগের অন্যান্য স্থানের উপনিবেশ স্থানপ্রাপ্ত হইল।

যমুনাকূলবর্ত্তী আগ্রা দিল্লী হইতে ১৩৯ মাইল এবং কলিকাতা হইতে ৮৪১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। যে কারণে মধুপুরী মধুবন নামে অভিহিত হয়, সেই কারণেই এই গ্রাম 'অগ্রবন' এই নাম প্রাপ্ত হয়, এবং মধুবন পরে যেরূপে মধুরা বা 'মথুরা' হয়, অগ্রবনও সেইরূপে 'আগ্রা'য় পরিণত হয়, ব্রজমণ্ডলের ঐশ্বর্য্যের সময় বৃন্দাবন, মহাবন, ভাণ্ডীরবন প্রভৃতির ন্যায় অগ্রবনও যে একটী বৈষ্ণবতীর্থ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বরাহপুরাণ মতে মথুরামণ্ডলের বিস্তার বিংশতিযোজন ছিল এবং আগ্রার সন্নিহিত যমুনাকূলবর্ত্তী হিন্দুর প্রাচীন শৈবতীর্থ বটেশ্বর ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মথুরা মাহাত্ম্যে আছে,—

"শ্রীকৃষ্ণের মথুরামণ্ডল সর্ব্বোত্তম।
বিংশতি যোজন সীমা অতি মনোরম॥
মথুরামণ্ডল সীমা যাযাবর হৈতে।
শোকরী বটেশ্বর পর্য্যন্ত শাস্ত্রমতে॥
বটেশ্বর শিব যেঁহো সবার পূজিত।
শ্রীশূরসেনের রাজ্য সর্ব্বত্র বিদিত॥"

অগ্রবন সম্ভবতঃ রাজপুতদিগের দ্বারাই আগ্রা নামে আখ্যাত হইয়া থাকিবে। মরুপ্রান্তস্থ আগ্রা তখন মারবারের অন্তর্গত এবং রাঠোর বীরদিগের অধিকৃত ছিল। যোধপুরপতি মালদেব তখন সমগ্র মারবারের অধিনায়ক। দিল্লীর এত সন্নিকটে এরূপ প্রবল হিন্দুরাজ্য বিপজ্জনক জানিয়া আকবরের দৃষ্টি ইহার প্রতি পতিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান আগ্রা মহানগরী প্রকৃতপক্ষে আকবরপুরী বা

'আকবরা' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, কারণ ইহার প্রতিষ্ঠা সৌন্দর্য্যবিভব এবং রাজধানীর গৌরবলাভ, ভারতসম্রাট মহামতি আকবর বাদশাহ হইতেই হইয়াছিল। "আইন-ই-আকবরী" নামক গ্রন্থে সুবে আগরার (Agra Division) বিবরণীতে আছে, সুবে এলাহাবাদের সীমান্তে ঘাতেমপুর হইতে দিল্লীর দিকে; এই সুবার দৈর্ঘ্য ১৭৫ ক্রোশ, ইহা প্রস্থে কনোজ হইতে চন্দেরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সহর আগ্রা অতি বৃহৎ, ইহার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং ভূমির উর্ব্বরতার জন্য আকবর বাদশাহ দিল্লী অপেক্ষা আগ্রারই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। পূর্ব্বে আগ্রা সামান্য একটী গ্রাম ছিল। তিনিই এখানে মহাসমৃদ্ধিশালী নগরীর পত্তন করেন। তাঁহার আদেশে যমুনার উপকূলে রক্তপ্রস্তর দ্বারা একটী প্রকাণ্ড ও সুদৃঢ় দুর্গ এবং তাহার অভ্যন্তরে প্রস্তরনির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্যখচিত পাঁচশত গৃহ নির্ম্মিত হয়। আগ্রায় যমুনানদীর উভয় তীর সৌধমালা এবং ফলপুষ্পের উদ্যানে সুশোভিত। আগ্রার দুর্গ, জুমামস্‌জিদ, মোতি মস্‌জিদ প্রভৃতি এখানকার দর্শনীয় স্থান। রাজধানীর ১২ ক্রোশ দূরে ফতেপুরসিক্রি নামক আর একটী সমৃদ্ধ নগরী অবস্থিত। ইহাও আকবরশাহের কীর্ত্তি। আগ্রার ৬ মাইল দূরে সিকন্দ্রা নামক স্থানে একটী সুদৃশ্য প্রাচীন মন্দিরে এই জগদ্বিখ্যাত সম্রাট সমাধিস্থ আছেন। তাঁহার সময় হইতেই আগ্রা মোগল স্থাপত্যশিল্পকলায় ভারতের একটী প্রধান দর্শনীয় স্থান হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার পৌত্র সম্রাট সাহজাহান তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ মহলকে চিরস্মরণীয় করিবার মানসে শ্বেতমর্ম্মরে যে অপূর্ব্ব সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, যাহার কার্য্য ১৬৩১ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হইয়া ২০,০০০ লক্ষ দক্ষশিল্পী কর্ত্তৃক ১৭ বৎসরের পরিশ্রমে ছয় কোটী টাকা ব্যয়ের পর ১৬৪৮ অব্দে সমাপ্ত হয়; যাহা পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের অন্যতম স্থান অধিকার করিয়া আছে, জগতের কবিকুল যাহার সৌন্দর্য্য বর্ণনায় হার মানিয়া কেহ ইহাকে "মর্ম্মরে রচিতকাব্য" কেহ "কল্পনার ছবি" কেহ "দাম্পত্যপ্রেমের মূর্ত্তিমতী কবিতা" এবং কেহ "মর্ম্মরে গঠিত স্বপ্নদৃশ্য" প্রভৃতি বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, শিল্পজগতের বিস্ময়স্বরূপ সেই "তাজমহল"ই আগ্রাকে চিরনবীন এবং কোটি কোটি নরনারীর দর্শনীয় করিয়া রাখিয়াছে। *

* Agra, the city of the Taj Mahal, founded by the famous Akbar in 1566, and beautified by the magnificient Shah Jehan in 1632-1637.—Davenport Adams.

মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে আগ্রা যখন অগ্রবন মাত্র ছিল তখন বৃন্দাবনযাত্রী বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে এখানে পদার্পণ করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব প্রয়াগ হইতে অগ্রবনে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে এবং আগ্রায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে বাদশাহদরবারে অভিযোগ আবেদন সনন্দপ্রাপ্তি প্রভৃতি উপলক্ষে কোন কোন বাঙ্গালী জমিদার ও প্রজা দিল্লী ও আগ্রা প্রবাস করিয়া গিয়াছেন; ইতিহাসে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। আকবর বাদশাহের আমলে জয়পুরাধিপতি মহারাজ মানসিংহের সহিত অনেক বাঙ্গালী এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী রাজা প্রতাপাদিত্য পিতৃরাজ্য অধিকার করিবার পূর্ব্বে রাজনীতি শিক্ষার জন্য এবং মোগল সম্রাটের প্রতাপ ঐশ্বর্য্য ও সামরিক শক্তি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে দিল্লী ও আগ্রাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রতাপ স্বীয় প্রতিভাবলে মোগল দরবারের প্রকৃতি, সৈন্যদিগের রণকৌশল ও ত্রুটিসমূহ বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইয়া সম্রাটের প্রাপ্য কর রহিত করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্রাট আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য কয়েকবার তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু মোগলবাহিনী জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এক সময় কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপ তাঁহার পিতৃব্য বসন্তরায়কে সপরিবারে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে নিহত করিলে প্রতাপমহিষী স্নেহবশে বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায়ের জীবনরক্ষা করেন। কচুরায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার মানসে দেশ হইতে পলাইয়া গিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের শরণাপন্ন হন এবং প্রতাপকে দমন করিবার নানা গুপ্ত সন্ধান বলিয়া দেন। বাদশাহ কিছুকাল পরে কচুরায়কে বহু সৈন্যসহ মানসিংহ সমভিব্যাহারে প্রতাপ দমনার্থ প্রেরণ করেন। বঙ্গদেশে আসিয়া কচুরায় ও নদীয়ার রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিয়া দিল্লী যাত্রা করেন। ভবানন্দ মজুমদারের কৃতকর্ম্মের পুরস্কার দিবার জন্য মানসিংহ তাঁহাকে দিল্লী লইয়া যান। ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের চেষ্টায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বঙ্গদেশের চতুর্দ্দশ পরগণার ফর্‌মান প্রাপ্ত

হইয়া ১৬০৬ খৃঃ অব্দে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কবিবর ভারতচন্দ্র এই ঘটনা তাঁহার অমরকাব্য অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

মোগল সাম্রাজ্যের অবসানে মহারাষ্ট্র প্রাধান্যকালে আগ্রা মহারাজ সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত ছিল। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে গবর্ণর জেনারেল মারকুইস্ অব ওয়েলেস্লীর সময় সেনাপতি লেক কর্ত্তৃক ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করা হয়। ইহার অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক পূর্ব্বে এলাহাবাদ ইংরেজের হস্তগত হইয়া উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানী হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজধানী এখান হইতে উঠাইয়া আগ্রায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২২ বৎসর পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মিউটিনির অবসানে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করিবার কালে এলাহাবাদ পুনরায় রাজধানীতে পরিণত হয় এবং আগ্রা রাজধানীর গৌরব হইতে বঞ্চিত হয়।

ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে আগ্রায় যে শত শত বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয় এবং রাজকীয় সকল বিভাগেই যে বাঙ্গালীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ১৮৩২ অব্দে আগ্রা ইংরেজের হস্তগত হয়। তখন মাননীয় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনপ্রণালী এখানে প্রচলিত হয়। সেই সময় আগ্রার শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ও মুসলমান ভারতের প্রধান গৌরব বিশ্ববিশ্রুত তাজমহলের ভার একজন বাঙ্গালীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। কলিকাতা বাগবাজারের বিখ্যাত সোমবংশের স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সোম তখন কোম্পানীর দেওয়ান হইয়া আগ্রায় আগমন করেন। তাজমহল তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। তিনি কার্য্যকুশলতা, ন্যায়পরতা এবং শিষ্টাচার ও প্রতিভার বলে স্থানীয় উচ্চ রাজপুরুষগণের নিকট সমাদৃত এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র; রামচরণলাল, শ্যামলাল এবং মাধবলাল। মাধববাবু কলিকাতা হেয়ার স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণ ও রৌপ্য পদকাদি প্রাপ্ত হন। চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া হিমালয়স্থ গঢ়বল (Garhwal) প্রদেশের শ্রীনগর হাঁসপাতালে সাব্ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়া গমন করেন, কিন্তু কিছুকাল অবস্থিতির পর উন্মাদ-রোগে আক্রান্ত হইয়া অল্প বয়সে সেই সুদূর প্রবাসেই প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু রাম-চরণলালের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সোম ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কটকের দেওয়ান এবং তথাকার দুর্গরক্ষকের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর

প্রথমার্দ্ধে আসিয়া যাঁহারা আগ্রা প্রবাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার উমাচরণ শেঠের নাম আমরা বহু পুরাতন সাময়িক পত্রে দেখিতে পাই। তিনি তখন আগ্রা ডিস্পেন্সরির ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কেবল আগ্রাতেই নহে, কিন্তু সমস্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তী উদ্ধার হইতে জানা যাইবে। তাঁহার সমসাময়িক পত্রিকা "The Eastern Star" ১৮৪০ অব্দে তাঁহার এবং এলাহাবাদের সরকারী ডাক্তার বাবু শ্যামাচরণ দত্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"Babu Shyama Charan Dutt was placed in charge of the Dispensary at Allahabad in 1839. Babu Uma Charan Sett was in charge of the Agra Dispensary at this time. They made great name in the North-West. * একে একে এখানে প্রবাস বাস করিতে করিতে এক্ষণে আগ্রায় এবং টুণ্ডলা প্রভৃতি ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহে পাঁচশতাধিক বাঙ্গালীর বাস হইয়াছে। কেবল সহরেই ৪০০ শতাধিকের বাস। মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী এবং আগ্রা বাঙ্গালা লাইব্রেরী এখানকার প্রধান জাতীয় অনুষ্ঠান। ১৮৭৮ অব্দে এই পুস্তকালয় ও পাঠাগার—বাবু উমেশচন্দ্র সান্ন্যাল, তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শীতলচন্দ্র মিত্র, রায় বাহাদুর নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং ভূতপূর্ব্ব জজ বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরাতন কাশীপ্রবাসী এবং প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাবু উমেশচন্দ্র সান্ন্যাল এম, এ ১৮৭২ অব্দে আগ্রা কলেজের প্রফেসর হইয়া এখানে আগমন করেন। ১৮৭৯ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি আগ্রা প্রবাসে ছিলেন। তাঁহার আগমনের দুই বৎসর পরে রায় নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর আগ্রা প্রবাসী হন।

পাবনা জেলায় নবীন বাবুর আদিবাস। তিনি ২৪ বৎসর বয়সে (১৮৬৭ অব্দে) কলিকাতা মেডিকেলকলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে নৈনিতাল ও পরে বুলন্দসহরের হাঁসপাতালের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া যান। ১৮৭০ অব্দে বুলন্দসহর হইতে বদলি হইয়া তিনি মথুরায় যান। ইহার পাঁচ বৎসর পরে নবীন বাবু আগ্রা মেডিকেলস্কুলের অস্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপক (Lecturer on Surgery)

---

* Reminiscences and Anecdotes by R. G. Sanyal. Vol. I. p. 121.

নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে তাঁহাকে চিকিৎসা বিদ্যার (Lecturer on Practice of Medicine) অধ্যাপকের পদ প্রদান করেন। তিনি ২৮ বৎসর কাল এই কার্য্য প্রভূত গৌরবের সহিত সম্পাদন করিয়া ১৯০৩ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া তিনি আগ্রায় যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিবার এবং দীন দুঃখী অসমর্থ নরনারীকে সমস্ত স্নেহ ও সহানুভূতি দিয়া দেখিবার প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৭৮-৯ অব্দে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ্য ও মহামারি হয় তখন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে দুঃস্থ নরনারীর সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। অবসর লইবার পরও দরিদ্র ও অসমর্থগণকে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা, এমন কি, ঔষধ পথ্যাদি দিয়াও সাহায্য করিয়াছেন। আগ্রা প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের নিকট হইতে তিনি কখন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। সৌজন্য, আতিথেয়তা এবং চরিত্রবলে তিনি যে কেবল স্থানীয় অধিবাসী ও প্রবাসী বাঙ্গালীদিগেরই প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন তাহাই নহে, তাঁহার চিকিৎসার যশঃ বহুবিস্তৃত হইয়াছিল; তাঁহার চরিত্রের সুনাম আগ্রার সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র প্রদেশে এমন কি রাজপুতানা, ভূপাল, রামপুর প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। জয়পুরের মহারাজ, ধোলপুরের রাণা, ভূপালের বেগম এবং আভাগড়ের রাজা প্রমুখ অনেকেই তাঁহার চিকিৎসাধীন হইতেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষগণও তাঁহাকে সমাদর করিতেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার দরিদ্রসেবা ও সুচিকিৎসার গুণে আকৃষ্ট হইয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক সংবাদ পত্রাদি নবীন বাবুর গুণকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া আছে। এতদঞ্চলে যাঁহারা য়ুরোপীয় চিকিৎসা প্রণালীর প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন নবীন বাবু তাঁহাদের অন্যতম। তিনি হিন্দী, উর্দ্দু ও পার্শী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এবং "The Principle and Practice of Medicine" নামক চিকিৎসা বিষয়ক একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিবিধ ভাষায় প্রকাশ করেন। আগ্রা বঙ্গসাহিত্য সমিতি চিরদিন তাঁহার সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বহু বর্ষ ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। ৩ বৎসর হইল (১৩১৯) তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে কিন্তু নবীন বাবুর নাম আগ্রা হইতে কখন বিলুপ্ত হইবার নহে।

স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় ডাক্তার নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(পৃষ্ঠা ২১১)

চিকিৎসা বিভাগে ডাক্তার নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ন্যায় আগ্রায় আর একজন বাঙ্গালী স্থায়ী নাম রাখিয়া এবং আগ্রা জনসাধারণের বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম। বঙ্গের বাহিরে আগ্রা, লক্ষ্ণৌ নেপাল এবং বাঁকীপুর তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। ডাক্তার দয়ালচন্দ্র ১৮৪২ অব্দে চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চুঁচুড়া যখন ওলন্দাজদিগের অধিকারে ছিল, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ তখন ডচ্ ফ্যাক্টরীতে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি প্রতিভাশালী ছিলেন। পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার বৃত্তি প্রভৃতি পাওয়া তাঁহার পক্ষে সাধারণ কথা ছিল। তিনি ১৮৫৯ অব্দে এফ, এ, পরীক্ষার পর স্কলার্সিপ লইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৬৪ অব্দে এল, এম, এস, ও পর বৎসর এম, বি, পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন। উপাধির সহিত এখানে প্রশংসা পত্র, পুরস্কার এবং বৃত্তি তাঁহার উপর যেন বর্ষিত হইয়াছিল। কলেজে থাকিতেই তিনি Medico-Chirurgical Societyর সভাপতি হন এবং তথায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি Indian Medical Gazetteএ প্রবন্ধাদি লিখিতেন, প্রথমে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ধাত্রী-চিকিৎসা-বিভাগে হাউস সার্জ্জন নিযুক্ত হন, পরে Eye Infirmaryর হাউস সার্জ্জন থাকিয়া ১৮৬৭ অব্দে বঙ্গদেশ ত্যাগ করতঃ লক্ষ্ণৌএর King's Hospitalএর ভার প্রাপ্ত হন। তাহার এক বৎসর পরে আগ্রা মেডিকেল স্কুলের অস্ত্র চিকিৎসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ৬ বৎসর কাল এই কার্য্য তিনি অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পাদন করতঃ উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রভূত প্রশংসা ও জনসাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করেন। ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম পরে আগ্রা সহরে একটী সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপন করেন এবং তিনি তাহার প্রথম সম্পাদক হন। তিনি Literary and Logical Clubএর তিন বার সভাপতি মনোনীত হন এবং আগ্রার সকল সদনুষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করেন। বাঁকীপুরে বদলি হইলে আগ্রার অধিবাসিগণ তাঁহার অভাব বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। এখানে তিনি ৩ বৎসর মধ্যে এরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে তাঁহার বিদায় উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্মানার্থ সকলে সভা করিয়া স্বর্ণ ঘড়ি, চেন প্রভৃতি প্রদান করেন ও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ বাঁকীপুর স্কুলে প্রতি বৎসর সার্জ্জারিতে উৎকৃষ্ট ছাত্রকে পদক দানের ব্যবস্থা করেন। পদক এখনও প্রদত্ত

হইয়া থাকে। ১৮৭৭ সালে ডাক্তার সোম কাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক "Lecturer of Midwifery" হইয়া কলিকাতা গমন করেন এবং কিছুকাল ধাত্রীবিদ্যা বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ঐ বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি একবার নেপালের প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কাট্‌মুণ্ডুতে প্রেরিত হন। তথায় তিনি নেপালের মহারাণীর চিকিৎসা করেন। তাঁহার চিকিৎসা গুণে মহারাণী অচিরে আরোগ্য লাভ করিয়া ডাক্তার সোমকে বিবিধ উপঢৌকন দান করেন। ডাক্তার সোম মহারাজ ও মহারাণীর কৃতাজ্ঞতা সহ উপঢৌকনের বোঝা লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৮৮৮ অব্দে তিনি বড়লাট সাহেবের Honorary Assistant Surgeon নিযুক্ত হন এবং গবর্ণমেণ্ট হাউসে Private Entreeর অনন্যসাধারণ অধিকার প্রাপ্ত হন এবং এই বৎসর রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন।

১৮৯০ অব্দে লেডি ডফরিণ পরিষদের কেন্দ্র সভা তাঁহাকে ধাত্রিগণের জন্য একখানি পাঠ্যগ্রন্থ (Manual of Medicine for Midwives) প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহার ফলে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহা বিবিধ প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদিত হইয়া নানা স্থানে ধাত্রীদিগের পাঠ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ডাক্তার সোম দ্বাদশ বৎসরেরও অধিক Vernacular Medical Text-Book Committeeর সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন এবং বাঙ্গালা ও উর্দ্দু ভাষায় যাবতীয় চিকিৎসাগ্রন্থ যাহা প্রকাশিত হইত তিনি তাহার বিবরণ গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইতেন।

ডাক্তার সোম আগ্রা মেডিকেল স্কুলে অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধে ছাত্রগণকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সকল বক্তৃতা গ্রন্থাকারে সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহার উর্দ্দু সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকখানি এখনও পাঠ্য হইয়া আছে। মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ফ্রান্সিস সাহেব লিখিয়াছিলেন, "The Babu is one of the most intelligent of Sub-Assistant Surgeons I have known in Bengal." লক্ষ্ণৌএর সিভিল সার্জ্জন উইশার্ড ডাক্তার সোমের বিদায় উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন, "Your attainments do honour not only to yourself but to the University and College and Hospital in which you were educated." এবং

Sir Benjamin Simpson তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"During my service of twenty-three years and a half, it has never been my lot to meet any member of your service on whom I could place such thorough reliance, whether as regards a practical and theoretical knowledge of your profession, or your general conduct in private life. Your having been twice put in charge of the Civil duties of so important a station as Patna, on my recommendation during my absence on privilege leave, is of itself a sufficient proof of the opinion both the Civil authorities and the Deputy Surgeon General, and myself, entertain of your futures for such a charge." *

ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোমের পর ১৮৭৫ অব্দে আর একজন বাঙ্গালী আগ্রা মেডিকেল স্কুলে সার্জ্জারির লেকচারার হইয়া আগমন করেন। তাঁহার নাম বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র। আগ্রার গবর্ণমেণ্ট এবং মিশনারী কলেজের অধ্যাপকতা সূত্রে এখানে এ পর্য্যন্ত অনেক বিশিষ্ট বাঙ্গালীই প্রবাস বাস করিয়া গিয়াছেন এবং করিতেছেন। আগ্রা সেণ্টজনস্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক বাবু অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু বেণীকান্ত দত্ত (অধুনা এলাহাবাদ প্রবাসী) তাঁহাদের অন্যতম। বাঙ্গালী লাইব্রেরী এবং বালক বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা ও উন্নতি কল্পে ইঁহারা অনেক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মতিলাল ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আদর্শস্থানীয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হরিনাভি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা এলবার্ট কলেজে অধ্যাপকতা করিতে থাকেন এবং সেই অবস্থায় বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আগ্রা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক হইয়া এখানে আগমন করেন। ঐ পদে তাঁহার পূর্ব্বে যাঁহারা কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এম, এ, ছিলেন সুতরাং তাঁহার উপাধির অভাবে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হন। মতিবাবু তাহা জানিতে পারিয়া

---

* Indian Medical Celebrities by Lawrence Fernandez M. D.—The Medical Reporter 1894, July 16. আমরা এই সংগ্রহের জন্য হিন্দুসাহিত্যপ্রচার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা মেজর বামনদাস বসু এম, ডি, আই, এম, এস, মহোদয়ের নিকট ঋণী।—জ্ঞ।

তাঁহাদের ক্ষোভ দূর করিবার মানসে অধ্যাপকতা করিবার কালে এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন এবং পরীক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে কিছুদিন অবসর লইয়া পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। বিদ্যাবত্তা অধ্যাপনা, মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণাবলী সম্বন্ধে এতদঞ্চলে তাঁহার এরূপ সুনাম বিস্তৃত হইয়াছিল যে তাহা রাজপুতকুলরবি উদয়পুরের মহারাণার পর্য্যন্ত কর্ণগোচর হইয়াছিল। মহারাণা মতিবাবুকে স্বরাজ্যে লইয়া গিয়া তথায় শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত করেন। মতিবাবু এক্ষণে উদয়পুর প্রবাসী, তথাকার Director of Public Instruction এবং যুবরাজের শিক্ষাগুরুর সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত। মতিবাবুর পুত্র বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য্য এক্ষণে যুক্তপ্রদেশ প্রবাসী। তথায় তিনি এঞ্জিনীয়ারের পদে অধিষ্ঠিত। কলিকাতা মেট্রপলিটান কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মতিলাল বাবুকে "বঙ্গের রত্নমালার" মধ্যে স্থান দিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

আগ্রা কলেজের আর একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক স্বর্গীয় বরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি কর্ম্মোপলক্ষ্যে মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, এলাহাবাদ, নেপাল, মধ্যপ্রদেশস্থ সাগর প্রভৃতি নানাস্থান প্রবাসী হইলেও যে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার সুনাম তাহা তিনি আগ্রাতেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বালীর বিখ্যাত দত্তবংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সে পিতার সহিত মুঙ্গের ও আগ্রা প্রবাসী হন। ১৮৮৬ অব্দে তিনি আগ্রা কলেজে প্রবেশ করেন এবং এখানেই বিএ, এম, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি সকল পরীক্ষায় অতিশয় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এম, এ পরীক্ষায় ফেল করেন। কিন্তু এই অকৃতকার্য্যতা তাঁহাকে বিদ্যালাভে বঞ্চিত করে নাই। তিনি দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া ঐ বিষয়ের পরীক্ষাতেই অনুত্তীর্ণ হন। কলেজের বার্ষিক বিবরণীতে তাই ইহা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় যে,—

"In the M. A. degree we sent up 9 candidates and 8 were successful. This might be considered very satisfactory were it not that the only student, who failed was by far the ablest of the class. এবং প্রিন্সিপাল টম্‌সন সাহেব ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ অব্দে লেখেন " * * * Mr. Dutt has greatly distinguished

himself in all his classes but specially in English literature and Philosophy. * * I have seldom seen a student with such aptitude for speculative studies." * * * * * "Babu Barendra Nath Dutt is one of the ablest students I have ever had and among native graduates, a fitter man to teach either English or philosophy cannot be got, * * * *" *

বরেন্দ্র বাবু শিক্ষকতা করিবার কালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির মেম্বর ও সোসাইটি অব আর্টস এবং রয়াল সোসাইটি অব লিটরেচার সভার সদস্য মনোনীত হন। শেষোক্ত সভায় জগতের সাহিত্য-ধুরন্ধরগণের মধ্যে বিশিষ্টগণই স্থান লাভ করেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইঁহার পূর্ব্বে স্বনামধন্য স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ব্যতীত আর কেহ এই সম্মান লাভ করেন নাই।

নেপাল প্রবাসে ইঁহার কর্ম্ম জীবনের অন্যান্য কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রায় আট বৎসর হইল এলাহাবাদে অবস্থিতিকালে প্লেগরোগে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এমন অনেক যোগ্য বাঙ্গালীর উল্লেখ করা যাইতে পারে যাঁহারা কয়েকবৎসর মাত্র আগ্রা প্রবাস করিয়া এতদঞ্চলের কিছু না কিছু হিতসাধন করিয়া কর্ম্মাবসানে অথবা বদলি হইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আগ্রায় বাঙ্গালী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত যাঁহারা জীবনব্যাপী পরিশ্রম ও অনন্য সাধারণ অধ্যবসায় বলে আগ্রা প্রবাসে বাঙ্গালীর অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গৌরবপদবাচ্য হইয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে প্রদত্ত হইল।

'আগ্রা নসীম' নামক উর্দ্দূ পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় বাবু যমুনাদাস বিশ্বাস এতদঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে "বাবু যম্‌নাদাস" বলিয়াই পরিচিত। আগ্রার জনৈক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সহিত কথাপ্রসঙ্গে একদা বিশ্বাস মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিলে ভদ্রলোকটী বলিলেন "বাবু যম্‌নাদাস সাহেবের কথা বিলক্ষণ জানি, সম্ভবতঃ তিনিই বিশ্বাস বাবু। বাবু যম্‌নাদাস একজন নামী ও সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন। এখনও তাঁহার পরিবারবর্গ আগ্রাতেই আছেন।" আমরা বিশ্বাস মহাশয়ের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই অবগত ছিলাম সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিলাম না।

* প্রবাসী ৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

উচ্চাভিলাষের সহিত অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও সাধুতার মিলন হইলে যে ভাগ্যবিপর্য্যয় অতিক্রম করিয়া এবং দারিদ্র্যের শত বন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, প্রবাসী বাঙ্গালী বাবু যমুনাদাস বিশ্বাস তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি হাবড়া জেলার অন্তঃপাতী আঁতুল—বিপ্রোণাপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম দাস বিশ্বাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অনেকে মুর্শিদাবাদ নবাবসরকারে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহারা নবাবের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া "বিশ্বাস" এই পদবী লাভ করেন। তদবধি তাঁহারা "বিপ্রোণার বিশ্বাস" বলিয়া খ্যাত। বলরাম দে মহাশয় ইংরেজী ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাতগণের ন্যায় নবাবসরকারে কর্ম্মগ্রহণ না করিয়া ইংরেজ সরকারে রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত হন এবং সেই সূত্রে জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া আলিগড় প্রবাসী হন। তিনি উত্তর-পশ্চিমের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আগ্রা ও সাহারণপুরেই অধিকাংশকাল অবস্থিতি করিতেন। বাবু যমুনাদাসের জীবনের সহিত এই দুই প্রবাসস্থানই অধিক ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। ১৮৪১ অব্দে যখন বলরাম বাবু আগ্রার 'ভৈরোঁ বেলনগঞ্জ' পাড়ায় অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন যমুনাদাস বাবুর জন্ম হয়। তাহার পরেই সাহারাণপুরে তিনি বদলি হন। তথায় তাঁহার দুই কন্যা ও দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স যখন পাঁচ বৎসর মাত্র তখন বলরাম বাবুকে কর্ম্মসূত্রে রুড়কী যাইতে হয়। রুড়কীতে আসিয়া হঠাৎ তিনি পীড়িত হন এবং পরিবারবর্গকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করেন। যমুনাদাস বাবু তখন ১২ বৎসরের বালক। সে সময় তাঁহাদের কয়েকজন আত্মীয় আগ্রায় বাস করিতেছিলেন। সুতরাং বলরাম বাবুর পরিবারবর্গ আর বঙ্গদেশে ফিরিয়া না গিয়া আগ্রাতেই রহিলেন।

সাহারাণপুরে অবস্থান কালে যমুনাদাস বাবুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। এইস্থানেই তিনি মৌলবীর নিকট পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। আগ্রায় আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন; কিন্তু উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে তাঁহার লেখাপড়ার বড় সুবিধা হয় নাই। তিনি ব্যায়াম ও সঙ্গীত বিদ্যায় অধিক মনোনিবেশ করায় তাহাতে বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। যমুনাদাস বাবুর বয়স যখন ১৪ বৎসর তখন সিপাহীবিদ্রোহ হয়। সেই ভয়ানক দুর্দ্দিনে লোকে গৃহের বাহিরে

যাইতে সাহস করিত না কিন্তু তিনি নির্ভয়ে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং তাহাতেই আনন্দলাভ করিতেন। তাঁহার এই নির্ভীক ভাব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। কিন্তু এরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে চিরদিন কাটে না। সংসারের ভার তাঁহার মস্তকে পতিত হইলে তাঁহাকে কর্ম্মান্বেষণ করিতে হইল। তিনি অনূপসহরে তাঁহার ভগ্নীপতি শান্তিপুর-নিবাসী বাবু চিন্তামণি বসুর নিকট গমন করিলেন। এখানে বিদ্রোহীরা অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহার ভগ্নীপতি অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। কথিত আছে যমুনাদাস বাবু সৎসাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে বিদ্রোহীদিগকে অতি অল্প কালের মধ্যে সহর ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করেন। অনূপসহরে চাকরির সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি আগ্রা ফিরিয়া আসিলেন এবং পাবলিক্ ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিনেই তাঁহাকে মৈনপুরী যাইতে হইল। কিন্তু এখানকার জলবায়ু তাঁহার সহ্য না হওয়ায় তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন। তিনি এস্রাজ ও সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এলাহাবাদে তাঁহার বহু শিষ্য ও বন্ধু জুটিল কিন্তু উপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা হইল না, সুতরাং তিনি সপরিবারে বঙ্গদেশে চলিয়া গেলেন। পরে কলিকাতায় রুগ্ন হইয়া পড়ায় তিনি বারাণসী যাইতে বাধ্য হন এবং এখানে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া লক্ষ্ণৌ সুলতানপুর প্রভৃতি অযোধ্যার নানা স্থানে চাকরির অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। এই সময় তাঁহার জননী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিধবা ভগ্নী এবং শিশু ভাগিনেয় দেশে অবস্থান করিতেছিলেন কিন্তু সহানুভূতির অভাবে সকলে বহু ক্লেশ পাইতে থাকেন এবং জ্ঞাতিবর্গের নির্দ্দয় ব্যবহারে মনস্তাপ সহ্য করেন। পরিবারবর্গের এই অবস্থা, এদিকে তিনি উদরান্ন সংস্থানের জন্য লালায়িত হইয়া বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন!

একদা সুলতানপুরের পথিপার্শ্বে এক বৃক্ষতলে বসিয়া যমুনাদাসবাবু একাকী আপনার দুঃখের দিন ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গাঢ় চিন্তায় মগ্ন আছেন এমন সময় অনতিদূরে সুলতানপুরের জমীদারের কোন কর্ম্মচারী ও জনৈক প্রজার মধ্যে কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হইতেছিল। চীৎকার শুনিয়া তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তখন তিনি উভয় পক্ষের বাদানুবাদ শুনিয়া তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতে চাহিলেন; উভয়ে সম্মত হইলে তিনি ক্ষেত্রের ফসলের এরূপ উচিত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন যে দুই পক্ষই সন্তুষ্ট

হইল। এই সূত্রে স্থানীয় জমীদারগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহাদের অনুরোধে তিনি তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করেন। কিন্তু এখানেও উপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা না পাইয়া অন্যত্র প্রস্থান করেন। এদিকে অর্থাভাবে, অনাহারে এবং অনিদ্রায় তিনি যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে থাকেন। এরূপ অবস্থায় অনেকেরই সদসৎ বিচার ও সুবুদ্ধি লোপ পায় এবং কুপথ অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু সাধুতা এবং সৎসাহস, অন্তর্নিহিত উচ্চাভিলাষ এবং অধ্যবসায় তাঁহাকে সকল অবস্থাতেই সাহায্য করিয়াছিল। তিনি প্রাণপণ করিয়া সদুপায়ে উদরান্নের সংস্থান করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন এবং অনতি-বিলম্বে জনৈক জমীদারের আস্তাবলে সহিসের কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন! এ অবস্থায় অবশ্য তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই, কিন্তু শ্রমবিমুখ ভেকধারী গর্ব্বিত ভিক্ষুকপরিপূর্ণ দেশে তাঁহার সৎসাহসের দৃষ্টান্ত বহু দরিদ্র অসহায়ের পথপ্রদর্শকরূপে বিদ্যমান থাকিবে। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এই যুবক সহিসের প্রতিভা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তিনি সহিসের পদ হইতে মুন্সেরিমের পদে উন্নীত হইলেন। গুণজ্ঞ জমীদার গুণীর আদর করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া নূতন মুন্সেরিমের অনিষ্টসাধনে যত্ন করিতে লাগিল। অবশেষে এখানে থাকা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িল, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ওরাই নামক স্থানে ব্যবস্থাবিভাগে একটী কর্ম্ম পাইলেন এবং শীঘ্রই নিকটস্থ দেশীয় রাজ্য সাম্‌থারে ওয়াশীলবাকী-নবিশের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সাম্‌থার রাজ্যে তিনি অল্পদিনেই যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এখানে তিনি একজন উৎকৃষ্ট কুস্তিগির ও সেতারবাদক বলিয়া বিখ্যাত হন। ক্রমে তিনি জনসাধারণ এবং রাজা ও প্রধান কর্ম্মচারীদিগের এতদূর প্রিয় হইয়া উঠিলেন যে একেবারে রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। এখানেও নিম্নস্থ কর্ম্মচারীবর্গ ঈর্ষাবশে তাঁহাকে অপদস্ত করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিল কিন্তু তিনি সম্মানের সহিত কর্ম্ম করিতে করিতেই ঝান্সীর পূর্ত্তবিভাগে চলিয়া যান। এখানে কিছুদিন কর্ম্ম করিবার পর তথাকার এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়ারের উর্দ্দু শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া শিপ্রী গমন করেন। ১৮৭১ অব্দে তিনি পণ্ডিত শিবচরণ লালের সহায়তায় শিপ্রীবাসী বালকগণকে ইংরেজী, পারস্য ও হিন্দী শিক্ষা দিবার

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায়।

স্বর্গীয় বরেন্দ্রনাথ দত্ত
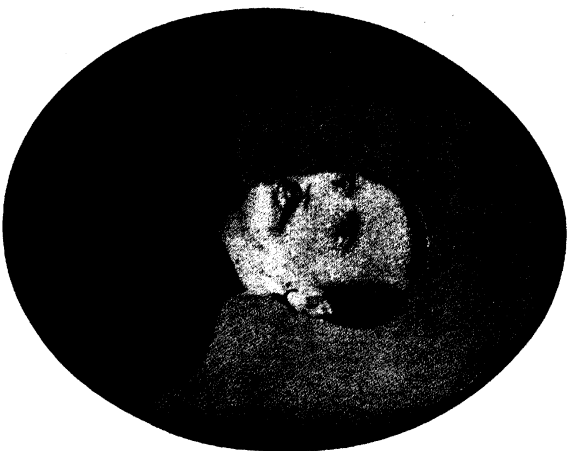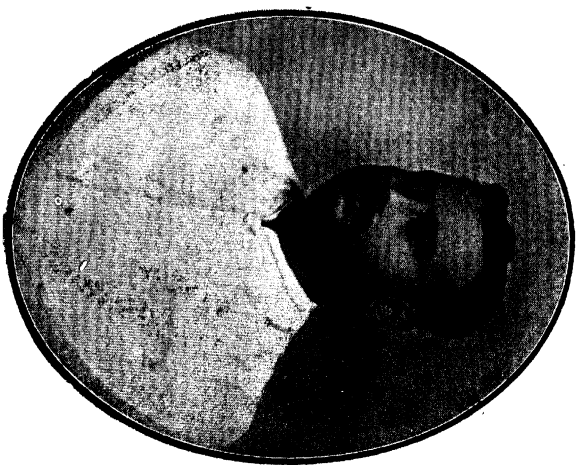
মত একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। যমুনাদাস বাবু বিদ্যালয়ে অল্পই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু পরে অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। উত্তরকালে তাঁহাকে গ্রন্থ ছাড়া দেখা যাইত না। পারস্য ভাষা ও সাহিত্য তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল এবং তাহাতেই তাঁহাব যত্ন অধিক ছিল। শিপ্রী অবস্থান-কালে তিনি কিছুদিন "আগ্রা আখবার" প্রমুখ কয়েকখানি সাময়িক পত্রে উর্দ্দু প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্র এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়ার স্থানান্তরে গমন করিলে তিনি পুনরায় কর্ম্মহীন হন এবং দিবান, গুনা, ইন্দোর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া ১৮৭৫ অব্দে আগ্রায় জননীর নিকট ফিরিয়া আসেন। এখানে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বাবু উমাচরণ বিশ্বাস যমুনার সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্যবিভাগে কর্ম্ম করিতে-ছিলেন। যমুনাদাস বাবু এখানে আসিয়া উপার্জ্জনের নূতন পন্থা আবিষ্কার করিলেন। যে সকল য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী উর্দ্দ ও হিন্দীতে পরীক্ষা দিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সময়ের ছাত্রদিগের মধ্যে মীরাটের ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ শ্রীযুক্ত ম্যাকলীন্ সাহেব তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। আগ্রায় তাঁহার বহু উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন বন্ধুর মধ্যে একজনের সহায়তায় তিনি আগ্রা মুন্সেফ আদালতের মুন্সেরিমের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে তিনি বহুদিন সম্মানের সহিত কার্য্য করেন। প্রবাসী-বাঙ্গালী-গৌরব স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন আগ্রার মুন্সেফ ছিলেন। অবিনাশ বাবু উর্দ্দ ভাষায় ইঁহার অসাধারণ অধিকার দেখিয়া ইঁহাকে " "Civil Procedure Code এবং "Specific Relief Act" উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিতে দেন। যমুনাদাস বাবুর ঐ দুই অনুবাদ গ্রন্থ পরে আদালতে যথেষ্ট আদর পাইয়াছিল।

১৮৭৬ অব্দে যমুনাদাস বাবু তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর সহযোগে "ইন্দুপ্রকাশ" নামে একটী "লিথোগ্রাফিক প্রেস" প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই যন্ত্রালয় হইতে "আগ্রা নসীম" নামে একখানি উর্দ্দু সংবাদপত্র সম্পাদন করিতে থাকেন। এই কাগজ এক্ষণে প্রতি মাসে আট সংখ্যা অর্থাৎ সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হয়। তাঁহার বন্ধু সবজজ অবিনাশ বাবুর পরামর্শে তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন এবং ১৮৭৯ অব্দে মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পরবর্ত্তী পরীক্ষায় ওকালতী পাস করিয়া জেলা আদালতে ওকালতী করিতে থাকেন। অল্পদিনেই তাঁহার প্রতিভা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৮২ অব্দে স্বর্গীয়

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আগ্রা আসিয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহার আলয়ে দুই মাস অবস্থিতি করেন। এই সময় যমুনাদাস বাবু স্বামীজীর ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হন এবং শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় বিশ্বাসে অটল থাকেন। আগ্রায় গোচারণ উৎসব ও মহরম লইয়া হিন্দু-মুসলমানে দুই তিন বৎসর ধরিয়া ভয়ানক কলহ চলিতেছিল, তখন তিনি কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের মধ্যে মধ্যস্থ স্বরূপ হইয়া বহু চেষ্টা, কৌশল এবং সাহসের সহিত উভয় পক্ষের মনোমালিন্য দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সূত্রে তাঁহার সহিত তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট মিঃ ফিন্‌লের মনান্তর ঘটে এবং এই ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষের বিষনয়নে পড়িয়া যমুনাদাস বাবুকে কিছুকাল বিব্রত হইতে হয় কিন্তু তাঁহার সৎসাহস, সত্যপরায়ণতা ও সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ মাননীয় হাইকোর্ট তাঁহাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করেন।

যমুনাদাস বাবু বহুকাল মিউনিসিপাল বোর্ডের মেম্বর থাকিয়া জনসাধারণের অনুকূল কার্য্যসমূহে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দী ও উর্দ্দু সাহিত্যে সুলেখক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং হিন্দী ভাষায় হিন্দুস্থানী মহিলাবৃন্দের হিতার্থ "ধাত্রীপ্রবোধিনী" নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত সটীক "মজ্‌মুনে জাবতা দিবাণী" এবং "মজ্‌মুনে জাবতা ফৌজদারী" আদালতে ও উকীলমহলে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। "নসীম আগ্রার" সম্পাদন কার্য্যে তিনি এতদঞ্চলে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং অসীম শ্রম ও ধৈর্য্য সহকারে এই পত্র পরিচালিত করিয়া লোকের বিশ্বাস ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দারিদ্র্যের কঠোরতার মধ্যে মানুষ হইয়া উত্তরকালে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং আজীবন দরিদ্র নরনারীর সহিত আন্তরিক সহানুভূতিবশে প্রকৃত অভাবগ্রস্তকে মুক্তহস্তে সাহায্য দান করিয়া গিয়াছেন। বহু দরিদ্র বালক তাঁহার অর্থে শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু বিধবানারী তাঁহার অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন নাই। তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া স্থানীয় ফিমেল মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই সকল মহিলার মধ্যে অনেকে Female Hospital Assistant হইয়া নারী-সমাজে প্রভূত হিতসাধন করিতেছেন। ১৯০৯ অব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার জন্মস্থান আগ্রাতেই মৃত্যু হয়। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন।

কথিত আছে বাবু যমুনাদাস বিশ্বাস হিন্দুস্থানী পোষাক পরিধান করিয়া উর্দ্দূভাষায় কথোপকথন করিলে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিলেও কেহ তাহা সহসা বিশ্বাস করিতেন না এবং বিশ্বাস করিলেও তাঁহার পারস্য ও উর্দ্দূভাষা জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পারিচালিত "নসীম আগ্রা" প্রবাসী উকীল শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সান্ন্যাল মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে।

দারিদ্র্যের তীব্র জালায় জর্জ্জরিত হইয়া অনেকেই যে সাধু পথ হইতে বিচ্যুত, সত্যভ্রষ্ট এবং মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ে, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু যাঁহাদের অন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ প্রতিভার অনল লুক্কায়িত থাকে, সাধুতার সহিত অধ্যবসায়, একাগ্রতা, স্বাবলম্বন, উচ্চাভিলাষ যাঁহাদের অন্তরে ধূমায়িত হইতে থাকে, তাঁহারা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্যে আপনার উন্নতিপথ অন্বেষণ করিতে থাকেন, দারিদ্র্যের তীব্রতা তাঁহাদের নিকট উপহসিত হয় এবং তাঁহারা অদৃষ্টকে জয় করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদের জীবনে অলৌকিক বা ঔপন্যাসিক ঘটনার সমবেশ না থাকিলেও তাঁহাদের সামান্য সামান্য কার্য্যকলাপ ও দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়া অপর সাধারণ হইতে তাঁহাদের বিশেষত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা এই উদ্যোগী ও স্বাবলম্বী পুরুষগণের সাধারণ জীবন হইতেই জাতীয় জীবনগঠনের উপযোগী শিক্ষা ও আদর্শ প্রাপ্ত হই।

ইঁহার ভাগিনের শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় আগ্রার শান্তি-শীতলা গলি নামক পল্লীতে বাস করেন, হিন্দী এবং উর্দ্দূ ভাষায় তাঁহারও অধিকার বড় অল্প নহে। তিনি এতদ্দেশীয় সাহিত্যসেবীদিগের অন্যতম।

তিনি উর্দ্দূভাষায় "অঙ্গুষ্‌ত্রী," "বসন্তবাহার" ও "কামিনী" নামে নাটক, "জামিলা," "সলিমা বেগম" নামে উপন্যাস, হিন্দীভাষায় "ম্যঁয়্ তুম্‌হাঁরাহী হুঁ" ও "সাধ্বী সুরেন্দ্র" নামে নাটক, এবং "জ্ঞাত তন্ত্রম্" নামে একখানি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উর্দ্দূভাষায় "চন্দ পন্দ" নামক ছাত্রপাঠ্য; "হড্ডিওঁ কি সনাক্ত" নামে মানবাস্থিসম্বন্ধীয় পাঠ্যপুস্তক এবং "সওয়াল জবাব কেমিষ্ট্রী বা ক্লীতুল কিমীয়া" নামক একখানি রসায়ন সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা করিয়া উর্দ্দূ ও হিন্দী সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

সিপাহীবিদ্রোহের দিনে আগ্রাও বিদ্রোহীদিগের বীভৎসকাণ্ডের তাণ্ডবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সহরের দুর্দ্দান্ত প্রজাকুল সুযোগ বুঝিয়া গৃহে গৃহে

অগ্নিসংযোগ করতঃ এবং নিরীহ নরনারীকে হত ও আহত করতঃ তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ৩রা জুলাই তারিখে য়ুরোপীয়গণ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। সে দিন সমস্ত রাত্রি আগ্রার আকাশ গৃহদাহের অগ্নিতে আলোকিত হইয়াছিল এবং দস্যুগণের উন্মত্ত চীৎকার ও প্রজাকুলের আর্ত্তনাদ দূর হইতে সমুদ্রকল্লোল মত শুনা গিয়াছিল।* আগ্রা-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের বিপদও তখন য়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষা অল্প হয় নাই। যাঁহারা পারিয়াছিলেন তাঁহারা রাজপুতনায় কোন কোন স্বাধীন রাজ্যে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, কেহ কেহ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া লাঞ্ছনার একশেষ ভোগ করিয়াছিলেন। সেই দুর্দ্দিনে সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারী এড্‌জুটাণ্টের কেরাণী (Adjutant's clerk) বাবু যদুনাথ ঘোষ যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মযুদ্ধের সময় ১৮৫২-৫৩ অব্দে ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং পরে সীতাপুর কমিশনরের দপ্তরে কর্ম্ম করেন তিনি এই সময় যেরূপ নির্ভীকভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন ও প্রাণসঙ্কট অবস্থাতেও গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭ অব্দে জুলাই মাসে যখন য়ুরোপীয়গণ আগ্রা দুর্গে আশ্রয় লইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন তখন যদুনাথ বাবুকে রেজিমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইয়াছিল। যখন বিদ্রোহীরা গবর্ণ-মেণ্টের দপ্তরাদি জ্বালাইয়া দেয়, তখন যদুনাথ বাবু কতকগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্ কাগজপত্র ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়া যথেষ্ট সাবধান ও কৌশলক্রমে দুর্গমধ্যে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে মথুরার বিদ্রোহকারী সেনাদলের অধ্যক্ষের (officer commanding the Regiment which mutinied at Muthra) এবং আগ্রার নিরস্ত্রীকৃত সিপাহী সৈন্যদলের অধ্যক্ষের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। কর্ণেল ডগ্‌লাস্ (H. M. Douglas, Col. B. S. C. &c.) ১৮৮৪ অব্দে যে দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একস্থানে আছে

"* * * I know of his services during the mutiny of 1857. I was officiating Adjutant during the time we were shut

---

" * * All night the sky was illuminated with the flames of burning houses, and a murmur like the distant sea told what passions were at work. It was a magnificient though sad spectacle for the dispirited occupants of the fort."—quoted by Davenport Adams in his "makers of British India."

up in the Fort of Agra from July 1857 to February 1858. But Juddoo Nath accompanied the officers of the Regiment when we were ordered into the Fort. As far as I can recollect at this long period of time (upwards of 27 years nearly) all the Regimental records which were left in cantonments were destroyed by the mutiners but Judoo Nath Ghosh, who was then adjutant's writer managed to save and bring into the Fort a few important documents which afterwards proved of great value * * * * * * * Col. Cotton, who was then in command of the Regiment was to be kept up as if the men were present in Quarters this was done most cheerfully under great difficulties by Babu Jnddoo Nath Ghosh, to the entire satisfaction of both the commanding officer and myself. * * * * "

যদুনাথ বাবু দ্বিতীয় ব্রহ্মসমরে (2nd Burmese war) স্বীয় কার্য্যকুশলতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় রাজপুরুষগণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৫৩ অব্দের ১৫ই নভেম্বর ৬৭ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সেনানায়ক লেঃ কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট (W. M. N. stuart. Lt. Col. Regiment No. 67. N. I.) লিখিয়াছিলেন—"Babu Judoo Nath Ghosh joined the Regiment on the 28th of July 1852. His services were generally rendered most useful through out the Regiment. He is one of the few Bengalee that I have seen possessing pluck, with a good heart he pursued his labours during the prolonged affair against Mythoon when there was much privation and suffering from cholera throughout the camp. I feel no hesitation in speaking to his merits."

তাঁহার রাশীকৃত প্রশংসাপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনেক কথাই আছে। কিন্তু সে সকলের এখানে প্রকাশ করিবার স্থান নাই। সুতরাং আমরা আর একখানি পত্রের অংশ বিশেষ উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হইব। পত্রখানি লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল এফ্, সি, মেসী লণ্ডন হইতে ১৮৮৪ অব্দের ২৮ মার্চ্চ তারিখে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে আছে—

"I have, however, a perfect recollection of Babu Judoo Nath Ghose, and of the great estimation in which he was

deservedly held in the Regiment to which he then belonged". I can speak personally to his good service during operation near Denabew under general Sir John Cheap in March 1853. * * * * He carried his work with the greatest regularity and exactness during a time of considerable exposure, risk and discomfort, and trust that this military service may be held to strengthen any claims to indulgence and favour which he may have merited by his Civil work."

যদুনাথ বাবু পরে সীতাপুর বিভাগের কমিশনর ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষ অলীগড়ের জেলা ও সেসন্স জজ ছিলেন। কানপুরে ইঁহাদের বাড়ী আছে।

প্রবাসের কবি বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় * পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল জেলার অন্তর্গত মীরপুর গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখাপড়া বড় বেশী হয় নাই। অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়, এবং শৈশব হইতেই ধর্ম্মের দিকে তাঁহার মন যায়। পূর্ব্বে পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল; কিন্তু যে সময় পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হয়, গোবিন্দ বাবুর মন তখন বিচলিত হইয়া উঠে। অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষপাতী হন। তাহার পরই তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের সহিত পরম উৎসাহে যোগদান করেন। পিতার গৃহে তাঁহার আর স্থান নাই দেখিয়া, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের সহিত ভ্রমণ করেন। এই সময় তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অনাহার ও অনিদ্রায় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অল্প বয়সে এরূপ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি পিতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, গোবিন্দবাবু আশ্রয়হীন হইয়া পড়েন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া শাশুড়ীর নিকট থাকিতে কোনমতেই

---

* গোবিন্দবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের জন্য আমরা আগ্রা সেণ্টজনস্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (অধুনা প্রয়াগপ্রবাসী) শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বেণীকান্ত দত্ত মহাশয়ের নিকট ঋণী। তিনি ইহা গোবিন্দবাবুর জনৈক বাল্যবন্ধুর নিকট হইতে বহু চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।—জ্ঞ।

সম্মত হইলেন না। গোবিন্দ বাবু সুতরাং তাঁহার পত্নীকে লইয়া শান্তিপুরে এক আত্মীয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থিতির পর সামান্য বেতনে একটী শিক্ষকতার কার্য্য পাইলেন এবং অতি কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি দেশত্যাগ করিয়া বারাণসীতে আসিয়া বাসস্থাপন করিলেন। এখানে তিনি কাশীর সর্ব্বপ্রথম হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ৺লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের সুনজরে পড়িলেন এবং তিনিই তাঁহাকে নিয়মিতরূপে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। গোবিন্দ বাবু যাহাতে তাঁহার সহকারীরূপে কার্য্য করিতে পারেন লোকনাথ বাবু তাঁহাকে তদ্রূপ শিক্ষাদানে বিশেষ যত্ন লইতে লাগিলেন। শিক্ষকের যত্ন ও আগ্রহ এবং ছাত্রের প্রতিভা মিলিত হওয়াতে অচিরেই সুফল ফলিল। তিনি লোকনাথ বাবুর সহিত চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকনাথ বাবুর সহায়তায় তাঁহার শিক্ষা এবং উন্নতির সুযোগ উভয়ই সুলভ হইয়াছিল। কাশীর ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেসন্স জজ্ মিঃ জে, বি, আইরণ সাইড্ (J. B. Ironside) লোকনাথ বাবুর পরম বন্ধু এবং তাঁহার চিকিৎসার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। সাহেব যখন আগ্রায় বদলি হন তখন তিনি তথায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রবর্ত্তন করিতে মনস্থ করেন। তিনি কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে আগ্রায় পাঠাইয়া দিবার জন্য লোকনাথ বাবুকে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। বাবু লোকনাথ মৈত্র তখন গোবিন্দ বাবুকে মনোনীত করেন। আইরণ সাইড সাহেব গোবিন্দ বাবুকে আগ্রায় স্থায়ী করিবার জন্য তাঁহার সকল সুবিধা করিয়া দেন। অল্পদিনের মধ্যেই গোবিন্দ বাবু আগ্রায় একজন উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। আগ্রায় কয়েকটি জটিল ও দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হইলে গোবিন্দ বাবুর চিকিৎসাপ্রণালী সর্ব্বত্রই আদৃত হইতে থাকে এবং তিনি সাধারণের বিশ্বাসভাজন হন। এক সময় যিনি দারিদ্র্যপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া দেশত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন এক্ষণে আর তাঁহার কোন অভাবই রহিল না। পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাশি রাশি অর্থ উপার্জ্জিত হইতে লাগিল। সংসারের চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিয়া গোবিন্দ বাবু এক্ষণে জ্ঞানার্জ্জনে এবং ললিতকলার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন। অবসর

সময়, এবং কর্ম্মের মধ্য হইতেও সময় বাহির করিয়া লইয়া তিনি কাব্য ও সঙ্গীত আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। এ সকল বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগও ছিল। "ভারত-বিলাপ" যমুনালহরী" প্রভৃতি প্রাণস্পর্শী কবিতা এই সময়ই তাঁহার পবিত্র লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। অতঃপর হিন্দুর ষড়্দর্শন ও পাশ্চাত্য নব্যদর্শনের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। সে সমুদয় তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে এবং অনন্যচিত্তে অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তাঁহার সাংসারিক এবং মানসিক অবস্থাবৈলক্ষণ্যের সূত্রপাত হয়। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক জজ্ আইরণ সাইড মহোদয় আগ্রা হইতে স্থানান্তরে বদ্‌লি হইয়া যাইবার পর হইতে গোবিন্দবাবুর চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রসার ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে। তাঁহার অতিরিক্ত অধ্যয়নস্পৃহাও ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন তাঁহাদের সে ভাব শিথিল হইতে দেখিয়া এবং তিনি সাধারণের অপ্রীতিকর কোন কার্য্য না করিলেও, যাঁহারা তাঁহার সংসর্গে অধিক সময় আনন্দে অতিবাহিত করিতেন, একে একে তাঁহাদিগকেও সরিয়া পড়িতে দেখিয়া, গোবিন্দবাবু নিতান্ত মর্ম্মাহত হন। তিনি এ পর্য্যন্ত যাঁহাদের উপকার সাধন করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই বিসদৃশ আচরণে ও উপেক্ষায় এবং যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহার বিপরীত ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জনে থাকিতেই মনস্থ করিয়াছিলেন। কিছুকাল এইভাবেই অতিবাহিত হইবার পর তাঁহার দুই সহোদর (উভয়েই আইন ব্যবসায়ী) গোবিন্দবাবুর মানসিক অবস্থার কথা অবগত হইয়া আগ্রায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গোবিন্দবাবু ভ্রাতৃস্নেহে অভিভূত হইয়া পূর্ব্বভাব ত্যাগ করতঃ পুনরায় সংসারী হন এবং তাঁহার দুই পুত্রকে যজ্ঞোপবীত সংস্কারহেতু দেশে পাঠাইয়া দেন। সেই সঙ্গে তাঁহার পত্নীও গমন করেন। পুনরায় আত্মীয়স্বজনকে পাইয়া তাঁহার পরিবারবর্গ সুখী হন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি নিজেও পিতৃ গৃহে গমন করেন এবং তথায় প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া পুনরায় আগ্রার আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র বঙ্গদেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আগ্রা কলেজে আসিয়া প্রবৃষ্ট হন। গোবিন্দবাবু তাঁহার পরিবারবর্গকে পুনরায় আগ্রায় লইয়া আসেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এখানে তাঁহার পত্নীবিয়োগ ঘটে। পরিণত বয়সে এই শোকপ্রাপ্ত হইবার পর তিনি আগ্রায় অধিকদিন

স্বর্গীয় বাবু যমুনাদাস বিশ্বাস

(পৃষ্ঠা ২১৩)

থাকিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি বেরিলীর গবর্ণমেণ্ট প্লীডার তাঁহার সহোদরের নিকট অবস্থিতি করিতেছেন।

গোবিন্দবাবুর আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত তাঁহার বাক্যের ও কার্য্যের সামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি বিশ্বাসের বলেই প্রথম যৌবনে সাংসারিক সুখ, সমাজের শাসন, আত্মীয়বর্গের বিরাগ প্রভৃতি সমস্ত তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার বার্দ্ধক্যেও সেই অকপট বিশ্বাসের বলেই মানবচরিত্রে অশ্রদ্ধা জন্মিলে নির্জ্জনবাসে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই আন্তরিকতার স্রোত তাঁহার ভিতর-বাহিরহীন হৃদয়ে সতত প্রবাহিত বলিয়াই না আমরা আজ 'যমুনালহরী' ও 'ভারত বিলাপের' কবিকে পাইয়াছি? এই দুইটী মাত্র কবিতা রচনা করিয়াই বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় সাহিত্য-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আগ্রার তাজমহলের "ধবলসৌধছবি"র ছায়াতলে বসিয়া * কালিন্দীর কালজলে লহরীলীলা দেখিতে দেখিতে যেদিন

"নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও।

*　　*　　*　　*

পড়ি জলনীলে, ধবলসৌধছবি,
অনুকারিছ নভ-অঙ্গন ও।"

*　　*　　*　　*

এবং

"কতকাল পরে বল ভারত রে
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে"

ইত্যাদি পাষাণ দ্রবকারী বিষাদ সঙ্গীতের স্বরলহরী এই প্রবাসী কবির সিদ্ধ বীণায় প্রথম ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, সেইদিন বঙ্গসাহিত্য জগতের একটী স্মরণীয় দিন। সে ঝঙ্কার আজিও থামে নাই, সে স্বরতরঙ্গ আজিও মিলায় নাই। যতদিন যমুনার লহরী নাচিতে নাচিতে প্রবাহিত হইবে 'যমুনালহরীর' সঙ্গীত ততদিন শুনা যাইবে। ভারতবাসী "যে তিমিরে সে তিমিরে"ই যতদিন পড়িয়া থাকিবে তত দিনই ভারতবিলাপের করুন সঙ্গীত প্রত্যেক নরনারীর প্রাণ স্পর্শ করিবে।

---

* এই স্থানে বসিয়াই তিনি "যমুনালহরী" রচনা করিয়াছিলেন।

তাহার সুপ্তত‌ন্ত্রীগুলি বাজিয়া উঠিবে। কবি বেশী লেখা লেখেন নাই সত্য, কিন্তু, যেটুকু লিখিয়াছেন তাহাই যে অতুলনীয়, তাহাই যে অক্ষয়। তাহা নিশ্চয়ই কবিকে জাতীয় সাহিত্যপরিষৎ-মন্দিরে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য করিয়াছে। আমরা ইঁহাকে বঙ্গের 'গ্রে' বলিতে পারি। কবি গ্রের মানবচরিত্র সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ও ধারণা ভারতবিলাপের কবির অনেকটা অনুরূপই দাঁড়াইয়াছিল। সেই ধিক্কারেই একদা তিনি রাজকবির সম্মানও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশবাসী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। ম্যাথু আর্ণল্ড এড্‌মণ্ড গস্, সুইন্‌বার্ণ্‌ প্রমুখ মহাপণ্ডিত ও কবিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার কীর্ত্তি বিঘোষিত হয়, মহাকবি জন্‌সন্‌ তাঁহাকে অমর করিয়া যান। জন্‌সন্‌ শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া অবশেষে বলেন ;—"Had gray written often thus, it had been vain to blame, and useless to praise him" যে গুণগ্রাহী দেশ একটীমাত্র শোকসঙ্গীত (Elegy) শুনিয়াই কবির মাথায় রাজকবির গৌরবমুকুট (laurel) পরাইয়া গৌরবান্বিত হইতে চায়, সেই দেশেই 'গ্রে'র ন্যায় কবির জন্ম সার্থক হয় ; আর এদেশে ?—

"কা কস্য পরিবেদনা"।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনীর জামাতা স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদের যোদ্ধা মুন্সেফ প্যারীমোহন বাবুর সূত্রে এতদঞ্চলে আগমন করেন। অবিনাশবাবু কলিকাতার দক্ষিণে বড়িশাবেহালা গ্রামে ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। অসচ্ছল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করায় তাঁহাকে বাল্যজীবনে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। অর্থের অভাবে অবিনাশবাবু ডল এবং ডফ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়া ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করতঃ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে অধ্যয়নকালে তিনি স্কলারসিপের টাকা হইতে সংসার খরচ চালাইতেন এবং অধিক মূল্যের পুস্তক ক্রয় করিবার সামর্থ্যনা থাকায় অনেক পুস্তক স্বহস্তে খাতায় নকল করিয়া লইতেন। অসাধারণ পরিশ্রম এবং প্রতিভাবলে তিনি ঊনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে (১৮৬৫) বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথমে সালকিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরে হেয়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু অসুস্থ হইয়া পড়ায় নিম্নবঙ্গ ত্যাগ করিয়া

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(পৃষ্ঠা ২২৬)

নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া পাটনায় গমন করেন। এ স্থানে অবস্থান কালে ইনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ; এবং তাঁহার আত্মীয় প্যারীমোহন বাবুর আহ্বানে আগ্রা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বিহারের স্কুল পরিদর্শক ডাক্তার ফ্যালন তাঁহাকে কোনমতে ছাড়িতে চাহিলেন না এবং অবিনাশ বাবুর কর্ম্ম পরিত্যাগ পত্র প্রত্যার্পণ করিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ফ্যালন সাহেবের অনুরোধ তখন এড়াইতে না পারিয়া তিনি ছুটী লইলে অবিনাশবাবু কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ১৮৬৫ সালের নভেম্বর মাসে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। এখানকার হাইকোর্ট তাঁহাকে ১৮৭০ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে আগ্রার দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফী পদ প্রদান করেন। অতীব দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করায় অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার ঘন ঘন পদোন্নতি লাভ হয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুবিচারপদ্ধতি এবং ন্যায়নিষ্ঠায় অবিনাশ বাবু তাঁহার সময়ে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। Succession to Hatrhas Raj, Beswan Principality এবং Hasnain Raj প্রভৃতি বড় বড় রাজ্যসংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচার করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। আপোসের মোকদ্দমায় হাইকোর্টের বিচারপতি-গণ তঁাহার রায় পাঠ করিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছিলেন।

অবিনাশ বাবু আট বৎসর আগ্রায় মুন্সেফী করেন। তৎপরে তিন বৎসর আগ্রার সবজজের কার্য্য করেন এবং পুনরায় ১৮৮৯ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আগ্রাতেই ছোট আদালতের বিচারপতির সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এইরূপে তিনি আগ্রার "অবিনাশবাবু" বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এখানে কত শত প্রবাসী পান্থ আসিয়া অবিনাশবাবুর আশ্রয়ে বিশ্রামলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে আগ্রায় পদার্পণ করিয়াছেন অথচ তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন নাই, এমন তীর্থযাত্রী বা পর্য্যটক অতি বিরল। সুবিচারক বলিয়া তাঁহার কিরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল একদিনকার একটী ঘটনার উল্লেখ করিলে বেশ বুঝা যাইবে। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদে কোন সভায় প্রধান বিচারপতি সার্ জন এজ অবি-নাশ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, যে এ রকম দেশীয় জজ আছেন যে তাঁহার স্বীয় মকদ্দমা থাকিলে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত তাঁহাদের নিকট বিচারের নিমিত্ত যাইতে প্রস্তুত আছেন। অবিনাশবাবুর জীবদ্দশায় যখনি কোন জটিল মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তখনি তিনি তাহার গ্রন্থি ছেদন করিতে

ও জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সারসত্য নির্দ্ধারণ করিতে প্রেরিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য তিনি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মের জন্যই দেহপাত করিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাঁহার এই অমানুষিক পরিশ্রমই তাঁহার অমূল্য জীবনের অকাল অবসানের কারণ। সাধারণের অবিদিত নাই যে জীবিত থাকিলে ১৮৯০ সালে জষ্টিস মামুদের অবসর প্রাপ্তির পর তৎস্থলে অবিনাশবাবুই নিয়োজিত হইতেন। অবিনাশবাবু Civil Procedure Code এবং Specific Relief Actএর উর্দ্দূ কমেণ্টরি প্রণয়ন করেন। বিচারবিভাগের উর্দ্দূ ভাষাভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে তাঁহার পুস্তকগুলির এরূপ সমাদর যে অনেকে বলিয়া থাকেন, যে যে সকল আইনকানুন উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় নাই তাহা দেখিবারও প্রয়োজন নাই। রাজকার্য্যে তাঁহার যেরূপ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল, জনহিতকর ব্যাপারেও তদ্রূপ ঐকান্তিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল। যৌবনকালে তিনি কলিকাতা তালতলায় একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং উত্তরকালে নানা স্থানে বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, সভাসমিতি প্রভৃতি স্থাপন করেন। ১৮৮৩ সালে যখন আগ্রা গভর্ণমেণ্ট কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়, তখন তিনিই তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিয়া পুরাতন কলেজটী রক্ষা করেন। তখন উহা একটী বোর্ড অফ ট্রষ্টির হস্তে ন্যস্ত হইয়া অধ্যক্ষ সভার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অবিনাশবাবু উভয় সভারই সভ্য মনোনীত হন। তিনি বহুকাল কলেজের উন্নতিকল্পে দেহ মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত আগ্রা গভর্ণমেণ্ট কলেজ বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। বলিতে কি তিনিই ইহার জীবনস্বরূপ হইয়াছিলেন। আলিগড়ে এম্, এ, ও, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে অবিনাশ বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে পদক দান করেন এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা সার সৈয়দ আহম্মদকে উক্ত কলেজে আইনের শ্রেণী খুলিতে অনুরোধ করেন। উহা খোলা হইলে তাঁহারই উদ্যোগে এবং অনুরোধে স্থানীয় উকীলগণ তখন ছাত্রগণকে আইন অধ্যাপনা করান।

যে খ্রীষ্টধর্ম্মের নবালোকে বঙ্গের প্রতিভাবান্ যুবকগণের মধ্যে অনেকে স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া বঙ্গীয় সমাজ অন্তঃসারশূন্য করিয়া যাইতেছিলেন, তাহারই কুহকে পড়িয়া এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন যুবক ডফ সাহেবের প্ররোচনায় রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু

সৌভাগ্যক্রমে সেই দিন তাঁহার সহিত মহাত্মা কেশববাবুর সাক্ষাৎ হইল। অবিনাশ বাবু বলিতেন, তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেশববাবু এবং ব্রাহ্মধর্ম্মই তাঁহাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। অবিনাশ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বীয় ধর্ম্মজীবন গঠন করিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষভাগে তদীয় ধর্ম্মমতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মশীলতার সহিত উদার ভাবের সংমিশ্রণে তাহা আর বিশেষ সম্প্রদায়গত ছিল না। তাঁহার নৈতিক জীবন কলঙ্কশূন্য ছিল। ইহজীবনে তিনি কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নাই।

উত্তর-পশ্চিমে অবিনাশ বাবু যেরূপ সর্ব্বজনপ্রিয় ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে এরূপ আর কোন বাঙ্গালী বোধ হয় হন নাই। অবিনাশ বাবুর অনন্যসাধারণ চরিত্রবলই সাহেবদিগের সম্মুখে বাঙ্গালীর সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিল। এখানে যে সময় পাবলিক কমিশন বসে, তখন এম, এ, ও কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ বেক বাঙ্গালীর নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন. তাহাতে Sir charles Turner বেক সাহেবকে সর্ব্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করেন "Do you know Babu Abinash Chandra Banerji, a great Judge" আগ্রাবাসিগণের নিকট তিনি এতদূর প্রিয় এবং সম্মানিত হইয়াছিলেন যে কলিকাতা হইতে আগত জনৈক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, এতদঞ্চলে ভ্রমণকালে তিনি যে কোন অপরিচিত স্থানে অবিনাশ বাবুর বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সেই স্থানেই সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছেন। একদিনের একটী ঘটনা হইতে জানা যায় অবিনাশবাবু কত দূর লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। লণ্ডন একজিবিসনে আগ্রার একজন মিঠাই বিক্রেতা প্রদর্শনীস্থলে জিলিপী বিক্রয় করিতেছিল এবং একখানি জিলিপীর জন্য এক সিলিং করিয়া মূল্য গ্রহণ করিতেছিল। বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার নিকট জিলিপী ক্রয় করিবার কালে বলিয়াছিলেন তিনি আগ্রার অবিনাশবাবুর একজন বন্ধু। এই কথা শুনিবামাত্র মিঠাইওয়ালা মোহিনীবাবুকে তৎক্ষণাৎ বিনামূল্যে জিলিপী খাওয়াইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। ১৮৯২ সালের ২রা এপ্রেল অবিনাশবাবু অমরধাম গমন করেন, তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষ্যে আগ্রার আদালত স্কুল ও কলেজ বন্ধ হইয়া যায়। যে সময় তাঁহার শবদেহ রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন পথের উভয়পার্শ্বস্থ অট্টালিকার ছাদের উপর হইতে পুষ্প এবং পুষ্পমাল্য সেই দেহের উপর অজস্র বর্ষিত হইয়াছিল। সে দিন আগ্রার

রাজপথে কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই হইয়াছিল! কোটিপতি রাজা মহারাজ সহসা যে সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন না, অনটনের সংসারে জন্ম লইয়া, যৌবনের প্রথম উন্মেষে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া এবং স্বীয় চরিত্র ও প্রতিভাবলে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ লক্ষ মানবের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে শতকণ্ঠে তাঁহার গৌরবগীতি উচ্চারিত হইল, সহস্র হস্তের পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা তিনি জনসাধারণের পূজা প্রাপ্ত এবং সেই রাজদুর্লভ সম্মানের অধিকারী হইলেন।

আগ্রা যখন উত্তরপশ্চিমে কোম্পানীর রাজধানী ছিল তখন ফতেগড় এ-প্রদেশের একটী প্রধান স্থান ছিল। এখানে ইংরেজদিগের ফৌজ থাকিত, এখানে টাকশাল ছিল এবং রসদবিভাগ, গনফ্যাক্টরী প্রভৃতির জন্য প্রজাসাধারণের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। প্রায় ৮০ বৎসর হইল স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র দেব কাশীপুর গন্‌ফ্যাক্টরী হইতে বদলী হইয়া ফতেগড়ে আইসেন। এখানে তাঁহার কার্য্য-দক্ষতায় মেজর এ্যাবট, কর্ণেল আলেকজাণ্ডার এবং কর্ণেল ফর্ডাস প্রমুখ বড় বড় সাহেবগণ তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের অধীনে কর্ম্ম করিলেও ঈশানবাবুর সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়; বিলাত হইতে তাঁহারা ঈশানবাবুকে এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে আমরা কতকগুলি দেখিয়াছি। একখানি পত্র কর্ণেল ফর্ডাস "It is an age my worthy friend, since I last wrote to you" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। আজিকালিকার দিনে কর্ত্তা কর্ম্মচারীর মধ্যে এরূপ সদ্ভাব বড় একটা দেখা যায় না। ফতেগড়ে এই দেবপরিবারের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। গঙ্গার ধারে ইঁহাদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা এখনও বিরাজমান। তাহার নিকটেই কমলবোসের মন্দির; তাহার সন্নিহিত ছাতুবাবু নাটুবাবুদের মন্দির রহিয়াছে। কমলবোসের মন্দিরচূড়ায় একটী সুবর্ণময় (Weathercock) হাওয়া কল ছিল, ক্যাণ্টনমেণ্টের গোরাগণ ইষ্টকাঘাতে তাহা চূর্ণ করিয়াছে। বিদ্রোহের সময় ইঁহাদের বাটী লুট হয়। আত্মরক্ষার্থে ইঁহারা সপরিবারে ফরক্কাবাদের কোন হিন্দু-স্থানী বন্ধুর বাটীতে লুকাইয়া থাকেন। স্বীয় জীবন শঙ্কটাপন্ন হইলেও ঈশানবাবু রবার্টসন সাহেবকে বিপদের সময় সাহায্য করেন (ইনি ভরতপুরের যুদ্ধে গিয়াছিলেন)। যখন রবার্টসন সাহেব স্ত্রী ও তিনটী কন্যা লইয়া নৌকা করিয়া

অন্ধকার রাত্রে পলায়ন করেন, তখন সিপাহীরা জানিতে পারিয়া গুলি করে তাহাতে রবার্টসন আহত হন এবং নৌকা ফুটা হইয়া যায়। স্ত্রী ও কন্যাগণ ডুবিয়া যাইলে সাহেব সাঁতার দিয়া রাজা হরদেব রায়ের (তখন জমিদার) জমিদারীতে গিয়া উঠেন। ঐ স্থান ঈশানবাবুর বাটীর সম্মুখে গঙ্গার পরপারে। রাজার লোক রবার্টসন সাহেবের নিকট হইতে সংবাদ আনিয়া দেয় যে রবার্টসন বাঁচিয়াছেন কিন্তু পথ্যের অভাবে তাঁহার জীবনসংশয় হইয়াছে। এই লোকের কথা বিশ্বাস না করায় সে ব্যক্তি তাঁহার প্রদত্ত অঙ্গুরী প্রদর্শন করে। তখন তিনি অতি গোপনে সাগু, সোডা, ব্রাণ্ডি, বিস্কুট প্রভৃতি কয়েকবার প্রেরণ করেন। কিন্তু জ্বর হইয়া রবার্টসন সাহেব কয়েকদিনের পর মারা যান। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে দেবপরিবার চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সে সময় নবাব তজম্মুল হোসেন ফতেগড়ের নবাবী পদ গ্রহণ করেন। তিনি কোন সূত্রে রবার্টসনের মৃত্যুদিবসে দেবপরিবারের ক্রন্দনের ও সাহায্যের * সংবাদ শুনিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার ঘোর সন্দেহ হওয়ায় প্রত্যহ ঈশানবাবু এবং তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে হাজির হইতে আদেশ করেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাসায় খানাতল্লাসী করা হইত। এই ভয়ে ইঁহারা সাহেবদিগের চিঠিপত্র প্রায় সমস্ত নষ্ট করিয়া ও সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কয়েকবার ইঁহাদিগকে ইংরেজের পক্ষ বলিয়া তোপের মুখে স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু ঈশানবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবৎসদেব নবাবকে কয়েকটী বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন বলিয়া সে যাত্রা সকলে রক্ষা পান। ইঁহাদের নিগ্রহের কথা কাগজপত্রে অনেক প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রুসেলস্ হইতে কর্ণেল ফর্ডীস একখানি পত্র লিখেন। সেই পত্রের একস্থানে আছে—

"The English Journals mentioned that you had been heavily mulcted by the rebels, from having been found in correspondence with the Europeans. Is it so! and will not Government reimburse you for suffering in their cause? I hope so. The papers also have a report that Major Robertson has escaped" *

* Mrs Fordyce begs me to say how rejoiced she was to learn that you got safely through the late horrors, and I hope to hear that the good service you performed towards Government and for poor Major Robertson has been acknowledged and met with some reward—Extract from a letter from Col. John Fordyce to Babu Issaun Chandra Deb. Dated Boulogne 16th August 1858.

আর একজন রাজপুরুষ ঈশানবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু আশুতোষ দেবকে লিখেন "* * It pained me to hear of his suffering and yours thro' the courage and fidelity to Government which brought on you the atrocious acts of those infamous scoundrels, the rebels." *

ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জানেন কিরূপে সার চার্লস নেপিয়র ফরক্কাবাদের গুপ্তদ্বার দিয়া প্রবেশ করতঃ জয়লাভ করেন। যাঁহারা এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, ঈশান বাবু তাঁহাদের একজন। শ্রীবৎস বাবু প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। রেভারেণ্ড পেরারা তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে ফরাসী ভাষা এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবিদ্যা (mechanics) শিখাইতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে কলকারখানা সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে যে, যখন দেশীয় ব্যক্তি-গণের ভিতর, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নাম মাত্র প্রবেশ করে নাই, এমন সময়ে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। এখন কলিকাতায় যেমন বোর্ন শেপার্ডের দোকান, লক্ষ্ণৌতে এ প্রদেশে তখন (Sache) স্যাষের একমাত্র ফটোর দোকান ছিল। শ্রীবৎস বাবুর ফটোগ্রাফীর দোকান এলাহাবাদে সেই সময়ে স্থাপিত হয়। তাঁহারা একটী সোডাওয়াটারের ফ্যাক্টরীও খুলিয়া-ছিলেন। কলিকাতা যোড়াসাঁকোতে তাঁহাদের ভদ্রাসন ছিল। কলিকাতায় "বলরাম দের ষ্ট্রীট" যাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে তিনি ঈশান বাবুর পিতামহ। তাঁহাদের ফতেগড়ে আসিবার পূর্ব্বে খলিসানি নিবাসী ৺রামকমল মিত্র ফরক্কাবাদে বাস করিতেছিলেন। কারণ শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বগ্রামস্থ ৺তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন ইনি স্থানীয় ডাকমুন্সী।

শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে আমরা "৺রামচাঁদ মিত্র" এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। আলিগড় অবস্থিতিকালে আমরা ৺ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অঘোর বাবুর নিকটও এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ সুখরিয়া নিবাসী পরে কাশীবাসী কাশীদাস মিত্র কর্ত্তৃক ১৭৯৩ শকে লিখিত এবং প্রয়াগে প্রয়াগদূত

* "Extract from a letter from General J. Alexander, K. C. B. to Babu Ashutosh Deb, Hd. Accountant to the Guncarriage Agency, Fatehgar, dated, London, April 1859.
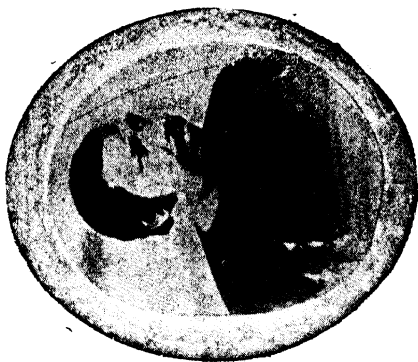
স্বর্গীয় শ্রীবৎস দেব
(পৃষ্ঠা ২৩১)

যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কিন্তু ১৩০৮ সালে প্রবাসী পত্রিকায় আমরা এই নাম প্রকাশ করিলে, কলিকাতা হইতে শ্রীউদয়চাঁদ মিত্র মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, "* * * ফরাক্কাবাদ নিবাসী ৺রামচাঁদ মিত্র মহাশয়ের নামোল্লেখ দেখিলাম। * * * এই নামটী ৺রামকমল মিত্র হইবে; ইনি আমার পিতৃদেব ফরাক্কাবাদের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন ও তথায় তাঁহার নিজের বাড়ী ছিল। তাঁহার দুই পুত্র ৺নবীনচাঁদ মিত্র জ্যেষ্ঠ ও আমি শ্রীউদয়চাঁদ মিত্র। পিতৃদেবের আদিবাস হুগলী জেলা মৌজে খলিসানি গ্রাম, E. I. Ry. চন্দননগরের নিকট, তথায় আমাদের ভূমি সম্পত্তি আছে।

ইঁহাদেরও পূর্ব্বে ফতেগড়ে বাঙ্গালী ছিলেন। "সিঙ্গি মহাশয়" বলিয়া পরিচিত কোন বাঙ্গালী ফতেগড় মিণ্ট অফিসে কর্ম্ম করিতেন। তিনি বড়ই সাধু ব্যক্তি ছিলেন, কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের ভাব উদিত হওয়ায় চাকরিতে জবাব দিয়া তিনি নির্জ্জনে যোগসাধন আরম্ভ করেন এবং ফতেগড় হইতে চারি পাঁচ মাইল দূরে একটী গ্রামে স্বীয় আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহারই নামে ঐ স্থানের নাম সিঙ্গিরামপুর হইয়াছে। তাঁহার আশ্রমে এক্ষণে সাধু সন্ন্যাসী ও গ্রামবাসিগণের নিকট পবিত্র স্থান বলিয়া সম্মানিত হইতেছে।

ফরাক্কাবাদে সিপাহীবিদ্রোহের সময় দেবপরিবারের ন্যায় যাঁহারা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন, স্থানীয় সবএসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের চিকিৎসক নিযুক্ত করে এবং তাহাদের আহতগণের চিকিৎসা করিতে বাধ্য করে। পরে ইংরেজগণ বিদ্রোহ দমন করিলে, কুঞ্জবাবু বিদ্রোহীদল অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার Court-martial হয়। সেই সামরিক আদালতের বিচারে তাঁহার ফাঁসীর আদেশ হয়। এই প্রাণসঙ্কট অবস্থায় কুঞ্জবাবু স্বীয় জ্ঞাতি নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সংবাদ দেন। নীলকমল বাবু বঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। নীলকমল বাবু তখন কলিকাতার (Messrs Jardine Skinner and Co) জার্ডিন স্কীনার এণ্ড কোম্পানীর বুককীপার ও অংশীদার ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র চিকিৎসা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী স্বনামপ্রসিদ্ধ ময়েট্‌ সাহেবকে ডাক্তার কুঞ্জবাবুর বিপদের বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। সাহেব আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার বিধিমতে

চেষ্টা পান এবং কুঞ্জবাবু যে বিদ্রোহীদিগের দ্বারা ধৃত হইয়া তাহাদের চিকিৎসা করিতে বাধ্য হন তাহাতে তিনি দোষী প্রতিপন্ন হইতে পারেন না ইত্যাদি নানা যুক্তি প্রদর্শন করেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে তাঁহার ফাঁসীর হুকুম রদ করেন, কিন্তু কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করেন। যাহা হউক মহামতি ময়েট্ সাহেবের জন্যই যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল তাহা ভুলিবার নহে।

মহারাজ আদিশূরের সময় যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের বংশাবলী আজি বঙ্গের সর্ব্বত্র বিস্তৃত, সেই ইতিহাস বিশ্রুত কান্যকুব্জ বা কনোজ এই ফতেগড় জেলার অন্তর্গত। ইহা কলিকাতা হইতে ৬৮২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান পূর্ব্বে আর্য্য সাম্রাজ্যের রাজধানী * এবং আর্য্য শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল। ১১৯৩ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা হিন্দু-দিগের অধিকৃত ছিল পরে মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংশাবশেষ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বহুদূর বিস্তৃত ভূখণ্ডে পতিত হইয়া আছে। স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু মহোদয়দ্বয় যখন কানপুর অবস্থিতি করেন তখন তাঁহারা একবার তাঁহাদের এই পিতৃভূমি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ৺ রাজ-নারায়ণ বাবু আত্মচরিতে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

আগ্রা বিভাগের অন্তর্গত মৈনপুরী জেলায়ও বাঙ্গালীর বাস বড় অল্পদিন হইতে হয় নাই। এক সময় এখানে উকিল ডাক্তার শিক্ষক ও গবর্ণমেণ্ট অফিসের কর্ম্ম-চারীদিগের অধিকাংশ অথবা প্রায় সমস্তই বাঙ্গালী ছিলেন। ক্রমেই তাঁহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। অল্পদিন হইল মৈনপুরীর প্রসিদ্ধ উকিল বাবু ননিলাল বন্দো-পাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ননিবাবু ইংরাজী ১৮৫৬ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে বড়িশা বেহালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবাবধিই বিলক্ষণ মেধাবী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। বড়িশা হাইস্কুলে প্রথম শিক্ষালাভ করিয়া এবং তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

* "Kanyakubja or Kanauj * * * Among Indian cities it ranks next in point of antiquity to Ayodhya in Oudh and it was for many centuries the Capital of North-Western India. It was then a stately city full of incredible wealth, and its king, who was sometimes styled the Emperor of India, kept a very splendid Court. Its remains are 65 miles W. N. W. from Lukhnow. The place was visited by Hiuen Tsiang in 634 A. D.—Mac Crindle's ptolemy's India 1885, p. 228.

ভবানীপুর লণ্ডন মিশনরী কলেজে অধ্যয়ন করেন। যাঁহারা উত্তরকালে গৌরবান্বিত জীবনলাভ করেন, অল্পবয়সে তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় প্রায় পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থায় তাঁহার অধ্যয়নে অনুরাগ, সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য্য ও মানসিক বলের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। অধ্যয়নস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে তিনি দূর দূরান্তর হইতে দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী ও সংস্কৃত সদ্‌গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতেন। এদিকে সহপাঠীদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া প্রশংসিত ও সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ মান্য ব্যক্তিগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে, বিনয়গুণে, সহৃদয়তা ও সারল্যে শৈশবে যেমন ছিলেন, মৃত্যকাল পর্য্যন্ত সেইরূপই ছিলেন।

তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া গ্রামস্থ সকলেই বলিতেন "ননি কালে একজন বড়লোক হবে"। ননিবাবু একজন লোকবিশ্রুত "বড়লোক" না হইলেও তিনি যে হৃদয়ে প্রকৃতই বড় এবং জন্মভূমির অকৃত্রিম সেবক ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর কলিকাতায় অবস্থানকালে ননিবাবু আশৈশবের জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হন। এই সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। কেশববাবু যুবকের মুখে প্রতিভার আলোক দর্শন করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

শীঘ্রই ননিবাবু মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, বাধ্য হইয়া উত্তরপশ্চিম প্রদেশ প্রবাসী হইলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এলাহাবাদে আসেন এবং এখানকার জল-বায়ুতে স্বাস্থ্য লাভ করায় এ প্রদেশেই স্থায়ী হন। এখানে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন মির্জ্জাপুরে ওকালতী করিয়াছিলেন, পরে ১৮৮৭ অব্দে মৈনপুরী জেলা আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। তদবধি ননিবাবু মৈনপুরীর স্থায়ী অধিবাসী হন। এতদঞ্চলে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র মৈন-পুরীতেই আবদ্ধ ছিল না। স্থানীয় অনেকগুলি জেলা আদালতে তাঁহাকে প্রায়ই যাতায়াত করিতে হইত। দরিদ্রের দুঃখে তিনি আন্তরিক ক্লেশ অনুভব করিতেন এবং হৃদয়ের সহানুভূতি কার্য্যে পরিণত করিতেন। ননিবাবু বিনা পারিশ্রমিকে নিঃসম্বল বিপন্নের পক্ষ সমর্থন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেন এবং অনেক

সময় প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও খুনী মোকদ্দমার এবং অপরাপর গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত নিরপরাধীর মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। এতদ্ব্যতীত যে কোন অবস্থায় হউক, প্রকৃত বিপন্ন ব্যক্তিকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদানে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। স্থানীয় জনহিতকর প্রত্যেক সদনুষ্ঠানেই তিনি অগ্রণী ছিলেন।

প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ননিবাবুর বিশেষত্ব তাঁহার সাহিত্যসেবায়। ওকালতী ব্যবসায়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি আন্তরিক যত্নসহকারে গত এক চতুর্থাংশ শতাব্দীর অধিককাল মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন চিন্তাশীল সান্দর্ভিক এবং কবি ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবোদ্দীপক নানাবিধ সন্দর্ভ ও কবিতাবলী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সুবিখ্যাত "আর্য্যদর্শন", "সুরভি ও পতাকা" প্রভৃতি প্রথম প্রকাশিত সাময়িক ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। ঐ সকল পত্রে প্রকাশিত "কণ্বমুনি" ও "প্রস্পেরো", "সঙ্গীত ও উপাসনা", "আমার স্বাধীনতা", "ঊনবিংশ শতাব্দী ও কলিযুগ" প্রভৃতি এবং বিধবা-বিবাহ ও হিন্দু বালবিধবাসম্বন্ধীয় রচনাবলী বঙ্গসাহিত্যে বেশ উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। ননিবাবু স্বীয় নাম গোপন রাখিয়া এই সকল প্রবন্ধ এবং প্রথম প্রকাশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ও উপন্যাসগুলি "পরিব্রাজক" এই নাম দিয়া প্রকাশিত করেন। এইজন্য তিনি ২৫।৩০ বৎসর ধরিয়া সাহিত্যসেবা করিলেও, বঙ্গীয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই বহুদিন তাঁহার নাম জানিতেন না। তাঁহার প্রণীত "অমৃতপুলিন" উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণকালে তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ভূতপূর্ব্ব আর্য্য-দর্শনের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনুরোধে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন এবং 'যুগলপ্রদীপ' প্রভৃতি পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলি নিজ নামে প্রকাশ করিতে থাকেন। ননিবাবু যে কেবল বঙ্গভাষার একজন সুলেখক ছিলেন তাহাই নহে, তাঁহার ইংরেজী ভাষাতেও যথেষ্ট অধিকার ও বাগ্মিতা ছিল। তিনি ইংরেজী বক্তৃতা দ্বারা মৈনপুরী-অঞ্চলবাসী ইংরেজ ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৮৯ সালে তিনি একদিন "মৈনপুরী একম্যান ক্লবে" কোন অধিবেশনে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে একটী ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত একম্যান সাহেব তখন মৈনপুরীর সেসন্স জজ

ছিলেন। তিনি উক্ত অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রবন্ধটী শ্রবণ করিয়া প্রীত হন এবং সভাস্থলে ননিবাবুর অনেক প্রশংসা করেন। সেসময়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লাম্বরকে উক্ত প্রবন্ধ এতই ভাল লাগিয়াছিল যে তিনি একম্যান সাহেবকে বলিয়া উহা মুদ্রিত করিয়া ইংলণ্ডস্থ বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে প্রচার করেন। ননিবাবু জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের উন্নতিকল্পে স্বীয় প্রবাস স্থানে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাসভার অধিবেশনে স্বয়ং ডেলিগেট হইয়া এলাহাবাদ বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে যান এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ডেলিগেট স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। ননিবাবু যখন আর্য্যদর্শনে লিখিতেন, তখন মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল জীবিত ছিলেন। তিনি হিন্দু পেট্রিয়টে ননিবাবুর উপন্যাসের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ননিলালবাবুর বহুপূর্ব্বে বাবু কৃষ্ণগোপাল সান্ন্যাল মৈনপুরী প্রবাসী হন এবং স্থানীয় আদালতে ওকালতী করিতে থাকেন। ননিবাবু প্রবাসকালের পর উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে এবং উভয়ে এখানে বাড়ী ঘর বাগান প্রভৃতি করিয়া স্থায়ী হন। আলিগড়প্রবাসী ডাক্তার প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুকাল মৈনপুরীতে ছিলেন তাঁহার পরিচয় আলিগড় প্রবাসীদিগের মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

মৈনপুরীর দিকে 'এটা' জেলার সীমান্তে আভাগড় নামে একটী বিস্তীর্ণ জমিদারী আছে, প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দী হইল চক্রবর্ত্তী উপাধিক জনৈক বঙ্গসন্তান আভাগড়ের রাজার অধিকার মধ্যে বাস স্থাপন করেন। রাজার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া এবং পরে তাঁহার রাজসরকারে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা এখানে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। আভাগড়ের রাজার ভূতপূর্ব্ব প্রাইভেট সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী সেই বংশীয়। এতদঞ্চলে এবং মৈনপুরীতে ইঁহাদের কিছু জমিদারীও আছে। কেদারবাবু প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে নাইনিতালে প্রবাসবাস এবং অন্যত্র গমনাগমন হেতু প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সংস্রবে আসিয়া মাতৃভাষায় কথোপকথনের অভ্যাস রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন কিন্তু যাঁহারা এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া আভাগড়েই বাস করিতেছেন তাঁহাদের অনেকে মাতৃভাষায় আর কথা কহিতে পারেন না এবং অনেক কথা বুঝিতেও পারেন না। কেদার বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর বাবু জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার খুল্লতাত আকৃতি ভাষা পোষাক পরিচ্ছদ সকল বিষয়েই অনেকটা এদেশীয় ভাবাপন্ন। কেদার বাবু রাজার প্রাইভেট

সেক্রেটারি হইতে রাজ্যের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার হইয়াছিলেন। এক্ষণে কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন ও আভাগড়ে থাকিয়া স্বীয় জমীদারী কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। আভগড়ের রাজা বলবন্ত সিংহ, সি, আই, ই মহোদয়ের অন্যতম গৃহচিকিৎসক ছিলেন অধুনা কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন। ১৩১৬ সালে কলিকাতার স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয় ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কাশীবাস করিতে যান। তিনি তাঁহার প্রিয় ছাত্র প্রভাত বাবুকেও সঙ্গে লইয়া যান। এই সময় আভাগড়ের রাজা তাঁহার আগ্রা প্রাসাদে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীন হইবার জন্য তাঁহাকে কাশীতে তার পাঠান। কিন্তু কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং অসুস্থ বলিয়া রাজা কাশী গিয়া তাঁহার ব্যবস্থাধীনে প্রভাতবাবুর দ্বারা চিকিৎসিত হন। এখানে তাঁহার সুচিকিৎসায় প্রীত হইয়া আরোগ্যলাভের পর আগ্রা ফিরিবার কালে বিশেষ নির্ব্বন্ধাতিশয়ে দ্বারিকানাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রভাত বাবুকে স্বীয় গৃহচিকিৎসক স্বরূপ আগ্রা লইয়া যান। তদবধি কবিরাজ প্রভাতচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন মহাশয় রাজ-চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে ও সুনামের সহিত সম্পাদন করিয়া রাজা বলবন্ত-সিংহের মৃত্যুর পর কর্ম্মত্যাগ করতঃ কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট, রেল প্রভৃতি বিভাগে কর্ম্ম লইয়া কতিপয় বাঙ্গালী এটা প্রবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এটা কলেক্টর অফিসের হেডক্লার্ক বাবু বিধুভূষণ চট্টো-পাধ্যায় এখানকার একজন পুরাতন প্রবাসী এবং সাধারণে বিশেষ পরিচিত ও সম্মানিত। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী এটাওয়া জেলাতেও বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। এস্থানের জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর বলিয়া অনেকেই এখানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া থাকেন। কিন্তু বাড়ী ঘর করিয়া অল্প বাঙ্গালীই স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়া আছেন। অধিক পুরাতনদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণবংশীয় বাবু কালীকমল, যদুকমল ও প্রসন্নকমল ভ্রাতৃত্রয় অন্যতম। ইঁহাদিগের পিতা হালিসহর হইতে আসিয়া এটাওয়াতে জমিজরাত ক্রয় করিয়া বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করেন। ১৮৬৫ অব্দের পূর্ব্বে এটাওয়া ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনীয়রের অফিসে একজন বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার নাম বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল। পরলোকগত এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়র বাবু বিধু-ভূষণ বিশ্বাসের ভ্রাতুষ্পুত্র এটাওয়ার উকীল বাবু বিপ্রদাস বিশ্বাসও বাড়ীঘর করিয়া এখানে স্থায়ী হইয়াছেন।

এলাহাবাদ বিভাগ ও বুন্দেলখণ্ড।

এলাহাবাদ বিভাগ সাতটী জেলায় বিভক্ত—এলাহাবাদ, কানপুর, ফতেপুর, বান্দা, হামীরপুর, ঝান্সী এবং জালৌন। রামায়ণের যুগে এ সমস্তই কোশল রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত ছিল। মহাভারতের যুগে এলাহবাদ ও তৎসন্নিহিত স্থান-সমূহ বারণাবত নামে অভিহিত এবং কৌরবদিগের অধিকৃত ছিল। হস্তিনাপুর (আধুনিক মীরাট) হইতে পাণ্ডবগণ কৌরবগণ কর্ত্তৃক বারণাবত অর্থাৎ এই এলাহাবাদে পুরোচন নির্ম্মিত যতুগৃহ দাহে দগ্ধ হইবার জন্য কৌশলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত—এলাহাবাদ, কানপুর ও ফতেপুর গঙ্গাযমুনার দ্বাপ (Doab) এবং অবশিষ্ট চারিটী জেলা পূর্ব্বে বুন্দেলা রাজা-দিগের দ্বারা অধিকৃত থাকায় বুন্দেলখণ্ড নামে অভিহিত।

এলাহাবাদে বাঙ্গালী উপনিবেশের বিবরণ প্রয়াগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রয়াগের পরই কানপুর উল্লেখযোগ্য। কানপুর গঙ্গার উপকূলে প্রয়াগ হইতে ১৩০ মাইল এবং কলিকাতা হইতে ৬২৮ মাইল পশ্চিমোত্তরে স্থিত। পূর্ব্বে ইহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল; বারাণসী বিভাগের অন্তর্গত প্রাচীন সহর মির্জ্জাপুরের ভগ্নাবস্থার পর হইতে কানপুরের উন্নতি এবং ঐশ্বর্য্যের সূত্রপাত হয়। ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ১২৬০ সালে লিখিত দিনলিপি হইতে জানা যায়, কানপুরে তখন প্রায় তিনশত বাঙ্গালী ছিলেন। উক্ত হইয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশই স্ত্রী পুত্র পরিবারাদি লইয়া বাস করিতেছিলেন। বাঙ্গালী কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে পূর্ব্বে অনেক অতিথি অভ্যাগত স্থান পাইত। ২৪।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এখানে প্রায় ৫০০ বাঙ্গালীর বাস ছিল, এক্ষণে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কানপুরের পুরাতন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ তিতুবাবুর পিতা গোলোকনাথ বাবু বরাহনগর হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। মাল রোডের উপর এখন যেখানে কারেন্সী অফিস (Currency building) রহিয়াছে সেই স্থানে পূর্ব্বে গোলোক বাবুর সরাই ছিল। গঙ্গার উপকূলে যাজমাউ নামক স্থানে সিদ্ধনাথ মন্দিরে যাইবার পথে যে ঘাট পড়ে তাহা বাঙ্গালীর নির্ম্মিত। প্রয়াগের বাবুঘাটের মত এখানকার এই ঘাটের নাম বাঙ্গালীঘাট। কথিত

আছে, এই যাজমাউ পূর্ব্বে যযাতি রাজার কেল্লা ছিল। বাঙ্গালীঘাটের উপর ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির আছে। মন্দিরদ্বয় বঙ্গদেশের স্থাপত্য-শিল্পের চিহ্ন বহন করিতেছে, এখানে নিমতলা নামে একটী স্থান আছে। তথায় বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত একটী ধর্ম্মশালা আছে। কানপুরের দুর্গাবাড়ী বাঙ্গালীদিগের প্রধান উৎসব স্থান। কানপুরের হিন্দু ইন্‌ফাণ্ট স্কুল "Hindu Infant School" নামক বিদ্যালয় হিন্দু বালকবালিকাদিগের জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গালীর চেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৩ বৎসর হইল ৺ক্ষেত্রকান্ত দাস এখানে একটি ধর্ম্মসভা ও তৎসঙ্গে একটী পুস্তকালয় স্থাপিত করেন। ১৮৯১ অব্দে প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর উভয়ই লুপ্ত হয়। ১৮৯৬ অব্দে স্থানীয় ক্রাইটিরিয়ান্ ফ্রেটার্ণিটী (Criterion Fraternity) সম্প্রদায়ের সহায়তায় এখানে স্বর্ণকুমারী লাইব্রেরী নামে কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী নূতন পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। ভারতী সম্পাদিকা শ্রীমতা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া স্বরচিত গ্রন্থাবলী দান করিয়া ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী মহোদয়া স্থানান্তরে গমন করায় কয়েকমাস পরেই ইহার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় এবং সাধারণের সহানুভূতি অভাবে পুস্তকালয়টী লোপ পায়। ইহার এক বৎসর পরে উক্ত সম্প্রদায় কতিপয় উদ্যমশীল ব্যক্তির সহযোগে এবং বাঙ্গালী সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের সাহায্যে একটী সাধারণ পুস্তকাগার এবং সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে যাঁহারা এখানে স্থায়ীবাস স্থাপন করেন তাঁহাদের মধ্যে বাবু যদুনাথ ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। যদুবাবু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শুকড়ো বাঁকীপুর গ্রাম হইতে ৬৭ নম্বর পদাতী সৈনিকদলের সহিত প্রথমে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন, তথা হইতে ব্রহ্মদেশ আগ্রা ও মথুরা হইয়া কানপুরে ১৮৫৭ অব্দের পূর্ব্বে আসিয়া পুরাতন পীলখানা আধুনিক পটকাপুরে বাস স্থাপন করেন। আগ্রা প্রবাসীদিগের মধ্যে তাঁহার সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ দৃষ্ট হইবে। ১৮৯২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ডেপুটী কলেক্টর ও মুন্সেফের পদে উত্তর পশ্চিমের নানাস্থানে প্রবাস করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রবাবু কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এই থানেই বি এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমে যান। তথায় তিনি আইন অধ্যয়ন করিয়া প্রথমে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন, এবং কিছুকাল সরকারী উকিল মিউনিসিপাল বোর্ডের

সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়া বিচার বিভাগে প্রবেশ করেন। কানপুর, ফতেপুর প্রভৃতি স্থানে মুন্সেফী করিবার পর তিনি ঝান্সীর সব্ জজ হন এবং পরে লক্ষ্ণৌ জুডিশিয়াল কমিশনর কোর্টের রেজিষ্ট্রার পদে যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করিয়া আলিগড়ের সেসন্স জজের পদে উন্নীত হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫৫ বৎসর বয়সে ক্ষেত্রনাথ বাবুর পরলোক প্রাপ্তি হয়। ইঁহার এক পুত্র বাবু শরৎকুমার ঘোষ এলাহাবাদের Legal Remembrancer এর অফিসে এবং অন্য পুত্র বাবু সুশীল-কুমার ঘোষ এটা জেলার পুলিশ বিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন। ইঁহারা কানপুরের অতি প্রাচীন প্রবাসী। মৈনপুরীর উকীল কৃষ্ণগোপাল সান্যাল মহাশয়ের খুড়শ্বশুর কাবুল যুদ্ধের সময় রসদ বিভাগের সহিত কাবুল যাত্রা করিয়াছিলেন; পরে তিনি কাবুল হইতে ফিরিয়া চিন্তামণি মিশ্র নাম গ্রহণ করিয়া সম্ভবতঃ ১৮৮০ অব্দে কানপুরে কবিরাজী করিতে থাকেন। চিন্তামণি মিশ্রের নাম কানপুরের প্রাচীন অধিবাসীদিগের নিকট সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া অল্প লোকেই জানিতেন। ডাঃ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, উকীল শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্য-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল শ্রীযুক্ত প্রয়াগচন্দ্র মিত্র, দিল্লীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার হেম-বাবুর আত্মীয় ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র সান্যাল প্রমুখ পুরাতন প্রবাসিগণের এখানে যথেষ্ট সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি আছে। কানপুরের যে "Civil and Military Hotel" আছে তাহার স্বত্বাধিকারী বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার এবং উকীল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ও এখানকার পুরাতন প্রবাসী। মালরোডের উপর স্বনাম প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা এবং ঔষধালয় প্রবাসী বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন।

সিপাহী বিদ্রোহে কানপুরেরও বাঙ্গালীদিগের বিলক্ষণ বিব্রত হইতে হইয়া-ছিল। নিষ্ঠুর নানাসাহেবের অনুচরবর্গ তখন সাহেবদিগের সহিত বাঙ্গালী-দিগকেও ধৃত করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিল। ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার দিনলিপিতে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, প্রয়াগের জনৈক নীলকর সাহেবের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত করুণাময় ভট্টাচার্য্য দুর্বৃত্তদিগের দ্বারা ধৃত হইয়া নানার সম্মুখে আনীত হইলে নানা বাঙ্গালী দেখিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভট্টাচার্য্যের প্রাণনাশের আদেশ করিলেন। তখন বহু স্তবস্তুতি দ্বারা অব্যাহতি পাইয়া অবশেষে ভট্টাচার্য্য বহু কষ্টে স্বদেশযাত্রা করিলেন।

কয়েক বৎসর হইল কানপুরে বাবু হেমন্তকুমার রায় সহকারী ওপিয়ম এজেণ্ট হন। ডাক বিভাগেও উচ্চ উচ্চ পদেও কয়েকজন বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়, তন্মধ্যে কানপুরের পোষ্টাফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া আসেন বাবু মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এ, এবং টেলিগ্রাফে শ্রীযুক্ত এল্ এন্ বন্দ্যোপাধ্যায়। কানপুরের ৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে বাল্মিকীর তপোবন সীতার বনবাস স্থান লবকুশীর জন্মভূমি বিঠুর গ্রাম। কানপুর অবস্থান কালে বঙ্গের স্বনামখ্যাত ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় একদিন স্থানীয় সকল ব্রাহ্মকে লইয়া এই বিঠুর গ্রামে বাল্মিকীর তপোবনে গমন করিয়া উপাসনা করেন, বৈকালে পরপারস্থ সীতা পরিহার মন্দিরের সম্মুখে এপারের ঘাটে বসিয়া রামায়ণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বিঠুর গ্রাম হইতে ৬ ক্রোশ দূরে কনোজ ব্রাহ্মণদিগের বাসভূমি কান্যকুব্জ। গবর্ণমেণ্ট স্কুল সব্ ইন্স্পেক্টর ও হিন্দু কলেজের সহাধ্যায়ী বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (তখনও C. I. E. হন নাই) প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী স্কুল সকল পরিদর্শন করিয়া ঐ সকল স্কুলের যে সকল নিয়ম বঙ্গদেশের বাঙ্গালা স্কুলে চালাইবার উপযুক্ত তাহা গ্রহণ করিবার ভারার্পণ করিলে, তিনি কিছুকাল কানপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

কানপুর ও ফতেপুর জেলার অধিকাংশ গ্রাম পূর্ব্বে আগ্রা ও এলাহাবাদের অন্তর্গত ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতেই কানপুর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ক্রমে এখানে সূত্র, বস্ত্র ও চর্ম্মাদির বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় ইহা এতদঞ্চলে বাণিজ্যের একটি প্রধান স্থানে পরিণত হয়, কিন্তু ফতেপুর কখনই ভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের আকর্ষণের স্থানে পরিণত হয় নাই। সরকারী অফিস ও রেল বিভাগে কর্ম্ম লইয়া কতিপয় বাঙ্গালী এখানে প্রবাসী হইয়াছেন, পুরাতন প্রবাসীদিগের মধ্যে এখন আর বড় কেহ নাই। ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার রতিকান্ত ঘোষ এখানে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এখানে বাঙ্গালীদিগের বিশেষ কীর্ত্তির নিদর্শন নাই। ফতেপুরের দক্ষিণ পশ্চিম সীমা বান্দা ও হামীরপুর। এই সীমা হইতে বুন্দেলখণ্ডের প্রারম্ভ। বান্দা হইতে আরম্ভ করিয়া হামীরপুর, জালৌন এবং ঝান্সী ও ললিতপুর * ক্রমান্বয়ে উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণদিকস্থ ভূখণ্ড মধ্যভারতস্থ বুন্দেলখণ্ডের একাংশ যুক্তপ্রদেশের

* অধুনা সবডিবিজন করিয়া ইহা ঝান্সী জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

অন্তর্গত এবং বৃটিশরাজের সাক্ষাৎ শাসনাধীন। ইহার উত্তরে যমুনা, উত্তরপশ্চিমে চম্বল (পৌরাণিক চর্ম্মন্বতী), দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ ও বাঘেলখণ্ড এবং পূর্ব্বে মির্জ্জাপুরের পর্ব্বতমালা।

বুন্দেলখণ্ড পূর্ব্বে গোঁড়জাতি কর্ত্তৃক অধিবসিত ছিল পরে বুন্দেল রাজপুতগণ ইহা অধিকার করিয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বুন্দেলা নামক রাজপুত-দিগের অনন্তর বংশীয়গণ প্রথমে মৌ ও পরে কালিঞ্জর এবং কাল্পীতে উপনিবিষ্ট হয়। ১৩৫১ অব্দে রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহ ওর্চ্ছা * নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদঞ্চলে বুন্দেলাগণ প্রবল প্রতাপান্বিত হওয়ায় ইহাদের নামে সমগ্র প্রদেশ বুন্দেলখণ্ড নামে অভিহিত হয়।

বান্দার পৌরাণিক নাম ছিল "বামদেব"। ইহার অন্তর্গত কালিঞ্জর পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত কালিঞ্জর নগরী হিন্দুর একটী প্রাচীন তীর্থস্থান। ঐ নগরী চতুর্দ্দিকে প্রস্তরবেষ্টিত। এখানে "কালভৈরব" নামে এক প্রাচীন শিবমূর্ত্তি আছেন। "কথাসরিতসাগরে" এই কালভৈরবের উল্লেখ আছে। হামীরপুর এবং জালৌন বান্দার মতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলা। কাল্পী জালৌনের অন্তর্গত একটী নগর, ইহা আকবর বাদশাহের সহচর "বীরবল" নামে খ্যাত মহেশদাসের জন্মস্থান। কনৌজরাজ বসুদেব এবং মতান্তরে কালিবদেব নামক জনৈক প্রাচীন রাজা কর্ত্তৃক কাল্পী নির্ম্মিত হয়। ১১৯৬ অব্দে ইহা মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। পরে কখন মালবরাজ কখন দিল্লীর লোদী সম্রাট কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া পরে আকবরসাহের সময় সম্পূর্ণভাবে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এইস্থানে আকবর-সাহের তাম্রমুদ্রার টঙ্কশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে জালৌনের প্রধান নগর ছিল ওরাই।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী জেলার প্রধান প্রধান সহরে ও স্থানে স্থানে চাকরী উপলক্ষে অল্পবিস্তর বাঙ্গালী প্রবাসী হইয়াছেন। সকল জেলাতেই বাঙ্গালী চিকিৎসক উকীল ও শিক্ষকের আবির্ভাব হইয়াছে। ১৮৭০ অব্দে বাবু দীননাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া বান্দা প্রবাসী হইয়াছিলেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে জালৌন জেলায় ৫৯ জন বাঙ্গালী ছিলেন। ১৮৭২ অব্দের সেন্সস রিপোর্টে প্লোডেন সাহেব তাহা অবধারণ করেন।

---

* বিশুদ্ধ নাম অর্কা।

বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে বীরপ্রসবিনী ঝান্সীই প্রধান স্থান এবং অন্য তিনটী জেলা অপেক্ষা এই স্থানেই প্রবাসী এবং উপনিবেশিক বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক। এখানে গভর্ণমেণ্টেরও রেলের চাকরি লইয়া বাঙ্গালী প্রবাসী হইয়াছেন। মিউটিনির বহু পূর্ব্বে স্বর্গীয় ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় কমিসেরিয়েটের গোমস্তা হইয়া নানাস্থান পর্য্যটন করতঃ অবশেষে ঝান্সীতে স্থায়ী হন। এখানে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ও সম্মান ছিল। ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্গালীগণের শিক্ষা সভ্যতা তখন স্থানীয় অধিবাসীদিগের আদর্শস্বরূপ ছিল। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সামাজিক ব্যাপারেও তাঁহাদের ক্ষমতা বড় অল্প ছিল না; ঝান্সীবাসিগণ গৃহবিবাদ উপস্থিত হইলে কথায় কথায় আদালতে না গিয়া প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীর মধ্যস্থতা প্রার্থনা করিত, এবং সেই চরিত্রবান্ ও বুদ্ধিমান প্রবাসিগণের মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া সকলে বিবাদের শান্তি করিত। ইঁহাদের আদি বাস বারাসতের নিকট নলকুড়া গ্রামে। প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন ঝান্সী প্রবাসিগণের মধ্যে ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ার বাবু যদুনাথ চৌধুরী অন্যতম। যদুনাথ বাবু স্বজাতিবৎসল, পরোপকারী এবং বিদ্যানু-রাগী। ইনি অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক। তন্মধ্যে গোয়ালিয়রে মোরার এংলো ভার্ণাকুলার স্কুল, গাজীপুর হাইস্কুল ও ঝান্সী ম্যাক্‌ডনেল হাইস্কুলের নূতন বাটী এবং অনাথালয় উল্লেখযোগ্য। অনাথালয়ের কার্য্য সাধারণের অর্থসাহায্যে বৎসর বৎসর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছিল, কিন্তু তাঁহার অভাবে প্রবাসের এই কীর্ত্তি এক্ষণে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখানে স্বর্গীয় বাবু প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দুর্ভিক্ষ কমিশনর হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য করায় রাজসরকার হইতে প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন। তিনি এখানে ভদ্রাসনাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। ইহাঁর পুত্রগণ এখানে কর্ম্ম উপলক্ষে পশ্চিমের নানা স্থানে বাস করিতেছেন। দুই একটী অফিস উঠিয়া যাওয়ায় এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঝান্সীর পুরাতন প্রবাসীদিগের মধ্যে স্থানীয় স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু বিপিন-বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং প্রতিপত্তি সম্পন্ন; এখানে তিনি বাড়ীঘর করিয়া স্থায়ী হইয়াছেন। তিনি স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে এতদূর সম্মানিত যে কোন বিষয়ে বিবাদ বা দলাদলী স্থলে তিনি মধ্যস্থ হইলে উভয়পক্ষই তাঁহার বিচার মান্য করায় আর আদালতে গমন করিতে হয় না। এখানকার

"Soor and Neogi Progressive Medical Hall" নামক ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারী বাবু মহেন্দ্রনাথ নিয়োগীও পুরাতন প্রবাসী। পরোপকারসাধনে তিনি এখানে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

১৮৮৯ সালে ঝান্সীতে "বঙ্গসাহিত্যসমাজ" নামে একটী বাঙ্গালা পুস্তকাগার ও পাঠগোষ্ঠী স্থাপিত হয়। পূর্ব্বোক্ত যদুনাথ বাবুর পুত্র ডাক্তার রায় রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাদুর ইহার প্রতিষ্ঠাতা। লাইব্রেরীটি প্রথমে ঝান্সীর রাণীর প্রাসাদে স্থান পাইয়াছিল। পরে তাহা গবর্ণমেণ্ট স্কুলে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পুস্তকালয়, যাহা পূর্ব্বে একশত গ্রাহকের সাহায্যে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র এবং প্রতিষ্ঠাতা প্রমুখ উৎসাহী প্রবাসীদিগের যত্নে উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছিল এবং ঝান্সী প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের মাতৃভাষানুশীলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রতিষ্ঠাতাগণের অনুপস্থিতিতে বিলুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে। এখানে ফ্রেণ্ডস্ এসোসিএশন (Friends, Association) নামে একটী বিতর্কসভা প্রায় ২১।২২ বৎসর হইল প্রবাসী বাঙ্গালী যুবকদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্যালোচনাস্থান ব্যতীত এখানে বাঙ্গালীদিগের থিয়েটর, ব্যায়ামাগার, ঔষধালয় প্রভৃতি কয়েকটী অনুষ্ঠান আছে।

রোহিলখণ্ড।

রোহিলখণ্ড বা বেরিলীবিভাগ পশ্চিমে মীরাটবিভাগ এবং পূর্ব্বে অযোধ্যা-প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। দক্ষিণে সাহ্‌জাহানপুর হইতে আরম্ভ করিয়া বাদায়ুঁ, বেরেলী, পিলিভীত, মুরাদাবাদ এবং বিজনৌর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ উত্তর-দিকে বিস্তৃত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতস্থ গঢ়বাল ও তারাই প্রদেশের সহিত মিলিত হইয়াছে। ছয় জেলা সম্বলিত এই ভূখণ্ডের নাম বেরেলীবিভাগ। ১০,৪৪৩ বর্গমাইল ইহার ব্যাপ্তি। ইহার অপর নাম রোহিলখণ্ড। মুসলমান নবাব শাসিত রাজ্য রামপুর রোহিলখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। রোহিলখণ্ড পূর্ব্বে "কাঠের" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বেরেলী এই বিভাগের প্রধান সহর। ইহা কলিকাতা হইতে ৭৪৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড এবং কুমায়ূঁ-রোহিলখণ্ড রেলপথের ইহা সংযোগস্থল। ১৫৩৭ অব্দে ইহা বরেলদেব কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়ায় ইহার নাম হয় বেরেলী। বর্ত্তমান বেরেলীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা মকরন্দ রায়। তিনি ১৬৫৭ অব্দে কাঠেরিয়াদিগকে বিতাড়িত করিয়া নূতন নগরীর পত্তন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রোহিলা আফগান সর্দ্দার আলী মহম্মদ খাঁ বেরেলী হইতে কুমায়ূঁ আলমোড়া পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করেন। তদবধি ইহা রোহিলখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয় এবং কখন স্বাধীন কখন মোগল সম্রাটের অধীন থাকিয়া পরে অযোধ্যার নবাবের শাসনাধীন হয়। ১৮০১ অব্দে রোহিলখণ্ড এলাহাবাদ এবং কোরাসহ নবাব সাআদত আলী কর্ত্তৃক ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হয়। তখন হইতে এখানে বাঙ্গালীর প্রবাসবাস ও উপনিবেশের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের শাসন কালেও রোহিলখণ্ডে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছিল ইতিহাসে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কথিত আছে প্রচণ্ড খাঁ ভাদুড়ি বাদশাহের অধীনে রোহিলখণ্ড প্রদেশে সেনাধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হইয়া আগমন করেন। তিনি পশ্চিমা ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার চাঁদ রায় ও হরিরাম রায় নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পিতার মৃত্যুর পর পশ্চিমাঞ্চলের বাস উঠাইয়া জননীকে লইয়া দেশে থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের জননী বাঙ্গালাভাষা

না বুঝায় এবং কহিতে না পারায় সকলে অনুমান করেন প্রচণ্ড খাঁ কোন রোহিলাকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক ভ্রাতৃদ্বয় সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত পরে যাঁহারা করণ-কারণ করেন তাঁহারাও এই রোহিলাদোষে সমাজ হইতে পৃথক হইয়া থাকেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বেরেলী সহরে বাঙ্গালীর প্রবাসবাসের সূত্রপাত হইয়াছে। তাহার অর্দ্ধশতাব্দী পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ অব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এখানে অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিলেন। কমিসেরিয়েট, পুলিশ, আদালত, স্কুল কলেজ, বিচার ও রাজস্ব বিভাগীয় দপ্তরসমূহে এবং রেলবিভাগে প্রবিষ্ট বাঙ্গালীদিগের দ্বারা একটী ক্ষুদ্র উপনিবেশ গঠিত হইয়াছিল। প্রাচীন প্রবাসীদিগের অনেকেই এক্ষণে স্থানান্তরে বদলি হইয়াছেন এবং অনেকে পেন্সন্ লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিদ্রোহের সময় এখানকার বাঙ্গালী উপনিবেশও বিলক্ষণ বিপন্ন হইয়াছিল। বেরেলীই বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। প্রাচীন রোহিলা সর্দ্দারদিগের অন্যতম বংশধর খাঁ বাহাদুর বিদ্রোহী হন। সেই সময় অধিকাংশ ইংরেজ এবং তাঁহাদের সঙ্গে বহু বাঙ্গালী নয়ন তালে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ইংরেজ বাহাদুর লক্ষ্ণৌ পুনরধিকার করিলে পর, ফতেগড়ের নবাব, নানাসাহেব, ফিরোজসাহ্ এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদলপতিগণ বেরেলীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। পর বৎসর ইহা ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে বাঙ্গালীদিগের উপনিবেশ পুনরায় স্থাপিত হয়। যে সকল বাঙ্গালী এই সময় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধুনা মুজফ্‌ফরনগরপ্রবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা জন্মভূমিতে প্রকাশিত "আমার জীবনচরিত" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট ইনি সুপরিচিত। ১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর জেনারেল ট্রুপ সাহেব লিখিয়াছিলেন—

"I have known Babu Durga Dass Banerji since 1856, when his Regiment was stationed at Bareilly on its return from Burma, he was well respected by all his officers. At the time of the mutiny he was looted by the rebels and on his escape to Naini Tal from Bareilly he was taken pri-

soner by Moulvi Fuzal-ul-Huck, the chief man of Khan Bahadur Khan at the foot of the hills and was ordered to be blown away by gun, but by some means he was saved, and arrived safe at Naini Tal. I recommended him to Mr. Alexander for some civil appointment as he said he was tired of the military service (so I was very). Mr. Alexander promised to give him a Tehsildarship, but as his services were required to assist in the raising of a new Cavalry Corps at the foot of the hills he was made over to Colonel Crossman, with whom he was present at the action of Churpura, Sittargunge, Buharee and Rusoolpore, and was wounded. I have never heard of a Bengalee being so brave. He is a respectable, honest and clever man. I can recommend him for the highest situation in any office. [অর্থাৎ আমি ১৮৫৬ সাল হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানি। সে সময় তাঁহার সৈন্যদল বর্ম্মা হইতে ফিরিয়া বেরেলীতে অবস্থান করিতেছিল। তাঁহাকে সকল সেনানায়কই সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে এবং তিনি বেরেলী হইতে নয়নীতালে পলায়ন করিয়াও সেখানে খাঁ বাহাদুর খাঁর সর্দ্দার মৌলবী ফজল্-উল্-হক্ কর্ত্তৃক পর্ব্বত-পাদমূলে বন্দী হন। তাঁহাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবার হুকুম হয়, কিন্তু তিনি কোনগতিকে বাঁচিয়া যান এবং নয়নীতালে পৌঁছেন। তিনি আমারই মত যুদ্ধকার্য্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে রাজস্ববিভাগে কোন কর্ম্ম দিবার জন্য শ্রীযুক্ত আলেকজন্দার সাহেবকে সুপারিশ করি; তাহাতে আলেক-জন্দার সাহেব তাঁহাকে তহশীলদারী দিতে স্বীকার করেন। কিন্তু পর্ব্বতপাদমূলে নূতন একটী অশ্বারোহী সেনাদল গঠনের আবশ্যক হওয়াতে তাঁহাকে কর্ণেল ক্রস্‌ম্যানের নিকট পাঠান হয় এবং তিনি কর্ণেলের সহিত চুড়পুরা, সিত্তারগঞ্জ, বহেড়ী, রসুলপুর প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া অবশেষে আহত হন। এমন সাহসী বাঙ্গালীর কথা আমি আর শুনি নাই। তিনি সম্ভ্রান্ত, সৎ ও তীক্ষ্মবুদ্ধি। আমি তাঁহাকে যে কোন অফিসের শ্রেষ্ঠতম পদের জন্য সুপারিশ করিতে পারি।] বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাবলপিণ্ডিস্থিত খাইবার লাইন সৈন্যপরিচালন অফিসের বড়বাবু হইয়া কাবুল অভিযানের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে প্রীত

হইয়া ঐ অফিসের কর্ত্তা কর্ণেল টক্কর (H. G. Tucker C. B. Col, Chief Director of Transport, Khybar Line Force) ১৮৮১ অব্দের ১৯ জুন দুর্গাদাস বাবুকে নিম্নলিখিত প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন,—

"Babu Durga Das Banerjee has been my Head Assistant throughout the campaign and has given me constant and efficient aid in official and other Transport system. I am indebted to him for his excellent services to Government during the Cabul campaign"

বেরেলীর বর্ত্তমান প্রবাসীদিগের চেষ্টায় জাতীয় সাহিত্যালোচনার জন্য কয়েক বৎসর হইল এখানে একটী বাঙ্গালা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেরেলী কলেজে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ প্রমুখ কয়েকজন বঙ্গসন্তান কয়েকবর্ষ হইতে অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন। বেরেলীতে কয়েক ঘর বাঙ্গালী স্থায়ীবাস স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন প্রবাসীদিগের মধ্যে কয়েকজন ডাক্তার এবং উকীল আছেন। তন্মধ্যে প্রবাসী কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহোদর অন্যতম। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক হইল বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখানে গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ছিলেন।

বেরেলীর পরই সাহজাহানপুর উল্লেখযোগ্য। এখানে কয়েক ঘর বাঙ্গালী স্থায়ীবাস স্থাপন করিয়া রোহিলখণ্ডের অধিবাসী হইয়াছেন। এখানে বাঙ্গালীর জমীদারী আছে। কাশীর ৺হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় * বেরেলীর তহশীলদার ও পরে সাহজাহানপুরের ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। তিনি যখন বেরেলীতে অবস্থান করিয়াছিলেন তখন তথায় সিপাহীবিদ্রোহ হয়। সেই সময় তিনি বেরেলী ও নয়নীতালে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কিছু জমীদারী দান করেন। তাহাতে তিনি সাহজাহানপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত লায়াল (পরে ছোটলাট সার্ এলফ্রেড লায়্যাল) মহোদয় যে দুর্গে বাস করিতেন তাহার সংলগ্ন ভূখণ্ডের এবং নিগোহীগ্রামের কিয়দংশ প্রাপ্ত হন। হরগোবিন্দবাবু শেষজীবনে সাহজাহানপুরেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার পুত্র বাবু সত্যনিধান বন্দ্যো-

* ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাধ্যায় ১৮৮৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সত্যনিধান বাবু যুক্তপ্রদেশের পুলিশ বিভাগে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত। এই পদে মনোনীত করিবার কালে তাঁহার সম্বন্ধে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছিলেন,—"An official of exceptional ability and capacity."

সে সময় স্থানীয় বাঙ্গালিগণ বিপন্নও বড় কম হন নাই। বাবু নন্দলাল মিত্র, যিনি মিউটিনির বহুপূর্ব্ব হইতে সাহজাহানপুরের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন, বিদ্রোহের সময় দুর্বৃত্তদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কখন হাঁটিয়া কখন বৃক্ষের উপর উঠিয়া এবং কখন গোলাঘরের মধ্যে লুকাইয়া দিনপাত করিয়াছিলেন। সতের দিবস এইরূপ করিবার পর একদিন পথে জেনারেল নীলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার দ্বারা তিনি জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সাহজাহানপুরের সহর ব্যতীত মফঃস্বলের অনেক স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালীর আবির্ভাব দেখা যায়। কয়েক বৎসর হইল লক্ষৌনিবাসী বাবু ক্ষীরোদগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু গোপালদাস মুখোপাধ্যায় সাহজাহানপুরের অন্তর্গত তিল্‌হর (Tilhar) এবং বিসৌলীতে মুন্সেফী করিতেছিলেন। স্থানীয় প্রধান প্রধান অফিসে পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালী প্রবেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দুই একজন করিয়া কর্ম্ম করিতেছেন।

মুরদাবাদ অতি প্রাচীন নগর। এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক না হইলেও অনেকদিন হইতে এখানে তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দে এখানে যখন সর্ব্বপ্রথম সেন্সস্ গৃহীত হয় তখন মুরাদাবাদ সহরে একজন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানকার পুরাতন প্রবাসী। তিনি এখানে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। এখানকার গবর্ণমেণ্ট ও মিশনরী বিদ্যালয়ে দুই একজন বাঙ্গালী শিক্ষক প্রায়ই দেখা যায়, চাকরীব্যপদেশে নানা বিভাগে প্রবিষ্ট কতিপয় বাঙ্গালী মুরাদাবাদ বাস করিতেছেন। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক বাঙ্গালী স্থানীয় পুলিসের দারোগা ছিলেন। বুদাঁউ, পিলিভীত ও বিজনোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলা। বুদাঁও পূর্ব্বে বেদামৌ নামে অভিহিত ছিল। ইহা বেদচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া উক্ত হয়। কিন্তু এক্ষণে সেই পীরস্থানে মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জেলাত্রয়ের নানা স্থানে কর্ম্মোপলক্ষে কতিপয় বাঙ্গালী প্রবাসী হইয়াছেন। তন্মধ্যে

কাহারও স্থায়ীবাস স্থাপন করিবার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। অবশ্য এ সকল জেলার ডাক্তার, শিক্ষক অথবা কোন বঙ্গসন্তানকে সিভিল সার্জ্জনের পদে আগমন করিতে মধ্যে মধ্যে দেখা যায় কিন্তু তাঁহারা অধিকদিন স্থায়ী হন না। বিজনৌর জেলার ট্রেজারী হেডক্লার্ক বাবু শীতলদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও পিলিভীতের উকীল বাবু যতীন্দ্রমোহন বসু বিএ, এল, এল, বি, পুরাতন প্রবাসীদিগের অন্যতম।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র দেশীয় মুসলমান রাজ্য আছে। তাহার নাম রামপুর। উহার উত্তরে কুমায়ুঁবিভাগ, দক্ষিণে বেরেলী এবং মুরাদাবাদ, পূর্ব্বে পিলিভীত ও পশ্চিমে মুরাদাবাদ। বহুদিন হইতে এখানে বাঙ্গালীর প্রবাস বাস স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার বাঙ্গালী উপনিবেশের শীর্ষস্থানীয় এবং পুরাতন অধিবাসী বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ বিএ মহাশয় রামপুরের পূর্ত্তবিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী (Executive Engineer), রামপুরে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি আছে। বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক রামপুরের ইলেক্ট্রিকাল এঞ্জিনীয়র এবং বাবু জ্যোতিশ্চন্দ্র পাল তাঁহার সহকারী এঞ্জিনীয়ার। চিত্রশিল্পী বাবু অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব সাহেবের থিয়েটার সংস্পৃষ্ট রাজচিত্রকর। কয়েক বৎসর হইল বাবু অনুকূল-প্রসাদ সরকার তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। রামপুরের শিক্ষাবিভাগেও বাঙ্গালীর কৃতিত্বের নিদর্শন আছে। লক্ষ্ণৌপ্রবাসী শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সিংহ এম এ মহাশয় বহুদিন এখানে সুনামের সহিত শিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন। বিলাসপুর রামপুরের আর একটী প্রধান নগর। এখানে একজন বাঙ্গালী কণ্ট্রাক্টর আছেন, তিনি বহুবর্ষ এখানে বাস করিতেছেন।

মীরাট বিভাগ।

যুক্তপ্রদেশের উত্তরপশ্চিমাংশ এবং শিবালিক পর্ব্বতমালার দক্ষিণে মীরাট বিভাগ অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে মথুরা এবং এটা জেলা, পশ্চিম সীমা পঞ্জাব প্রদেশ, মধ্যে মাত্র যমুনা নদীর ব্যবধান। ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত মথুরা জেলার সহিত সংলগ্ন আলীগড় হইতে আরম্ভ করিয়া মীরাট বিভাগের অন্য জেলাগুলি—বুলন্দসহর, মীরাট, মুজফ্‌ফর নগর, সাহারাণপুর এবং দেরাদূন ক্রমশঃই উত্তরস্থ হইয়া হিমালয়ে মিলিত হইয়াছে।

আলীগড় কলিকাতা হইতে ৪৭৬ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। ইহা কার্পেট, তালাচাবি, শুষ্কমাংস ও মাখনের কারখানার জন্য যত না প্রসিদ্ধ, চির-স্মরণীয় সার সৈয়দ্ আহম্মদ্ এখানে "এম, এ, ও" কলেজ স্থাপন করিয়া এই স্থানকে স্বজাতিবর্গের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করাতে, ভারতে ত বটেই, আলীগড়কে জগতে বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। এহেন আলীগড় ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার সময় অধিকাংশ ভাগই ঢাক বনে সমাবৃত ছিল। ১৮৭০ হইতে ১৯০০ অব্দের মধ্যে বন কাটিয়া নূতন আবাদ করা হইয়াছে। নূতন আবাদের নাম সিভিল ষ্টেশন বা আলীগড়। ইহা রেল ষ্টেশন ও লাইনের পূর্ব্বাংশ। পশ্চিমাংশ প্রাচীন নগরী 'কোয়েল'। কোয়েল এক্ষণে বিগত-গৌরব হইলেও, ইহার ভাগ্যবিপর্য্যয় কৌতূহলোদ্দীপক এবং ঐতিহাসিকের চক্ষে মূল্যবান। পৌরাণিক ভারতে ইহা কোল নামক অসুরের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান কোয়েল দুর্গ দৈত্যপুরী ছিল। উহা সহর হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রলম্বঘ্ন বলরাম দৈত্যরাজ কোলকে নিহত করিয়া এই সমুদয় স্থান অধিকার করেন।

দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রাজ্য হিন্দু রাজাদিগের অধিকারে ছিল। ১১৯৪ অব্দে দিল্লীর বাদশাহ কুতুব-উদ্দিন কোয়েল জয় করেন। অনেক হিন্দু এই সময় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু এখনও হিন্দুর সংখ্যা এখানে মুসল-মানের প্রায় দ্বিগুণ এবং স্থানীয় অধিকাংশ মুসলমানেরই পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। কোয়েল মুসলমানরাজ্যভুক্ত হইলেও এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে একবার ইতিহাস-

কলঙ্ক নরঘাতী তৈমুরের তাণ্ডব নৃত্যে কোয়েল প্রকম্পিত ও তাহার অকুণ্ঠধার তরবারিতে রক্তরঞ্জিত হইলেও এখানে হিন্দুরাজন্যবর্গের পূর্ব্বপ্রতাপ বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে লোদীবংশীয় সম্রাট মহম্মদশাহ কোয়েলকে 'মহম্মদগড়' নামে অভিহিত করেন। ১৭১৭ অব্দে ইহার শাসনকর্ত্তা সাবিত খাঁ স্বীয় নামে ইহাকে 'সাবিতগড়' বলিয়া অভিহিত করেন। ১৭৫৭ অব্দে জাটসর্দ্দার সূর্য্যমল ভরতপুর হইতে আসিয়া কোয়েল অধিকার করেন, এবং ইহার নাম 'জাটগড়' রাখেন। শেষে নজফ্ খাঁ জাটগড় জয় করিলে, ইহা 'আলীগড়' নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু দৈত্যপতি কোলের রাজধানী এখনও কোয়েল তহশীল ও কোয়েল-গড় নামে উক্ত হইতেছে।

আলীগড় পুনরায় মুসলমানদিগের অধিকৃত হইলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং ২৫ বৎসরের ঘোরতর সংগ্রামে উভয় জাট ও আফগান পক্ষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে ১৭৮৪ অব্দে উভয় পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া মহারাজা সিন্ধিয়া কোয়েল অধিকার করেন এবং ১৮০৩ অব্দ পর্য্যন্ত স্বীয় আয়ত্তে রাখিতে সমর্থ হন। এই সময়ের মধ্যে কোয়েল দুর্গ দুর্ভেদ্য এবং অজেয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। এইখানেই তখন দ্য বোয়াঞ্ (De Boigne) য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে সৈন্যদল গঠন ও তাহাদিগকে সমর-শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ১৮০২ অব্দে এইখানেই সিন্ধিয়া, নাগপুরপতি ও হোলকার এই ত্রিশক্তি মিলিত হইয়া ইংরেজ, নিজাম ও পেশবার বিরুদ্ধে সন্ধি করিয়াছিলেন। এইখানেই ফরাসী সেনাপতি পেরোঁ (Perron) ইহাঁদের মিলিত সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮০৩ অব্দে লর্ড লেক এ সমস্তই ব্যর্থ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধে আলীগড় অধিকার করেন। কথিত আছে এই দুর্গ অধিকার করিতে ইংরেজপক্ষকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

সে যাহা হউক অল্প দিনের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে বন্দোবস্তাদি কার্য্যের আরম্ভ হয় এবং সেই সূত্রে কতিপয় বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এখানে আহূত হন। ইহাই আলিগড়ে বাঙ্গালী উপনিবেশের সূত্রপাত। সর্ব্বপ্রথমে কে কে আসিয়া-ছিলেন বহু অনুসন্ধানেও স্থির করা দুষ্কর হইলেও প্রথমাগতদিগের মধ্যে বাবু শ্যামলাল মিত্র, বাবু রামকানাই চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার ভ্রাতা বাবু রামধন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। বর্ত্তমান 'সবজী-বাজারে' একটী অট্টা-

লিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রাচীনেরা উহা বাবু শ্যামলাল মিত্রের বাড়ী ছিল বলিয়া আজিও দেখাইয়া দেন। কেহ কেহ বলেন নাজির বাবু শম্ভুনাথ মিত্রের পর চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় সেরেস্তার কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছিলেন। যাহা হউক ইঁহারা সকলেই ১৮০৩ অব্দের পরেই আগমন করিয়াছিলেন। রামধনবাবুর বংশীয় ও আত্মীয় তুই এক ঘর এখানে স্থায়ী বসবাসী হইয়াছেন। উপস্থিত প্রাচীনতর বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বাবু জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। গোপীনাথবাবু রামধনবাবুর ভাগিনেয়। স্থানীয় জজ আদালতের মুন্‌সেরিম; বাবু উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামধনবাবুর অন্য ভাগিনেয়। আলীগড়ে রামধনবাবুর যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। এখানে যে "বাবুসরাই" নামে একটী সরাই আছে তাহা রামধনবাবুরই কীর্ত্তি। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে বাঙ্গালী বাবুর বাবুসরাই এক্ষণে জনৈক মুসলমানের হস্তগত। পুরাতন নামটী যে এখনো প্রবাসীর স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে ইহাই আনন্দের বিষয়। এই বাবুসরায়ে পূর্ব্বে তুর্গোৎসব হইত কিন্তু এখন সেইস্থান নমাজের মন্ত্রে মুখরিত হইতেছে। রামধনবাবুর পর হুগলীর অন্তঃপাতী খলিসানি নিবাসী তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলীগড়প্রবাসী হন। ইনি আত্মীয়বন্ধুগণের পরামর্শে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ফরাক্কাবাদে আসিয়া তথাকার ডাকমুন্সি তাঁহার স্বগ্রামবাসী ৺রামচাঁদ মিত্র মহাশয়ের আশ্রয় গহণ করেন। তিন বৎসর কাল ফরাক্কাবাদে এবং বৎসরাবধি সাহজাহানপুরে ডাকমুন্সির কর্ম্ম করিয়া ১৮২০ অব্দে, যখন পোষ্ট অফিসের কাজ জেলা কালেক্টরের অধীনতা হইতে সিবিল সার্জ্জনের হস্তে ন্যস্ত হয়, তখন তারিণীবাবু আলীগড় পোষ্ট আফিসে প্রবেশ করেন। কিছুকাল পরে এখানে অশ্বডাক প্রচলিত হইলে সিবিল সার্জ্জনগণ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ডাক-অশ্বের কণ্ট্রাক্টার হন। আলীগড়ে ডাক-অশ্বের শেষ কণ্ট্রাক্টার ডাক্তার এড্‌মণ্ড টিরিটন ১৮৩৪ সালে তারিণীবাবুকে স্বীয় অধীন কণ্ট্রাক্টার নিযুক্ত করেন।

তারিণীবাবু আলীগড়ে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া এখানে স্থায়ী বসবাসী হন। তিনি ১৮৩৮ অব্দে সহর হইতে ৩ মাইল দূরে ভুকরাউলী নামক গ্রামে দেশীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নীলের কুঠী স্থাপন করেন। এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তিরই নীলের কুঠী ছিল না। ইঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পরে

অনেকেই নীলের কুঠী করিয়াছিলেন। তৎপরে তারিণীবাবু শস্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের ও অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য ব্যাপারে ব্যাপৃত হন। খলিসানিতে তাঁহার পিতা ৺রামকানাই বাবুরও শস্যাদির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য ছিল এবং কালনা, ফরাশডাঙ্গা ও ভদ্রেশ্বরে চাউলের গোলা ছিল। পরিশেষে তারিণীবাবু বিস্তীর্ণ জমিদারী খরিদ করিয়া স্থানীয় ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের অন্যতম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৮৩৯ অব্দের জুলাই মাসে প্রায় ২০ বৎসর চাকরি করিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন। তারিণী বাবুর তিন পুত্র—ঈশ্বরচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র এবং শান্তচন্দ্র; সকলই আলীগড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরবাবু ১৮৪০ অব্দে স্থানীয় ডাকমুন্সির কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ১৮৫৩ অব্দে কালেক্টরির ট্রেজারি হেডক্লার্কের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যান এবং প্রায় আড়াই বৎসর পরে পুনরায় আলীগড়ে আসিয়া তৎকালীন কম্পেনসেশন কমিশনর মিঃ ব্রামলীর অধীনে কর্ম্ম লইয়া বেরেলীতে অবস্থান করিতে থাকেন। কিন্তু নীলকুঠী ও জমীদারীর কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবার মানসে এ কর্ম্মও তিনি ত্যাগ করেন। ঈশ্বরবাবু বঙ্গসাহিত্যের একজন অনুরাগী ছিলেন। কাশীপ্রবাসী ৺কাশীদাস মিত্র মৌস্তফী মহাশয় ইঁহারই ব্যয়ে তাঁহার “শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী” গ্রন্থ ১৫৯৩ শকে এলাহাবাদের প্রয়াগদূত যন্ত্রে মুদ্রিত ও কাশী সোনারপুরা পল্লীস্থ নিজ ভবন হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইনি আলীগড়ের অনররী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইঁহার মধ্যমভ্রাতা ৺ঈশানবাবু ১৮২৩ অব্দে আলীগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্বকীয় চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন সাহেবগণের নিকটও শিক্ষা সম্বন্ধে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঈশানবাবু ১৮৪২ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ৭২ বৎসর পূর্ব্বে পোষ্ট অফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পরে যখন অশ্ব ও গোডাক প্রবর্ত্তিত হয় তখন Bullock Train Clerk ও Road Clerkএর কর্ম্ম প্রাপ্ত হন এবং কর্ম্মদক্ষতার জন্য ১৮৫৫ অব্দে ডেপুটী পোষ্টমাষ্টারের পদে উন্নীত হন। ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় পৈতৃক জমীদারী বৃদ্ধি করেন। ইঁহাদের জমিদারীর মধ্যে ভুকরাউলী, কালীনদীর তীরবর্ত্তী গোয়ালরা, বরৈ, রোহনা, সফেদপুরা, ভূতপুরা, ওখলানা, জারারা, আলেদাদপুরনিমরী, সিয়াখাস, মোনি-কি নগরিয়া এবং বলভদ্রপুর উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্থান ও কতিপয় নীলের কুঠী হইতে ইঁহাদের বিলক্ষণ আয় ছিল। এক্ষণে কোন কোন জমিদারী ইঁহাদের

হস্তচ্যুত হইয়াছে। ১৯০৪ অব্দে নীলের চাষ এককালে উঠিয়া যাওয়ায় ৭৫টী কুঠীর কায বন্ধ হয় এবং ৪৫০০ লোকের অন্ন যায়। কুঠীগুলি এক্ষণে শূন্য পড়িয়া আছে।

১৮৬৫ অব্দে ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার ঈশানবাবু ফরাক্কাবাদের ডেপুটী কলেক্টর হন। ইনি ডেপুটী কলেক্টরের উচ্চ পরীক্ষায় (Higher Standard) উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে ললিতপুর ও আজমীরের এক্সট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনর (Extra-Assistant Commissioner) ও ট্রেজরি অফিসার (Treasury Officer) হন। তিনি ৩০ বৎসরাধিকাল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিরবচ্ছিন্ন সুনাম অর্জ্জন করিয়া চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৭২ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি কায়মনোবাক্যে ধন ও প্রাণ পণ করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ললিতপুরে ইনি ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিমতের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং মকদ্দমা গ্রহণ ও বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং আজমীরে অবসানকালে জেলা শিক্ষা-সমিতির (District Educational Committee) সদস্য নিয়োজিত হন। ১৯০১ অব্দে ৩০এ এপ্রেল ঈশানবাবু পরলোক যাত্রা করেন। ঈশানবাবু বৃদ্ধবয়সে পুত্রশোকে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন এবং আলীগড় হইতে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতটস্থ রাজঘাট নামক স্থানে স্বকীয় একটী ভবনে শেষ কয়েক দিন বাস করিয়া গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করেন। ঈশানবাবুর পুত্রগণ এক্ষণে তাঁহার পরিত্যক্ত জমিদারী ও অন্যান্য সম্পত্তি বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র ভোগ করিতেছেন।

১৮৫৭ সালের মে মাসে যখন সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা হয়, তখন এই কয় ঘর ইংরেজ-হিতৈষী নিরীহ বাঙ্গালীর আলীগড় প্রবাসে কিরূপ দুর্দ্দিন গিয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের বোধগম্য হইবে না। যখন এখানকার সাহেবগণ পলায়ন করেন, উৎপীড়ন লুণ্ঠন অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন নসীরউল্লা নামক জনৈক ব্যক্তি নগরের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে; কিন্তু তাহার ব্যবহারে হিন্দুগণ উত্যক্ত হইয়া সহায়তা দানে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। বৎসর শেষ হইতে না হইতেই বিদ্রোহ দমন হইল বটে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কত লোক যে ধনে-প্রাণে বিনষ্ট হইল তাহার সংখ্যা নাই। অত্যাচারের মাত্রা কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহার নিদর্শন আজি স্থানীয় প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ পাষাণশিল্পে ও নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত ভগ্নস্তূপাবলীর মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিদ্রোহদমনে যাঁহারা ইংরেজের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বাবু রামকুমার রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের বাদ দিলে আলীগড়ের বিদ্রোহ-ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সমসাময়িক বহু ঘটনা বিস্মৃত, বিলুপ্ত এবং অপ্রাপ্ত হওয়ায় শুদ্ধ বিদ্রোহের ইতিহাস কেন কত ইতিহাসই যে অসম্পূর্ণ ও কৌতুহলোদ্দীপক-তথ্য-শূন্য হইয়া আছে তাহার নির্ণয় নাই। যখন কোয়েলের মুসলমানগণ ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিবার সমস্তই স্থির করিয়াছিল, ৩০ জুন ঈশান বাবু তাহা সর্ব্বাগ্রে অবগত হইয়া মদ্রকে অবস্থিত মিঃ ওয়াটসন প্রমুখ সাহেবগণকে জ্ঞাপন করেন। এসংবাদে অনেকেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন, কিন্তু গৃহসম্পত্তি বিদ্রোহীদিগের কৃপার উপর ছাড়িয়া দিয়া সকলকে সপরিবারে পলায়ন করিতে হইল। ঈশানবাবুর পরিবারবর্গ তাঁহার পিতা তারিণীবাবুর সমভিব্যাহারে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লুকায়িত থাকিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। তারিণীবাবু বৃদ্ধ বয়সে কষ্টে পরিশ্রমে এবং মানসিক উদ্বেগে ১৭৭৯ শকের ১৯ অগ্রহায়ণ বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ করেন। ঈশানবাবু প্রথমে কোয়েলেই কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকিয়া বিদ্রোহীদিগের গতিবিধি, বলাবল, অবস্থিতি এবং স্থানীয় অবস্থার যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পত্রদ্বারা আগ্রার কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিতেন। এজন্য তিনি স্বয়ং বেতন দিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত সুচতুর লোক রাখিয়াছিলেন। তাহারা অতি সাবধানে তাঁহার পত্রাদি যথাস্থানে লইয়া যাইত ও তাঁহাকে সংবাদ আনিয়া দিত। বিদ্রোহীরা উপর্য্যুপরি তাঁহার গৃহ লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছিল দিল্লী-যাত্রী প্রত্যেক বিদ্রোহিদল আলীগড় দিয়া যাইত এবং পথিমধ্যে একবার তাঁহার বাড়ী তল্লাস ও তাঁহার অনুসন্ধান না করিয়া যাইত না। একদা তাঁহার একখানি পত্র বিদ্রোহী ঘৌস খাঁর হস্তগত হয়। তাহাতে তাহারা তাঁহার গুপ্তবাসের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। কিন্তু দৈবক্রমে তিনি পলায়ন করিতে সমর্থ হন এবং কোয়েল পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে, শস্যক্ষেত্রে ও যেখানে সুযোগ পাইতেন গোপনে থাকিয়া প্রাণরক্ষা করিতে থাকেন; কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই থাকুন না, সংবাদবাহকগণ দ্বারা ইংরেজদিগের সহিত নিত্য নিয়মিত পত্রব্যবহারে তিনি বিরত হন নাই। যখন সন্দেহজনক স্থানের মধ্য দিয়া সংবাদ পাঠাইতে হইত তখন শুনা যায় তিনি

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে সংক্ষেপে লিখিয়া দিতেন। তাহা অনুচরগণ স্ব স্ব করাঙ্গুলিদ্বয়ের সন্ধিস্থানে লুকাইয়া লইয়া যাইত। এসম্বন্ধে ডাক্তার ক্লার্ক (যিনি পরে পোষ্টমাষ্টার জেনারাল হন) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী থরন্‌হিল (Mr. C. B. Thornhill) সাহেবকে লিখিয়াছিলেন,—

"He remained at Allyghur under very trying circumstances and was the means of carrying out my orders in opening and maintaining the mail communication between Agra and Meerut at a time when I consider few natives would have attempted it and though often in danger of his life through the insurgents being aware of the services he was performing for Government he never deserted his post till the last moment."

আলীগড়ের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব (Mr. J. Bramley) মীরাটের কমিশনর উইলিয়ম সাহেবকে যে সুদীর্ঘ পত্র পাঠান তাহাতে ঈশানবাবুর রাজসেবা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ঐ পত্রের একস্থানে আছে—

"During the month of June Dr. Clarke was in this district, serving with the volunteers and endeavouring to keep open communication with Meerut and Delhi. In July, August, September, he was in the Agra Fort in charge of the Cossid Department. During the whole time he kept almost daily communication with Eshan Chandra who was concealed at Coel or in its neighbourhood. He was of great assistance in procuring Cossids for Dr. Clarke. For this he was plundered by the rebels, and if seized, would no doubt have been put to death. He was the first to send news to Mr. Watson and party at Medruc, June 30, of the intended attack by the Coel Mahomedans. He was faithful and zealous from the first outbreak at the time of the greatest depression as well as in the afterpart of the Mutiny."

ঘৌস খাঁ ঈশানবাবুর সন্ধান করিতে না পারিয়া তাঁহার মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। তাহাতে অনেকেই তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘুরিতে থাকে। এই সময় তিনি আত্মগোপন জন্য মুসলমানের মত বেশ পরিধান করিতেন, মাথায়

স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(পৃষ্ঠা ২৫৮)

(১) ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(২) স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
(৩) শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম, এ
(৪) শ্রীযুক্ত জ্বালাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(পৃষ্ঠা ২৭০)

পাগড়ী ব্যবহার করিতেন এবং দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতেন। তদবধি তিনি শ্মশ্রু আর ত্যাগ করেন নাই। শান্তি স্থাপনের পর তাঁহার যে ফটোগ্রাফ লওয়া হয় তাহার সেই প্রতিকৃতি এখানে প্রদত্ত হইল।

ঈশানবাবুর পত্র যে ধরা পড়িয়াছিল এবং তিনি বিদ্রোহীদিগের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে ডাঃ ক্লার্ক সাহেব বলেন—

"Babu Eshan Chander, Dy. Post Master, * * * * was most useful in the Intelligence Department and often sent me valuable informations which on one occasion nearly cost him his life through one of his letters having been intercepted by the emissaries of the Rebel Ghaus Khan which led to thc discovery of his hiding place."

১৮৫৭ অব্দের ২১ আগষ্ট তিনি বিদ্রোহীদিগের সংবাদ লইয়া স্বয়ং হাথরস সহরে মেজর মণ্টগোমরীর সেনাদলে মিলিত হন এবং তথা হইতে সকলের সঙ্গে আলীগড়ে আসেন। ২৩এ আগষ্ট মানসিংহের উদ্যানে যে যুদ্ধ হয় তাহা তিনি উদ্যানে উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসিলে এবং তাঁহার সদাসঙ্কটময় জীবন লইয়া অনিদ্রায় অশান্তিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলায়ন করিয়া থাকা দুর্ভর ও অনাবশ্যক বোধ হইলে তিনি আগ্রার দুর্গে আশ্রয় লাভ করেন। তিনি দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াও দুর্গের বাহিরে যাইবার জন্য যে ছাড়পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হইল।

In and Out Pass. Fort Agra, 9th Sept. 1857.		
No.	Name.	Description.
Government.	Baboo Eshan Chunder Mukerjee, Dy. Post Master of Allyghur, (Sd.) J. H. Grames, Asst. Supdt. of Passes.	

১৮৫৭ অব্দের অক্টোবরে দিল্লী পুনরধিকৃত হইলে তিনি আগ্রার দুর্গ হইতে আলীগড় পোষ্টাফিস ও ওয়ার্কশপের ধ্বংশাবশিষ্ট মাল ও কাগজপত্র সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরিত হন্। ঈশানবাবু প্রায় দশসহস্র টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী উদ্ধার করেন এবং তদ্দ্বারা সেই মাসেই অফিস ও কারখানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশানবাবু যে কর্ম্মদক্ষতার জন্য বহু প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন এবং মহামান্য ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। তিনি ধন ও প্রাণ পণ করিয়া অকপটে রাজ্যের দুর্দ্দিনে স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ রাজসেবা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এবং অর্থ ও ডেপুটীকলেক্টরীর পদ দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। তদানীন্তন পোষ্টমাষ্টার জেনারাল ক্যাপ্টেন ফ্যানশ (Capt. Wh. Fanshawe) সাহেব তাই ঈশানবাবুকে বহু প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলেন,—

"During the late Mutiny his conduct was most exemplary in consequence of which he received the thanks of Government. * * * I have a very high opinion of Babu Eshan Chander * *."

মুখোপাধ্যায় পরিবারের পর ২৪ পরগণার অন্তর্গত মুরপুকুর গ্রামের বাবু রাজকিশোর রায়, কর্ম্মের চেষ্টায় পশ্চিমে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া ১৮২০—২১ অব্দের মধ্যে আলীগড়ে আসিয়া কলেক্টরীতে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮২৯ অব্দে আলীগড়েই তাঁহার পুত্র রামকুমার বাবুর জন্ম হয়। রামকুমারবাবু ১৮৪০ অব্দে Government Postal Workshopএ প্রবেশ করেন এবং শীঘ্রই ঐ অফিসের হেডক্লার্কের পদে উন্নীত হন। তিনি অতিশয় লোকপ্রিয় এবং বদান্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দানশৌণ্ডতাই পরে অনর্থের হেতু হইয়াছিল। তিনি ইহাতে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং ঋণের দায়ে তাঁহার হস্তপুর, ভূরকরেলা প্রভৃতি গ্রামের জমিদারী নিলাম হইয়া যায়। অবশেষে তাঁহার মৃত্যুর পর অবশিষ্ট ঋণের জন্য তাঁহার নীলের কুঠী ও প্রকাণ্ড বসতবাটী পর্য্যন্ত নিলামে বিক্রীত হয়। সুখের বিষয় তাঁহার ভদ্রাসন তাঁহারই পুত্রগণ ক্রয় করিয়া লয়েন। বাড়ীখানি "মামু-ভাঞ্জা" নামক পল্লীতে অবস্থিত।

রামকুমার বাবু ১৮৫৭ সালের দুর্দ্দিনে বিপন্ন হইয়া পড়িলে পরিবারবর্গকে লইয়া

পলায়ন করেন এবং তাঁহার গৃহসম্পত্তি শত্রুগণ লুণ্ঠন করিয়া লয়। ডাক্তার ক্লার্ক লিখিয়াছিলেন—

"Babu Ramcomer Roy, Headwriter Workshop Deptt., * * * gave most useful information to the force under Major Montgomery and was the means of securing some papers belonging to the Rebels of Coel which I believe have been of great use, in a judicial point of view * * *."

ডাক্তার ক্লার্কের অভিমতের সমর্থন করিয়া পরবর্ত্তী পোষ্টমাষ্টার ও কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলিয়াছিলেন—ডেপুটীপোষ্টমাষ্টার ঈশানবাবু ও ওয়ার্কশপের সেরেস্তাদার রামকুমার বাবু গবর্ণমেণ্টের জন্য যাহা করিয়াছেন আলীগড় জেলার ভিতর আর কোন ব্যক্তিই যে তদপেক্ষা বেশী কিছু করেন নাই এবং তজ্জন্য বেশী প্রাণসঙ্কটের মধ্যে ঝাঁপ দেন নাই, তাহা আমি আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই বলিতে পারি।

"* * As I was with Major Montgomery's Detachment however from the time it left Agra in August 1857 to the fall of Delhi, I am in a position to state form my own personal knowledge, that no men in the Allyghur District rendered better or more valuable service to Government or ran greater risk of losing their lives in so doing than the two men above referred to **."

তাৎকালীন পোষ্টমাষ্টার জেনারাল ফ্যানশ মহোদয় রামকুমারবাবুর অপরিসীম রাজভক্তি ও সহায়তাদান সম্বন্ধে ১৮৫৮ অব্দের ১০ই এপ্রেল কানপুর হইতে স্পেশ্যাল কমিশনার সাহেবকে যে পত্র লেখেন তাহা পাঠ করিলে, আলীগড়ের সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে রামকুমার বাবুর স্থান কোথায় তাহা উপলব্ধি হইবে। সাহেব মহোদয় রামকুমারবাবুকে স্বয়ং তাহার যে প্রতিলিপি দিয়াছিলেন তাহা হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল।

"Babu Ramcoomar through whom I obtained most correct and important information during the time I was with Major Montgomery's Detachment at Hathras and Allyghur, more specially with regard to the strength and position of the Rebels attacked by Major Montgomery on the 24th August last near Man Sing's Garden.

So important and trustworthy was the information received through the above-mentioned man that many of his letters to my address were copied and forwarded to Government by Mr. Cocks, Special Commissioner.

After the reoccupation of Allyghur in August, he was most successful in recovering property of value lost during the disturbances: and in October, he did his utmost to send me all the information he could collect anent the strength and movements of the Rebel Forces that arrived at Muttra after the capture of Delhi; * * * he was plundered of nearly all his property soon after the mutiny of the late 9th B. N. I. at Allyghur * *."

অর্থাৎ "আমি যখন হাথরস ছাউনিতে মেজর মণ্টগোমরীর সামরিক দলে অবস্থিতি করিতেছিলাম তখন রামকুমার বাবুর নিকট হইতে স্থানীয় অত্যাবশ্যকীয় ও যথাযথ সংবাদ পাইতাম, তন্মধ্যে গত ২৪শে আগষ্ট মানসিংহের উদ্যানের নিকট মেজর মণ্টগোমরী যে বিদ্রোহিদলকে আক্রমণ করেন তাহাদের বলাবল ও গতিবিধি সম্বন্ধীয় সংবাদই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ব্যক্তির সংবাদগুলি এত প্রয়োজনীয় ও বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে অধিকাংশের প্রতিলিপি করিয়া গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইত। আগষ্ট মাসে আলীগড় পুনরধিকৃত হইলে তিনি নষ্টসম্পত্তি পুনরুদ্ধারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং দিল্লী অধিকৃত হইবার পর বিদ্রোহী সিপাহীদল মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাদের বলাবল ও গতিবিধি সম্বন্ধে যথাসাধ্য সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে তিনি সাধ্যমত যত্নের ক্রটি করেন নাই। এই সময় আলীগড়ের বিদ্রোহিগণ কর্তৃক তিনি প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।"

রায় পরিবার এখানে স্থায়ী বাসস্থাপন করিবার পর বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৩ অব্দের নভেম্বর মাসে স্থানীয় আদালতে ওকালতি করিবার জন্য আলীগড়ে প্রথম পদার্পণ করেন। যে সকল স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ অনন্যসাধারণ গুণগ্রামে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর নাম স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন এবং বঙ্গদেশকে ভারতের রত্নখনি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম; ইনি ১৮৫৯ অব্দে নদিয়া জেলার অন্তঃপাতী কুমারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স হইতেই ইঁহার অধ্যয়নস্পৃহা বলবতী হইয়া-

ছিল এবং উত্তরকালে যাঁহারা বড় হন তাঁহাদের স্বভাবসুলভ উন্নতির ইচ্ছা, একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শৈশবেই দেখা দিয়াছিল। তাঁহার জন্মস্থানে ও তাহার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে পাঠশালা না থাকায়, তিনি আট নয় বৎসর বয়স হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরবর্ত্তী কাঁচড়াপাড়ার বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রত্যহ পদব্রজে গমনাগমন করিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে বলিয়া উৎসাহী বালক অতি প্রত্যূষে বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িতেন এবং সময়ে আহার না পাওয়ায় মধ্যে মধ্যে সমস্তদিন অনাহারে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় অম্লানবদনে বাটী ফিরিতেন। পথের দূরত্ব, দুর্গমতা, ঝড়বৃষ্টির উৎপাত, ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুতেই বালকের বিদ্যাশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে নাই। বর্ষার জলে প্লাবিত মাঠ ঘাট যখন দুর্গম হইয়া পড়িত, এমন দিনে বিদ্যালয়ে গমনাগমন করিতে কত সময় তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইত, কিন্তু সে কথা শুনিলে পাছে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি কখনও কোন বিপদের কথা বাড়ীর কাহাকেও বলিতেন না। এত যত্ন এত শ্রমও তাঁহার অধিকদিন সহিল না। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন প্রায় ১১ বৎসর মাত্র তখন বঙ্গের পল্লীকীর্ত্তি-বিলোপিনী কঙ্কালমালিনী ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী এই অধ্যবসায়ী বালকের সকল আশা নির্ম্মূল করিতে অগ্রসর হইল। রাক্ষসী তাঁহার পিতামাতা এবং দুইটী কনিষ্ঠ সহোদরকে কবলিত করিয়া অবশেষে তাঁহাকেও কঙ্কালসার করিয়া ফেলিল। বৃদ্ধা পিতামহী তখন অনন্যোপায় হইয়া বালক যোগেন্দ্রনাথকে স্বীয় পিত্রালয় রাণাঘাটে লইয়া গিয়া কয়েকমাস তথায় চিকিৎসা করান। যোগেন্দ্রনাথ এখন স্বাস্থ্য লাভ করিয়া পুনরায় শিক্ষা লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বালকবালিকার সহিত বৃদ্ধা যখন রূপকথা বলিয়া যোগেন্দ্রনাথকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন, পিতৃ-মাতৃহীন বালকের কর্ণে তখন পিতামহীর রূপকথার একবর্ণও প্রবেশ করিত না। তিনি স্বীয় শিক্ষালাভের উপায় করিবার জন্য বৃদ্ধাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের তখন এমন অবস্থা যে দিনান্তে উদরান্নের সংস্থান হওয়াই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর শিক্ষার ব্যয় বহন করা বৃদ্ধা পিতামহীর সাধ্যায়ত্ত ছিল না। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তি কোন বাধাই মানে না; একটা না একটা উপায় হইয়াই যায়। ঘটনাচক্রে এই সময় ধর্ম্মপ্রাণ কেদারনাথ ভক্তি-

বিনোদ মহাশয় রাণাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যুতে তিনি রাণাঘাট-নিবাসী ৺মধুসূদন মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্বশুরালয়ে আসিলে মধুসূদন বাবু জ্ঞানলিপ্সু বালক যোগেন্দ্রনাথের পরিচয় দেন এবং তাঁহার লেখাপড়ার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কেদার বাবু শ্বশুরের অনুরোধক্রমে যোগেন্দ্রনাথকে পাটনায় লইয়া যান। তিনি তখন পাটনায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এখানে এই উচ্চপদস্থ শিক্ষানুরাগী সাহিত্য-সেবী উদারপ্রাণ ভক্তবৈষ্ণবের অনুগ্রহে বালক যোগেন্দ্রনাথের সুশিক্ষা লাভের সকল সুবিধা হইল এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইল। এই সময় হইতে বালকের অধ্যয়নস্পৃহা ও অধ্যবসায়ের কথা চিন্তা করিলে মনে হয় জগতের সর্ব্বত্রই প্রতিভার রাজ্য একই নিয়মে শাসিত হয়; উন্নতির পথ একই মাল-মসলায় প্রস্তুত হয়; এবং সিদ্ধপুরুষগণ শৈশব হইতেই দারিদ্র্যের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইতে পথের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে করিতে একই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। যখন আমরা বিভিন্ন দেশের ছোট বড় প্রতিভাশালী স্বয়ং সিদ্ধপুরুষগণের জীবনচরিত পাঠ করি; যখন দেখি সেই একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা, সেই সাধুতা ও চরিত্রের নির্ম্মলতা, সেই অনশন অনিদ্রা, সেই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া জল কাদা ভাঙ্গিয়া মাঠ ময়দান পার হইয়া বিদ্যালয়ে গমন ও ভিক্ষুকের রত্ন আহরণের ন্যায় জ্ঞানার্জ্জন করিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন, সেই রাত্রি জাগরণ করিয়া রাজপথের আলোকস্তম্ভতলে অথবা ধনীর সিংহদ্বারের আলোকে দাঁড়াইয়া অধ্যয়ন, সেই দরিদ্র দুঃখীর জন্য বেদনানুভব; এবং যখন দেখি শতকষ্ট শতদুঃখ দুরবস্থার মধ্যেও সেই প্রফুল্লভাব ও স্থির লক্ষ্য; তখন বুঝি মানবের অবস্থায় কিছুই বাধে না। দারিদ্র্য মানুষের বহু সুযোগ কাড়িয়া লইলেও এবং অভাবের তাড়না মানুষকে শিশুর উত্থান পতনের ন্যায় এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর গ্রহণে বাধ্য করিলেও প্রকৃত উন্নতিকামীর উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দিতে পারে না। বালক যোগেন্দ্রনাথের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে ভক্তিবিনোদ মহাশয় পাটনা হইতে স্থানান্তরে বদলি হইয়া যান। সুতরাং যোগেন্দ্রনাথকে আপনার কোন বন্ধুর বাসায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাঁহার শিক্ষার ব্যয় অবশ্য পূর্ব্ববৎ তিনিই বহন করিতে থাকেন। যে বাসায় যোগেন্দ্র বাবু উঠিয়া যান তথায় রাত্রি নয়টার পর সদর দরজা ব্যতীত

অন্য কোন গৃহে আলো জ্বালাইয়া রাখিবার নিয়ম ছিল না। সুতরাং যোগেন্দ্র বাবু স্বীয় পাঠগৃহের আলোক নিবাইয়া সদর দরজার আলোকের নিকট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন। তিনি কিছু অধিক বয়সে ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করেন এবং প্রতি বৎসর ডবল প্রোমোশন পাওয়ায় তাঁহাকে অধিক শ্রম ও অপেক্ষাকৃত অধিক সময় ইংরেজি পাঠাভ্যাসে ব্যয় করিতে হইত। তিনি রাত্রিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় অধ্যয়ন করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া যাইতেন—রজনীর গভীরতা, শয়নের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির প্রতি তাঁহার লক্ষ্যই থাকিত না। প্রভাত আসন্নপ্রায় দেখিয়া দ্বারবান আলোক নিবাইয়া দিলে তাঁহার চমক ভাঙ্গিত। এই জ্ঞানপিপাসু বালককে জ্ঞানামৃতরসের প্রকৃত স্বাদ পাইবার পূর্ব্বে রজনীর পর রজনী এইরূপ কঠোর সাধনায় ব্রতী থাকিতে হইয়াছিল। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ উপাধিলাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেও সেই সাধনাই তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন ও ধনার্জ্জনের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিল। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে যখন তিনি প্রবেশিকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতে-ছিলেন সেই সময় এলাহাবাদ হাইকোর্টের এডভোকেট প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা আগ্রার সবজজ প্রথিতযশা স্বর্গীয় অবিনাশ বাবু বি এ পাশ করিয়া নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া পাটনায় আগমন করেন। এখানে অবস্থানকালে যুবক যোগেন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি অবিনাশ বাবুর চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং তিনি তাঁহাকে সুযোগ্য পাত্র জানিয়া তাঁহার সহিত স্বীয় সহোদরার বিবাহ দেন এবং যোগেন্দ্র-বাবুকে আপনার বাসায় রাখেন। পর বৎসর যোগেন্দ্র বাবু প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়া পাটনা কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু ১৮৬৮ অব্দে অবিনাশ বাবু যখন বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদে ওকালতী করিতে যান তখন যোগেন্দ্র বাবু পাটনা কলেজ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে এলাহাবাদ গিয়া আইন অধ্যয়ন করিতে থাকেন। জার্ডিন সাহেব তখন গবর্ণমেণ্ট এডভোকেট ছিলেন। যুক্তপ্রদেশে তখন কোন কলেজে আইন অধ্যাপনার বন্দোবস্ত ছিল না এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও আইন পরীক্ষা গৃহীত হইত না। যোগেন্দ্র বাবু জার্ডিন সাহেবের অফিসে মাসিক একশত টাকা বেতনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া রাত্রে তাঁহার নিকট আইন শিক্ষা করিতেন। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে হাইকোর্টের আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইয়া যোগেন্দ্র বাবু স্বীয় কর্ম্মস্থলে জনৈক বন্ধুকে ভর্ত্তি করাইয়া সাহেবের কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং এলাহাবাদে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। জার্ডিন সাহেব পরে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"Babu Jogendra Nath Catterji has been Head Clerk to the Government Advocate, N. W, Provinces the past 2 years. I selected him for the post as one of most promising student of the Government Law Class and I have had no reason to repent of the choice. His legal acquirements are sufficiently attested by thc position he gained in the Examination of the Law Class in 1871 and in the Examination of High Court Pleaderships in 1872. But I may be allowed speaking from intimate knowledge to say that he continued his legal studies diligently since he became a pleader of the High Court now a year ago, and that in my office he has had a legal training and an introduction to actual practice which should make his services peculiarly valuble to any one who requires a practical knowledge of law. I know the Babu to be careful and industrious and believe his character to be in all respects unexceptionable."

SD. W. JARDIN, M. A., L. L. B.

যোগেন্দ্রবাবু খর্ব্বাকৃতি পুরুষ ছিলেন। একে খর্ব্বাকৃতি তাহাতে শুশ্রুশ্মশ্রুহীন যুবক, সুতরাং রাজধানীর আদালতে পসার করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে বালক মনে করিয়া সহসা কেহ মোকদ্দমার ভার দিতে সাহস করিত না। সুতরাং এক বৎসরের চেষ্টায় সফল হইতে না পারিয়া ১৮৭৩ অব্দের নভেম্বর মাসে তিনি আলীগড়ে আসিয়া ওকালতি আরম্ভ করিলেন। আলীগড়ে তখন ইংরেজী-জানা উকীল একজন মাত্রই ছিলেন এবং ইংরেজী-নবীশ নব্যতন্ত্রের উকীলের প্রতি স্থানীয় উকীলসম্প্রদায় বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন ও তাঁহার প্রতিপত্তি-লাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেন। সুতরাং যোগেন্দ্রবাবুর আগমন পূর্ব্বোক্ত ইংরেজিনবীশ উকীলের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইল। তাঁহারা উভয়েই প্রথমাবধি বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইলেন কিন্তু উদারস্বভাব যোগেন্দ্রনাথ প্রাচীন উকীল সম্প্রদায়ের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া অমায়িক ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যেই

সকলকে বশীভূত করিয়া লইলেন। বাল্যকাল হইতেই যোগেন্দ্রবাবু মেধাবী ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে যাহা একবার মাত্র শুনিতেন প্রায় তাহা আর ভুলিতেন না। তিনি পার্শী ভাষা জানিতেন না কিন্তু উক্তভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং যথাক্ষেত্রে সেই সকল শ্লোক প্রয়োগ করিয়া উর্দ্দু-পার্শী-প্লাবিত যুক্তপ্রদেশের নিম্ন আদালতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত হয়, তিনি মুসলমান হাফেজদিগের কোরাণ আবৃত্তির মত শেক্ষপীয়র মিল্টন প্রমুখ প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবিদিগের প্রসিদ্ধ কাব্য মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। স্মৃতিশক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বুদ্ধিও প্রখর ছিল। ইহার সহিত তাঁহার সাধুতা মিলিত হওয়ায় কি উচ্চ কি নিম্ন সকল আদালতেই তাঁহার পসার ও যশ দিন দিন এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে তিনি আলীগড়ের সর্ব্বপ্রধান উকীল বলিয়া গণ্য হইলেন। যশোরাশির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল এবং এই পিতৃমাতৃহীন দীন বালক সাধনার বলে আজি লক্ষপতি হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ধনার্জ্জন তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা ম্লান করিতে পারে নাই। তিনি বৃথা আমোদে সময়ক্ষেপ করিবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার বিশ্রামের কাল এবং যখন যতটুকু অবসর প্রাপ্ত হইতেন তখনই তাহা জ্ঞানার্জ্জনে ব্যয় করিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাত্র উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বকীয় অধ্যবসায়বলে ইংরেজি সাহিত্যে এরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া সমসাময়িক অভিজ্ঞব্যক্তিগণ চমৎকৃত হইতেন। শুনা যায় তাঁহার ইংরেজি সাহিত্যে এরূপ অভিজ্ঞতার মূল স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তদীয় শ্যালক রায়বাহাদুর বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়। তাঁহার আজন্ম অধ্যয়নানুরাগ এবং জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা অভাবগ্রস্ত পাঠার্থীর সহায়তায় চিরদিন তাঁহাকে মুক্তহস্ত রাখিয়াছিল। অনেক অসহায় অনাথ বালক তাঁহার বাসায় প্রতিপালিত হইয়া তাঁহারই ব্যয়ে লেখাপড়া শিখিয়া উত্তরকালে কৃতী হইয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার পরিহাসপটুতা ও রসিকতা এবং সদাপ্রফুল্লভাব তাঁহার কর্ম্মজীবনকে যেমন সরস রাখিয়াছিল, তেমনি কি গৃহে কি বাহিরে তাঁহাকে সকল সম্প্রদায় ও সর্ব্বজনের প্রিয় করিয়াছিল। আলীগড়ের মুসলমান প্রভাবের কথা বলাই বাহুল্য ; তাহার উপর আলীগড়-কলেজ-প্রতিষ্ঠাতা

সার সৈয়দ আহম্মদ খাঁর প্রতাপ প্রতিপত্তি সর্ব্ববাদিসম্মত। সৈয়দ সাহেব আবার কংগ্রেসওয়ালাদিগকে বড় সুনজরে দেখিতেন না। কিন্তু কংগ্রেসওয়ালা প্রবাসী বাঙ্গালী যোগেন্দ্রনাথকে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ই সমাদর এবং আন্তরিক প্রীতি করিতেন। তিনি যে কেবল মুসলমানপ্রধান আলীগড় মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান হইয়া এ কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন তাহাই নহে কিন্তু ১৮৮৯ অব্দে যখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এম-এ-ও কলেজে আইন শিক্ষা দিবার জন্য প্রবাসী বাঙ্গালী যোগেন্দ্র বাবুকে সৈয়দসাহেব স্বয়ং অনুরোধ করিয়া আমাদের উক্তি দৃঢ় করিয়াছেন। যোগেন্দ্র বাবু স্বীয় ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়াও সৈয়দ সাহেবের অনুরোধ সাদরে রক্ষা করেন এবং যতদিন না একজন স্থায়ী আইন শিক্ষক নিযুক্ত হন, ততদিন তিনি অবৈতনিক শিক্ষকরূপে মুসলমান ছাত্রগণকে আইন শিক্ষা দেন। তাঁহার এরূপ স্বার্থত্যাগ ও জনহিতৈষণা সৈয়দ সাহেবকেও তাঁহার অনুকূল করিয়াছিল। ৬।৭ বৎসর হইল যোগেন্দ্রবাবু পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য আলীগড়স্থ Indian National Association সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষ্যে জেলার জজ সাহেব সভার অধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন—

"* * * I have always since I came to this district entertained sincere respect for Mr. Jogendra Nath Chatterji, whilst I have had a very high opinion of his abilities. It was always a pleasure to have his assistance in a case and his death is a great loss. I should be obliged if you would kindly convey to his relatives my sympathy in their bereavement.

SD. J. H. CUMING, I. C. S. Dt. Judge.

অযোধ্যার জুডিশ্যাল কমিশনর বাহাদুর লিখিয়াছিলেন—

"I was much grieved to hear of the death of Babu Jogendro Nath Chatterjee for whom I had a very great respect. He was an exceptionally able and honest pleader who will be much missed at Aligarh."

SD. L. G. EVANS. Judicial Commissioner, Lucknow.

এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ডিলন সাহেব যোগেন্দ্রবাবুর পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি ইঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া যোগেন্দ্রবাবুর পুত্রকে লিখিয়াছিলেন—

"* * * * the sad news of your good father's death has caused me the keenest sorrow. He was one of oldest and most valued friends : in fact I may truly say there was no one whom I esteemed more."

আলীগড় সহরের মধ্যে স্বর্গীয় যোগেন্দ্রবাবুর সুদৃশ্য ভদ্রাসন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার সুনাম, প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব এখনও ঘোষণা করিতেছে।

ভারতের নানা স্থানে ছাত্রগণের মুখে যে চক্রবর্ত্তীর পাটিগণিতের কথা শুনা যায় সেই গ্রন্থ ও গণিতের অন্যান্য গ্রন্থপ্রণেতা এম-এ-ও কলেজের প্রথিতনামা গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৮৮৭ অব্দের শেষভাগে আলীগড়ে পদার্পণ করেন। ১৮৮৭ অব্দে সার সৈয়দ আহম্মদ যখন একবার কলিকাতা গমন করেন তখন যাদববাবুর সহিত তাঁহার আলাপ হয়। যাদববাবু তখন কলিকাতায় শিক্ষকতা করিতেছিলেন। সৈয়দ সাহেব যাদববাবুকে তাঁহার কলেজের গণিতের অধ্যাপক মনোনীত করিয়া তাঁহাকে আলীগড় প্রবাসী করেন। এতদঞ্চলে তাঁহার গণিত অধ্যাপনার যশ আছে। যুক্তপ্রদেশ ব্যতীত ভারতের সকল প্রদেশের এবং ভারতের বাহিরে ব্রহ্ম, বেলুচিস্থান, সোমালিল্যাণ্ড পারস্য, আরব, উগাণ্ডা, মরিশাস, কেপকলোনি প্রভৃতি পৃথিবীর বহু দূর দূরান্তর হইতে আগত সহস্র সহস্র মুসলমান ছাত্র এই প্রবাসী বাঙ্গালী গুরুর সুশিক্ষায় লব্ধকাম এবং তাঁহার সদয় ব্যবহারে তাঁহার প্রতি ভক্তিভরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কলেজে সুনিয়ম সংস্থাপন এবং ইহার আভ্যন্তরীন সকল বন্দোবস্তই যাদববাবুর সৎপরামর্শ সহায়তা ও কর্ত্তৃত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সৈয়দ সাহেবের পরলোকগত পুত্র জষ্টিস্ মাহমুদ ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাস নামক গ্রন্থে যাদববাবুর নিকট বিশিষ্ট সাহায্য প্রাপ্তির কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। পুরাতন প্রবাসী হইলেও যাদববাবু এখানে স্থায়ী বাস স্থাপন করেন নাই। পাবনা জেলার অন্তঃপাতী ভারেঙ্গা গ্রাম তাঁহার আদি বাসস্থান।

যাদববাবু আলীগড়ে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীল জ্বালাবাবুর

বাসায় অবস্থিতি করেন। যোগেন্দ্রবাবুর পরই আলীগড় জেলা আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত জ্বালাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইনি এখানে বাড়ীঘর না করিলেও এখানকার পুরাতন প্রবাসীদিগের মধ্যে গণ্য এবং স্বীয় উদার ও অমায়িক ব্যবহারে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছেন।

আলীগড়ের ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীর মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম। বালী গাঙ্গুলীপাড়া ইঁহার আদিবাস। ইনি যুক্তপ্রদেশের বহুস্থানে প্রবাস করিয়া ১৮৯৪ অব্দের এপ্রেল মাসে জেলা হাঁসপাতালের ভার লইয়া আলীগড়ে আগমন করেন। এবং ১৯০৮ অব্দের নভেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর লইবার এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯০৭ অব্দে এখানে একটী সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া আলীগড়ের স্থায়ী বাসিন্দা হন। তদবধি তাঁহার বাড়ী প্রতিবৎসর দুর্গা পূজা হইয়া আসিতেছে। ১৯১০ অব্দে ইনি এখানকার Assistant Health Officer হন। চিকিৎসায় ইঁহার সুনাম এবং সকল সমাজেই ইঁহার সমাদর আছে।

আলীগড়ে বাঙ্গালীর বাড়ীঘর, জমিদারী, দোকান, ঔষধালয়, দুর্গাপূজা ও কালীপূজার উৎসব এবং বারমাসে তের পার্ব্বণ সমস্তই আছে কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয়ত্ব রক্ষা করিবার জন্য জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের আদর তেমন দেখা গেল না। এখানে বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষে প্রায় একশত জন হইবেন, তন্মধ্যে কয়েকঘর উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগকে প্রাথমিক বাঙ্গাল শিক্ষা দিবার মত পাঠশালা স্থাপন করিয়া, মাতৃভাষা ও সাহিত্য আলোচনার উপযোগী পুস্তকালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়া উপনিবেশী ও প্রবাসী বাঙ্গালিগণ তাহাতে উৎসাহ সহকারে যোগদান না করিলে কালে তাঁহারা কেরোলী রাজ্যের গোস্বামিগণের ন্যায় বাঙ্গালীত্ব হারাইতে বসিবেন। ১৯০৩ অব্দের জুন মাসে বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রায় ৮০০৲ টাকা মূল্যের বাঙ্গালা পুস্তক সাধারণের পাঠার্থে দান করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। আবার ১৯১০-১১ অব্দে স্বর্গীয় যোগেন্দ্র বাবুর পুত্রদ্বয় ও জ্বালাপ্রসাদ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রপ্রমুখ উৎসাহী সাহিত্যানুরাগী যুবকগণের চেষ্টায় একটী বাঙ্গালা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিলাম। কিন্তু পূর্ব্বেও যেরূপ এবারও তদ্রূপ এই সুচেষ্টায় প্রতি সাধারণের সহানুভূতির লক্ষণ বড় দেখিতে পাইলাম না। মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের প্রতি সহানুভূতির

এই অভাব এবং উপেক্ষা শুদ্ধ আলীগড় কেন বঙ্গের বাহিরে যে কোন বঙ্গীয় উপনিবেশের পক্ষে শুভকর নহে।

আলীগড়ের উত্তরে বুলন্দসহর। ইহার মধ্য দিয়া হিন্দন এবং কালীন্দী প্রবাহিত। বুলন্দসহর ব্যতীত খুর্জ্জা, অনূপসহর; সিকন্দ্রাবাদ, ইন্দ্রপুর (আধুনিক ইন্দরখেড়) দাদ্রী এবং চোল এই জেলার প্রধান প্রধান নগর। দুই একজন করিয়া বাঙ্গালী সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই প্রবাসী ঔপনিবেশিক নহেন; আইন, চিকিৎসা ও শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মসূত্রে আগত। স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি. এল, মহোদয় বহুদিন খুর্জ্জা প্রবাসে বিচার কার্য্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্বনাম-প্রসিদ্ধ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ, এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ; এল, এল্, ডি মহাশয়ের সহোদর ছিলেন। এখানকার প্রাচীন প্রবাসীদিগের মধ্যে ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বুলন্দসহরে গবর্ণমেন্ট হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ছিলেন এবং ৩০ বৎসর গৌরবের সহিত কার্য্য করিয়া অবসর লইয়া কয়েক বৎসর হইতে প্রয়াগের স্থায়ী বসবাসী হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সহৃদয় চিকিৎসক আজিকার দিনে বিরল। বুলন্দসহরে তিনি জাতিধর্ম্মবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রিয় এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিলেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এখানে বাঙ্গালী ডাক্তারদিগের মধ্যে বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাবু নীলমণি চৌধুরী এবং বাবু উমেশচন্দ্র সেনের নাম ছিল, কিন্তু তাঁহারা কেহই এখানে অধিকদিন স্থায়ী হন নাই। ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত না হইলেও মথুরামণ্ডলের সন্নিহিত বলিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীর আগমন হইত এবং খুর্জ্জা, চোলা, সিকন্দ্রাবাদ প্রভৃতিতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর ষ্টেশন হওয়ায় বাঙ্গালী রেলওয়ে কর্ম্মচারী এখানে প্রবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক শতাব্দীপূর্ব্বে বুলন্দসহরে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৮১৫ অব্দে লোকবিশ্রুত লালাবাবু সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি অনূপসহরের ৭২টী গ্রাম রাজা সের সিংহের নিকট ক্রয় করিয়া এখানে বাঙ্গালীর নাম চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। *

* গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত এবং নেভিল সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত বুলন্দসহর জিলার গেজেটীয়ার (District Gazetteer) গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে:—"'among the Hindu

১৮৫৭ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহের অগ্নি এখানেও প্রবেশ করিয়াছিল। মালাগড়ের ওয়ালীদাদ খাঁ এই সময় বুলন্দসহর অধিকার করিয়া বসে এবং চতুর্দ্দিকে অত্যাচার করে। অনুপসহরে এ সময় শান্তিপুর-নিবাসী বাবু চিন্তামণি বসু চাকরী করিতেন। আগ্রার স্বনামখ্যাত বাবু যমুনাদাস বিশ্বাস তাঁহার শ্যালক ছিলেন। তিনি সেই সময় চাকরীর চেষ্টায় এখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ১৪ বৎসর মাত্র। কিন্তু সেই ভয়ানক দুর্দ্দিনে যখন লোকে গৃহের বাহির হইতে পারিত না, তখন তিনি নির্ভয়ে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি তাঁহার ভগ্নীপতিকে অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া তিনি বিদ্রোহীদিগকে বিতাড়িত করিতে মনস্থ করেন এবং শুদ্ধ সৎসাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে তাহাদিগকে অল্পকালের মধ্যে অনুপসহর ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করেন। এখানে তিনি কোন চাকরীর সুবিধা করিতে না পারিয়া পরে অনুপসহর হইতে আগ্রা ফিরিয়া যান।

---

members of the Bargujar clan, the most important was the family that founded the Anupshahr Estate. Anup Rai was a gatekeeper of Akbar, and attached himself to the favour of Jahangir. The latter in his memoirs, relates that Anup Rai saved his life when tiger shooting, and in doing so displayed such courage that he rewarded him with a grant of 84 villages in Jagir, lying on either side of the Ganges, the title of Raja Ani Rai. * * * * Shortly after British occupation, Raja Sher Sing of Anupshahr * * was rewarded for his defence of the town against Dunde Khan, but subsequently sold the whole of his property to Raja Kishan Chand, known as the Lala Babu of Paikpara in Calcutta, amounting to 72 villages. * * * The Lala Babu turned Faquir in 1815, and 12 villages were sold for arrears of revenue, the remaining 60 villages being held by his wife, the Rani Katyani. The Estate was for long under the Court of Wards, and remained so after the death of the Rani on behalf of her heirs. It was released in 1880, and then Raja Puran Chandra Singh became lambardar and managed the whole Estate till 1889. Meanwhile, the members of the family quarrelled and applied for partition. This was completed in 1894, when Raja Indar Chandar Singh received 32 villages out of the 54 in this District, while the other members of the family were given the remaining villages as well as those in Aligarh and Muttra. Indar Chandar Singh died shortly after. Before his death, he had placed his affairs in the hands of the Administrator-General of Bengal, in whose care it still remains. The family are Bengali Kayasthas."—Bulandshahr, p. p. 104-5.

বুলন্দসহরের উত্তরে ও দিল্লী হইতে ৩৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে গঙ্গার ২৫ মাইল পশ্চিমে ও যমুনার ২৯ মাইল পূর্ব্বদিকে মীরাট অবস্থিত। ইহার প্রাচীনত্ব পুরাণপ্রসিদ্ধ। মহাভারতের সময় ইহা হস্তিনাপুর নামে খ্যাত হইয়াছিল। এখান হইতেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া মারিবার জন্য কৌশলে বারণাবত আধুনিক এলাহাবাদে পাঠাইয়াছিলেন।* বিষ্ণুপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। দিল্লীর এক স্মারকস্তম্ভ হইতে জানা যায় খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এইস্থান জনবহুল ছিল। বর্ত্তমান মীরাটের সন্নিহিত প্রাচীন হস্তিনাপুরের ধ্বংশাবশেষ আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। মীরাট রাবণমহিষী মন্দোদরীর পিতা ময়দানবের রাজধানী বলিয়া উক্ত হয়। সুতরাং "ময়রাজ্য" বা "ময়রাষ্ট্র" শব্দের অপভ্রংশে মীরাট হওয়া অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান মীরাট কোতওয়ালীর পশ্চাতে যে বিশ্বেশ্বর মহাদেবের মন্দির দৃষ্ট হয়, কথিত আছে, মন্দোদরী ঐ শিব স্থাপনা করিয়াছিলেন। খৃঃ একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সমুদয় স্থান জাটদিগের অধিকৃত ছিল এবং হিন্দু দেব মন্দিরাদিতে পূর্ণ ছিল। ১০১৭ অব্দে ইহা প্রথম মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পরে ১১৯১ অব্দে হিন্দুদ্বেষী মহম্মদ ঘোরী ইহা জয় করিয়া এখানকার প্রায় সমস্ত হিন্দুমন্দির মস্‌জিদে পরিণত করেন। মীরাট এই বিভাগের প্রধান সহর ও বিভাগীয় কমিশনর প্রমুখ রাজপুরুষদিগের নিবাস স্থান। এখানে একটী ছাউনী বা ক্যাণ্টনমেণ্ট আছে। ইংরেজের আগমনাবধি এখানকার আদালত, পুলিশ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও রসদ প্রভৃতি বিবিধ বিভাগে বাঙ্গালিগণ অল্পাধিক প্রবেশ করিয়াছেন। রেলওয়ে সংক্রান্ত দপ্তরাদিতেও বাঙ্গালীর অভাব নাই। সিপাহী-বিদ্রোহের ৩ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এখানে ভ্রমণ করিতে আসিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আছে,—"মীরাট অতি উত্তম স্থান। কোম্পানী বাহাদুরের ছাউনী আছে। কমবেশ দেড়শত †

* "অম্বিকাসুত রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন বুঝিতে পারিলেন যে, পাণ্ডবগণ বারণাবত নগর সন্দর্শনার্থ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, * * * ভূমণ্ডলের মধ্যে বারণাবত নগর অতিশয় রমণীয় * * * তথায় * * কিছুকাল বিহার করিয়া * * * পরিশেষে এই হস্তিনাপুরে কুশলে প্রত্যাগমন করিবে।"—মহা (বৰ্দ্ধমান)।

† এই গণনার সহিত ১৮ বৎসর পরে গৃহীত সরকারী সেন্সস্‌ গণনার মিল আছে। পরে দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালী আছেন। এক কালীবাড়ী আছে। তথায় একজন ব্রহ্মচারী আছেন। ষ্টেশনে ষ্টেশনে সর্ব্বত্র এক এক কালীবাটী আছে তাহার খরচা সকল বাবুলোকে মাসিক নিয়ম মত দেন। এই কালীবাটী দুই কারণে হয়। এক কারণ বাঙ্গালী যে সমস্ত মনুষ্য ইষ্টিশনে ভিক্ষা কিম্বা কর্ম্মার্থে বিদেশ ভ্রমণে গমন করে যাহার সহিত কাহার আলাপ নাই ঐ সকল ব্যক্তির থাকিবার স্থান হয়, দ্বিতীয় কারণ এতদ্দেশে জীবহিংসা যে করে তাহাকে অতি হেয়জ্ঞান করে এবং কাহার মনে যে বৃথা মাংস ভক্ষণ করিব না এই সকল কারণে মহাদেবীর নিকট বলিপ্রদান করিয়া মাংসাদি ভক্ষণ হয়। মীরাটে লালকুর্ত্তির বাজারের নিকট বেহালানিবাসী দিগম্বর মুখোপাধ্যায়ের এক বাঙ্গলা আছে তাহাতে বাবুদিগের সর্ব্বদা বৈঠক হয়।"

১৮৫৭ অব্দে যখন সর্ব্বপ্রথম সিপাহীবিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ড মীরাটে অনুষ্ঠিত হয়, তখন এখানে বাঙ্গালীদিগের বিপদ ও কষ্ট বড় অল্প হয় নাই। মীরাটের অন্তর্ভুক্ত এবং গঙ্গার উপকূলে স্থিত হিন্দুর অতি প্রাচীন পবিত্র শৈবতীর্থ গড়-মুক্তেশ্বর বিরাজিত বলিয়া ইহা ভারতের নানা স্থানের হিন্দুযাত্রীতে নিত্য মুখরিত। এই সূত্রে এবং প্রাচীন হস্তিনাপুর দর্শন ব্যপদেশে বহু পূর্ব্বকালেও এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইত ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে প্লাউডেন সাহেব (Mr. W. C. Plowden, F. S. S., B. C. S.) কর্ত্তৃক মীরাটের প্রথম সেন্সস্ গৃহীত হয়। সেই গণনানুসারে জানা যায় তখন মীরাটে মাত্র ১৪৬ জন বাঙ্গালীর বাস ছিল। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে এই সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেই সঙ্গে অনেকে এখানে স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছে। ১৮৩৫ অব্দে "মীরাট গবর্ণমেন্ট-স্কুল" স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ের হেড্মাষ্টার হইয়াছিলেন বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।* ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে বাবু কালীকৃষ্ণ দে এখানে সুনামের সহিত পুলিশ ইন্স্পেক্টরী করিয়া গিয়াছেন। বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষ, তাঁহার সমসাময়িক গবর্ণমেন্টের ডাক্তার এবং বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা আদালতের উকীল ছিলেন। মীরাটের ঔপনিবেশিকদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে কালীবাড়ী, স্কুল, হরিসভা লাইব্রেরী, বাঙ্গালীর ডাক্তারখানা ও পথ্যশালা প্রভৃতি প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের চেষ্টায় স্থাপিত হয়। এখানে যিনি সকল অনুষ্ঠানের অগ্রণী ছিলেন তাঁহার নাম ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ।

* Bengal and Agra Annual Guide Vol. I. Pt. III, Page 310.

স্বর্গীয় ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ

পৃষ্ঠা ৩৭৪)

অল্প দিন হইল তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ১৮৪১ অব্দে চন্দননগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার বাড়ী চুঁচুড়ার "সাতভায়ের" বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি কলিকাতা মেডিকেলকলেজ হইতে গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৮ অব্দে মীরাট ডিস্পেন্সরীর ভারপ্রাপ্ত হইয়া এখানে আগমন করেন। তিনি যখন কর্ম্মে প্রবেশ করেন তখন ইংরেজী চিকিৎসার প্রতি জনসাধারণের ত কথাই নাই এ দেশের শিক্ষিত লোকেরও বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। বরং তাঁহারা য়ুরোপীয় চিকিৎসা-প্রণালী বিশেষ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। এই কারণে প্রথম প্রথম অতি অল্পলোকেই গবর্ণমেণ্টের ডাক্তারখানায় আশ্রয় লইত। ডাক্তার ঘোষের চিকিৎসা-দক্ষতা, অস্ত্রপ্রয়োগে ক্ষিপ্রতা ও কৃতকার্য্যতা তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং সহৃদয়তার গুণে শীঘ্রই এভাব বিদূরিত হইয়া হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গবর্ণমেণ্ট, হাসপাতালের উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে সাতিশয় প্রীত হন এবং বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে বহুবার তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রুসের সহিত ইংরেজের যুদ্ধের সম্ভাবনা হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে সম্মত, গবর্ণমেণ্ট এরূপ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের নামের তালিকা চাহিয়া পাঠান। মীরাটের সিবিল সার্জ্জন, ডাক্তার ময়ার, ত্রৈলোক্যনাথের নাম উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিবার কালে লিখিয়ছিলেন,—

"His services would be invaluable in the performance of operations and the treatment of surgical cases. He is much more experienced in such work than perhaps 99 per cent of the whole Army Medical Service."

তাঁহার এরূপ কৃতিত্বের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ২৩ বৎসর একাধিক্রমে মীরাটেই রাখেন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে তিনি অতি সম্মানের সহিত কর্ম্ম করিয়া সরকারী কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণ করেন। মীরাটের জনসাধারণ তখন স্থানীয় টাউনহলে সভা করিয়া তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র দেন এবং মীরাটে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় পরিচালন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। তদবধি তিনি মীরাটে স্থায়ীবাস স্থাপন করেন।

অস্ত্র এবং চক্ষুরোগ চিকিৎসায় তাঁহার সিদ্ধহস্ততার জন্য দূরদেশ হইতে রোগী সকল আসিয়া তাঁহার চিকিৎসাধীন হওয়ার কথা শুনা যায়। মীরাটে কোন অপরিচিত বাঙ্গালী আসিয়া উপস্থিত হইলে ডাক্তার টি, এন, ঘোষের ভবনে আশ্রয়

পাইতে তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে হইত না। আতিথেয়তায় এই পরিবার এখানে সুপ্রসিদ্ধ। ডাঃ ঘোষ পরদুঃখকাতরতা ও বদান্যতায় সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। জনহিতকর সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহার সহানুভূতি ও সহযোগিতা যথেষ্ট ছিল। মীরাটের দুর্গোৎসব তাঁহার তত্ত্বাবধানে অতি সমারোহে সম্পন্ন হইত; তিনি মীরাট কালীবাড়ীর ম্যানেজার, হরিসভার সেক্রেটরী; স্থানীয় ফ্রীমেসন সম্প্রদায়ের একজন উচ্চপদস্থ সদস্য এবং মীরাট বাঙ্গালী স্কুলের সেক্রেটরী ছিলেন। মীরাটের দুর্গাবাড়ী এখানকার পুরাতন প্রবাসী ৺দিগম্বর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সাধারণের অর্থে স্থাপিত। স্থানীয় কালীবাড়ী স্বতন্ত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং উহা তাঁহারই সম্পত্তি। অধুনা ডাঃ রমেশচন্দ্র মিত্র, এল্, সি, পি, এস্, (গ্লাসগো) মীরাট প্রবাসে চিকিৎসা ব্যবসায়ে সুনাম অর্জ্জন করিতেছেন। মীরাটের উকীল শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু এবং বাবু হরিচরণ রায় প্রমুখ দুই চারিজন বিশিষ্ট পুরাতন প্রবাসী এখানে স্থায়ী বসবাসী হইয়াছেন। কালীপদ বাবু মীরাটের যাবতীয় জনহিতকর অনুষ্ঠানে সংসৃষ্ট এবং স্থানীয় সমাজের নেতা। তিনি মীরাট লায়াল লাইব্রেরীর সম্পাদকতার ভার লইয়া ইহার সমূহ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের প্রধান প্রধান সহরের সাধারণ পুস্তকাগারের মধ্যে গ্রন্থাদি সংগ্রহগৌরবে ইহা যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ সাহিত্যানুরাগী কালীপদ বাবুর চেষ্টা। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে কালীপদ বাবু অন্যতম। ইনিও গোয়ালিয়রে জমি লইয়া কৃষিকার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অধুনা ইনি বার্দ্ধক্য বশতঃ আদালতের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

মীরাটের অন্তর্গত গাজিয়াবাদ রেলপথের একটী বড় ষ্টেশন ও সংযোগ স্থান। এখানে কয়েকঘর বাঙ্গালী সপরিবারে বাস করেন। সার্দ্ধানা মীরাটের অন্যতম নগর। এই সার্দ্ধানা ইতিহাস প্রসিদ্ধ বেগমসমরুর লীলাক্ষেত্র। মীরাটের উত্তরেই মুজফ্ফরনগর। এখানেও বাঙ্গালীর অভাব নাই কিন্তু সংখ্যায় অল্প এবং দুই একজন ব্যতীত প্রায় সকলেই চাকরির জন্য প্রবাসী, কর্ম্মাবসানে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। যে সকল বাঙ্গালী তাঁহাদের পর এখানে প্রবাসবাস করিতেছেন তাঁহারাও যে কেহ এখানে স্থায়ীবাস স্থাপন করিবেন এরূপ বোধ হয় না কারণ এই জেলায় বাঙ্গালীর আকর্ষণের বস্তু বড় নাই। মুজফ্ফরনগরের

উত্তরে সাহারাণপুর। গঙ্গা, দামোলা ও কালীনদী এবং দেবীকুণ্ড নামক হ্রদ ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহা পঞ্জাব সীমান্তের অতি সন্নিহিত বলিয়া এই জেলায় বহু পঞ্জাবীর বাস। সহর সাহারাণপুর ব্যতীত দেববন্দ, হরিদ্বার, রুড়কী, গঙ্গো, ম্যাংলোর, জ্বালাপুর এবং রামপুর ইহার প্রধান নগর। সাহারাণপুর সহরে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ব্যতীত কয়েকজন বাঙ্গালী ডাক্তার এবং উকীল আছেন। সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত রুড়কী একটী ক্ষুদ্র সহর। কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ (Thomason Engineering College) ও গাঙ্গেয়খাল বিভাগের প্রধান দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, ক্ষুদ্র হইলেও এখানে একটী বাঙ্গালীর উপনিবেশ এবং প্রতিভাসম্পন্ন ও সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর প্রাধান্য স্থাপিত হয়। বোধ হয় এই কারণেই প্রথম প্রথম ইংরেজগণ ইহার "New Calcutta" এই নাম দিয়াছিলেন। গাঙ্গেয় খাল বিভাগের দপ্তর যখন খুলা হয় তখন কলিকাতানিবাসী বাবু উমাচরণ ঘোষ প্রথমে একাউণ্টেণ্ট ও পরে তাহার হেডক্লার্ক হন। সে আজ ৭৩ বৎসরের কথা। তিনি ১৮৪১ অব্দে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। উমাচরণবাবু রুড়কীপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের নেতা ছিলেন এবং স্থানীয় অধিবাসী ও ইংরেজরাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলেন। পূর্ত্তবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতিবৎসরই তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া সরকারী কাগজপত্রে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। টমাসন কলেজের অধ্যক্ষ লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল জে, ক্লীবর্ণ সাহেব ১১৯০ অব্দে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

I have known Babu Wooma Charan Ghosh for about 30 years and have the highest opinion of his character. He has been connected with the Ganges Canal since the first sod was dug and is respected by all classes in Roorkee."

রুড়কী এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের বাঙ্গালী অধ্যাপক ও বাঙ্গালী ছাত্র এবং গাঙ্গেয় খাল ও অন্যান্য দুই একটী অফিসের কর্ম্মচারী লইয়াই এখানের বাঙ্গালী উপনিবেশ। উমাচরণ বাবুর সমসাময়িক আর একজন বাঙ্গালী কেনাল অফিসে কাজ করিতেন। তিনি গুপ্তিপাড়ানিবাসী বাবু শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ যখন প্রথম খুলা হয় তখন একজন বাঙ্গালী ছাত্র এখানে শিক্ষা করিতে আসেন। তাহার পর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় নামে আর একজন ছাত্র আসেন।

১২৬১ সালে ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যখন রুড়কী ভ্রমণে যান তখন তিনি শুনিয়াছিলেন যে এরূপ প্রতিভাবান্ ছাত্র এ প্রদেশে আর আসেন নাই। পুরাতন প্রবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মাবসানে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। যাঁহারা বহুবর্ষ হইতে অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বিএ, বি, এস সি, এফ, সি, এস মহাশয়ের নাম উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার আদিবাস কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন্নগর। বহুকাল হইতে তাঁহারা প্রয়াগপ্রবাসী। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম, শিক্ষা এবং প্রথমকর্ম্ম সমস্তই এলাহাবাদে হয়। এলাহাবাদস্থ সাহগঞ্জ পল্লীতে তাঁহার পৈতৃক বসতবাটী আছে। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কুঞ্জলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদ হাইকোর্টে কর্ম্ম করিতেন। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮১৯ অব্দে যখন তিনি মিওর সেণ্ট্রাল কলেজে কেমিকেল ডিমনষ্ট্রেটারের কার্য্য করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষমতা দর্শনে প্রীত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ দ্বিগুণ বেতনে রুড়কী কলেজের কেমিকেল ডিমনস্ট্রেটার করিয়া দেন। তদবধি তিনি রুড়কীতেই আছেন। এক্ষণে তিনি বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত। ফুঁদিয়া কাচযন্ত্রাদি নির্ম্মাণ (Glass blowing) কার্য্যে ভারতবর্ষেই তিনি যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ের চরম শিক্ষা লাভ করিবার জন্ত তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মে। পরে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের অনুমোদনে তিনি জর্ম্মণী ও ইংলণ্ডে গিয়া কিছুকাল বিজ্ঞানের এই বিভাগীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া কলেজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নতপ্রণালীর বিবিধ যন্ত্রের প্রয়োজন সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছে। কিন্তু এদেশে সেই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা না থাকায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিমোত্তর প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর এবং রুড়কী কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে ইতিপূর্ব্বেই এখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের একটী কারখানা খুলিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বহস্তে নির্ম্মিত যন্ত্রগুলির মধ্যে কয়েকটী বহুপরীক্ষিত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রের বর্ণনাত্মক সচিত্র তালিকাপুস্তকের প্রথম খণ্ড * প্রকাশ

* Catalogue of Scientific Apparatus Section I. Vacuum Pumps, Mercury Distillation Apparatus, Molecular Weight Apparatus, &c. &c. &c. made by B. M. Mukherjee, B. A. F. C. S., Roorkee. Printed at the Indian Press 1907, Allahabad.

করিয়াছিলেন। তাহাতে দৃষ্ট হয় যে তালিকাভুক্ত হয় নাই, এরূপ যন্ত্রসমূহ নক্সা বা নমুনা পাইলে তিনি প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং সমগ্র যন্ত্র বা তাহার পৃথক্ পৃথক্ অংশ নির্ম্মাণ ও সরবরাহ করেন। বলা বাহুল্য যে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কলেজের যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার পর অবসর কালে স্বহস্তে ঐ সমুদয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে এবং সেই সঙ্গে তাঁহাকে কারখানায় কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত কারিগরও তৈয়ার করিতে যেরূপ অমানুষিক পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় নিয়োগ করিতে হইয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। তাঁহার নির্ম্মিত যন্ত্রগুলি অধ্যাপক ষ্টেপল্টন্, ডাক্তার ই, জি, হিল ও ডাক্তার লেদার প্রমুখ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ স্ব স্ব পরীক্ষাগারে ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ সন্তোষলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। ডাক্তার লেদার (Dr. J. W. Leather Agricultural Chemist to the Government of India, তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত টপ্লার পম্প প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"Both the pumps which you made were very well done and so was the other special glass apparatus" মিওর সেণ্ট্রাল কলেজের রসায়নাধ্যাপক ডাক্তার হিল (এক্ষণে প্রিন্সিপাল) আণবিকগুরুত্ব নির্দ্ধারক যন্ত্র (apparatus for the determination of molecular weights by the rise of boiling point) ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"This was made for me by B. M. Mukherjee. The apparatus was well made and blown. It worked excellently." তিনিই অন্য যন্ত্র ব্যবহার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"This was made for me (by B. M. Mukherjee). The work was quite good and the apparatus gave good results."

বিজ্ঞানজগতে রসায়নে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, ও সুপ্রসিদ্ধ, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩১৫ সালের মডার্ণরিভিউ পত্রিকায় অধ্যাপক বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক কাচযন্ত্র সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন * তাহা হইতে জানা

* "* * * * The Catalogue of Scientific Apparatus by Mr. B. M. Mukerjee of the Thomason College, Roorkee, is a new departure in the field of scientific activity, which will not fail to enlist the admiration of connoisseurs of scientific apparatus in India. * * * It is a pleasure,

যাইবে তিনি কিরূপ প্রয়োজনীয়, দেশহিতকর, জাতীয় গৌরব ও উন্নতিবর্দ্ধক অথচ কিরূপ অভিনব ও কঠিন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ডাক্তার রায় বলিয়াছেন যে এখানে গ্লাসব্লোইং (glass blowing) শিখাইবার লোক ও সুযোগের অভাবে কেবলমাত্র পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ও ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আপনাকে আপনি শিখাইতে এবং এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে বিদ্যাটি আয়ত্ত করিয়া লইতে যে কত বৎসরের কঠিন ও অবিশ্রান্ত শ্রম করিতে হইয়াছে তাহা অনুমেয়। এই কথা যখন মডার্ণ রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তখনও য়ুরোপ যাত্রা করেন নাই। ইহার পর কারখানাটি তুলিয়া তিনি এলাহাবাদে আনেন এবং সায়েন্টিফিক ইনষ্ট্রুমেণ্ট কোম্পানী (Scientific Instrument Company) নাম দিয়া ইহাকে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করেন এবং রসায়নশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বি, এস্, সি মহাশয়ের হস্তে তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত করিয়া এই শিল্প ও ব্যবসায়ের নিগূঢ়তত্ত্ব জানিবার জন্য য়ুরোপ যাত্রা করেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি অভীষ্টলাভ করিয়া য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া কলেজের কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে বৈজ্ঞানিক কাচযন্ত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় কর্ম্মকৃৎ (practical) ও বিশেষজ্ঞ ভারতবাসী আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সহৃদয় বৈজ্ঞানিকগণের উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইলে এই কোম্পানীর কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে এবং তদ্দ্বারা এদেশে রাসায়নিক পরীক্ষাকার্য্য সুলভ ও সহজসাধ্য হইতে পারে। বিলাতের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি এদেশে নির্ম্মাণ করাইতে যথেষ্ট

---

therefore, to observe signs of great manipulative skill in close association with mental powers of a high order in the various apparatus described in the catalogue under review. So far as we are aware, this is the first time that glass apparatus requiring such skill and finish, have been manufactured and offered for sale in India. The enormous difficulties, Mr. Mukerji has had to encounter, will be evident from the fact that he taught himself the difficult art of glass-blowing with only the meagre help he might have derived from books, which are far from being perfect. In order to learn the art as thoroughly as he has done, it must have cost him years of hard unremitting labour. * * * Some of the apparatus, moreover, are new designs by Mr. Mukerji, and, being very simple and cheap, ought to find a good market."

গৌরব আছে। অধিকন্তু অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এমন অনেক যন্ত্রনির্ম্মাণ করিয়াছেন যাহা তাঁহারই স্বকপোলকল্পিত এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব। ইহাতে তিনি বাঙ্গালীর গৌরবের কারণ এবং সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মাতৃ-ভাষার অনুশীলনের প্রতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি অল্প নহে। বাঙ্গালীবিরল স্থানে সন্তানগণ মাতৃভাষার চর্চ্চা রাখিতে পারে এজন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট। প্রয়াগ প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তিনি "প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্যমন্দির" পাঠাগার ও পুস্তকালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

সাহারাণপুর জেলা নানা কারণে বাঙ্গালীর গতিবিধির স্থান হইয়াছে। রুড়কী কলেজ ব্যতীত সাহারাণপুর সহরে অবস্থিত উদ্ভিজ্জ শাস্ত্রানুশীলনোপ-যোগী বৃক্ষলতাগুল্মাদির উদ্যান (Botanical Garden) বাঙ্গালীর আর একটী আকর্ষণের স্থান। এই জেলা হিন্দুতীর্থ বহুল। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ হরদ্বার বা হরিদ্বার এই জেলায় অবস্থিত। এই হরিদ্বার প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর স্বর্গ "দেবতাত্মা" নগাধিরাজ হিমালয় ক্রোড়স্থ উত্তরাখণ্ডে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। এই স্থানে গঙ্গা ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার অপর নাম গঙ্গাদ্বার। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৫০ ফুট উচ্চ, ইহার সন্নিহিত হিন্দুর পুরাণপ্রসিদ্ধ তীর্থ কণখল। মহাভারত, লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, এখানে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। কণখলে দক্ষ প্রজাপতি লোকপ্রসিদ্ধ শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সেই যজ্ঞস্থলে শিবনিন্দা শুনিয়া সতী দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। যেখানে হরিদ্বারের মেলা হয় তথা হইতে প্রায় একক্রোশ ব্যবধানে এই মহাতীর্থ অবস্থিত। আজ ১৪ বৎসর হইল এখানে সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী, রুগ্নাবাস, ঔষধালয়, পুস্তকাগার, নৈশবিদ্যালয় এবং সাধনাশ্রম, প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলী বাঙ্গালীর গৌরবস্মৃতি চিরস্থায়ী করিয়াছেন। ভারতব্যাপী রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে কণখলের এই মিশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা একটী বিরাট অনুষ্ঠান। আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ কল্যাণানন্দ স্বামী। এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সন্ন্যাসিগণ এই মহাতীর্থক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ বিপন্ন নরনারীর একমাত্র সহায়স্বরূপ। ইঁহাদের বর্ণধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নরসেবার আয়োজন, উৎসাহ এবং অনুষ্ঠান দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সাধারণের অবগতির জন্য ইঁহাদের কার্য্যবিবরণী মুদ্রিত

হইয়া প্রকাশিত হয়। এই সেবাশ্রম যাহাতে ক্রমবিস্তার লাভ করিতে পারে দেশের হিতৈষী মাত্রেরই তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গত বৎসর এখানে ১৫৪ জন রোগী আশ্রমে স্থান পাইয়াছিল এবং ৯৫৫৩ জন রোগী নানা স্থান হইতে আসিয়া আশ্রমের আউটডোর ডিস্‌পেন্সেরীতে চিকিৎসিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৬৪২৩ জন পুরুষ এবং ৩১৩০ জন স্ত্রীলোক। এই সংখ্যার মধ্যে ১১০৪ জন সাধু সন্ন্যাসী এবং ৮৪৪৯ জন সম্বলহীন তীর্থযাত্রী। হরিদ্বার প্রধানতঃ পঞ্জাবের তীর্থ। এখানে ভারতের সকল স্থান হইতে যত যাত্রীর আগমন হয় তাহাপেক্ষা অধিক যাত্রী পঞ্জাব হইতে আগমন করে। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যাই এখানে অল্প দেখা যায়। তথাপি যাত্রিগণের ক্লেশ লাঘবার্থে এবং রুগ্ন অসহায় নরনারী বিদেশে সেবা শুশ্রূষা ঔষধপথ্যাদি এবং আশ্রয় অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত না হয় তজ্জন্য বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের এই মহদনুষ্ঠান বাঙ্গালী জাতির গৌরবস্তম্ভ। হরিদ্বারে কয়েকজন বাঙ্গালী আছেন কিন্তু তাঁহারা কেহই স্থায়ী নহেন। অধুনা এখানে ঘরবাড়ী করিয়া বাস করিবার জন্য কোন কোন বঙ্গসন্তান উৎসুক হইয়াছেন। বহুবর্ষ হইতে এখানে এক বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনী বাস করিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে জীবিতা নাই, কিন্তু সেই সাধ্বী একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া অপরিচিত বাঙ্গালীদিগের হঠাৎ প্রয়োজন হইলে আশ্রয় গ্রহণ করিবার মত স্থান করিয়া দিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমের নাম "মাতাজীকী আশ্রম"। হরিদ্বারে ৬ বৎসর অন্তর অর্দ্ধকুম্ভ এবং বার বৎসর অন্তর পূর্ণকুম্ভ মেলা হয়। সেই সময় ভারতের নানা স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ সাধুসন্ন্যাসী ও যাত্রীতে এতদঞ্চল লোকারণ্যে পরিণত হয়।

দেরাদুন মীরাট বিভাগের উত্তরতম জেলা। এই জেলার অধিকাংশ হিমালয়ের অন্তর্গত। ডেরা, মসুরী, ল্যান্ডোর এবং চক্রতা ইহার প্রধান সহর। দেরাদূন সহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২২৯ ফুট। মসুরী ৬৫৯০ ফুট, চক্রতা ৬৮৮৫ ফুট এবং ল্যান্ডোর ৭২৮৪ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহার উত্তর এবং পূর্ব্বদিকে টিহিরী গাড়বাল, দক্ষিণে সাহারাণপুর এবং গৌরী গাড়বাল। যমুনা ইহার উত্তরস্থ টিহিরীর অন্তর্গত যমুনোত্রী নামক পার্ব্বত্যভূমি হইতে বহির্গত হইয়া দেরাদুন, সাহারাণপুর, মুজফ্‌ফরনগর, মীরাট, বুলন্দসহর, আলীগড়, মথুরা ও আগ্রার পশ্চিম-সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করতঃ পঞ্জাব হইতে যুক্তপ্রদেশকে পৃথক করিয়া

রাখিয়াছে। দেরাদুনের প্রধান প্রধান সহরে কর্ম্মোপলক্ষ্যে দুই চারিজন করিয়া বাঙ্গালী প্রবাস-বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে ডেরা ও মসুরী পাহাড়েই তাঁহাদের বাস পুরাতন। স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া অধুনা মসুরীতে দুই একজন বঙ্গসন্তান স্থায়ীবাস স্থাপন করিতেছেন। দেরাদুনে স্থায়ী বাঙ্গালীর বাস আরও পুরাতন। ভারতীয় জরীপবিভাগের একটী শাখা এখানে আছে বলিয়া অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক পূর্ব্ব হইতে এখানে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর আবির্ভাব হইয়াছে, এবং এখানে বনবিভাগীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙ্গালী শিক্ষক ও ছাত্র ডেরা-প্রবাসী হইয়াছেন। রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এম, এল, এস, সাহেব এখানকার বাঙ্গালী সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল এখান হইতে আসামে গমন করিবার পূর্ব্বে তিনি বহুকাল দেরাদুনেই ছিলেন। উপেন্দ্রবাবু শিবপুর কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া আসামের চীফ কমিশনর সাহেবের অফিসে কর্ম্ম করেন, অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ হইয়া পড়িলে আসামের বনবিভাগে তিনি গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক রেঞ্জারের পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে তিনি বনবিভাগীয় বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য দেরাদুন ফরেষ্ট স্কুলে প্রেরিত হন। এখানে একদিকে তাঁহাকে যেমন নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণকে এঞ্জিনীয়ারিং বা পূর্ত্ত বিদ্যার শিক্ষা দিতে হইত, তাঁহার নিজের শ্রেণীতে তেমনি তাঁহাকে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞানে সুশিক্ষিত তিনজন সহপাঠী ছাত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক পরীক্ষায় তিনিই অতিরিক্ত বিষয় লইয়াও (honour) প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর আসাম গবর্ণমেন্টের ইচ্ছাক্রমে কাঞ্জিলাল বাবু বনবিভাগীয় কর্ম্মে বিশেষ শিক্ষা পাইবার জন্য আর এক বৎসর স্কুলে অধ্যয়ন করেন। এই সময় বিদ্যালয়টীর প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকায় কাঞ্জিলাল বাবুকে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হয়। সেই সঙ্গে উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ ঝোঁক থাকায়, তিনি স্কুলের শুষ্ক গাছ-গাছড়া বা ওষধি সংগ্রহাগারের (Herbarium) ভারপ্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়। এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার কালে তিনি উদ্ভিজ্জের শ্রেণীবিভাগ, তাহাদের তত্ত্ব নিরূপণ প্রভৃতি কার্য্যে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেন। তাহারই ফল-স্বরূপ তাঁহার "ফরেষ্ট ফ্লোরা" (Forest Flora of the School Circle) নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ বনবিভাগীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্দ্ধারিত হয় এবং

তাঁহার নাম য়ুরোপের বিজ্ঞানসমাজে বিস্তার লাভ করে। দেশ বিদেশের প্রসিদ্ধ উদ্ভিজ্জ-বিজ্ঞানবিৎগণ ও বনবিভাগের অধ্যক্ষগণ মুক্তকণ্ঠে এই পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছেন। হিমালয় প্রদেশজাত যাবতীয় উদ্ভিদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে এ গ্রন্থ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী শিক্ষক ও ছাত্রের পক্ষে অপরিহার্য্য ইহা বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। য়ুরোপের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সভার সম্মানিত সভ্য সার্ জর্জ কিং (Sir George King, K. C. S. I., L. L. D., F. R. S., M. B., Hon. M. R. H. S. &c.) মহোদয় ইটালী দেশ হইতে লিখিয়াছিলেন,—"* * * I * * offer you my congratulation on the excellence of your botanical work. Your Flora cannot fail to be of very great use to every Forest Officer in Northern India who has any desire to make himself acquainted with the trees and shrubs of the country. It is the first of the local Floras which have for so many years been so desirable for Forest Officers. I heartily wish that * * * you may be induced to continue a study for which you are evidently so well qualified." এই শ্রেণীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার এবং ভারতবর্ষের বনবিভাগের অবসর প্রাপ্ত ইনস্পেক্টর জেনারেল, মাননীয় ব্রাণ্ডিস্ (Sir Dietrich Brandis, K. C. I. E., Ph. D., F. R. S., F. L. S.) মহোদয় ইংলণ্ডের কিউ নামক স্থান হইতে লিখিয়াছিলেন,—" * * * * It is full of original observations, not only systematic but also biological, which of course are of infinitely greater importance to Foresters than the dry systematic character. It seems to me that your description of ***Bauhinia purpurea*** and ***variagata*** is a great improvement upon that given in my Forest Flora, at which I worked thirty years ago. * * *." অবসরপ্রাপ্ত কনজারভেটর (Conservator of Forests) শ্রীযুক্ত স্মিথীস্ সাহেব গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আক্ষেপোক্তিতে বলিয়াছিলেন, "এখন মনে হইতেছে এই গ্রন্থখানি লইয়া যদি আমি আবার ভারতের বনবিদ্যালয়গুলিতে ঘুরিতে পাইতাম তাহা হইলে ভাগ্য বলিয়া মানিতাম।" কাঞ্জিলাল বাবু এই গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্ত সার প্রণয়ন করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ গ্যামব্ল্ সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The first native of India to write a botanical

work of any importance." কাঞ্জিলাল বাবু যে রাশি রাশি প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন তাহার উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই। এখানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহার এই গ্রন্থ য়ুরোপের লিনীএন সোসাইটী (Lænean Society) নামক বিজ্ঞান মহাসভায় এরূপ আদৃত হয় যে কাঞ্জিলাল বাবুকে তাঁহারা অবিলম্বে এফ্ এল্ এস্ উপাধি দিয়া ঐ সভার সদস্যপদে বরণ করেন। অতঃপর তাঁহার কার্য্যকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায়সাহেব উপাধিতে ভূষিত করেন। রায়সাহেব উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয় ইহার পর এমন একটি গাছ আবিষ্কার করেন যাহার এ পর্য্যন্ত আর কেহ সন্ধান পান নাই। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান-জগতে ইহা একটী নূতন সংগ্রহ। সুতরাং আবিষ্কর্ত্তার নামের স্মারকস্বরূপ বৃক্ষটির নাম হইয়াছে "ডায়াস্‌পিরাস্ কাঞ্জিলাল" (Diasperus Kinjilal).

কাঞ্জিলালবাবু যখন দেরাদুন প্রবাসে ছিলেন তখন এখানে প্রায় ২২।২৩ ঘর বাঙ্গালীর বাস ছিল। ১৯০১ অব্দের প্রারম্ভে স্থানীয় বঙ্গসন্তানগণ আপনাদের ক্ষুদ্র উপনিবেশ সমাজবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে "সাহিত্যসমিতি" নামে একটী মিলনস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন। পরস্পর একযোগে কাজ করিবার মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা রাখিবার এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি সম্বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে উহা স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায় বিএ মহাশয় এই সাহিত্যসভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। সভার সম্পাদক বাবু ঈশানচন্দ্র দেব। যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য সেবা করিয়া থাকেন ঈশানবাবু তাঁহাদের অন্যতম।

কাঞ্জিলালবাবু, ডেরার প্রাচীনপ্রবাসী বাবু কালীনাথ দত্ত, বাবু হৃদয়ধন বসু, বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, এবং বাবু বিমলাচরণ ঘোষ সমিতির কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রমথবাবু বুয়ারযুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই সমিতির সহিত একটী পাঠগোষ্ঠীও স্থাপিত হইয়াছিল। দেরাদুন রেলওয়ে ষ্টেশনে কয়েকজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছেন এবং এখানে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত একটী পান্থ আশ্রম আছে। দেরাদুন জেলার সীমান্তর্গত এবং হরিদ্বারের উত্তরে অবস্থিত আর একটী তীর্থ হৃষীকেশ। এদেশে ঋখীকেশ নামে অভিহিত। এখানে কয়েকটী অন্নছত্র আছে। শীতের সময় বরফ পড়িতে থাকিলে এ সকল স্থানে বাসকরা দুঃসাধ্য হয় এজন্য প্রায় সকলেই হরিদ্বারে এবং অন্যান্য স্থানে নামিয়া যায়। এখানে একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বহুবর্ষ হইতে বাস

করিতেছেন। তিনি এখানকার "ভরতজীর" মন্দিরের অধিকারী পরশুরাম মোহন্তের শিক্ষা গুরু। তাঁহার নাম শ্রীমৎ সত্যানন্দস্বামী। হাওড়া অঞ্চলে তাঁহার আদিবাস। পরশুরাম মোহন্তের জমীদারীর অন্তর্গত "তপোবন" নামে একটী অধিত্যকা আছে, উহা হৃষীকেশ হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থ লছমনঝুলায় যাইবার পথে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। কথিত আছে ঐ স্থানে ব্যাসদেব তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম "তপোবন" হইয়াছে। কিন্তু তপোবন এক্ষণে ধান্যক্ষেত্রে পরিণত। শুনিয়াছিলাম এখানের মত উৎকৃষ্ট চাউল অন্যত্র জন্মে না এবং উহা বিক্রয় করা হয় না। আমরা স্বামী সত্যানন্দের অনুগ্রহে এবং মোহন্তজীর সৌজন্যে সেই চাউল পাক করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। দেখিলাম, দেরাদুন, পিলিভীত, গোরক্ষপুর এবং পেশাবারের প্রসিদ্ধ চাউল অপেক্ষা এই তপোবনের চাউল শ্রেষ্ঠতায় কোন অংশে ন্যূন নহে। অধিকন্তু ইহার সহিত পৌরাণিক সংস্কার জড়িত থাকায় আমাদের ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। ইহার অনতিদূরেই লছমনঝুলা। হৃষীকেশ হইতে লছমনঝুলায় আসিতে গঙ্গার উপকূলে দেবালয় এবং মধ্যে মধ্যে সাধুসন্ন্যাসীদিগের আশ্রম দেখা যায়। প্রভাতে সেই সকল আশ্রম বেদধ্বনিতে মুখরিত হইয়া পুরাকালের পবিত্র স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। এই শান্তিময় স্থানে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর দর্শন পাওয়া যায় কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় কথোপকথন ক্ষমতা ব্যতীত জাতীয়তার অন্য নিদর্শন তাঁহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এরূপ একজনের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল কিন্তু শুনিলাম অল্পদিনই তিনি তথায় অবস্থিতি করিয়া আরও উত্তরে যাইবেন। লছমনঝুলা পার হইয়া গঙ্গার অপর পারে বদ্রীনাথ যাইবার পথ। প্রবাদ আছে যে এই ঝোলা পার হইবার কালে দৈববাণী শুনা যায়। সেই বাণী পক্ষিকণ্ঠের স্বরে বলিয়া থাকে "পান্থ সাবধান, মুখে বল রামনাম এখানে আপনার বলিতে কেহ নাই।" ৬০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এখানে তীর্থ করিতে আসিয়া এই শব্দ শুনিয়াছিলেন তাঁহার দিনলিপিতে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লছমনঝুলা দিয়া বহুবার গঙ্গা পার হইয়াছিলাম এবং পারাপার করিয়াছিলাম কিন্তু গঙ্গার কলকলধ্বনি ব্যতীত অর্থযুক্ত বাণী শ্রবণ করি নাই। তন্মধ্যে কথা এই

যে, বিশ্বাসের কর্ণে আমরা শ্রবণ করি নাই সন্দেহবাদীর পরীক্ষাচ্ছলে উৎকর্ণ হইয়াছিলাম। আরও এক কথা লছমনঝুলার পৌরাণিক মাহাত্ম্য, রজ্জুনির্ম্মিত ঝুলাকে লৌহসেতুতে পরিণত করায়, নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষার জন্য লৌহদণ্ডগুলি রজ্জুর আকারে পাক দেওয়া। প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার পিতা রায় বাহাদুর সুরজমল্ ঝুনঝুনওয়ালা স্বীয় জননীকে যখন এই তীর্থে লইয়া যান, তখন বৃদ্ধা লছমনঝুলা পার হইবার ক্লেশ অনুভব করিয়া পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "বেটা ইস্‌কো না বানায়গা তো তেরা ধন দৌলত সব গারৎ যায়গা"। এই কথায় মাতৃভক্ত সুরজমল্ রজ্জুসেতু স্থানে লছমনঝুলায় লৌহময় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

কুমায়ূঁ বিভাগ এবং উত্তরাখণ্ড।

এদেশে গড়বালকেই উত্তরাখণ্ড বলে; কিন্তু মেদিনী কোষকার লিখিয়াছেন "উত্তরা দিগ্বিশেষে * * স্যাদ্ উর্দ্ধোদীচ্যোত্তমেহন্যবৎ।" সুতরাং পূর্ব্বে উর্দ্ধ অর্থে "উত্তর" শব্দের প্রয়োগ ছিল।* ভারতের উত্তরস্থ হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সহস্র সহস্র ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে আর্য্যগণ ঐ সকল স্থানে বাস করিতেন। এখানেই তাঁহাদের প্রধান পবিত্র এবং প্রাচীনতম তীর্থ সকল বিরাজিত। ইহাই দেবভূমি, ইহাই স্বর্গ। এইজন্য মহাকবি কালিদাস তাঁহার 'কুমারসম্ভব'কাব্যের প্রারম্ভেই লিখিয়া গিয়াছেন— "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।" তিনি আবার উমাজননী মেনকার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাঃ।" এবং অন্যত্র স্বয়ং শিবের মুখ দিয়া গৌরীকে বলাইয়াছেন,—"দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ পিতুঃপ্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।" অর্থাৎ "যদি স্বর্গ প্রার্থনা কর, তাহা হইলেও এই পরিশ্রম বৃথা যেহেতু তোমার পিতার প্রদেশ সকলই দেবভূমি।" সুতরাং উত্তরস্থ সমস্ত আর্য্যভূমিই অর্থাৎ কুমায়ূঁর অন্তর্গত নয়নীতাল ও আলমোড়া জেলা এবং পৌড়ী গড়বাল ও টিহিরী গড়বাল নামক হিমাচলস্থ দেশীরাজ্য সমস্ত উত্তরাখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং পৌরাণিক দেবভূমি।

বিষ্ণুগঙ্গা, অলকনন্দা, মন্দাকিনী প্রভৃতি স্বর্গনদী-বিধৌত এই উত্তরাখণ্ড, ব্রহ্মপুরী, বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, রুদ্রনাথ, মহাপন্থ, ভৈরবঝম্প, গোপেশ্বর, পাণ্ডুকেশ্বর পঞ্চপ্রয়াগ, জোষিমঠ প্রভৃতি পুরাণপ্রসিদ্ধ তীর্থাদিতে পরিপূর্ণ। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর। কোথাও আকাশচুম্বী গিরিশিখর, কোথাও পাতালস্পর্শী খাত বা গহ্বর, কোথাও বিবিধ পুষ্প-তৃণ-শষ্পমণ্ডিত বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র, কোথাও বা সুরঙ্গসম সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট, কোথাও মহাদ্রুমরাজি-পরিবৃত নিবিড় বনভূমি, কোথাও বা উদ্ভিদ্‌বিহীন মসৃণ শৈলপ্রদেশ;—একদিকে শ্যামল উপত্যকাভূমি, অপরদিকে তুষারধবল শিখরমালা; একদিকে বিশালবপু গিরিরাজের স্তব্ধগাম্ভীর্য্য, অপরদিকে ভীমনাদী জলপ্রপাত ও গিরিনদীর

* এই কারণে মানচিত্রের উর্দ্ধদিককে "উত্তর" এবং অধোদিককে দক্ষিণ বলা হয়।

কলরোল—ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় প্রকৃতির এই লীলানিকেতনটীকে বৈচিত্র্যময়, সৌন্দর্য্যমুখরিত এবং দেব-ঋষি-সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত ও অপ্সরোগণের প্রকৃতই বাসোপযোগী করিয়া রাখিয়াছে। ইহার পাষাণহৃদয়-ভেদী অসংখ্য প্রস্রবণ, পদ্মাকর এবং স্বচ্ছসলিল সরোবরের বাহুল্য দর্শনে মনে হয় বিশ্বশিল্পী তাঁহার চিত্রশালিকার উৎকৃষ্ট দৃশ্যপটগুলির ন্যায় এ চিত্রপটেও যেন গাঢ় মনোনিবেশ করিয়া ইহাকে মুনিমানসবিমোহন এবং সর্ব্বজনের নয়নাভিরাম করিয়া দিয়াছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত তুষার-কিরীটিনী "নন্দাদেবী" ইহারই অন্তর্গত এবং জেলা আলমোড়ার সীমাভুক্ত। সাগরবক্ষ হইতে নন্দাদেবী পঁচিশ হাজার ছয়শত একষট্টি ফুট উচ্চ। ইহা শিবশূলাকৃতি তেইশ হাজার চারিশত ফুট উচ্চ সুপ্রসিদ্ধ ত্রিশূল পর্ব্বতের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই উন্নত ত্রিশূল দ্বারা নাকি অন্নপূর্ণার প্রাসাদ "নন্দাকোট" রক্ষিত হইতেছে। নন্দাদেবীর চতুর্দ্দিকস্থ তুষাররাশি যখন বায়ুসংযোগে মেঘের ন্যায় সঞ্চালিত হয় তখন পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ অন্নপূর্ণার (নন্দাদেবীর) রন্ধনশালার ধূম দেখিতে পাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকে। এই দেবলোকের দক্ষিণবর্ত্তী গিরিমালা গর্গাচল নামে বিখ্যাত। গর্গাচল কোথাও ৬০০০, কোথাও ৭০০০ এবং কোথাও বা ৯০০০ ফুট উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মহামুনি গর্গের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। জেলা নয়নীতালের এক ষষ্ঠাংশ গর্গাচলের মধ্যে অবস্থিত। নয়নীতাল নগর ও সরোবর গর্গাচলের একটী উপত্যকাভূমি শোভিত করিয়া আছে। সরোবরটী প্রায় অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত এবং ইহার ব্যাস দুই মাইলের কিছু উপর। ইহা সাগর পৃষ্ঠ হইতে ছয় হাজার তিনশত পঞ্চাশ ফুট উচ্চে অবস্থিত এবং ৯৩ ফুট বা ৬২ হাত গভীর। নয়নীতালের সর্ব্বোচ্চ পাহাড় "চীনা"র একাংশ "শেরকা ডাণ্ডা" ইহার উত্তরে; এবং আয়ারপাটা দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বমান, ইহার চতুর্দ্দিকের সঙ্কীর্ণ সমতল ভূমিতে ও পর্ব্বতগাত্রে রাজপথ, হর্ম্ম্য, ক্রীড়ালয়, বিপণি প্রভৃতি বিরাজিত। সরোবরের পশ্চিমদিকের সমতলক্ষেত্রে রঙ্গভূমি ও পশ্চিম উপকূলে মন্দির। ইহার পূর্ব্বপ্রান্ত গর্গাচলের প্রান্তসীমার দ্বারা বেষ্টিত। নয়নীতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নন্দা। নন্দা দুর্গারই নামান্তর। দেবীপুরাণ মতে—

"নন্দতে সুরলোকেষু নন্দনে বসতেঽথবা।
হিমাচলে মহাপুণ্যে নন্দাদেবী ততঃ স্মৃতা॥"—৩৭ অঃ।

কথিত আছে অতি পূর্ব্বকালে আলমোড়া হইতে নন্দাদেবীকে আনিয়া সরোবরের উত্তরদিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে একটী কুটীর মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করা হয়। তদবধি ইহা তীর্থে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা নিবিড়-অরণ্য-সমাকীর্ণ হিংস্রজন্তু-সমাকুল ছিল। হস্তী ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির উপদ্রবে এ স্থান এমনই সঙ্কটময় ছিল যে যাত্রিসমূহ দল বাঁধিয়া উৎকট বাদ্যধ্বনি ও ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গমনাগমন করিত এবং পূজা উৎসবাদি সমাধা করিয়া দিবসের মধ্যেই ফিরিয়া যাইত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৮৪২ অব্দে এই স্থান জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষের নয়নপথে পতিত হয় এবং তখন হইতে এখানে বসবাসের সূত্রপাত হয়। ক্রমে ইহা যুক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হয় এবং পথঘাট, বাসগৃহ, কর্ম্মালয়, বিদ্যালয়, পণ্যশালা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে থাকে। ১৮৮০ অব্দের ভূমিস্খলনে সপুরোহিত নন্দাদেবীর মন্দির, সার্দ্ধশতাধিক নরনারী এবং প্রায় দুলক্ষ টাকার সম্পত্তিসহ নিমেষের মধ্যে সরোবর গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। একমাত্র নন্দাদেবীকে সরোবরকূলে পাওয়া যায়। দৈবলব্ধ দেবীকে তখন সরোবরের পশ্চিম উপকূলে নবনির্ম্মিত পাষাণ মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই মন্দিরপাদমূল হইতে সরসী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া উত্তর দক্ষিণের অভ্রভেদী পর্ব্বতমূল ধৌত করিয়া চলিয়াছে এবং অতিরিক্ত জলরাশির দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রপাত ও ক্ষীণকায়া 'বলিয়া' নদীর সৃষ্টি করিয়াছে। এই অনতিবিস্তীর্ণা সরসীর ক্রোশার্দ্ধলম্বিত উত্তরদক্ষিণ বাহুর সমান্তরাল পর্ব্বতদ্বয় ক্রমবক্রঢালুরেখায় পূর্ব্বপশ্চিমে মিলিত হওয়ায় তন্মধ্যবর্ত্তী এই জলরাশি আকর্ণবিস্তৃত নারীনয়নের মত দেখা যায়। তাহার পূর্ব্বপশ্চিমের এই মিলনপ্রান্ত যেন দুই নয়নকোণ বলিয়া মনে হয় এবং নেত্রপল্লবাকৃতি এই উভয় পার্শ্বস্থ শ্যামশৈলরেখার মধ্যবর্ত্তী ঘনকেশ-জালকল্প উইলো-তরুবেষ্টিত লীলাতরঙ্গায়িত সুগভীর কৃষ্ণজলরাশি, উচ্ছলিত-যৌবনা তরলায়ত-নয়নার নিবিড়পক্ষশোভী ঘনকৃষ্ণ নয়নতারার মতই শোভা পায়। মধ্যাহ্নের সূর্য্য ও পূর্ণিমার চন্দ্র সেই নয়নতারার মধ্যমণি বলিয়া মনে হয়। এই নয়নাকৃতি সরসীর নামেই বিশালাক্ষী নন্দাদেবীর নাম হইয়াছে "নয়নাদেবী" বা "নয়নামায়ী"। নন্দা এখানে দেবীর রাশনাম সুতরাং সর্ব্বসাধারণের পরিচিত নহে। 'নয়না' দেবীর পুরাণপ্রসিদ্ধি নাই বলিয়াই কি ইনি নন্দাদেবীর সহিত অভেদ কল্পিত হইয়াছেন? আলমোড়ার নন্দাদেবী এখনও আলমোড়াতেই বিরাজ

করিতেছেন, কিন্তু হিমালয়ের দক্ষিণে ও কুরুক্ষেত্রের উত্তরভাগে দেবী নন্দা নামে খ্যাতা সুতরাং দেবীপুরাণের—

"কুরুক্ষেত্রোত্তরং ভাগং হিমবদ্দক্ষিণেন চ।
নন্দাদেবী কুলাঙ্গাস্ত দেব্যাস্তত্র প্রপুজয়েৎ ॥"

এই বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে "নন্দা" নয়না দেবীর নামান্তর হওয়াই চাই। সে যাহা হউক নাম-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিলে পৌরাণিক জগতের বাস্তবস্পর্শে অনেক সময় কৌতূহলাবিষ্ট ও পুলকিত হইতে হয়। আমরা একদা গর্গাচলচূড়ায় বনভোজনে বসিয়া শুনিয়াছিলাম ইহারই বিলাতী নাম "গাগররেঞ্জ"! গর্গাচলই যে গাগররেঞ্জ যদি প্রথমেই শুনিতাম তাহা হইলে বাল্যকালে য়ুরোপীয় লিখিত ভূগোলসূত্রের পর্ব্বতপর্য্যায়ে সংস্কারবিরুদ্ধ নাম কণ্ঠস্থ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে হইত না। গাগররেঞ্জ অপেক্ষা গর্গাচল দুরূহোচ্চার্য্য হইলেও সংস্কারসঙ্গত, সুতরাং সুখপাঠ্য। নাম-বিকারে বিকৃত 'ইণ্ডিয়া'র ভূগোল ভারতের বলিয়া মনকে বুঝাইতে হয়। দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য যেমন আমাদের কানের ভিতর দিয়া মানসনেত্রে সহজেই পতিত হয়, ডেক্যান বলিলে সে স্থলে "জিওগ্রাফী" ও "ম্যাপের" ভিতর দিয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হয়। প্রথমটী যেমন সুখস্মৃতি জাগাইয়া তুলে দ্বিতীয়টী তাহা পারে না। দক্ষিণাপথের ইতিহাস আছে; বহু পুরাতন সংস্কার তাহার সহিত জড়িত আছে; কিন্তু ডেক্যানের তাহা নাই। দক্ষিণাপথকে ডেক্যান বলে বলিয়াই ডেক্যানের ইতিহাস।

নয়নীতাল, নয়নাদেবী ও গর্গাচলের যখন নামরহস্য উদ্ঘাটিত হইল তখন সরোবরের দক্ষিণে প্রসারিত সুপ্রসিদ্ধ পর্ব্বত "আয়ারপাটা"র অন্তরালেও কোন পৌরাণিক নাম প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া স্বতঃই মনে হয়। আয়ারপাটা সাগরপৃষ্ঠ হইতে ৭,৪৬১ ফুট উচ্চ। ইহা ঘনবনাবৃত। ইহার মধ্যে মধ্যে মনুষ্যাবাস থাকিলেও ইহার অধিকাংশভাগ নিবিড় অরণ্যময় ও শ্বাপদসঙ্কুল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে অধুনা এখানে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, প্রাসাদ, পথ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইলেও ইহার বন্যভাব ঘুচিতেছে না। আয়ারপাটার আকৃতিও ভীষণ। রজনীতে যখন সরোবরজলে ইহার বিশাল ছায়া পতিত হয় তখন ইহাকে কোন ভীমকায় দৈত্য বলিয়াই মনে হয়। দক্ষিণাপথ যেমন ডেক্যানে পরিণত হইয়াছে অসুরপথ বা অসুরপত্তন তদ্রূপ আয়ারপাটা হয় নাই ত? ইহার পার্শ্ববর্ত্তী এবং

সরোবরের পশ্চিমস্থ পর্ব্বতের নাম "দেওপাটা"। আয়ারপাটা অপেক্ষা দেওপাটা অরণ্যবিরল এবং রমণীয়। এই পর্ব্বত সাগরপৃষ্ঠ হইতে ৭৯৮৭ ফুট উচ্চ। ইহার পরপারে বদ্রী, কেদার, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় প্রধান প্রধান তীর্থ, স্বর্গনদী এবং পুরাণ বর্ণিত দেবলোক অবস্থিত। সুতরাং দেওপাটা দেবপথ বা দেবপত্তনের অপভ্রংশ হইতে পারে। ইতিহাসে দেখা যায় পশ্চিমের খাস উত্তরাখণ্ডী গঢ়বালীদিগের সহিত দক্ষিণের ও পূর্ব্বের কুমায়ূঁনীদিগের ঘোর শত্রুতা ছিল। এমন কি কার্য্যক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় যে সে সংস্কার এখনও গত হয় নাই। ইহাও যেন আয়ারপাটাকে অসুরপথ বা অসুরপত্তন বলিয়াই নির্দ্দেশ করে। কিন্তু একটী কথা আছে। দক্ষিণ ভারতে "আর্য্য" শব্দ "আইয়ার" হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্যগণ উত্তরপশ্চিমের দেবপথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করতঃ এই সকল স্থানে প্রথম বাসস্থাপন করিয়া ইহাকে দেবপত্তনে পরিণত করেন নাই ত? এবং পরে যখন ইহার দক্ষিণে উপনিবেশ স্থাপন করেন অথবা দক্ষিণের পথ দিয়া আর্য্যাবর্ত্তে গমন করেন তখন তাঁহাদের উপনিবেশ বা গমনপথের নিদর্শকস্বরূপ দক্ষিণের এই পর্ব্বতকে 'আর্য্যপত্তন' বা 'আর্য্যপথ' নামে অভিহিত করেন নাই ত? নয়নীতালে আসিবার বর্ত্তমান রেলপথ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আয়ারপাটার ভিতর দিয়াই গমনাগমনের পথ ছিল। এই পথ এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস দেবপথই দেওপাটা এবং আর্য্যপথই আয়ারপাটা হইয়াছে। প্রকৃত তথ্য প্রত্নতাত্ত্বিকের চিন্তা ও অনুসন্ধানের বিষয়। এই আর্য্যপথের একটী সুগভীর উপত্যকা ভূমির বর্ত্তমান নাম "শ্লিপীহলো"। চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতশিখর হইতে এই অরণ্যসমাকুল স্থানটী পাতালপুরী বলিয়া মনে হয়। বহু বর্ষ পূর্ব্বে এখানে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কিছুকাল সাধন করিয়াছিলেন। অধুনা এখানে সাহেব কেরাণীদিগের জন্য সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর এই নিস্তব্ধ গম্ভীর সাধনাশ্রমটী পল্লীকলরবমুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দীর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে নয়নীতালে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। বোধহয় সিপাহী বিদ্রোহের সময় সাহেবদিগের সহিত প্রাণরক্ষার্থ পলায়িত কয়েকজন বাঙ্গালীই নয়নীতালের প্রথম প্রবাসী। তাঁহাদের মধ্যে অধুনা মুজফ্‌ফরনগরপ্রবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম ছিলেন। তাঁহার বিষয় রোহিলখণ্ড অংশে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমৎ সোঽহং স্বামী

সরকারী কার্য্য উপলক্ষ্যে অনেক বাঙ্গালীকে এখানে পাঁচ ছয় মাসের জন্য প্রতি বৎসরই আসিতে হয়। কেহ কেহ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্যও আগমন করেন। সামরিক বিভাগের একটী দপ্তর বার মাস এখানেই থাকা হেতু কতিপয় বাঙ্গালীকে স্থায়ীভাবে এখানে অবস্থান করিতে হয়। স্থানীয় জমীদারবর্গের অগ্রণী রায় বাহাদুর কৃষ্ণসা'র বংশধরগণের শিক্ষার জন্য জনৈক বাঙ্গালী যুবক নয়নীতাল প্রবাসী হইয়াছেন। খাস নয়নীতালে বাড়ী ঘর করিয়া কোন বাঙ্গালীই এ পর্য্যন্ত স্থায়ী হন নাই। কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর বিশেষ যত্ন চেষ্টা ও অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত নয়নীতালের "এ্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুল"টী বাঙ্গালীর নাম এখানে চির জাগরূক রাখিবে। প্রতিষ্ঠাতার একখানি প্রতিকৃতি বিদ্যালয়গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। নয়নীতালের "শৈল সাহিত্য সমিতি" প্রবাসী বাঙ্গালীর মাতৃভাষানুরাগের নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। নয়নীতাল হইতে সাত মাইল দূরে গর্গাচল উপত্যকায় ভওয়ালী নামে একটী গ্রাম আছে। উহা নানা কারণে নয়নীতাল-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের আকর্ষণের স্থল। বাঙ্গালী-গৌরব শ্রীমৎ সোহহং স্বামীর আশ্রম এই স্থানে অবস্থিত। এই আশ্রমের অনতিদূরবর্ত্তী পূতসলিলা গিরিনদীর তটভূমি হিন্দুদিগের চির-বিশ্রামের স্থল। সোহহং স্বামী এই শ্মশানের অধিষ্ঠাতা দেবতার ন্যায় অবস্থিতি করিয়া মৃতের সৎকারে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করিয়া থাকেন। তাঁহার আশ্রম শোকার্ত্তের শান্তিস্থল। এই ভওয়ালীর পথ দিয়াই বদ্রীনাথ, কেদারনাথের যাত্রিগণ গমনাগমন করিয়া থাকেন। সম্মুখে বিশালবপু গর্গাচলশ্রেণী অভ্রভেদ করিয়া দণ্ডায়মান। ইহারই এক স্থানে মহামুনি গর্গের আশ্রম ছিল। তাঁহার পদরেণু মাখিয়া এই শৈলভূমি চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে; শত শত বর্ষের বারিপাতেও তাহা যে, বিধৌত করিতে পারে নাই। এই গর্গাচল-পাদমূলে বিবিধ বন্যবৃক্ষ, লতাগুল্ম এবং অরণ্য-পুষ্পতরুশোভিত ক্ষুদ্র শৈলরাজীপরিবেষ্টিত একটী উপত্যকাভূমি আছে। উপত্যকাভূমিতেই ফলপুষ্পোদ্যানসংলগ্ন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর আশ্রম রহিয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা, বিশাল বিটপিশ্রেণী, নিবিড় বনরাজী এবং তাহার অনতিদূরে কলনাদিনী গিরিনদী ও নির্ঝরিণীসমূহ বিরাজিত। আমরা সেই চির-নবীনা চিরবিস্ময়োৎপাদিকা, নয়নের চিরতৃপ্তিদায়িনী মনোমোহিনী প্রকৃতি সতীর সৌন্দর্য্য-জগতে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা উদ্দেশ্যহারা হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলাম।

অদৃশ্য ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপূত ভূমিতে পদার্পণ করায় ক্ষণকালের জন্য এই সংসার-তাপ-তপ্ত শুষ্ক আমাদেরও হৃদয় সরস হইয়া উঠিয়াছিল।

সত্য হউক, আর মিথ্যাই হউক, দুর্ব্বল ভীরু বলিয়া বাঙ্গালীর যে একটা বদনাম আছে, সেই জাতীয় কলঙ্ক অপনোদনে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই হিমালয়বাসী বাঙ্গালী সন্ন্যাসী 'সোঽহং স্বামী' সর্ব্বপ্রধান। "সোঽহংতত্ত্ব" গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করেন নাই, সোঽহং স্বামী বলিলে তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না। কিন্তু শিক্ষিতসমাজে, বাঘের সহিত মল্লযুদ্ধকারী এবং বক্ষে গুরুভার প্রস্তরভগ্নকারী প্রফেসর ব্যানার্জ্জী ওরফে শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেন নাই, এমন কোন বাঙ্গালী আছেন বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ সংবাদপত্রের স্তম্ভেও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা পাঠ করিয়া থাকিবেন :—

"পদে মস্তকেতে উচ্চ উপাধান
অবশিষ্ট দেহ শূন্যেতে রয়।
ঐ এক যুবা রয়েছে শয়ান,
পৃষ্ঠের আশ্রয় কিছু না হয়।
হেন অবস্থায় বৃহৎ প্রস্তর
দিয়েছে যুবার বক্ষের উপর ;
লৌহময় এক ধরিয়া মুদ্গর,
সবলে অপরে প্রহার করে।
অদ্ভুত ব্যাপার ভাঙ্গিল প্রস্তর !
ব্যথিত না হল যুবার দেহ !
দৈত্য কি দানব হবে এই নর !
অসুর বিনা কি সহে এ কেহ ?"

বঙ্গের সেই মহাবলশালী যুবাই শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনিই এক্ষণে হিমালয়বাসী সন্ন্যাসী 'সোঽহং স্বামী'। বিক্রমপুর আরিয়ল সমাজের ফুলিয়ামেলস্থ বন্দ্যঘটী বংশে শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৫৮ অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশ বিক্রমপুর সমাজের অতি উচ্চ কুলীন বিষ্ণুঠাকুরের পালটি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতা ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিপুরা আদালতের সেরেস্তাদার এবং পিতামহ ৺ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিসের

ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। শ্যামাকান্ত বাবু পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতা ও তিন ভগ্নী এখন বর্ত্তমান। সকল ভ্রাতাই বেশ বলবান! ঢাকা কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই শারীরিক ব্যায়ামাদিতে বিশেষ আসক্তি প্রযুক্ত এবং স্বভাবতঃই সুস্থ ও সবলকায় বলিয়া ঢাকা কলেজে 'কস্‌রত' ও পাশ্চাত্য ব্যায়ামাদি শিক্ষায় তিনি অধিকাংশকাল অতিবাহিত করিতেন। যদিও তিনি মেধা, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে সহপাঠীদিগের কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না, তথাপি শারীরিক উৎকর্ষের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করায় পাঠ সম্বন্ধে সহপাঠীদের সহিত প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিতে পারিতেন না।

যৌবনের প্রথম উন্মেষকালে তিনি দেশে অতি বলবান এবং মল্লবিদ্যায় সুনিপুণ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। এই সময় মধ্যে মধ্যে পেশাদার পঞ্জাবী পালোয়ান-দিগকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। ক্রমে, সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিয়া নিজ শক্তি ও সাহসবলে খ্যাতিলাভ করিবার বাসনা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে। কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিক বিভাগে বাঙ্গালীর প্রবেশপথ রুদ্ধ থাকায় তিনি এবং তাঁহার সহপাঠী বাবু পরেশনাথ ঘোষ * পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন। কিন্তু গোয়ালিয়ার, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশীয় রাজাদিগের সৈনিক বিভাগের অবস্থা দেখিয়া বিফল মনোরথে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জননীর একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করেন। বিবাহ বিক্রমপুরেই সম্পন্ন হয়। ইহার কয়েক মাস পরে তিনি ঢাকা হইতে আগরতলা (ত্রিপুরা) বেড়াইতে যান। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার শারীরিক শক্তি ও ব্যায়ামপটুতার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহার ব্যায়ামকৌশল ও দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় পার্শ্বচর নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। পিতার অনুমতি লইয়া তিনি তখন মহারাজের সহচর হন। রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং যখন যাহা প্রয়োজন হইত তৎক্ষণাৎ তাহা দিতেন; কিন্তু তুই বৎসর কর্ম্ম করিবার পর কোন এক বিষয়ে মতের পার্থক্যজনিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যান। মহারাজ

* ইনি এক্ষণে ঢাকা জুবিলি স্কুলের শিক্ষক।

বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন শ্যামাকান্ত বাবু তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ হইতে কখনও বঞ্চিত হন নাই। কর্ম্মত্যাগের পর যখনই তিনি ব্যাঘ্রাদির ক্রীড়াব্যপদেশে ত্রিপুরায় গিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তখনি মহারাজ তাঁহাকে সমাদর ও বহু পারিতোষিকদানে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। কতবার রাজা তাঁহাকে ভীষণ আশঙ্কাজনক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। ত্রিপুরা ত্যাগ করিয়া তিনি বরিশাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ব্যায়াম-শিক্ষক হন এবং সেই সময় হইতেই সার্কাসের আয়োজন করিতে থাকেন। প্রথম অবস্থায় সার্কাস করা তাঁহার পিতার মতবিরুদ্ধ ছিল এবং বিপদের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আত্মীয় বন্ধু সকলেই এই কার্য্যের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি সকলের মত অগ্রাহ্য করিয়া অষ্টাদশ বর্ষকাল ঐ কার্য্যেই ক্ষেপণ করেন। সর্ব্বপ্রথম তিনি শ্রীহট্টজেলাস্থ সুনামগঞ্জ নামক স্থানে একটী বন্যব্যাঘ্র (চিতা) ক্রয় করেন। অহিফেন বা অন্য কোন মাদকদ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা ব্যাঘ্র বশ করা তাঁহার নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। তিনি জোর জবরদস্তি করিয়া সেই বাঘটাকে বশ করিয়া দুই মাসের পরই সুনামগঞ্জে তাহার সহিত ক্রীড়া-প্রদর্শন করেন। ব্যাঘ্রক্রীড়ায় এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। ঐ বাঘটাকে বশ করিতে তাঁহাকে বহুবার নখ ও দন্তাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার সাহস ও অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বন্যব্যাঘ্র সকলও অতি অল্প সময়ের মধ্যে বশীভূত হইতে লাগিল এবং তাঁহার এমনি শক্তি জন্মিল যে, সিংহ ব্যাঘ্র ও যে কোন হিংস্র জন্তুর পিঞ্জর মধ্যে অম্লান বদনে প্রবেশ করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। জয়দেবপুরের রাজা একটী সুন্দরবনের বড় বাঘ (বেঙ্গল টাইগার) ধৃত করেন। ঐ ব্যাঘ্র তিনি শ্যামাকান্ত বাবুকে তাঁহার শক্তি ও সাহসের পুরস্কার স্বরূপ দান করেন। পাটনার নবাবের সদ্যোধৃত প্রকাণ্ড বাঘিনীর সহিত মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি বহুল ক্ষেত্রে তাঁহার অকুতোভয়তা ও শারীরিক শক্তির কথা সাময়িক সংবাদপত্রাদিতে সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইত। সুতরাং তৎসম্বন্ধে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একবার তিনি দানাপুর ও আরার মধ্যস্থলে মেলট্রেণে তিন জন গোরাকে এককালে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া এক মুন্সেফের পত্নীর সতীত্বরক্ষা করেন। সে সময়ের ইংরেজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ইহার বহুল প্রচার হেতু অনেকেই তাহা বিদিত আছেন।

ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়া ব্যতীত তিনি শারীরিক শক্তির পরিচায়ক আর একটী ক্রীড়া সাধারণে প্রদর্শন করিতেন। তিনি প্রত্যহ আট হইতে বার মণ ওজনের পাথর ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ছোটলাট ভবনে একবার ব্যাঘ্রক্রীড়া ও পাথর ভাঙ্গা দেখাইবার কালে তিনি চৌদ্দ মণ ওজনের পাথর বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। কয়েকজন বলবান্ ইংরেজ সৈনিক তাহা বিশাল লৌহমুদ্গার আঘাতে ভগ্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৮৯৪ সালে যখন তিনি মাসিক ১৫০০৲ টাকা বেতনে ফ্রেড-কুকের ইংলিশ সার্কাসে হিংস্রজন্তুবশকারী এবং ক্রীড়াকারিরূপে নিযুক্ত হইয়া এক বৎসর ক্রীড়া করেন, তৎকালে উক্ত সার্কাসকারীদিগের মধ্যে শারীরিক শক্তি ও সাহসে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন।

তিনি স্বীয় সার্কাস লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার কালে কিছুকাল রঙ্গপুরে অবস্থান করেন। তথায় একটা ত্রিতল বাটির নিম্নে তাঁহার পশুশালা ছিল। ১৮৯৭ অব্দের ভূমিকম্পে ঐ বাড়ী পড়িয়া যাওয়ায় ঘোড়া, বাঁদর, কুকুর, ভল্লুক, প্রভৃতির জীবন এবং সার্কাসের আসবাবপত্র সমস্ত নষ্ট হয়। সেই বাড়ীতে রামগোপাল সেন নামক জনৈক মোক্তার সবংশে নিহত হন। শ্যামাকান্ত বাবুর দুইটী ব্যাঘ্র বাহিরে থাকায় বাঁচিয়া গিয়াছিল। তিনি সেই ব্যাঘ্রদ্বয় লইয়া একবৎসরকাল কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে বাঘে কুকুরে খেলা, বাঘের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ এবং বুকে পাথরভাঙ্গা প্রদর্শন করেন। পরে "Grand Show of wild animals" নাম দিয়া এক প্রকাণ্ড নূতন ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। ইহাতে হাতী, ৫টী বাঘ ও কতকগুলি বাঁদর ও কুকুরের খেলা ছিল। ইহাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের শেষ অবস্থা। অতঃপর একার্য্যে এবং সাধারণতঃ অর্থোপার্জ্জনের প্রতি ক্রমেই তাঁহার বিরাগ জন্মিল। এ কার্য্য পরিত্যাগ করিবার কালে বিলাতের কোন বিখ্যাত সার্কাস কোম্পানী তাঁহাকে দুইশত পাউণ্ড (তিন সহস্র টাকা) বেতনে তাহাদের সহিত যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু তৎকালে তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তনহেতু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। সাংসারিকতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও অল্পবয়স হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ নিহিত হইয়াছিল। তাহার কতকটা আভাস এই;—ত্রিপুরা জেলায় রহীমপুর নামক ক্ষুদ্র এক পল্লীতে "ল্যাংটা বাবা" বা "পাগলা বাবা" নামে পরিচিত জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি হিন্দু কি মুসলমান, বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানী তাহা

জানিবার উপায় ছিল না। তিনি বহু ভাষায় কথা কহিতেন এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। তাঁহার আহার ব্যবহারে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব লক্ষিত হইত না। সুতরাং তাঁহার জাতিধর্ম্ম এবং জন্ম নির্ণয় করা অসাধ্য ছিল। শ্যামাকান্ত বাবুর পিতা আজীবন ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। তিনি প্রথমে হিন্দুধর্ম্মে, পরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে এবং তৎপরে নববিধান সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি "ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মত ও বিশ্বাস," "ভাই ভগ্নীর কথোপকথন," প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং ইঁহার নিকট হইতে তাঁহার একাত্মবিজ্ঞান লাভ হয়। শ্যামাকান্তবাবু পিতার সহিত কয়েকবার এই সাধুর নিকট যাতায়াত করিতে করিতে এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও অলৌকিক শক্তি দর্শনে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। "ল্যাংটা বাবা" কাহাকেও শিষ্য করিতেন না এবং বিশেষভাবে কাহাকেও ধর্ম্মোপদেশও দিতেন না। সময়ে সময়ে গল্প বা কথাচ্ছলে যে অমূল্য সত্য সকল তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইত শ্যামাকান্ত বাবু সর্ব্বদাই সেই সকল বাক্যের মর্ম্ম অবগত হইতে প্রয়াস পাইতেন। ইহা হইতেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়।

সংসারের অনিত্যতা এবং আত্মবস্তুর নিত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়জ্ঞান এই সময় হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই একাত্মতত্ত্বদর্শী সন্ন্যাসীর উপদেশে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে ভোগবাসনা ক্ষয় না হইলে ধর্ম্মজীবন লাভ হইতে পারে না। সাংসারিক ভোগের উপাদান সকল তত্ত্বজ্ঞের দ্বারা ধর্ম্মজীবনের সোপানস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইজন্য সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াও আন্তরিক ভোগবাসনা সকলের নিবৃত্তি করিবার জন্য তিনি অর্থোপার্জ্জনাদি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। যখন পার্থিব সমস্ত বস্তুতে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল, তখন স্বোপার্জ্জিত অর্থাদি সমস্ত ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগকে দান করিয়া তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক হিমাচলবাসী হইলেন। ইতিপূর্ব্বে আরও দুই একটা ঘটনা তাঁহার বৈরাগ্যভাবের সহায়তা করিয়াছিল। প্রায় ১৮৯৮-৯ অব্দের ১৩ই আশ্বিন তাঁহার পিতা পরলোকগমন করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তাঁহার বাহির বাড়ীর পুষ্করিণীর ধারে তাঁহার দেহের সংকার হয়। শ্যামাকান্ত বাবু পিতার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে সেই শ্মশানের উপর পঞ্চরত্ন মঠ নির্ম্মাণ করান।

কাচবসান এবং কারুকার্য্যশোভিত সেই স্মৃতিমন্দিরের তিন দিকের দেওয়ালে এক এক ছত্র করিয়া বড় বড় অক্ষরে খোদিত আছে ;—

"ধন মান যশ যত সকলই অসার
ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ নহে কার
নয়ন মুদিলে জগৎ সব অন্ধকার" ;

উত্তরদিকের দেওয়ালে আছে—"৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩ই আশ্বিন"।

পঞ্চরত্ন মঠ স্থাপনার পর তিনি কলিকাতা, ভাগলপুর, বাঁকীপুর, লক্ষ্ণৌ, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া ১৯০৩ অব্দে জয়পুর, বৃন্দাবন, চিত্রকূট, এলাহাবাদ এবং পর বৎসর মান্দ্রাজে ক্ষেপণ করিয়া এক্ষণে নাইনিতাল হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী হিমাচলগর্ভস্থ ভওয়ালী নামক স্থানে আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাস করিতেছেন।

কাশী অবস্থানকালে ভেলুপুরায় তিলভাণ্ডেশ্বর নামক স্থানে জনৈক প্রাচীন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। তাঁহার জন্ম শ্রীহট্টে। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিনি ৩২ বৎসর তিব্বতে ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অনেকে "তিব্বতী বাবা" বলিয়া থাকে। তিনি কয়েক বৎসর চীন ও শ্যামদেশেও অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিব্বতী বাবা ত্রিশ বৎসর ব্রহ্মদেশে যাপন করেন। তথায় তাঁহার নাম ছিল "ফুঙ্গিবাবা"। প্রায় ১২।১৩ বৎসর হইতে তিনি মাদ্রাজে অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় লোকে তাঁহাকে "হকীম সাহেব" বলিয়া জানে। এইরূপে কোথাও তিব্বতী বাবা, কোন স্থানে ফুঙ্গি বাবা, কোথাও পাগল পরমহংস এবং কোথাও বা পরমহংস বাবা বলিয়া তিনি পরিচিত। মাদ্রাজে তিনি হকীম সাহেব ; কারণ তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি-সকলের উৎকৃষ্ট ঔষধ অবগত আছেন এবং সময় সময় প্রয়োগও করিয়া থাকেন। তিনি মাদ্রাজ যাইবার পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ ছিলেন। শ্যামাকান্ত বাবু তখন হরিদ্বারে ছিলেন। তিব্বতী বাবা হরিদ্বার হইতে শ্যামাকান্ত বাবুকে আনাইয়া লক্ষ্ণৌয়ে বহু সন্ন্যাসী নিমন্ত্রিত করিয়া মহা সমারোহের সহিত সর্ব্বশ্রেণীর সন্ন্যাসীর সমক্ষে তাঁহার "সোঽহং স্বামী" এই নামকরণ করেন। তদবধি সন্ন্যাসী শ্যামাকান্ত বাবু সোঽহং স্বামী বলিয়া পরিচিত। তিব্বতী বাবা সোঽহংস্বামীকে কয়েকটী কঠিন

রোগের ঔষধ ও তাহার প্রস্তুতকরণপ্রণালী শিক্ষা দেন। তিব্বতী বাবার বয়স এক্ষণে ১৭১ বৎসর। ব্রহ্মদেশে জনৈক কুলী ফুঙ্গীবাবার প্রসাদলাভে সমর্থ হয়। সেই কুলী ক্রমে কুলীর কণ্ট্রাক্টার হইয়া এক্ষণে লক্ষপতি হইয়াছে। সেই ব্যক্তি ইঁহাকে প্রতিমাসে ২৫৲ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দেয়।

সোঽহংস্বামী এখনও বেশ সবলকায় ও সুস্থ আছেন; এবং তাঁহার দেহ ব্যায়ামাদি সর্ব্বপ্রকার কায়িকশ্রম পরিত্যাগ হেতু পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল হইলেও তাঁহার শক্তির হ্রাস হয় নাই।

তিনি বলেন,—"জাতিগত বর্ণগত আশ্রমগত ভেদজ্ঞান অবিদ্যার কার্য্য। আমি, স্ত্রী বা পুরুষজাতি, দেহ-সম্বন্ধ হেতু জীবের এরূপ অনুভব হয়। বাস্তবিক আত্মার জাতিগত প্রভেদ নাই। আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি বর্ণান্তর্গত, এই জ্ঞানও অজ্ঞানতা। কারণ আত্মা কোন বর্ণগত নহেন। আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী ইহাও সংস্কারগত অজ্ঞানতামাত্র। বাস্তবিক আত্মার কোন আশ্রম নাই, উহা নিত্যমুক্ত, নিত্যশুদ্ধ, সদ্বস্তু। সুতরাং জাতিগত বর্ণগত এবং আশ্রমগত প্রভেদ নাই। আত্মজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অখাদ্য নাই, একই আত্মা জীবজন্তু সর্ব্বদেহে বিভিন্নাকারে বিভিন্ন বস্তু ভোজন করিতেছে। সেই আত্মাকে অহং ইত্যাকার জ্ঞানে যে উপলব্ধি করিবে তাহার কিছুই খাদ্যাখাদ্য বিচার থাকিতে পারে না।" ইহা ব্যতীত "বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাৎ কস্মাৎ সমাগতং" ইত্যাদি স্মৃতি হইতেও সন্ন্যাসীর ভেদাভেদ জ্ঞানরাহিত্যসূচক বহুশাস্ত্র প্রমাণে তিনি বলেন যে প্রাচীন স্মৃতি সকল মাংসাদিভোজন ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন; কোন শাস্ত্রে মাংস মৎস্যাদি ব্যবহারে নিষেধ নাই। তিনি গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের "আয়ুঃসত্ত্ব বলারোগ্যাদি" বচন প্রমাণে বলেন, যাহার যাহাতে অভিরুচি এবং যাহা যাহার আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য এবং সুখস্মৃতিবর্দ্ধক, তাহাই তাহার পক্ষে সাত্ত্বিক আহার। এ সম্বন্ধে তিনি কাহাকেও বিধি বা নিষেধবাচক উপদেশ দেন না। বাল্যকাল হইতে যাহা যাহার অভ্যাস ও যাহাতে অভিরুচি তাহার সেই মত আহারই স্বাস্থ্যকর। ধর্ম্মাধর্ম্মের সঙ্গে খাদ্যাখাদ্যের কোন সংস্রব নাই ইহাই তাঁহার মত। তাঁহার মতে সন্ন্যাসীর জন্য খাদ্যাখাদ্যের যেমন বিচার নাই, গৃহীর পক্ষেও মৎস্য মাংসাদি আহার শাস্ত্রসম্মত। অদ্বৈতবাদীদিগের ব্যাখ্যা অনুসারে বেদান্তের যাহা সারধর্ম্ম,

তাহাই তিনি সাধু "ল্যাংটা বাবার" নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সৃষ্টি-কর্ত্তা ঈশ্বর এবং সৃষ্টি এই উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কারণ তিনি বলেন "ব্রহ্ম শব্দের অর্থ মুসলমানের ও খৃষ্টানের নিরাকার ঈশ্বর নহেন। বৃহ+মন্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ভূমা, মহান্, অর্থাৎ "infinitely great।" যদি ব্রহ্ম তাহাই হন, তাহা হইলে এই পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ তাহা হইলে জগৎ তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করে। যাহা সসীম তাহাই পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসশীল, অতএব ব্রহ্ম ধ্বংসশীল হইয়া পড়েন। সুতরাং ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা। যাহা কিছু জগৎরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেছে, তাহা ব্রহ্মেরই বিকাশ বা কল্পনামাত্র। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট জীবজন্তু বিষয়াদি পরমার্থতঃ মিথ্যা কিন্তু স্বপ্নকালে সত্য জড়রূপে উপলব্ধ হয় এবং জাগরণে সম্পূর্ণ অলীক হইয়া যায়, তদ্রূপ জীবাবস্থারূপ অজ্ঞানাবস্থাতে এ জগৎ জড়রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তুরীয় বা সমাধি অবস্থায় উপস্থিত হইলে জগতের অস্তিত্ব থাকে না। একই চৈতন্য উপাধিযোগে বহুরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। উপাধিবিনির্মুক্তি হইলে এক চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই চৈতন্য দ্বৈতভাবে উপাস্য নহেন, অহং ইত্যাকার জ্ঞানে উপলভ্য।"

ইনি যেমন আশৈশব নির্ভীকহৃদয়, স্বাধীনচিত্ত এবং স্পষ্টবাদী, জীবনের শেষ-ভাগ তেমনি স্বাধীনতার সহিত ক্ষেপণ করিতে ও স্বাধীনভাবে আত্মচিন্তায় অতি-বাহিত করিতে পারিবেন বলিয়া প্রকৃতির নীলানিকেতন হিমাদ্রি বক্ষে মুক্ত বায়ুর মধ্যে তাঁহার যোগাশ্রম * স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার আশ্রম 'বাংলার' মত বলিয়া সাহেবেরা ইহাকে ডাক বাংলা মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার শান্তিভঙ্গ করায় তিনি ইহার "The Hermitage" এই নাম রাখেন। ইহার কিছু দূরেই শ্মশান ভূমি।

সোঽহংস্বামীর আশ্রমের অনতিদূরেই একটী তার্পিণের কারখানা আছে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় বনবিভাগের রেঞ্জার শ্রীযুক্ত তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তে তাহার তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হয়। তিনকড়ি বাবুর নিবাস শ্রীরামপুর। তিনি দেশে সেণ্টজেভিয়ার স্কুল হইতে এফ-এ পাশ করিয়া দেরাদুন ফরেষ্ট স্কুলে

* সম্প্রতি তিনি আরও উত্তরে হিমালয়ের অধিকতর নির্জ্জন স্থানে আশ্রম স্থাপন করিতেছেন বলিয়া সংবাদপাইলাম।—জ্ঞ।

(Forest School) অধ্যয়ন করেন এবং তথা হইতে উচ্চমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুমায়ূঁ বিভাগে রেঞ্জার নিযুক্ত হন। ১৮৯৯ অব্দে তিনি নয়নীতালে বদলী হন এবং ভওয়ালীতে অবস্থিতি করিয়া এই তার্পিণের কারখানারও ভার গ্রহণ করেন। এই ভওয়ালীর কারখানার কার্য্য ১৮৯৬-৭ অব্দে আরম্ভ হয়। তখন বৎসরে ৭ শত গ্যালন তার্পিণ ও প্রায় সাড়ে তিন শত মণ রজন প্রস্তুত হইত। তখন এই কারখানা শ্রীযুক্ত হরিদত্ত জোষী রেঞ্জর ও ডেপুটী-রেঞ্জর শ্রীযুক্ত রবিদত্তের তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৮৯৯ অব্দে ইহার মাল খারাপ হওয়ায় কাজের উন্নতি হয় নাই। তখন কার্য্য চলিবে কি না তদ্বিষয়ে অনেকের সন্দেহও হইয়াছিল। প্রথম পরীক্ষায় কৃতকার্য্য না হইয়া অনেক ব্যবসায়ই উৎসন্ন গিয়াছে। এমন কি এই তার্পিণের ব্যবসায়ই পঞ্জাব প্রদেশের কাংড়া জেলায় আশাজনক বলিয়া বোধ না হওয়ায় বন্ধ হইয়া যায়।

ভওয়ালীর কারখানার ভার তিনকড়ি বাবুর হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় উহা স্থায়ী হইয়া যায়। তিনি ডেপুটি কনজারভেটর শ্রীযুক্ত ক্যাম্বেল সাহেবের উৎসাহ পাইয়া ৬ বৎসরের শ্রম ও যত্নে ইহাকে একটী বিলক্ষণ লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করেন। তাঁহার চেষ্টায় এই কারখানা হইতে বার্ষিক আট হাজার গ্যালন তার্পিণ ও তিন হাজার ছয় শত মণ রজন উৎপন্ন হইতে থাকে। প্রথমে ইহাতে খরচ পড়িত ১২।১৩ শত টাকা। সুতরাং দুই শত বা আড়াই শত টাকা মাত্র লাভ থাকিত। সেইস্থলে এক্ষণে ১৭।১৮ হাজার টাকা খরচে ৩২।৩৩ হাজার টাকা আয় হইতে লাগিল। এখানকার উৎপন্ন তার্পিণ রেলওয়ে এবং অর্ডনান্স তোপখানায় (arsenal) অধিক সরবরাহ হয়। যৎসামান্য যাহা বাকি থাকিয়া যায় (প্রায় ২০০ গ্যালন) তাহা খুচরা বিক্রয় হয়। এই উন্নতির কারণ তিনকড়ি বাবুর অভিজ্ঞতা। তিনি এই শিল্পবিজ্ঞানে স্বয়ং পরিপক্ক। হাতে কলমে কাজ করিতে সমর্থ। তাঁহার জ্ঞানের সহিত ক্যাম্বেল সাহেব ও লভগ্রোভ সাহেবের উৎসাহ এই উন্নতির অন্যতম কারণ। এই তার্পিণ বিলাতী হাব্বকের তার্পিণ হইতে কোন অংশে নিরেশ নহে অথচ মূল্যে গ্যালন প্রতি প্রায় ৷৵০ হইতে ১৲ সস্তা পড়ে। এখানকার রজন মার্কিন রজন হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

নয়নীতাল পর্ব্বতপাদমূলে হলদোয়ানী নামক নগর। শীতকালে এখানে গবর্ণমেন্টের আদালত ও অফিসগুলি নামিয়া থাকে। ইহার পশ্চিমে এবং

রোহিলখণ্ড-রামপুরের উত্তরে তরাই জেলার অন্তর্গত তরাইয়ের মধ্যে উত্তর পঞ্চালস্থ প্রাচীন অহীচ্ছত্রা নগরীর ধ্বংশাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইহার সন্নিকটে কাশীপুর নামে একটী ক্ষুদ্র দেশী রাজ্য আছে। এই রাজ্যের কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কর্ম্মাবসানে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ঘোষ মহাশয়ের পিতা বহু বর্ষ হইতে কাশীপুরের রাজার মন্ত্রী ছিলেন। পরে কৃষ্ণগোপাল বাবু তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

জেলা আলমোড়া নয়নীতালের উত্তরে। ইহার প্রধান সহর আলমোড়া সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৫৪০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত নন্দাদেবী (২৫৬৬১ ফুট উচ্চ) ইহারই অন্তর্ভুক্ত। বহুবর্ষ পূর্ব্বে আলমোড়ায় একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি সর্ব্ব সাধারণ "আলমোড়ার স্বামিজি" (Swami of Almora, the holy Ascetic of Almora) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ৩১ বৎসর হইল থিওসফিষ্ট পত্রিকায় তিনি ২০শে জানুয়ারী তারিখে আলমোড়া পাটল দেবী হইতে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে একটী জ্ঞানগর্ভ সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। ১৮৮২ সালের পত্রিকায় সে পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

আলমোড়ার অন্তর্গত মায়াবতী উপত্যকায় "অদ্বৈত আশ্রম" নামে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীদিগের একটী মঠ আছে। ঐ মঠ ১৮৯৮ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দের দুইজন য়ুরোপীয় শিষ্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান সন্ন্যাসিগণ সকলেই বাঙ্গালী ও স্বামীজীর শিষ্য। এই আশ্রমে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। মঠের সন্ন্যাসিগণ এখান হইতে "প্রবুদ্ধ ভারত" নামে একখানি ইংরেজী মাসিক পত্র প্রকাশ করেন।

প্রৌড়ী গাঢ়বাল কুমায়ূন বিভাগের একটী জেলা। হিন্দুর প্রধানতম তীর্থ বদ্রীনাথ বা বদ্রীনারায়ণ ইহার অন্তর্গত। লছমন ঝুলায় গঙ্গাপার হইয়া এখানে আসিবার পথই প্রশস্ত। অতি প্রাচীন কাল হইতে অন্যান্য প্রদেশবাসীর ন্যায় বাঙ্গালিগণ এখানে তীর্থ যাত্রা করিতে আসিতেছেন। এখন নানা সুযোগ ও সুবিধা হেতু তীর্থ যাত্রা তেমন কষ্টকর নাই কিন্তু পূর্ব্বে অনেকেই এ সকল স্থানে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া আসিতেন।

লছমনঝুলা মর্ত্ত্যভূমি হইতে উত্তরাখণ্ড বা হিন্দুর স্বর্গভূমি যাইবার সেতুস্বরূপ এবং পরীক্ষার মহাক্ষেত্র; সুতরাং এই স্থান যে পারলৌকিক বৈতরণীর মর্ত্ত্যসংস্করণ তাহাতে আর ভুল নাই। ঝুলার মধ্যভাগ প্রকৃতই জীবন মরণের সন্ধিস্থল বলা যাইতে পারে। সীতার অগ্নিপরীক্ষা, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ কালে যমের পরীক্ষা, পারলৌকিক বৈতরিণী-পার আর এই লছমনঝুলায় গঙ্গাপার হওয়া একই রূপ কঠোর। এতদঞ্চলে ধর্ম্মপ্রাণ, হিন্দুগণের তীর্থ পূর্ব্বে কিরূপ প্রাণান্তকর ছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অক্ষয় বটের উচ্চ শাখা হইতে প্রয়াগসঙ্গমে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জনের কথা অনেকেই জানেন লছমনঝুলার ব্যাপার ও তদ্রূপ। স্বর্গীয় যতুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় স্বয়ং উক্ত তীর্থ দর্শন করিয়া দিন-লিপিতে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। সাধারণের কৌতূহল নিবারণার্থ তাহা হইতে অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল।

"ঝুলা দর্শন মাত্রেই লোকে চৈতন্য হারাইত। পাহাড়ের উপর হইতে পাঁচ শত হাত দীর্ঘ তিনটী রজ্জু গঙ্গার পারে পর্ব্বতের উপরিস্থিত বৃক্ষে বদ্ধ। রজ্জুত্রয় দেড় হস্ত পরিমিত প্রশস্ত; উহাতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর এক এক থাদি কাষ্ঠ মই বা সিঁড়ির আকারে থাক্ বাঁধা, দড়ির সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে কোমর পর্য্যন্ত উচ্চ দড়ির রেল বাঁধা, তাহার উপরে দুই পার্শ্বে দুইটি দড়ী আছে তাহা ধরিয়া ঝুলার উপর উঠিয়া ঐ থাদি কাষ্ঠের উপর সভয়ে পদক্ষেপ করিয়া গঙ্গাপার হইতে হইত। ঝুলার পরিসর দেড়হস্ত পরিমিত সুতরাং এককালে একাধিক ব্যক্তির গমনাগমন একরূপ অসম্ভব, মাত্র একজন ব্যক্তি যাইতে বা আসিতে পারিত। যদি কেহ যাইতেছে আর বিপরীত পার হইতে কেহ আসিতেছে এরূপ ঘটিত তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কাহারও আর প্রাণের আশা থাকিত না। ঝুলার দুই মুখ উচ্চ পর্ব্বতের উপর এবং মধ্যস্থান বহু নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঝুলিয়া থাকিত; ঐ স্থলে আসিলে প্রাণ শঙ্কাকুল হইয়া উঠিত, কারণ তথায় ভাগীরথীর জলস্রোত এত প্রবল যে দশ বার মণ প্রস্তর ভাঁটার ন্যায় গড়াইয়া এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল দন্তকাষ্ঠের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেশদেশান্তরে ভাসাইয়া লইয়া যায়। শব্দ এমন বিপরীত যে ঝুলা হইতে সহস্র হস্ত নীচে গঙ্গার জল, তথাচ তাহার কল্লোলশব্দে কর্ণে তালা লাগে এবং নিকটস্থ ব্যক্তির সহিতও উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে হয় তবে তাহা কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। এই ভয়ঙ্কর বেগবতী নদীর সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে রজ্জুমাত্র

অবলম্বন করিয়া অর্দ্ধহস্ত অন্তর অন্তর পাদক্ষেপ করিতে করিতে ঝুলার আন্দোলন ক্রমেই এত বৃদ্ধি হয় এবং উভয় পার্শ্ব এরূপভাবে হেলিতে থাকে, তাহার উপর একপার্শ্ব উচ্চ এবং অন্য পার্শ্ব নিম্ন হয় যে মধ্যস্থলে আসিয়া "ত্রাহি মধুসূদন" "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতে হয় এবং মৃত্যুকে অদূরবর্ত্তী জানিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিবার বাসনা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে কোন প্রকারে এই লছমনঝুলায় পার হইতে হয়। গঙ্গার তীরে ব্যাসাশ্রম। ব্যাসাশ্রম হইতে ছয়ক্রোশ দূরে দেবপ্রয়াগ। দেবপ্রয়াগে ভাগিরথী আর মন্দাকিনীর সঙ্গম, জলের শব্দে কর্ণে তালা ধরে, দেবপ্রয়াগের ঝুলা লছমনঝুলার ন্যায়, কিন্তু রশির টান আছে, আন্দোলন অপেক্ষাকৃত কম। ঐ ঝুলা পার হইলে বদরিনারায়ণের পাণ্ডাদিগের বাসস্থান। * প্রায় ২০০ ঘর পাণ্ডা আছে। গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, টিহিরী রাখিয়া টিহিরীর রাজা আর সমস্ত ইংরেজকে দেন। ঐ রাজার নিকট পাশ লইয়া তিন দিবস বরফাবৃত পর্ব্বতের উপর দিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গঙ্গোত্তরী তীর্থে গমন করিতে হয়। সে পথে কেবল অগ্নির উত্তাপ, কম্বল আর পায়ে কুশের জুতা লইয়া প্রাণরক্ষা করিতে হয়। স্নানের সময় ক্ষণমাত্র জলে তিষ্ঠিবার ক্ষমতা নাই, সমস্ত শরীরের স্পন্দন রহিত হয়। ভগীরথ যখন গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনিয়াছিলেন, তখন, হিমালয় হইতে গঙ্গা ঐ স্থানে মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। পর্ব্বতের উপর এক ভূর্জ্জবৃক্ষের মূল দিয়া উত্তরদিক্ হইতে যে ধারা আসিতেছে তাহা গঙ্গোত্তরী, পশ্চিমদিক্ হইতে যে ধারা পতিত হইতেছে তাহা যমুনোত্তরী। এই সকল স্থলে গমনাগমন করিতে পথে অনেক স্থলে বহুবার শিক্যায় পার হইতে হয়। গঙ্গার উভয় পারে দুই পাহাড়, তাহাতে বৃক্ষাদি আছে, সেই বৃক্ষে বাঁধা দড়ীতে ঝুলান পরপারে যাইবার সেতুস্বরূপ এই শিক্যা একজন বসিতে পারে এমন ছোট একটী মাচার চারিকোণে দড়িবাঁধা, তাহাতে আংটী লাগান যে দড়ীতে এই শিক্যা ঝুলান তাহার দুই মুখে আরও দুটী রজ্জু লম্বমান, খরস্রোতা ভীমনাদিনী নদীর উর্দ্ধে তীর্থযাত্রী যখন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া এই শিক্যায় উপবেশন করে পারের লোক তাহা দুলাইয়া ঠেলিয়া দেয় ও পরপারের লোক ঐ রশি ধরিয়া টানিয়া লয় এবং যদিই বিপরীত পারে টানিয়া লইবার কোন

* এই পাণ্ডাদিগের মধ্যে প্রাচীন ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী মিশ্রিত হইয়া সম্পূর্ণভাবে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়াছেন।

লোক না থাকে বহুকষ্টে আপন কোমরের ও হাতের ঠেলা দিতে দিতে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া পরপারে পৌঁছিতে হয়। ইহার পর ঝুলায় দেবপ্রয়াগ পার হইয়া ছয়ক্রোশ দূরে রাণীবাগ, এখানেই গৌতমাশ্রম। পরে টেরির রাজধানী শ্রীনগর। রাজার কেল্লা এখন কোম্পানীর জেলখানা। ডাক্তার আশুতোষ গুপ্ত ও তাঁহার এক জ্ঞাতিভ্রাতা ভিন্ন তখন ওখানে আর কোন বাঙ্গালী ছিল না। শ্রীনগর হইতে কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে রুদ্রপ্রয়াগ। এখানে রুদ্রনারায়ণের দর্শন করিতে হয়। রুদ্রপ্রয়াগের ঝুলা পার হইয়া স্নান তর্পণের নিমিত্ত অবতরণ অতি সুকঠিন ব্যাপার। একশত ধাপ নামিবার পর এক লৌহ শিক্যা অবলম্বনে দশহস্ত নিম্নে স্নানের জল পাওয়া যায়, এই স্থানে মন্দাকিনী ও অলকানন্দা সঙ্গম। জলের স্রোত অতি প্রবল, সঙ্গম স্থান দেখিতে ভয়ঙ্কর, জল এমন শীতল যে যে স্থানে স্পর্শ হয় তাহা অসাড় হইয়া যায়, পানে দন্ত খসিয়া যায়। অতি কষ্টে শৃঙ্খল ধরিয়া নীচে অবতরণ করিয়া সঙ্গমস্থলে স্নানতর্পণাদি করিয়া ঐ শৃঙ্খল ধরিয়া উঠিতে প্রাণবিয়োগের ন্যায় কষ্ট হয়, পরে উপরে উঠিয়া অগ্নির উত্তাপে ক্রমে দেহ প্রকৃতিস্থ হয়।" ইহা হইতেই বুঝা যাইবে মর্ত্ত্যমানবের পক্ষে দেবভূমিতে পদার্পণ করিবার কালে কিরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে শারীরিক ক্লেশ হইলেও যাহা দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সেই মন ও আত্মার চরিতার্থতা নিশ্চয়ই লাভ হয়। মনের আনন্দে ও আত্মার তৃপ্তিতে যে স্বর্গসুখ অনুভূত হয় তাহাতে কায়িক ক্লেশ, ক্লেশ বলিয়াই মনে হয় না। অবশ্য এখানেই শেষ নহে বরং ইহাই প্রবেশিকা।

ব্রিটিশ গঢ়বাল বা পৌড়ী গঢ়বালের পশ্চিমে টিহিরী গঢ়বাল বা স্বাধীন গঢ়বাল। উহার উত্তরে চীন-তাতার রাজ্য, দক্ষিণে হরিদ্বার এবং পশ্চিমে মসুরী পাহাড়। ইহার পরিসর ৪৫০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। টিহিরীর রাজধানী গঙ্গার পশ্চিমকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৯০০ ফুট ঊর্দ্ধে এবং কলিকাতা হইতে ১১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। তিব্বতে যাইবার যে গিরিবর্ত্ম "নিলাং পাস" (Nilang Pass) নামে প্রসিদ্ধ তাহা রাজ্যের উত্তরপূর্ব্ব কোণে গঙ্গোত্তরীর উত্তরে বিরাজিত। অপর বর্ত্ম "নিতিপাস" (Niti Pass) পৌড়ী গাঢ়বালের উত্তরে স্থিত। প্রতাপনগর টিহিরীরাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। বহুপূর্ব্ব হইতে টিহিরীরাজ্যের সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে, টিহিরীর রাজা সুদর্শন সা

বাঙ্গালার রাজা বল্লালসেনের বংশোদ্ভব মণ্ডির রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মণ্ডির বাঙ্গালী উপনিবেশের বিষয় পঞ্জাব অংশে দ্রষ্টব্য। যাহা হউক টিহিরীরাজ্যের সহিত বাঙ্গালীর এই সম্বন্ধের পর হইতে এখানে বাঙ্গালী উপনিবেশের সূত্রপাত হয়। কিন্তু প্রাচীন ঔপনিবেশিকগণ ক্রমে গড়বাল জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের আর জানিবার উপায় নাই। পরবর্ত্তীকালে এখানে আধুনিক বাঙ্গালীরও আবির্ভাব হয় নাই এমন নহে। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার আশুতোষ গুপ্ত ও তাঁহার এক জ্ঞাতিভ্রাতা যে টিহিরীতে ছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। টিহিরীর রাজা স্বর্গীয় প্রতাপসা'র পূর্ব্বতন মেডিকেল অফিসর ছিলেন ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ শীল। বঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মধ্যম সহোদর স্বর্গীয় রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় টিহিরীর রাজার প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister) ছিলেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও ছিলেন বাঙ্গালী। বর্ত্তমানেও এখানে কর্ম্মসূত্রে কতিপয় বাঙ্গালী বাস করিতেছেন কিন্তু কেহই স্থায়ী অধিবাসী হইবেন বলিয়া বোধ হয় না।

টিহিরীরাজ্যের পূর্ব্বসীমান্তে ব্রিটিশ গড়বালের অন্তর্গত কেদারনাথ, বদ্রীনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠতীর্থ। মহাপ্রস্থানের পথও ইহার সন্নিহিত। সমুদ্রের উপকূলবাসী বাঙ্গালী সাগরপৃষ্ঠ হইতে পঁচিশ ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চ এই সকল পার্ব্বত্যপ্রদেশে পূর্ব্বে কি ভাবে তীর্থ করিয়া যাইতেন তাহার চিত্র এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া পূর্ব্বোক্ত তীর্থযাত্রীর দিনলিপি হইতে সেই চিত্র এখানে উদ্ধৃত হইল।

"২৪ বৈশাখ ১২৬১ সাল। অতি প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি অন্তরে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া কেদারনাথ দর্শনার্থ গমন—গাত্রে তুলাভরা জামা তাহার উপর লুই বনাত কম্বল মুড়ি দেওয়া—হাতে আপন আপন যষ্ঠী স্কন্ধে পূজা ভেটের দ্রব্যাদি উহার পূর্ব্বে চারিদিবসের পথ পাহাড় হইতে বিল্বদল সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহার পর আর বিল্ববৃক্ষ নাই, ঐ বিল্বদল আর ঘৃত মধু চিনি ও মেওয়াজাত যে যাহা লইয়া আসিয়াছিল তাহা লইয়া বম্ কেদার বলিয়া কেদারনাথ দর্শনে যাত্রা হইল। ভীমগড়া হইতে চারি ক্রোশ পাহাড়ে উঠিতে হয়, তাহার একক্রোশ পথ কোথাও পর্ব্বতের পাথর, কোথাও বরফগলা জল, কোথাও ঘাসপাতা। তাহার পর তিন ক্রোশ ক্রমিক বরফের উপর পথ। গঙ্গাসাগর হইতে কেদারনাথ পাহাড় চারিশত ক্রোশ উচ্চ, ঐ পর্ব্বতের

শিরোভাগে উঠিয়া গমন করা হইতেছে; বরফের পর্ব্বত—কত যুগের বরফ জমিয়া আছে তাহার নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। এই তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত তৃণাদি জন্মে না, কেবল ধবলাকার, চলিতে পা অসাড় হয়। পথের বিকটত্ব কি কহিব, বরফে আচ্ছাদিত পর্ব্বত, তাহার বরফ সকল কাটিয়া পথ হইয়াছে এক এক পদক্ষেপ হইতে পারে এই পরিসর পথ, যে যে স্থানে পদের কালচিহ্ন আছে তাহার উপর পাদক্ষেপ করিতে হয়, যদি সম্মুখে কেহ আসিতেছে তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশে পাশে পাদক্ষেপ করে তবে মহাবিপদ হয়, পশ্চিমদিকে পদক্ষেপে বরফে কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়, পূর্ব্বদিকে পদক্ষেপে কোথা যায় তাহার নিরাকরণ হয় না, তাহার কারণ পাহাড়ের গড়েন কম বেশ দশ হাজার হাত নিম্নে মন্দাকিনী বহিতেছেন তাহারই উপর বরফ আচ্ছাদিত আছে, কোথাও কোথাও বরফ গলিয়া ফাঁক হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে মন্দাকিনীর স্রোত বহিতেছে। ঐ পূর্ব্বদিকে পদক্ষেপ করিলে একেবারে বরফে মগ্ন হইয়া গঙ্গায় পতিত হয়। একব্যক্তির পা বে-হিসাবে পড়িয়াছিল সে ব্যক্তির প্রাণ পরিত্যাগ হইয়া অনেক নিম্নে বরফের উপরে পতিত আছে প্রায় এক মাহা হইল প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, বরফের গুণে পচে গলে নাই তাজা আছে। এই সুকঠিন পথ দিয়া এক পুল পার হইয়া কেদারনাথের মন্দির দেখা যায়, পুল হইতে এক ক্রোশ এ বৎসর একশত এগার হাত বরফ পড়ে, তাহা কাটিয়া মন্দির বাহির করে। মন্দিরের চিহ্ন ইহাতে পায় যে, যত উচ্চ হইয়া বরফ পড়ুক মন্দিরের উপর যে ত্রিশূল আছে তাহা আবৃত হইবে না। যে সকল বাড়ীঘর, কুণ্ড, তীর্থ, দেবালয় বরফে ঢাকিয়া আছে তাহাতে অন্য চিহ্ন কিছুমাত্র নাই, দেখিতে সুশোভিত পুরাতন যে বরফ আছে তাহার বর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন নূতন বরফ অতি শুভ্র সাফা দানাদার। কেদারনাথ দর্শনের প্রথমে পঞ্চ গঙ্গাতে স্নান তর্পণ পরে হংসতীর্থে শ্রাদ্ধাদি করিয়া দেবদেব মহাদেবের দর্শন—এ স্থানে পঞ্চগঙ্গা—অলকনন্দা, মন্দাকিনী, দুধগঙ্গা, ক্ষীরগঙ্গা, মোগঙ্গা, এই পঞ্চ গঙ্গার সঙ্গমস্থলে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধের পিণ্ড দান করিয়া ৺ কেদারেশ্বর দর্শন করা হইল, সেখানে মন্দির মধ্যে মহিষাকৃতি মূর্ত্তি শ্রী৺মহাদেবের দর্শন করিয়া বহুকালের মনমানস এবং দেহ এবং চক্ষুর সফলতা করিয়া পর্ব্বতে উঠিবার এবং বনজঙ্গলের ক্লেশের শান্তি হইল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পঞ্চগঙ্গার সঙ্গম

জলে স্নান করাইয়া বিল্বদল চন্দন দিয়া পূজা করিয়া প্রদক্ষিণান্তর কোল দিতে হয়। মন্দির অতিশয় অন্ধকার অষ্ট দিকে অষ্ট স্তম্ভ আছে ঐ স্তম্ভ বেষ্টিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া কেদারনাথকে কোল দিয়া বারম্বার প্রদক্ষিণ। কেদারনাথের মন্দির বরফে ডুবিয়াছিল অদ্যাবধি মন্দিরের ভিতর বরফ যায় নাই সর্ব্বদা জল পড়িতেছে এই বরফের জন্য ৺ শ্রীশ্রীবদরি নারায়ণের ৺ কেদারনাথের দ্বার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর অক্ষয় তৃতীয়া পর্য্যন্ত ছয় মাহা রুদ্ধ থাকে। মন্দিরের ভিতর এক এক ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিত করিয়া তাক মধ্যে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অখিমঠ ও যোশীমঠ দুই স্থানে গদি আছে ঐ গদিতে ছয়মাস পূজা হয়। কেদারনাথের মন্দির অখিমটে মন্দিরের নিকট মনুষ্য কি কোন জীব জন্তু পক্ষ্যাদি কিছু থাকিবার ক্ষমতা হয় না, ঐ ছয় মাস দেবগণে পূজা করেন। দেবগণে পূজা করার এই চিহ্ন পাওয়া যায় যে ভিতরে ঐ ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতে থাকে, আর অর্ঘ্যের চাউল ও নীলকমল দিয়া যে পূজা হয় তাহা ঐ মন্দির মধ্যে থাকে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন খোলা হইলে টিহিরীর রাজা অগ্রে দর্শনার্থে মন্দিরে প্রবেশ করেন, রাজা দর্শন করিবা-মাত্র ঐ প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। প্রদীপের বাতি গুল যাহা থাকে তাহা, আর ঐ দেবপূজিত অর্ঘ্যের চাউল ও কমল পুষ্প রাজা সকল লয়েন পরে অর্ঘ্যের চাউল ও প্রদীপের গুল বাতি রাজা কাহাকেও দেন না, কমল পুষ্প যাত্রীদিগকে নির্ম্মাল্য দিবার জন্য রাওলের নিকট কেদারনাথের ভাণ্ডারে থাকে। অর্ঘ্যের চাউলের অতি অল্প ভাগ ভাণ্ডারে আইসে, অনেক স্তব স্তুতিতেও যাহার প্রতি অনুগ্রহ হয় তাহাকে দেন। মন্দিরে ঘৃত প্রদীপ দিবারাত্র জ্বলিতেছে, আলো না হইলে কিছু দৃষ্ট হয় না। নাট মন্দিরে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে আর মন্দিরের ভিতর বাহিরে কত দেব দেবীর, মুনি ঋষিগণের মূর্ত্তি, আর নাট মন্দিরের মধ্যস্থলে নন্দিকেশ্বর আছেন। মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মুখে আসিতে বরফে স্পন্দন রহিত হয়। কেদারের মন্দিরের উত্তর দিক হইয়া মহাপন্থা এখান হইতে তিন ক্রোশ উত্তরমুখে গমন করিয়া যাইতে পারিলে হিমলিঙ্গেশ্বর শিব, যাহাকে পরশ করিবা-মাত্র দেহ বজ্রতুল্য হইয়া সকায়াতে স্বর্গে গমন করিতে পারে, কিন্তু এই তিন ক্রোশ পথ যাওয়া অতি দুষ্কর, তাহার কারণ দিবারাত্র বরফ জলের ন্যায় বারিবর্ষণ হইতেছে ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই, কেবল ঘোর ঘোর কুজ্ঝটির ন্যায় অন্ধকার হইয়া বর্ষিতেছে। নিম্নে বিপরীত বরফ উপরে বরফ বরিষণ এই শীতে

কেহ মহাপন্থাতে যাইতে পারে না, যদি কেহ সাহস করিয়া ঐ পথে গমন করে, কদাচ তথায় পঁহুছিতে পারে না, তাহার কারণ ঐ মহাপন্থাতে পদক্ষেপ করিতে যদি কিছু শব্দ হয় তবে এমত বরফ খসিয়া পড়ে যে তাহাতে প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা নাই তাহার নাম খুনি বরফ, যে অঙ্গে ঐ বরফ স্পর্শ হয় তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গ খসিয়া পড়ে। এই সকল কারণ জন্য শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের এবং টিহিরীর রাজ সরকার হইতে ছত্রিশ জন পার্ব্বত্য মনুষ্য রক্ষক আছে কোন ক্রমে কেহ বিনানুমতিতে ঐ পথে যাইতে না পারে। যে সকল রক্ষকগণ আছে তাহারা লোম সমেত দুম্ব ভেড়ার চামড়ার জামা ইজার টুপী তাহার উপর কম্বল আচ্ছাদন থাকে, অগ্নির কুণ্ড সমভিব্যাহারে ঐ রক্ষকগণ একক্রোশ পর্য্যন্ত কষ্টে যাইতে পারে তাহাব পর গমনের ক্ষমতা নাই। একবার একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কেদারনাথ দর্শনে গিয়া মন্দির প্রদক্ষিণের সময় মহাপন্থা গমনের পথ স্থির করিয়া, আপন দ্রব্যাদি সকল সমভিব্যাহারী ব্যক্তির নিকট দিয়া উলঙ্গ হইয়া এক কম্বল গাত্রে আচ্ছাদন দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত দৌড়িয়া গিয়াছিল পরে রক্ষকগণ জানিতে পারিয়া তাহাকে বহুতর কপট স্তব করিয়া স্থগিত করাইয়া নিকটে গিয়া তাহাকে বন্ধন এবং প্রহার করিতে করিতে বিচার স্থলে লইয়া গেল; তাহাকে অনেক ভয় মৈত্র দেখাইয়া অন্য পর্ব্বতে পাঠাইয়া দিল। যাহার মহাপন্থা হইয়া হিমলিঙ্গেশ্বর স্পর্শ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকে অগ্রে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস কি বানপ্রস্থ কি অন্য আশ্রম লইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইয়া গো-গ্রাসে ভোজন, তদন্তে আপন পদে ঝিঁক করিয়া চরু রন্ধন করিয়া ভোজন, তদন্তে রাজার নিকট মহাপন্থা গমনের আবেদন করিতে হয়, রাজা শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে রাজভবনে রাখিয়া উত্তম উত্তম মেওয়াদি তেজস্কর দ্রব্যাদি দুগ্ধ ঘৃত প্রচুর রূপে আহার করাইয়া উত্তম রূপসী যুবতী সৈরিন্ধ্রিগণকে সেবায় নিযুক্ত করিয়া দুই তিন মাস একত্রে বাস করাতে যদি কিছু বিকার না জন্মে তবে তাহাকে পুনর্ব্বার পায়ের ঝিঁকে পাকস্থালি বসাইয়া চরু পাক করিয়া আহার করিতে পারিলে সেই ব্যক্তিকে মহাপন্থা গমনের অনুমতি দেন্। ঐ ব্যক্তি এই স্থানে আসিয়া উলঙ্গ হইয়া সকল ত্যাগ করিয়া মহাপন্থাতে গমন করে। এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে পায় তাহার পর কোথা যায় কি হয় কেহ দেখিতে পায় না। মহাপন্থার শেষভাগে তিন পন্থা আছে—বিষ্ণুপন্থা, রুদ্রপন্থা, ব্রহ্মপন্থা,

যে যেপন্থা গমনের ইচ্ছা করে সে সেই পন্থাতে যায় ও সাধনা ক্রমে প্রাপ্ত হয়। কেদার দর্শনান্তর রেতঃকুণ্ডের জল পান করিতে যাইতে হয়, অৰ্দ্ধ ক্রোশ পথ বরফের উপর দিয়া কুণ্ডে আসিতে হয়, কুণ্ড দীর্ঘে প্রস্থে চারি হস্ত, চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরে সোপানবদ্ধ ঘর বেষ্টিত আছে, ঐ ঘর মধ্যে কুণ্ড বরফে পরিপূর্ণ ছিল সম্প্রতি পথ ও কুণ্ডের বরফ কাটিয়া মুক্ত করিয়াছে—এই স্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রিদেব প্রসব হন, এজন্য কুণ্ডের জল পান করিবার বিধি। এখানে ত্রিরাত্রি বাস করিতে কেহ ক্ষমযুক্ত হয় না তাহার কারণ যত বাড়ী ঘর আছে সকলি বরফে ডুবিয়া আছে থাকিবার স্থানাভাব। উদাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক রাত্রি ছিল কিন্তু এক একজন এক টাকার কাষ্ঠতে ধুনি করিয়া অগ্নি উত্তাপে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, বর্ষার সময়ে যাহারা দর্শনার্থে যায় তাহাদের পথক্লেশ অতিশয়, তাহার কারণ এ সকল পথেও ঝোলা থাকে না পর্ব্বতের উপর উপর পাকদণ্ডি পথে আসিতে হয়, কিন্তু সে সময়ে কেদারে তিন রাত্রি কি সাত রাত্র যাহার যত দিবস ইচ্ছা হয়, যম-দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত থাকিয়া দর্শন স্পর্শন করিতে তৎকালে বরফ সকল গলিয়া পড়ে, পাণ্ডাদিগের এবং রাজার ধর্ম্মশালার যে সব বাড়ী আছে তাহা মুক্ত হয় তাহাতে থাকিতে পারে। যোশীমঠ (যে স্থানে বদরিনারায়ণের গদি ছয় মাস উদ্দ্যেশ্যে পূজা হয়) হইতে আট ক্রোশ দূরে পাণ্ডুকেশ্বর, তথায় পাণ্ডবের স্থাপিত শিব আছে। শ্রীশ্রীবদরি নারায়ণ পরেশ পাথরে নির্ম্মিত, দ্বিভুজ, অতি চমৎকার দর্শন, মন্দির প্রবেশ করিয়া কেহ এক্ষণে স্পর্শ করিতে পারে না তাহার কারণ এক ব্যক্তি স্বর্ণকার দর্শন করিতে যাইয়া পরেশ পাথর জানিয়া নারায়ণের বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কাটারি দিয়া কাটিয়া লইয়া আইসে পরে অঙ্গুষ্ঠহীন দেখিয়া তদারকের দ্বারায় স্বর্ণকারের লওয়া প্রকাশ পাইল ঐ স্বর্ণকার তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইয়াছিল। ঐ অঙ্গুলি জোড়া দিতে শ্রীহস্তে জুড়িয়া গেল কিন্তু তদবধি স্বর্ণকার জাতিকে দর্শন করিতে যাইবার আজ্ঞা নাই এবং আর কোন ব্যক্তি শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ বা শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় না, কেবল গদির যে যখন রাওল হন সেই ব্যক্তি পূজা ও স্পর্শ করিতে পান।"

অযোধ্যা প্রদেশ।

অযোধ্যা প্রদেশ দুইটী বিভাগ ও দ্বাদশটী জেলায় বিভক্ত;—লক্ষ্ণৌ বিভাগ ও ফয়জাবাদ বিভাগ। জেলা লক্ষ্ণৌ, উনাও, রায়বেরেলী, হরদোই, সীতাপুর এবং খেড়ী এই ছয়টী লক্ষ্ণৌ বিভাগের অন্তর্গত এবং ফয়জাবাদ, বড়বাঁকী, সুলতানপুর, প্রতাপগড় গোঁড়া এবং বহ্রাইচ এই ছয়টী ফয়জাবাদ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রদেশের উত্তরসীমা নেপালরাজ্য, পূর্ব্বসীমা নেপাল ও আগ্রা প্রদেশ, পশ্চিম ও দক্ষিণসীমা আগ্রা প্রদেশ সুতরাং উত্তরসীমা ব্যতীত ইহার চতুর্দ্দিকই প্রকৃতপক্ষে আগ্রা প্রদেশ দ্বারা বেষ্টিত। যমুনা যেমন আগ্রা প্রদেশের পশ্চিমসীমারেখাস্বরূপ হইয়াছে গঙ্গা তদ্রূপ বহুলাংশে অযোধ্যাপ্রদেশের পশ্চিমসীমারেখাস্বরূপ হইয়া আছে। এই দুই প্রদেশ লইয়াই যুক্তপ্রদেশ, ইহার পরিসর প্রায় ইতালীরাজ্যের সমতুল্য। শুদ্ধ অযোধ্যা প্রদেশের পরিমাণ ২৪,২১৩ বর্গমাইল। প্রদেশদ্বয় যুক্ত হইবার পূর্ব্বে আগ্রা প্রদেশ আগরা ও পরে এলাহাবাদ হইতে একজন গবর্ণর দ্বারা এবং অযোধ্যাপ্রদেশ একজন চীফ কমিশনার দ্বারা শাসিত হইত। ১৮৭৭ অব্দ হইতে এই দুইটী যুক্ত হইয়া এলাহাবাদের লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীন হইয়াছে। আগ্রা প্রদেশাপেক্ষা অযোধ্যাপ্রদেশে যে বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যায় প্রথম সেন্সস লওয়া হয়। * তাহাতে দেখা যায় যে সমগ্র অযোধ্যায় স্ত্রী-পুরুষ মিশাইয়া মাত্র ১২৮ জন বাঙ্গালী। দ্বাদশ বৎসর পরে দ্বিতীয়বার সেন্সস গণনার সময় তথায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ১৩০৩ দেখা গিয়াছিল। সেই সময়ে উত্তরপশ্চিমের মধ্যে এক বারাণসীতেই ৮১১৬ জন, এলাহাবাদে ২৪২৪ জন এবং মথুরায় ১৩৩২ জন বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন ১৮৯১ সালে সমগ্র অযোধ্যায় ১৮৬২ জন বাঙ্গালীর সংখ্যা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শুদ্ধ লক্ষ্ণৌয়ে ১২০১, ফয়জাবাদে ৩৫৩ এবং ৩০৮ জন অবশিষ্ট ১০টি জেলায় স্থানে স্থানে বাস করিতেছিলেন। লক্ষ্ণৌ অবশ্য অযোধ্যা-প্রবাসী বাঙ্গালীর কেন্দ্রস্থল। ১৯০১ অব্দের গণনায় জানা যায় এখানে প্রতি ১০,০০০ লোকের মধ্যে

---

* Oudh Census by J. Chas. Williams Esq., C.S. 1869. Vol. I. Page 91, Para 290.

১৯০৭ জন উর্দ্দু, ৭১ জন ইংরেজ, ১৯ জন বাঙ্গালী, ৫ জন পঞ্জাবী এবং ৭ জন অন্যান্য ভাষাভাষী লোক বাস করে। *

লক্ষ্ণৌ অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র যখন সরযূর তীরে অযোধ্যানগরীর সিংহাসনে উপবিষ্ট তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণ তখন গোমতীর তীরে এই নগরীর পত্তন করেন। এজন্য ইহার নাম ছিল লক্ষ্মণাবতী, পরে তাহা লোকমুখে "লক্ষ্ণৌটী"তে পরিণত হয়। এখন যে স্থান লছমন্‌টীলা নামে প্রসিদ্ধ নগরী লক্ষ্মণাবতী সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। এখান হইতে অযোধ্যার ব্যবধান প্রায় ৭০ মাইল। পরে লক্ষ্মণ নামে জনৈক হিন্দু আহীর এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করে। সে দুর্গের নাম ছিল "কিল্লা লক্ষ্মণ" অর্থাৎ লক্ষ্মণ দুর্গ। ঐ দুর্গই এক্ষণে মচ্ছিভবন নামে খ্যাত। এস্থান পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে হিন্দুর অধিকৃত ছিল এবং প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত এখানে হিন্দুর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৪৫০ অব্দে মিনাসাহ নামক জনৈক মুসলমান ফকীর লক্ষ্ণৌ চকের নিকট একটী মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করেন। দিল্লীর বাদশাহের করদ রাজ্য অযোধ্যার সুবাদার নবাব সা আদৎ খাঁ লক্ষ্ণৌয়ে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং ৫৩৫ টাকায় পঞ্চমহল্লা ও মচ্ছিভবন ভাড়া লইয়া তাহাতে বাস স্থাপন করেন। ইহার পরবর্ত্তী দুইজন ফয়জাবাদে রাজধানী করিলেও ১৭৭৫ অব্দ হইতে অযোধ্যার ৪র্থ নবাব আসফ্-উদ্দৌলার আমল হইতে এখানে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, উদ্যান, তোরণ, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া নগরীর শোভা সম্পাদিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ইহা ৬৪ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের সমষ্টি মাত্র ছিল। লক্ষ্ণৌয়ের যে ইতিহাসবিশ্রুত ঐশ্বর্য্য, সে সমুদয় এই সময় হইতে। নবাব ওয়াজীদ আলি সাহ যখন বন্দী হন, তখনও এই সহরে প্রায় ৯ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। † নবাব আসফ্-উদ্দৌলা অতি দূরদেশ হইতে নানাজাতীয় শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগকে স্বীয় রাজ্যে আনয়ন করিতেন এবং তাঁহাদের প্রতি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সমাদরে নিজরাজ্যে বাস নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। তিনি লক্ষ্ণৌকে ভারতের প্যারীতে (Paris) পরিণত

* District Gazetteer of the U. P. of Agra and Oudh, 1904, Vol. XXXVII. P. 86.

† A Brief History of Lucknow, 1868.

করেন। * তিনি অতিশয় বদান্য, প্রজারঞ্জক এবং প্রাতঃস্মরণীয় নরপতি ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য বদান্যতার জন্য এদেশে একটী প্রবাদ প্রচলিত হয়, যে "যিস্‌কো না দেয় মৌলা উস্‌কো দেয় আসফ্-উদ্দৌলা" অর্থাৎ, ভগবান্ যাহাকে বঞ্চিত করেন আসফ্-উদ্দৌলা তাহাকে দান করেন। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে নবাব আসফ্-উদ্দৌলা অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে উত্তরপাড়ানিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী তাঁহার তোষাখানার দেওয়ান হইয়াছিলেন। বাবু চন্দ্রশেখর মিত্র তাঁহার মীরমুন্সীর পদ প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশ হইতে লক্ষ্ণৌ আগমন করিয়াছিলেন। ইনি মীরমুন্সী থাকিতে থাকিতেই ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু প্রিয়নাথ মিত্র লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেণ্ট সাহেবের ক্যাশিয়ার (Cashier) হন। চন্দ্রশেখর বাবুর পুত্র বাবু গিরীশচন্দ্র মিত্র আফিস-বিভাগে কর্ম্ম লইয়া গাজীপুরে থাকেন। এই সময় হইতে ইঁহারা চারি পুরুষ গাজীপুরেই বাস করিতেছেন।

সে সময় নবাবদিগের শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্রাগারাদিতে কার্য্য করিবার জন্য বাঙ্গালী যন্ত্রশিল্পীর প্রয়োজন হইত, কারণ, য়ুরোপীয় শিক্ষায় বাঙ্গালীই অগ্রগামী ছিলেন। তখন রেলও ছিল না, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধিকারও এদিকে বিস্তৃত হয় নাই। সুতরাং নবাব সরকারে দুই একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও যন্ত্রশিল্পী এবং রেসিডেণ্ট সাহেবের দপ্তরের ইংরেজী নবীশ কর্ম্মচারী ব্যতীত এ প্রদেশের অন্যত্র বাঙ্গালীর আবির্ভাব বড় হয় নাই। † উচ্চ-শিক্ষিত এবং উন্নত-চরিত্র বাঙ্গালীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে এতদঞ্চলে লোকে বিশেষতঃ মুসলমান সম্প্রদায় বাঙ্গালীকে যাদুকরের জাতি বলিয়া জানিত। স্বয়ং দিল্লীর বাদসাহ জাহাঙ্গীর বাঙ্গালীর যাদুবিদ্যায় বিস্ময়কর ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ‡ এক শতাব্দী পূর্ব্বে গাজীউদ্দীন হাইদর্ যখন অযোধ্যার নবাব ছিলেন তখন (১৮১৪-১৮২৭) তাঁহার একজন বাঙ্গালী ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মিতা ছিলেন।

---

‡ এই নগরীর শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে ইংরেজেরা ইহাকে "The Paris of India," "The City of Roses." "The Garden of India.', প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন।—জ্ঞ।

* In the old Oudh Kingdom, they were very few as clerks to the Residents or artisans to the kings".—P. C. Mukerji's Pictorial Lucknow.

† "Of foreigners, the Bengalees were then known only as a race of magicians. Their *Jadu* was celebrated throughout Hindustan in the age of Mahomadan supremacy. Even Jahangeer particularly described in his autobiography their wonderful exploits in the black art.—Ibid.

লক্ষ্ণৌ প্রবাসী প্রত্নতাত্ত্বিক স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত এবং মুদ্রিত কিন্তু অপ্রকাশিত "The Pictorial Lucknow." নামক গ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে একটী আমোদজনক কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পাদটিকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। * আমি এলাহাবাদে একটি পার্শী-থিয়েটারে এবং নীরাটে নওচন্দী মেলার সময় একটী মুসলমান থিয়েটারে বাঙ্গালী সং বাহির করিতে দেখিয়াছি। তাহাতে একজন বাঙ্গালী সাজিয়া বোকামীর চূড়ান্ত অভিনয় করিয়া থাকে এবং প্রতিকার্য্যে ও বাক্যে স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া বিদ্রূপ, তিরস্কার, কর্ণমর্দ্দন ও চপেটাঘাত লাভ করে। বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য এতদ্দেশবাসীর ঈর্ষাহেতুই হউক অথবা যে কোন ধারণাবশেই হউক এদেশে বিশেষতঃ লক্ষ্ণৌয়ের ন্যায় মুসলমান-প্রধান স্থানে বাঙ্গালীকে এইরূপ

---

* There was a Bengalee watch-maker to Ghazee-ud-din Hyder. He had two wives, one of his own race, the other a local mahamedan. The Hindu wife could not produce any sons, while the mahamedan did, and hence the husband was partial to the latter. A jealousy was the consequence, and the women quarrelled all their days and nights. The king after his wout one night while strolling in the streets and lanes, in the garb of a fakir begging alms, in order personally to examine the success of his reign, came to the door of the Bengalee's house in Ismaile gunge, now demolished. His Majesty heard the quarrelling of the wives, stayed for a while, and after some local enquiry went away.

Next morning, the king sent for the Babu, pretending to be in great wrath, demanded of him, the reason how was it that he failed in his duty now, in which he had before succeeded so well. The trembling Babu knows not what to answer and is afraid that his end is near. His Majesty then asks why he has married two wives. The Bengalee, with folded arms, submits that when sovereigns are not content, unless they have filled their harems with hundreds, their subjects cannot but follow their example by taking only a couple, The king smiles and sends for the two quarrelsome wives. They are introduced under the cover of the Purdah, in the hall of justice; and each pleads her cause with abundant tears and cries, after the manner of women.

The king after patient hearing, decides in favour of the Bengalee wife and out of five children, undoubtedly the property of her husband, two are decreed to her, with a royal pension and favour; while the husband is strictly enjoined to equailse his affection impartially between the two".—
——The Pictorial Lucknow.

বিদ্রূপ করিয়া আনন্দ অনুভব করে। বড়লাট মারকুইস অফ হেষ্টিংস (Marquis of Hastings) মহোদয় এখানে এইরূপ অভিনয় দেখিয়াছিলেন,—

"* * * but what semed to give the greatest delight to the company, was a man who received prodigious number of slaps in the face for various acts of stupidity. The caricaturing the poor inhabtiant of Bengal as a fool seemed to tickle the fancy of the Nawab Wazir and all his Kinsmen,no less than it excited the glee of all the up-country servants, who were attending us behind our chairs."—Pictorial Lucknow.

বাঙ্গালীকে যে ভাবেই ইঁহারা চিত্রিত করুন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ বাঙ্গালীরই হস্তে গঠিত। বাঙ্গালীই ইহার পুনর্জ্জন্মদাতা। নবাব নাসিরউদ্দীন হায়দর্ ১৮২৭ হইতে ১৮৩৭ অব্দ পর্য্যন্ত অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহারই সময় হইতে লক্ষ্ণৌয়ে সুশিক্ষিত এবং শীর্ষ-স্থানীয় বাঙ্গালীদিগের আবির্ভাব হইতে থাকে। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ "তারাওয়ালী কোঠী" অর্থাৎ মানমন্দির (Oberservatory) তাঁহারই দ্বারা স্থাপিত হয়। তিনি ইহাতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জ্যোতিষিক যন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করিয়া রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত কর্ণে উইল্‌কক্স (Col.Wilcox, the Astronomer Royal) মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করেন। সেই সূত্রে এখানে দুই একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী আগমন করেন, কিন্তু উইলকক্স সাহেব ১৮৪৭ অব্দে পরলোকগত হইলে নবাব ওয়াজীদ আলী সাহ মানমন্দিরের কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন এবং ইহার কর্ম্মচারীদিগকে ছাড়াইয়া দেন। কয়েকটী উৎকৃষ্ট বহুমূল্য যন্ত্র অতি যত্নের সহিত এখানে রক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু বিদ্রোহের সময় সে সকল নষ্ট এবং লুণ্ঠিত হয়। ফয়জাবাদের বিখ্যাত বিদ্রোহী মৌলবী ডঙ্কাসাহ এখানে স্বীয় কর্ম্মের কেন্দ্র এবং বিদ্রোহিদল ইহাকে তাহাদের মন্ত্রণাগৃহ করিয়াছিল। "তারাওয়ালী কোঠী" এক্ষণে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক (Bank of Bengal) কর্ত্তৃক অধিকৃত।

উক্ত মানমন্দিরে কাজ করিবার জন্য কর্ণেল উইলকক্স এলাহাবাদ হইতে কতিপয় বাঙ্গালী যুবককে লক্ষ্ণৌ আনয়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রয়াগবাসী বাবাজী
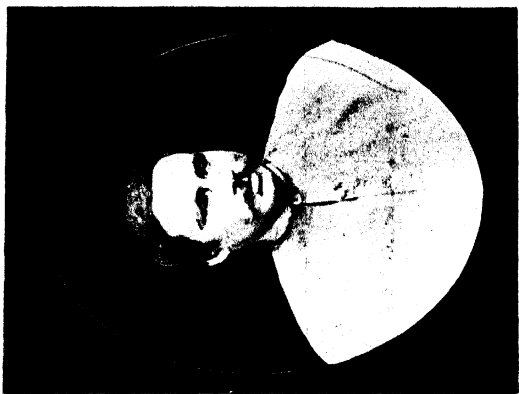
স্বর্গীয় কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়
(পৃষ্ঠা ৩১৭)

স্বর্গীয় রামচন্দ্র সেন
(পৃষ্ঠা ৩০)

মাধোদাস এবং স্বর্গীয় কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাধবদাস বাবাজীর বিস্তারিত জীবনী প্রয়াগে বাঙ্গালী উপনিবেশ অংশে প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার সহাধ্যায়ী কালীচরণ বাবুর জীবনী এখানে লিখিত হইল। তিনি ১৮২০ অব্দে এলাহাবাদ কীডগঞ্জ নামক পল্লীতে পিতা ৺হরবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। হরবল্লভ বাবু এখানে পার্মিটের কাজ করিতেন। তাঁহার আয় বড় বেশী ছিল না; কিন্তু তখন সস্তাগণ্ডার দিনে তাহাতেই তিনি দোল দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী সমূর্ত্তি দুর্গা ও কালী পূজা হইত। তিনি চরিত্রবান্, ভক্ত এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু অতি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। আমরা মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যখন হরবল্লভ বাবুকে তাঁহার আদেশ মত গঙ্গাযাত্রা করাইবার জন্য দ্বারাগঞ্জের ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তিনি পুত্রগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ং জলে নামিয়া যান এবং আবক্ষ গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া জপ করিতে থাকেন। এদিকে পুত্রগণকে আদেশ দেন যে যতক্ষণ তিনি জপ করিবেন কেহ যেন তাঁহাকে স্পর্শ বা বিরক্ত না করে। তিনি যখন অবসন্ন হইয়া হেলিয়া পড়িবেন তখন তাঁহাকে ধরিয়া অন্তর্জলির জন্য ঘাটের নিকট লইয়া যাইবে। জপ করিবার কালে হঠাৎ জোরে ঢেউ লাগিয়া তিনি একটু হেলিয়া পড়েন। অমনি পুত্রগণ শশব্যস্তে তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হন। হরবল্লভ বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলেন, "এখন সরে যাও, এখনও সময় হয় নাই।" এই বলিয়া পুনরায় ইষ্টমন্ত্র জপে রত হন। ক্ষণকাল পরে অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে তিনি পুত্রগণকে ইঙ্গিতে জানাইয়া চিরনিদ্রামগ্ন হন। ঘাটের উপর হইতে এবং নিম্নে বহু নরনারী অবাক্ হইয়া এই ঘটনা লক্ষ্য করিতেছিল। কয়েকজন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "বাঙ্গালী হোকে এয়সা মরতা হায়!" পূর্ব্বেই একজন প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ এবং ভক্তিমান্ পুরুষ বলিয়া হরবল্লভ বাবুর প্রতি জনসাধারণের অসীম ভক্তি ছিল, পরে এই ঘটনা রাষ্ট্র হইলে তাঁহার বংশধরগণের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল। কালীচরণ বাবু পিতার সাত্ত্বিকভাব এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তিনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তখন ক্রমে ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার হইলেও পারস্য ও উর্দ্দু শিক্ষা অপরিহার্য্য ছিল। সুতরাং কিছু বাঙ্গালা

শিক্ষা করিয়া এলাহাবাদ দরিয়াবাদের প্রসিদ্ধ মৌলবীদিগের নিকট তিনি পারস্ত ভাষা শিক্ষা করেন। ঐ ভাষায় পরে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিলেন যে ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত ইংরেজী দপ্তরে উচ্চ বেতনের কর্ম্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই এবং ইংরেজী অবশ্য-শিক্ষণীয় ও আদালতে প্রাদেশিক ভাষার প্রচলনের হুকুম জারি হইল, তখন তিনি এলাহাবাদের ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ। অধিক বয়সে ইংরেজী আরম্ভ করিলেন বটে; কিন্তু অধ্যবসায় ও প্রতিভা প্রভাবে ছয় বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। অধ্যক্ষ লুইস সাহেব তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই কালীবাবুকে তিনি এক শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে দিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রিয় ছাত্রের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া পরম প্রীতি-লাভ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে "আউধ রয়াল অবজারভেটরি"র (Oudh Royal Observatory) অধ্যক্ষ কর্ণেল উইলকক্স কয়েকজন কর্ম্মচারীর জন্য লুইস সাহেবকে লিখিয়া পাঠান। লুইস সাহেব মাধবদাস বাবাজীর সহিত অন্য যে দুইজন ছাত্রকে পাঠান, কালীচরণ বাবু তাঁহাদের একজন। সাহেব তিন জনের সহিতই স্বতন্ত্র পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। কালীবাবুকে বিদায় দিবার কালে লুইস সাহেব চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। উইলকক্স সাহেবের নিকট তাঁহার কোন কষ্ট না হয় সে জন্য তিনি পরিচয়পত্রে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিলেন, এবং বলিয়া দিলেন "যদি সহস্র লোক একদিকে থাকে আর কালীবাবু অন্যদিকে, তাহা হইলে কালীবাবুর কথাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহা আমার বহু পরীক্ষার ফল জানিবেন।"

লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়া কালীবাবু স্বীয় আত্মীয় বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভৈরববাবু লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সীর ট্রেজারার ছিলেন। এই পদ তখন বর্ত্তমান খাজাঞ্চীর মত ছিল না। আর্থিক দায়িত্ব ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসারও অধিকার বিচারেরও ক্ষমতা ছিল। উহা তখন যেমন সম্মানের তদ্রূপ আরামের পদ ছিল। বিশেষতঃ ভৈরব বাবুর তথায় ভয়ানক প্রতাপ ছিল। তাঁহার নামে সে সময় লক্ষ্ণৌয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। নবাব মহলেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কালীচরণ বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ এবং আচরণ দেখিয়া উইলকক্স

সাহেব তাঁহার পক্ষপাতী হইলেন। ১৮৪০ অব্দে কর্ণেল মহোদয়কে গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞাক্রমে কাবুল যাত্রা করিতে হয়। যাইবার সময় সরকারী কর্ম্ম ব্যতীত তাঁহার কয়েকটী সাংসারিক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার ভার কালীবাবুর উপর ন্যস্ত করিয়া যান। ফিরিয়া আসিয়া সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে দেখিয়া কালী বাবুর উপর যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হন এবং অতঃপর তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন।

কয়েকজন কুমন্ত্রী নবাব ওয়াজীদ আলী সাকে একবার পরামর্শ দেয় যে "মানমন্দিরের বাড়ীকে রাজপ্রাসাদ করিলেই ঠিক হয়; কারণ গ্রীষ্মের সময় ইহার 'তহ্‌খানা' (মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ গৃহ) অতিশয় মনোরম ও সুশীতল হয়" ইত্যাদি। এই সূত্রে নবাব একদা মানমন্দির পরিদর্শন করিতে আসেন। কালী বাবু তখন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। নবাব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা ও যন্ত্রাদি সম্বন্ধে অনেক বুঝাইয়া দিলেন। নবাব তাহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া পূর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ণেল উইলকক্স কিছুদিন পরে পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত পাত্র তখন না থাকায় মানমন্দিরের দপ্তর উঠিয়া যায় এবং কালীবাবু তাঁহার আত্মীয় ভৈরব বাবুর নিম্নস্থ নায়েব খাজাঞ্চীর পদ প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর পরে ভৈরব বাবুর মৃত্যু হইলে কালীবাবুই তাঁহার পদে স্থায়ী হন। জেনারেল আউটরাম তখন রেসিডেণ্ট ছিলেন। কালীবাবু তাঁহার একজন কর্ম্মচারী হইলেও তাঁহাকে বন্ধুভাবে দেখিতেন।

রেসিডেন্সী এবং নবাব সরকারের কাজকর্ম্ম বেশ শান্তিতে নির্ব্বাহ হইতেছিল, এমন সময় বড়লাট লর্ড ডালহৌসী জেনারেল আউটরামের প্রতি রাজাজ্ঞা প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন অযোধ্যার নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং প্রদেশের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন। তাহার কারণ "জীবকুলের অভিসম্পাতস্বরূপ নবাবের শাসনকার্য্যের আর অধিক প্রশ্রয় দিলে ঈশ্বর ও মানবের নিকট ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে অপরাধী হইতে হইবে।" নবাব সরকারের উচ্ছেদসাধন করিয়া জেনারেল বাহাদুর ইংলণ্ড গমন করিলে সার হেনরী লরেন্স পঞ্জাব হইতে আসিয়া অযোধ্যার চীফ কমিশনর হন। ইনি কর্ণেল শ্লীম্যান ও জেনারেল আউটরামের ন্যায় কালীবাবুকে বন্ধুভাবে দেখিতে লাগিলেন। নূতন শাসনপ্রণালী বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত

হইলে পর কিছুকাল বেশ শান্তিতে কাটিতেছিল। ভাণ্ডার ধনধান্যে পূর্ণ এবং কর্ম্মচারীরা সকলেই বেশ সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু কোথা হইতে হঠাৎ বিদ্রোহের বাতাস বহিতে লাগিল। পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখা দিল। কালীচরণ বাবু কার্য্যোপলক্ষ্যে ছুটী লইয়া এলাহাবাদ গমন করিলেন। অবসর কালের ভিতরে তিনি কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন; এমন সময় চীফ কমিশনর সাহেবের পত্র পাইলেন যে, অবিলম্বে তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ যাইতে হইবে। কারণ যদিও স্পষ্ট কোন লক্ষণ দেখা দেয় নাই তথাপি বিদ্রোহের পূর্ব্বসূচনা হইতেছে। পত্রপ্রাপ্তি মাত্র কালী বাবু লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন এবং পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৫৭ অব্দের ২৮শে জুন শান্তির শেষ দিবস। খাজানা বেশ নিরাপদে ছিল। কালী বাবুর তত্ত্বাবধানে নগদ ও নোটে এক কোটির উপর টাকা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সিন্ধুকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার তোড়া পঁচিশ হাজার টাকার পয়সা ছিল। এই সমুদয় বেলীগার্ডের দুর্গে সুরক্ষিত ছিল।

২৯শে জুন প্রাতে যখন কালীচরণ বাবু মফস্বলের আমদানী তিন লক্ষ টাকা গণিয়া রাখিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ কে তাঁহার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল। অগ্রসর হইয়া দেখেন চীফ কমিশনর সার হেনরী লরেন্স সঙ্গে কর্ণেল—উভয়েই ভয়বিহ্বল! তৎক্ষণাৎ তিন জনে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন। এদিকে তারে খবর আসিল যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে খাজনা রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কালী বাবু বলিলেন, তিনি সমস্ত আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত। সাহেব বাহাদুর প্রস্তাব করিলেন যে "দেশী রক্ষী সৈন্য স্থলে য়ুরোপীয় রক্ষী সৈন্য স্থানে স্থানে বসাইতে হইবে।" কালী বাবু তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, "তাহা কোন মতেই হইবে না। কারণ সিপাহিগণ তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করিয়া সমস্ত খাজানা লুট করিবে এবং আমাদের হত্যা করিবে।" অবশেষে তাঁহারই পরামর্শ গৃহীত হইল। কালী বাবু খাজানা রাখিবার স্থান ও গারদ (প্রহরী) নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তদবধি লরেন্স মহোদয় প্রায় সকল শাসনসংক্রান্ত গুরুতর ও গুপ্তবিষয়ে কালী বাবুর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথায় বিদ্রোহের আতঙ্ক ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। শেষে কালী বাবুর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি খাজানা "মচ্ছিভবনের" দুর্গে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিলেন। তখন পাঁচ

লক্ষ টাকা পঞ্চাশ জন ইংরেজ রক্ষীর সহিত পাঠান স্থির হইল। পরদিন প্রাতে গারদে আসিয়া পৌছিল এবং টাকার বাক্স সকল বাহির করা হইল। কিন্তু ইহাতে সিপাহিগণের সন্দেহ বাড়িল এবং সকলেই ভয়ানক অসন্তোষ প্রকাশ ও গোলযোগ করিতে লাগিল। মূর্খ সিপাহিগণ স্থির করিল যাহাতে টাকা কোনমতে হাতের বাহির হইয়া না যায় অবিলম্বে তাহার উপায় করিতে হইবে। একজন গিয়া প্রথমেই কালী বাবুর মাথা উড়াইয়া দিয়া কাজ হাসিল হইয়াছে জানাইবার জন্য বন্দুকের আওয়াজ করিবে আর অমনি কতকগুলি সিপাহী ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ করিবে। অবশিষ্টেরা সেই অবকাশে খাজানা লুঠ করিবে। পাঁচ লক্ষ টাকা মচ্ছিভবন অভিমুখে চলিয়া গেল; অমনি একজন সিপাহী বন্দুকে গুলি ভরিয়া সদর গেট দিয়া তাহার হাবিলদারের সঙ্গে কালীচরণ বাবুকে হত্যা করিতে দৌড়িল। কালী বাবুকে দেখিয়াই হাবিলদার জ্ঞানশূন্য হইয়া চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া এবং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে অতিশয় রুক্ষস্বরে বলিল, "সব টাকা তুমি কেন পাঠাইয়া দিলে?" যে ব্যক্তি চিরকাল তাঁহাকে প্রভুর সম্মান দিয়াছে এবং গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছে হঠাৎ তাহার এই বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া কালী বাবুর আর বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু তিনি ধীর গম্ভীর ভাবে হাবিলদারের দুই হস্ত ধরিয়া সাদরে এক চেয়ারে বসাইয়া শান্তভাবে বলিলেন, "দেখ খাজনা এখনও ভর্ত্তি আছে। ভয়ের কোন কারণ নাই। যে টাকা লওয়া হইল তাহা হইতে 'গারদের তলব' দেওয়া যাইবে। টাকা ত আমার ঘরে যাইতেছে না? যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তোমরা টাকার সঙ্গে গিয়া সত্য কি না জানিতে পার।" বলা বাহুল্য কালীবাবুর এই অমায়িক ও নির্ভীক ব্যবহারে এবং তাঁহার শান্তচিত্ততা দেখিয়া উন্মত্ত নরঘাতক শান্ত, সন্তুষ্ট এবং পরে লজ্জিত হইয়া তাহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি ব্যক্ত করিল; এবং হিন্দু হইয়া বিনা কারণে যে ব্রহ্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল সেই মহাপাতক হইতে রক্ষা করায় কালী বাবুকে শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রস্থান করিল। কিন্তু কালীবাবু তাহাতে নিস্তার পাইলেন না। প্রতি মুহূর্ত্তে সিপাহীদিগের সন্দেহ ও অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল। ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় একসময় বিদ্রোহের বহ্নি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সিপাহীদের দৃঢ় ধারণা যে বাঙ্গালীরাই ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা রাজভক্ত প্রজা এবং

পরামর্শদাতা; এজন্য তাহারা ঘোষণা করিয়া দিল যে, এক জন বাঙ্গালীর মস্তক যে আনিতে পারিবে তাহাকে ২৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। কালীবাবুর উপর তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রোশ ছিল; কারণ তাঁহারই কৌশলক্রমে খাজনালুণ্ঠন রহিত হয়। সুতরাং তাঁহার মস্তকের জন্য বিদ্রোহীরা পাঁচ সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

কালীচরণ বাবু যে গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারার একথা লক্ষৌয়ের ছোট বড় সকলেই জানিত। সুতরাং তিনি অগত্যা অন্ধকার রজনীতে গৃহত্যাগ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কুড়িখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখেন; কিন্তু একার্য্য এত গোপনে ছিল যে তিনি এবং বাড়ীওয়ালা ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি তাহার বিন্দু বিসর্গ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। পথে বাহির হইতে না হইতে সহরের অনেক ভদ্র লোক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কোথায় চলিয়াছেন কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে করিতে প্রায় ২৬ জন তাঁহার সঙ্গ লইলেন। ইহারাই তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক ভাবিয়া হঠাৎ এক মন্দির দেখিয়া তন্মধ্যে পূজার ছলে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে সঙ্গিগণ বহুদূর গিয়াছিলেন। তিনি বহুক্ষণ লুকাইয়া থাকিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধ করত গৃহে ফিরিলেন। কোন প্রকারে রাত্রি কাটিয়া গেল। ভোর হইবা মাত্র ভয়ানক যুদ্ধ বাধিল। বিদ্রোহিদল বেলীগার্ডের দুর্গ বেষ্টন করিল এবং দশটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিল। পাঁচশত সৈন্য পাহারা দিতেছিল এবং তাহাদের অবসর (relief) দিবার জন্য নূতন সৈন্যদল আসিলেই তাহারা নগরলুণ্ঠনে যাইতেছিল। দুর্গের ভিতর অল্পই সৈন্য ছিল; কিন্তু সার হেনরি লরেন্স এমন দক্ষতার সহিত সেই মুষ্টিমেয় সৈন্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন যে তাহারা অতগুলি বিদ্রোহী সেনার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি দুইজন ইংরেজ সৈন্য আট জন গোলন্দাজ ও ৫০টি কামান বিদ্রোহীদিগের আড্ডাগুলির সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। দুইজন গোলন্দাজ সৈন্যের বামদিকে অন্য দুই জন দক্ষিণে রহিল। অবশিষ্ট চারি জন কামানে কেবল বারুদ ভরিতে থাকিল। দক্ষিণের লোকেরা সৈন্যদের হস্তে বারুদভরা বন্দুক দিতে লাগিল আর সৈন্যগণ স্বীয় বামদিকের লোকদিগকে খালি বন্দুক ফিরাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে হাতাহাতি

করিয়া কাজ চলিল। মুহূর্ত্তের জন্য কেহ বিশ্রাম লইল না। অধিকন্তু নূতন দিক আক্রমণ করিলে তৎক্ষণাৎ বাধা দিতে পারিবে বলিয়া ৩২ জন সৈন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দুর্গের বাহিরের সিপাহীরা তাহাতে মনে করিল ভিতরে অসংখ্য সৈন্য আছে। এদিকে যুদ্ধ যতক্ষণ চলিতেছিল, অবসরপ্রাপ্ত বিদ্রোহিগণ নগরলুণ্ঠন করিতেছিল। তাহারা অতঃপর ষড়যন্ত্র করে যে ধনকুবের নবাব মোহসীন উদ্দৌলার প্রাসাদ লুঠ করিতে হইবে। ইনি মৃত মহম্মদ আলী-সাহের জামাতা এবং নবাব ওয়াজীদআলী সাহের পিতা আমজদ্‌আলী সাহের ভগ্নীপতি। সহরের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধনী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অবশ্য তাঁহার প্রাসাদে অগাধ ধন ছিল। কথিত আছে যে তিনি নিজেই তাহার পরিমাণ জানিতেন না। লুঠকারীরা তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিলে তিনি ১২ লক্ষ টাকার নোট লইয়া অশ্বারোহণে সহরের বাহির হইলেন এবং একজন বিশ্বস্ত প্রজার গৃহে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সমস্ত ধন দৌলত পাষণ্ডদের হাতে পড়িল। তাহারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লুঠ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল তথাপি শেষ করিতে পারিল না। ইহার পর তাহারা লক্ষ্ণৌ সহর লুঠ করিতে মনস্থ করিল। নগরবাসিগণ পলায়ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। কেহ গৃহ, কেহ নগর ত্যাগ করিল, কোন কোন ধনী ফকীরের ভেক ধরিল, অপরে নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় লইল। শোণিত-পিপাসু কুক্কুরদলের ন্যায় দস্যুদল রাণীকাটরা প্রবেশ করিয়া কালীবাবুর ভদ্রাসন আক্রমণ করিতে দৌড়িল। রাণীকাটরায় তাহারা নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইল। প্রথমে তথাকার প্রসিদ্ধ ধনী পণ্ডিত ইন্দ্রনারায়ণ কাশ্মীরী নামে তথাকার মহামান্য ব্রাহ্মণের গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া বাটীর ভৃত্যগণকে হত্যা করিল। পণ্ডিতজী প্রমাদ গণিয়া সমস্ত বিষয় এমন কি স্ত্রীর গহনাগুলি পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক গৃহ ত্যাগ করিলেন এবং জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া নিকটস্থ এক মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শেষ জীবন এই দেবালয়েই অতিবাহিত হইল। বিদ্রোহীরা তাঁহার দুইলক্ষ টাকার বিষয় লুঠ করিয়া পল্লীবাসীদিগকে বলিল, "আমাদের শত্রুতা কেবল ইংরেজ সরকারের কর্ম্মচারীদিগের সহিত। কে কে পাড়ায় আছে, তাহাদের নাম বলিয়া দাও; নতুবা মহল্লার ফাটক বন্ধ করিয়া আগুণ লাগাইয়া দিব।" ভয়ে সকলে কালীবাবুর নাম করিল এবং তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিল। বাড়ীর স্ত্রীরা কালী-

বাবুকে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে বলিল। কিন্তু তিনি বলিলেন "তাহারা ডাকাইত হইলে লড়াই চলিত। তাহারা যখন গবর্ণমেণ্টের চাকর এবং ভয়ানক বিরুদ্ধ, তখন লড়াই করিতে গেলে ধন প্রাণ উভয় নষ্ট হইবে। লুঠ করিতে পাইলে তাহারা প্রাণে মারিবে না। ক্ষমতা থাকিলে লড়িতে দোষ নাই, না পারিলে সন্ধি করিতে লজ্জা নাই।" এই বলিয়া তিনি ছাদের উপর হইতে বিদ্রোহীদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা কেবল ধন চায় অথবা প্রাণও লইতে চায়। তাহারা বলিল কেবল লুট করিবে। তিনি তাহাদের শপথ করাইয়া বাড়ীর ফাটক খুলিয়া দিতে বলিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই তাহারা কালীবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু তারিণী চরণকে কালীবাবু ভ্রমে আক্রমণ করিল এবং সঙ্গীনের মুখ দিয়া তাঁহাকে দেওয়ালে ঠাসিয়া ধরিয়া গুপ্ত ধনের সন্ধান লইতে লাগিল। তারিণীবাবু অতি সুন্দর যুবা পুরুষ ছিলেন। তাহারা ভাবিয়া ছিল তিনিই কালীবাবু। কালীবাবু তখন সামান্য একখানি ধুতি পরিয়া এবং অঙ্গে "বিভূতি" (ভস্ম) মাখিয়া ছিলেন। ভ্রাতার এই বিপদ দেখিয়া দ্রুতপদে গিয়া তাঁহার গলদেশ হইতে সঙ্গীন সরাইয়া বলিলেন, "এই চাবির গোছা লও, আমি কালীবাবুর পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য; কোথায় কি আছে সব জানি।" দুর্বৃত্তগণ তাঁহাকে কালীবাবুর ব্রাহ্মণ ভৃত্য ভাবিয়া তাঁহার কথামত সমস্ত গৃহ লুঠ করিয়া দুই লক্ষ টাকার ধনরত্ন লইয়া গেল। সেদিন ফাঁড়া এইরূপেই কাটিয়া যায়। লুটের অব্যবহিত পরেই একজন আসিয়া স্বীয় অংশ চাহিল। কালীবাবু বলিলেন বিদ্রোহিগণ সব লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "আমি এত মেহন্নৎ করিলাম, শেষে ফাঁকে পড়িব না কি?" কালী-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কিসে তাহার এত মেহন্নৎ হইল। নির্লজ্জ বলিল "যতক্ষণ লুট হইতেছিল আমি পাহারা দিচ্ছিলাম।" কালীবাবু ঈষৎ হাসিয়া একবস্তা বস্ত্র আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন এবং বলিলেন, ইহাই অবশিষ্ট ছিল। সে তাঁহাকে একখানি কাপড় দিয়া সমস্ত লইয়া গেল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কালীবাবু ভাবিলেন, লুণ্ঠনের ত কিছু রহিল না সুতরাং আর ভয় নাই।

বাড়ীতে মাত্র ভাণ্ডার শস্যপূর্ণ ও কূপ জলপূর্ণ ছিল। তিনি ভাবিলেন দুই বৎসর বাড়ীর ভিতর নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিবেন। এমন সময় আর এক দল সিপাহী আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। তাঁহারা কালীবাবুকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কালীবাবু স্বয়ং তাহাদের বলিলেন, "আমরা সব কালীবাবুর

লোক এখানে আছি, ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বাসন ও আহারীয় মাত্র পড়িয়া আছে।” সিপাহীরা ভয়ানক ভয় দেখাইল ও কটূক্তি করিতে লাগিল। কিন্তু কালীবাবু ধীর ও নম্রভাবে তাহাদের বুঝাইতে লাগিলেন। হঠাৎ তথায় তাঁহার এক প্রতিবেশী “রঙ্গসাজ” (রঙ্গ ব্যবসায়ী) আসিয়া পড়িল। কালীবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন “তুমি ত জান সব লুঠ হইয়া গিয়াছে, এখন আর দিবার মতন কিছুই নাই ? সে কোথায় তাহার সমর্থন করিবে, না, সেও দলে মিশিয়া গেল এবং ভয় দেখাইতে লাগিল। জীবন আর নিরাপদ নয় দেখিয়া রঙ্গসাজকে দ্বারে রাখিয়া তিনি ভিতরে গেলেন। অমনি দেখেন প্রাঙ্গণে একটি অঙ্গুরী ও তিনটি টাকা পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সে দুটী উঠাইয়া লইলেন! পথ খরচের সংস্থান হইয়া গেল। কালীবাবু জীর্ণ মলিনবাস পরিধান করিয়া বাটির খিড়কিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তীরন্দাজ রক্ষিগণ প্রভুর অবস্থা দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। যে মন্দিরে পণ্ডিত ইন্দ্রনারায়ণ আশ্রয় লইয়াছিলেন তিনিও তথায় প্রবেশ করিলেন। কনিষ্ঠ তারিণী বাবু নগর ত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি কাণপুরের পথ ধরিলেন। কিন্তু কিয়ৎদুর গিয়াই ক্লান্ত ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পদযুগল ফুলিয়া উঠিল এবং এক স্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তিনি অগত্যা পথিপার্শ্বে এক দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এক জমীদার সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কালীচরণ বাবুর পুরাতন বন্ধু। তাঁহার বাড়ী কুমায়ুঁ। তিনি তারিণী বাবুর নিকট সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক আপনার গৃহে লইয়া গেলেন এবং তারিণী বাবুকে জনৈক প্রজার জিম্বায় রাখিয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে দেবসেবার জন্য একজন নূতন পূজারী আসিয়াছেন। এইরূপে তারিণী বাবু আশ্রয়প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ বাবু সাধুর বেশ ধরিয়া থাকিলে জীবন নিরাপদ দেখিয়া জনৈক ব্রহ্মচারীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহিগণ তাঁহার মস্তকের জন্য ২৬৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিল। সুতরাং লক্ষ্ণৌয়ে থাকা আর উচিত নয় দেখিয়া তিনি উহা ত্যাগ করিয়া বৈশওয়ার জেলায় তুলসীরাম মিশ্রের বাড়ী লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে কালীবাবুকে সন্ধান করিবার জন্য তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্যগণ চতুর্দ্দিকে দৌড়িল। তাঁহাদের মধ্যে একজন রামসহায়,

মন্দিরে গিয়া কালী বাবুর দেখা পাইল। অতঃপর সেই বিশ্বাসী ভৃত্য নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া আসিয়া কালীবাবুর পরিবারবর্গকে এক প্রতিবাসী বেণের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে লালা কিশোরী লাল নামে একজন ষ্ট্যাম্পবিক্রেতা কালীবাবুর সন্ধান পাইয়া মন্দিরে গিয়া পৌঁছিল। তথায় তখন অন্য কেহ না থাকায় কালীবাবু তাঁহাকে মন্দিরের ভিতর ডাকিয়া তাঁহার হস্তে পূর্ব্বোক্ত অঙ্গুরী ও তিনটি টাকা দিয়া তাঁহাকে 'সাআদতগঞ্জে' পণ্ডিত ভবানীদীনের বাড়ী পৌছাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাই হইল। পণ্ডিতজী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন! তিনি কালীবাবুকে অতঃপর পণ্ডিতের মত বেশ মালা ও 'পত্রা' ধারণ করিয়া বাগানের "বারাদোয়ারীতে" থাকিতে পরামর্শ দিলেন। কালীবাবু তাহাই করিলেন। পণ্ডিত ভবানীদীন মালীকে বলিয়া দিলেন তাঁহার বন্ধু নূতন পণ্ডিতজী তথায় থাকিবেন। পণ্ডিতজী প্রত্যহ তাঁহার আহার যোগাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কালীবাবু পণ্ডিতজী ও কিশোরীলালকে সেই উদ্যানে তাঁহার পরিবারবর্গকে আনিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কারণ তথায় স্থান যথেষ্ট ছিল এবং উদ্যানরক্ষক বিছানা পত্রাদিও যোগাইল। এদিকে মালী তাঁহাকে পূজারী পণ্ডিত ভাবিয়া ধর্ম্মোপদেশ বা কথকতা করিতে ধরিয়া বসিল। ক্ষুধার কষ্ট, মানসিক উদ্বেগ এবং সকল প্রকার অশান্তিতে থাকিলেও বাহিরে কিছু প্রকাশ না পায় এজন্য কালীবাবু প্রফুল্ল মুখে নানা ধর্ম্মকথা আরম্ভ করিলেন। এমন সময় ভয়ানক গোলমাল শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ ছাদের উপর উঠিয়া ব্যাপার কি দেখিতে গেলেন। পার্শ্বের বাড়ীর একজন ধনী ব্যক্তি সেই গোলমাল শুনিয়া ছাদে উঠিয়াছিল। কিন্তু কিসের গোলমাল ঠিক করিতে না পারিয়া ভাবিল উদ্যানের মালী ও পণ্ডিত বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা অমনি উদ্যান লক্ষ করিয়া গুলি করিতে লাগিল। বহু কষ্টে তবে কালীবাবু সিঁড়ি দিয়া নামিতে পারেন। যাহা হউক, ভয়ানক উদ্বেগের সহিত তিনি রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পণ্ডিত ভবানীদীন আসিয়া বলিলেন ; উদ্যানের পার্শ্বেই এক শীতলার মন্দির আছে ; তথায় মেলা বসে, ও বহু লোক সমাগত হইয়া গণ্ডগোল করে। এ অবস্থায় পরিবারদিগকে এখানে আনয়ন করা নিরাপদ নহে। আবস্তিজীর বাড়ী মন্দিরের খুব নিকটে ছিল। সুতরাং কালীবাবু প্রত্যহ একবার তাহাদের

দেখিয়া আসিতেন। কিন্তু এ ভাবেও বেশী দিন চলিল না, সে উদ্যানেও বিপদের আশঙ্কা হইল। বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ ত দূরের কথা, গ্রামবাসীদিগের হস্তে লাঞ্ছনাভোগ ও অত্যাচারের ভয় ছিল। তখন সাআদতগঞ্জ পল্লীস্থ "মীর সাহেবের উদ্যান" নামে ত্রিশ বিঘাব্যাপী এক উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করাই স্থির হইল। ঐ উদ্যানের নিকট দিয়া তিদিয়া নদী প্রবাহিত। নদীর উভয় পার্শ্বে শরবন এবং তাহার এক মাইলের মধ্যে ইক্ষুক্ষেত। কালীবাবু স্থির করিলেন যদি শত্রুগণ আক্রমণ করে তাহা হইলে ঐ সকল ক্ষেত এবং শর বনের ভিতর লুকাইয়া জীবন রক্ষা করিবেন। তিনি ঐ উদ্যানে রহিলেন এবং তথা হইতে মধ্যে মধ্যে স্বীয় পরিজনদিগকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। একদিন এইরূপ দেখিতে আসিলে সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে উদ্যান ত্যাগ করিতে অনুনয় করিলেন। তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে নিকটস্থ একজন ছত্রী তাঁহার প্রাণসংহার করিতে মনস্থ করিয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মহত্যার ভয়ে একজন মুসলমানকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। কারণ তাঁহার মস্তক দেখাইতে পারিলে সে বহু মূল্য খেলাৎ ও পঞ্চসহস্র টাকা পুরস্কার পাইবে। এই ভীষণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি হৃদয়ের আবেগে রাত্রি দুইটার সময় একাকী সেই ছত্রীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া নির্ভয়-চিত্তে বলিলেন, "কেন তুমি মুসলমানের দ্বারা আমার রক্তপাত করিয়া দেহ কলঙ্কিত করিতে মনস্থ করিয়াছ। আমি উপস্থিত হইয়াছি, আমারই নাম কালীচরণ; তরবারী লইয়া এখনি আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মনোমত খেলাৎ ও অর্থ পুরস্কার লও। আর একজনকে কেন তোমার সুনামের ভাগী করিবে? তুমি স্বয়ং পুরুষত্ব দেখাইয়া খ্যাতি লাভ করিতেছ না কেন? আমি ত নিজের জীবন তোমায় দিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। তবে আর বিলম্ব কি?" এমন হৃদয়-বিদারক ভাবে তিনি ঐ সকল কথা বলিলেন যে, তৎসমুদয় ছত্রীর মর্ম্মস্থলে গিয়া বিদ্ধ করিল এবং সে অশ্রুপাত করিতে করিতে ক্ষমাভিক্ষা করিল ও বলিল, "আপনি পূর্ব্ববৎ আপনার সন্তানদিগকে দেখিয়া আসিবেন। আপনার প্রাণের আর কোন ভয় নাই।" কালীবাবু জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। উদ্যানরক্ষক টীকারাম ও তাহার ভ্রাতা খুব উচ্চমনা ছিল। তাহারা প্রাণপণ যত্নে কালীবাবুকে রক্ষা করিয়াছিল। ঈশ্বরের কৃপায় তথায় এক লোহিত বর্ণের কুক্কুর আসিয়া জুটিল। সে সেই বাগানে থাকিয়া কালীবাবুকে

আগুলিয়া বেড়াইত ; এমন কি পোকা মাকড়টি পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট থাকিতে দিত না। সে যাহা কিছু ভুক্তাবশিষ্ট পাইত তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কালীবাবুর নিকট পড়িয়া থাকিত। এই অনাহুত জন্তুটি কালীবাবুর নির্জ্জনবাসের প্রধান সহায় হইয়াছিল। ক্রমে বর্ষা নামিল। পথঘাট জলাকীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিল ; এদিকে সেই ভয়ানক স্থানে আর অধিককাল বাস করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন না। অতঃপর এক দিন সন্ধ্যায় পরিবারবর্গকে দেখিতে গেলেন। এখানে দেখেন তাঁহাদের বিপদের এক শেষ। শ্যামাচরণ বাবুর স্ত্রী এক সন্তান প্রসব করিয়াছেন। যাঁহার বাড়ীতে তাঁহারা আছেন সেই গোবিন্দপ্রসাদ আবস্তীর পিতার বিসূচিকায় দেহত্যাগ হইয়াছে। কলেরা ও বাত সংক্রামক আকার ধারণ করিয়াছে। আবস্তীজীর বৃদ্ধা জননী, কালীবাবুর পরিবারেরা আসাতেই তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইল বলিয়া গোল বাধাইলেন এবং আরও বিপদের আশঙ্কা করিয়া শীঘ্র স্থানান্তরে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা কিন্তু এক পক্ষকাল পরে বিসূচিকায় প্রাণ হারাইলেন। গোবিন্দ প্রসাদের মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। কালী বাবু তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তাহার ধারণা দূর হইল না। কালীবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং তারিণী বাবুর এক কন্যা ঐ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কালী বাবুর পরিবারের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক স্বপ্ন দেখিলেন সেই বৃদ্ধা বলিতেছেন "এখনও তোমরা বাড়ী ছাড়িবে কি না ? না ছাড়িলে যাহারা আছে তাহাদের সকলকে লইব।" বাড়ী ছাড়াই শেষে স্থির হইল। এবং ভ্রাতৃগণের সন্ধান লওয়া হইল। যখন প্রথমে বিদ্রোহ দেখা দেয় কালী বাবু তাঁহার দুইজন বিশ্বাসী ভৃত্য (পুরী ও দীক্ষিতজীকে) এলাহাবাদে পিতার নিকট পাঠান। তাহাদের সঙ্গে একটী বংশদণ্ড দেন তন্মধ্যে ১০০৲ টাকার হুণ্ডী ছিল। ভৃত্যদ্বয় এলাহাবাদের নিকট পৌঁছিয়া দেখিল নদীর উভয় তীর ইংরেজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। কাহারও গমনাগমনের হুকুম নাই। তাহারা অগত্যা লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া আসিল ; কিন্তু পূর্ব্ব বাসস্থানে তাহাদের প্রভুর সাক্ষাৎ না পাইয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। কারণ কালী বাবু তখন আবস্তীজীর বাড়ীর নিকটস্থ উদ্যানে উঠিয়া গিয়াছিলেন। বহু অন্বেষণের পর তাঁহার দেখা পাইয়া সমস্ত নিবেদন করিল। দীক্ষিতজী তৎপরে শ্যামাচরণ বাবুর সন্ধানে প্রেরিত হইল। দৈবযোগে শ্যামাচরণ বাবু তুলসী রাম মিশ্রের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়া কালী বাবু যে উদ্যানে ছিলেন তাহারই এক

প্রান্তে গুপ্তভাবে বাস করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইতে অধিক বিলম্ব হইল না। বহু অনুসন্ধানের পর কুমায়ূঁ পার্ব্বত্য প্রদেশে তারিণী বাবুর সংবাদ পাওয়া গেল, তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে লোক গেল, কিন্তু তিনি প্রয়াগ তীর্থে গিয়া পিতা ও আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া আসিবেন বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। এদিকে বিদ্রোহীদিগের উৎসাহ এবং অধ্যবসায় ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। তাহারা মনে করিয়াছিল ভারতে ইংরেজ বংশ সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে আর পুনরাক্রমণের কোন ভয় নাই। এই ভাবিয়া তাহারা নিতান্ত অসাবধান হইয়া পড়িল। হঠাৎ তখন এক জনবর উঠিল যে কর্ণেল আউটরাম বহু সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া লক্ষ্ণৌয়ের নিকটস্থ হইয়াছেন। সিপাহীরা কাণপুরের সীমার বাহিরে তাঁহার গতিরোধ করিবার উদ্যোগ করিল এবং গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্ব হইতে একদল সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। এই উদ্দেশ্যে আট দল সৈন্য লক্ষ্ণৌ হইতে কুচ করে। একদিন মাত্র তাহারা অগ্রসর হইয়াছে আর মূষলের ধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। সুতরাং তাহারা অধিক অগ্রসর হইতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকের গ্রামগুলির মধ্যে আশ্রয় লইয়া ও গ্রাম লুঠ করিয়া রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিল। অপর পক্ষে ইংরেজ সেনাদল দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত অটলভাবে এক আড্ডার পর আর এক আড্ডা কুচ করিতে চলিল। এইরূপে তাহারা হঠাৎ নগরদ্বারে আসিয়া এমন ভয়ানক গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিল যে, চমকিত শত্রুগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যে যে অবস্থায় ছিল নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। টীকারাম মালী সেই সময় সহরের কোন স্থানে যাইতেছিল। সে পলায়নপর বিদ্রোহীদিগের দলভেদ করিয়া উদ্যানে আসিয়া পৌছিল এবং কালীবাবুর নিকট সিপাহীদের অবস্থা জ্ঞাপন করিল। কালীবাবু দেখিলেন সহর ত্যাগ করিবার উহাই উপযুক্ত সময়। তিনি পণ্ডিত ভবানীদীনকে, তাঁহার পরিবার পরিজনকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে এবং তথায় তাঁহার জনৈক বন্ধুর গৃহে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে বলিলেন এবং গোবিন্দপ্রসাদ আবস্তীকেও তাহাদের নিরাপদে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে লক্ষ্ণৌ হইতে ছয় মাইল দূরে মান্দাগ্রামে পণ্ডিতজীর এক বন্ধুর বাড়ীতে তাহাদিগকে রাখিয়া আসিয়া, আবস্তীজী কালীবাবুকে সংবাদ দিলেন। পরদিন কালী বাবু স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণকে ডুলিতে তুলিয়া দিয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে চলিলেন। এলাহাবাদ পৌছিতে আর আট মাইল আছে এমন

সময় জনৈক জমীদার সংবাদ আনিল যে "নাজিম" সৈন্যসহ অদূরে অবস্থান করিতে-ছেন। নাজিমের নাম শুনিয়া ডুলিবাহকগণ ডুলি ফেলিয়া পলায়ন করিল। কালী বাবু পথিমধ্যে মহা বিপদে পড়িলেন। অবশেষে অনতিদূরে পাণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের গোঁসাইজীর সহিত পরামর্শ করিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী একটী বাড়ীতে সে রাত্রি কাটাইলেন। কিন্তু সেখানেও নিরাপদ হইতে পারিলেন না। একজন যোগী (স্থানীয় পাণ্ডা) দুই জন চেলার সঙ্গে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগীর হস্তে তরবারি ছিল এবং সে নেশায় উন্মত্তবৎ হইয়াছিল। এক-জন পণ্ডিত কালী বাবুকে চিনিতে পারিয়াছিল। সে সংস্কৃতভাষায় পাণ্ডাকে তাঁহার গুপ্তকাহিনী সমস্ত বলিয়া দিল। তাঁহার মস্তকের জন্য যে পাঁচ হাজার টাকা প্রভৃতি পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল সে তাহা জানিত। কালীবাবু গোঁসাইজীকে এ সকল কথা বলিয়া দিলেন। অতঃপর গোঁসাইজী চারি জন সশস্ত্র ভীমকায় সেনা তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। গভীর রাত্রে দুর্ব্বৃত্ত পাপীর দল কয়েকবার আসিয়া দ্বারে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু কৌশল ক্রমে এবং সারা রাত্রি জগদীশ্বরের নাম জপ করিতে করিতে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতে তাঁহার জমীদার বন্ধু কয়েকখানা ডুলি লইয়া আসিলে তিনি রওনা হইলেন, এবং কয়েক মাইল আসিবার পর এলাহাবাদ দুর্গে ব্রিটিশ পতাকা দেখিতে পাইলেন। তথা হইতে এলাহাবাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি সহরের ধারে কয়েকজন দস্যু লুকাইয়া ছিল। ঐ সকল দস্যুদিগের গুপ্তস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু সে যাত্রা কালীবাবু তাঁহার জমীদারবন্ধুর জন্য রক্ষা পাইলেন। জমীদারকে তাহারা বিলক্ষণ চিনিত। তাঁহাকে দেখিয়াই তাহারা পলায়ন করিল। অবশেষে সকলে এলাহাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। কালী বাবু জমীদারকে মিষ্টান্ন ও কিছু অর্থ এবং ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিলেন। এখানে বলা যাইতে পারে যে, এই সকল জমীদার নামধারী কৃষকসর্দ্দার বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন এবং সাহসী। ইহাদের অর্থ এবং লোকবল যথেষ্ট কিন্তু ইহাদের কথাবার্ত্তা এবং বেশভূষা দেখিলে আমাদের দেশীয় জমীদারবর্গের দ্বারবান শ্রেণীর লোক বলিয়াই মনে হয়।

গৃহে পৌঁছিয়া সকলে যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। কালীবাবুর বৃদ্ধ পিতা পরমানন্দে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। গৃহে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল। এলাহাবাদ তখন সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছিল। ইংরেজ সৈন্য চতুর্দ্দিকেই জয়ের

পর জয়লাভ করিতে লাগিল। ১৮৫৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে জেনারেল আউটরাম লক্ষ্ণৌয়ের বেলীগার্ড দ্বিতীয় বার দখল করেন। তিনি ২৫২৫০৲ টাকার পয়সা কেবল কাণপুরে খাজনাস্বরূপ পাঠাইয়া দেন এবং স্বয়ং নগরের বাহিরে তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনি বহু বিদ্রোহী সেনাকে Loyalty Certificate দিয়া বশ করেন এবং অনেক ইউরোপীয় উচ্চ কর্ম্মচারীকে এলাহাবাদ পাঠাইয়া দেন। কালীবাবু এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী কাপ্তেন মার্টিন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। মার্টিন সাহেব কালীবাবুকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হন। তাহার কারণ বিদ্রোহীরা যখন কালীবাবুর মস্তকের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে, তখন তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্যগণ তাঁহার মৃত্যুসংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করিয়া দেয়। কেহ তাহাদিগের নিকট কালী বাবুর সংবাদ চাহিলে বা তাঁহার নামমাত্র করিলে তাহারা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করিত। ইহাতে উভয় বিদ্রোহী এবং রাজপুরুষগণ সকলেরই ধারণা ছিল যে, কালীবাবু আর নাই। তিনি কি প্রকারে প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইলেন জানিবার জন্য সাহেব বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। কালীবাবু বলিলেন বাঁচিয়াছি বটে কিন্তু মরিয়া বাঁচিয়াছি অর্থাৎ মৃত্যুসংবাদ ইতিপূর্ব্বেই রাষ্ট্র হইয়াছিল। এই বলিয়া তিনি তাঁহার দুঃখের কাহিনী সমস্ত বর্ণন করেন। মার্টিন সাহেব বিদ্রোহের সময় প্রত্যহ রাত্রে মোগলের ছদ্মবেশে বেলীগার্ড দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সহরের সংবাদ লইয়া যাইতেন। সেই সূত্রে তিনি সংবাদ পান যে কালীবাবুর মৃত্যু হইয়াছে।

অতঃপর মার্টিন সাহেব কালীবাবুকে অবিলম্বে কাণপুর গিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে প্রেরিত খাজনার ভার এবং বারমাসের বক্রী বেতন গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তখন বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমিত হয় নাই এবং কালীবাবুও বহু কষ্টের পর গৃহে থাকিয়া শান্তিভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু রাজভক্ত কালীবাবু মার্টিন সাহেবের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তিনি শীঘ্রই কাণপুর যাত্রা করিলেন। পথে একদল গোরা সৈন্য তাঁহাকে বিদ্রোহী মনে করিয়া গুলি করিতে উদ্যত হইল। তিনি বহু কষ্টে এবং বিবিধ প্রকারে বুঝাইয়া তবে প্রাণ পাইলেন। এই সময় পথে ঘাটে যেখানে যেমন দেশীয়কে দেখিতে পাইয়াছে উন্মত্ত গোরারা হয় গুলি করিয়া মারিয়াছে—না হয় গলে রজ্জু বা বস্ত্র বাঁধিয়া বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া

দিয়া হত্যা করিয়াছে। যাহা হউক, সৈন্যগণ পরে কালীবাবুকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে নিরাপদে কাণপুরে পৌছাইয়া দেয়। তথায় গিয়াই কালীবাবু খাজনার ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে মার্টিন সাহেবও কাণপুরে "চীফ ম্যাজিষ্ট্রেট" হইয়া যান। পরে কালীবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা ৬ মাসের বাকী বেতন লইয়া এলাহাবাদে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার পিতা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আর পুত্রগণকে চক্ষের অন্তরাল করেন নাই।

কাণপুর হইতে মার্টিন সাহেব লক্ষ্ণৌয়ের কলেক্টর হইয়া যান এবং তথা হইতে পুনরায় কালীবাবুকে নিয়োগপত্র প্রেরণ করেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে লক্ষ্ণৌ এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে আসিয়াছে, আর কোন ভয় নাই, কেবল একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী পাওয়া যাইতেছে না, অতএব কালীবাবু ও তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা নিশ্চয়ই যেন কর্ম্মস্থলে আসিয়া যোগ দেন। কিন্তু যদি অন্য ভ্রাতৃদ্বয় ঘটনাক্রমে কর্ম্ম করিতে অপারগ হন, তবে কালীবাবু যেন অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়া অফিসের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যান। কালীবাবুর ভ্রাতারা অসম্মত হইলে তিনি একাকী লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। অফিসে গিয়া দেখেন সমস্তই নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। সুতরাং তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া দপ্তর পুনর্গঠিত করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ তহশীলের কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত করিলেন। লক্ষ্ণৌয়ে পুনরায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কালীবাবুর সুযশ বিস্তারলাভ করিল এবং উচ্চ রাজপুরুষগণ তাঁহার সদ্‌গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ট্রেজারি অফিসারের তাহা অসহ্য হইল। কালীবাবু তাঁহাকে ঈর্ষ্যাকুল দেখিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলেন। ইহা তাঁহার অল্প গৌরবের বিষয় নহে যে, তিনি ৮১ লক্ষ টাকার হিসাব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া একপক্ষ কালের মধ্যেই অবসরগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মস্থল হইতে নির্ম্মল চরিত্র ও সুযশ লইয়া এবং পদস্থ রাজপুরুষদিগের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি অবসরকালের কিয়দংশ এলাহাবাদে এবং কিছুকাল বারাণসীতে ক্ষেপণ করিতেন। একবার তাঁহার পুরাতন বন্ধু হরপ্রসাদ সাহেব সীতারামী তাঁহাকে কাশীবাস করিতে পরামর্শ দেন এবং নিজেও কাশীতে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি কাশীনরেশের নিকট কালীবাবুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন। তাঁহার নিকট কালীবাবুর পরিচয় পাইয়া কাশীনরেশ অতিশয় প্রীত হন

এবং তাঁহাকে দেখিতে চাহেন। রায় বলদেব বক্স সে সময় কাশীনরেশের "মাদারুল মোহীম" (ম্যানেজার) ছিলেন। কালীবাবুর সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল। তাঁহার এবং বাবু হরপ্রসাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, কালীবাবু মহারাজের ষ্টেটে কোন কর্ম্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে বন্ধুত্রয় একত্রে বাস করিতে সমর্থ হন। এক দিবস তিনি কালীবাবুকে রামনগর-প্রাসাদে লইয়া যান। মহারাজ রামনগর প্রাসাদেই প্রায় থাকিতেন। তথায় রাত্রে তাঁহার সহিত কালীবাবুর সাক্ষাৎ হয়। কাশীনরেশ বলেন যে তিনি উভয় সাহী ও ইংরেজী কর্ম্ম অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে চাহেন। তদুত্তরে কালীবাবু নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হওয়ায় তিনি এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। মহারাজ বলিলেন, আপনি বসিয়া থাকিলেও আপনার মুখের কথায় অনেক কাজ পাওয়া যাইতে পারে, তখন তিনি আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না, বরং কাশীনরেশের সৌজন্যে সম্মানিত বোধ করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে মর্য্যাদাসূচক পরিচ্ছদ (robe of honour) দিয়া কর্ম্মে বরণ করিলেন। ধনাগার (জবাহীরখানা) ও অস্ত্রাগার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। মহারাজ তাঁহার প্রতি চিরসদয় ছিলেন এবং তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার পুত্র মহারাজ নারায়ণ সিংহ সাহেব কালীবাবুর পদ, সম্মান এবং প্রতিপত্তি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। কিন্তু বার্দ্ধক্যে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি বা কর্ম্মশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। গঙ্গার পূর্ব্ব উপকূলে রামনগর প্রাসাদ অবস্থিত। কাশীতে তাঁহার পরিবারবর্গকে রাখিয়া তাঁহাকে রামনগরেই থাকিতে হইত। এলাহাবাদের বাড়ীতে বড় একটা থাকিবার অবকাশ পাইতেন না। কিন্তু পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার মনের ভাব হঠাৎ কিরূপ হইল, তিনি মহারাজের অনুমতি না লইয়াই হঠাৎ এলাহাবাদে আসিয়া পুরাতন বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই কাশী ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু আর তাঁহাকে কর্ম্মস্থানে যাইতে হইল না। তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। ১৮৯৩ অব্দের ২৬শে এপ্রেল রবিবার সূর্য্যোদয়কালে বাবু কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে স্বর্গলাভ করিলেন। তিনি কয়েকটী অনন্যসাধারণ গুণ পাইয়া আসিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি সত্যনিষ্ঠ এবং শ্রমশীল ছিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি,

কর্ম্মশক্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকাশলাভ করিয়াছিল। তিনি সংস্কৃত, ইংরেজা, পারস্ত প্রভৃতি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মুখে অনর্গল সাধুভাষায় নির্ভুল উর্দ্দূ শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইয়া যাইতেন। পারস্ত কাব্য-গ্রন্থ হইতে অসংখ্য শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। হাফিজ সিরাজীর "দিবান" তিনি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন। উহা তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। সংস্কৃতেও তাঁহার বেশ অধিকার ছিল। তিনি প্রায়ই পণ্ডিতগণের সহবাসে শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মালাপে কালক্ষেপ করিতেন। তিনি স্বভাবতঃই দয়ার্দ্রচিত্ত ও বদান্য ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বেই তাঁহার অনেক বাল্যবন্ধু এবং তাঁহার বিপদের সঙ্গী সখারাম ব্রহ্মচারী ভবানীদীন পণ্ডিত, ভৃত্য পুরী ও দীক্ষিতজী প্রভৃতির মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি আজীবন সকলের পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য করিয়াছেন।* তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সদানন্দ বাবু ইংরেজী, পারস্ত ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া কাশীর রাজকুমারের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন এবং পরে তহশীলদারের পদ প্রাপ্ত হইয়া এলাহাবাদে বাস করিতে থাকেন; কিন্তু তিনি অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। কালীবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ বাবু ও কনিষ্ঠ তারিণী বাবু ইতিপূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে কাশী-নরেশের তহশীলদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছেন।

অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজীদ আলী সাহের সময় (১৮৪৭-১৮৫৬) কলি-কাতার প্রসিদ্ধ জমিদার সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র † রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখো-

* ১৮৯৭ অব্দে বারাণসী জালালী যন্ত্রালয় হইতে সৈয়দ ওয়াজার হোসেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ইনকিলাবে রোজগার" নামক পুস্তক হইতে ও কালীবাবুর পুত্র জ্ঞানানন্দ বাবু এবং মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয়ের নিকট হইতে কালীচরণ বাবু সম্বন্ধে এই সকল তথ্য গৃহীত হইল।—জ্ঞ।
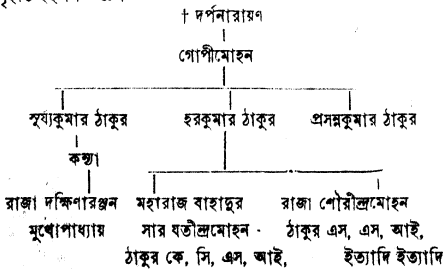
পাধ্যায় সিপাহী যুদ্ধের পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌপ্রবাসী হন। অযোধ্যার তালুকদারগণের মধ্যে ইনিই একমাত্র বাঙ্গালী তালুকদার। রাজা দক্ষিণারঞ্জন আউধ তালুকদার সভার সম্পাদকের কার্য্য বহুকাল ধরিয়া অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইঁহার পৌত্র কুমার শ্রীযুক্ত ভুবনরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান অযোধ্যার একমাত্র বাঙ্গালী তালুকদার। ইঁহার পর অনেক গণ্যমান্য বাঙ্গালী লক্ষ্ণৌয়ে স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছেন।

দক্ষিণারঞ্জন বাবু হিন্দুকলেজের প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ ডিরোজিও সাহেবের নিকট শিক্ষা পান এবং উচ্চশিক্ষা সাহিত্যানুরাগ জনহিতৈষণার জন্য যেমন খ্যাত হন, ডিরোজিওর অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় তিমনি ইংরেজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। লক্ষ্ণৌ আসিবার পূর্ব্বেই তিনি কলিকাতার নব্যসম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত সাময়িক পত্র বেঙ্গল স্পেক্টেটর (Bengal Spectator) তিনি, বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও প্যারীচাঁদ মিত্রের * সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যও তাঁহার চেষ্টা অল্প ছিল না। যে জমির উপর কলিকাতার বেথুন কলেজ স্থাপিত হইয়াছে উহার কিয়দংশ তিনি ১৮৫০ অব্দে স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা কল্পে দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয় বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন † এবং হিন্দুমতে তথাকার একটী ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত স্বীয়পুত্রের বিবাহ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ‡ স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ১৮৬৭ অব্দে তাঁহারই বাসায় তিন সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিয়া একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। উহাই লক্ষ্ণৌয়ে স্থাপিত প্রথম ব্রাহ্মসমাজ। পরে দুই একজন

—The Tagore Family : a memoir ; by J. W. Furrell, 1882. Printed for Private circulation

* টেকচাঁদ ঠাকুর।

† স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"দক্ষিণাবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন। প্রণবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতেন তখন তাঁহার চাপরাসীদিগকে "ওঁ" অঙ্কিত তক্‌মা পরিধান করাইতেন।

‡ এই বিবাহ কলিকাতা পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট বর্চ্চ সাহেবের সম্মুখে Civil Marriage Act অনুসারে সম্পাদিত হয়। ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি এই বিবাহের সাক্ষী ছিলেন।

করিয়া এখানে ব্রাহ্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু তাঁহাদের প্রায় সকলেই বাঙ্গালী।* বলা বাহুল্য দক্ষিণাবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন এবং "ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় কন্যার বিবাহ ও বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত জ্ঞান করিতেন।"

সিপাহীবিদ্রোহ দমনের পর লক্ষ্ণৌয়ে ব্রিটীশরাজ্য সুদৃঢ় হইলে বড়লাট লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের অযোধ্যায় শাসন-নীতি (Oudh policy) সম্বন্ধে দক্ষিণাবাবু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য স্বরূপ ১৮৫৯ অব্দে ইংরেজের অনুকূল সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে মিউটিনির সময় লণ্ডনের প্রসিদ্ধ টাইমস্ পত্রে বিশেষ দক্ষতা সহকারে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দুই একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার ডাফ্ এই সময় বড়লাট ক্যানিং বাহাদুরের নিকট দক্ষিণাবাবুর সুখ্যাতিও করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে দক্ষিণাবাবু মহামতি ক্যানিং বাহাদুরের সুনজরে পতিত হন এবং অযোধ্যার তালুকদারী নূতন নিয়মে ও নব সর্ত্তে বন্দোবস্ত করিবার কালে দক্ষিণাবাবু রাজা উপাধিতে ভূষিত হন এবং রায়বেরেলীর অন্তর্গত শঙ্করপুরের তালুক প্রাপ্ত হন।† তালুকদারী ও রাজা উপাধিদানের জন্য সার চার্লস্ উইংফীল্ড মহোদয় এবং মাননীয় ডেভিস্ সাহেবও অল্প যত্ন করেন নাই। ইঁহারা উভয়েই রাজা দক্ষিণারঞ্জনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

---

* "The Brahmos numbered 28 persons in 1901 out of the total of 37 for the whole Provinces. Almost all of these are Bengalees, for the faith has not found acceptance among the people of these Provinces. * * * * and consequently must be regarded as an exotic religion in Lucknow."—District Gazetteer of the U.P. 1904, vol. xxxvii. p. 77.

† "Of thorughly confiscated estates Tulshipore was given to Rajah Dig Bejoy Singh of Balarampore, and Gondah to Raja Man Singh, both of whom were made Maharajahs for their conspicuous loyalty during the dark days of the rebellion. Some new Taluqdars were also created at the same time, as Maharajah Kapurthala, a Punjabi, of Bahraich and Rajah Dakshinaranjan Mookherji a Bengali of * * * Lord Canning himself distributed to 177 Taluqdars, on 25th october, at a grand Durbar in the Lal Baradari, conferring on them full proprietary right, title, possession, for which purpose His Excellency Lord Canning visited Lucknow on 22nd October in great state * * *."

—'The Pictorial Lucknow by P, C. Mukherji (a printed but unpublished book dated Lucknow 26th May 1833).

স্বর্গীয় রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

(জয়পুর মহারাজার স্বহস্তে গৃহীত ফটো হইতে)

(পৃষ্ঠা ৩৩৬)

এ অঞ্চলে সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালী বড় প্রবেশলাভ করে নাই। বিশেষতঃ তালুকদার এবং স্থানীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে শিক্ষা-নীতি এবং উদার জ্ঞানের অতীব শোচনীয় অভাব ছিল। নিরবচ্ছিন্ন আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করাই ধনী সম্প্রদায়ের এবং তাঁহাদের অনুকরণে জন-সাধারণের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া জ্ঞান ছিল। কিন্তু সেই তামসিক সমাজের যাবতীয় কুসংস্কার, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় বাঙ্গালীর সংশ্রবে বিদূরিত হয়। এমন কি, এই বিলাসী জমিদারবর্গের জীবনের স্রোত এককালে ভিন্ন পথগামী হয়। উক্ত প্রবাসিগণের বিশেষ উদ্যোগে এবং গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে অযোধ্যার জমিদারসম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ১৮৬৯ সালে লক্ষ্ণৌয়ে "Wards Institution' স্থাপিত হয়। রাজা দক্ষিণারঞ্জন উক্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শক (Visitor) হন। এবং তিনি অযোধ্যায় তালুকদার বংশীয়দিগের যাহাতে স্বত্বাধিকার সুরক্ষিত হয় ও তালুকগুলি সুপরিচালিত হয় তাহার জন্য তালুকদার সভা (British Indian Association of Oudh or Taluqdar's Association) স্থাপিত করেন। লক্ষ্ণৌ কেশরবাগের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণমধ্যস্থ বারদ্বারী নামক বিখ্যাত পাষাণসৌধ মধ্যে সে সভার অধিবেশন ও কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। রাজা দক্ষিণারঞ্জন ঐ তালুকদার সভার প্রথম সম্পাদক মনোনীত হন। কেশরবাগ পূর্ব্বে নবাব ওয়াজীদ আলী সাহের প্রমোদ-উদ্যান ও বিলাসভবন ছিল। উহা দুর্গাকারে সুদৃঢ় প্রাচীর ও সৌধমালার দ্বারা বেষ্টিত। উহার এক একটী সৌধ এক এক জন বেগমের অধিকৃত ছিল। এক্ষণে উহার এক একটী আগার এক এক জন তালুকদারকে প্রদত্ত হইল। সেই সূত্রে রাজা দক্ষিণারঞ্জনও একটী অংশের অধিকার প্রাপ্ত হন। বলিতে গেলে রাজা দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যাপ্রদেশের পুনর্জন্মদাতা। তিনি তালুকদার-সভা প্রতিষ্ঠার পর লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজও সংস্থাপন করেন। সার্ চার্লস্ ট্রিভেলিয়ান মহোদয় লক্ষ্ণৌ দেখিতে গিয়া এই তালুকদার সভার প্রতিষ্ঠাবধি ইহার কার্য্য পরিদর্শন করিয়া আনন্দসহকারে বলিয়াছিলেন—"This is your Parliament Dakshinaranjan" অর্থাৎ, "দক্ষিণারঞ্জন! এ যে দেখিতেছি আপনার পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা।"

রাজা দক্ষিণারঞ্জন তালুকদার সভার মুখপত্র স্বরূপ "লক্ষ্ণৌ টাইমস্" পত্র ক্রয় করিয়া লয়েন এবং "সমাচার হিন্দুস্থানী" নামক পত্র স্থাপিত করেন। তাঁহার

সমসাময়িক আর একজন বাঙ্গালী লক্ষ্ণৌয়ে তালুকদারদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি খুলনার জমিদারবংশীয় টাকীনিবাসী স্বর্গীয় আনন্দলাল রায় চৌধুরী। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি পশ্চিমে যান। তখন বঙ্গদেশ হইতে আসিতে জলপথেই আসিতে হইত। আনন্দবাবুও নৌকা করিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং জাহ্নবী-কুলবর্ত্তী প্রধান প্রধান সহর-গুলিতে বিশ্রাম করিতে করিতে আইসেন, এবং এই সূত্রে প্রথমে উত্তর-পশ্চিম, পরে অযোধ্যাপ্রবাসী হন। যখন বিদ্রোহীদিগের ভয়ে ইংরেজ ও বাঙ্গালিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছিলেন, আনন্দবাবু তখন কাণপুরে গিয়া উপস্থিত হন। এখানে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺চণ্ডীচরণ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে তখন লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়া স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। রাজা দক্ষিণারঞ্জন যে ওয়ার্ডস্ ইন্ষ্টিটিউশনের পরিদর্শক ছিলেন, আনন্দবাবু তাহার গবর্ণর নিযুক্ত হন। এবং বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন।

লক্ষ্ণৌয়ের তাৎকালীন কমিশনর বাহাদুর অযোধ্যার রাজস্ব কমিশনর এবং অযোধ্যার চীফ্ কমিশনর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ সরকারী রিপোর্টে তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন। অযোধ্যার হিন্দু মুসলমান ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই আনন্দবাবুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভীঙ্গার রাজা উদয়প্রতাপ সিংহ, সীতাপুরের অন্তর্গত মহম্মদাবাদের তালুকদার নবাব আমীর হোসেন খাঁ বাহাদুর এবং রাজা রামপাল সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। অযোধ্যার জমিদার সম্প্রদায় আনন্দবাবুর নিকট, সুতরাং বাঙ্গালীর নিকট, কতদূর ঋণী তাহা তাৎকালিক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যগুলি পাঠ করিলে জানা যায়। অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব কমিশনর ও পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার হেনরি ডেভিস্ বাহাদুর লক্ষ্ণৌর কমিশনর সাহেবকে এ সম্বন্ধে যে পত্র * লিখিয়া-ছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"Para 4 :—It is extremely pleasing to me to learn that the habits and behavior of the Wards have so much improved. Their emancipation from the sloth and stupid pomp in which it is too much the custom to rear them, and

---

* Extract from a letter dated 26-28th July 1865 (Financial Department from R. H. Davies Esq, Financial Commissioner, Oudh, to the Commissioner of the Lucknow Division.

their entry upon a simple, active, regular, varied and dignified way of life, afford hopes of their future happiness and true distinction * * * * * You will be so good as to communicate to Governor and Visitor my entire appreciation of their successful exertions * * * *." খৃঃ ১৮৬৮ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে লক্ষ্ণৌয়ের কমিশনর উইলিয়ম ক্যাপার সাহেব আনন্দবাবুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"* * * * * * The Governor has performed his duties with ability, with energy and with tact. The Wards * * * * are both taught and encouraged to contract habits more manly than the indolence and self-indulgence which too often characterises the youth of Orientals in their social position. And their moral as well as physical education has been well attended to. The Governor of this Institution will have the proud satisfaction of looking on a large proportion of the Oudh Territorial aristocracy as having been brought up under his superintendence and much of what they have of good they will have learnt from him. * * * *" আনন্দ বাবু গবর্ণমেণ্ট হইতে এরূপ অনেক প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ প্রবাসী-বন্ধুগণ প্রায় সকলেই গত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বংশাবলী এ প্রদেশের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত বাগ্মী রেভারেণ্ড রামচন্দ্র বসু এম, এ, বারাণসী হইতে প্রকাশিত "ষ্টার" পত্রের সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিলুপ্ত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সিংহের পিতা ৺ হেমচন্দ্র সিংহ, এবং ৺ কৃষ্ণেন্দ্র সান্যাল * প্রভৃতি আনন্দ বাবুর বিশিষ্ট বন্ধুগণ তাঁহার সহিত ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

নবাব ওয়াজীদ আলী তাঁহার আনন্দকানন কৈসরবাগের পূর্ব্বদিকস্থ একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা ক্রয় করেন। ঐ অট্টালিকা তাঁহার ক্ষৌরকার আজীম উল্লা খাঁর সম্পত্তি ছিল। নবাব উহার মূল্যস্বরূপ আজীমকে চারিলক্ষ টাকা দিয়াছিলেন।

---

* ইনি কাবুল-যুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

তখন হইতে ইহার নাম হয় চৌলক্খি মহল।* এই মহলে পরে নবাব বাস করায় ইহা প্রধান মহলে পরিণত হয় এবং "চৌলক্খিমহল" ও "সরাই ইজ্জৎমহল" নামে অভিহিত হয়। এখানে বিদ্রোহী বেগম স্বীয় দরবার করিতেন এবং কয়েক সপ্তাহের জন্য এখানে ইংরেজদিগের বন্দিগণ রক্ষিত হইয়াছিল। আনন্দ বাবু এই অট্টালিকা ক্রয় করেন। তিনি কিছুকাল ভিঙ্গার রাজার প্রাইভেট সেক্রেটরী এবং দেওয়ান রণবিজয় সিংহের কুহুয়া তালুকের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও যথেষ্ট অধিকার ছিল। তাঁহার সমসাময়িক স্বর্গীয় ডাক্তার চণ্ডীচরণ ঘোষ ১৮৫৫ অব্দে সাহারাণপুরে কর্ম্ম লইয়া পশ্চিমপ্রবাসী হন। ইহার চার বৎসর পরে তিনি কিংস্ হস্পিটালে (King's Hospital) বদলী হইয়া লক্ষ্ণৌ আগমন করেন। ১৮৬৭ অব্দে সিবিলসার্জ্জনের সহকারী ও লক্ষ্ণৌ পুলিসের মেডিকেল অফিসরের কার্য্য ব্যতীত মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপকও নিযুক্ত হন। তিনি নবাবের প্রমোদ-উদ্যান কেশরবাগের পশ্চাতে স্বর্গীয় আনন্দলাল রায়ের অধিকৃত চৌলক্খিমহলের পার্শ্বেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী হন। ইঁহাদের পর ১৮৬২ অব্দে "রইস ও রইয়তের" স্বনাম প্রসিদ্ধ সম্পাদক স্বর্গীয় ডাক্তার সম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ আগমন করেন। ঐ বৎসর তিনি তাঁহার বন্ধু সার্ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত পীরপাহাড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজা দক্ষিণারঞ্জন তাঁহাকে সেই সময় অযোধ্যার তালুকদার সভার সহকারী সম্পাদক এবং উক্ত সভার মুখপত্র "সমাচার হিন্দুস্থানী"র সম্পাদক হইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন।† তাঁহার সম্পাদনে পত্রিকার এতদূর সম্ভ্রম ও শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, সে সময়ের বিলাতী প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রগুলি তাঁহার পত্রিকা হইতে রাজনৈতিক বহুবিষয় উদ্ধৃত করিতেন। এই পত্রিকা সে সময় দেশী ও বিলাতী সংবাদ পত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং তদানীন্তন অর্থসচিব স্যামুয়েল লং প্রমুখ প্রধান প্রধান

---

* A Brief history of Lucknow with an account of its principal buildings &c ; prepared and printed by the Municipal Committee, Lucknow, 1868.

† "The Samachar Hindustanee Edited by Dr. Shambhu Chander Mukherji appeared in January 1862. It was a revival of the 'Akbar Hindoosthan' which existed only a short time "—Friend of India. January, 16, 1862.

রাজনীতিজ্ঞেরও প্রশংসাভাজন হইয়াছিল। সম্ভুচন্দ্রের লক্ষ্ণৌ আসিবার ছয় মাস পরে ইংলণ্ডে লর্ড ক্যানিং মহোদয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতি তালুকদারদিগের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। শম্ভুচন্দ্র অযোধ্যায় তাঁহার দেশীয় প্রথায় শ্রাদ্ধ করিবার জন্য "সমাচার হিন্দুস্থানী"তে প্রবন্ধ লেখেন এবং তালুকদার সভাতেও স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহার ফলে ১৫ই অক্টোবর সমস্ত তালুকদার সমবেত হইয়া মহামতি ক্যানিং বাহাদুরের দেশীয় মতে শ্রাদ্ধ করেন। অতঃপর তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ পরামর্শ হইতে থাকিলে শম্ভুচন্দ্র তাঁহার নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়া এক প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লেখেন। সেই পরামর্শ মত ক্যানিং কলেজ স্থাপিত হয়। এসম্বন্ধে লক্ষ্ণৌ গেজেটীয়র গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

"The Educational institutions other than those managed by the Dt. Board, are confined to the city of Lucknow, with the exception of the Anglo Vernacular School at Kakori, the affairs of which are conducted by a committee of native gentleman. The chief of these institutions is the Canning College, which forms part of the Allahabad University. It was opened as a high school on the 1st of May 1864, in the Aminabad Palace, and in the first year over 200 boys entered it. The taluqdars pledged themselves to raise Rs 25,00 annually for its support, and an equal sum was contributed by Govt. In 1866 it was raised to the status of a College and in the following year it was affiliated to the Calcutta University for the B. A degree and for Law in 1870. It is managed by a committee of officials and non-official members presided over by the commissioner of Lucknow. It is divided into three Departments known as the English, Law and Oriental Branches, and in 1902 the average daily attendance was 146, 49 and 40 respectively. * * *. Page 130 Gazetteer, Lucknow, 1940.

১৮৬৩ অব্দে শম্ভুচন্দ্র তালুকদারদিগের আভ্যন্তরিক বিষয় ও লর্ড ক্যানিং মেমোরিয়াল ফণ্ডের টাকা অযথারূপে ব্যয়িত হওয়ার কথাও বেঙ্গলী পত্রে প্রকাশ করেন। তালুকদারগণ শম্ভুচন্দ্রকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন ভয়ও তেমনি করিতেন। সুতরাং তিনি যাহাতে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিয়া যান তালুকদারগণ তাহার চেষ্টা করেন। শম্ভুচন্দ্র তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। তিনি কিরূপ উচ্চ শ্রেণীর লোক ছিলেন এবং গুণগ্রাহী ইংরেজ রাজপুরুষগণ কর্তৃক কিরূপ আদৃত ও

সম্মানিত ছিলেন তাহা নিম্ন উদ্ধার * হইতে বেশ জানা যাইবে। উদ্ধারে উল্লিখিত ঘটনা ১১৮৪-৮৮ অব্দের মধ্যে ঘটিয়া ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমের ছোটলাট সার্ অকল্যাণ্ড কলভিন বাহাদুর তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন ও বন্ধুভাবে পত্রাদি লিখিতেন। ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাতে সংস্কৃত ও আইন অধ্যাপকের প্রয়োজন হয়। সেই সূত্রে রাজা দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে ঐ পদে আহ্বান করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের দুর্দ্দিন সবেমাত্র কাটিয়াছে—স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক "সেটন কার" তখন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ্। স্বর্গীয় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তখন সাহিত্যক্ষেত্রে একজন যশস্বী লেখক। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ অধিকারী, সংস্কৃত কলেজের প্রতিভাবান্ ছাত্র, এবং "ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী" নামক গ্রন্থের লেখক বলিয়া তখন তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি। ঐ গ্রন্থের প্রথম ভাগ তখন এণ্ট্রান্স ক্লাসের, দ্বিতীয় ভাগ এফ, এ ক্লাসের এবং তৃতীয় ভাগ বি, এ ক্লাসের নির্দ্ধারিত পাঠ্য ছিল। বিগত শতাব্দীর সেই মধ্যযুগে সর্ব্বাধীকারী মহাশয় লক্ষ্ণৌপ্রবাসী হন। বিদ্রোহ দমনের পর অযোধ্যা

* "At the urgent and repeated request of the Viceroy (Earl of Dufferin) Dr. Shambhu Chander one day went to the Government House. He was received by the Viceroy with the utmost courtesy and the Viceroy took his seat by the side of the distinguished journalist on a small sofa, so that the overflowing garment of the visitor fell on the body of the Viceroy. Lord Dufferin then showed him choicest articles collected by him during his tonr in Upper Burma, and began to talk with him on various subjects. In the midst of his conversation, Sir Stuart Bailey, the then Lieutenant Governor of Bengal, came to see the Viceroy for advice in an urgent political matter. The Viceroy therefore most politely requested Dr. Shambhu Chander Mukherji to excuse him for 5 or 10 minutes to have a talk with the Lieut. Governor. The Doctor with his usual politeness begged of the Viceroy to take leave of him, assuring his Lordship at the same time, that he would call on him on another occasion. But the Viceroy insisted on his remaining and having kept him engaged in reading some valuable books or newspaper, saw Sir Stuart Bailey in another room, gave necessary orders in the matter and came back to the journalist in all haste to resume conversation with him. Lord Dufferin was in private correspondence with the learned Doctor and wrote several private letter to him."

—"Reminiscences and Anecdotes" by R. G. Sanyal. Vol II. P. 114.

প্রদেশ ইংরেজের করতলগত হয়। অযোধ্যার তালুকদারী যখন নূতন নিয়মে ও নব সর্ত্তে বিলি করা হয়, তখন যে সকল জমীদারী সম্পূর্ণরূপে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল, অযোধ্যার চীফকমিশনর বাহাদুর তাহা, বিদ্রোহের দিনে যাঁহারা ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। সেই সূত্রে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় শঙ্করপুরের তালুক প্রাপ্ত হইয়া রাজা উপাধিতে ভূষিত হন এবং তালুকদারদিগের অন্যতম ও অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে আর কোন বাঙ্গালী ওরূপ অধিকার লাভ করেন নাই। অযোধ্যার নবাব ওয়াজীদ আলি সাহের বিখ্যাত প্রমোদ-উদ্যান কৈশরবাগের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের চেষ্টায় সুবিখ্যাত ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের সংস্কৃত সাহিত্য ও আইনের অধ্যাপকের প্রয়োজন হওয়ায় দক্ষিণারঞ্জনবাবু তাঁহার পুরাতন বন্ধু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে ঐ পদে আহ্বান করেন এবং রাজকুমার বাবু লক্ষ্ণৌয়ে আসিলে, তিনি স্বীয় তালুকদারী অধিকারে প্রাপ্ত কৈশরবাগের একটি অংশে তাঁহার বাসস্থান করিয়া দেন। কলেজের অধ্যাপনা ব্যতীত রাজকুমারবাবু এখানে Taluqdars' Association অর্থাৎ অযোধ্যার তালুকদার সভার সহকারী সম্পাদকের কার্য্যও করিতে লাগিলেন। উভয় পদেই তিনি অতিশয় দক্ষতার ও যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। একবার অযোধ্যার তালুকদারী আইন সর্ত্তের গোলযোগ উপস্থিত হইলে তিনি Taluqdari System of Oudh অর্থাৎ "অযোধ্যার তালুকদারী প্রথা" নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। "লক্ষ্ণৌটাইমস্" নামক সুবিখ্যাত পত্রিকার তিনি প্রথম প্রকাশক এবং সম্পাদক। এই সময়ে লক্ষ্ণৌয়ে একটি বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করিবার কল্পনা ইহাঁদের মনে জাগরূক হয়। রাজা দক্ষিণারঞ্জন তখন স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙ্গালীকে একে একে লক্ষ্ণৌপ্রবাসী করেন। এই সূত্রে লক্ষ্ণৌয়ে বাস না করিলেও রাজকুমার বাবুর সহোদর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নাম এবং গৌরবময় স্মৃতি লক্ষ্ণৌএর সহিত জড়িত হয়। তিনি সেনাপতি হ্যাভ্‌লকের (General Havelock) রেজিমেণ্টের ব্রিগেড সার্জ্জন (Brigade Surgeon) হইয়া লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি উদ্ধার করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়দের আদিবাস হুগলি জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে। এই রাধানগর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। কলিকাতায় বহু দিন হইতে ইহাঁদের বাস স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ Graduate Medical College of Bengal নামে অভিহিত ছিল। সেই জন্য এখন যাঁহারা এল্, এম্, এস, উপাধি পাইতেছেন, তখনকার কালে তাঁহারা জি, এম্, সি, বি, উপাধি লাভ করিতেন। সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে এল্, এম, এস, উপাধির সৃষ্টি হয়। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জি, এম, সি, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৫২ অব্দে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সূত্রে "ফায়ার কুইন" নামক যুদ্ধ-জাহাজ রেঙ্গুন যাত্রা করে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সেই জাহাজের Naval Surgeon নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে "ফায়ার কুইন" জাহাজের কর্ম্ম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি গাজীপুরের গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসালয়ের ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া যান। জেনারেল মেসন তখন গাজীপুর জেলার ব্রিগেডাধ্যক্ষ (Brigade in Charge) এবং ডাঃ পামার (Dr. Palmer) ব্রিগেড সার্জ্জন (Brigade Surgeon) ছিলেন। এই মেসন সাহেব দেশীয় লোককে জুতা পায়ে দিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন না। গাজীপুর পৌছিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে দ্বারবান্ তাঁহাকে জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার আদেশ জ্ঞাপন করে। তখন তিনি আর দেখা করিবার চেষ্টা না করিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সাহেব উপর হইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া দ্বারবানকে বলেন "উঁহাকে ভিতরে আসিতে দাও"। এই সামান্য ঘটনা হইতেই সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে। সাহেব তাঁহার সহিত কথোপকথনে পরম প্রীত হন এবং তাঁহার আত্মসম্মানবোধ প্রশংসার চক্ষেই দেখেন। ইঁহার সময় গোরারা বাঙ্গালী ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে এমন একটি সুযোগ উপস্থিত হয় যাহাতে আপত্তিকারিগণ ইঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠে। জেনারাল নীলের হাতে একটি ফোড়া হয়। বাঙ্গালী ডাক্তারকে পরীক্ষা করিবার এবং সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার পরিচয় দিবার উহা উত্তম সুযোগ বুঝিয়া কাওয়াজের সময় যখন সমস্ত গোরাসৈন্য উপস্থিত, তখন তিনি ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীকে ডাকিয়া

(পৃষ্ঠা ৩৪৪)
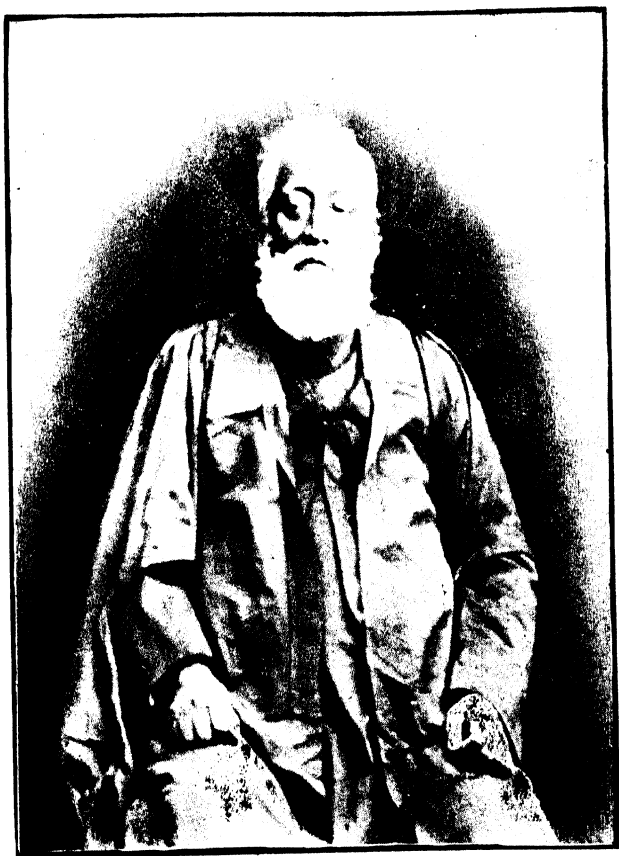
পাঠান এবং ফোড়া অস্ত্র করিতে বলেন। ডাক্তার মহাশয় নিমিষের মধ্যে সাতিশয় দক্ষতার সহিত ফোড়া অস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া দেন। সেনাপতি সর্ব্বসমক্ষে তখন ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে তিনি বড়ই আরাম পাইলেন। স্বচক্ষে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অস্ত্রচিকিৎসা দেখিয়া এবং সেনাপতির মুখে তাঁহার প্রশংসা স্বকর্ণে শুনিয়া সৈন্যগণ আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ হাইলাণ্ডরগণ তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নাচিতে নাচিতে লইয়া যায়।

গাজীপুরে অবস্থিতি করিবার কালে সিপাহী-বিদ্রোহের দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল। এমনই দিনে একদিন তিনি মুন্সেফ (পরে সব্‌জজ) বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস এবং অপর এক ভদ্রলোকের সহিত বৈকালে গঙ্গার ধারে পাদচারণ করিতেছেন এমন সময় কয়েকজন সিপাহী তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। অথচ কেহই তাঁহাদিগকে সেলাম (Salute) করিল না। ইঁহারা তিনজনেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, বিশেষতঃ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জনসাধারণের খুব প্রিয় এবং সম্মানিত। সম্মান প্রদর্শন দূরে থাক সেদিন সিপাহীদিগের মধ্যে একজন কাশীনাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপোক্তিতে বলিয়া উঠিল "আরে মুন্সেফোয়া, আব্ কেয়া হোগা, বড়া যো ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ হোতা হায়?" সূর্য্যকুমার বাবুর মনে তৎক্ষণাৎ আসন্ন দুর্ঘটনার আশঙ্কা জন্মিল। তিনি ভাবিলেন এইবার সত্য সত্যই আগুন লাগিয়াছে। নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবার আর সময় নাই। তিনি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং আত্মরক্ষার্থ স্বয়ং উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি সরকারী চিকিৎসালয়টি শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নৌকা হইতে চিনির ও ময়দার বস্তা নামাইয়া ও স্তুপাকারে সাজাইয়া চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া লইলেন। প্রথমে সাহেবেরা তাঁহার আশঙ্কা অমূলক মনে করিয়া সাবধান হয়েন নাই। কিন্তু দুর্দ্দিন যখন উপস্থিত হইল তখন তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে সুরক্ষিত ডিস্পেন্সরীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং ডাক্তারের দূরদর্শিতার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। প্রশংসাকারীদিগের মধ্যে তদানীন্তন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট পরে ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলী মহোদয় প্রধান ছিলেন। গাজীপুরে শান্তি স্থাপিত হইবার পর লক্ষ্ণৌ উদ্ধারার্থ জেনারাল হ্যাভ্‌লককে যাইতে হয়। তিনি পামার সাহেবকে তাঁহার রেজিমেণ্টের জন্য একজন সুদক্ষ

য়ুরোপীয় ডাক্তার পাঠাইতে বলেন। কিন্তু পামার সাহেব ডাক্তার সূর্য্যকুমারকে উপযুক্ত বুঝিয়া ব্রিগেড সার্জ্জন স্বরূপ পাঠাইয়া দেন।

একদিন যুদ্ধাবসানের পর হঠাৎ এই রেজিমেণ্ট সংক্রান্ত রসদ-বিভাগ বিদ্রোহী-দিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। গুদামে এক বোতল মদ্য পর্য্যন্ত আর পড়িয়া ছিল না। সমস্তদিন পরিশ্রমের পর গোরারা একটু মদ্য না পাইয়া বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, সুতরাং এরূপ প্রস্তাব হয় যে এক্ষণে ডাক্তারখানা (Medical Store) হইতে মদ্য বিতরিত হউক। তখন এডজুটাণ্ট সাহেব সেনাপতিকে আদেশ জানাইয়া সূর্য্যকুমার বাবুর নিকট মদ্য এবং শ্রান্তিনিবারক দ্রব্যাদি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ডাক্তার তাহা কোন মতেই দিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন সেনাপতির লিখিত আদেশ ব্যতীত তিনি চিকিৎসা বিভাগীয় মালখানা হইতে কোন সাহায্যই করিতে পারিবেন না। এডজুটাণ্ট সাহেব ডাক্তারের ব্যবহারের কথা সেনাপতিকে জ্ঞাপন করিলেন। মৌখিক আদেশ বাস্তবিকই হ্যাভলক্ সাহেব দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার আদেশ অমান্য হইতে দেখিয়া তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উন্মুক্ত অসি হস্তে ডাক্তারের প্রতি ধাবিত হইলেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যথাবিহিত "স্যালুট" করিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেব বলিলেন "তুমি আমার আদেশ পালন করিবে কি না? সামরিক বিভাগে অবাধ্যতার দণ্ড কি তাহা তুমি জান?" ডাক্তার মহাশয় অকম্পিত স্বরে উত্তর করিলেন, "জানি, দণ্ড—মৃত্যু। কিন্তু আপনার মৌখিক হুকুম পালন করিয়া আমি আপনার 'লিখিত আদেশ' অমান্য করিতে পারি না।" হ্যাভলক্ সাহেব কোর্ট মার্শালের আজ্ঞা দিলেন এবং তিনি সেই বিচার-সভার প্রেসিডেণ্ট হইয়া বসিলেন। বিচারস্থলে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় দণ্ডায়মান হইলে সেনাপতি হ্যাভ্‌লক্ জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমার আদেশ তুমি এডজুটাণ্টের মার্ফৎ শুনিয়াছিলে, কিন্তু তাহা পালন কর নাই। অবাধ্যতার দণ্ড তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া। তোমার কিছু বলিবার আছে?" সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পূর্ব্ববৎ অবিচলিত চিত্তে বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেও যাহা বলিয়াছি এখনও তাহার পুনরুক্তি করিতেছি মাত্র।" এই বলিয়া তিনি নিজের পকেট হইতে একখানি নোট বহি বাহির করিয়া বিচারপতির সমক্ষে ধরিলেন। তাহাতে হ্যাভলক্ সাহেবের নিজের হাতে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীকে উদ্দেশ করিয়া লেখা ছিল "সেনাপতির লিখিত আদেশ

ব্যতীত চিকিৎসাগারের গুদাম হইতে কোন দ্রব্য কাহাকেও দেওয়া হইবে না।” সাহেব তাহা পাঠ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকল গোল মিটিয়া গেল। পুনরায় কুচ আরম্ভ হইল। ক্রমে তাঁহারা লক্ষ্ণৌয়ের নগরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতদিনের পর ব্রিগেডিয়ার জেনারাল মেসন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে চিনিতে পারেন এবং গাজীপুরের সেই জুতাবিভ্রাটের কথা তাঁহার মনে পড়ে। পরদিন বিদ্রোহীদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ হইয়া লক্ষ্ণৌয়ের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়; তাহাতে সার্ হেনরি লরেন্স আহত হন। সেই দিন রেজিমেণ্টের স্থায়ী সার্জ্জন ফিরিয়া আসিয়া চার্জ্জ লয়েন এবং সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অন্য ব্রিগেডের সহিত বিদ্রোহী কুমারসিংহের দলের বিরুদ্ধে যাত্রার আদেশ প্রাপ্ত হন। ইহার তিন ঘণ্টা পরেই যেখানে ডাক্তার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন ঠিক সেই স্থানে বিদ্রোহী-দিগের একটি গুলি আসিয়া পড়ে এবং নবাগত সার্জ্জন সাহেব হত হন। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে বিচারের দিন আসিলে অপরাধীদিগের দণ্ড-বিধানের ক্ষমতা, রাজস্ব, বিচার, এবং চিকিৎসার ভার সমর বিভাগের অনেকের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল। ঐ সময় বিচার ও দণ্ডবিধানের নির্দ্দিষ্ট স্থান বা কাল ছিল না। বিদ্রোহী দস্যু বলিয়া যাহারা যেখানে ধরা পড়িতেছিল সেইখানেই তাহাদের বিচার ও দণ্ড হইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত সেনাদল যখন লক্ষ্ণৌ হইতে কুচ করিয়া যাইতেছিল তখন একদিন রাত্রি একটার সময় এক বরযাত্রীর দল শোভাযাত্রা করিয়া সশস্ত্র গমন করিতেছিল। ডাকাতের দল বলিয়া তাহারা ধৃত হইয়া ছাউনীতে আনীত হইলে হতভাগ্যগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। বৃক্ষে বৃক্ষে তাহাদের দেহ লম্বিত করিবার আয়োজন যখন দ্রুতবেগে চলিয়াছে, আর মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সেনানায়ক কাপ্তেন সাহেবকে বলিলেন ইহারা বিদ্রোহী নহে, দস্যুও নহে, ইহারা সত্যকার বর লইয়া বিবাহ দিতে যাইতেছে। ডাক্তার মহাশয় যাহা সত্য বা ন্যায় বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে কোন কারণেই একপদ সরিয়া দাঁড়াইতেন না। কাপ্তেন সাহেবের তাহা বিলক্ষণ জানা ছিল, তিনি প্রতিবাদ না করিয়া পূর্ব্ব আদেশই বাহাল রাখিলেন। তখন সূর্য্যকুমার বাবু বলিলেন—“আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিলাম, তাহার পর আপনার যাহা

অভিরুচি করিতে পারেন।” অধিকন্তু তিনি সাহেবকে কয়েকটি লক্ষণ বলিয়া দিলেন এবং গোপনে বরযাত্রীদিগের মধ্যে সেই সকল লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন। দেশপ্রচলিত প্রথা তাঁহার বিলক্ষণ জানা ছিল। এবার কাপ্তেন সাহেব কি বুঝিয়া তাঁহার কথা মতই স্বয়ং পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সেই নিরীহ লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। পরক্ষণেই কাপ্তেন সাহেব সূর্য্যকুমার বাবুকে ডাকাইলেন, আত্মগ্লানি এবং অনুতাপে তখন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। সূর্য্যকুমার বাবু আসিতেই তিনি উদ্বেগভরে বলিলেন “Do you pray, can you pray, have you any objection to pray with me? অর্থাৎ আপনি কি উপাসনা করিয়া থাকেন, আপনি এখন উপাসনা করিতে পারিবেন, আমার সঙ্গে উপাসনা করিতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?” এই বলিয়া সাহেব নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিয়াছিলেন, তিনি খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দিরে যাহা কখন শুনেন নাই এবং যাহা কখন কোথাও তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই এরূপ প্রাণস্পর্শী এবং অকপট প্রার্থনা সেই গভীর রজনীতে মনুষ্যের বাসবিহীন প্রান্তরের সেনানিবাসে শুনিয়াছিলেন। এই ঘটনায় সূর্য্যকুমার বাবুর মনের গতি এরূপ হইল যে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ডাক্তার ফেরার্ড (পরে Sir Joseph Ferard যিনি লক্ষ্ণৌয়ে বিদ্রোহের সময় সার হেনরী লরেন্স মহোদয়ের চিকিৎসা করিয়াছিলেন) এবং ডাক্তার পামার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুনিলেন ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছেন, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তখন আর তাঁহাকে ফিরাইবার উপায় ছিল না।

মিউটিনীর কিছুকাল পরে ডাক্তার ক্রম্বী (Dr. Crombie) কলিকাতা মেডিকেল কলেজে আগমন করেন এবং ইণ্ডিয়া আফিসের কাগজপত্রে বিদ্রোহ সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহকালে দেখিতে পান, যাহারা সে দুর্দ্দিনে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া এবং কর্ত্তব্যে অচল অটল থাকিয়া ইংরেজের সুখ দুঃখের ভাগী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে “A Bengali Doctor of Ghazipur” অর্থাৎ গাজীপুরের একজন বাঙ্গালী ডাক্তারও ছিলেন। ক্রম্বী সাহেব সূর্য্যকুমার বাবুকেই একদা জিজ্ঞাসা করেন সে বাঙ্গালী ডাক্তারটি কে? সূর্য্যকুমার বাবুকে গাজীপুরে থাকিতে তাঁহার বড়সাহেব স্বহস্তে একখানি

Surgical Atlas উপহার দিয়াছিলেন। তাহাই তিনি তাঁহার সন্তোষের পরিচায়ক উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়াছিলেন। এখন ক্রম্বী সাহেবকে সেই মানচিত্রখানি দেখাইয়া তিনি বলিলেন যে তিনিই সেই বাঙ্গালী ডাক্তার। তখন সার ষ্টুয়ার্ট বেলী মহোদয় বঙ্গের ছোট লাট। গাজীপুরের বাঙ্গালীর কথা উত্থাপিত হইলে বেলী সাহেব বলিয়াছিলেন গাজীপুরে সূর্য্যকুমার বাবুর সহিত তিনি একত্রে কাজ করিতেন। ক্রম্বী তখন বেলী সাহেবের সুপারিস সহ গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর প্রশংসনীয় কার্য্যের কথা লিখিয়া পাঠান। অতঃপর স্যার রিভার্স টমসনের আমলে হঠাৎ রায় বাহাদুরী খেতাবে সূর্য্যকুমার বাবু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্মানিত হন। সনদটি দিবার সময় লাট বলিয়াছিলেন,—

"Who would have thought that these mild appearances cover the spirit of an ardent mutiny veteran who was present at many bloody action not indeed to add to human miseries but to relieve them so far as science, skill and devotion could."

অর্থাৎ কে জানিত যে এই শান্ত সৌম্যমূর্ত্তির মধ্যে একজন বিদ্রোহকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ রহিয়াছে—সে অভিজ্ঞতা বহু যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা; কিন্তু ইঁহার যুদ্ধে উপস্থিতি লোকের প্রাণ নাশের জন্য নহে; বিজ্ঞান, নিপুণতা এবং একাগ্র নিষ্ঠার সাহায্যে যথাসাধ্য লোকের প্রাণ রক্ষা ও বেদনা নিবারণের চেষ্টার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্ণধার মাননীয় ভাইসচ্যান্সেলার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, এবং প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই যশস্বী ডাক্তার মহাশয়ের যশস্বী পুত্রদ্বয়।

ভারতবাসীর মধ্যে ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী "Faculty of medicine" সভার সর্ব্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও টেক্সটবুক কমিটির সদস্য এবং "College of Surgeons" সভার সর্ব্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট হন। যে সময় তাঁহার দেবপ্রসাদ বাবু Albert Victor Collegeএ অধ্যয়ন করিতেছিলেন সেই সময় তিনি সংস্কৃত ভাষানুশীলন আরম্ভ করেন। কিন্তু গৃহে অধ্যয়ন করিবার যথোপযুক্ত সময় না পাওয়ায় তিনি গাড়ীতে গাড়ীতেই তাহার অভ্যাস করিতে থাকেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য-

নাটকাদি অধ্যয়ন করেন। ইংরেজীতে তিনি সেক্সপীয়র মিল্টন প্রভৃতি সর্গের পর সর্গ যেমন অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিতেন, তদ্রূপ সমগ্র কালিদাস মুখস্ত বলিতে পারিতেন। যখন কলিকাতায় প্রথম প্লেগ দেখা দেয় সে সময় গৃহে গৃহে প্লেগ পরীক্ষার জন্য "Plague Regulation" মুদ্রিত হইয়া বিজ্ঞাপিত হইবার উপক্রম হইলে কলিকাতায় কিরূপ হুলুস্থুল পড়িয়াছিল, তিনদিন হইতে ঘর দ্বার ফেলিয়া অধিবাসীদিগের পলায়নে মহানগরী কিরূপ জনশূন্য হইতে বসিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই সময় ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লাট উড্‌বর্ণ বাহাদুরের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে এবং লাটভবনে সমবেত বিশিষ্ট য়ূরোপীয় চিকিৎসকগণকে যুক্তিদ্বারা উহার অযৌক্তিকতা বুঝাইয়া বিজ্ঞাপন রহিত করাইয়া দেন। কলিকাতাবাসিগণ এজন্য ডাঃ সর্ব্বাধিকারীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ হন। মধুপুরে নিজবাড়ীতে অবস্থান কালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। গঙ্গার যে ঘাটে তাঁহার দেহ সৎকার করা হয়, দেবপ্রসাদ বাবু তথায় শ্মশানঘাট এবং সাধারণের সুবিধার জন্য তথায় গঙ্গাযাত্রীদিগের বাসস্থান, কাষ্ঠাদি রাখিবার স্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। যে স্থানে তাঁহাদের ভদ্রাসন সে স্থান প্রস্তরময় বলিয়া তাহার নামই "পাথরচট্টি মহল্লা।" জীবিতকালে ডাক্তার মহাশয় দেবপ্রসাদ বাবুর সহিত এখানে একদা পাদচারণ করিবার কালে বলেন এই স্থানে বেশ পুষ্করিণী হইতে পারে। দেবপ্রসাদ বাবু তাহাতে বলেন, এরূপ প্রস্তরবহুল স্থানে পুষ্করিণী খনন কি সম্ভব? কিন্তু ডাক্তার মহাশয় বিরক্তির সহিত বলেন "আমি বলিতেছি হইবে" ইত্যাদি। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে সেই কথা স্মরণ করিয়া দেবপ্রসাদ বাবু এই স্থানে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই প্রস্তরাকীর্ণ কঠিন ভূমি খনন করিলে তাহার বহু নিম্নে ৮টী উৎস (spring) বাহির হইয়া পড়ে।

অতঃপর ২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটী গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র লক্ষ্ণৌপ্রাবাসী হন। তিনি ১৮৩৮ অব্দের ২৭ সে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বাবু রামনাথ মিত্র হুগলীর আদালতে ওকালতী করিতেন। নবীনবাবু প্রথমে চুঁচুড়া Free Church Institute বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডাক্তার ম্যালর ও ফাইফ সাহেবদ্বয়ের প্রিয়

পাত্র ছিলেন। ইঁহাদের নিকট সুশিক্ষা প্রাপ্তি-কালে তাঁহার হৃদয়ে পুরুষোচিত সদ্‌গুণাবলীর বীজ উপ্ত হয়। এখান হইতে তিনি জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রথমাবধি অতিশয় বলবতী ছিল। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ উপরোধ, সমাজচ্যুতির ভয় ও ভর্ৎসনা সত্ত্বেও উক্ত কলেজে ভর্ত্তি হইতে যান; কিন্তু সেবার কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। এদিকে তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য Teachers' Certificate পরীক্ষা দিতে বলিলেন। তিনি তদনুসারে যথাসময়ে ঐ পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হন; কিন্তু পরবৎসর অর্থাৎ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পুনরায় মেডিকেল কলেজে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য দরখাস্ত করেন। এবার তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং তিনি সোৎসাহে শিক্ষারম্ভ করেন। এখানে তিনি দুইটী প্রথম শ্রেণীর নিদর্শন-পত্র, তিনটী স্বর্ণপদক এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিদ্বয় লাভ করিয়া ১৮৫৮ অব্দের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে রসায়নে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য পরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তাঁহার সমপাঠী ছিলেন এবং রসায়নই তাঁহার প্রিয়তম বিষয় ছিল। সুতরাং তাঁহাকে ডাক্তার রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লক্ষ্ণৌয়ের ভূতপূর্ব্ব জেল-সুপারিটেণ্ডেণ্ট ডাক্তার ম্যাক্রীডি এম, ডি, প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করা তাঁহার পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নহে। নবীন বাবু ডাক্তার সরকারকে "মাষ্টার মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই পরীক্ষার পর একদিন পূর্ব্ববৎ সম্বোধিত হইয়া সরকার মহাশয় নবীনবাবুকে বলেন—"আর তোমার আমায় "মাষ্টার মহাশয়" বলা সাজে না। কারণ এখন প্রতিযোগী পরীক্ষায় পরাস্ত করিয়া তুমিই আমার 'মাষ্টার মহাশয়' স্থানীয় হইয়াছ।" অধিকাংশ প্রতিভাশালী ব্যাক্তির ন্যায় তাঁহাকেও পাঠ্যাবস্থায় অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। একবার তিনি এমনই সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন যে, পাঠ্যগ্রন্থ ক্রয় করিবার জন্য তাঁহার বহু পরিশ্রম ও যত্নলব্ধ একটী স্বর্ণপদক বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার শিক্ষক পরলোকগত ডাক্তার গুডীভ চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রিয় শিষ্যের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান না হইলে

তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পাইত কিনা সন্দেহ স্থল। কলেজের যাবতীয় গৌরব অর্জ্জন করিয়া ১৮৬১ অব্দে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কার্য্যারম্ভের বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার রাজচিকিৎসালয়ের সুবন্দোবস্ত করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এই কার্য্যে তিনি এরূপ দক্ষতা এবং বিচক্ষণতা প্রকাশ করেন যে, অবিলম্বে তাঁহার সুনাম চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়ে। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি মহারাজা মহাতাবচাঁদের প্রিয়পাত্র হন। মহারাজা যখন পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশাদিতে ভ্রমণ করিতে যান, তখন ডাক্তার নবীনবাবুকে সঙ্গে লইয়া যান। কাল্‌নায় তিনি ছয় বৎসর কাল মাত্র ছিলেন। এখানে তিনি বঙ্গের প্রথিতনামা কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের চিকিৎসা করেন। প্রধান প্রধান ডাক্তার ও কবিরাজগণের চিকিৎসা ব্যর্থ হইলে সেন মহাশয় নবীনবাবুর চিকিৎসাধীন হন এবং তাঁহার ব্যবস্থাগুণে আরোগ্যলাভ করেন। পরে কবিরাজ মহাশয় নবীন-বাবুরই পরামর্শে কাল্‌না হইতে কলিকাতায় গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। যখন Drainage Commission এবং "Opium & Hemp Drugs Commission" কাল্‌নায় গিয়া উপস্থিত হয় তখন নবীন বাবুকে এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে হয়। তাঁহার মন্তব্যগুলি অতিশয় মূল্যবান বলিয়া কমিশন কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। ১৮৬৮ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁহার আত্মীয় ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম মহাশয়ের হস্ত হইতে King's Hospital এর ভার লইতে লক্ষ্ণৌ গমন করেন। ঐ পদে স্থায়ী হইয়া তিনি চল্লিশ বৎসর কাল লক্ষ্ণৌয়ে অতিবাহিত করেন। মধ্যে ১৮৮৬ অব্দে কেবল দুই বৎসরের জন্য তিনি একবার গোঁডায় বদলি হন। তৎপরে ১৮৯০ অব্দে পেন্‌সন লইয়া লক্ষ্ণৌয়ে বাস করেন। সুতরাং জীবনের অধিকাংশকালই তিনি লক্ষ্ণৌপ্রবাসে ব্যয় করেন। এখানে তিনি আজীবন অনন্যসাধারণ সম্মানের সহিত কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার এতদূর প্রতিষ্ঠা ছিল এবং তাঁহার উপর সর্ব্বসাধারণের এতদূর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল যে ব্যাধি দুরারোগ্য হইয়া আসিলে সিভিল সার্জ্জনকে না ডাকিয়া একবার নবীন বাবুকে না দেখাইয়া কেহ শান্তিলাভ করিত না। য়ুরোপীয় ডাক্তারগণ অসঙ্কোচে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং মুসলমান হকীমগণও অতিশয় সঙ্কটকালে যদি কখন পরামর্শ লইতেন তবে সে নবীন বাবুরই নিকট। যে সময় নবীন বাবু

লক্ষ্ণৌপ্রবাসে আগমন করেন, তখন হকীমী চিকিৎসার বড়ই প্রদুর্ভাব ছিল। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রত্যেক ঔষধে মুসলমানের নিষিদ্ধ মদ্য মিশ্রিত থাকে, এই বিশ্বাস মুসলমানপ্রধান লক্ষ্ণৌয়ে ইহার গতিরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। মুসলমানসম্প্রদায় হিন্দু অপেক্ষা অধিক রক্ষণশীল। কিন্তু নবীন বাবুর দক্ষতা, সদ্বুদ্ধি, সৌজন্য ও চিকিৎসাগুণের সম্মুখে পূর্ব্ব কুসংস্কার আর টিকিতে পারে নাই। স্বয়ং লক্ষ্ণৌয়ের নবাব, উম্‌রা ও রইসগণকে আপনার ও পরিবার-বর্গের চিকিৎসার ভার নবীন বাবুর হস্তে অর্পণ করিতে দেখিয়া জনসাধারণ য়ুরোপীয় চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে লাগিল। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কয়েকজন প্রথিতনামা ডাক্তারের ন্যায় নবীনচন্দ্র মিত্রও এপ্রদেশে য়ুরোপীয় চিকিৎসা-প্রণালী লোকপ্রিয় করিয়া গিয়াছেন। এসম্বন্ধে তিনি এতদূর কৃতকার্য্য হন যে, নবাব ওয়াজীদ আলী সাহেব চিকিৎসক এবং দিল্লীর বাদসাহের সুবিখ্যাত ফয়জাবাদনিবাসী হকীমদ্বয় ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্রের চিকিৎসাধীন হন। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার গৌরবের শেষ হয় নাই। মুজ্‌তাহিদ অর্থাৎ সিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মগুরু (Spiritual leader) এবং সিয়াধর্ম্মী অযোধ্যাধিপ রজনীযোগে নবীন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার ভিক্টোরিয়া-গঞ্জস্থ কুঠীতে আসিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ব্যবস্থা লইতেন। সার এণ্টনি ম্যাকডোনাল্‌ড বাহাদুরের শাসনকালে যখন প্লেগভীতি এবং গভর্ণমেণ্টের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস চরমে পৌছিয়াছিল, তখন লক্ষ্ণৌয়ের অসংখ্য লোক সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সম্মিলিত হইয়া ছোটলাট সমীপে এক দরখাস্ত করে। তাহাতে ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্রের নামের বিশেষ উল্লেখ সহ লিখিত ছিল যে, তাঁহার উপর সকল সম্প্রদায়ের লোকের পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং তিনি যে ব্যাধিকে প্রকৃত প্লেগ বলিয়া মত প্রকাশ করিবেন তাহা প্রজাসাধারণ অসঙ্কোচে গ্রহণ করিবে। সুদূর প্রবাসে আসিয়া ভিন্ন প্রদেশীয় জনসাধারণের এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ এবং বিশ্বাস অর্জ্জন করা কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? কয়েকখানি উর্দ্দু-উপন্যাসের কয়েকটী উন্নত চরিত্রের মধ্যে তিনি স্থান পাইয়াছেন। পরলোকগত পণ্ডিত রতননাথ তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া তাঁহার উপন্যাসোক্ত প্রধান ব্যক্তিগণের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

নবীন বাবু যে কেবল সুচিকিৎসক বলিয়া এতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন

তাহাই নহে। তিনি সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলের প্রতি তাঁহার সমান যত্ন ও মনোযোগ ছিল। অর্থলালসা, তাঁহার কর্ত্তব্য, সৌজন্য এবং ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। ধর্ম্মে তিনি একেশ্বরবাদী ও সমাজে সংস্কারপ্রিয় ছিলেন। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া তিনি কথন আপনার পরিচয় দেন নাই। তিনি একজন পাক্কা কংগ্রেসওয়ালা এবং ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। তবে তাঁহাতে রাজভক্তি জাহির করিবার একটা বাতিক ছিল না। তাঁহার মৃত্যুতে লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী অনেক বঙ্গ, সন্তান বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী গৃহে সমবেত হইয়া এক শোকসভা করেন এবং লক্ষ্ণৌয়ের জনসাধারণ অন্যত্র এক বৃহতী সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার প্রতি সকলের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করেন। এই সর্ব্বসম্প্রদায়িক সভায় যিনি সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তিনি বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ মধ্যে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান হকীম বলিয়া স্বীকৃত। সেই মহামান্য হকীম আবদুল আজীজ সাহেব প্রমুখ সমাজের মুখপাত্রগণ ডাক্তার নবীনচন্দ্রের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করেন। উক্ত সভাস্থলে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় রামলাল চক্রবর্ত্তী, খাঁ বাহাদুর ডাক্তার আবদর রহীম খাঁ প্রমুখ পদস্থ ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণ, ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্রের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার উপায় নির্দ্ধারক সমিতি সংগঠিত করেন।

ইঁহাদের পর কপিলবস্তু ও পাটলিপুত্রের আবিষ্কর্ত্তা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৭০ অব্দে লক্ষ্ণৌ প্রবাসী হন। জীবনচরিত সম্বন্ধে তিনি প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র হইতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"পাণিহাটী—১৪ই জুন, ১৯০৩।

সুপ্রিয় রামানন্দ বাবু মহাশয়,

আমাকে ক্ষমা করিবেন ; আমি ঠিক সময়ে আমার জীবন-চরিত লিখিতে পারি নাই। কারণ আমার অবকাশ অতি অল্প, বিশেষতঃ আমার জীবনে কিছুই অসাধারণ নাই।

আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে। ছেলেবেলা আমি নাকি বড় দুরন্ত ছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, আমি বড় খেলায় মত্ত থাকিতাম। লেখাপড়ায়
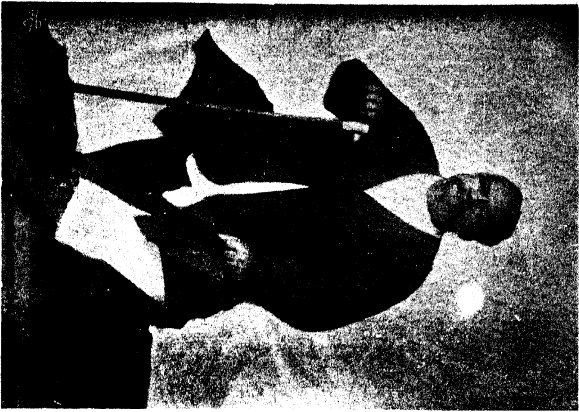
স্বর্গীয় ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র।
(পৃষ্ঠা ৩৫০)

স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
(পৃষ্ঠা ৩৫৪)

দিকে মন বড় যাইত না। সুতরাং বিদ্যালয়ে বড় পুরস্কার পাই নাই। তবে আমার মনের ঝোঁক কোন কোন বিষয়ে বড়ই হইত। ইতিহাস, ভূগোল ও মানচিত্রে আমাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারে নাই এবং যীশুখৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকেও আমি পুরস্কার পাইতাম। আমি আগড়পাড়ায় বিবির (খৃষ্টীয়) বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম। তথায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা (Entrance) শ্রেণীতে না উঠাইয়া দেওয়ায় আমি পিতামাতার অজ্ঞাতে সোদপুর-বিদ্যালয়ে পড়ি এবং যদিও আমি বড় ভাল বিদ্যার্থী ছিলাম না এবং শিক্ষকেরা যত্ন করিতেন না, তথাপি আমিই সকল ভাল ছেলেদিগকে পাছে রাখিয়া একক প্রবেশিকা-পরীক্ষায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। তৎপর বৎসরে মেডিকেল-কলেজে ডাক্তারী পড়িতে যাই। কিন্তু পিতার দুঃসময় হওয়াতে আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

তারপর যে সময় বসিয়াছিলাম, তখন বাঙ্গালা ভাষা নিজ চেষ্টায় শিক্ষা করি,—তাহাতে পূর্ব্বে একান্ত কাঁচা ছিলাম,—এবং পদ্য রচনা করিতে শিখি। ক্রমে ক্রমে গদ্য-পদ্যে নাটকাদিও লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

পর বৎসর লক্ষ্ণৌয়ে যাই এবং ক্যানিং কলেজে পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করি। ইতিপূর্ব্বে Epic poem এ (বীর-কাব্যে) আমার মন বড় আকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া আমি এক ওজস্বী বীরকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করি। প্রথম সর্গ শেষ হয় ও ছাপাই, ও দ্বিতীয় সর্গ কতকটা লিখি। এমন সময়ে বঙ্গীয় সম্পাদক-মহাশয়েরা আমার এই নূতন সৃষ্টি দেখিয়া এরূপ কড়া নিয়মে চাহিলেন যে, আমাকে সে বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল। যদিও আমি তাহাতে ভয় পাই নাই,—কিন্তু আমার জীবনের স্রোত অন্য দিকে যাইল।

প্রথমতঃ, আমার পিতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমার দৃষ্টি লক্ষ্ণৌয়ের নবাবী বা বাদ্‌শাহী তক্তে আকৃষ্ট হইল। কারণ আমি দেখিলাম যে আমাদের দেশের শিল্পকার্য্য একবারে লুপ্ত হইতেছে এবং লক্ষ্ণৌয়ের অট্টালিকা অধিকাংশ সেই সময়ে ধ্বংস পাইতেছিল। এই কারণে আমি Pictorial Lucknow History, People and Architecture লিখি। সেইজন্যই আমি চিত্র লিখিতে শিখি। ইতিপূর্ব্বে আমি এফ এ, উত্তীর্ণ ও বি এ, পরীক্ষায় ১৮৭৩ সালে ফেল হই। * * * যাহা হউক, এক সাহেব আমাকে একটি যৎসামান্য চাকরি দিলেন এবং ১৮৮২ বা ৮৩ সালে তথনকার ছোটলাট সাহেব

সার্ আলফ্রেড লায়েল আমাকে Government Archæologist অর্থাৎ সরকারী পুরাতত্ত্বানুসন্ধাতা করেন। সেই সময় হইতে ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্বে আকৃষ্ট হই। উক্ত লাট সাহেব আমার কার্য্যে বিশেষ খুসী ছিলেন।

এদিকে কনিংহাম সাহেব রাজকার্য্য হইতে অবসর লওয়াতে ১৮৮৫ সালে পুরাতত্ত্ব বিভাগের পুনঃ গঠন হয়। তাহাতে আমার এক বড় চাকরির জন্য ছোটলাট সুপারিষ করেন। কিন্তু যে সাহেব (ডাক্তার ফুহরার) আমার প্রাপ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইল এবং যাহার সহকারী আমি হইয়াছিলাম সে আমাকে চাকরিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল। সেইজন্য আমি P. W. Departmentএ (পূর্ত্তবিভাগে) ফিরিয়া যাই। তখন আমি ঝান্সীতে যাই এবং ললিতপুর আদি স্থানে পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করি। তাহার ফল এক বৃহৎ Report and Portfolio of Drawings, Sir A. P. Macdonellএর আজ্ঞায় যাহা গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৯ সনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

পুনরায় আমার চাকরি উক্ত ডাক্তারের পরামর্শে যায়। তখন সার চার্লস এলিয়ট, বঙ্গের ছোটলাট, আমাকে কলিকাতায় আনেন এবং বঙ্গীয় পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ করেন। তাঁহার আমলে আমি মগধ, মিথিলা এবং উড়িষ্যায় প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করি। প্রথমে আমার কার্যো প্রশংসা হয়; আমি Archæological Gallery of the Imperial Museum দ্বিগুণ করি। কিন্তু * * আমার Behar and Orissa Reports and Drawings ছাপা হয় নাই এবং শেষে আমার আবার কর্ম্ম যায়। * * * ১৮৮৬ সালে P. W. D. Secretariatএ চাকরি পাইলে আমি বুন্দেলখণ্ডে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করি। তখন ঝান্সীতে ওয়ার্ড (Ward) সাহেব কমিশনার ছিলেন, তিনি নেটিভদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি বুন্দেলখণ্ডীয় রাজাদের অট্টালিকার গঠন দেখিয়া তদনুকরণে আমাকে স্থানীয় বিদ্যালয়ের Design করিতে বলেন। আমার নক্সা (design) দেখিয়া অনেকে খুসী হইয়াছিলেন। আর হার্ডি সাহেব, তথাকার কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট, আমা দ্বারা ঝান্সী হাস্পাতালের নক্সা করান।

১৮৮৭-৮ সালে আমি বুন্দেলখণ্ডে চান্দেলীয় পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ছবিসহ দুইটি বড় রিপোর্ট লিখি। তাহা ১৮৯৯ সালে সার্ আণ্টনী ম্যাক্ডনেলের আদেশে ছাপা হয়। তাহার পরে আগ্রায় যাই। এখানে চাকরি যায়।

তখন সার্ চার্লস এলিয়ট, বঙ্গীয় লাট সাহেব, আমাকে কলিকাতায় আনাইয়া যাদুঘরে (museumএ) পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ করেন। ১৮৯১-৪ পর্য্যন্ত বেহার ও উড়িষ্যায় পুরাতত্ত্ব করি। পরে ১৮৯৭-৮ সালে পাটনায় গিয়া প্রাচীন পাটলিপুত্র অনুসন্ধানে অনেক খনন ও আবিষ্কার করি। পাটলিপুত্র রিপোর্ট ও গবর্ণমেণ্ট ছাপে।

পরে ডাক্তার ফুহরার কর্ম্মচ্যুত লইলে তাহার পদে আমি ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ যাই। আমাকে কপিলবস্তু আদি আবিষ্কার করিতে নেপাল-তরাইয়ে পাঠান হয়। গোরক্ষপুরের উত্তরে তলিবার উত্তরে তিলোরা কোটে আমি কপিলবস্তুর স্থির নির্ণয় করি। পরে রুমিনদেই নামক স্থানে বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের অনুসন্ধান পাই। পর বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্ট আমার নেপাল রিপোর্ট সচিত্র ছাপায়। তাহাতে আমার নাম বিলাত পর্য্যন্ত হইয়াছে।

পরে আমি বঙ্গীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগে কর্ম্ম পাই। তথা হইতে গত বৎসরে সিমলা লাহোর আদিতে গিয়াছিলাম। এখনো বঙ্গীয় কর্ম্মে আছি এবং বেহার, বঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সাধারণ ভাবে পুরাতত্ত্ব করিতেছি।

পাটলিপুত্র রিপোর্ট লিখিবার সময়ে অশোক-সম্রাট-বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তদ্বারায় জানিলাম যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা মহা ভুল। অশোকের সময় ২৭০ বৎসর খৃষ্টাব্দপূর্ব্বে নহে—তাহা ৩২৫ বৎসর এবং মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের Sandracottus নহে। অশোকই Sandracottus ছিলেন। এ বিষয়ে এক পুস্তক লক্ষ্ণৌয়ে মুদ্রাঙ্কিত করি এবং এক্ষণে পুনরায় লিখিতেছি। অধ্যাপক রীস্ ডেভিডস এ বিষয়ে আমার প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১৪-৬-০৩।"

প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"স্বনামধন্য আবিষ্কর্ত্তার নাম শুনিলেই আমাদের কেমন একটা জাকাল চেহারা দেখিবার আশা হয়। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, একটি অতি সাদাসিদে, খর্ব্বকায়, দীর্ঘশিখাধারী (কারণ তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন), প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পূর্ণবাবু দেখিতে শুষ্ক ও শীর্ণ ছিলেন। খুব ঝাঁঝাল ও স্বাধীন-চেতা লোক ছিলেন। বিধাতা তাঁহাকে চাকরীর জন্য গড়েন নাই। তিনি

বাহিরে দেখিতে শুষ্ক ও প্রকৃতিতে ঝাঁঝাল ছিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক সুরসিক, সরস প্রকৃতির লোক ছিলেন। সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; যখন অন্য কাজে নিযুক্ত থাকিতেন, তখনও প্রায় একটা না একটা গান বা সুর আলাপ করিতেন। * * তাঁহার পত্রে লক্ষ্ণৌবিষয়ক একটি পুস্তকের উল্লেখ আছে। উহা মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু * * প্রকাশিত হয় নাই। * * পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট ও চিত্তাকর্ষক বৃহৎ ২৯০ পৃষ্ঠা পরিমিত। উহাতে এমন বিস্তর তথ্য আছে, যাহা অন্য কোন পুস্তকে নাই; এরূপ অনেক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আছে, যাহা সাধারণের অপরিজ্ঞাত ও অনেক দুর্লভ পুস্তক ও সরকারী কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত।

পূর্ণবাবু তরুণবয়সে যে "বীরকাব্য" রচনা করিয়া একসর্গ ছাপাইয়াছিলেন, তাহার নাম "ভারতীয়ম্।" উহা ১৮৭৫ সালে ছাপা হয়। উহা সংস্কৃত কবিতার মত লঘুগুরু উচ্চারণ করিয়া পঠিতব্য।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেক প্রাচীন মুদ্রা, অলঙ্কার, মৃণ্ময় ও প্রস্তরমূর্ত্তি, প্রভৃতি নানাবিধ পুরাতত্ত্বসম্বন্ধীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। * * পুরাতন দ্রব্য চিনিয়া সংগ্রহ করিবার তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। ১৩১৯ সালে এলাহাবাদে থাকাতে তিনি কেবলমাত্র কয়েকদিনের জন্য প্রাচীন কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষে গিয়া বিস্তর অতি-প্রাচীন তাম্র ও রৌপ্যমুদ্রা, স্ফটিকের মালা ও অলঙ্কার, মৃণ্ময় ও প্রস্তরমূর্ত্তি, ক্ষুদ্র মৃণ্ময়মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার প্রস্তরে খোদিত ছাঁচ, প্রভৃতি লইয়া আসেন। * * তিনি তেজস্বিতা ও স্বাধীনচিত্ততার জন্য পুনঃ পুনঃ কর্ম্মচ্যুত হইয়াও যে বারবার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অসামান্য যোগ্যতা ও কর্ম্মিষ্ঠতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পূর্ণবাবু যে তাঁহার সমসাময়িক ভারতবাসী পুরাতত্ত্বানুসন্ধাতাগণের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৩১০ অব্দের ১৮ই শ্রাবণ তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।"

অযোধ্যার আধুনিক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে স্বর্গীয় ডাঃ রামলাল চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণনগরের এক সম্ভ্রান্ত কুলীনবংশে পিতা ৺কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে ১৮৪৩ অব্দের ৩০শে মে তারিখে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতৃহীন হন। শুনা যায় কৃষ্ণনগর কলেজে এফ, এ শ্রেণীতে পাঠ করিবার কালে ২১ বৎসর বয়সে ম্যালেরিয়ায় ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া রামলালবাবুকে পাঠ বন্ধ করিতে

স্বর্গীয় ডাক্তার রামলাল চক্রবর্ত্তী

(৩৫৮ পৃষ্ঠা)

হয়। ম্যালেরিয়া দূষিত কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া তখন তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার পিতা ইহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞায় অটল থাকিয়া গোপনে গোপনে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি যেন বুঝিয়াছিলেন উহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের মনোনীত পথ, তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র। যখন প্রবল ইচ্ছার স্রোতে সকল প্রতিবন্ধকই ভাসিয়া যায় তখন আর কেহ আগুপাছু চায় না। একদা গভীর রাত্রে পরিবারবর্গ গাঢ়নিদ্রায় মগ্ন আছেন, এমন সময় যুবক রামলাল পাঁচ টাকা মাত্র অর্থসম্বল লইয়া নিঃশব্দে পিতার গৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিঃস্ব অবস্থা, অল্পবয়স, ভগ্নস্বাস্থ্য, লোকচরিত্রানভিজ্ঞতা সত্ত্বেও হৃদয়ে সাহস, মনে অটল প্রতিজ্ঞা এবং সম্মুখে উচ্চ আদর্শ লইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান কলিকাতা গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সূত্রে কিছুদিন পিতাপুত্রে মনোমালিন্য ঘটে এবং পিতার নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া কলিকাতায় দুইটি বালকের শিক্ষকতা করিয়া তাঁহাকে কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। তিনি উপার্জ্জিত অর্থের ৭টী টাকা হিন্দু হোষ্টেলে দিয়া যে একটী টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহাতে পুস্তক ক্রয় করা অসম্ভব বলিয়া তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ কাগজ কিনিয়া বহু পরিশ্রমে সহপাঠীর পুস্তক হইতে নকল করিয়া আপন পুস্তকের অভাব মোচন করেন এবং অধ্যবসায়গুণে যথাসময়ে পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া নির্দ্ধারিত বৃত্তি লাভ করিতে থাকেন। পিতা পুত্রকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া ক্রমে ক্রোধশূন্য হইয়া প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি যথাসময়ে কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজেরই সহকারী চিকিৎসক হন এবং দুই বৎসর পরে ১৮৭১ অব্দে কলিকাতা হইতে কল্‌ভিন্‌ হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হইয়া এলাহাবাদে গমন করেন। তথায় তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বসাধারণের প্রিয় এবং কর্ম্মস্থানে উচ্চতম হইতে নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হন।

তৎকালে হিন্দুস্থানী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর ডাক্তারী চিকিৎসার আদর ছিল না। হকীমী ও বৈদ্যক ভিন্ন আর কিছুর প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা ছিল না। বৈদ্যক চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ মতে হইলেও বাঙ্গালী কবিরাজগণের দ্বারা এই শাস্ত্রীয় চিকিৎসা প্রণালী যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করে, হিন্দুস্থানী 'বএদ'গণের মধ্যে

সাধারণতঃ তাহার কিছুই ছিল না। বাঙ্গালী ডাক্তার এবং কবিরাজগণের দ্বারাই এতদঞ্চলের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত এবং জনসাধারণের প্রধান অভাব মোচন হইয়াছে। ইংরেজ বাহাদুর বহু চেষ্টাতেও এদেশীয়গণের মধ্যে বসন্তের টিকা দিবার প্রথা প্রচলন করিতে পারেন নাই, কিন্তু বাঙ্গালী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনগণ কর্ত্তৃক তাহা হইয়াছিল। চানক নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার চন্দ্রনাথ বিশ্বাস * তাহাতে প্রথম কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। রামলাল বাবুর দ্বারাও সেইরূপ দুই একটি য়ুরোপীয় চিকিৎসা প্রণালীর প্রবর্ত্তন হয়। পূর্ব্বে এদেশে বড় কেহ চক্ষের ছানি কাটাইত না। চক্ষুর ছানি কাটান ইঁহার সময় হইতে একপ্রকার আরম্ভ হয়। এ প্রদেশে স্ত্রী-চিকিৎসারও একান্ত অভাব ছিল। ইহা রামলাল বাবুর উদ্যোগে প্রবর্ত্তিত হয়। গবর্ণমেণ্টের নিকট এজন্য তিনি বিশেষ প্রশংসা ভাজন হন। †

---

* মিউটিনির সময় ইনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সন্ন্যাসীর বেশে পদব্রজে কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। ইঁহার জনৈক বন্ধু বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য "জুতাক্রষ" ওয়ালার বেশ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারেন এবং ছদ্মবেশে পলায়ন করেন।

† The first circumstance of note in connection with his useful service in the Colvin Hospital was that before 1871 the eye operations for cataracts was seldom performed in these Provinces. and it was through the labour and industry of Dr. J. Jones and Ram Lall that a large number of cataract cases was operated on. This gave an impetus to this kind of surgical relief which has since been adopted on a large scale in several dispensaries in these Provinces.

The second circumstance of note was that a midwifery class was opened in connection with the Dispensary. It was thought by such high authority as Dr. W. Walker, the late Inspector General of Civil Hospitals and Dispensaries N. W. P. and Oudh. that the training of mid-wives for the benefit of women of these Provinces was a great want. Ram Lall took this matter into his hand and opened the mid-wifery class which was entirely under his control. It was supported by the liberality of the native gentlemen of that city and was a complete success under Ram Lall's fostering care. He worked for the class without any remuneration, and it was only through his exertions that the whole native community was induced to subscribe towards its maintenance.—A General Biography of Bengal Celebrities by R. G. Sanyal ; Vol I. Page. 149.

(2) **I am bound to give the Babu all praise for the zeal and energy he has displayed in carrying out this experiment so far, as well as for the candour with which he acknowledges his failure to obtain employment for the women he has trained.**

তিনি যে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছেন সেই সেই স্থানের প্রধান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে স্থায়ী করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইলে তাঁহারা প্রকাশ্য সভা করিয়া দুঃখ প্রকাশ ও শত মুখে তাঁহার গুণগান করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান ও য়ুরোপীয় সম্প্রদায় তাঁহার গুণের কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন ১৮৭৬ অব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর এবং ১৮৭৭ অব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের পাইওনিয়র পত্রপাঠে জানা যায়। এলাহাবাদ হইতে তাঁহার মুরাদাবাদে বদলী হইলে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী সমাজ একটি বিরাট সভা করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। * ইণ্ডিয়ান ট্রাইবিউন পত্রের সম্পাদক মহাশয় ঐসময় লিখিয়াছিলেন,—

"I am not sure whether any other medical man has ever endeared himself to his fellowmen, so much as Baboo Ram Lall Chuckerbutty has to the people of Allahabad."

মুরাদাবাদেও তিনি অল্প প্রতিপত্তি লাভ করেন নাই। এখান হইতে যখন বারাণসীতে তাঁহার বদলী হয় তখন মুরাদাবাদের প্রধান প্রধান নাগরিক এবং পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ ঐরূপ সভা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দান করিয়াছিলেন।

---

114. I think that the thanks of the Government should be accorded to Babu Ram Lall Chukerbutty for the zeal and energy he has displayed in laboring at this work for the past two years, and that the Lieutenant Governor's appreciation of this unrequited service should be communicated to the Surgeon-General of the Indian Medical Department. The Babu has peculiar qualifications for this kind of work, which might be made available to his own advantage, and the good of some other institutions engaged in medical education."—Report on the Dispensaries, N. W. P., 1872.

* "Last Saturday our popular Assistant Surgeon Babu Ram Lall Chuckerbutty left this station for Moradabad where he has been transferred. The Railway platform was thronged with the elite of Allahabad, headed by Babu Gya Pershad Roy Bahadur, to bid him farewell. Babu Ram Lall was so much loved by the Native community here that Babu Gya Pershad, as its representative, accompanied him as far as Cawnpore, and I heard that Babu Nilcomul Mitter would have also escorted him as far as Agra, had he not unfortunately fallen sick. A meeting was held in which the Babu was presented with a gold watch and chain as a token of the appreciation of the valuable services he rendered to the Natives here."—Indian Mirror. 1876.

কথিত হইয়াছে সভাভঙ্গ হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি অশ্রুপূর্ণ লোচনে স্বস্বস্থানে গমন করিয়াছিলেন,—

"The Railway Platform was thronged with the elite of Moradabad among whom we noticed Raja Joykissen Dass, C. S. I., Mir Imdad Ali, C. S. I. * * * Some * * accompanied him as far as Bareilly.—Indian Mirror, Sept. 1st 1877.

"His reputation is not confined to the Moradabad district alone, but has reached Rampur, too, where he has been successful in treating a few tedious cases. His Highness the Nawab of Rampur and his noble relations entertain a good opinion of his professional skill ..... the whole of Moradabad deem his transfer to be a great loss and sincerely regret his departure."

তিনি বারাণসীতে যেরূপ সম্মান ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ন্যূন নহে। ১৮৭৯ অব্দে বারাণসী হইতে তিনি লক্ষ্ণৌ আগমন করেন। তদবধি তাঁহার হস্তে যুক্তপ্রদেশের মধ্যে প্রধান চিকিৎসালয় বলরামপুর হাঁসপাতালের ভার ন্যস্ত থাকে। বলরামপুরের মহারাজা দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, ব্যাঘ্র শিকার কালে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে হিমালয়ের শৈল-পাদমূলে পতিত হইয়া মরণাপন্ন হন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ডাক্তার মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করেন। তাঁহার সুচিকিৎসাগুণে মহারাজা পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে বিবিধ বহুমূল্য উপহার দেন * এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার জাবজ্জীবনের জন্য ১০০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন। আরোগ্য লাভের পর মহারাজা প্রকাশ্য দরবার করিয়া যে বক্তৃতা করেন তাহার একস্থানে বলিয়াছিলেন,—

" I have to thank Baboo Ram Lall Chuckerbutty, Assistant Surgeon, not only for his very able, skilful and considerate treatment, but for the great attention, rigid watch and extraordinary care he paid with his best heart to me. I wish at heart that the relation between myself and Baboo

* তিনি এত অধিক সংখ্যক বহুমূল্য উপহার পাইয়াছিলেন যে স্বীয় গোলাগঞ্জস্থ ভবনে কয়েক দিন ধরিয়া সেই সকল দ্রব্যের প্রদর্শনী করিয়াছিলেন।

Ram Lall may remain close and cordial for ever, and I hope confidently that he will fulfil my desire."

বলরামপুর রাজ্যের যাবতীয় প্রধান কর্ম্মচারী একখানি সুদীর্ঘ পত্র স্বাক্ষরিত করিয়া ডাক্তার মহাশয়ের সৎকার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রের একস্থানে আছে,—

"But above all, the person to whom we owe our obligations beyond measure and gratitude without end, is you."

১৯০২ অব্দে ৬০ বৎসর বয়সে তিনি বলরামপুর হাঁসপাতাল হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ সময় তাঁহার প্রতিকৃতি গৃহীত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের দ্বারা হাঁসপাতালে রক্ষিত হয়। অবসর গ্রহণ করিয়া যখন লক্ষ্ণৌ সহরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন অযোধ্যার মহারাজা তাঁহাকে পাদটীকায় মুদ্রিত প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।* হাঁসপাতালে কর্ম্ম করিবার কালেও তিনি মধ্যে মধ্যে অযোধ্যার তালুকদারদিগের চিকিৎসা করিতেন এবং সকলের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ অব্দে মাহমুদাবাদের রাজা আমির হোসেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ দরবার করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"2. It gives me great pleasure to declare, and I trust all

---

* I do heartily thank you for all that you have said in this address. Your reputation as a skilful surgeon and physician is established every where in the United Provinces especially in Oudh ; it is superflous for me to repeat the same praise at this occasion.

I had always full confidence in your treatment since 1886 and have got assurance of the same also. The relation between you and me has already become cordial and I wish that it may remain the same in our families.

The Maharani also is much indebted to you for your services and she conveys her thanks to you through me. For what you eulogize her so much, she thinks it nothing more than her duty towards a respectable guest. She will, I dare say, be highly gratified to learn that you have appreciated her small present.

Wishing you Doctor long life and healthy constitution

I remain,

Yours very Sincerely,

PRATAB,

Maharaja of Ajodhya.

Ajodhya
Dated 2nd August, 1903.

present in this Durbar will concur with me in saying, that your uprightness and good manners have extorted our respect and admiration. You leave in this station a host of friends and admirers,—nay, I think that there is not a single person in this town who speaks unfavorably of you."

ইহার পরবৎসর মধৌনা, গোণ্ডা প্রভৃতির তালুকদার প্রকাশ্য দরবারে বলিয়াছিলেন,—

"I feel very happy to say, and I trust all present in this Durbar will fully agree with me, that the many excellencies of your character have won our admiration. I wish heartily that the relation between you and me may remain cordial for ever. I take this opportunity of assuring you that my respected father, Babu Narsing Narain Singh Bahadur and my other relations, have the same regard for you as I have, and fully concur with me in all that I have said.

I am also thankful to you, gentlemen, for your presence in this Durbar and for the assurances you give me of your respect for the worthy gentleman to whom we are bidding farewell."

তিনি ক্যানিং কলেজ, ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, কল্‌ভিন তালুকদার স্কুল, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন, লক্ষ্ণৌ এবং রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন রেলওয়ের স্থায়ী চিকিৎসক ছিলেন। অযোধ্যার তালুকদারদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে জাবজ্জীবনের জন্য পেন্সন দেন। তন্মধ্যে মহারাজা অযোধ্যা, জাহাঙ্গীরাবাদ এবং মহম্মদাবাদের রাজারা তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের জন্যও মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ১৯০৬ অব্দে তিনি অমরধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার দেহ স্পেশ্যাল ট্রেনে করিয়া কানপুরের গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া বহু সমারোহে সৎকার করা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে প্রবাসে বাঙ্গালী সমাজের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহসা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা নাই।

লক্ষ্ণৌ তালুকদার স্কুল (Colvin Taluqdars' School), ইঙ্গ-সংস্কৃত বিদ্যালয় (Queen's Anglo-Sanskrit School), লক্ষ্ণৌ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়

(Hindu Girls' School, Lucknow) প্রভৃতির কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার মৃত্যুতে যে একজন সহায় হারাইলেন তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালিগণ বঙ্গীয় যুবকদিগের সভায় (Bengalee Youngmen's Association) সমবেত হইয়া শোক প্রকাশ কালে ডাক্তার মহাশয়ের পুত্রকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহারা বলেন,—"The members feel that by your father's death the entire Bengalee community has lost a truly noble benefactor and its brightest ornament: a loss which can hardly be retrieved."

হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের উন্নতি ও স্থিতিকল্পে তিনি অল্প স্বার্থ ত্যাগ করেন নাই। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার মৃত্যুসংবাদে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ লিখিয়াছিলেন,—

" * * * As one of the prime-movers at the forming of the school, a substantial donor himself and one whose good offices had more than once secured help from friends for the institution, in his death the Hindu Girls' School has lost a sincere friend and the cause of female education an earnest advocate."

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের লক্ষ্ণৌ প্রবাসীদিগের মধ্যে স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় বিপিনবিহারী বসু এম এ, পূর্ত্তবিভাগের স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, অনরবী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু গিরিশচন্দ্র বসু এবং মিউজিয়ম লাইব্রেরীর কিউরেটর গঙ্গাধরবাবু প্রমুখ প্রসিদ্ধ উপনিবেশিক বহু বাঙ্গালীর নাম করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে ক্যানিং কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, মহাশয় বোধহয় বর্ত্তমানদিগের মধ্যে প্রাচীনতম প্রবাসী। তিনি গোয়ালিয়ার রেসিডেন্টের প্রধান সহকারী স্বর্গীয় তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র। শরৎবাবু ১৮৫১ অব্দে উত্তরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের বংশ "আগুনখাকির বংশ" বলিয়া তথায় পরিচিত। কারণ তাঁহার প্রপিতামহী সহমৃতা হইবার পর আর উত্তরপাড়ায় সতীদাহ হয় নাই। শরৎ বাবুর স্কুল ও কলেজ-জীবন অতীব গৌরবময়। ছাত্র-জীবনে, পদক ও ছাত্রবৃত্তি তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৭৪ অব্দে

সম্মানের সহিত এম এ ও ১৮৭৯ অব্দে বি, এল পাশ করেন। অতঃপর ১৮৮৫ অব্দে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রথম শ্রেণীর উকীলদিগের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন এবং মধ্যে কিছুদিন দেশে হেডমাষ্টারী করিয়া ১৮৭৫ অব্দে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদ লইয়া প্রবেশ করেন। তদবধি তিনি এই স্থানেই অধ্যাপনা করিতেছেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। তিনি দুইবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বহুবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য, ন্যায়শাস্ত্র ও গণিত প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে দক্ষতার সহিত অধ্যাপনা করিলেও গণিতের অধ্যাপক বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি অধিক। এক সময় তাঁহার বীজগণিতের প্রশ্নসমাধান (Algebraical Exercises with Solutions) নামক পুস্তক ছাত্রসমাজে বিলক্ষণ আদৃত ছিল। পূর্ব্বে তিনি কলেজে অধ্যাপনা করিবার কালে কয়েক বৎসর রবার্ট নাইট সাহেব পরিচালিত "ষ্টেটসম্যান" পত্রে নিয়মিত লেখক ছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের "কুইন্স ইঙ্গ-সংস্কৃত বিদ্যালয়ের" (Queen's Anglo-Sanskrit School) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্বে ক্যানিং কলেজে একটী স্বতন্ত্র স্কুল বিভাগ ছিল। শরৎবাবুর হস্তে তাহার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। ১৮৯০-৯১ অব্দে স্কুলটী উঠিয়া গেলে উক্ত কুইন্স স্কুলের সূচনা হয়। স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র বিদ্যান্ত মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক হন। ৩ বৎসর পরে শরৎবাবু ঐ ভার গ্রহণ করিয়া এ পর্য্যন্ত স্কুলের সেক্রেটারীর কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। এই স্কুল এক্ষণে প্রথম শ্রেণীর স্কুলে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় জনহিতকর প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই মুখোপাধ্যায় মহাশয় যোগদান করিয়া থাকেন। স্থানীয় বাঙ্গালা পুস্তকালয় ও পাঠাগার—"বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী" ও ছাত্রসমিতি চিরদিন তাঁহার সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। অযোধ্যাপ্রদেশের মধ্যে অধিবাসী অথবা প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাঁহারা এক্ষণে কৃতী হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্ণৌনিবাসী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেরই নিকট বিশেষ সম্মানিত। তাঁহার মূর্ত্তি যেরূপ সৌম্য, প্রকৃতিও তদ্রূপ গম্ভীর। তিনি জনসাধারণের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে এই মুসলমানপ্রধান সহরে তিনি বহু বৎসর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনরের কার্য্য করিয়াছেন। ক্যানিং কলেজে আরও দুই একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক অনেকদিন হইতে

স্বর্গীয় রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই,

(পৃষ্ঠা ৪৬৪)

অধ্যাপনা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, মহাশয় ২৩ বৎসর এখানে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিতেছেন। তিনিও জনপ্রিয় ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন। যে বৎসর তিনি কলিকাতা জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে আসিয়া লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী হন তাহার পর বৎসর লক্ষ্ণৌয়ের একজন পুরাতন প্রসিদ্ধ প্রবাসী পরলোক গমন করেন। তাঁহার নাম রেভারেণ্ড রামচন্দ্র বসু এম এ। ১৮৩৭ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশব হইতেই তাঁহার ইংরেজী ভাষা-শিক্ষার ঝোঁক হয় এবং তিনি স্বকীয় ইচ্ছায় তৎকালীন প্রখ্যাত পাদরী ডাক্তার ডফের স্কুলে ভর্ত্তি হন। যাঁহারা ডফ সাহেবের স্কুলে পড়িয়াছেন এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন ডফ সাহেব কি অসাধারণ বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যের মোহিনীমন্ত্রে ছাত্রগণকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। হিন্দু পিতামাতা তাই তাঁহাকে "ছেলেধরা জুজুর" মত ভয় করিতেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত যুবকগণকে "ডবীছেলে" বলিয়া সম্বোধন করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক যুবক রামচন্দ্র শীঘ্রই তাঁহার শক্তির বশীভূত হন এবং ১৮৫১ অব্দে প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার সময়ের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র বলিয়া বিবেচিত ছিলেন এবং সর্ব্বোচ্চ স্থান ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাঁহার একাধিকৃত ছিল। লণ্ডন মিশনরী বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রথমে কাশীতে শিক্ষকতা করিতে গমন করেন। এখান হইতে তিনি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম লইয়া অযোধ্যাপ্রবাসী হন। এখানে তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা এরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল যে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ দুরূহ বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।* কিন্তু রামচন্দ্রের এরূপ চাকরী তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনপথে বিঘ্নস্বরূপ মনে হইল। তিনি উচ্চপদ ও অর্থোপার্জ্জনের লোভ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌস্থিত "American Methodist Episcopal Mission" নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মী

---

* "Though universally liked in the capacity of a teacher, circumstances arose which necessitated the severance of his connection with the school of Benares. The next scene of his labour was as an Educational officer under Government in Oude. His abilities won distinction in no time. The head of the Educational Department in that province entertained so high an opinion of his abilities as a sholar that he hesitated not to ask his opinion on many of the educational document which emanated from him."——S. Sathianadhan, M. A., L. L. B. (Cantab).

হইলেও তিনি সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মের লোকের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইয়াছিলেন। তিনি প্রচার ব্রত অবলম্বন করিয়া এমেরিকার সিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যয়ে বঙ্গ, উত্তরপশ্চিম, অযোধ্যা, বম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ইংরেজী ভাষাজ্ঞান দেখিয়া এম এ, উপাধি দানে সম্মানিত করেন। পরে তিনি "Church of England" নামক খৃষ্ট সম্প্রদায়ে যোগ দেন। রেভারেণ্ড বসু একজন সুবক্তা ছিলেন। সুযুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ বক্তৃতা যেমন তিনি অনর্গল ও বহুক্ষণ ধরিয়া অক্লান্তভাবে করিতে পারিতেন, বিশুদ্ধ এবং অতি-শয় সরল ইংরেজীতে তেমনি অবলীলাক্রমে লিখিতে পারিতেন, তাঁহার প্রণীত "Evidence of Christianity," "Hindu Philosophy," "Hindu Heterodoxy," "Nature and Revelation" এবং তাঁহার মার্কিণ ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্যদান করে। ১৮৯২ অব্দে রেভারেণ্ড রামচন্দ্র বসু লক্ষ্ণৌয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী তৎকালীন নানা কাগজ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ প্রবাসকালে আমরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া-ছিলাম এবং দেখিয়াছিলাম তিনি হিন্দুমুসলমান সকলের সহিতই সমান সদ্ভাব রাখিতেন এবং অমায়িক ব্যবহারে সকলেরই প্রিয় ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার জীবনীকার মিঃ সত্যনাধান লিখিয়াছিলেন,—"It is well-known what a power for good he was in Lucknow. He was revered and respected by all sections of the commu-nity. He was a wel-come guest in every house."—Sketches of Indian Christians.

উনাও লক্ষ্ণৌ যাইবার পথে কানপুর হইতে ৯ মাইল দূরে একটী ক্ষুদ্র জেলা। ১৯০১ অব্দের যুক্তপ্রদেশের সেন্সস রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে "একমাত্র উনাও জেলাতে একজনও বাঙ্গালীর নাম পাওয়া যায় নাই।"* কিন্তু আমরা জানি

* "Bengali is spoken by 24,120, persons, or five out of every ten thousand in the Provinces. The largest numbers are to be found in the Benares (4,068 out of 10,000), Allahabad (1342) and Lucknow (612) districts, but there is only a single district, Unao, in which no Bengali speakers were returned."—N. W. P. Census Report, p. 184.

যুক্তপ্রদেশের এমন একটি জেলাও নাই যথায় অন্ততঃ দুই একজন বাঙ্গালীরও বাস নাই। উনাও সহরের প্রাচীন বাঙ্গালীর মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মতিলাল মিত্র মহাশয়ের নাম করা যাইতে পারে। তিনি পূর্ব্বে রেভেনিউ হেডক্লার্ক ছিলেন এবং সিপাহীবিদ্রোহের দুর্দ্দিনে এখানে আসিয়াছিলেন। উনাও রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট তাঁহার ভদ্রাসন আজিও বিদ্যমান আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উনাও অবস্থান কালে তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম। এখানে সিপাহীদিগের সঙ্গে দেশবাসীরাও বিদ্রোহী হওয়ায় উনাও অতি ভীষণভাব ধারণ করিয়াছিল। সার হেনরী হাভ-লকের সৈন্যদলকে এই স্থানে অনেকগুলি কঠিন যুদ্ধ করিয়া তবে লক্ষ্ণৌ উদ্ধারে গমন করিতে হইয়াছিল। সেই সঙ্গে ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ব্রিগেড সার্জ্জনস্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। বহুদিন হইল বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এবং বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় পুলিশ সবইন্স্পেক্টর হইয়া উনাও প্রবাসী হন। চাকরিসূত্রে এখানে অন্যান্য স্থানের ন্যায় অধিক বাঙ্গালীর আবির্ভাব না হইলেও মধ্যে মধ্যে যে হয় নাই তাহা নহে। ১৮৬৯ অব্দের সেন্সস গণনায় এখানে ১৫ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। উনাও জেলার ন্যায় হরদোই এবং রায়বেরেলী ও খেরী লক্ষ্ণৌ বিভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলা। এ সকল জেলায় বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তন্মধ্যে খেরী জেলায় দুই একজন বাঙ্গালী স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছেন। লক্ষ্মীপুর বা লখীমপুর ইহার প্রাচীন ও প্রধান নগর। লখীমপুরে দুই একজন প্রাচীন প্রবাসী আছেন।

ত্রিপুরা-ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত জাঠাগ্রামের জমিদার, পণ্ডিত রাধাকান্ত শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহোদর বাবু গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য, সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্ব হইতে এলাহাবাদ-প্রবাসে ছিলেন। তিনি তথায় সেক্রেটেরিয়েটে কর্ম্ম করিতেন। শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র বাবু কুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেই সূত্রে বাল্যকালেই প্রয়াগ-প্রবাসে আসিয়াছিলেন। এখানে এবং আগ্রায় তিনি শিক্ষা-প্রাপ্ত হন। লক্ষ্ণৌয়ের গবর্ণমেণ্ট-এডভোকেট প্রসিদ্ধ প্রবাসী বাঙ্গালী স্বর্গীয় বিপিনবিহারী বসু, এম এ মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কুমারচন্দ্র বাবু শীঘ্রই কলেজ ত্যাগ করিয়া একটী এণ্ট্রান্স স্কুলের হেডমাষ্টার হন এবং অল্পদিন পরেই অযোধ্যার অন্তর্গত প্রতাপগড়ের রাজা চিৎপাল সিং (এফ, সি, এস,) মহাশয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এই কার্য্য করিবার কালে কুমারচন্দ্র

বাবু গৃহে আইন অধ্যয়ন করিতে থাকেন এবং অল্পকালের মধ্যে হাইকোর্ট প্লীডারশিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতাপগড় জেলা আদালতে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী জেলা খেরীতে গিয়া বাস করেন। খেরীর আদালত আফিস প্রভৃতি সমস্ত ইহার প্রধান সহর লখীমপুরে অবস্থিত। "আউধ-রোহিলখণ্ড" রেলপথে এখানে আসিতে হয়। জেলাটী ক্ষুদ্র, শিক্ষাসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে এ স্থান এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে; কুমারচন্দ্র বাবুর আগমন কালে ত নিতান্তই অনুন্নত ছিল। ১৫।১৬ বৎসর এখানে চিনির কারখানা, কাগজ, মাদুর, চ্যাটাই প্রভৃতি প্রস্তুত করণোপযোগী ঘাসের কারবার ও কৃষি, গবাদি পশুপালন ও বৃদ্ধি এবং বনবিভাগীয় কর্ম্মের সূত্রপাত হওয়ায় ইহার উন্নতিলক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলেও তখন ইহা নিবিড়বনজঙ্গলপরিপূর্ণ ও হিংস্রজন্তুসমাকুল ছিল। যদিও সেই সময় জঙ্গল হইতে শালকাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত এবং এখনও তাহার বিস্তৃত ব্যবসায় রহিয়াছে, তথাপি এখানে প্রবাসী বাঙ্গালীর আকর্ষণের বস্তু বিশেষ কিছুই ছিল না। এই কারণে সময়ে সময়ে এখানকার উৎকৃষ্ট আবাদী জমি নামমাত্র খাজনায় পাওয়া যায় দেখিয়া বহু পূর্ব্ব হইতে কোন কোন বাঙ্গালী ভূসম্পত্তি করিয়া স্থানীয় বাসস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াও কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একমাত্র কুমারচন্দ্র বাবুই এখানে প্রথম স্থায়ী বাসস্থাপন করেন। স্থানীয় আদালতে তাঁহার প্রসার বৃদ্ধি ও প্রখ্যাতি, জনসাধারণের মধ্যে সম্ভ্রম প্রতিপত্তি এবং স্থানীয় ভূরতালুকের তালুকদারদিগের সহিত সৌহৃদ্যই তাঁহার পক্ষে প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল এবং তাহাই তাঁহার খেরী-প্রবাসের মূল। তিনি যখন লখীমপুরে আগমন করেন, তখন এখানে বাবু প্রসাদীনারায়ণ নামে জনৈক ডেপুটী পোষ্ট-মাষ্টার ছিলেন। তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিশ্বস্ত ডাকপেয়াদাদিগের দ্বারা গোপনে বিপন্ন রাজপুরুষদিগের নিকট বিদ্রোহিগণের গতিবিধির সংবাদ প্রেরণ করিতেন। দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ "রঞ্জীৎনগর" জমিদারী দান করেন। কুমারচন্দ্র বাবু তাঁহার নিকট হইতে এই জমিদারী ক্রয় করিয়া স্থানীয় জমিদারগণের অন্যতম হইয়াছিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর সুযশের সহিত ওকালতী করিয়া ১৮৯৯ অব্দে কুমারচন্দ্র বাবু পরলোকগমন করেন। তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র তখন রঞ্জীৎনগরের জমিদারী বিক্রয় করিয়া সপরিবারে প্রবাসবাস উঠাইয়া স্বীয় ভ্রাতাদিগের নিকট পূর্ব্ববঙ্গের

আদি বাসস্থানে চলিয়া যান। প্রবাসী কুমারচন্দ্র বাবুর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকা মাত্র এক্ষণে লখীমপুরে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম তথায় জনৈক স্থানীয় উকীল ভাড়া ছিলেন। আর কোন বাঙ্গালী এখানে স্থায়ী অধিবাসী হন নাই বটে, কিন্তু রেল ও গবর্ণমেণ্টের বিবিধ বিভাগে কর্ম্ম লইয়া বহু বাঙ্গালী মধ্যে মধ্যে খেরী লখীমপুরে প্রবাসবাস করিয়া যান। তন্মধ্যে চিকিৎসা বিভাগেই তাঁহাদের আবির্ভাব কিছু ঘন ঘন। কুমারচন্দ্র বাবু এখানে ওকালতী করিতে আসিয়া একজন বাঙ্গালী ডাক্তারকে দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার বেণীমাধব দাস বহুকাল সিভিল মেডিকেল অফিসরের কর্ম্ম করিয়া ডাক্তার বিনোদবিহারী ঘোষকে কার্য্যভার দিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। বিনোদ বাবুর পর ডাক্তার বনমালী পাল সিভিল মেডিকেল অফিসর হইয়া আসিয়া সাত বৎসর খেরী-প্রবাসে অবস্থিতি করেন এবং ১৮৯৯ অব্দে কুমারচন্দ্র বাবুর মৃত্যুর সময় বনমালী বাবু স্থানান্তরে গমন করিলে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আগমন করেন। পাঁচবৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন খেরী গিয়াছিলাম তখনও লখীমপুর হাসপাতালে বাঙ্গালী ডাক্তারকেই দেখিয়াছিলাম, এবং সেই সময় দেখিয়াছিলাম খেরীজেলার অন্তর্গত "ঝিঙ্গিপুরুয়া" তালুকের ম্যানেজার জনৈক বাঙ্গালী। তাঁহাকে কার্য্যোপলক্ষে অধিকাংশ সময় সদরে অর্থাৎ লখীমপুরে থাকিতে হয়। তাঁহার সহিত আলাপ প্রসঙ্গেই কুমারচন্দ্র বাবুর জমিদারী লাভ ও প্রবাস-বাসের সংবাদ প্রাপ্ত হই। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি কুমারচন্দ্র বাবুরই ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি খেরীপ্রবাসী হইয়া আছেন। খেরী জেলার অধীন "ভূর" নামে একটী তালুক আছে। তাহার বার্ষিক আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। পূর্ব্বে উহা 'মাঝগাঁই' ও 'জগদেবপুর' নামে দুই অংশে বিভক্ত ছিল। চৌহান রাজপুতবংশীয় রাজমিলাপ সিং ও তাঁহার ভ্রাতা রাজদিল্লীপৎ সিং তাহার অধিকারী ছিলেন। মিলাপ সিং এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিলে নিঃসন্তান দিল্লীপৎই ভূর ষ্টেটের একাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার তিনজন জ্ঞাতিভ্রাতা দেবীবক্স, রঘুবর ও মঙ্গল সিং, সমান তিন অংশে উঁহা ভোগ করিতে থাকেন। রাজদেবীবক্স এক কন্যা রাখিয়া দেহ-ত্যাগ করিলে মাজগাঁইয়ের তালুকদার মৃত মিলাপ সিংহের কন্যা পিতার উত্তরাধিকার স্বত্বের দাবী করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গৃহ-বিবাদসূত্রে

দেবীবক্সের অন্য দুই ভ্রাতা রঘুবর সিং ও মঙ্গলসিং এই মকদ্দমার ইংরেজী কাগজ-পত্র পরিরক্ষণের জন্য বিপিন বাবুকে নিযুক্ত করেন। ইহার তিন বৎসর পরে দেবীবক্সের বিধবা পত্নী রাণী চন্দ্রপাল কুঁঅর মকদ্দমায় অধিক অগ্রসর না হইয়া স্বামীর পরিত্যক্ত এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির পরিবর্ত্তে স্বীয় ভরণপোষণের উপযোগী বার্ষিক ৩২ হাজার টাকা আয়ের কয়েকখানি মাত্র গ্রাম লইয়াই আপোষে মকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। ঐ অংশই 'ঝিঙ্গিপুরুয়া' তালুকের ছোট অংশ। ভূরষ্টেটের বর্ত্তমান নাম 'ঝিঙ্গিপুরুয়া'। এই ছোট তালুক তিন জন জিলাদার বা তহশীল-দারের অধীনে তিনটি চাক্‌লা বা জিলায় বিভক্ত। কোর্ট অব ওয়ার্ডের কার্য্য-পদ্ধতিতে ইহার কার্য্য পরিচালিত হয়। পূর্ব্বে অন্যান্য সামন্তরাজ্যের ন্যায় ভূরষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী "দেওয়ান" নামে অভিহিত হইতেন। তালুক খণ্ডীকৃত হইয়া উক্ত পদে এক্ষণে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া থাকেন। রাণী চন্দ্রপালকুঁঅর সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়াই বিপিন বাবুকে স্বীয় ষ্টেটের 'ম্যানেজার' মনোনীত করিয়া খেরীর ডেপুটী কমিশনর সাহেবকে লিখিয়া পাঠান। কমিশনর বাহাদুরের নিয়োগে ১৯০৬ অব্দ হইতে বিপিনবাবু যোগ্যতার সহিত "ঝিঙ্গিপুরুয়া" ছোট ষ্টেটের ম্যানেজারী করিতেছেন। কিছুদিন হইল এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খেরী গ্রামের অন্তর্গত পানাপুর নামক স্থানে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের একখানি বৃহৎ অট্টালিকা সহ একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া তাহাতে একটি "preventorium" খুলিয়াছেন।

সীতাপুর অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে একটী স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে একটী সেনানিবাস আছে। মিউটিনীর সময় * এইস্থানে অতি ভীষণভাব ধারণ করিয়াছিল। ১৮৬৯ অব্দে প্রথম সেন্সস্ লওয়া হয়। তখন এখানে ৩৭ জন বাঙ্গালী ছিলেন। সংখ্যার তুলনায় বলিতে হয় তখন লক্ষ্ণৌ অপেক্ষা এখানে বাঙ্গালীর উপনিবেশ বিস্তৃত ছিল। কারণ ঐ বৎসর ২৭ জন মাত্র বাঙ্গালী লক্ষ্ণৌয়ে ছিলেন বলিয়া সেন্সস্ রিপোর্টে উক্ত হইয়াছে।

সীতাপুর আদালতে কয়েকজন বাঙ্গালী উকীল এবং রেল ও গবর্ণমেণ্টের নানা বিভাগীয় দপ্তরে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই তিনজন

---

* "In 1857 three regiments of native infantry and a regiment of Military Police were quartered on the Cantonments here."—Davenport. dams.

গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া এথানে স্থায়ী হইয়াছেন। সীতাপুর প্রবাসীদিগের মধ্যে ভট্টাচার্য্য পরিবার প্রাচীনতম। স্বর্গীয় বিশ্বনাথ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বিক্রমপুর হইতে তীর্থবাস উপলক্ষে বারাণসী আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বাবু বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য বারাণসী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তথন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিদান প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বীরেশ্বর বাবু শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রথমে শিক্ষাবিভাগেই প্রবেশ করেন এবং সিপাহীবিদ্রোহের পর ডেপুটী কমিশনার অফিসের হেড ক্লার্কের পদ গ্রহণ করিয়া সীতাপুর প্রবাসী হন। ইঁহারই বংশধরগণ স্থানীয় জমীদার বর্গের অন্যতম। এক্ষণে ইঁহাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিলক্ষণ আছে। অর্দ্ধশতাব্দীর উপনিবেশের ফলে বীরেশ্বর বাবুর পুত্র যাদব বাবু এবং তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ প্রাদেশিক ভাব এতদূর আত্মস্থ করিয়া লইয়াছেন যে, সহসা তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। ইঁহাদের পোষাক পরিচ্ছদ, ধরণ ধারণ, আহার ব্যবহার প্রভৃতির সহিত আকৃতিরও অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাঙ্গালীবিরল স্থানে প্রবাসীর মাতৃভাষা এবং কণ্ঠস্বরও যে বিলুপ্ত-প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। ইঁহারা এক্ষণে ভদ্রাসন, জমিদারী প্রভৃতি করিয়াছেন এবং দেশের সহিত সম্বন্ধও প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। বীরেশ্বর বাবু কাশীতে লক্ষ্মীকুণ্ডের নিকট ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। সীতাপুর হইতে কয়েক মাইল দূরে খয়রাবাদ নামে একটী নগর আছে। তথায় জনৈক বৃদ্ধবাঙ্গালী ডাক্তার বহুকাল হইতে বাস করিতেছেন, তিনি এতদুর এদেশীয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন যে সাধারণে এক্ষণে তাঁহাকে হিন্দুস্থানী বলিয়াই জানে।

ফয়জাবাদ তন্নামক জেলার প্রধান সহর। অযোধ্যায় বাঙ্গালীর উপনিবেশ হিসাবে লক্ষ্ণৌয়ের পরই এইস্থানের উল্লেখ করিতে হয়। ইহার অনতিদূরে সরযূতীরে প্রাচীন কোশলরাজ্যের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধযোজন দক্ষিণে ত্রেতাযুগের প্রসিদ্ধ নগরী অযোধ্যা, সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের রাজধানী। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের সময় এই নগরী দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ যোজন এবং প্রস্থে দুই যোজন বিস্তৃত ছিল। এই সুবিশাল নগরী বৈবস্বত মনুর আদেশে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে "এই সুদৃশ্য নগরী দৃঢ় প্রাচীর ও অতি গভীর জলদুর্গ দ্বারা বেষ্টিত এবং শত্রু মিত্র উভয়ের দুরধিগম্য। মহাবল হস্তী, অশ্বও

সহস্র ধ্বজপতাকাধারী তুরগ-সৈন্যপূর্ণ অযোধ্যা কেহ জয় করিবার মানসে তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না বলিয়া নগরীর এই নাম।" * কিন্তু এখন সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। প্রাচীন অযোধ্যাপুরী অরণ্যে পূর্ণ ও সরয়ূ গর্ভে বিলীন হইয়াছে। তাহার চতুষ্পার্শের ধ্বংসাবশেষের কিয়দংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলেও বর্ত্তমান তীর্থক্ষেত্রে কতকগুলি কল্পিত মূর্ত্তি, নবনির্ম্মিত ইষ্টকালয়, রামাৎ বৈষ্ণব-দিগের ভজনাগার ও রাশীকৃত গল্প এবং প্রবাদে পূর্ণ হইয়া আছে। সম্রাট অশোকের সময় অযোধ্যা বৌদ্ধাধিকারে ছিল। বৌদ্ধ রাজত্বকালে এখানে বহু হিন্দুকীর্ত্তি-ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পাল রাজগণ এখানে ৬৪৩ বৎসর একাধিক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্গপতি ধর্ম্মপাল নবম শতাব্দীতে ভারতে বিভিন্ন ভূপাল-গণকে জয় করিয়া সমগ্র দেশকে একচ্ছত্র করিয়াছিলেন। বাঙ্গলাদেশ যে পালরাজগণের আদি নিবাস তাহা "গৌড়ের রাজমালা" লেখক প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সার্দ্ধ ছয়সত বৎসরের অযোধ্যা শাসন কালে বাঙ্গালীরা যে অযোধ্যা নগরী এবং অযোধ্যা প্রদেশের নানা স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। অন্যান্য স্থানের গৌড়ীয় ঔপনিবেশিকদিগের ন্যায় এখানেও তাঁহারা মূল অধিবাসীদিগের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে অযোধ্যা মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। ১৮৫৬ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে ইহা নবাবের হস্তচ্যুত হইয়া ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। এক্ষণে অযোধ্যার মহারাজ আউধ তালুকদারদিগের অন্যতম। চিকিৎসা সূত্রে অযোধ্যার মহারাজ এবং অযোধ্যাবাসীদিগের সহিত ডাক্তার রামলাল চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুর প্রমুখ বিশিষ্ট বঙ্গসন্তানের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। এখানে এইসূত্রে প্রায় ২৫ বৎসর হইল জনৈক বঙ্গমহিলার আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অযোধ্যানগরে চিকিৎসার্থ আগমন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই স্থানীয় জেনানা হাঁসপাতালের ভার প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে অযোধ্যা প্রদেশের প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতাল বাঙ্গালী ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ছিল। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অযোধ্যার ১১ জন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের মধ্যে দশ জন ছিলেন বাঙ্গালী, একজন এদেশবাসী। তাঁহার নাম বাবু কামাখ্যানাথ আচার্য্য। ফয়জাবাদ তন্মধ্যের বিভাগ ও জেলার প্রধান সহর। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও

* রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৬ষ্ঠ সর্গ।

গবর্ণমেণ্টের ও রেলের দপ্তরগুলিতে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছেন। লক্ষ্ণৌয়ের মত বিস্তৃত না হইলেও ফয়জাবাদে একটী ক্ষুদ্র বাঙ্গালী উপনিবেশ গঠিত হইয়াছে। কয়েকজন এখানে ঘরবাড়ী করিয়া স্থায়ী হইয়াছেন। এখানে বাঙ্গালীর ঔষধালয়ও দুই একটী আছে। তন্মধ্যে রেকাবগঞ্জস্থ "ফেয়ার মেডিকেল হল" উল্লেখ-যোগ্য। ১৮৯১ অব্দের সেন্সস্-গণনানুসারে ফয়জাবাদ জেলায় ৩৫৩ জন বাঙ্গালী ছিলেন। তখন ফয়জাবাদ কলেজে দুইজন বাঙ্গালী অধ্যাপকও ছিলেন। রীডগঞ্জ নিবাসী বাবু চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মিয়াগঞ্জ নিবাসী বাবু মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সতীশচন্দ্র গোস্বামী এবং বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন পুরাতন প্রবাসীর মধ্যে গণনীয়। ১৯০১ অব্দে যখন "ভূপ্রদক্ষিণ" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় ফয়জাবাদ প্রবাসে ছিলেন তখন ইঁহারা স্থানীয় মুন্সিফ বাবু কালীচরণ বসু, বাবু গোরাচাঁদ সিংহ, বাবু কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু সূর্য্যকুমার মল্লিক, বাবু নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বাবু বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় "বঙ্গসাহিত্যসমাজ" নামে একটী পুস্তকালয় ও পাঠাগার স্থাপন করেন। পুস্তকালয়টি বাঙ্গালীর কালীবাড়ীতে রক্ষিত হয়। চন্দ্রশেখর বাবু এই পুস্তকালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ইহাতে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ ও কাগজ পত্র দান করিয়াছেন। তিনি বহুবর্ষ ফয়জাবাদ প্রবাসে অতিবাহিত করেন। প্রায় ৩২ বৎসর হইল, তিনি প্রয়াগ প্রবাসে ছিলেন। তথা হইতে "সাহস" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। চন্দ্রশেখর বাবু কিছুকাল তাহার সম্পাদকতা করেন। ইঁহার বহুঘটনাপূর্ণ জীবনের কিয়দংশ উত্তর-পশ্চিম-প্রবাসী বাঙ্গালীর সংবাদপত্রের সহিত জড়িত থাকায় প্রবাসীর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই। চন্দ্রশেখর বাবু মালদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এইখানেই প্রথমে স্কুল-মাষ্টারী ও পরে গবর্ণমেণ্টের চাকরী করেন এবং সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। ডাক্তারী শিক্ষার পর তিনি আসামের সীমান্ত প্রদেশে মেডিকেল অফিসার হইয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। ১৮৮৯ সালে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া নানা দেশ পর্য্যটন করতঃ ১৮৯১ সালে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হন। বাল্যকাল হইতেই দেশভ্রমণের প্রতি চন্দ্রশেখর বাবুর আন্তরিক অনুরাগ জন্মে। তিনি ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর,

পিনাং, আসিয়ার প্রধান প্রধান স্থান এবং পৃথিবীর সীমান্ত দেশসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার আজন্মের পর্য্যটন-স্পৃহা একপ্রকার পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সামগ্রী। বহুকাল হইতে তিনি সাহিত্য-সেবা করিতেছেন। মাতৃভাষার প্রতি যে তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ আছে, তাহা তৎপ্রণীত ভূপ্রদক্ষিণ পাঠে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। উক্ত গ্রন্থের ইংরেজী ও মাতৃভাষা সম্বন্ধীয় কৌতূহলপ্রদ অংশটুকু প্রত্যেক প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানের পাঠ করা আবশ্যক। আধুনিক ভারতবর্ষীয় পৃথিবী-পর্য্যটকগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রধান। ফয়জাবাদ বহুদিন প্রবাসবাস করিবার পর তিনি বাঁকীপুর আদালতে কিছুকাল ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন। অতঃপর আরও দুই এক স্থান ঘুরিয়া এক্ষণে সেন মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মালোচনা এবং সাহিত্যসেবাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত, তাঁহার ন্যায় পৃথিবী-পর্য্যটকের এবং সর্ব্বধর্ম্মের সাম্যবাদীর পক্ষে সমস্ত জগৎটাই গৃহ এবং মানবমাত্রেই আত্মীয় হওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্য দেখা যায় তিনি যখনই যেখানে অবস্থান করিয়াছেন তখনই তথায় মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ বিষয়ক মতের প্রচার ও বিশ্বজনীন ধর্ম্মের আন্দোলনে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে জগতের নানাদেশে জাতিধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে তিনি বহুবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন। অল্পদিন হইল জনৈক সম্ভ্রান্ত কোটিপতি ইংরেজ লণ্ডন হইতে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। পত্রের লেখক সার রিচার্ড ষ্টেপলী (Sir Richard Stapley Barnet), তিনি লণ্ডনের ক্রিষ্টো-থিওসফিকাল সোসাইটী (Christo-Theosophical Society of London) নামক ধর্ম্মসভার সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার মত লেডী ষ্টেপ্‌লীও হিন্দু-দর্শনের প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী এবং উভয়েই অনেকটা বেদান্তধর্ম্মী। ১৯০৯ অব্দে শ্রীমতী এনি বেসান্ত ইহাঁদের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া লণ্ডনে "The Nature of Christ," শীর্ষক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে শ্রীমতীর প্রণীত "The Changing World" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের ২৭৯ পৃষ্ঠায় পদ টীকায় এই ষ্টেপলী দম্পতির নাম উল্লিখিত

হইয়াছে।* ষ্টেপ্‌লী মহোদয় সেন মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা পাদটীকায় মুদ্রিত হইল। †

ফয়জাবাদের এসিষ্টান্ট সার্জ্জন স্বর্গীয় ডাক্তার হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় বহ্রাইচ প্রবাসী হন। তিনি বিক্রমপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামে ১৮৪৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সহোদর গয়ার উকীল বাবু বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কুলদা ব্রহ্মচারী। হরকান্ত বাবু কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় গৌরবের * সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৫ অব্দে অযোধ্যার অন্তর্গত বহ্রাইচ

---

* Delivered to the Christo-Theosophical Society, at the invitation of Sir Richard and Lady Stapley, Tuesday, May, 26, 1909.

† 33, BLOOMSBURY SQUARE.
LONDON. W.C.
June 6, 1914.

DEAR MR. SHANNE,

No, indeed we have not forgotten you, on the contrary our sympathies and interests have been drawn to your work in India since you came to see us.

Our Christo-Theosophical meetings (now discontinued) helped us very much to realize the unity of spirit underlying every form of expression.

After your visit came others with evangel, you were one of the pioneers in proclaiming viz. the 'universality of the One Spirit.' I mean some of the Budhist's order and some of no special order, viz. Swami Vivekananda, Abdul Baha, Rabindranath Tagore and others of similar schools of thought.

The Revd. G. W. A. became the Editor of a small journal—"The Seeker' which he made the medium for the extension of the liberating ideas of Eastern and Western religious philosophies.

Neither Mr. A. nor Miss. I. are with us now. Mr. A. died only last year. I need not say how delighted both my wife and I would be to see you again. Is there any chance of your coming to London? Not many years remain for either on this side, but it is life that is beckoning.

Our kindest regards to you.

Ever your sincerely,
RICHARD STAPLEY."

* ইনি পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হন এবং স্বর্ণপদকাদি লাভ করেন, তাঁহার সহপাঠীর মধ্যে মাননীয় কে, জি, গুপ্ত, অধ্যাপক পি, কে, রায় প্রমুখ অনেকেই প্রথিতযশা হইয়াছেন।

হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হন। এখানে তাঁহার আগমন, অধিবাসী ও তৎকালীন প্রবাসীদিগের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছিল। তিনি স্বীয় চরিত্রবলে এখানকার সমাজ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ভদ্রসমাজে মাদক সেবন রহিত করিতে সমর্থ হন। ৪ বৎসর পরে তিনি ফয়জাবাদ হাসপাতালের ভারগ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। এখানে লেংটাবাবা, বাবা পতিদাস, বাবা মাধোদাস, তুলসীদাস প্রমুখ সাধু সন্ন্যাসীদিগের সংস্রবে আসিয়া পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তন করতঃ তিনি নৈষ্টিক হিন্দুর ধর্ম্মাচার অবলম্বন করেন। তিনি যেচু পণ্ডিত নামক জনৈক ব্রাহ্মণদ্বারা শালগ্রাম শিলা আনাইয়া স্বহস্তে পূজা করিতে থাকেন। এই সময় ব্রহ্মানন্দ ভারতী ও প্রেমানন্দ ভারতী ফয়জাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী তাঁহার তত্ত্ববিচার লিখিতেছিলেন। কুলদা ব্রহ্মচারীও এই সময় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। তিনি তাঁহাদের সহিত তর্কবিতর্ক, শাস্ত্রালাপ ও ভজনসাধনে অবসরকাল অতি আনন্দে অতিবাহিত করেন। এই সময় তাঁহার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ হইতে থাকে। হাসপাতালের কার্য্য অথবা তাহার বাহিরের চিকিৎসাব্যবসায় পরিচালনা তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য সুতরাং ধর্ম্ম মধ্যেই পরিগণিত করিতেন। তাঁহার ভজনসাধন যেমন নিঃস্বার্থ ভাবে ও নিষ্ঠার সহিত চলিত, তাঁহার চিকিৎসা কাজটিও সেই ভাবে পরিচালিত হইত।

তিনি পরিচিত জন, দরিদ্র নরনারী ও অসমর্থ অধিবাসীদিগের নিকট হইতে দক্ষিণা না লইয়া যত্নসহকারে চিকিৎসা করিতেন। শীতের সময় যে সকল রোগী বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইত তাহাদিগকে কম্বল দান করিতেন। তিনি আত্মীয় বন্ধু এবং বিপন্ন অপরিচিত হইলেও তাঁহাকে সাহায্য করিতে কখন কুণ্ঠিত হন নাই। জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার নিকট হইতে ৭০০৲ টাকা ঋণগ্রহণ করেন কিন্তু তাহা আর প্রত্যর্পণ করেন নাই, তিনিও সে ঋণের কথা জীবনে একবারও উত্থাপন করেন নাই। অন্য এক ব্যক্তিকে পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায় বিপদগ্রস্ত দেখিয়া তিনি ১৭০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। একবার তাঁহার শ্বশুরের বিষয় নিলাম হইতে বসায়, তিনি তাঁহাকে ১৪০০৲ টাকা দান করিয়া তাঁহার বিষয় রক্ষা করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিকের মধ্যে হইয়াছিল। তিনি এখানে এতদূর লোকপ্রিয় এবং অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়া-

ছিলেন যে একবার সিবিলসার্জ্জন তাঁহাকে বদলি করিবার চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহার এখানে সুবিস্তৃতপ্রসার ও প্রচুর অর্থোপার্জ্জন দেখিয়া বস্তির এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার মূর্ত্তজা হোসেন বহু চেষ্টা দ্বারা পরে ফয়জাবাদে আসেন এবং হরকান্ত বাবু বস্তি গমন করেন। হরকান্ত বাবুর যাহা আন্তরিক প্রার্থনা ছিল বস্তিতে আসিয়া তাহার সুযোগ অধিকতর হইল। বস্তি ক্ষুদ্র জেলা, এখানে কার্য্যও ফয়জাবাদ অপেক্ষা লঘু, অবসরও সুতরাং অধিক। এখানে তাঁহার সাধনভজন বৃদ্ধি পাইল, সাধু সন্ন্যাসিগণ অধিক ঘন ঘন আসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সুচিকিৎসার গুণে প্রসারবৃদ্ধিও অর্থোপার্জ্জনের পথে কোন বিঘ্ন হইল না।

এখানে তাঁহার যেমন প্রচুর অর্থ-উপার্জ্জন হইতে লাগিল, তিনি সাধুসেবা ও গরীবদুঃখীদিগের সাহায্যকল্পে সেইরূপ মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে লাগিলেন। বস্তির ভিতর দিয়া জনকপুর যাইবার পথ বলিয়া অধিকাংশ সাধু-সন্ন্যাসী অযোধ্যা হইতে জনকপুর যাইবার কালে এই পথ দিয়া গমন করিয়া থাকেন। হরকান্ত বাবু সেই সকল সাধু-সন্ন্যাসীকে লোটা কম্বল বিতরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন এবং এইরূপ বিতরণের জন্য তিনি ঐ সকল দ্রব্য রাশি রাশি ক্রয় করিয়া রাখিয়া দিতেন। তিনি আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের ভোজনের জন্য বিবিধ উপাদেয় অন্নের ব্যবস্থা করিয়া আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের মত যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জিত-অর্থের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সময় পল্লীবাসিগণ সহসা আদালতের আশ্রয়গ্রহণ করিত না; তিনি উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া ধীরভাবে অকাট্য যুক্তিসহ তাহাদের সকল বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেন। তাঁহার নিষ্পত্তি তাহারা শিরোধার্য্য করিয়া সকল বিবাদের শান্তি করিত। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে তাঁহার এরূপ দক্ষতা প্রকাশ পায় যে এই সময় ইন্‌স্পেক্টর অব হস্পিটালস্ (Inspector of Hospitals) তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" খেতাব দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে সুপারিস করেন। কিন্তু সাধক হরকান্ত বাবু তাহাতে নিতান্ত অনিচ্ছা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব তাঁহার প্রতি বিরক্ত হন এবং হরকান্ত বাবু খেরীতে বদলী হন। খেরীতে আসিয়াও তাঁহার সাধনভজন জনসেবা পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে বরং সংসারের অনিত্যতা বোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া পুরীতে গিয়া বাস করেন এবং

জগন্নাথক্ষেত্রেই দেহত্যাগ করেন। এতদঞ্চলবাসী আজিও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই।

গোঁড়া ফয়জাবাদ বিভাগের আর একটী জেলা। প্রাচীন শ্রাবস্তী ও ধর্ম্মপত্তন ইহারই অন্তর্গত। এক্ষণে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত, ইহার অনতিদূরে শ্রাবস্তী স্থলে হিন্দী "সাহেত-মাহেত" নামে নগরী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। দেবীপত্তন ইহার অন্য বর্ত্তমান নগর। ইহা ফয়জাবাদ হইতে ২৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে এক সময় বৌদ্ধপ্রভাব সুদৃঢ় ছিল এবং বহুকাল ইহা বঙ্গের পালরাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। সেই জন্যই বোধ হয় স্থানীয় প্রাচীনগণ বলেন যে গোঁড়ায় বহুকাল হইতে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালী গোঁড়াপ্রবাসী হইয়াছিলেন, বিদ্রোহের সময় তাঁহাদের অনেকে ফয়জাবাদে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। গোঁড়ার রাজা তখন গবর্ণমেণ্টের ধনাগার ফয়জাবাদে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অব্যবহিত পরেই তিনি অযোধ্যার বেগমের দলভুক্ত হইয়া বিদ্রোহী হন। গোঁড়ার অন্তর্গত বলরামপুরের রাজা কিন্তু সে সময় ইংরেজের প্রতিকূল হন নাই।* বরং অধিক দৃঢ়ভাবে ব্রিটিশের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।† গোঁড়ার রাজা বিদ্রোহী হইলে যে দুই একজন বাঙ্গালী ফয়জাবাদে যাইতে পারেন নাই তাঁহারা বলরামপুরের রাজার আশ্রয় লইয়াছিলেন।

গোঁড়া প্রবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান বাঙ্গালীদিগের মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টস্কুলের হেডমাষ্টারই ছিলেন প্রথম প্রবাসী। অন্যের মতে গোঁড়া আদালতের উকীল জয়গোপাল বাবুই সর্ব্বপ্রথম। বহুকাল হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বংশধরগণের কেহ এখানে নাই। বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোঁড়া আঞ্জুমান লাইব্রেরীর সেক্রেটরী ও স্থানীয় আদালতের উকীল। তাঁহার

* "When the Mutiny broke out, the Raja of Gonda, after honourably conveying the Government treasures to Faizabad, joined the rebellion, and carried his support to the Begun of Audh at Lucknow. On the other hand, the Raja of Balarampur never swerved from his fidelity received and protected Sir Charles Wingfield, the Commissioner, together with other British Officers, in his fort, and afterwards sent them to Gorkhpur under a strong Escort."—Davenport Adams.

† তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীও দুই একজন 'ছলেন বলিয়া গোঁড়ার প্রসিদ্ধ অধিবাসীর নিকট শুনা গিয়াছে।

যত্নে সভার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে এবং পুস্তকাগারে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। সতীশবাবুর মেসোমহাশয় বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১ অব্দে গোরক্ষপুর হইতে আসিয়া গোঁড়া-প্রবাসী হন। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ এঁড়িয়াদহ তাঁহার আদি বাসস্থান। শুনিলাম একদা কলহ করিয়া তিনি গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া যামালপুরে উপস্থিত হন। তাঁহার পরিচিত অনেকেই তখন যামালপুরে ছিলেন। যামালপুরে থাকিয়া তিনি আইন অধ্যয়ন করিতে থাকেন এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বারাণসীতে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু কাশীতে তাঁহার ব্যবসায়ের সুবিধা না দেখিয়া তথা হইতে অযোধ্যা গমন করেন। এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া বিষম ভাবনায় পড়িলেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া অস্থির চিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া কালীপ্রসন্ন বাবু মনের উদ্বেগে একদা সরযুর তীরে একাকী উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় ভাগ্যবিপর্য্যয় এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হন। সেই দিন তিনি আন্তরিক ব্যাকুলতা ও একাগ্রতার ফলে ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্য এবং সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া গোঁড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি নবীন উদ্যম ও সমূহ অধ্যবসায় সহকারে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে তাঁহার ব্যবসায়ের প্রসার যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সদ্বিবেচনা ও অমায়িক ব্যবহারে খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও দিন দিন বিস্তার লাভ করিল। গুণের আদর এবং যোগ্যতার পুরস্কার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। মিউনিসিপাল ইলেকশ্যনের সময় গোঁড়ায় হিন্দু মুসলমান সকলে এই প্রবাসী বাঙ্গালী কালীবাবুকেই কমিশনর মনোনীত করিয়াছিলেন। কালীবাবু সর্ব্বসম্মতিক্রমে আঞ্জুমানে সেক্রেটরীর পদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার আগমনের ১৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭৮ অব্দে বাবু কালীপ্রসন্ন শর্ম্মা ডেপুটী কমিশনার অপিসের হেডক্লার্কের কর্ম্ম লইয়া গোঁড়াপ্রবাসী হন। তিনি দশবৎসর এখানে প্রবাসবাস করিয়া ১৮৮৮ অব্দে অন্যত্র গমন করেন। তাঁহারও বহুপূর্ব্বে বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ পাল কমিসেরিয়েট বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নানা স্থানে প্রবাস-

বাসের পর ১৮৬৯ অব্দে গোঁড়ায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্রগণ বেরেলী, পিলিভীত প্রভৃতিস্থানে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেছেন। তাঁহারও আদিবাস এঁড়িয়াদহ। তিনি ৩৬ বৎসর গোঁড়া-প্রবাসে থাকিয়া ১৯০৫ অব্দে দেশে ফিরিয়া যান। বাবু অটলবিহারী সরকার আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া গোঁড়ায় স্থায়ী হইয়াছেন। অটলবাবু এখানে (জেনারেল মার্চ্যাণ্ট এবং কনট্র্যাক্টর) বিবিধ ব্যবসা ও ঠিকাদারের কাজ করেন। তিনিও অল্পদিনের প্রবাসী নহেন। গোঁড়ায় বিবিধ কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে স্থানীয় আদালতেই বাঙ্গালীর প্রাদুর্ভাব অধিক লক্ষিত হয়। প্রবাসীদিগের মধ্যে এখানে উকীলের সংখ্যাই অধিক। গোঁড়ার সরকারী উকীল টাকীনিবাসী বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায়। তাঁহার পুত্র জিতেন্দ্র বাবুও এখানে ওকালতী করিতেছেন। এখানে তিন ঘর বাঙ্গালী মুসলমানও আছেন। ফরিদপুরনিবাসী বাবু মহম্মদ ইসরাইল এবং বর্দ্ধমাননিবাসী বাবু মহম্মদ হোসেন এখানে ওকালতী করিয়া থাকেন। নৈহাটীনিবাসী মৌলবী আজিন-উল্-হক্ সাহেব গোঁড়ার সবজজ। ইনি গোরক্ষপুরেও ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দেন এবং বাঙ্গালা ভাষাতেই কথোপকথন করিয়া থাকেন। বাবু মহম্মদ হোসেনের সহিত আমাদের আলাপ হয় এবং তাঁহার সহিত বাঙ্গালী মুসলমান প্রবাসের প্রসঙ্গ করিতে করিতে বহ্রাইচ (Bahraich) যাত্রা করি।

১৮৬৯ অব্দে বহ্রাইচের সেন্সস্ গণনায় ৫ জন মাত্র বাঙ্গালীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। বাবু কালিদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। সিপাহী বিদ্রোহের বহু পূর্ব্বে তাঁহার পিতা কাশীবাসী হন। তাঁহার আদিবাস শান্তিপুর, ফুলিয়া। কালীবাবু বারাণসী কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্যাল্যান্টাইনের সিনিয়র (senior) পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি গবর্মেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া বহ্রাইচ আসেন এবং প্রায় ১৮৮০-৮১ অব্দের মধ্যে পেন্সন লইয়া এখানেই গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী হন। আজ ৯ বৎসর হইল তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী ও ভ্রাতুষ্পুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বেথিয়া সামন্তরাজ্যে অবস্থান করিতেছেন। আশুবাবু বেথিয়ার রাজপুরোহিত এবং রাজদেবালয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক। এক্ষণে তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা। তাঁহার পিতা প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বেথিয়া-রাজের সভাপণ্ডিত

ছিলেন। তাঁহারা বহ্রাইচ ত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ এখনো সেখানে বাস করিতেছেন। লক্ষ্ণৌস্থ কুইন্স্ এংগ্লো-সংস্কৃত স্কুল এবং তালুকদার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক ও লক্ষ্ণৌয়ের পুরাতন প্রবাসী স্বর্গীয় আশুতোষ হাজরা, এম্ এ, মহাশয় গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া বহুদিন বহ্রাইচ প্রবাসে ছিলেন। গোরক্ষপুরের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কলেক্টর স্বর্গীয় ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুকাল বহ্রাইচে ছিলেন এবং স্থানীয় জেলখানারও ভার প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্পষ্টবাদিতা এবং তেজস্বিতা, কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৬০ অব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ অব্দে রেভেনিউ বোর্ডের কেরাণী-গিরি হইতে কর্ম্মকুশলতা ও প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ তিনি ডেপুটী কলেক্টরের পদে উন্নীত হন। তিনি এ প্রদেশে একমাত্র বাঙ্গালী ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হইবে কি না সন্দেহ।

বহ্রাইচের অন্তর্গত "নানপারা" নামে একটি সুবৃহৎ তালুক আছে। লক্ষ্ণৌয়ের পুরাতন প্রসিদ্ধ প্রবাসী স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষালের পুত্র বাবু বিনোদচন্দ্র ঘোষাল নানপারার বর্ত্তমান রাজার পিতা রাজা জঙ্গ্ বাহাদুর খাঁর আমলে রাজবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া তথায় গমন করেন। তিনি পরে রাজাবাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটরী এবং মিউনিসিপাল সেক্রেটরীর পদ প্রাপ্ত হন। এখানকার অবসরপ্রাপ্ত "এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন" নীলমণি চৌধুরী মহাশয় রাজা জঙ্গ্ বাহাদুরের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ একখানি সুন্দর অট্টালিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভীঙ্গা বহ্রাইচের অন্তর্গত আর একটী তালুক। ভীঙ্গার রাজষ্টেটেও বহুবর্ষ হইতে বাঙ্গালী প্রবেশ করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ প্রবাসী ৺আনন্দ লাল রায় কিছু কাল ভীঙ্গার রাজার প্রাইভেট সেক্রেটরী ছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে ভীঙ্গার রাজা এই প্রবাসী বাঙ্গালী আনন্দ রায়ের শিষ্য ছিলেন। এই রাজ্যের ম্যানেজার বা প্রবীন তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু বিএ,। তাঁহার দপ্তরের বড় বাবু শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস ঘোষ। ভীঙ্গার হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ নিয়োগী, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন। ইঁহারা স্থানীয় মিউনিসিপাল বোর্ডেরও সদস্য।

গোঁডা, বহ্রাইচ, প্রতাপগড় ও লক্ষ্ণৌয়ের সীমান্তর্গত সুবিস্তীর্ণ বলরামপুর জমি-দারী "বলরামপুর তালুক" নামে অভিহিত। ইহার ভূতপূর্ব্ব মহারাজ দিগ্বিজয়

সিংহ হইতে এই তালুকের পরিসর বৃদ্ধি হয়। * ইহার বিস্তার ১২৬৪ বা বর্গমাইল, আয় ২২ লক্ষ টাকার কিছু অধিক। অযোধ্যার তালুক গুলির মধ্যে বলরামপুর তালুকই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

১৩৭৪ খৃঃ অব্দে বাদসাহ ফিরোজসাহ তোঘলক বহ্রাইচের দুর্দ্দান্ত দস্যুদমনের জন্য প্রেরণ করিলে "বরিয়ার সা" নামক জনৈক রাজপুত ইকোনা নামক স্থানে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। ইহাঁর অধস্তন ৭ম পুরুষ মাধোসিং গৃহবিবাদে পৈত্রিক বিষয় ছাড়িয়া ১৫৬৬ অব্দে রাপ্তী ও কোয়ানা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড অধিকার করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার পুত্র বলরাম দাস বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে বলরামপুর নগরের স্থাপনা করেন এবং পৈত্রিক জমিদারী বৃদ্ধি করেন। এই নব প্রতিষ্ঠিত নগরীর নামে সমগ্র তালুকটী অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ১৭৭৭ অব্দে এই বংশে নবল সিং প্রথম রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি একজন সমরকুশল বীর বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল এবং তিনি অযোধ্যার নবাবেরও বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার পৌত্র রাজা দ্বিগ্বিজয় সিং ১৮ বৎসর বয়সে ১৮৩৬ অব্দে তালুকের অধিকার প্রাপ্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি বহু ইংরেজ রাজপুরুষকে স্বীয় দুর্গের মধ্যে আশ্রয় দিয়া এবং তাঁহাদিগকে গোরক্ষপুরে নিরাপদে পাঠাইয়া দিয়া, এমন কি, বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাহার পুরস্কার স্বরূপ তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গোঁড়া ও বহ্রাইচের অন্তর্গত বিস্তীর্ণ জায়গীর প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। * গবর্ণমেণ্ট পরে তাঁহাকে মহারাজ বাহাদুর ও কে, সি, এস, আই, উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে মহারাণী তালুকের উত্তরাধিকারিণী হন। তাঁহার দত্তক পুত্র মহারাজ

* "When the Mutiny broke out, * * * the Raja of Balarampur never swerved from his fidelity; received and protected Sir Charles Wingfield, the Commissioner, together with other British Officers, in his fort, and afterwards sent them to Gorakhpur under a strong Escort. * * * after the relief of Lucknow * * * * Most of the rebel talukdars o great landowners accepted the amnesty prudently proclaimed by Lord Canning; but neither the Raja of Gonda nor the Rani of Tulsipur would accept its terms, and their territories were therefore confiscated and bestowed as rewards on the late Maharajas Sir Dig Bijai Singh of Balarampur and Sir Man Singh of Shahganj."—Davenport Adams.

ভগবতীপ্রসাদ বাহাদুর, কে, সি, আই, ই, বলরামপুরের বর্ত্তমান তালুকদার। মহারাজা দ্বিগ্বিজয় সিংহের সময়ই এখানে বাঙ্গালী প্রবাসের সূত্রপাত। সে আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর কথা। ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর-মজিলপুর-নিবাসী বাবু গোপালকৃষ্ণ বসু সামরিক পূর্ত্তবিভাগে কর্ম্ম লইয়া আসিয়া এলাহাবাদে প্রবাসী হন। এলাহাবাদ কীডগঞ্জে তাঁহার বাস ছিল। তিনি পরে এলাহাবাদ হইতে বদলি হইয়া লক্ষ্ণৌ আগমন করেন।

এখানে লক্ষ্ণৌপ্রবাসী রামগোপাল সিদ্ধান্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। রামগোপাল বাবু এখানকার একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মহারাজ দ্বিগ্বিজয় সিংহের সহিত গোপালকৃষ্ণ বসুর পরিচয় করিয়া দেন। গোপাল বাবু পূর্ত্তবিভাগের কার্য্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শীঘ্রই সরকারি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পূর্ত্তবিভাগীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ১৮৭৮ অব্দে বলরামপুরে প্রাসাদ-নির্ম্মাণ-কার্য্য-সূত্রে মহারাজা কর্ত্তৃক আহুত হইয়া গোপালকৃষ্ণ বাবু বলরামপুর গমন করেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের পূর্ত্তবিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। ৩৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন হইয়াছিল। তিনি বলরামপুরের রাজপ্রাসাদ হইতে নগর পল্লী প্রভৃতি সুসজ্জিত নগরের স্বাস্থ্যোন্নতির সুব্যবস্থা করিতে এবং পথ, ঘাট, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বত্র গমনাগমনের সুবিধা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলরামপুরের "গেষ্ট হাউস" (Guest House.) বা অতিথিভবন "মিসেস্ এন্‌সন হাসপাতাল", "ষ্ট্যাচু হল" (Statue Hall) "ম্যাকডলেন অর্ফানেজ", "লায়াল কলিজিয়েট স্কুল" (দুই মাইল বিস্তীর্ণ), "আনন্দবাগ", "সুন্দরবাগ", "নূতন প্রাসাদ" প্রভৃতি তাঁহারই কীর্ত্তি। সুন্দর সুন্দর রাজপথ, নর্দ্দমা, এবং মিউনিসি-প্যালিটীর উন্নতি বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে। বলরামপুরের নূতন প্রাসাদ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রাসাদ ও গেষ্ট্ হাউস বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা শোভিত করা হইয়াছে। বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য জয়পুর সহরের নক্সা করিয়া দিয়া এবং তদনুসারে সুসজ্জিত করিয়া তাহাকে রাজপুতনার গৌরবস্থল ও জগদ্‌বাসীর দর্শনীয় স্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবাসী-বাঙ্গালী গোপালকৃষ্ণ বসু তদ্রূপ বলরামপুর নগরকে সৌধমালা, রাজোদ্যান, পথ, সেতু, পাঠগৃহ প্রভৃতিতে

সুসজ্জিত করিয়া অযোধ্যায় প্রবাসী বাঙ্গালীর চিরস্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল কার্য্যে দক্ষতা দর্শনে এবং অন্যান্য রাজকীয় ও জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার সহায়তা দানের জন্য গত দিল্লীর দরবারে তিনি তিনখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন এবং তৎকালীন শাসন-বিবরণীতে প্রশংসিত হন। প্রাদেশিক লাটসাহেব সার এণ্টনি ম্যাকডনেল বাহাদুর তাঁহাকে সুনজরে দেখিতেন এবং মহারাজ বাহাদুর শাসন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পক্ষান্তরে তিনি বলরামপুর রাজ্যে সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বমান্য ছিলেন। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যও তাঁহাকে করিতে হইত। তিনি ৩৩ বৎসর বলরামপুর প্রবাসবাসের পর ১৯০৩ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র, যিনি উপস্থিত মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটরী, এখানে স্বীয় মাতুলের স্মৃতি রক্ষার্থ একটী স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উহা মন্দিরের আকারেই নির্ম্মিত এবং ৩৩ ফুট উচ্চ। একটি সুবিস্তীর্ণ মনোরম উদ্যানের মধ্যস্থলে মন্দিরটী বিরাজিত এবং ইহার গাত্রে খোদিত আছে—

"In memory of
Gopal Krishna Bose,
Raj Engineer.
Born 26—11—1844
Died 20—11—1903".

গোপালকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পর শ্রীযুক্ত মণিমোহন বসু মহাশয় বলরামপুরে আগমন করেন। ইনি লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোঁডার ডেপুটী কমিশনরের দপ্তরে কর্ম্ম করিতেন। সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরে এজেন্ট আফিসের হেডক্লার্ক হইয়া বলরামপুর আসেন। ইনি স্বীয় কর্ম্মদক্ষতার প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই উচ্চ এবং সম্মানিত পদ সকল লাভ করেন। এখানে ইনি পরে পরে মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটরি, ষ্টেটের সহকারী ম্যানেজার, বর্ত্তমান মহারাজের খাস কর্ম্মচারী (Personal Assistant) ও খাজাঞ্চি (Treasury Officer) হন এবং মাসিক তিন শত টাকা বৃত্তি পাইতে থাকেন। তাঁহাকে অনররি ম্যাজিষ্ট্রেটীও করিতে হয়। বড়লাট লর্ড

কার্জ্জন তাঁহার কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করেন। বলরামপুরে ইহাঁর সুনাম ও বেশ প্রতিপত্তি আছে। ইহাঁর পর আজ প্রায় বিশ বৎসর হইল শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাবু রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় গোপালকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের স্থান অধিকার করিয়া বলরামপুরে পূর্ত্তবিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার অধীনে ওভারসিয়র পদে নিযুক্ত আছেন। বলরামপুর-প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায় এ রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধনকল্পে সহায়তা ও কার্য্যকুশলতা দ্বারা মহারাজা বাহাদুরের সন্তোষ সম্পাদন করিতে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সম্মান ও প্রীতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কালক্রমে যদি এ প্রদেশ হইতে বাঙ্গালীর প্রবাসবাস উঠিয়াও যায়, তাহা হইলেও ৺গোপালকৃষ্ণ বসুর স্মৃতিমন্দির বলরামপুরে বাঙ্গালী-প্রবাসের ইতিহাস চিরজাগরূক রাখিবে।

সুলতানপুর, বড়বাঁকী ও প্রতাপগড়, ফয়জাবাদ বিভাগের তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলা। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন প্রথম সেন্সস্ লওয়া হয় তখন সুলতানপুরে ৩৭ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন বাঙ্গালী তখন (১৮৬৯) জগদীশপুরে ছিলেন। প্রাচীন নগর কুশপুর সুলতানপুরের অন্তর্গত। তাহার ধ্বংসাবশেষ এক্ষণে বিদ্যমান রহিয়াছে। কুশপুর রামচন্দ্রের পুত্র কুশ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের ন্যায় সুলতানপুর বর্ত্তমান যুগোচিত উন্নতির জন্য বাঙ্গালীর নিকটই বিশেষ ভাবে ঋণী। বঙ্গের যে সুসন্তান এই গৌরবের অধিকারী তিনি ঐ জেলাস্কুলের স্বনামখ্যাত হেডমাষ্টার স্বর্গীয় বাবু মধুসূদন মুখোপাধ্যায় হুগলী বিধপাড়া গ্রামে ১৮৪০ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺ রাজনারায়ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রমোহন বাবু হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিবার কালে হঠাৎ কলেজ ত্যাগ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে কাশীতে গিয়া উপস্থিত হন। এবং তথা হইতে নবাব ওয়াজীদ আলী সাহের ইংরেজী শিক্ষক স্বরূপ লক্ষ্ণৌ প্রবাসী হন। এই সূত্রে তাঁহার পিতা কাশীর বাঙ্গালী টোলায় আসিয়া বাসস্থাপন করেন। এখানে মধুসূদন বাবু জয়নারায়ণ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৫৭ অব্দে সিনীয়র স্কলার্শিপ পাস ও প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুস্তক ও ১১০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার পর বৎসর কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরও কলেজের অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ও মেধা দেখিয়া আরও কিছুদিন post graduate শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই তিনি জয়নারায়ণ কলেজের সহকারী ইংরেজী অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮৬৪ অব্দে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ (Department of Public Instruction) অযোধ্যায় স্থাপিত হয় এবং ইহার ১২ টী জেলার জন্য বার জন হেডমাষ্টারের প্রয়োজন হয়। সেই সময় মধুসূদন বাবু সুলতানপুর জেলা স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত হাণ্ডফোর্ড (Mr. Handford) সাহেব অযোধ্যায় শিক্ষাবিভাগের প্রথম ডিরেক্টর (Director of Public Instruction) হইয়াছিলেন। মধুসূদন বাবু তাঁহার সময় আসিয়া সুলতানপুরে শিক্ষার সূত্রপাত করেন। তিনিই এখানে বালিকা-বিদ্যালয় প্রথম স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১২ বৎসর সুলতানপুর প্রবাসে যে সকল জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন তজ্জন্য ১৮৭৭ অব্দে দিল্লীদরবারে পুরস্কার স্বরূপ প্রশংসাপত্র (Certificate of Merit) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সুলতানপুর মিউনিসিপালিটীর স্থাপনাবধি অবসর গ্রহণের দিন পর্য্যন্ত ইহার অবৈতনিক সেক্রেটরী ও সুলতানপুর ইন্‌ষ্টিটিউট (Sultanpur Institute) সভার অনরারী সেক্রেটরী ছিলেন। এই সভার গৃহ, পুস্তকাগার প্রভৃতি তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টা প্রসূত। ১৮৯৮ অব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করিলে ডীরার রাজা স্বীয় সন্তানগণের শিক্ষার ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করেন এবং এই সূত্রে তিনি ফয়জাবাদ প্রবাসী হন। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বাবু অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, তখন ক্যানিং কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ১৯০২ অব্দে অভয়বাবু মিওর সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক হইয়া এলাহাবাদ গমন করিলে, তিনিও এলাহাবাদ প্রবাসী হন এবং এখানে ১৯০৩ অব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালীর খ্যাতি কেবল সুলতানপুরেই বদ্ধ ছিল না। তাঁহার ৪০ বৎসরের শিক্ষকতা কালে তিনি এ প্রদেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলীর গুরুস্থানীয় হইয়া সর্ব্বসাধারণের সম্মানিত ছিলেন। এখানকার ভূতপূর্ব্ব কমিশনর এফ্‌, ডব্‌লু ব্রাউন্‌রিগ্‌, মহোদয় প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা কালে বলিয়াছিলেন "বর্ত্তমানে সুলতানপুর যাহা হইয়াছে তাহা

মধুস্থদন বাবুরই স্বহস্ত গঠিত। * এ প্রদেশে তাঁহার এক কৌতুহলজনক শক্তি সম্বন্ধে এরূপ প্রচার আছে যে, মন্ত্রবলে তিনি সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সঞ্জীবিত করিতে পারিতেন। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, যেক্ষেত্রে সিবিল সার্জ্জন ও এসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন-প্রমুখ চিকিৎসকগণ অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যাহাকে মৃত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তথায় মধুস্থদন বাবু সেই সকল চিকিৎসকের সমক্ষে মন্ত্র-শক্তির পরিচয় দিয়া সর্পাহতের আরোগ্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র অধ্যাপক অভয়চরণ বাবু তাঁহার জীবনীতে এরূপ দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। †

* " * * * Who was lately a conspicuous figure in Sultanpur society, and who in the words of Mr. F. W. Brownrigg has made Sultanpur what it is to-day."

† "His wonderful power of saving people from the effects of snake-bite will ever live as a tradition among the inhabitants of Sultanpur. I know some cases in which people were saved from apparent death. One especially I remember at this moment. It was one night in the summer of 1896 that a man was brought to our gate on a charpoy, all but dead from the effects of a deadly snake bite. The Assistant Surgeon of the district, Dr. Nil Ratan Banerji, (now Civil Surgeon, Pilibhit), who happened to be in my house at that time, examined the patient, pronounced him dead, and asked my father to attempt no cure. He, however, some how by an instinct, felt assured that the man was not dead, and he proceeded with his system of cure, consisting partly of lash strokes and partly of mantras or incantations, for more than an hour, till the man regained cousciousness and was subsequently able to walk back to his home. It was like performing a miracle in an age that has ceased to believe in the supernatural; and it is no use for any one, who has not seen it with his own eyes, to say now that it was all a hoax or a pretence. On one occasion, in Lucknow, father was requested by me to treat a boy who was dying from the effects of snake bite in Kaisarbagh—a case which I had accidentally discovered during my walk, and which was at that time being treated by Col. J. Anderson and Rai Bahadur Ram Lall Chakravarti, both of whom were beginning to despair of the boy's life, when my father appeared on the scene, and in a few minutes' time successfully restored the boy to consciousness, to the amazement of Dr. Anderson :—Dr. Ram Lall, who was a friend of my father's, was not unequally surprised. He had learned this occult mode of cure from one gentleman in Benares, who bequeathed it to him on his death-bed."—"A Brief sketch of the life of the late Babu Madhu Sudan Mukerji by Abhay Charan Mukerji, M.A.

বড়বাঁকী লক্ষ্মৌ হইতে ১৭ মাইল পূর্ব্বদিকে ফয়জাবাদের পথে অবস্থিত। মিউটিনীর সময় সার্ হোপগ্রাণ্ট ইহার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ স্থানে বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়াছিলেন। বড়বাঁকীর অন্তর্গত রোদৌলী বা রুদৌলী নগর মুসলমানদিগের একটী প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। মুসলমানগণ ইহাকে "রোদৌলীসরীফ" বলিয়া থাকেন। ইহা প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকীর মহম্মদী সা'র গুরুপীঠ সুতরাং মুসলমানদিগের মহাতীর্থক্ষেত্র। এখানে পীড়িত ও বিপন্ন মুসলমান নরনারী শান্তি ও উদ্ধার কামনায় দেশবিদেশ হইতে আসিয়া মানত করিয়া যায়। প্রতি-বৎসর এখানে মহাসমারোহে মেলা বসিয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সম্রাট আলমগীর ইহার সুবিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি দেবোত্তর স্বরূপ প্রদান করেন। রুদৌলীসরীফের যিনি গদ্দীনসীন অর্থাৎ গদির উত্তরাধিকারী তাঁহার উপাধি সাহ্‌জাদা নসীন। সাহজাদা অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব কোন অংশে ন্যূন নহে। এ স্থান রুড়কীর অনতিদূরবর্ত্তী "পীরান্‌কলিয়র্" এর ন্যায় মুসলমান তীর্থযাত্রী-দিগের দ্বারা নিত্যসেবিত।

"দেবাসরীফ" নামে এই জেলায় মুসলমানদিগের আর একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্র আছে। ঐ স্থান "ওয়ারসি" সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক হাজী ওয়ারিস আলী সাহের আস্তানা। হাজী সাহেবের হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় মন্ত্রশিষ্য ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিদ্যমান। তাঁহার হিন্দুশিষ্যগণ এই সম্প্রদায়কে "প্রেমপন্থ" * নামে অভিহিত করেন। হাজী সাহেব কখন কখন হিন্দুশিষ্যকে মুসলমানের কলমা দিতেন এবং মুসলমান শিষ্যকে হিন্দুর ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে দিতেন। আলীগড়ে তাঁহার এক শিষ্যের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার নাম "আলিক্‌সা" তিনি এক্ষণে ফকীরী লইয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি গয়া জেলার জনৈক ব্রাহ্মণকুমার ছিলেন। আলীগড়ের বর্ত্তমান উকীল বাবু কান্‌হাইয়া-লাল, হাজী সাহেবের মন্ত্রশিষ্য। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত সরীফ-উদ্দীন সাহেব তাঁহার শিষ্য। ভাগলপুরের জনৈক বাঙ্গালী তাহার মন্ত্রশিষ্য, তিনি ঘড়ীর কাজ করিতেন, ওয়ারসী সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার পর তাঁহার নাম হয় "মহাদেব বক্স"।

---

* হাজী সাহেবের শিষ্য সৈয়দ আবদুল্লাদ সাহ এই সম্প্রদায়ের মত ব্যঞ্জক "প্রেমপত্রিকা" নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

এই পীঠস্থান দর্শন করিতে দেশদেশান্তর হইতে যাত্রিগণের আগমন হইয়া থাকে। আলিফসাহ ওয়ারসী বলেন দেবাসরীফ এবং রোদৌলীসরীফে বাঙ্গালী মুসলমান প্রায় তীর্থ করিতে আসেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় বড়বাঁকীতেও ইংরেজাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর আগমন হইয়াছে। অধুনা লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বাঙ্গালীগৌরব ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার রায় বাহাদুর অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বড়বাঁকীর সিবিলসার্জ্জন ছিলেন। বড়বাঁকী সহরে ও নবাবগঞ্জে কয়েকজন পুরাতন বাঙ্গালী স্থায়িভাবে বাস করিতেছেন। লক্ষ্ণৌ, ফয়জাবাদ, খেরী প্রমুখ দুই একটী স্থান ব্যতীত বোধ হয় অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে এখানেই বাঙ্গালীর প্রবাসবাসের প্রাচীন নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে।

বড়বাঁকীর "ম্যাকডনেল বয়নশিল্পবিদ্যালয়" হইতে কিছু দূরে হিন্দুর একটী তীর্থক্ষেত্র আছে। এই স্থানের নাম নাগেশ্বর। বটেশ্বর যেমন আগ্রার অন্তর্গত একটি অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থ, নাগেশ্বর অবশ্য তাহা নহে। কিন্তু এখানের শিবলিঙ্গ, শুনা যায় বহু পুরাতন এবং স্থানীয় পূজারী বলেন অনাদিকালের। প্রাকৃতিক দৃশ্যে স্থানটী অতি রমণীয় এবং একটী সুন্দর কৃত্রিম সরোবরে শোভিত। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই স্থানের নাগেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে নাগেশ্বর-শিব বৃক্ষতলে অনাবৃত স্থানে থাকিয়া ভক্তগণের প্রদত্ত পুষ্পবিল্বদল পাইয়া আসিতেছিলেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই স্থানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হওয়ায় তিনি মহাসমারোহে (১৮৭৩ অব্দে) নবনির্ম্মিত পাষাণমন্দিরে স্থান প্রাপ্ত হন। মন্দিরটী বাঙ্গালীর কীর্ত্তি। তন্ত্রসাধক প্রবাসী ঐ মন্দিরে স্বীয় আরাধ্যাদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বতন্ত্র একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে এতদঞ্চলবাসীদিগের পরমারাধ্য মহাবীরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এক্ষণে নাগেশ্বরে বাঙ্গালীর প্রভাব লোপ পাইয়াছে। প্রতিষ্ঠাতা পূর্ব্বে রেলবিভাগে কর্ম্ম করিতেন, কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া এইস্থানে অতিবাহিত করেন। ইহা তাঁহার সাধনাশ্রম। তিনি স্বয়ং পূজারীর কার্য্য করিতেন। এক্ষণে তাঁহার হিন্দুস্থানী শিষ্যানুশিষ্যগণ দেবালয় ও তৎসংক্রান্ত অট্টালিকা ও ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। প্রতিবৎসর এখানে মেলা বসিয়া থাকে। উৎসবস্থলে বহু লোকের সমাগম হয়। প্রবাসী বাঙ্গালীও সে উৎসবে যোগ দান করেন, কিন্তু এই দেবস্থানের মাহাত্ম্য যে তাঁহাদেরই কোন স্বজাতীয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা জানিয়া অবশ্যই পরম

আনন্দ লাভ করেন। প্রতিষ্ঠাতার আদি বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আলীপুর গ্রাম। নাগেশ্বর-মন্দির-গাত্রস্থ শিলাপট্টে বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে ;—"সেবক শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত ভট্টাচার্য্য ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যাত্মজ বাটী আলীপুর জেলা বর্দ্ধমান থানা মেমারি পরগণে ছুটীপুর অত্রস্থানে খরচ নাগেশ্বর মন্দিরে মার প্রতিষ্ঠা ৪৬৭৯৷৷/০ মহাবীর ও বাটী ৫৩৩৫৷৷৶০ উপার্জ্জন রেলে। তারিখ ১৫ আষাঢ় সন ১৮৭৩"। এই কথাই পরে উর্দ্দুতে লিখিত আছে। ১৮৬৯ অব্দে এখানকার প্রথম সেন্সস্ গণনানুসারে বড়বাঁকীতে ৭ জন মাত্র বাঙ্গালী ছিলেন। নাগেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠাতা বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে একজন।

প্রতাপগড় আউধরোহিলখণ্ড রেলপথের সংযোগস্থল। এখানকার আফিস আদালত, বিদ্যালয় প্রভৃতিতে প্রবাসী বাঙ্গালী কর্ম্মচারী, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক ব্যতীত কয়েকজন পুরাতন ঔপনিবেশিকও আছেন। পূর্ব্বে এস্থান ভয়ানক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল; বাঙ্গালিগণ সুতরাং এখানে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে বদলি হইয়া আসিলেও অল্পদিনেই স্থানান্তরে যাইবার চেষ্টা করিতেন। এমনই সময় এখানে প্রতাপগড়ের ভূতপূর্ব্ব সবজজ স্বর্গীয় ভূপতিচরণ ঘোষাল মহাশয় আদালতের অনুবাদক হইয়া আসেন। উহা ১৮৫৯ অব্দের কথা। ইতিপূর্ব্বে তিনি ফয়জাবাদ পূর্ত্তবিভাগীয় অফিসে (Executive Engineer's Office) কর্ম্ম করিতে-ছিলেন। তিনি ১৮৩৬ অব্দে আগ্রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺রাজনারায়ণ ঘোষাল তথায় কমিসেরিয়েটে কর্ম্ম করিতেন। রাজনারায়ণ বাবুর প্রপিতামহ ৺রামহরি ঘোষাল ভূকৈলাস রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ গোলোকচন্দ্রের নিকট জ্ঞাতি ছিলেন। রামহরির ৭ খানি নৌকা ছিল। তিনি লবণের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতা জানবাজারে বিস্তর ভূসম্পত্তি ছিল। কিন্তু তাঁহার পৌত্র অর্থাৎ ভূপতিবাবুর পিতামহ সে সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। পরে জানবাজারের এই ঘোষাল বংশ দরিদ্র হইয়া পড়েন। তিনি ৯ বৎসর বয়সে আগ্রা কলেজে ভর্ত্তি হন, এবং প্রায় দশ বৎসর কাল তথায় অধ্যয়ন করিয়া সিনিয়র স্কলারশিপ (Senior Scholarship) এর শেষ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার ইংরেজীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাঁহাকে প্রথম দুই বৎসর ৮৲ টাকা ও শেষ দুইবৎসর ২৫৲ টাকা হিসাবে, চারি বৎসর বৃত্তি দিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় ভূপতিচরণ ঘোষাল
(পৃষ্ঠা ৩৯২)

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন
(পৃষ্ঠা ৩৭৬)

১৮৫৯ অব্দে কলেজ ছাড়িবার সময় তাঁহারা তাঁহাকে একটী স্বর্ণপদক দান করিয়াছিলেন। পদকটীর এক পৃষ্ঠে তাজমহলের চিত্র ও ভূপতিবাবুর নাম খোদিত এবং অন্য পৃষ্ঠে ইংরেজী অক্ষরে "Knowledge is Power," সংস্কৃত অক্ষরে "বিদ্যাশক্তিরস্তি" এবং ফারসী অক্ষরে "ইল্‌ম্‌কোহ্" লিখিত ছিল। ঐ বৎসর হইতেই তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ। প্রতাপগড়ে বাসস্থানের অভাবহেতু তিনি অন্যত্র বদলি হইবার জন্য আবেদন করিলে এখানকার ডেপুটী কমিশনর হগ্ সাহেব তাঁহার বেতনবৃদ্ধি করিয়া দেন এবং প্রতাপগড়ের রাজা অজিতসিংহকে বলিয়া "বেলা" নামক নগরে দেড় বিঘা মৌরসা জমী প্রদান করেন। ঐ জমীতে ভূপতিবাবু বাস করিতে থাকেন। দশ বৎসর পরে তিনি রায়বেরেলী, ফয়জাবাদ ও লক্ষ্ণৌএ বদলি হইবার পর ১৮৭৯ অব্দে বহ্রাইচের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পর বৎসর নানপারার ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্ ও মুনসেফ হন। এখান হইতে হরদোই, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে মুনসেফী করিবার পর ১৮৮৬ অব্দে সবজজ্ হইয়া পুনরায় প্রতাপগড় আগমন করেন। সর্ব্বত্রই তিনি সুনামের সহিত কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট ভূরি ভূরি প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেও প্রতাপগড়েই তিনি বিচার কার্য্যে ন্যায়নিষ্ঠা, ও নির্ভীক নিরপেক্ষতা দেখাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী হন। এস্থান হইতে দুই বৎসরের জন্য বহ্রাইচে বদলি হন। তথায় বিখ্যাত সৈয়দ আলারের মোকদ্দমায় অকাট্য যুক্তি সম্বলিত রায় প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি সেক্রেটরী অব ষ্টেটের প্রতিকূলে স্থানীয় মতওয়াল্লীদিগকে লক্ষ টাকার ডিক্রী দেন। এই মকদ্দমায় তাঁহার যশ সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশে বিস্তার লাভ করে। ইহার পর তিনি পুনরায় প্রতাপগড়ে আগমন করেন এবং ১৮৯৪ অব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় নিজভবনে ১৮ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ১৯১২ অব্দের ২৬শে জুন ৭৬ বৎসর বয়সে তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত কানাইলাল তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই সংসার ত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম স্বামী কৃষ্ণানন্দ। মধ্যম পুত্র বাবু নন্দলাল ঘোষাল ব্রহ্মদেশে ওকালতী করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামলাল বাবু কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে কর্ম্ম করিতেছেন।

পঞ্জাব।

পঞ্জাব ভারতের সর্ব্বোত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের পাদমূলে স্থিত প্রদেশ। শতদ্রু (Sutlej) বিপাশা (Beas) ইরাবতী (Ravi) চন্দ্রভাগা (Chenab) এবং বিতস্তা (Jhelam) এই পঞ্চনদী এখানে প্রবাহিত বলিয়াই ইহার নাম পাঞ্জাব বা পঞ্চনদ প্রদেশ। দেরাজাত, হাজারা, প্রভৃতি যেসকল স্থান এক্ষণে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ নামে অভিহিত, তাহাও পূর্ব্বে পঞ্জাবের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ইরাবতী তীরস্থ লাহোর এই প্রদেশের রাজধানী। উত্তরে অমৃতসর ও রাবলপিণ্ডি, পূর্ব্বে দিল্লী, অম্বালা ও জলন্ধর, দক্ষিণে হিসার ও মূলতান, পশ্চিমে পেশাবর ও দেরাজাত এবং মধ্যস্থলে লাহোর বিভাগ অবস্থিত। ইহার পশ্চিম সীমায় টীরা, ওয়াজীরীস্থান, বেলুচিস্থান (পৌরাণিক কুরুজাঙ্গাল) এজেন্সি প্রভৃতি কয়েকটী পার্ব্বত্য রাজ্য আছে। পূর্ব্বে কাশ্মীরও পঞ্জাবের অন্তর্ভূর্ক্ত ছিল। বহুদিন হইতে ইহা পঞ্জাব হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দেশীয় রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

পঞ্জাবের উত্তরপশ্চিমাংশ প্রাচীন কালে "কেকয় রাজ্য" নামে অভিহিত ছিল। ভরতজননী কৈকয়ী বা কেকয়ী কেকয়রাজের কন্যা ছিলেন। পঞ্জাবের ইতিহাস ভারতীয় আর্য্যজাতির প্রাচীনতম ইতিহাসের সহিত জড়িত। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাবের সরস্বতী নদীর উপকূলে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। অযোধ্যা যেমন সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের লীলাস্থল ছিল, পঞ্জাব তদ্রূপ চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের লীলাক্ষেত্র। হিন্দুর প্রধানতম তীর্থ—"ধর্ম্মক্ষেত্র" এই প্রদেশের অন্তর্গত। চন্দ্রবংশীয় মহারাজা কুরু এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র। এখানে লোকে কলেবর ত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই তিনি সমস্ত পঞ্চকের ভূমি কর্ষণ করেন। পরশুরাম এখানে ক্ষত্রিয়রুধিরে চতুর্দ্দিক পঞ্চহ্রদে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বে এইস্থানের নাম ছিল সমন্তপঞ্চক।

আম্বালা হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে এবং পানিপথের ৪০ মাইল উত্তরে এই ধর্ম্মক্ষেত্র বা চক্র অবস্থিত। চীনপরিব্রাজক হুএনথ-সাঙ লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার সময় ঐ চক্রের পরিসর ছিল ২০০ লি অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে ৫ যোজন করিয়া।

মহাভারতের নির্দ্ধারণের সহিত ইহার মিল আছে। ইহা সরস্বতীর দক্ষিণে ও দৃষদ্বতীর উত্তরে সরস্বতী, বৈতরণী, অপগা বা অঘবতী, মন্দাকিনী, মধুশ্রবা, অংশুমতী, কৌশিকী, দৃষদ্বতী ও হিরণ্যবতী, এই নব নদী প্লাবিত ক্ষেত্র। গীতার অমৃত বাণী এই ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল। এ স্থানের সহিত বাঙ্গালীর অতি পূর্ব্বকাল হইতেই সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কুরুবংশ-চরিত্র ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করিয়াই পঞ্চম বেদস্বরূপ মহাভারত রচিত। এই মহাভারত বঙ্গে যেরূপ আদৃত ও প্রচারিত, ভারতের আর কোথাও তদ্রূপ নহে। সমগ্র ভারতে রামায়ণ যে স্থান অধিকার করিয়াছে, মহাভারত বঙ্গে সেইস্থান অধিকার করিয়া আছে। কুরু রাজগণের সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্টতাই তাহার কারণ। মহাভারতের কাল নির্ণয়ে বহু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্বিক স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন খৃঃ পূর্ব্ব ২৪৪৮ অব্দে কাশ্মীর-রাজ প্রথম গোনার্দ্দের সময় যুধিষ্টিরের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। * মতান্তরে ১৪০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। † স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন ঐ যুদ্ধ ১২৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ঘটিয়াছিল। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেবের মতে খৃষ্ট জন্মিবার বার শত বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্টির বিদ্যমান ছিলেন। সে যাহা হউক কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ যে বুদ্ধদেবের বহুপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। ঐ সময় দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন দিগ্বিজয়-কালে বাঙ্গালীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বঙ্গরাজ বহুসৈন্য লইয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দুর্য্যোধনের দল পুষ্ট করিয়াছিলেন। এই সংগ্রামে কুরুক্ষেত্র যখন ভারতশ্মশানে পরিণত হয় তখন ভারতের অন্যান্য রাজার সহিত বঙ্গাধিপতিরও দেহ এখানে ভস্মীভূত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পরে অথবা পূর্ব্বে কিরাত বা বর্ত্তমান ত্রিপুরার রাজা ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের প্রপৌত্র জন্মেজয় যখন সর্পযজ্ঞ করেন তখন সর্পবশীকরণমন্ত্রকুশল বলিয়া প্রসিদ্ধ বহু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যজ্ঞস্থলে আহূত হন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আর বঙ্গদেশে ফিরিয়া যান নাই। এই সকল বাঙ্গালীই পরে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত হন। ‡ দিল্লী, রোহিলখণ্ড, দোয়াব প্রভৃতি অঞ্চলে "গৌড়-

---

* Indo Aryans Vol. II.

† ভারত কোষ।

‡ Census of the N. W. P. 1865.

তগা" বলিয়া এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। তাঁহারা বলেন যে জন্মেজয়ের সর্পসত্রে গৌড়দেশ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন যজ্ঞ সমাধা হইলে রাজা তাঁহাদিগকে পারিতোষিকস্বরূপ রত্ন ও ভূমিদান করিতে ইচ্ছা করেন। কেহ কেহ সে দান অস্বীকার করেন এবং অনেকে গ্রহণ করেন। প্রতিগ্রাহীগণ গৌড়দেশপ্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। গৌড়দেশ অথবা গৌড়াচার ত্যাগ করাতে তাঁহারা গৌড়তগা নামে অভিহিত হন। কুরুক্ষেত্র বৈদিক যুগ হইতে যজ্ঞ ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এথানে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা, উৎকল—এই পঞ্চ গৌড় * হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করেন। এবং ক্রমে ভারতের নানাস্থানে বিস্তার লাভ করেন। সেই সকল গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে আগতগণ আপনাদিগকে "আদিগৌড়" নামে অভিহিত করেন। কুরুক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ "আদিগৌড়"। তাঁহারা বলেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়রাজ্য হইতে আগমন করিয়াছিলেন। ইহার পর বৌদ্ধযুগের আরম্ভ হইতে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ পালরাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ভারতের ও তাহার বাহিরে অন্যান্য স্থানের ন্যায় পঞ্জাবেও উপনিবেশ স্থাপন করেন। নবম শতাব্দীতে বঙ্গে পালরাজ্য স্থাপিত হয়। দেবপাল, ধর্ম্মপাল, মহীপাল প্রমুখ নরপতিগণ হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং জলন্ধর হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন। জলন্ধরের ১৬ মাইল দক্ষিণে মহীপালের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল †। মহীপাল দিল্লীতে বহুবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হন। ‡ পঞ্জাবের পন্তর্গত মণ্ডি, কুলু, কাংড়া এই তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্য শিমলা পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত। মণ্ডির নিকটেই শিবকোট আধুনিক সুকেত আর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য।

---

* "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা"—স্কন্দপুরাণ।

† পুরাকালে সূর্য্যবংশীয় মহারাজা মান্ধাতার গৌড় নামে দৌহিত্র বাঙ্গলা দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই নামে বঙ্গের নাম গৌড় হয়। "আমরা সচরাচর যে দেশকে বাঙ্গলা বলিয়া থাকি তাহার প্রকৃত নাম গৌড়"—গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব। সারস্বত ব্রাহ্মণগণ যাঁহাদের আদিপুরুষগণ সরস্বতীনদীতীরে বাস করিতেন তাঁহারাও "আদিগৌড়" বলিয়া পরিচয় দেন। এই সারস্বতগণ এক্ষণে ভারতের সকল প্রদেশেই দৃষ্ট হন। ইহাতে বোধ হয় যাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া "আদিগৌড়" আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়ের (বঙ্গের) সরস্বতীনদীতীর হইতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

‡ Archæological Survey of India Report. Vol. XIV. Punjab (Cuningham).

বল্লালবংশীয় সেন রাজগণ এই স্থানে পূর্ব্বে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১২০০ খৃষ্টাব্দে রাজভ্রাতা বাহুসেন কুলুতে গিয়া উপনিবেশ করেন। এখানে দশপুরুষ অতিবাহিত করিবার পর শেষ বংশধর কবচসেন কুলুরাজ কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার পত্নী শিবকোটে পলায়ন করেন। এবং এখানে বাণসেন নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া বাণসেন শিবকোটের রাজা হন। ইঁহার বংশধর তিন শতাব্দী পরে মণ্ডির রাজ্য * স্থাপন করেন। রাজধানী মণ্ডি বিপাশা নদীর তীরে অবস্থিত। মণ্ডিরাজ শ্রীমন্মহারাজ বিজয়সেন দেববাহাদুর বলেন যে তাঁহাদের বংশ গৌড়ের সেনরাজগণ হইতে সমুৎপন্ন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে গৌড়াধিপ বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন দিল্লীতে দশবৎসর রাজত্ব করেন এবং বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। তিনি ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গে মুসলমানের আবির্ভাব হইয়াছে। দিল্লীশ্বর বালবনের পুত্র নসীরউদ্দীন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ হইতে কয়েকঘর গৌড়-কায়স্থ লইয়া গিয়া তথায় এবং এলাহাবাদ স্থবার অন্তর্গত নিজামাবাদ ভাদোইকোলি প্রভৃতি স্থানে কানুনগোর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সকল বঙ্গসন্তান আর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহারা এক্ষণে নিজামাবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রাজা শিবসিংহ মিথিলারাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। বঙ্গের আদিকবি বসন্তরায় বিদ্যাপতি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। একবার কোন কারণে দিল্লীর বাদসাহ শিবসিংহকে কারারুদ্ধ করেন। বিদ্যাপতি তাঁহার উদ্ধারার্থ দিল্লীযাত্রা করিয়াছিলেন এবং দরবারে তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়া দিল্লীশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তাহার ফলে রাজা শিবসিংহ কারামুক্ত হন এবং বিদ্যাপতি সম্রাটের নিকট হইতে বেহারের অন্তর্গত বিস্‌পী নামক একখানি বৃহৎ গ্রাম প্রাপ্ত হন। বিদ্যাপতির বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ গ্রামে বাস করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি, আই, ই, মহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষ এবং সর্ব্বাধিকারী বংশের স্থাপয়িতা বাবু সুরেশ্বর বসু † উড়িষ্যার দেওয়ান বা গবর্ণর ছিলেন।

* সেনরাজগণ—(শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত) ছ, ৮০।

† বঙ্গদর্শন ৪র্থ খণ্ড। (২) প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা।

তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় ঈশানেশ্বর সর্ব্বাধিকারী সেই সময় (১৪০৯ ?) দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদসাহের উজীর ছিলেন। * ভারতসাম্রাজ্যশাসনে তাঁহারও প্রভাব বড় সামান্য ছিল না। এই বংশীয় রাজা ভুবনমোহন, সম্রাট সাহ আলমের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহামতি আকবর দিল্লীর সম্রাট্ হন। তিনি ১৫৫৬ অব্দ হইতে ১৬০৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী দিল্লীপ্রবাসী হইয়াছিলেন। বঙ্গের বিখ্যাত পণ্ডিত পুরন্দর আচার্য্যের পুত্র মধুসূদন সরস্বতীর পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাত্মশক্তির খ্যাতি দিল্লী পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। সম্রাট্ আকবর তাঁহার গৌরববর্দ্ধনার্থ তাঁহাকে স্বীয় দরবারে আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্য যৌবনে বড়ই উদ্ধতপ্রকৃতি ছিলেন এবং সর্ব্বদাই মোগলরাজের অধিনতাপাশ ছিন্ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য তাহাতে ভীত হইয়া মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্য ও সামরিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া সাবধান হইবার জন্য প্রতাপকে দিল্লী পাঠাইয়া দেন। তাঁহার সহিত তাঁহার দুইজন বন্ধুও ছিলেন, তাঁহাদের নাম সূর্য্যকান্ত গুহ এবং প্রতাপসিংহ দত্ত। আকবরের রাজস্ব-সচিব তোড়লমল্লের সহিত তাঁহারা দিল্লী যান। এখানে কিছুদিন বাস করিবার পর যুবরাজ সেলিমের সহিত তাঁহারা পরিচিত হন। একদা একটি সমস্যার পুরণ করিয়া প্রতাপাদিত্য সম্রাট্ আকবরের অনুগ্রহভাজন হন এবং মোগল রাজদরবারে রাজনীতি শিক্ষা করিতে থাকেন। পাঁচ বৎসর সম্রাট-সভায় অতিবাহিত করিয়া ১৫৮২ অব্দে ১৯ বৎসর বয়সে রাজা উপাধি ও রাজসনন্দ লইয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু পাঁচ বৎসর মোগল রাজনীতি অধ্যয়ন করিয়া সম্রাটের সামরিক শক্তি ও ত্রুটিসমূহ বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতাপ অধিক সাহসান্বিত হইলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাই আকবর বাদসাহের সেনাপতি মানসিংহকে প্রতাপদমনের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণের মূল কারণ। পরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতাপ তাঁহার পিতৃব্য বসন্তরায়ের প্রতি কোন সময় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করেন! কচুরায় তখন প্রতাপমহিষীর কৃপায় পলায়ন

---

* ডাক্তার মেজর ওয়াল্‌স্ প্রণীত মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস। (২) বঙ্গবাসী ২৪সে ডিসেম্বর ১৯০৪।

করিয়া দিল্লীতে গিয়া উপস্থিত হন এবং পিতৃহন্তার দণ্ডবিধানের জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করেন ও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর মানসিংহের অধীনে বহু সৈন্যসহ কচুরায়কে প্রতাপদমনে প্রেরণ করেন। কচুরায়ের মন্ত্রণায় এবং কৃষ্ণনগর-রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় এবার মানসিংহ জয়লাভ করেন। কচুরায় যশোহরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন এবং ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সহিত দিল্লী আগমন করিলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে ভবানন্দ মজুমদার দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বঙ্গদেশে চতুর্দ্দশ পরগণার দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৬৯২ খৃঃ অব্দ) দিনাজপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ প্রাণনাথ রায় দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে দিল্লীদরবারে অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমীপে সন্তোষজনকরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া দোষমুক্ত হন। বাদসাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া "রাজা" উপাধি ও বহুমূল্য খেলাৎ দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করেন। দিল্লীযাত্রাকালে তিনি বৃন্দাবনে যমুনার জলে যে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, দিনাজপুরে ফিরিয়া সেই যুগলমূর্ত্তি 'রুক্মিণীকান্ত' নাম দিয়া নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার বংশধর রাজা রামনাথ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-দরবারে মহারাজ খেতাব ও বহুমূল্য খেলাত পাইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অধিকার সুরক্ষিত করিবার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ, অস্ত্রাগার রক্ষা ও সৈন্যপোষণের অনুমতি পাইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে দিনাজপুর রাজ্যের ভার লইয়াছিলেন। * ঐ বংশের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় দিল্লীর বাদসাহ দ্বিতীয় সাহ আলমের নিকট মহারাজ উপাধি ও রাজ্যপ্রাপ্তির সনন্দ লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। † প্রথম সাহ আলম বা বাহাদুর সাহের রাজত্বকালে তাঁহার পুত্র আজীম-উশ্‌শান্ সুবে বাঙ্গালার নাজীম ও দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার অধীনে জৈনুদ্দীন নামে একব্যক্তি হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। কিঙ্করসেন নামে জনৈক বাঙ্গালী জৈনুদ্দীনের পেশকার ছিলেন। তিনি এই জৈনুদ্দীনের সহিত দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। বেহারের নায়েব সুবাদার মহারাজ বাহাদুর জানকীনাথ

* "সংক্ষিপ্তো দিনাজপুর-রাজবংশঃ"—একাদশ-সর্গঃ।

† ঐ ষোড়শ-সর্গঃ।

সোমের পুত্র উড়িষ্যার সুবাদার দুর্লভরাম সোম যিনি ১৭৬৫ অব্দে মীরজাফরের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তিনি যখন লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে সম্রাট ও সুজা-উদ্দোলার সহিত সন্ধি দৃঢ় করিবার জন্য দিল্লী আগমন করেন তখন তাঁহার কার্য্যকুশলতায় প্রীত হইয়া বাদসাহ তাঁহাকে "মহারাজ মহীন্দ্র" এই উপাধি এবং বেহারের অন্তর্গত ১৮৭৫০০ টাকা আয়ের নীতপুর পরগণা জায়গীর দান করিয়াছিলেন। রাজা দুর্লভরাম কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়াও ৬ লক্ষ টাকা আয়ের আর একটি জায়গীর (রঙ্গপুর জেলায়) পাইয়াছিলেন। রাজা পিতাম্বর মিত্র ভারতের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ ছিলেন। তিনি ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর রাজত্বকালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরিসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের একজন সেনাপতি ছিলেন। * সম্রাট ইঁহাকে রাজা উপাধির সহিত দশসহস্র মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া দেন; এবং এলাহাবাদ সহরের নিকটস্থ "কড়ার" সুদৃঢ় দুর্গ ও নগর জায়গীরস্বরূপ দান করেন। কোন্ সূত্রে, তিনি বাঙ্গালী হইয়াও দিল্লীর সম্রাটের নিকট এরূপ উচ্চ এবং দায়িত্বপূর্ণ পদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমরা তাহার সন্ধান এখনও প্রাপ্ত হই নাই; তবে রাজা পিতাম্বরের পিতা এবং পিতামহ উভয়েই মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং ইহাঁর পিতা ৺অযোধ্যারাম মিত্র নবাব বহাদুরের যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবাব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দান করেন। এই কারণে বোধ হয় উদারচরিত নবাব বাহাদুর স্বীয় দেওয়ানের পুত্রের উক্ত পদপ্রাপ্তির কারণস্বরূপ হইয়াছিলেন। সম্রাট শাহ আলম ১৭৭১ অব্দ পর্য্যন্ত এলাহাবাদে অবস্থান করেন। তৎপরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যোগদান করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা পরে বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে সম্রাটকে উদ্ধার করেন। এই মহারাষ্ট্রযুদ্ধে রাজা পীতাম্বর মিত্র সম্রাটের নিকট হইতে পুরস্কারস্বরূপ বর্ত্তমান এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত কড়ানগর জায়গীর প্রাপ্ত হন। কড়া এলাহাবাদ সহর হইতে ৪৫।৪৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার উপকূলে অবস্থিত। কড়ার দুর্গ অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ। এখনও ইহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধির

* বীরভূমি, ১৩০৭, পৃঃ, ১১২।

উপর অযোধ্যার নবাবের লোলুপদৃষ্টি পতিত হওয়ায় কড়া শ্রীহীন হইয়া যায়। ইহার বার্ষিক আয় ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। কোন্ নবাবের সময় কড়া লুণ্ঠিত হয়, তাহা জানা যায় নাই। অযোধ্যার প্রাতঃস্মরণীয় নবাব আসফউদ্দৌলার সহিত রাজা পীতাম্বরের হৃদ্যতা ছিল। এমন কি কথিত আছে, রাজা তাঁহার নিকট ৯ লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। অবসর লইয়া দিল্লী ত্যাগ কালে নবাব ঐ টাকা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে গোলাম কাদির বিদ্রোহী হইয়া শাহ্ আলমকে অন্ধ করিয়া দেয়। এই সময় দিল্লীর ভগ্ন সাম্রাজ্য নিতান্তই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ইহার দুই একবৎসর পরে রাজা পীতাম্বর সামরিক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। প্রথমে কলিকাতা মেছুয়াবাজারস্থ বিখ্যাত "মিত্র পারিবারিক বাড়ী"তে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণ করায় বাটী পরিত্যাগ করিয়া সুঁড়ার বাগানে অবস্থিতি করেন। ক্রমে এখানে প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া পরিবারবর্গ লইয়া বাস স্থাপন করতঃ "সুঁড়ার রাজা" বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহার পুত্র স্বর্গীয় রাজা বৃন্দাবন মিত্র অশেষ-গুণসম্পন্ন, বিদ্যানুরাগী এবং সহৃদয় পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান দোষ অমিতব্যয়িতার ফলে পিতার অর্জ্জিত জায়গীরটি নষ্ট করিয়া ফেলেন।

১৭৬৫ অব্দে বক্সারের যুদ্ধের পর দিল্লীশ্বর শাহ্ আলম ইংরেজের নিকট পেন্সন প্রাপ্ত হন। তাহার ২৭ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯২ অব্দে দিল্লী ওরিয়েণ্টাল কলেজ (Oriental College. Delhi) স্থাপিত হয়। কলেজের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বাঙ্গালী অধ্যাপকের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ইংরেজ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ-রূপে অধিকৃত হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (N. W. Provinces, প্রাচীন মধ্যদেশ) অন্তর্ভুক্ত এবং সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে ইহা পঞ্জাব প্রদেশের শাসনকর্ত্তার অধীন করা হয়। দিল্লী সহরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ডিস্‌পেন্সরী খোলা হইলে,বাবু রাজকৃষ্ণ দে তাহার ভার প্রাপ্ত হইয়া দিল্লী আগমন করেন। তিনি ১৮৩৩ অব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৩৭ অব্দে কলেজ ত্যাগ করেন। ইহার মধ্যে তিনি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যাও শিক্ষা করিতেছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু ১৮৩৮ অব্দে মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত

কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। * রাজকৃষ্ণ-বাবুর দিল্লী আসিবার পর বৎসর ১৮৪০ অব্দে মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক এখানে কালীবাড়ী স্থাপিত হয়। সিপাহীবিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত ঐ কালীবাড়ী যমুনার উপকূলে কাগজী মহল্লায় ছিল। বিদ্রোহীরা উহা ভগ্ন ও দগ্ধ করে। এক্ষণে ঐস্থানে দিল্লীর প্রসিদ্ধ কুঠিয়াল কৃষ্ণদাস গুড়ওয়ালা সি, আই, ই মহাশয়ের সদাব্রত ও ধর্ম্মশালা অবস্থিত। বিদ্রোহের কিছুদিন পরে নীলমণি ব্রহ্মচারী নামক জনৈক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দিল্লী আগমন করেন। তাঁহারই উদ্যোগে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ঐ কালীমূর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মূর্ত্তি অষ্টধাতুনির্ম্মিত দক্ষিণা-কালীমূর্ত্তি। হাবড়ার অন্তর্গত বসন্তপুরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিগ্রহের প্রাত্যহিক পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের পর যাঁহারা দিল্লীতে প্রবাস স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে আসিয়াছিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় বাবু শিবচন্দ্র বসু এবং স্বর্গীয় বাবু কালীনারায়ণ রায় অন্যতম। দিল্লীর তৃতীয় প্রবাসী ১৮৭৮ অব্দে আগত স্বর্গীয় বাবু গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথমে রেলের কর্ম্ম লইয়া ভরতপুর প্রবাস হইতে দিল্লী আগমন করেন। তিনি এখানে কিছুকাল পরে ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কণ্ট্রাক্টারী এবং বিলাত হইতে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে ধনশালী হন। কয়েক বৎসর পরে দিল্লীর খ্যাতনামা ডাক্তার স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সেন মহাশয় এখানে আগমন করেন। তাঁহারা সকলেই এখানে বাড়ীঘর করিয়া একটী বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ দিল্লীতেই বাস করিতেছেন। ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন জয়পুর-রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী স্বনামখ্যাত ৺ সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহোদর ছিলেন। সর্ব্বসাধারণে সম্মানিত আতিথেয় হেমবাবু দিল্লী প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। হেমবাবু দিল্লীবাসী বাঙ্গালীদিগের নিকট চিকিৎসার জন্য দক্ষিণা লইতেন না। ১১ বৎসর পূর্ব্বে "প্রবাসী" পত্রিকায় দিল্লীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"পরহিতব্রত, উদারচেতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন মহাশয় প্রবাসী

* The Eastern Star of 1840, quoted at page 121, Reminiscence, and Anecdotes by R. G. Sanyal, Vol. I.

স্বর্গীয় ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন।

(পৃষ্ঠা ৪০২)

বঙ্গবাসিগণের বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য আন্তরিক সহানুভূতির সহিত কায়মনোবাক্যে যত্ন করিয়াছিলেন। পরোপকারে অর্থসাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত; * * * তাঁহারই সাধু-দৃষ্টান্তে এবং উদারপ্রস্তাবে অপর দুইজন সুযোগ্য বাঙ্গালী ডাক্তার বিনা ভিজিটে অদ্যাবধি বাঙ্গালিগণের চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন, এবং তাঁহারই যত্নে বাঙ্গালী বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার উপায়স্বরূপ একটী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া কিছু কাল চলিয়াছিল। এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যেই ডাক্তার মহাশয়ের সহৃদয় সহানুভূতি লক্ষিত হইয়া থাকে।" কয়েক বৎসর হইল হেমবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে দিল্লীর "বেঙ্গলী হাইস্কুল" গৃহে বঙ্গসাহিত্যসভার উদ্যোগে দিল্লীপ্রবাসী বাঙ্গালীদের একটী শোকসভা হইয়াছিল। স্থানীয় সেণ্টষ্টীফেন্স কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় তাহাতে সভাপতি হইয়াছিলেন এবং বহু বাঙ্গালী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা ৬০ জন মাত্র ছিল। কলিকাতা হইতে ডেপুটী কণ্ট্রোলার অফিস এখানে উঠিয়া আসায় আজ ১১ বৎসর হইল দিল্লীতে প্রায় দুইশত বাঙ্গালীর বাস হইয়াছে। এই নবাগত বাঙ্গালিগণকর্ত্তৃক বাবু যতীন্দ্রনাথ মিত্রের যত্ন ও উৎসাহে এখানে "বান্ধব সমিতি" নামে একটি মিলন স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বান্ধবসমিতিতে পুস্তকালয় ও পাঠাগার, ব্যায়াম শালা, সঙ্গীতসভা এবং নির্দ্দোষ আমোদ ও প্রীতিভোজনের একটী স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পুস্তক বিভাগ ও পাঠগোষ্ঠী পূর্ব্বোল্লিখিত "বঙ্গসাহিত্য-সভা" নামে অভিহিত।

বাঙ্গালীর উপনিবেশের প্রাচীনত্ব এবং প্রতিপত্তি হিসাবে দিল্লীর পরই পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরের উল্লেখ করিতে হয়। ১৮৪৯ অব্দে পঞ্জাব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একটী প্রদেশে পরিণত হয়। ১৮৫৩ অব্দে সার জন লরেন্স তাহার প্রথম চিফ্ কমিশনর হন, এবং বোর্ড অফ্ এডমিনিষ্ট্রেশন্ উঠিয়া যায়। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে ইংরেজী দপ্তরগুলিতে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর আবির্ভাব হইতে থাকে। ১৮৮১ অব্দের সেন্সস্ গণনানুসারে সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে ১০৪৪ জন বাঙ্গালী ছিলেন। ১৮৯১ অব্দে তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২২৬৩ এবং ১৯০১ অব্দের গণনায় ২৩৩০ হয়। পরবর্ত্তী দশবৎসরের

মধ্যে যুক্তপ্রদেশাদির ন্যায় এখানেও বাঙ্গালীর সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ১৯১১ সালে ২১১৬ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন।

লাহোর এই প্রদেশের রাজধানী হওয়ায় প্রধান প্রধান অফিস, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, চীফকোর্ট প্রভৃতি এইখানেই স্থাপিত হওয়ায় লাহোরে ছয়শতাধিক ঘর বাঙ্গালীর বাস হয়। অধুনা প্রায় একশত ঘর বাঙ্গালীর বাস হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটী বাঙ্গালাবিদ্যালয় ছিল। পণ্ডিত মহাশয় দেশে চলিয়া যাওয়ায় এবং শিক্ষক ও অর্থসাহায্য অভাবে বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। এখানে দয়ানন্দ এংগ্লো বৈদিক কলেজ সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই কলেজেই স্থানীয় অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। কলেজের প্রধান অধ্যাপক বাঙ্গালী। লাহোরে বাঙ্গালীদিগের থিয়েটার, দুর্গাপূজা প্রভৃতি হইয়া থাকে। স্থানীয় অধিবাসিগণ বাঙ্গালীদিগের সহিত সে উৎসবে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হন না। এমন কি পঞ্জাবী ভদ্রলোকগণ দুর্গাপূজার সময় শতাধিক টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দিয়া থাকেন। ৺ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী এখানেও কালীবাড়ী স্থাপন করিয়া যান। লাহোরের কালীবাড়ী বেশ প্রশস্ত। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, সি, ই, চীফ্‌কোর্টের স্বনামখ্যাত উকীল বাবু অমৃতলাল রায়, এমন কি মাননীয় জজ্‌ সার্‌ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় প্রমুখ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই কালীবাড়ীর তত্ত্বাবধানাদি করিয়া থাকেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহুদিন ধরিয়া ইহার তত্ত্বাবধানের ভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়া এবং তজ্জন্য অশেষ যত্ন প্রদর্শন করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত কালীকৃষ্ণ বাবু এবং অমৃতলাল বাবু ও আর কয়েকজন বিশিষ্ট প্রবাসী এই কালীবাড়ীতে একটী বাঙ্গালা লাইব্রেরী স্থাপন করিবার জন্য প্রত্যেকে শতাধিক টাকা কালীবাড়ী ফণ্ডে দান করিয়াছেন। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল একপ্রকার বাঙ্গালীরই হাতে গড়া। বলিতে কি পঞ্জাব প্রদেশ যাবতীয় উন্নতির জন্য বাঙ্গালীর নিকট কতদূর ঋণী * তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে।

* "Consequently such names as Ishan Chandra Singha, Guru Dass Moitra, Ishan Chandra Ghose, Mono Mohan Sirkar, Kali Charan Chatterjee,

পঞ্জাবের গুরু নানক যখন বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিতে গমন করেন, তখন কি ধর্ম্মে কি শিক্ষায় বঙ্গে স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মে তখন বঙ্গ প্লাবিত হইতেছিল। বড় বড় নৈয়ায়িক, দার্শনিক, স্মার্ত্ত এবং কবি তখন বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিতে ছিলেন। নানক যে তালবণ্ডী নগরবাসী মৌলবীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে, এবং সেই জাতিভেদের উচ্ছেদকারী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যে তাঁহার সমসাময়িক উদারমত চৈতন্য সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সংস্কারে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। গুরু নানক স্বীয়ধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রারম্ভকালেই বঙ্গদেশে গমন করিয়াছিলেন। "গৌরাঙ্গ লীলা" "শ্রীবৃন্দাবন রহস্য" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থপ্রণেতা ও "সাবিত্রী" নাম্নী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় ডাক্তার রামযাদব বাগ্‌চী মহাশয় একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন * যে গুরু নানক শ্রীমন্নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানকের সময় পঞ্জাবে চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে। সনাতন-শিষ্য পঞ্জাবী রামদাস কর্পূর বৃন্দাবনের মদনগোপালের অনুরূপ একটী মন্দির ও বিগ্রহ মূলতানে প্রতিষ্ঠিত করেন। † মূলতানে তাঁহার প্রভাবে অনেক পঞ্জাবী চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হন। ইহার পর খৃষ্টান মিশনরীদিগের প্রভাব পঞ্জাবে অনুভূত

Golak Nath Chatterjee, Datta (Peshawar), Koilash Chandra Basu, Nil Madhab Mitter, Chandra Nath Mitter—not to mention a host of others equally well-known, are or have been almost household words all over the Province. The times have changed and Punjabis themselves have risen up to occupy the places of the Bengali educational giants of a bygone age, but that it was the Bengalis who first educated the Punjabis is a fact which ought to be duly emphasised and chronicled."—"The Bengalee", 5th October, 1913.

* শ্রীপাদ শ্রীমন্নিত্যানন্দ বিষয়ে জানিতে চাহিয়াছেন ; সে সম্বন্ধে আমি যেটুকু জ্ঞাত আছি তাহা লিখিতেছি। গুরু নানক শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য, এবিষয় শ্রীগুরু নানক লিখিত তাঁহার স্বীয় জীবনীতেও আছে। আর শ্রীগ্রন্থসাহেবেও তাহার আভাস আছে। শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীকৃষ্ণদাস এবং গুরু নানক সমসাময়িক। গ্রন্থসাহেবের শেষখণ্ডে নামমাহাত্ম্য-প্রস্তাবে শ্রীনানক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর নাম অনেক করিয়াছেন এবং "আমার নামশিক্ষার গুরু শ্রীপাদ নিতাই" এই বার বার ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমি গ্রন্থসাহেব হইতে সেই Text টী দিবার চেষ্টা করিব * * *।" (বরহানপুর নিবাসী প্রেমদাস নামক জনৈক কবীরপন্থী সাধুও সুপণ্ডিত বাগ্‌চী মহাশয়ের উক্তি সমর্থন করিয়াছেন)।

† বৃন্দাবন রহস্য—রামদাস ও সনাতন—শ্রীরামযাদব বাগ্‌চী, এম্‌, ডি, প্রণীত।

হইতে থাকে। বঙ্গে রেভারেণ্ড ডাঃ ডাফ্‌ প্রভৃতির ন্যায় খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী বেগম সমরুর সাহায্যে উত্তর-পশ্চিমে এবং রেভারেণ্ড গোলোকনাথের * দ্বারা পঞ্জাবে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এই স্রোত অবশ্য রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারাই প্রধানতঃ প্রতিহত হইয়াছিল। আর প্রতিহত হইয়াছিল তন্ত্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী কৃষ্ণানন্দ কর্ত্তৃক। সনাতন গোস্বামী কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে যেমন রাজপুতানায় আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করিয়া জয়পুর, কেরৌলী, খেৎড়ী প্রভৃতির অধিবাসীদিগের মতিগতি ফিরাইয়াছিলেন, কৃষ্ণানন্দ স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে সেই কার্য্য পঞ্জাবে সাধিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময় হইতে শত শত পঞ্জাব-বাসী কালীভক্ত এবং তন্ত্রসাধক হইয়াছিল। বাঙ্গালীর কালীবাড়ী এবং কলিকাতা কালীঘাটে পঞ্জাবী উপাসকের দৃশ্য তাই বিরল নহে।

পঞ্জাব ইংরেজাধিকৃত হইবার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী এই প্রদেশ স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৮২ অব্দে ৯২ বৎসর বয়সে প্রয়াগধামে দেহত্যাগ করেন। ব্রহ্মচারী অতি তরুণ বয়সে গৃহত্যাগ করতঃ উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। পঞ্জাবে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন কালীবাড়ীগুলি দৃষ্ট হয়, যাহা দেখিয়া মহাত্মা অল্‌কট্‌ সাহেব থিয়সফিষ্ট পত্রিকায় অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, যাহা বিদেশীয় বাঙ্গালিগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল, বাঙ্গালীর সেই জাতীয় অনুষ্ঠান উক্ত ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তি। এই মহাত্মা হাবড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বিবাহ করেন নাই। ইনি ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া শেষ জীবনের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রবাসী হন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ভ্রমণের সম্পূর্ণ বিবরণ নাই; তবে স্থানে স্থানে তাঁহার স্থাপিত মঠ, দেবমন্দির, আশ্রম প্রভৃতি হইতে এবং তাঁহার সম-সাময়িক বিশিষ্ট বন্ধুগণের নিকট হইতে তাঁহার মহৎ জীবনের অনেক সত্য উদ্ধার করা যাইতে পারে। কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এজন্য শক্তি-উপাসনার প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে ইনি জীবনের অধিকাংশ কাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। ইনি কামরূপ, নেপাল, জ্বালামুখী, হিংলাজ প্রভৃতি স্থানে গিরিগুহায়, নদীতটে, কুঞ্জমধ্যে কঠোর তপস্যা করেন এবং আরাবল্লী পর্ব্বতশিখরে

* The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, and Serampore missionaries, 1864.

ও বারাণসীধামে গঙ্গাতীরে তপঃসাধনার জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় পর্য্যটন ও কঠোর সাধনার বলে বহুদর্শন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের নিকট শুনা যায়—"ব্রহ্মচারী দেবজানিত পুরুষ" ছিলেন। তাঁহার কি এক অলৌকিক শক্তি ছিল, কেমন একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব ছিল, বক্তৃতা ও যুক্তিদ্বারা লোকের চিত্ত বশীভূত করিবার কেমন এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তিনি যে সভায় কিংবা যে ব্যক্তির নিকট গমন করিয়াছেন, তথায় জয়ী হইয়াছেন, যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘাকার, কৃষ্ণবর্ণ, বিশালবক্ষ ও দৃঢ়কায় ছিলেন। তাঁহার আয়ত চক্ষুর্দ্বয় জবা-পুষ্পের ন্যায় বোধ হইত। তাঁহার গলায় রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে গৈরিক বসন, দেখিলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভৈরবমূর্ত্তি মনে হইত। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ সৌম্যমূর্ত্তির সম্মুখে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তিষ্ঠিতে পারিত না। ব্রহ্মচারী রাজপুতানা, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, মধ্যভারত, বেলুচিস্থান এবং হিমালয়ের পার্ব্বত্য-প্রদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৩২টী কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নিঃস্ব অবস্থায় নগ্ন ও ভগ্ন পদে * দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এবং ঘোরতর আন্দোলনে প্রবাসী বাঙ্গালি-গণকে উত্তেজিত করিয়া স্বজাতিবৎসলতা ও নিঃস্বার্থতার এই আদর্শ মহাপুরুষ কিরূপে নিরাশ্রয় বিদেশী বাঙ্গালীদের স্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও শরীর পুলক-কণ্টকিত হইয়া উঠে। ব্রহ্মচারী মহাশয় জীবনের অধিকাংশকাল উত্তর-পশ্চিমে কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্জাব প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রথমে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ইহাতেই বাঙ্গালীর জাতীয়-কীর্ত্তি পঞ্চনদ প্রদেশে চিরস্থায়ী হইয়াছে। ইঁহারই চরিত্রবলে বহুপূর্ব্বে বাঙ্গালীর প্রতি পঞ্জাবীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। কৃষ্ণা-নন্দের শেষ কীর্ত্তি এলাহাবাদের কালীবাড়ী।

মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ও রেভারেণ্ড গোলোকনাথের পরবর্ত্তী যে কয়জন বাঙ্গালী পঞ্চনদ প্রদেশকে স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বসু ও "পঞ্জাবী" সম্পাদক লাহোর প্রবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহা-

* কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া ঈষৎ খঞ্জ হইয়াছিলেন।

শয়ের পিতামহ অন্যতম। ইঁহাদের লাহোরে উপনিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে পঞ্জাবের অন্যান্য জেলায় বাঙ্গালীর বাস স্থাপিত হইয়াছিল। গুরুদাসপুর, পাঠানকোট এবং কাংড়া ও জলন্ধর জেলায় সেই প্রাচীন বাঙ্গালীদিগের বংশধরগণ আজিও অবস্থিতি করিতেছেন। বাবু শ্যামাচরণ বসু খুলনা জেলার অন্তর্গত টেংরা ভবানীপুর গ্রামে ১৮২৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মস্থানে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষা করিতে আসেন। এখানে ডফ্ সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। শ্যামাচরণ বাবু ইংরেজী ও বাঙ্গালা ব্যতীত সংস্কৃত ফারসী এবং আরবী ভাষাতেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ অব্দে পঞ্চনদ প্রদেশ ইংরেজের করতলগত হইলে মার্কিন পাদরি ফোরমান সাহেব কর্ত্তৃক আমেরিকান মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্তার ডফ্ সাহেব যে প্রণালীতে বঙ্গে শিক্ষা বিস্তার করিতেছিলেন, ফোরমান সাহেব সেই আদর্শে লাহোর মিশনের কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু তিনি দেশভাষা জানিতেন না, সুতরাং একজন উপযুক্ত সাহায্যকারীর অভাব তখন বেশ বোধ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু ফোরমান সাহেবের প্রধান উদ্দেশ্য খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার। বিদ্যাদান তাহার আনুসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। সুতরাং পঞ্জাবিগণ স্বীয় সন্তানদিগের শিক্ষার ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন। ইহাও তাঁহার বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় হইল। ফোরমান সাহেব অনন্যোপায় হইয়া ডফ্ সাহেবের নিকট পরামর্শ প্রার্থনা এবং একজন উপযুক্ত সাহায্যকারী পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। ডফ্ সাহেব তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্যামাচরণ বাবু ব্যতীত ঐ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র আর দেখিতে পাইলেন না। শ্যামাচরণ বাবু যদিও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, তথাপি গুরুর অনুরোধে ১৮৪৯ অব্দে ২২ বৎসর বয়সে ১৫০৲ টাকা বেতনে লাহোর যাত্রা করিলেন। ইংরেজী পারস্য ও আরবী ভাষাভিজ্ঞ শ্যামাচরণ বাবু মুসলমান-ভাষা-প্লাবিত পঞ্জাবে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারকল্পে মিশনরী ফোরমান সাহেবের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া উঠিলেন। ইঁহার আগমনের পর পাদরী সাহেব সঙ্কল্পিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহসী হইলেন। কলিকাতায় যখন মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়, তখন মহাত্মা ডেভিড হেয়ারকে কত কষ্ট, কত আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা অনেকের অবিদিত নাই। বলা বাহুল্য এই মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠা, তাহার ছাত্রসংগ্রহ, শিক্ষাদান প্রভৃতি

কার্য্যে প্রবাসী বাঙ্গালী শ্যামাচরণ বাবুকে তদপেক্ষা অল্প ক্লেশ পাইতে হয় নাই। ইনি কিম্বা ইঁহারই ন্যায় সচ্চরিত্র, সবলকায়, অধ্যবসায়ী এবং দৃঢ়ব্রত ব্যক্তি ভিন্ন এইরূপ গুরুকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত কি না সন্দেহ। যাহা হউক, ইনি এই বিদ্যালয়ে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারেন নাই। খৃষ্টধর্ম্মে ইঁহার আস্থা ছিল না। যে দুইবৎসর ইনি এখানে হেডমাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী ছাত্রও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। শ্যামাচরণ বাবু এখানে পদত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

১৮৫৫ অব্দে সার চার্লস্ উডের শিক্ষাসম্বন্ধীয় পত্র (Educational Despatch) অনুসারে যখন প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয়, তখন সাহিত্য জগতের জ্যোতিষ্ক স্বনামধন্য এডুইন আর্নল্ড ও ম্যাথিউ আর্নল্ডের সহোদর ডব্লিউ, ডি, আর্নল্ড, পঞ্জাবে শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োজিত হন। কিন্তু উপযুক্ত পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী ব্যতীত নবাগত সাহেব মহোদয় অন্ধকার দেখিলেন। আবার শ্যামাচরণ বাবুকে আবশ্যক হইল। রাজস্ববিভাগে থাকিলে অল্প দিনের মধ্যে তিনি ডেপুটি কলেক্টর * হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সাধু উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত বিভাগ ত্যাগ করিয়া আর্নল্ড সাহেবের সহযোগিতা করিবার জন্য শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিলেন। ডিরেক্টর সাহেব তাঁহাকে স্বীয় দপ্তরের বড়বাবু করিলেন এবং শীঘ্রই ইন্‌স্পেক্টর অব-স্কুল্‌স্ এর পদে তাঁহাকে উন্নীত করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাসও দিলেন। আর্নল্ড সাহেবের অকালমৃত্যু না হইলে হয়ত তিনি উক্ত পদ হইতে বঞ্চিত হইতেন না। এসম্বন্ধে আর্নল্ড সাহেব শ্যামাচরণ বাবুকে ১৮৫৮ সালের ১১ই এপ্রেল তারিখে ধর্ম্মশালা হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একস্থানে আছে—

"* * * But at present the European element in the

---

* ১৮৬২ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে ডিরেক্টর কাপ্তেন ফুলার পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীকে লিখিয়াছিলেন—— * * *

and by quitting the ordinary Civil Department. He lost the chance * * * of attaining to the grade of Extra Assistant Commissioner * * * He was highly praised by the late Mr. Arnold, my predecessor. for industry and an able, conscientious discharges of arduous and difficult duties and for his conduct during the mutiny. This was concurred in by the Financial Commissioner and the Chief Commissioner. * * *

Department is too small, and the new Inspector should be an Englishman; were a native Inspector to be appointed there is no one whom I consider better qualified for the office than yourself * * *"

১৮৬৪ সালে "লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজ" স্থাপিত হয়। ডাক্তার লাইট্‌নার তাহার প্রিন্সিপ্যাল হন। কলিকাতায় যেমন এসিয়াটিক সোসাইটি, পঞ্জাবে সেইরূপ "আঞ্জুমান-ই-পঞ্জাব" নামে একটী সভা আছে। এই সভা ডাক্তার লাইট্‌নার, বাবু শ্যামাচরণ বসু এবং বাবু নবীনচন্দ্র রায় প্রমুখ জনহিতৈষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্যামাচরণ বাবুর অধ্যবসায়ে লাহোরে "শিক্ষা-সভা" নামে স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষাপ্রচারিণী আর একটী সভা স্থাপিত হয়। শ্যামাচরণ বাবু এই সভার সম্পাদক মনোনীত হন। পঞ্জাবের ছোটলাট ইহার সভাপতি ছিলেন। এলাহাবাদ ইন্‌ষ্টিটিউট নামক সাহিত্যসভায় বাবু সারদাপ্রসাদ সান্নাল যেরূপ উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশের উচ্চশিক্ষোপযোগী কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বাবু শ্যামাচরণ বসু তদ্রূপ 'শিক্ষা-সভার' এক অধিবেশনে পঞ্জাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাধু প্রস্তাব করিলেন। বলা বাহুল্য প্রস্তাবটি তৎক্ষণাৎ গৃহীত হইল, কিন্তু শ্যামাচরণ বাবুর মৃত্যুর পর লাইট্‌নার মহোদয় কর্ত্তৃক কার্য্যে পরিণত হইল। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পঞ্জাবের বিখ্যাত ট্রিবিউন * পত্রে এই মর্ম্মে লিখিত হয়—

"The Panjab University was the creation of almost an accident. A meeting was one fine day held in the Siksha Sabha Hall somewhere about the begining of 1865 and there was some conversation about Oriental Education. Babu Shama Churn Bose * * in course of the conversation suggested the formation of an institution which should foster the cultivation of Western as well as Eastern learning. The keen foresight of Dr Leitner looked through the suggestion and he eagerly caught hold of it as capable of indefinite expansion. A scheme was shortly after drawn up, matured and the proposal of University was set afloat."

শ্যামাচরণ বাবু "Official Monitol" নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। পঞ্জাবিগণ ঐ পুস্তিকার সাহায্যে কেরাণীগিরি শিক্ষা করিতেন। শ্যামা-

* **The Tribune Lahore, Dated 5th December, 1885.**

চরণ বাবু যে সকল স্মারকলিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি ভারতবর্ষের অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৮৬৭ অব্দে ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। অমায়িক ব্যবহার এবং সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য তিনি পঞ্জাববাসিগণের নিকট যথেষ্ট আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে সকলেই শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ডাক্তার লাইট্নার ও সার্ লেপেল গ্রিফিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত পঞ্জাবের তৎকালীন খ্যাতনামা পত্রিকা ইণ্ডিয়ান পাব্লিক্ ওপিনিয়নে * শোকপ্রকাশক যে প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহাতে লিখিত আছে—

"We deeply regret to hear of the death of Babu Shama Churn Bose, one of the most enlightened and respectable members of the excellent Bengali colony which we have in our midst at Lahore. The deceased gentleman took considerable interest in all matters affecting the welfare of his adoptive country and together with other Bengalis threw himself actively into all movements which sometime ago reflected credit on this province. He was a Vedantist by persuation, a most amiable man and an accomplished English scholar. As head clerk of the Educational Department much of the credit assigned to its chief deservedly belongs to the well-known native gentleman whose loss, we are sure, is sincerely, felt in the community to which he belonged."

গোলোকনাথের খ্যাতি প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর পঞ্জাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাবু সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক হইয়া দিল্লী, অম্বালা, অমৃতসর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন এবং পরে ফিরোজপুরে আসিয়া গভর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করিয়া ১৮৬২ সালে লাহোরে বদলী হন। এই বৎসরে তাঁহার বাটীতে "লাহোর ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। সারদা বাবু তাহার আচার্য্য হন। পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি পঞ্চনদবাসীর যে ঘোর বিদ্বেষ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল, রেভারেণ্ড গোলোকনাথ হইতে তাহার উচ্ছেদ

* Indian Public Opinion, Dated 16th August. 1867.

আরম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনার পর হইতে তাহা বহু পরিমাণে অন্তর্হিত হইল। রায় মূলসিংহ দিবান রতনচাঁদ ধারিওয়াল এবং পণ্ডিত রাধাকিষণ প্রমুখ হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গ রেভারেণ্ড গোলোকনাথকে মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারে ভীত হইয়াছিলেন। এক্ষণে বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন। স্থানীয় অনেক বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সারদা বাবুর সম্পাদকতায় এবং পণ্ডিত ভানুদত্ত বসন্তরাম প্রমুখ বর্দ্ধিষ্ণু পঞ্জাবিগণের সহায়তায় বাঙ্গালী বালকদিগের জন্য বাঙ্গালা ও ইংরজী নাইট স্কুল এবং পঞ্জাবী-দিগের জন্য "সৎসভা" প্রতিষ্ঠিত হইল।

সারদাবাবু গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মোপলক্ষে পঞ্জাবের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অনেক হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন। সকলের বিবরণ প্রদান করিবার স্থান নাই। তবে তিনি এতদঞ্চলে প্রধান প্রধান কি কি কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার অভাসমাত্র প্রদত্ত হইল। সারদা বাবু কাংড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দ ওয়াজীর আলী খান ও সর্দ্দার আমীনচাঁদ বাহাদুরের সহায়তায় কাংড়ার আঞ্জুমান সভা স্থাপন করিয়াছেন। জালন্ধরে রেভারেণ্ড গোলোকনাথের সহায়তায় একটী সাধারণ পাঠাগার ও বক্তৃতাসভা স্থাপন করিয়াছেন। সীমলা-শৈলে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও কাশ্মীরের মহারাজার অর্থ সাহায্যে সনাতনধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা স্থাপন করিয়াছেন। পাটিয়ালার মহারাজা নাটোরের মহারাজা প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই সভার সভ্য হন। সারদা বাবু হাজারা জেলার এবটাবাদ পার্ব্বত্য প্রদেশে "হাজারা আঞ্জুমান" সভা স্থাপন করেন। কমিশনর বাহাদুর, ফ্রণ্টিয়ার কমাণ্ডার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ ইহার পৃষ্ঠ-পোষক হন। গক্করবাজ রাজা জাহাঁদাদ খাঁ বাহাদুর পেশাওয়ার মুসলমান সম্প্র-দায়ের নেতা আরবাস সের বাহাদুর খাঁ এবং হাজারার প্রসিদ্ধ ধনী রায় হুকুমচাঁদ সহকারী সভাপতি ও ট্রষ্টি হন। ভারতবর্ষের এই পশ্চিম-সীমান্তে একজন বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাবু চন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ও বাবু কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। এই "হাজারা আঞ্জুমান" হিন্দু মুসলমান এবং ইংরাজদিগের মধ্যে সখ্যস্থাপনের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। সারদা বাবু হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া "হাজারা আঞ্জুমান" স্থাপন কেন

করিলেন, তাহা বলিতেছি। পঞ্জাবের এই সীমান্ত-প্রদেশে মুসলমান সম্প্রদায় অতি প্রবল। এখানে অনেক কাবুলীর বাস। কাবুলের রাজ্যচ্যুত আমীর, বোথারার প্রিন্স, * অম্বের নবাব, গক্ষররাজ, হাজারার রইস্ কাজী মীরমালম, খানপুরের রাজা ফিরোজ খাঁ এবং সেখ আলি গৌহর প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণ এখানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত হিন্দুখৃষ্টানের সদ্ভাব স্থাপিত না হইলে হিন্দুধর্ম্মের † প্রচার হইবে না এবং বাঙ্গালী অথবা অন্যান্য হিন্দুর বাস নিরাপদ ও সুখের হইবে না, এই ভাবিয়া সারদা বাবু তথায় "আঞ্জুমান" প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই সকল প্রধান ব্যক্তিগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। এই সভা সীমান্ত প্রদেশের গোঁয়ার আফগান এবং অশিক্ষিত দুর্দ্দান্ত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা উন্নতি ও সদ্ভাবের বীজ রোপণ করিয়াছে। ইনি যখন ১৮৮৬ সালে এবটাবাদ হইতে লাহোর যাত্রা করেন, তখন স্থানীয় হিন্দুমুসলমান ও দেশীয় খৃষ্টান ভদ্রলোকগণ সভা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দান করেন এবং সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন—

"* * * this station advanced from many others in the Panjab and all this is the result of Babu Saheb's untiring energy * * * we may call him the founder of the Anjuman, our first instructor, kind adviser and, in the short, life and soul of all this progress."

এই সভায় সারদা বাবুর একখানি চিত্র রক্ষিত হইতেছে। ইহাঁর সম্বন্ধে একটি কথা এখনও বলা হয় নাই। ইনি সিদ্ধাবতীতে কোন সাধুর সংস্রবে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করত "সনাতন ধর্ম্ম" বা প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারে দেহমন নিয়োগ করেন। "সিমলা সনাতন ধর্ম্মসভা" তাহারই ফল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে প্রথম আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সারদা বাবু তাহার সহকারী সভাপতি হন। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মসমাজের আদর্শেই আর্য্যসমাজের কার্য্য আরম্ভ হয়। মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎই এই পরিবর্ত্তনের মূল। ‡ পরে ইনি "Indo-Aryan Independent Mission" খুলিয়া

* ইহাঁর সহিত সারদা বাবুর যে ফোটো গৃহীত হইয়াছিল, তাহা ১৩০৮ সালের আশ্বিনের সাহিত্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

† এখানে ব্রহ্মসমাজ ইতিপূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইলেও জ্ঞান সমাজ ও আর্য্যসমাজ ইহারই ফল।

‡ দয়ানন্দ চরিত—পৃঃ ৪৭, ৪৮—২য় ভাগ, ১৮৯৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

ভারতীয় পরিব্রাজকের দল গঠিত করেন। তাহার ফলস্বরূপ "অমরনাথ," "হাজারা" প্রভৃতি ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্ম আচার্য্য সারদা বাবু যেমন আর্য্যসমাজভুক্ত হইলেন, আর্য্যসমাজী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লছমন দাস তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হইলেন এবং কালীবাড়ীর কর্তৃপক্ষীয়গণের মধ্যে প্রধান বাবু নবীনচন্দ্র রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। গোলোকনাথ যেমন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে পঞ্জাবের শ্রী ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, নবীন বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পঞ্জাবী সমাজের অধিকতর উন্নতি সাধিত করিলেন। প্রকৃতপক্ষে রেভারেণ্ড গোলোকনাথ এবং নবীন বাবুর মত পঞ্জাবের হিতকারী ব্যক্তি পঞ্জাবে পদার্পণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। উভয়েই নিঃস্ব অবস্থায় আসিয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উভয়েই তরুণ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। নবীন বাবু স্বীয় ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন—"চাকরীর জন্য আমাকে অনেক স্থানে অনাথের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, আমি জীবনের অধিকাংশ কাল অতি দীনহীনের ন্যায় কাটাইয়াছি, একটি পয়সার অভাবে সমস্ত দিন অনাহারে গিয়াছে, এমন দিনও দেখিয়াছি। ভ্রমণের সময় যেখানে যেখানে মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ স্বামীর কালীবাড়ী পাইয়াছিলাম, সেইখানেই পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছি ও মনের সুখে নিদ্রা গিয়াছি। * * * আমার ন্যায় কতশত হতভাগা, কৃষ্ণানন্দের কালীবাড়ীর কৃপায় শ্রীমন্ত পুরুষ হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হয় একবার সেই মহাত্মাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া পূজা করি।" নবীন বাবু উপরোক্ত অবস্থা হইতে রাজকার্য্যে পঞ্জাবের অনররি ম্যাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস অব দি পীস্, ডেপুটী একাউণ্টাণ্ট জেনারেল, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, পরীক্ষক এবং ডেপুটি রেজিষ্ট্রার, কালীবাড়ীর পৃষ্ঠপোষক, ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, ১৮৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত লাহোর 'হিন্দুসভার' সম্পাদক ও অন্যতম নেতা, পঞ্জাবের দেশীয় সমাজের সর্ব্বে-সর্ব্বা এবং পাণ্ডিত্যে অদ্বিতীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। গোলোকনাথ যথায় শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, প্রতিমাপূজার বিরোধী ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজ এবং তাহার পক্ষপাতী সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণীসভার মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষাপ্রয়াসী সারদাবাবু যথায় হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন,—নবীন বাবু তথায় যুগান্তর আনয়ন করিলেন। ১৮৯০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে

একজন সুশিক্ষিত পঞ্জাবী একটী সাধারণ সভায় বক্তৃতার কালে বলিয়াছিলেন—"* * * when the country was involved in utter darkness, Raja Ram Mohun Roy brought light to the country.—" এই আলোক পঞ্চনদ প্রদেশকে এতদূর উদ্ভাসিত করিল যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে পঞ্জাবে পুনরায় জীবন্ত ভাব লক্ষিত হইল। ইতিপূর্ব্বে যাহারা কেবল আসুরিক শক্তি দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, ২য় শিখ যুদ্ধের পর হইতে তাহারা ক্রমে নিম্নগামী হইতেছিল, তাহাদের জাতীয় জীবনে মরিচা ধরিতেছিল। বাঙ্গালীর সংস্রবে তাহাদের সেই জড়তা বিদূরিত হইল। যে পঞ্জাবিগণ শতদ্রুপার হইলে খৃষ্টানগণকে দ্বিখণ্ডিত করিত, তথাকার অনেক যুবক বিলাতে গিয়া উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, রাজভাষা ও মাতৃভাষার উন্নতি-কল্পে তথাকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উত্থিত হইয়াছেন। তথায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছে। তথায় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে আর্য্যসমাজ, আঞ্জুমান ইসলামিয়া, দেশীয় পাঠশালা, স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইতেছে, এবং চতুর্দ্দিকেই উন্নতির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। এই সমস্তই বাঙ্গালীর পঞ্জাবপ্রবাসের ফল।

ডাক্তার আর সি বসুর কন্যা মিস্ বসু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করেন। স্বর্গীয় নবীন বাবুর কন্যা "অন্তঃপুর" সম্পাদিকা পঞ্জাবে "সুগৃহিণী" নাম্নী হিন্দী মাসিকপত্রিকা সম্পাদন করিতে থাকেন। অতঃপর ভূতপূর্ব্ব সবইঞ্জিনিয়র লালা বেণীপ্রসাদের কন্যা ডাক্তার প্রেমদেবী মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্ত্রীচিকিৎসা আরম্ভ করেন। রায় বাহাদুর কাহ্নাইয়া লাল, এম, ডি, সি, ই, মহোদয়ের পুত্রবধূ এবং এক কন্যা শ্রীমতী হরদেবী বিলাত গমন করেন। হরদেবী "ভিক্টোরিয়া জুবিলী", "বিলাত যাত্রী" প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন এবং "ভারতভগ্নী"র সম্পাদিকা হন। এই সময়ে পঞ্জাবে বিধবা বিবাহ-প্রথাও প্রচলিত হয়। এই ব্রাহ্মপ্রভাব বিস্তারের পর হইতে দিল্লীকলেজ লাহোরে উঠিয়া যায় ও পঞ্জাববিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাসভা সংস্থাপিত হয়। ডাক্তার লাইট্নার ও গভর্ণমেণ্ট কলেজের সহকারিতায় ১৮৬৫ সালে "আঞ্জুমান-ই-পঞ্জাব" সাহিত্যসভা স্থাপিত হইলে, নবীন বাবু তাহার সম্পাদক হন। নবীন বাবু এই সকল লোকহিতকর অনুষ্ঠানে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। নবীনবাবু হিন্দীসাহিত্য

পুষ্ট করিবার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তাঁহার কন্যা "সুগৃহিণী" নাম্নী হিন্দী পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। নবীন বাবু নিজেও কয়েকখানি হিন্দী পুস্তক প্রণয়ণ করেন। তিনি "নবীন চন্দ্রোদয়" নামে একখানি হিন্দী ব্যাকরণ এবং "স্থিতিতত্ত্ব আউর গতিতত্ত্ব" (Elements of statics and dynamics) এবং "জলস্থিতি জলগতি আউর বায়ুকা তত্ত্ব" (Elements of hydraulics and pneumatics") নামে দুইখানি বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। লাহোর ওরিএণ্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া তিনি বিজ্ঞান, জীবনী ও চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ দ্বারা কলেজ লাইব্রেরীর কলেবর পুষ্টি করিয়াছিলেন। নবীন বাবুর কয়েকবৎসর হইল মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু পঞ্জাবে তাঁহার নাম অমর হইয়া আছে। নবীন বাবু ও সারদাবাবু উদ্যোগী হইয়া স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে পঞ্চনদ প্রদেশে আনয়ন করেন। তাঁহারা এবং লাহোর ব্রাহ্মসমাজ স্বামীর প্রধান সহায় হন। বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত স্বামীজীর কোন কোন বিষয়ে মতভেদ না হইলে এই যে আর্য্যসমাজের শাখা প্রশাখা ভারত ব্যাপিয়াছে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত কিনা সন্দেহ। * সুতরাং বলিতে হইবে, পঞ্চনদ প্রদেশে আর্য্যসমাজের সূত্রপাতও বাঙ্গালীর চেষ্টা প্রসূত।

পঞ্জাবে যে সকল বাঙ্গালী শিক্ষাবিস্তারকল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রায় চন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর অন্যতম। তাঁহার বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় এবং পঞ্জাব চীফ্ কোর্টের মাননীয় বিচারপতি সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু নবীচন্দ্র রায়, "ট্রীটিউন" সম্পাদক বাবু শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালীর সহোযোগীতায় ১৮৮৫-৬ অব্দে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। † মিউটিনির প্রায় দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে "পাবলিক ওয়ার্ক্‌স্" বিভাগে কর্ম্ম লইয়া চন্দ্র বাবু লাহোর আসিয়াছিলেন। হুগলী বলাগড়ের নিকটবর্ত্তী চাঁদড়া গ্রাম তাঁহার আদি বাসস্থান। চাঁদড়ার বাটীতে তাঁহার বংশীয়গণ এখনও বাস করিতেছেন। চন্দ্রনাথ বাবু শীঘ্রই শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং প্রথমে সেন্‌ট্রাল মডেল স্কুলের হেড মাষ্টার ও পরে গবর্ণমেণ্ট বুক ডিপোর কিউরেটর হন।

---

* দয়ানন্দ চরিত, ২য় ভাগ, ১৮৯৮

† পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যে স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বসুই প্রথমে উত্থাপিত করেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

স্বর্গীয় রায় চন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর
(পৃষ্ঠা ৪১৬)

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার
(পৃষ্ঠা ৪১৮)

কিউরেটর পদে থাকিতে থাকিতেই তিনি পেন্সন প্রাপ্ত হন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া পেন্সন ভোগ করিতে পাইলেন না। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৮৮৬ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিলেন। ১৮৯৮ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে ৬৮ বৎসর ৬ মাস বয়ক্রমকালে চন্দ্রনাথ বাবু পরলোক গমন করেন। শিকার-পুরের নিকট এবং গুজরণওয়ালা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী আছে। গুরু নানকের মাতুলালয় ও জন্মস্থান "নানকানাসাহেব" এবং আরও তিন চারিখানি গ্রাম তাঁহার জমিদারীভুক্ত। চন্দ্রনাথবাবুর গুণের পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছেন। ১৮৯১ অব্দের সেন্সস্ অনুসারে উক্ত গ্রামে ৬০০ লোকের বাস নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথ বাবুর স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রামের "চন্দ্রনগর" নাম দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পঞ্জাবে তাঁহার ভূসম্পত্তি আছে।

চন্দ্রনাথ বাবু স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। মুসলমানপ্রধান পঞ্জাবে পর্দ্দার কিরূপ আঁটা আঁটি তাহা অনেকেই জানেন। চন্দ্রনাথ বাবু প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া পর্দ্দা প্রথা বজায় রাখিয়া স্ত্রীশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ভিক্টো-রিয়া বালিকাবিদ্যালয় প্রধানতঃ ইহাঁরই যত্নপ্রসূত। প্রধান শিক্ষয়িত্রী কুমারী মনোরমা বসু ও আরও দুই তিনটী বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। হিন্দু ও মুসলমান রমণিগণ এই বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করেন। লাটপত্নী বা লাটকন্যা তথায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পুরুষদিগের কোন সংস্রব থাকে না। এখানে উর্দ্দূ হিন্দী ও বাঙ্গলা শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক মুসলমান বালিকা বিবাহের পরও অধ্যয়ন করেন। চন্দ্রনাথ বাবু জীবনের শেষ দশ বৎসর কাল ওরিএণ্ট্যাল কলেজ কমিটির সম্পাদক এবং লাহোর কালীবাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি ট্রিবিউন পত্রে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজের অনেক সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ লাহোরে স্থায়ী প্রবাসী হইয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বাবুর জামাতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অবিনাশবাবু প্রথমে এলাহাবাদ প্রবাসী ছিলেন। তিনিই এলাহাবাদ বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী সভার প্রবর্ত্তক। যে সময় সারদাবাবু পঞ্জাবের ইতস্ততঃ

ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, অবিনাশবাবু তখন রাওলপিণ্ডিতে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এখান হইতে পরে তিনি লাহোরে বদলি হন। অবিনাশবাবু স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের এক প্রকার অস্থি মজ্জা স্বরূপ হইয়া আছেন। চরিত্রবল থাকিলে লোকে মধ্যবিত্ত অবস্থায় থাকিয়াও দেশের কতদূর উপকার করিতে পারেন এবং জনসাধারণের প্রিয় হইতে পারেন, অবিনাশ বাবু তাহা স্বীয় জীবনে দেখাইতেছেন। এতদঞ্চলে সামাজিক, নৈতিক এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় উন্নতি বিধানে অবিনাশবাবু এখনও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি কুবেরের ভাণ্ডার দিয়া অথবা উচ্চপদের ক্ষমতাবলে পঞ্জাববাসিগণকে বশীভূত করেন নাই, কিন্তু স্থানীয় হিন্দু মুসলমান ছোট বড় সকলেই তাঁহার অনুগত। শিষ্টাচার, সাধুচরিত্র, এবং নিঃস্বার্থপরোপকারিতা তাঁহাকে জনসাধারণের প্রিয় করিয়াছে। তিনি দুই শতাধিক টাকা বেতনের চাকরী করেন, কিন্তু স্বয়ং সাধারণ অবস্থায় থাকিয়া অধিকাংশ অর্থ দরিদ্রসেবা ও অন্য সদনুষ্ঠানে ব্যয় করেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় দীন দরিদ্রদিগকে ঔষধ বিতরণ, অনাথ বিধবাগণকে অর্থদান, পিতৃমাতৃ-হীন বালকবালিকাগণের ভরণপোষণের ব্যবস্থা এবং ভিক্ষুক ও অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তি-গণকে অকাতরে অন্ন বিতরণ প্রভৃতি সৎকার্য্যেই তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও আনন্দ। মধ্যপ্রদেশ হইতে মাঝে মাঝে অনেক অনাথ নরনারী পঞ্জাবে প্রবেশ করে। তিনি উদ্যোগী হইয়া আপনার অর্থ এবং সাধারণের সাহায্যে অন্নবস্ত্র দিয়া তাহাদের জীবনরক্ষা করেন। শিক্ষিত পঞ্জাবিগণের সমাজে যেরূপ কুৎসিত আচার সকল প্রচলিত ছিল, অবিনাশ বাবুর অবিরাম চেষ্টায় তাহার অনেক সংশোধন হইয়াছে। পূর্ব্বে লাহোরে কি পঞ্জাবী, কি হিন্দুস্থানী, কি বাঙ্গালী, বিবাহের সময় কালীবাড়ীতে এবং লাহোরের অন্যান্য স্থানে বারাঙ্গনার নৃত্যের আয়োজন করিতেন। বেশ্যার নৃত্যই উৎসবের প্রধান অঙ্গস্বরূপ ছিল। অবিনাশ বাবুর সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধে ও তীব্র প্রতিবাদের প্রভাবে ঐ কুপ্রথা উঠিয়া যাইতেছে। অবিনাশ বাবুর সম্পাদিত "পিউরিটি সার্ভ্যাণ্ট" পত্র পঞ্জাবে সুনীতি প্রবর্ত্তনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। তিনি "হিমালয় গেজেটের" প্রোপ্রাইটর। প্রায় কয়েক বৎসর হইল শিমলা পাহাড়ের উপত্যাকা ভূমিতে ধরমপুর নামে একটী স্থান আছে। ইহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৫০০০ ফুট উচ্চ। এখানে চির বসন্ত বিরাজিত। পাটিয়ালার মহারাজা, গোয়ালিয়রের মহারাজ, শ্রীযুক্ত মালাবারী, শ্রীযুক্ত দয়ারাম গিডুমল

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র রায়
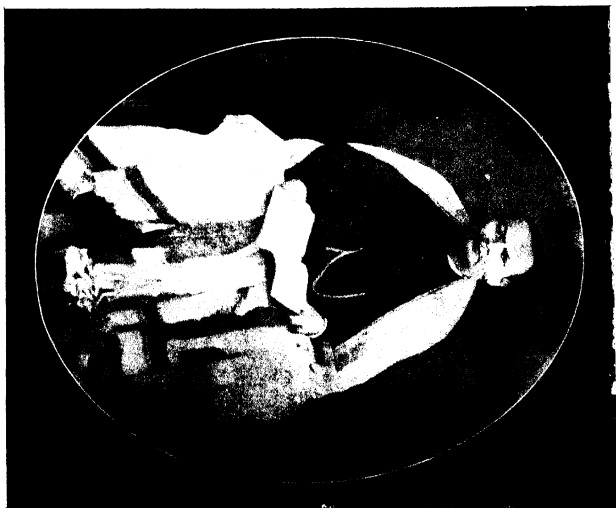
প্রমুখ প্রসিদ্ধ বদান্য ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধরমপুরে একটী স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানের যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বহু নরনারী স্বাস্থ্যলাভের জন্য এখানে আসিয়া বাস করেন। স্বাস্থ্যনিবাসের স্থাপনাবধি অবিনাশ বাবু অতিশয় যত্নসহকারে ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন।

১৮৫৭ অব্দে পঞ্জাব প্রদেশে দিল্লী, লাহোর, রাবলপিণ্ডি, রোহ্‌তক ও শিয়ালকোটে সিপাহীবিদ্রোহ হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশের ন্যায় এখানেও বাঙ্গালীরা বিলক্ষণ নির্য্যাতিত হইয়াছিল। লাহোর হইতে ছয় মাইল দূরে মিয়াঁ মীরের (Meam Meer) ছাউনী; তথায় চারি সহস্র সৈন্যের বাস। জুলাই মাসে এখানকার সিপাহীরা বিদ্রোহাচরণ করে। ইংরেজ বন্ধু ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীদিগের তখন বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। কিন্তু বড়লাটের মন্ত্রিসভার সদস্য লাহোরের মাননীয় ডাক্তার ব্রজলাল ঘোষ মহাশয়ের পিতা সেই সময় বাঙ্গালীদিগের প্রাণরক্ষার কারণস্বরূপ হইয়াছিলেন। অন্যান্য বাঙ্গালীদিগের সহিত তিনিও অবিলম্বে সিপাহীদিগের দ্বারা ধৃত হন। সিপাহীরা তাঁহাদিগকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবার জন্য কামানের সঙ্গেই বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু তিনি দণ্ড পাইবার পূর্ব্বে সিপাহীর পোষাকে আত্মগোপন করিয়া যমুনার পর পার কর্ণালস্থ ইংরেজ ছাউনীতে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার নিকট বাঙ্গালীদিগের অবস্থার কথা শুনিয়া ইংরেজ সৈন্য আসিয়া সকলকে উদ্ধার করেন। মিউটিনীর এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৮ অব্দে বাঙ্গালী খৃষ্টান স্বর্গীয় রামকান্ত দাস মহাশয় বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া পঞ্জাবপ্রবাসী হন। তিনি আমেরিকান প্রেস্‌বিটিয়ান মিশন কর্ত্তৃক পরিচালিত "রঙ্গমহাল হাইস্কুলের" প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং ৪০ বৎসর ঐ স্কুলে অধ্যপনা করিয়া ১৮১৩ অব্দে পরলোক গমন করেন। শিক্ষকতায় তাঁহার এখানে প্রসিদ্ধি ছিল এবং অধুনা যে সকল পঞ্জাবী উচ্চ উচ্চ পদে কর্ম্ম করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার ছাত্র। বলিতে কি বিগত প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর শিক্ষিত পঞ্জাব বহুলাংশে তাঁহারই হাতে গড়া। তাঁহার মৃত্যুতে লাহোরবাসীদিগের যে শোকসভা হইয়াছিল তাহার সভাপতি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র মাননীয় মিয়াঁমহম্মদ সফী প্রমুখ অনেকেই এ কথার প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান আছেন। *

* "Hon'ble Silent and steady benevolent and loving, he presided over the early boyhood of generations of Punjabi students. The fact that the

১৮৬০ অব্দে অক্টোবর মাসে লাহোরে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইলে চিকিৎসাবিভাগ কর্ত্তৃক "ভার্ণাক্যুলার ক্লাস" গুলির অধ্যক্ষ (Superintendent of the Vernacular classes) স্বরূপ ঢাকানিবাসী ডাক্তার রহীম্‌খাঁকে লাহোরে আনয়ন করেন। ঐ বৎসরের আরম্ভে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের হাউস সার্জ্জনের পদ ত্যাগ করিয়া পঞ্জাবের অন্তর্গত সাহপুরের সিভিল সার্জ্জন হইয়া আসেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আফগানিস্থান হইতে আসিয়া লক্ষ্ণৌয়ে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন; তথা হইতে তাঁহারা কানপুরে বাস স্থাপন করেন। ১৮৩৪ অব্দে ডাঃ রহীমখাঁর জন্ম হয়। ইহার অল্পকাল পরে আসামের একটি গবর্ণমেণ্ট কলেজে আরবীর অধ্যাপকের প্রয়োজন হইলে তাঁহার পিতা ঐ পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হইয়া আসামবাসী হন। ডাঃ রহীম্‌খাঁ শৈশবে পিতৃহীন হইলে তাঁহার জননী ঢাকায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। এইখানেই স্থায়ী হইয়া তিনি পুত্রকে ১৮৫৩ অব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১৮৫৮ অব্দে তিনি শেষ পরীক্ষায় ভৈষজ্যবিদ্যায় প্রথম হইয়া এবং জি, এম, সি, বি, (Graduate Medical College of Bengal) উপাধি লইয়া কলেজ হস্পিটালের চিকিৎসক (House physician) হন। লাহোরে তাঁহাকে শত শত ছাত্রকে হিন্দুস্থানী ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে হইত। তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা দর্শনে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিয়মিত পরীক্ষাগুলি না লইয়াই যথাসময়ে উত্তরোত্তর পদবৃদ্ধি করিয়া দেন। তিনি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশের একটী প্রধান অভাব দূর করিয়াছেন এবং Huxley's Physiology, Cuninghams' Sanitary Primer প্রভৃতি ইংরেজী উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সুন্দর উর্দ্দু অনুবাদ করিয়া শিক্ষিত সমাজের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে সময় তিনি উক্ত গ্রন্থ সকল প্রকাশ করেন তখন উর্দ্দু ভাষাতে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থের অস্তিত্বই ছিল না। তিনি পঞ্জাবে য়ুরোপীয়

Hon'ble Mian Mohammed Shafi was one of his pupils and that Mr. Dass counted among his wards literally thousands of the rising Punjabis now occupying the topmost positions in all departments of life in one which ought to make Bengal proud of the son of whom she possibly seldom or never heard during his long and useful life!"—The Bengale, 5 Decr. 1913.

চিকিৎসার প্রতি লোকের অনুরাগ ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করিবার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছেন এবং স্বয়ং একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পঞ্জাবের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ এবং দেশীয় রাজ্যের রাজা ও সর্দ্দারগণ তাঁহার চিকিৎসাধীন থাকিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতেন শুনা গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে খাঁ বাহাদুর উপাধি ও খিলাতাদি দিয়া সম্মানিত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "অনারারী সার্জ্জনের" দুর্লভ উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন ভারতবাসী উক্ত পদবী পান নাই। ১৮৯৬ অব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া স্বেচ্ছামত চিকিৎসা করিতে থাকেন। তাঁহার মত ব্যবসায়ের প্রসার পঞ্জাবে এপর্য্যন্ত আর কোন ডাক্তারের হয় নাই। লাহোর মেডিকেল কলেজ তাঁহার প্রতিকৃতি রক্ষা করিয়াছেন। খাঁ বাহাদুর ডাক্তার রহীম্‌খাঁ বঙ্গদেশের এবং বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের গৌরবস্থল। "পঞ্জাবী" সম্পাদক ও লাহোর প্রবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লাহোরের আর একজন বাঙ্গালী মুসলমান ডাক্তারের কথা বলিয়াছেন। তিনি বর্দ্ধমান নিবাসী গুডীভ্‌ স্কলারশিপ্‌ প্রাপ্ত ডাক্তার তমিজ খাঁ পঞ্জাব চীফকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি বাঙ্গালীগৌরব সার্‌ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর বর্ত্তমান পঞ্জাববাসী সমাজের শীর্ষস্থানীয়। তিনি এখানের সকল শুভানুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষা ও সাহিত্যসভার অনুকূল বিদ্যানুরাগী, সহৃদয় এবং সর্ব্বজন-প্রিয়। তিনি শিক্ষাবস্থাতেই স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় এবং সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস দান করিয়াছিলেন। তখনই তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা এরূপ বলবতী ছিল যে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত রাশি রাশি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ অব্দে জেনারল এসেম্‌ব্লিজ্‌ ইন্‌ষ্টিটিউশ্যন হইতে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এল, পরীক্ষা দান করেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেই বৎসরই পঞ্জাবের চীফকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। সে সময় ভূতপূর্ব্ব কাশ্মীরসচিব স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম,এ, এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের বর্ত্তমান প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী লাহোর চীফ কোর্টের উকীল-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এখানে প্রতুল বাবু অল্প দিনেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহারা তাঁহার প্রখর বুদ্ধির পরিচয়

পাইয়া এবং অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আইন-সংক্রান্ত জটিল এবং দুর্ব্বোধ্য বিষয় সকল তিনি যুক্তিকৌশলে এবং অসাধারণ তর্কশক্তি প্রভাবে নিতান্ত সহজসাধ্য সরল ও স্পষ্ট করিয়া দেন। পঞ্জাবের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ আইনসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি এপ্রদেশের অনেকগুলি দেশীয় রাজ্যের বিচারবিভাগে শৃঙ্খলা-সংস্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। প্রতুল বাবু বহুকাল হইতে কাশ্মীররাজ্যের সহিত আইন-উপদেষ্টারূপে সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৮৮৬ অব্দে তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন এবং পরে উহার ভাইস্‌চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ অব্দে উক্ত প্রদেশের চীফ্ কোর্টের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। পরলোকগত মাননীয় শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ব্যতীত ভারতের সীমান্ত প্রদেশে আর কোন ভারতবাসী এরূপ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। পঞ্জাবের প্রধান প্রধান করদরাজ্যগুলিকে প্রায়ই প্রতুল বাবুর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। বিচারকার্য্যে ইনি এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন যে চীফ্ কোর্টে কোন নূতন বিচারপতি আসিলেই তাঁহাকে প্রতুল বাবুর সহিত কিছুদিন শিক্ষানবিসী করিবার জন্য বসিতে দেওয়া হয়।

তিনি যে কেবল এ প্রদেশের সর্দ্দারগণ এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন তাহা নয়, কিন্তু বহুকাল হইতেই এই সামরিক জাতির ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকল অবস্থার এবং সকল সমাজের লোকের নিকট সমভাবে আদৃত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। দেশের যাহা মঙ্গলকর এরূপ অনুষ্ঠানে যোগ দান করিতে তিনি ভীত বা সংকুচিত নহেন। কি পণ্ডিতগণের সাহিত্যসভা, কি যুবকগণের তর্কসমিতি, বৃহৎ অথবা সামান্য এরূপ যে কোন সভা সমিতির অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। একবার লাহোর কালীবাড়ী ও সাহিত্যসভা শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বয়ং কালীবাড়ী গিয়া সভার কতিপয় অধিবেশনে নেতৃত্ব গ্রহণ করত সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। জাতীর মহাসভার সূত্রপাত-কালেই তাহাতে তিনি যোগদান করেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ এখনও এরূপ প্রবল যে বিচারপতির গুরুতর কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া ও প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। প্রতুল বাবু প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ভৈষজ্যতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। দশ বার বৎসর

সার্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর

(পৃষ্ঠা ৪২২)

হইল, ইনি বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দুইটি গভীর গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

লাহোরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান ব্যারিষ্টার এবং পরে বিলাতের ব্যারিষ্টার সার উইলিয়ম র‍্যাটিগান, কে, সি, মহোদয় প্রতুলবাবুর পরম বন্ধু এবং বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। প্রতুলবাবু এক্ষণে জজিয়তি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিচারপতির দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিয়াও জনসাধারণের সহিত যেরূপ সরল উদার ব্যবহার করিতে পারিতেন তাহা অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার সুদূর-প্রবাস ও উচ্চ পদ তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত ঘণিষ্টতা রক্ষার অন্তরায় হইতে পারে নাই।

রায় শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর গভর্মেণ্ট কলেজের গণিতাধ্যাপক ছিলেন। শুনা যায় পঞ্জাবে তাঁহার সমকক্ষ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ কেহ ছিলেন না। তিনি ১৯০১ সালের জুলাই মাসে বহুমূত্ররোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ রায় বাহাদুর এবং উকীল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসিদ্ধ বাগ্মী বাবু কালীপ্রসন্ন রায়, এম, এ বি,এল প্রমুখ প্রবাসী ধনী বঙ্গসন্তানগণ এপ্রদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং পঞ্জাবে বাটী ঘর বাগান জমীদারী প্রভৃতি করিয়া স্থায়ী হইয়াছেন। প্রায় ৩৭।৩৮ বৎসর পূর্ব্বে লাহোরের প্রসিদ্ধ সর্দ্দার দয়ালসিং "ট্রিবিউন" নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। সেই সূত্রে স্বর্গীয় শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় পঞ্জাব-প্রবাসী হন। তিনি স্বনামখ্যাত ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ১২৬৩ সালে ঢাকায় তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবে কেহ তাঁহার জীবনের আশা করেন নাই। পরেও তিনি চিররুগ্ন ছিলেন। কিন্তু এই ভগ্নদেহ লইয়া জগতে তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এক অসাধ্যসাধন বলিয়াই মনে হয়। প্রভূত মানসিক শক্তি এবং ধর্ম্মনিষ্ঠাই তাঁহার একমাত্র সহায় হইয়াছিল। স্বাস্থ্যের জন্য কলেজের শিক্ষায় তিনি অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই বটে কিন্তু তাঁহার প্রতিভা শৈশবেই প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ না হইলেও উচ্চ শিক্ষার ফল তাঁহার সম্যক লাভ হইয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সে তিনি একজন সুলেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। এই সময় তিনি ঢাকা "ঈষ্ট" পত্রিকা এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকান্ত বাবুর সম্পাদিত "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" নামক মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৭

বৎসর বয়সে তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পিতার উইলের মর্ম্মানুসারে বিষয়ের তিন ভাগ এবং কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া পিতার মৃত্যুকালে প্রদত্ত নগদ ১০ সহস্র টাকা শীতলাকান্ত বাবুর প্রাপ্য ছিল। কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ৺শ্যামাকান্ত বাবু তাঁহাকে বিক্রমপুরস্থ একখানি ক্ষুদ্র তালুক দিয়া সমস্তই হস্তগত করিয়াছিলেন। শীতলাকান্ত বাবু তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। এই স্বার্থশূন্য পুরুষসিংহ যেমন ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন, দেশের জন্যও তদ্রূপ তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। ২০ বৎসর বয়সেই তিনি বিবিধ জনহিতকর কর্ম্মে ব্যাপৃত হন। সেই সময় তিনি "ঢাকা জনসাধারণ সভার" সহকারী সম্পাদক ও ছাত্র সভার (Dacca Institute) সভ্য হন এবং ভারত সভার (Indian Association) প্রতিনিধি হইয়া ময়মনসিং, সেরপুর ও আসাম অঞ্চলের নানা স্থানে ইংরেজী ও মাতৃভাষার সারগর্ভ এবং উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয় জাগ্রত করিয়া তুলেন। তাঁহার এত অল্প বয়সে এমন গভীর জ্ঞান, এরূপ চিন্তাপূর্ণ ওজস্বিনী বক্তৃতা, ইংরেজী ভাষায় এমন অসাধারণ অধিকার এবং তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ প্রশান্ত নির্ভীকভাব ও আন্তরিক স্বদেশহিতৈষণা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বাগ্মিবর মাননীয় সুরেন্দ্র বাবু তখন প্রথমবার ঢাকায় আগমন করেন। এদিকে পঞ্জাবের স্বজাতিবৎসল স্বদেশহিতৈষী সর্দ্দার দয়ালসিং ১৮৭৬ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালীর বিশেষ অনুরাগী হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। লাহোরে ফিরিয়া ১৮৭৭ অব্দে তিনি লাহোর হইতে একখানি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া সুরেন্দ্র বাবুর উপর সম্পাদক নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শীতলাকান্ত বাবুর সত্যপ্রিয়তা, তেজস্বিতা এবং ইংরেজীভাষাভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই প্রস্তাবিত পত্রিকার উপযুক্ত সম্পাদক বলিয়া স্থির করেন এবং উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। অপটুশরীর লইয়া হৃদয়বলে বলীয়ান এই পুরুষসিংহ ১৯৷২০ বৎসর বয়সে সুদূর পঞ্জাবপ্রবাসে তাঁহার গৌরবময় কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত করিলেন। তাঁহার সম্পাদকতায় সাপ্তাহিক "ট্রিবিউন" পত্রিকা প্রকাশিত হইল। * এই সময় মুলতান সহরে গোবধ লইয়া হিন্দু মুসলমানে ভয়ানক

* "He came to Lahore in 1881 to read law, but gave up his legal studies soon after, owing to his connection with this journal, in the starting of which he took an important part. He was virtually the first Editor of the Tribune * * *"—The Tribune.

বিরোধ চলিতেছিল। শীতলাকান্ত বাবুর সুযুক্তিপূর্ণ সতেজ লেখনীর পরিচালনে তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষিত হইল এবং তাহার ফলে মূলতানের ডেপুটী কমিশনরের দূষিত আচরণ নিবারিত হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। প্রায় দুই বৎসর ট্রিবিউনের সম্পাদকতা করিয়া শীতলাকান্ত বাবু ১৮৮২ সালে উক্ত পদত্যাগ করেন, এবং ১৮৮৪ সালে ৪।৫ মাস এলাহাবাদে আইন অধ্যায়ন করিয়া ওকালতী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এই কয়মাস তিনি ১৫০৲ বেতনে "বিহার হেরল্ড" পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। আইন পাস করিয়া তিনি মীরাট জজ আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে পসার করিয়া লয়েন; কিন্তু এই ব্যবসায়ে আদৌ তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না, এজন্য উহা শীঘ্রই ত্যাগ করিলেন। এদিকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে ট্রিবিউন পত্রিকার অনেক ক্ষতি হইলে পত্রিকার অধ্যক্ষ শীতলাকান্ত বাবুকে পুনরায় সম্পাদন করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি ২০০৲ টাকা বেতনে ট্রিবিউনের কার্য্য লইয়া লাহোরপ্রবাসী হন। এবার তিনি অধিকতর উদ্যম এবং উৎসাহের সহিত পত্রিকা পরিচালন করিয়া ইহাকে ভারতের, বিশেষতঃ পঞ্চনদ প্রদেশের, এক মহাশক্তি করিয়া তুলিলেন। এই পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা পঞ্জাবে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। শীতলাকান্ত বাবুর লেখনী অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যমদণ্ড স্বরূপ সতত উদ্যত থাকিত। তাঁহার অমর লেখনীর পরিচালনে যেমন অনেক দুষ্টের দমন হইয়াছিল, তেমনি পঞ্জাব প্রদেশে অনেক হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে পঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরেজীশিক্ষা ইচ্ছাধীন ছিল; কিন্তু শীতলাকান্ত বাবু এই বিষয়ে ক্রমাগত আন্দোলন করিয়া ওরিয়েণ্টাল কলেজে ইংরেজী শিক্ষা অবশ্য-শিক্ষণীয়রূপে নির্দ্ধারিত করান। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার লার্পেণ্ট সাহেব উৎকোচ গ্রহণ করিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। শীতলাকান্ত বাবু বিশেষ পরিশ্রম সহকারে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গভর্ণমেণ্ট দ্বারা কমিশন বসান। লার্পেণ্ট সাহেব তাহাতে কর্ম্মচ্যুত হন। "ট্রিবিউন" তখন না থাকিলে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পঙ্কোদ্ধার হওয়া অসম্ভব হইত। এই কার্য্যে তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন কিন্তু আর একটী সৎকীর্ত্তি করিয়া শীতলাকান্ত বাবু এ প্রদেশে চিরযশস্বী হইয়াছেন। অমৃতসর পুলিসের কর্ত্তা দুর্দ্দান্ত ওয়ারবার্টন সাহেবের নামে তৎপ্রদেশ তখন

কম্পান্বিত হইত। তাঁহার অধীনস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারে সকলে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের হস্তে নিরীহ প্রজাবর্গ এবং অসহায়া কুলকন্যাগণ প্রায়ই নিপীড়িত, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হইতে লাগিল। দুর্বৃত্তগণের প্রশ্রয়দাতা ওয়ারবার্টন সাহেব পুলিশকে এইরূপ কলঙ্কিত করিতেছিলেন দেখিয়া শীতলাকান্ত বাবু ক্রমাগত সাহেবের অকীর্ত্তি সকল ট্রিবিউনে প্রকাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং তিনি যে সকল অভিযোগ আনিয়াছিলেন তাহার কতকগুলির সম্বন্ধে সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করায় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। অবশিষ্ট অভিযোগগুলি লইয়া তখন সাহেব ট্রিবিউন সম্পাদকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করিলেন। মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। স্থানীয় শ্বেতাঙ্গগণ পুলিশসাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া এমন কি চাঁদা তুলিয়া তাঁহার মকদ্দমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে শীতলাকান্ত বাবু পঞ্জাববাসীদিগের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের কতদূর মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। দেখিতে দেখিতে ২৪ সহস্র টাকা সংগৃহীত হইল, কিন্তু নিঃস্বার্থ পরোপকারী শীতলা বাবু তাহার এক কপর্দ্দকও না লইয়া সমস্ত পত্রিকার অধ্যক্ষ সর্দ্দার দয়ালসিংহের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই সময় আত্মপক্ষসমর্থন, প্রমাণাদি সংগ্রহ এবং পূর্ব্ববৎ পত্রিকা পরিচালনা করিতে তাঁহাকে কিরূপ অমানুষী পরিশ্রম, মানসিক শক্তিব্যয় এবং ধৈর্য্যধারণ করিতে হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাহা হউক কর্ণেল ওয়ারবার্টনের মকদ্দমা আপোষে মিটিয়া গেল। এই ব্যাপারে শীতলাকান্ত বাবু গভর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ এবং দেশীয় নরনারীর আন্তরিক প্রীতি ও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা লইয়া ভারতের মুখপত্রগুলি এবং বিলাতের মহামতি ডিগ্‌বী, হিউম, কেইন, পিনকট প্রমুখ ভারতবন্ধুগণ শতমুখে শীতলাকান্ত বাবুর প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইঁহারা যখন পত্রাদি লিখিতেন, তখন "My dear Friend," "My dear Brother" এইরূপ মধুমাখা কথায় তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন।

প্রকাশ্য সভায় অথবা সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ব্যতীত পঞ্জাবের শিক্ষিত সম্প্রদায় শীতলাকান্ত বাবুকে যে সকল পত্রাদি লিখিতেন, তাহা হইতে বেশ উপলব্ধি হয়, তাঁহারা এই প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রতি কতদূর শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

শীতলাকান্ত বাবুর জন্যই "ট্রিবিউন" দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহারই অমর লেখনীর জন্য ইহার নাম হইয়াছিল "The terror of the Punjab" "The banner of the people." পঞ্জাবে লাট দরবারে শীতলাকান্ত বাবু সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন। কাশ্মীর এবং নাভার মহারাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় রাজধানী হইতে ২৫।৩০ মাইল পথ অগ্রসর হইয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য মন্ত্রী ও অপরাপর কর্ম্মচারীদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেশীয় পত্রিকা-সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ পদকে কতদূর গৌরবান্বিত করিতে হয়, এতদ্দ্বারা শীতলাকান্ত বাবু বেশ দেখাইয়া গিয়াছেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কাশ্মীররাজের ক্ষমতা খর্ব্বীকৃত হইলে ইনি ট্রিবিউনে তাহার প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটী প্রস্তাব লিখেন। কাশ্মীরপতি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করেন, এবং ১৮৯১ সনে শিরঃপীড়ার জন্য সম্পাদকতা ত্যাগ করিলে মহারাজা তাঁহার দ্বারা কাশ্মীর হইতে একখানি পত্রিকা বাহির করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু শীতলাকান্ত বাবুর শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই। পুরস্কারের কথায় তিনি কাশ্মীররাজকে জানাইলেন যে তিনি অর্থলোভে তাঁহার পক্ষসমর্থন করেন নাই, এবং যখন তাঁহারও কোন ত্রুটি দেখিবেন তাঁহারও বিরুদ্ধে লিখিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। এইরূপ নির্ভীকতা এবং সৎসাহসেই তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তির পরমুখাপেক্ষী হওয়া অসম্ভব। তিনি ৩০০৲ টাকা বেতনে ট্রিবিউনের সম্পাদকতা ত্যাগ করায় মধ্যে মধ্যে অর্থাভাবে ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু কখন পরমুখাপেক্ষী হন নাই। তিনি সততা, সত্যপ্রিয়তা, অধ্যবসায়, সৎসাহস এবং তেজস্বিতার জীবন্তমূর্ত্তি ছিলেন। তিনি পঞ্জাবের হিতসাধনে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। শিরঃপীড়ার অতিশয় বৃদ্ধিবশতঃ ১৩০৪ অব্দে ৪৯ বৎসর বয়সে বঙ্গের এই সুসন্তান, পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্বদেশ ও প্রবাসের জনসাধারণকে কাঁদাইয়া অমরধামে গমন করেন।

শীতলাকান্ত বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া লাহোর চীফ কোর্টের উকীল বাবু যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু, রেঃ গোলকনাথ, মিঃ চার্লস গোলকনাথ, স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পঞ্জাব চীফ কোর্টের উকীল বাবু অমৃতলাল রায় প্রমুখ বাঙ্গালীগণই পঞ্জাবের এই মুখপত্রস্বরূপ "ট্রিবিউন" সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

লাহোরের আর একখানি বিখ্যাত ইংরেজী সংবাদপত্র "পঞ্জাবী।" এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন লাহোরে প্রাচীন প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ফরাসডাঙ্গায় তাঁহাদের আদি বাস। তাঁহার পিতামহ প্রথমে লাহোরে গিয়া উপবিষ্ট হন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন তিনিই লাহোরের আদি বাঙ্গালী প্রবাসী। এক্ষণে শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় মহাশয় বিশেষ দক্ষতা সহকারে "পঞ্জাবী" সম্পাদন করিতেছেন। পূর্ব্বে কালীনাথ বাবু "দৈনিক বেঙ্গলী," "কলিকাতা টাইমস" নামক সাপ্তাহিক ও ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত "সিটীজেন" নামক কাগজের সম্পাদকতা করিয়া সংবাদপত্র পরিচালন ও সম্পাদনে বিশেষজ্ঞ হন। তিনি অতিশয় যোগ্যতা-সহকারে বহুবর্ষ "বেঙ্গলী"র সম্পাদকতা করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিলাত গমন বা অন্য কোন কারণ বশতঃ তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে এই কাগজের পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার কালীবাবুর উপরই ন্যস্ত হইত। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার যশ সুদূর পঞ্জাবে পৌছিয়াছিল এবং সেই কারণেই ১৯১৩ অব্দে তিনি লাহোরে আহূত হইয়া "পঞ্জাবী"র সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। তাঁহার লেখা প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ। ফরিদপুরনিবাসী এবং লক্ষ্ণৌ "এডভোকেট" পত্রের সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী মহাশয় সম্প্রতি "পঞ্জাবীর" সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কয়েক মাস তিনি "ট্রিবিউনের" সহকারী সম্পাদক হইয়া লাহোরে আসিয়াছিলেন। ইহাঁদের সম্পাদকতায় "পঞ্জাবী" ও "ট্রিবিউনে"র ন্যায় পঞ্জাবের একটী শক্তিস্বরূপ হইবে আশা করা যায়।

রাজধানী লাহোরে বাঙ্গালী আগমনের পূর্ব্বে প্রাদেশিক ছোট লাটের গ্রীষ্মাবাস অম্বালাবিভাগের অন্তর্গত শিম্‌লায় বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছিল। এবং পঞ্জাব ইংরেজাধিকৃত হইবার বহু পূর্ব্বে সমগ্র পঞ্জাবে এক সময় যিনি সকল উন্নতি ও সংস্কারের অগ্রণীদিগের মধ্যে প্রধান ও প্রথম ছিলেন, যিনি শিক্ষা ও নীতির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবীদিগের হৃদয়ে নবশক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন বঙ্গের সেই সুসন্তান গোলকনাথ ৮০ বৎসর পূর্ব্বে অম্বালাতেই প্রথম আসিয়া উপস্থিত হন। ১৮১৬খৃঃ অব্দে গুর্খা সমরে বিজয়ী হইয়া ভারতগবর্ণমেণ্ট অম্বালার অন্তর্গত শিম্‌লা মাত্র রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বিজীত পাশ্চাত্য স্থানসমূহ মহারাজা পাতিয়ালা, কেঁওথাল প্রমুখ রাজভক্তগণকে তাঁহাদের সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ দান করেন।

১৮১৯ অব্দে এই সকল পাশ্চাত্যদেশ সমূহের রাজনৈতিক দূতস্বরূপ আসিয়া লেফটেনাণ্ট রস্ (Lieut. Ross) শিম্‌লায় প্রবাসবাস করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮২২ অব্দে কেনেডি সাহেব স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ী যদিও এখন কুচবিহারের মহারাজের গ্রীষ্মনিবাস হইয়াছে তথাপি প্রাসাদটি আদি নাম কেনেডি হাউসই (Kennedy House) আছে। ১৮২৪ সালের পর হইতে এস্থান স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া গণ্য হয় এবং তদবধি প্রধান প্রধান সাহেব এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এখানে আসিতে আরম্ভ করেন। ১৮২৭ অব্দের প্রথমে লর্ড এমহার্ষ্টের ভরতপুর অভিযান শেষ হইলে তিনি সপরিবারে সিম্‌লায় আসিয়া বাস করেন। তিনি সিম্‌লাকে রাস্তা ঘাট বাড়ী বাগান দোকান হাট প্রভৃতিতে সুশোভিত করেন। ইহার পর হইতে প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ তাঁহাদের অফিস ও কর্ম্মচারী লইয়া নিয়মিতরূপে আসিতে আরম্ভ করেন। সিম্‌লা অম্বালা বিভাগের একটী জেলা, ইহার সমস্তই হিমালয়ের পার্ব্বত্য স্থান। এখানে বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর উপনিবেশ হইয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহের বহুপূর্ব্বে কানকনিবাসী বাবু হরিমোহন গাঙ্গুলী, বাবু ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভদ্রসন্তানগণ তাহার সূত্রপাত করিয়াছেন। ইঁহারা সুশিক্ষিত এবং আন্তর্জাতিক বিবাহের পক্ষপাতী। গাঙ্গুলী মহাশয় স্বয়ং জনৈক পার্ব্বত্য ভদ্রকুল-কন্যার পানি-গ্রহণ করেন। হরিমোহন বাবুর পুত্র কালীচরণ বাবু বারাণসীর নবীনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। ভুবন বাবু গাঙ্গুলী মহাশয়ের ন্যায় সিম্‌লা ব্যাঙ্কের একাউণ্টাণ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু বিশ্ববিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় রেলওয়ে বোর্ডের ক্যাশিয়ার (Casheer)। তিনি জনৈকা সৎকুলোদ্ভবা পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ কন্যার হিন্দুমতে পাণিগ্রহণ করেন। এবং তাঁহার সহোদর বাবু বরদাবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় সিমলানিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত গুর্খা জমী-দারের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই গাঙ্গুলীও বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণ এখানে বাড়ী ঘর করিয়া স্থায়ী হইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাহ পঞ্জাব অঞ্চলেই অধিক প্রচলিত। এই পঞ্চনদপ্রদেশ প্রকৃত আর্য্যাবর্ত্ত এবং আর্য্যজাতির প্রথম উপনিবেশ স্থান বলিয়াই কি এস্থানের জলবায়ু ও সংস্কার, আন্তর্জাতিক বিবাহ এবং ধর্ম্মসমন্বয়াদির অনুকূল? কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল জনৈক সম্ভ্রান্ত পঞ্জাবী য়ুরোপ প্রবাসকালে নরওয়েদেশীয়া কন্যার

পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী স্বামীগৃহে আসিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে হিন্দুকুলবধূরই ন্যায় অবস্থিত করেন। ৺গোলাকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত কর্পূরতলার জ্যেষ্ঠ রাজকুমার প্রিন্স হরনাথ সিংহ বাহাদুরের পরিণয় হইয়াছিল। বঙ্গনারী বিদুষী শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত শ্রীযুক্ত রামভুজ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের বিবাহ অধিক দিনের কথা নহে। ১৮৮৫ অব্দে শ্রীমতী প্রেমমতী নাম্নী পঞ্জাবী মহিলার সহিত শ্রীযুক্ত গৌরকান্ত রায় নামক একজন বাঙ্গালী যুবকের ব্রাহ্মমতে বিবাহ অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে।

কলিকাতা নিবাসী বাবু অবিনাশচন্দ্র নন্দী, ফরীদপুর নিবাসী বাবু কেশবচন্দ্র রায়, সিম্‌লার অন্যতম পুরাতন প্রবাসী। সিমলার যে "Associated Press" প্রসিদ্ধ এবং যাহার শাখা নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়াছে তাহার প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বত্বাধিকারী বাবু কেশবচন্দ্র রায় মহাশয় এতদঞ্চলে বিশেষ সম্মানিত। বর্ত্তমান শিমলা প্রবাসীদিগের মধ্যে গণ্যমান্য অনেকেই আছেন, কেহ কেহ এখানে বাড়ীঘর করিয়া স্থায়ীও হইয়াছেন। এখানে বাঙ্গালীদিগের জাতীয় অনুষ্ঠানও কয়েকটী হইয়াছে। ১৩১১ সালে সিমলার "বান্ধব-সমিতি"র সম্পাদক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী-পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন ;— "বৎসর বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্টের শুভাগমনের সহিত সিমলাও স্ফীত ও জনাকীর্ণ হইয়া উঠে। সেই সময় বহু বাঙ্গালীর একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে বাঙ্গালীর নৈতিক আবহাওয়া অতীব কদর্য্য ছিল। সুখের বিষয় সুবিদ্বান্ এবং সৎলোকের সমাগমে ক্রমশঃ তাহা পরিস্কৃত হইয়া আসিতেছে। এখানেও বাঙ্গালী নিশ্চেষ্ট নাই। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের কালীবাড়ীর ইতিহাস "প্রবাসী" পত্রিকায় অনেকে জ্ঞাত হইয়াছেন। এখানেও কালীবাড়ী আছে। * নবাগত বাঙ্গালী হঠাৎ আসিয়া বাসের বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে না পারিলে কালীবাড়ীতে দুই দিন থাকিতে পান। কালিকানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একাদিক্রমে ২৩।২৪ বৎসরকাল এই কালীবাড়ীর সেবায় নিযুক্ত আছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের সমরবিভাগীয় দপ্তরের বাবু শ্রীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ইঁহার অধ্যক্ষ। ইঁহার নাম অনেক শুভানুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। দুই তিন বৎসর হইতে এই প্রস্তর-প্রাচীরবেষ্টিত শৈলবাসে শৈলসুতার শুভাগমন হইতেছে। স্বদেশ

* এই কালীবাড়ীও ৺কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক স্থাপিত।

হইতে বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কতই না আনন্দের বিষয়। অনুষ্ঠাতাগণ তজ্জন্য ধন্যবাদার্হ।”

“এখানে অনেকেই সপরিবারে আসিয়া থাকেন; কিন্তু সন্তানদিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না থাকায় তাঁহারা চিন্তিত হইতেন। সে অভাবও এখন দূরীভূত হইয়াছে। বাবু হরিদাস গুপ্তের সম্পাদকতায়, বাবু শ্রীশচন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে এবং অক্ষয়কুমার ঘোষ প্রমুখ সজ্জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে এখানে “Bengali Boys' School” বা বাঙ্গালী বালকবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে! ইহার কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে। বর্ত্তমানে তিন জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এখানে একটী বালিকাবিদ্যালয়ও আছে। ব্রহ্মোপসনার জন্য নববিধান ব্রাহ্মমন্দির আছে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের এ প্রদেশে আগমন উপলক্ষে উহা স্থাপিত হয়। একজন পঞ্জাবী ভদ্রলোক লালা কাশীরাম প্রচারকের কার্য্যে ব্রতী আছেন।”

“বাঙ্গালীদিগের ব্যবহারার্থে স্বতন্ত্র বাঙ্গালা লাইব্রেরী না থাকিলেও পুরাতন অমরাবতী লাইব্রেরী ইউনিয়ন লাইব্রেরীব সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার বাঙ্গালা বিভাগস্বরূপ বিরাজিত আছে। কিন্তু উহা নিয়তবর্দ্ধমান বঙ্গসাহিত্যানুরাগ ও বঙ্গসাহিত্যানুশীলন পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় কেহ কেহ স্বতন্ত্র একটী বাঙ্গালা লাইব্রেরী স্থাপনার সংকল্প করিতেছেন। কতকগুলি সাহিত্যসেবী সম্মিলিত হইয়া একটী “বান্ধব-সমিতি” স্থাপিত করিয়াছেন। স্কুলগৃহে প্রতি রবিবার বন্ধুবর্গ সম্মিলিত হইয়া প্রবন্ধ পাঠ ও তর্কবিতর্কাদি করিয়া থাকেন। এই সমিতি সমরবিভাগীয় দপ্তরের বাবু শরৎচন্দ্র বিশ্বাস ও ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জনের যত্ন ও চেষ্টায় স্থাপিত হয়।”

“সিমলায় একটী পরাবিদ্যাসমিতি (Theosophical Society) আছে। বাবু কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপ্তাহে দুই দিন অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। আর তিনি ঐ সম্প্রদায়ের পুস্তকাদি পাঠ, এবং জটিল বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।”

“আমাদিগের মধ্যে শিল্পী, কবি, চিত্রকরও আছেন। বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম সাহিত্য-জগতে ক্রমশঃ সুপরিচিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার “কপালিনী” নাটক ও চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ সুপরিচিত। এখানকার ললিতকলা প্রদর্শনীতে

(Fine Arts Exhibition) শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দশখানি খুব সুন্দর ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল। 'Amateur Theatre Party' নামক বাঙ্গালীদের একটী নাট্যসম্প্রদায়ও এখানে আছে।"

উপরোক্ত অমরাবতী লাইব্রেরী সিমলা-প্রবাসী বাবু যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বাবু দ্বারকানাথ ব্রহ্ম এবং বাবু মুকুন্দনাথ রায় প্রমুখ কয়েকজন মাতৃভাষানুরাগী কর্ত্তৃক ১৮৯৭ অব্দের প্রারম্ভে স্থাপিত হইয়াছিল। স্থানীয় স্যানিটারী কমিশনর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে, বাবু যোগেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদকতায় এবং মুকুন্দ বাবু প্রমুখ চার পাঁচ জনের তত্ত্বাবধানে ইহার কার্য্য কিছুদিন সুন্দর ভাবে চলিয়াছিল তাহার পর প্রবাসে যাহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, উৎসাহদাতাগণের স্থানান্তর গমনে কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা লোপ পাইবার মত হইয়াছিল। যুনিয়ান লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণ পুস্তকালয়টি ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

অম্বালা ও লুধিয়ানা অম্বালা বিভাগের আর দুইটী জেলা। বহুদিন হইতে এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। সাদার্ণ্ পঞ্জাব রেলওয়ে (Southern Punjab Railway) অফিস্ থাকায় অনেক বাঙ্গালী কেরাণী অম্বালায় ছিলেন কিন্তু দশ বৎসরের উপর হইল উক্ত অফিস্ ফিরোজপুরের অন্তর্গত ভাটিণ্ডা সহরে উঠিয়া যাওয়ায় প্রায় ৪০।৫০ ঘর বাঙ্গালী উঠিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত অম্বালায় ১৪।১৫ ঘর মাত্র বাঙ্গালী আছেন। এখানে ভবানীপুরনিবাসী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মীরাট হইতে আসিয়া ১৮৪৫ অব্দে একটি সরাপের দোকান খোলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু অম্বালাতেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বাবু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মদের দোকান উঠাইয়া দিয়া উহাকে ঔষধের দোকানে পরিণত করেন। ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা কালীকৃষ্ণ বাবু এই দোকান ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। দোকানের নাম "Rajkishen, & Co, Umballa"। ইহাদের এখানে কয়েকখানি বাড়ী ও বাংলা আছে। এখানে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী ডাক্তারগণই সংসৃষ্ট আছেন। তন্মধ্যে ডাক্তার নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার হরিনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বলা যাইতে পারে। সুরেশবাবু অম্বালায় একটী স্বতন্ত্র মেডিকেল হল স্থাপন করিয়াছেন। মহাত্মা কৃষ্ণানন্দের প্রতিষ্ঠিত অম্বালার কালীবাড়া প্রসিদ্ধ। দুইখানি বাড়ীর ভাড়া এবং

স্বর্গীয় গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়।।
(পৃষ্ঠা ৪৩৩)
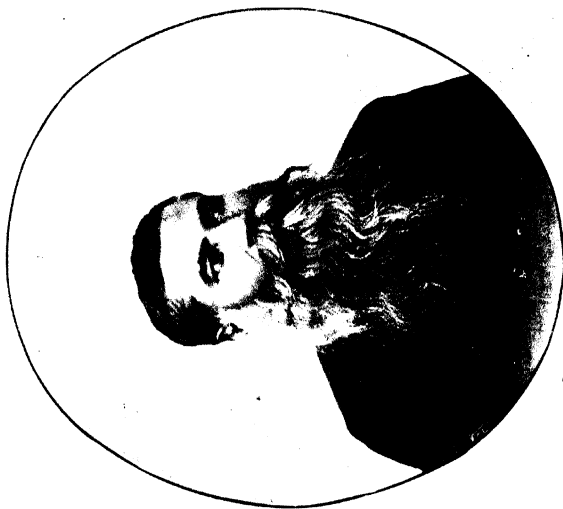
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
(পৃষ্ঠা ৪৩৭)

চাঁদার অর্থ হইতে ইহার ব্যয়নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। লুধিয়ানায় ১৮৩৪ অব্দে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। ঐ বৎসর এখানে একজন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বাঙ্গালী প্রবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে বাঙ্গালীর গৌরব পঞ্চনদ প্রদেশে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত ছিল। তাঁহার নাম গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়। গোলোকনাথের পিতা কলিকাতায় নীলের কুঠিতে কর্ম্ম করিতেন। গোলোকনাথ ডফ সাহেবের স্কুলে পড়িতেন। তথাকার শিক্ষায় তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রবণতা জন্মিতে দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্কুল ছাড়াইয়া দিলেন। গোলোকনাথের তখন বিবাহ হইয়াছিল। স্কুল ছাড়াইলে কি হইবে? প্রথম হইতেই তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা জন্মিয়াছিল; তাহার উপর দুর্দ্দমনীয় ধর্ম্ম ও জ্ঞানপিপাসা গোলোকনাথের তরুণ হৃদয়ে ঘোর অশান্তি আনয়ন করিল। * অতঃপর ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে সপ্তদশ বৎসর বয়সে তিনি কয়েকটী মাত্র টাকা সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করিলেন এবং পদব্রজে বহুকষ্টে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে ভিক্ষা † সম্বল করিয়া উত্তর-পশ্চিমের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া পঞ্জাবের লুধিয়ানা নগরীতে অবস্থান করিলেন। এখানে সামান্য কর্ম্ম করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। পরে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অল্প বেতনে একটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যসম্পাদনে উর্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারিগণ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া গোলেকনাথের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিতেন, "এই দূরদেশীয় বাঙ্গালী যুবা সাধুতার আদর্শ," ইত্যাদি। ‡ ১৮৩৬ অব্দে গোলোকনাথ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার কর্ত্তব্যের পথ উন্মুক্ত হইল। তখনও পঞ্জাব শিখশাসনাধীন। তখন পঞ্জাবে যে কয়জন ইংরেজ মিশনারী ছিলেন, তাঁহারা স্বীয় গণ্ডীর বাহিরে একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেন না। মাংসভোজী মদ্যপায়ী শিখদিগের অত্যাচার, কুসংস্কার,

* নব্যভারত—১৩০৩—পৃ—১৫৯।

† গোলোকনাথ স্বীয় দিনলিপিতে লিখিয়াছিলেন, "সাহারানপুর আসিতে আসিতে দুই দিন নিরম্বু উপবাসী ছিলাম, কাশীতে এক বাঙ্গালীর বাটীতে ভিক্ষা করিতে গিয়া কপালে চপেটাঘাত সহ্য করিয়াছিলাম, আমি সেই ভিখারী কাঙ্গালী বাঙ্গালী গোলোক ঈশ্বরপ্রসাদে এখন মানুষের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছি।"—সঞ্জীবনী ১৩০২, পৃ ২০৩।

‡ সঞ্জীবনী, ১৩০২।

ধর্ম্মহীনতা এবং মূর্খতায় পঞ্চনদে যখন চতুর্দ্দিক অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল, যখন কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, যে কোন খৃষ্টান শতদ্রু পার হইলে শিখতরবারিতে দ্বিখণ্ডিত হইত, যখন শিখভিন্ন অপর কাহারও শতদ্রুপার হইবার অধিকার ছিল না, এমন সময়ে বাঙ্গালী গোলোকনাথ শতদ্রুপার হইয়া পঞ্জাবের সমাজসংস্কার ও সুশিক্ষা-বিস্তাররূপ ব্রত ধারণ করিয়া তথায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। শতদ্রু পার হইয়া গোলোকনাথ দুইদিন "বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা ও নির্ম্মল চরিত্রের গুণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। সেই ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া পঞ্জাবীগণ তাঁহার শতমুখে প্রশংসা করিল। কিন্তু তৃতীয় দিবস তিনি "খৃষ্টের উদার চরিত্র ও খৃষ্টে ঈশ্বরাবতার" এই বিষয়ে বক্তৃতা করায় তাহারা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হিন্দু, মুসলমান ও শিখ একত্র মিলিত হইয়া ভয়ানক প্রহার করতঃ তাঁহাকে ফিলোর দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিল। উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার সে রাত্রি কাটিয়া গেল। তাঁহার অসামান্য ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া শিখগণ তাঁহাকে পরদিন প্রভাতে মুক্তিদান করিল। ১৮৪৭ অব্দে গোলোকনাথ রেভারেণ্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জালন্ধরে অবস্থিত হইলেন। গোলোকনাথের আগমনে জঙ্গলময় জালন্ধর দিব্যনগরীতে পরিণত হইল। গির্জ্জাঘর, মিশনবাড়ী, পুস্তকালয়, অনাথাশ্রম, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইল। গোলোকনাথ তখন পঞ্জাবের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন ও বহুসংখ্যক পঞ্জাবীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। গোলোকনাথের চেষ্টায় পঞ্জাবের নানাস্থানে ইংরাজী স্কুল, দেশীয়ভাষা শিক্ষার পাঠশালা, পুস্তকালয়, বক্তৃতাগৃহ, চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম এবং বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক বড় বড় লোক আসিয়া গোলোকনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ইঁহার সুপ্রসিদ্ধ শিষ্যবর্গের মধ্যে কর্পূরতলার মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স হরনাথসিংহ বাহাদুর, জি, সি, এস, আই, ও রেভারেণ্ড আবদুল্লা এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম উল্লেখ-যোগ্য। রেভারেণ্ড আবদুল্লার এক কন্যা পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট বালিকাবিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস। অপর কন্যা পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক। কর্পূরতলার রাজ-কুমার রেভারেণ্ড গোলোকনাথের শিষ্য এবং জামাতা। ইঁহার পুত্র ও রাজবংশীয় দৌহিত্রগণ এক্ষণে কৃতী হইয়াছেন। গোলোকনাথ পঞ্জাবের নানা স্থানে অনেক ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে ২রা আগষ্ট, ৭৬ বৎসর বয়সে,

জালন্ধরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধির সময় তিন সহস্র লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোক চাঁদা তুলিয়া "Golaknath Memorial Church" প্রতিষ্ঠিত করিয়া পাদ্রি গোলোকনাথের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছেন। গোলোকনাথের ক্ষমতা পঞ্জাবে এরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে তিনি লাট হইতে নিম্নতম শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অত্যধিক ক্ষমতার কথা এক্ষণে প্রবাদস্বরূপ হইয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় যখন শত শত দেশী ও ইউরোপীয় খৃষ্টানগণকে বিদ্রোহিগণ হত্যা করিয়াছিল, তখন বাঙ্গালী খৃষ্টান গোলোকনাথের একটী কেশও কেহ স্পর্শ করে নাই। এই সময়ে কর্পূরতলার মহারাজা বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিতে উদ্যত হন, কিন্তু গোলোকনাথের কথায় শত্রু না হইয়া গবর্ণমেণ্টের সহায় হন। গোলোক-নাথ পরে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মহারাজকে পুরস্কৃত করেন। গোলোকনাথ হইতেই পঞ্জাবে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষার সূত্রপাত হয় এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ছোটলাট সার রবার্টমণ্ট গোমারীর সাহায্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার জীবনচরিতলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, "পঞ্জাবের আজি কালিকার শিক্ষিত যুবকেরা তাঁহার চেষ্টার ফলস্বরূপ। পঞ্জাবের স্ত্রীশিক্ষা, পুরুষশিক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চা, সমাজসংস্কার, এ সকলের গোলোকনাথই মূল। পঞ্জাবের দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহের তিনিই প্রথম উৎসাহদাতা। পঞ্জাবে গোলোকনাথের নাম কখনও লুপ্ত হইবে না ; Golloknath was the pioneer of Education in the land of the five waters, (Mr. Mackenzies' Journal)। পঞ্জাব প্রদেশে কোনও বিদেশী পুরুষ গোলোকনাথের স্থানাধিকার করিতে পারে নাই ; * * খৃষ্টধর্ম্ম ও খৃষ্টীয়সমাজ সম্বন্ধে পঞ্জাবে গোলোক-নাথ যাহা করিয়া গিয়াছেন, ইউরোপীয় মিশনরীর শত বৎসরের চেষ্টায় তাহার অর্দ্ধ অংশ হওয়াও সুকঠিন। * * বঙ্গদেশের বাহিরে দেশীয় খৃষ্টানসমাজে গোলোকনাথ ভিন্ন আর কোনও বাঙ্গালী খৃষ্টান বিদেশে এত বড় মহাপুরুষ হইতে পারেন নাই।" * গোলোকনাথ যখন পঞ্জাবে আগমন করেন, তখন সামান্য বাঙ্গালা ও সামান্য ইংরাজী ব্যতীত আর কিছু জানিতেন না ; উত্তরকালে

* গোলোকনাথের "জীবনের" বিশদ বিবরণ পাঠেচ্ছুগণ ১৩০২ সালের "সঞ্জীবনী" ও ১৩০৩ সালের "নব্যভারত" দেখিতে পারেন।

কিন্তু দশটি ভাষায় মহাপণ্ডিত, অতি উচ্চদরের বক্তা, সুলেখক ও গভীর চিন্তাশীল পুরুষ বলিয়া হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান শিক্ষিতসমাজে আদৃত হইয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিতেন, তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। এই গোলোক-নাথের নাম কয়জন বাঙ্গালী জানেন? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যাহা ভারতের জন্য করিয়া গিয়াছেন, রেভারেণ্ড গোলোকনাথ তাহা পঞ্জাবের জন্য এবং বিশেষভাবে জালন্ধরের জন্য করিয়াছেন। জালন্ধরের ২৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সুলতানপুর নামে একটী নগর আছে। পৌরাণিকযুগে ঐ স্থানের নাম ছিল "তামসবন।" এখানে কাত্যায়ন মুনি তাঁহার "অভিধর্ম্মজ্ঞানপ্রস্তাব" রচনা করিয়াছিলেন। এখানে পালবংশীয় রাজা মদনপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। জালন্ধর 'দোয়াবে' জাহাঙ্গীর মহিষী নূরজাহানের নামে নূরমহল নগরী স্থাপিত হয়। উহা জালন্ধর সহরের ১৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে রাজা মহীপালের নামে অঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল।

জালন্ধর পঞ্জাব প্রদেশের একটী বিভাগ। জালন্ধর, হুঁসিয়ারপুর এবং কাংড়া ইহার অন্তর্ভুক্ত জেলাত্রয়। পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর হইতে জালন্ধর সহর ৯২ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। ফরাক্কাবাদের দেববংশীয় স্বর্গীয় আশুতোষ দেবের দৌহিত্র লর্ড ডফারিণ মেডেলপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় পাতিয়ালায় এবং উমেশবাবুর বংশাবলী জলন্ধরের স্থায়ী বসবাসী হইয়াছেন। ডাক্তার পি, এন, দত্ত মহাশয় এডিনবার্গে এম্ ডি পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্জাবের চিকিৎসাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং হুঁসিয়ারপুর জেলায় সিভিলসার্জ্জন হন। তিনি প্লেগ সম্বন্ধে এরূপ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে বিলাতের পরীক্ষকগণ তাঁহাকে পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়া, তাঁহাকে সুবর্ণপদক দান করিয়াছিলেন।

দিল্লী ও লাহোরের পরই রাওলপিণ্ডিতে বাঙ্গালীর উপনিবেশ উল্লেখযোগ্য কিন্তু এক সময় সমগ্র পঞ্চনদ প্রদেশের মধ্যে রাওলপিণ্ডিতেই বাঙ্গালীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। পঞ্জাবের প্রাচীন সহর রাওলপিণ্ডিতে মিলিটরী পে অফিসের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমে কয়েকজন বাঙ্গালী আগমন করেন। ১৮৯১ অব্দের সেন্সস গণনানুসারে এখানে ৩৫০ জন বাঙ্গালী ছিলেন। আট বৎসর পরে ঐ সংখ্যা ৩০০ শততে পরিণত হয়। এক্ষণে রাওলপিণ্ডিতে প্রবাসীর

সংখ্যা প্রায় ১০০ শত। এই হ্রাস প্রাপ্তির প্রধান কারণ এই যে—সমর বিভাগীয় প্রধান অফিসটী উঠিয়া যাওয়ায় প্রায় ২০০ শত বাঙ্গালী নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। এখানকার ডাক্তার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, কলেজের অধ্যাপক, স্কুলের মাষ্টার এবং কেরাণীগণ প্রায় সকলেই বাঙ্গালী। এখানকার পুরাতন প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সর্ব্বসাধারণে সম্মানিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহার শ্বশুর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মাদারণ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শিখযুদ্ধের সময় ইংরেজ পল্টনের রাইটার হইয়া আসিয়াছিলেন, চিলিয়ানওয়ালা যুদ্ধে তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদলে রাইটারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন! তৎপরে যুদ্ধাবসানে ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মিলিটারী পে অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন। পঞ্জাব ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অধিকৃত হইলে পে অফিস যখন রাওলপিণ্ডিতে আসে—রাওলপিণ্ডিতে বাঙ্গালীর সেই প্রথম আগমন সময়ে কৈলাস বাবু আরও কয়েকজন বাঙ্গালীর সহিত এখানে আসেন। সৌজন্য, পরোপকার, আতিথেয়তা প্রভৃতি গুণে তিনি এখানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ অব্দে কৈলাসবাবু স্বীয় জামাতা শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে রাওলপিণ্ডিতে আনিয়াছিলেন। শশীবাবু এখানে তাঁহারই অধীনে মিলিটারী পে অফিসে এগার বৎসর কর্ম্ম করেন। এই সময় পেন্সনপ্রাপ্ত দেশীয় সৈনিকদিগের পেন্সন দিবার জন্য পঞ্জাবের প্রায় সকল জেলাতেই ইঁহাকে যাইতে হইত। ইঁহার রাওলপিণ্ডি আগমনের কয়েক বৎসর পরে কৈলাসবাবু, শশীবাবু এবং শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মিত্র, প্যারিমোহন পাল, ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চেষ্টা ও যত্নে এখানে একটী কালীবাড়ী স্থাপিত হয়। এই আশ্রমে বহু নবাগত বাঙ্গালী ও হিন্দু সন্ন্যাসী আশ্রয় পাইয়া থাকে। শশীবাবুর আগ্রহাতিশয়ে তৎকালীন কমিসেরিয়েটের হেড এসিস্‌টাণ্ট শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন শিরোমণি মহাশয়দ্বয়ের সহায়তায় সাধারণের অর্থ সাহায্যে কালীবাড়ীর একটী নাটমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ দালানে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ পূজ্যপাদ শিরোমণি মহাশয়ের সহিত সম্মানভাজন শশীবাবুর প্রতিকৃতি রাখিয়া দিয়াছেন।

শশীবাবুর আগমনকালে এখানে মিশন স্কুল ভিন্ন অন্য কোন ভাল বিদ্যালয় ছিল না। স্থানীয় ডেপুটী কমিশনর অফিসের হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশ অফিসের হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ ও স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ইনিই এখানে একটী ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যও ইহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইত এবং বঙ্গসন্তানের সহিত স্থানীয় পঞ্জাবী এবং হিন্দুস্থানী ছাত্রগণও এখানে সমভাবে শিক্ষালাভ করিত। উৎসাহী শিক্ষকগণ প্রত্যহ বেলা ১০টা পর্য্যন্ত স্কুলের ছাত্রগণকে শিক্ষা দিয়া আপনাপন অফিসের কর্ম্ম করিতেন। এই বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এক্ষণে উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ নিজ জীবিকার্জ্জন করিতেছে। দুঃখের বিষয় বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষক মহাশয়গণের কেহ কেহ কার্য্যপ্রযুক্ত স্থানান্তরে গমন করায় ৩।৪ বৎসরের মধ্যে স্কুলটী উঠিয়া যায়, কিন্তু উদ্যমশীল শশীবাবুর চেষ্টা এখানেই নিবৃত্ত হয় নাই, ১৮৮৪ অব্দে ইনি বাঙ্গালী বালক-বালিকাগণের নিমিত্ত এখানকার কালীবাড়ীতে এক অবৈতনিক বাঙ্গলা স্কুল স্থাপন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী মাননীয় ডাক্তার কে, এন, রায়, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসু এবং স্বয়ং শশীবাবু ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে থাকেন। স্কুলের শিক্ষাভারও উপযুক্ত বাঙ্গালী শিক্ষকের উপর ন্যস্ত ছিল। পরে আরসিনাল অফিসের হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে এবং পঞ্জাবের প্রখ্যাতনামা একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার রায় সাহেব কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শশীবাবু ছাত্রগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বময় চট্টোপাধ্যায় উক্ত শিক্ষাদান-কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইহার দুই বৎসর পরে প্রায় ৩০০ শত বাঙ্গালী এখানে বদলি হইয়া আসিলে একটী উচ্চ ইংরেজী স্কুলের প্রয়োজন বোধ হওয়ায় শশীবাবু এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ ব্যক্তিগণের সবিশেষ চেষ্টায় জনসাধারণের এবং রাজা মহারাজাগণের অর্থসাহায্যে ১০।১২ সহস্র টাকা ব্যয়ে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া ১৮৯৪ অব্দে তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামানুসারে "ডেনিস্ হাইস্কুল" স্থাপিত হয়। এই স্কুলের মধ্যস্থ হলে এক প্রস্তরফলকে প্রবাসী বাঙ্গালী শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম খোদিত আছে। শশীবাবু এখন পর্য্যন্ত ঐ স্কুলের সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। স্কুলসভায় বক্তৃতাকালে ইনি একদিন বলেন—"my ashes will remain in the school and my spirit will hover round

the school" এখানকার অনেকেই বলিয়া থাকেন—"Shashi Babu is the father of the Denny's High School"। ১৮৯৭ অব্দের ২২ জানুয়ারী ইনি এখানে বালিকাদের নিমিত্ত মহাকালী পাঠশালার এক অবৈতনিক শাখা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু অনেকের স্থানান্তর গমন হেতু বালিকার সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় কয়েক বৎসর পরে উক্ত স্কুলটী উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

শশীবাবু রাওলপিণ্ডির নিকটস্থ সুখো নগরের সনাতন স্কুলের প্রেসিডেণ্ট রাওলপিণ্ডির কুইনস্ মেমোরিয়াল ফণ্ডে ক্যান্‌টন্‌মেণ্ট কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত মেম্বর এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে যখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনরারি কমিশনরের পদ প্রাপ্ত হন। এখানকার সংস্কৃত লাইব্রেরী ইঁহারই উদ্যমের ফল। ইঁহারই অশেষ চেষ্টায় সদর বাজারে একটী পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়া আলোর বন্দোবস্তও করাইয়াছেন এবং নিজব্যয়ে রাস্তার ধূলি নিবারণের জন্য প্রত্যহ জল ছিটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখানকার বাঙ্গালী সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চরিত্রগঠন উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত "পবিত্রতা সভা" "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" "হরিসভা" প্রভৃতিও প্রবাসী বাঙ্গালী শশীবাবুর কীর্ত্তি। সাধারণের সুবিধার্থে ইনি আপন ষ্ট্রীটে পোষ্টাফিসের জন্য একখানি বাটী ক্ষতি-স্বীকারপূর্ব্বক অল্পভাড়ায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখানকার সকল সদনুষ্ঠানেই ইহার যোগ আছে। ইহার কীর্ত্তিকাহিনী ইতিপূর্ব্বে ট্রিবিউন, পঞ্জাব টাইমস্, প্রবাসী প্রভৃতি সংবাদ ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

"প্রোবোনো পাবলিকো লাইব্রেরী" ও "কালীবাড়ী রিডিংরুম" নামে এখানে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক স্থাপিত দুইটী লাইব্রেরী আছে। সদর বাজারে শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীটে এখানকার মিলিটারী একাউণ্ট অফিসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘোষ ১৮৯৫ অব্দের ১লা এপ্রেল উক্ত প্রোবোনো পাবলিকো লাইব্রেরী স্থাপন করেন এবং ঐ সময়ে কালীবাড়ী রিডিংরুম নামক লাইব্রেরীটীও স্থাপিত হয়। শেষোক্ত লাইব্রেরীটীর উন্নতির নিমিত্ত শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালিগণের মধ্যে প্রোবোনো পাবলিকো লাইব্রেরীর সভাপতি রায় সাহেব কে, কে, মুখার্জ্জি, অনরারি সেক্রেটারী এস্, কে, ঘোষ, ৺ক্ষেত্রমোহন

মুখোপাধ্যায়, পুলিস দপ্তরের শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ, সমরবিভাগীয় দপ্তরের শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপদ মুখোপাধ্যায় কালীবাড়ী রিডিংরুমের সেক্রেটারী আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ, বি মজুমদার, ডাক্তার এন্ এন্ দত্ত, রায় সাহেব বি, সি, চ্যাটার্জ্জি, শ্রীযুক্ত চুণিলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পঞ্জাবের এমন জেলা নাই যেখানে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাস নাই। দিল্লী, অম্বালা, লাহোর, রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানের মত সংখ্যায় অধিক না হইলেও মিয়ানমীর, শিয়ালকোট, পেশাবার, কোহাট প্রভৃতি স্থানে ১৮৪৯ অব্দ হইতেই বাঙ্গালীর উপনিবেশের সূত্রপাত হইয়াছে। মীয়ানমীরের কমিসেরিয়েট প্রভৃতি বড় বড় দপ্তরে অনেকগুলি বাঙ্গালী থাকায় এখানে কালীবাড়ী স্থাপিত হয়। ইহাও ৺ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তি। মীয়ানমীরে দুর্গাপূজাও হইয়া থাকে। এখানে বাঙ্গালীদের একটি থিয়েটরও আছে। বহুপূর্ব্বে পেশাবারের প্রবাসী বাঙ্গালিগণ "বঙ্গসাহিত্যসভা" ও "বাঙ্গালা পাঠাগার" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। * শিয়ালকোটের † এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ও রোহতকের ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র বসু মহাশয় এখানকার পুরাতন প্রবাসী। বাবু নন্দলাল দাস বহুদিন রোহতকে এবং লুধিয়ানায় ছিলেন। বাবু জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হিসাব বিভাগের অন্তর্গত সির্সার মিউনিসিপাল বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান ও স্থানীয় হাইস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন এখানে তিনি ৪০ বৎসর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তিনি মিউটিনির অল্পদিন পরেই সুলতানপুরে ডেপুটী কমিশনর অফিসে প্রবেশ করেন। এখান হইতে পরে কমিসেরিয়েটের গোমস্তাস্বরূপ অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমের নানাস্থান ঘুরিয়া পঞ্জাবে আসেন এবং ১ সংখ্যক পঞ্জাব ক্যাভালরী রেজিমেণ্টের রাইটার পদে লাহোর, সিমলা, মুরী, এবটাবাদ, ডেরা ইসমাইল খাঁ, সক্কর, বান্নু প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করেন। অতঃপর ১৮৭৮ অব্দে রোহতক পুলিসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর পদ প্রাপ্ত হইয়া পুলিস অফিসের হেডক্লার্কের কর্ম্ম

† মহাভারতোক্ত রাজা শাব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কাহারও মতে শালিবাহন রাজা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহাম সাহেবের মতে ৪০০ অব্দে কাবুলের ব্রাহ্মণ রাজা শৈগাপতিদেব কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইহার ২০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে "পরশুরামপুর" বর্ত্তমান "পরসরুর।"

* নব্যভারত, ১৩১০।

সম্পাদন করিতে থাকেন। পূর্ব্বে বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল ঐ কর্ম্ম করিতেন। দেশ বৎসর তিনি রোহিতকে থাকিয়া লুধিয়ানায় বদলী হন। ১৮৯৯ অব্দে নন্দবাবু লুধিয়ানা হইতে পেন্সন গ্রহণ করেন। তাঁহার ৪১ বৎসরের চাকরির মধ্যে, কি রাজস্ব বিভাগে, কি সামরিক বিভাগে, কি পুলিসে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া উচ্চ উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পুলিস বিভাগে উত্তরপশ্চিমের ন্যায় পঞ্জাব প্রদেশেও বহু বাঙ্গালী প্রবেশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পঞ্জাবের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিস অফিসের ভূতপূর্ব্ব হেডক্লার্ক বাবু কেদারনাথ ঘোষ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এখানে "Father of the Panjab Police" নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্রগণ, জামাতাগণ, পৌত্রগণ এবং প্রপৌত্রগণ লইয়া ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ পুলিস বিভাগে কেহ ইন্‌স্পেক্টর, কেহ সবইন্‌স্পেক্টর এবং কেহবা কেরাণীর পদে পঞ্জাবের নানা স্থানে কর্ম্ম করিতেছেন।

পঞ্জাবের অন্তর্গত ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটি দেশীয় রাজ্যও আছে। তাহাতে ১৯০১ অব্দের সেন্সস্ গণনার কালে ১৩৯ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই সুকেত, মণ্ডী ও কাংড়ার উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাটিণ্ডা, ভাওয়ালপুর, নাহান্, নাভা ও ফরীদকোট, কোন স্থানই বাঙ্গালীশূন্য নাই। পাতিয়ালায় প্রথম বাঙ্গালী বোধ হয় লাহোরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী। আর একজন লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সংবাদ আমরা জানি। তাঁহার নাম মিস্ মনোরমা বসু। তিনি লাহোর ভিক্টোরিয়া গার্ল্‌স স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি পাতিয়ালা বালিকাবিদ্যালয়ের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। এ রাজ্যের বাঙ্গালী এসিষ্টাণ্ট জেলার, শ্রীযুক্ত এস্, সি মুখোপাধ্যায়। মহারাজার কলেজের প্রিন্সিপালও বাঙ্গালী। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু অটলকৃষ্ণ ঘোষ এম্, এ। ফরীদকোট শিখরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বাঁকুড়ানিবাসী রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত লাহিড়ী। জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রায় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের ন্যায় ফরীদকোটের দেওয়ান বরদাকান্ত বাবু অনন্যসাধারণ সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি বহুদিন পঞ্জাবের নানাস্থানে বিশেষতঃ লাহোর চিফকোর্ট ও লুধিয়ানার জেলা আদালতে ব্যবহারাজীবের কার্য্যে যশোলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ, বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন, রাজনীতিজ্ঞ এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি অধুনা

অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। বার্দ্ধক্যেও তাঁহার জ্ঞানালোচনার বিরাম নাই। তিনি দেওয়ানী কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া এ যাবৎ বারাণসীধামে থাকিয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করিতেছিলেন। সম্প্রতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসংগ্রহ-ব্যপদেশে পশ্চিমোত্তরপ্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের প্রধান প্রধান দেশহিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহার সহযোগিতার নিদর্শন আছে। তিনি পঞ্জাব থিওসফিকাল সোসাইটির প্রাদেশিক সম্পাদক (Provincial Secretory) এবং ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের বিশিষ্ট সভ্য। যখন খালসা কলেজ স্থাপিত হয় তখন ফরীদকোটের রাজা পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহী দেওয়ান বরদাকান্ত বাবু কিন্তু ঐ অকিঞ্চিৎকর দানে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি পরামর্শ দিয়া উক্ত দান দেড় লক্ষ টাকায় পরিণত করিয়াছিলেন। পরহিতব্রতে তিনি আজীবন যেমন মুক্তহস্ত তেমনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এই প্রবীণ বয়সে তিনি যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে ও উৎসাহের সহিত সাহিত্যসেবা এবং সনাতনধর্ম্ম সংরক্ষণে পরিশ্রম করিতেছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

নাভার মহারাণীর শিক্ষয়িত্রীও একজন বঙ্গমহিলা। মহারাজার লিগাল এড-ভাইজার (Legal adviser) শ্রীযুক্ত টি, সি, ঘোষ, বি,এ, বি,এল, মহাশয়। কপূ‍্‍রতলার মহারাজার এডিকং (Aide-de-camp) মিষ্টার আর, চ্যাটার্জ্জী। ফরাসীভাষাভিজ্ঞ কর্ম্মচারীও একজন বাঙ্গালী—মিষ্টার চ্যাটার্জী। এই রাজ্যের প্রধান হিসাবপরীক্ষক (Examiner of accounts) শ্রীযুক্ত এচ, পি, সান্ন্যাল, এম, এ, এল, এল, ডি, পি, এচ, ডি, এফ, আর, সি, এস,। কপূ‍্‍রতলার রাজকুমার প্রিন্স হরনাথ সিং স্বনামখ্যাত ৺গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন। সিরোহীরাজ্যের সহকারী দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী বাবু শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী বি, এ। যুক্তপ্রদেশের উত্তরপশ্চিমস্থ জেলা দেরাদুন। যমুনা নদী তাহার পশ্চিম সীমারেখা। পরপারে পঞ্জাবের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য নাহান বা নাহন। ইহার অপর নাম "দর্দ্দী।" এই রাজ্যের কিয়দংশ এখনও যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। নাহানের শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য একজন বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করা হয়। নাহান সিরমুর রাজ্যের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তথাকার উকীলও একজন বাঙ্গালী বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রাজপুতানা।

পঞ্জাবের দক্ষিণ এবং মধ্যভারত এজেন্সীর উত্তরে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিরাজিত তাহার নাম রাজস্থান বা রাজপুতনা।* ১২৭,৭৫১ বর্গমাইল ইহার পরিসর। ইহাকে পশ্চিম, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলে পশ্চিমাংশ ইংলণ্ড, ওয়েল্স্ ও সুইজারল্যাণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ, পূর্ব্বাংশ পর্ত্তুগাল অপেক্ষাও বৃহৎ এবং দক্ষিণাংশ আয়তনে প্রায় সার্বিয়ার সমতুল্য হয়। ১৯০১ সালের সেন্সস অনুসারে সমগ্র রাজপুতানায় ৯,৭২৩,৩০১ লোকের মধ্যে ৪৭০ জন বাঙ্গালীর (২৫১ পুরুষ ও ২১৯ স্ত্রী) বাস করেন।

প্রবাসের হিসাবে বাঙ্গালীর সংখ্যা ৪৭০ জন স্বীকার্য্য; কিন্তু ষোড়শশতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গালী সময়ে সময়ে রাজপুতানার নানাস্থানে স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, বংশবৃদ্ধি-ক্রমে তাঁহারা এক্ষণে সংখ্যায় অল্প নহেন। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় তাঁহাদেরও বাঙ্গালীত্ব লোপ প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে। সুতরাং আদমসুমারীর বিবরণী-পুস্তকে তাঁহারা বাঙ্গালীর তালিকাভুক্ত হন নাই। সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে জয়পুর রাজ্য কি আয়তনে, কি লোকসংখ্যায়, কি শিক্ষা, সভ্যতা এবং শাসনে সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই

---

* অযোধ্যা হস্তিনাপুর প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশের সন্তান সন্ততিগণ রাজপুত্র বলিয়া আপনাদিগকে অভিহিত করিতেন রাজপুত্র শব্দের অপভ্রংশ রাজপুত। যে ভূমি বা স্থানে রাজপুতগণ পরে বাস করিতে থাকেন তাহা রাজপুতানা নামে অভিহিত। উহা সূর্য্য চন্দ্রবংশীয় আর্য্য রাজাদিগের বাসস্থান বলিয়া 'রাজস্থান' নামেও অভিহিত। রাজার অপভ্রংশ 'রায়' এবংস্থান শব্দের অপভ্রংশ 'থানা'; তাহা হইতে রাজপুতগণ চলিত ভাষায় রাজস্থানকে 'রায় থানা'ও বলিয়া থাকে। ইহার অন্য নাম রাজওয়ারা। কর্ণেল টড্ মহোদয়ের সময় রাজপুতানা অষ্টরাজ্যে বিভক্ত ছিল,—(১) মিবার (উদয়পুর), (২) মারবার (যোধপুর), (৩) অম্বর (জয়পুর), (৪) কোটা (৫) বুন্দী (৬) বিকানীর ও কিষণগড়, (৭) যশল্মীর এবং (৮) মরু প্রদেশ। বর্ত্তমান বিভাগক্রমে কিষণগড় স্বতন্ত্র হইয়া এবং কেরৌলী, ধোলপুর, সিরোহী, ভরতপুর, আলবার, টোঁক, ডুঙ্গরপুর, বোন্‌শ্‌বারা, ঝালাবার, সাম্বুরা ও প্রতাপগড় যুক্ত হইয়া উনবিংশতি রাজ্য লইয়া রাজপুতানা। ইহার উত্তরে ভাওয়ালপুর, ভাট্টিয়ানা, ঝঙ্কর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য; দক্ষিণে সিন্ধিয়া ও হোলকর রাজ্য; পূর্ব্বে গুর্গাও, গোয়ালিয়র প্রভৃতি এবং পশ্চিমে সিন্ধুদেশ।

রাজ্যে বাঙ্গালী প্রবাসের যেমন অতি পুরাতন এবং ধারাবাহিক গৌরবময় ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন আর কোন স্থানের নহে। জয়পুরই তজ্জন্য রাজপুতানা প্রবাসের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। *

জয়পুরের পূর্ব্ব নাম ছিল অম্বর এবং অম্বরের প্রাচীন নাম ছিল ধুন্দর। উক্ত হয়, রামচন্দ্রের পুত্র কুশ হইতে উৎপন্ন কুশাবহকুলের জনৈক প্রতাপশালী রাজা এখানকার এক পাহাড়ে যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন সেই যজ্ঞশৈল ধুন্দ হইতে তৎপ্রদেশের নাম হয় ধুন্দর। অন্যত্র কথিত আছে, রাজা ঢেলোরায় কর্ত্তৃক ৯৬৭ খৃঃ অব্দে ইহার পত্তন হয়। এইস্থান প্রাচীন মীনগণের আদি

---

* সচিত্র রাজস্থানপ্রণেতা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থের ২য় কাণ্ডে জয়পুরাধিপতি মহারাজ রামসিংহের শাসন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"আজকাল অনেক দেশীয় রাজ্যে সুশিক্ষিত বাঙ্গালী লব্ধপ্রবিষ্ঠ হইয়া, সেই সেই রাজ্যের নানাকার্য্যে লিপ্ত হইয়া, দেশীয় রাজগণের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, জয়পুররাজ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালাগণ যেরূপে বদ্ধমূল হইয়া, যেরূপ মহোচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া রাজকার্য্য সমাধা করিতেছেন, অন্য কোন দেশীয় রাজ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সেই মত প্রাবল্য আজিও বিস্তৃত হয় নাই। স্বনামখ্যাত কলিকাতার ৺বাবু রামকমল সেনের পুত্র ৺বাবু হরি-মোহন সেন এই জয়পুর রাজ্যে এই মহারাজা রামসিংহ কর্ত্তৃক পরম সমাদরে এবং মহোচ্চ সম্মানের সহিত প্রথম পরিগৃহীত হয়েন। হরিমোহন বাবুর বংশধরগণ এক্ষণে সেই জয়পুর রাজ্যের নানা পদে নিযুক্ত থাকিয়া, বাঙ্গালা জাতির দক্ষতা এবং যোগ্যতার চূড়ান্ত পরিচয় দান করিতেছেন। মহারাজা রামসিংহ কেবল সেনবংশের প্রতি নহে, শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই প্রতি সবিশেষ তুষ্ট ছিলেন, সেইজন্য অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থও মহারাজের আশ্রয়ে রাজ্যের বিভিন্ন মহোচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই শিক্ষিত বাঙ্গালীবৃন্দের কার্য্যে মহারাজা রামসিংহ এতদূর পরি-তুষ্ট হয়েন যে, রাজ্যের এক এক বিভাগের কর্ত্তৃত্বভারও তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মন্ত্রিসমাজ মধ্যে আসনদান করেন। প্রাইভেট সেক্রেটরী অর্থাৎ গোপনীয় মন্ত্রিপদেও মহারাজ একজন সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করিতে কাতর হয়েন না। সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব কৃতবিদ্য বাবু সংসারচন্দ্র সেন, মহারাজ রামসিংহের গোপনীয় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়া, মহারাজের মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত এরূপ দক্ষতা, বিচক্ষণতা এবং প্রাজ্ঞতার সহিত স্বকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক জয়পুর রাজ্যের মঙ্গলবিধানের সহায়তা করেন যে, বর্ত্তমান মহারাজা তাহাতে পরম প্রীত হইয়া বাবু সংসারচন্দ্র সেনকে স্বীয় গোপনীয় মন্ত্রিপদে সাদরে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সুশিক্ষিত বাবু মতিলাল গুপ্ত সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটরির পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন।" প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছিল—জ্ঞ।

বাসভূমি এবং মীনদিগের কুলদেবতা অম্বাদেবী। কথিত আছে, এই দেবীর স্মরণার্থ তাঁহার নামে অম্বর নগর স্থাপিত হয়। অম্বর নগরকে চলিত কথায় আমের বলা হয়। মহারাজা জয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান রাজধানীর নাম জয়পুর। রাজধানীর নামেই এক্ষণে সমগ্র রাজ্যটী অভিহিত। জয়পুর নগরী প্রাচীন রাজধানী আমের হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্য ১৪,৪৬৫ বর্গমাইল বিস্তৃত, ইহার লোকসংখ্যা ২৮,৩২,২৭৬; পরিসরে জয়পুর প্রায় সুইজার্ল্যাণ্ডের সমতুল্য। প্রাচীন অম্বরেই প্রথমে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৬০৫—১৬১৫ অব্দের মধ্যে জয়পুরাধিপতি মানসিংহের সহিত যশোহরের বাঙ্গালীরাজা প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয়। প্রতাপাদিত্য প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়া দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া করপ্রদানে বিরত হইলে দিল্লীশ্বর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মানসিংহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা ইতিহাসের প্রসিদ্ধ কথা; এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমে মানসিংহকে পরাস্ত এবং চিন্তাকুল হইতে হইয়াছিল, কিন্তু ফলে তাঁহারই জয় হয়। এসম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, প্রতাপাদিত্যের গৃহে তাঁহার রাজলক্ষ্মী অচলা ছিলেন। তাঁহারই কৃপায় প্রতাপাদিত্য অজেয় হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম শিলাদেবী। পুরাকালে মথুরার রাজা কংসের রঙ্গস্থলে একখানি অপূর্ব্ব শিলা ছিল। কংসরাজা দেবকীর গর্ভের সন্তানগুলিকে ঐ শিলায় আছড়াইয়া হত্যা করিতেন। দেবকীর গর্ভে যোগমায়া আসিয়া জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাকেও কংস ঐরূপে হত্যা করিবার কালে শিলাস্পর্শে দেবী অষ্টভুজা হইয়া আকাশপথে অন্তর্ধান হয়েন। প্রতাপাদিত্য যখন মথুরায় আগমন করেন * তখন এই শিলার মাহাত্ম্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলে তিনি তাহাতে অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়া যান্ এবং তাঁহার বরে অজেয় হইয়া গৌড়নগরের যশ হরণ করিয়া যশোহর নামে আপনার নূতন রাজ্য স্থাপিত করেন এবং

* সম্রাট আকবর সাহের রাজত্বকালে প্রতাপাদিত্য তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক মোগল সম্রাটের প্রতাপ, ঐশ্বর্য্য, সামরিক শক্তি প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন এবং রাজনীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য দিল্লী ও আগ্রায় প্রেরিত হন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মথুরা হইয়া আসিয়াছিলেন।

স্বীয় প্রাসাদে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কোন কারণে শিলাদেবীর বিরাগ-ভাজন হইলে প্রতাপাদিত্য মানসিংহের হস্তে পরাজিত হন; এবং মানসিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিলাদেবীকে জয়পুরে লইয়া গিয়া অম্বর সহরে বা আমেরের একটী পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে দেবীর সন্তোষার্থ তাঁহার সম্মুখে ছাগ, মহিষ এবং নরবলি দেওয়া হইত। কথিত আছে, তাহাতে দেবী প্রসন্না হইয়া মহারাজ মানসিংহ এবং জগৎসিংহকে দর্শন দিতেন। কিন্তু মহারাজ জয়সিংহ নরবলি রহিত করিয়া দিলে দেবী রুষ্টা হইয়া মুখ ফিরাইয়া লয়েন। এখনও তাঁহার মুখ বামে ফিরান আছে। মানসিংহ শিলাদেবীকে যখন জয়পুরে লইয়া যান, তখন তাঁহার সেবা ও পূজার জন্য দশ ঘর বৈদিক শ্রেণীর বাঙ্গালী পূজারী লইয়া যান। জয়পুরে মহারাজের কলেজের ভূতপূর্ব্ব ভাইস প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ, মহাশয় আমের ভ্রমণকালে তাঁহার দিনলিপিতে লিখিয়াছিলেন :—

"শিলাদেবীর একজন পূজারীর কাছে * * শুনিলাম—তাঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ ২০ ঘর আছেন, কয়েকঘর আমেরে এবং কয়েকঘর জয়পুরে। মাথাগুণতি শতাবধি পুরে না। ইঁহারা বৈদিক শ্রেণী, প্রথম যিনি বাঙ্গালা হইতে আসেন তাঁহার নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম কমলাকান্তের পুত্রদের মধ্যে একজন। ইঁহাদের সহিত বাঙ্গালার বৈদিক শ্রেণীয়গণের বৈবাহিক সম্বন্ধ অনেক দিন হইতেই প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান পূজকের পিতামহের সময় নদীয়া শান্তিপুরের নিকট হইতে চারিটি বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণকন্যা এইখানে পরিণীতা হন। আরও বর্ত্তমান পূজকের ভ্রাতা কাশীধামের নিকটস্থ সোমনাথ ভট্টাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের দুই সন্তান হইয়াছে এবং তিনি রীতিমত বাঙ্গালা কথা কহিতে পারেন। ইঁহাদিগের স্ত্রীলোকদিগের ভিতর ঘাঘরা ও কাঁচুলির প্রথা নাই, সেই বাঙ্গালী সাড়ীর চলন আছে। ইঁহারা বামাচারী।" *

রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের রাজলক্ষ্মী যশোহরেশ্বরী শিলাদেবীকে যশোহর হইতে আনিয়াছিলেন ইহাই প্রসিদ্ধ কিন্তু মাড়ওয়ারী ভাষায় লিখিত একখানি

* এই দিনলিপির তারিখ ২১শে আগষ্ট ১৮৯০। "শ্রীশ্রীশিলাদেবী সহায়" বলিয়া ইহার আরম্ভ করা হইয়াছে।

বংশতালিকায় লিখিত আছে যে রাজা মানসিংহ পরতাপদীপকে (প্রতাপাদিত্য) জয় করিয়া কেদার কায়েতের (বারভুঁইয়ার অন্যতম জমিদার স্বনামখ্যাত কেদার রায়) রাজ্যে উপনীত হন। তাঁহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। শিলামাতার বরে কেদাররাজা অজেয় ছিলেন। রাজা মানসিংহ শিলামাতার প্রসন্নতা লাভ করেন। কেদার রাজা এই সময় স্বীয় আচরণে শিলামাতার বিরাগভাজন হইলে মানসিংহ ঐ রাজাকে পরাজিত করেন। কিন্তু পরে তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং এই নববধূসহ শিলামাতাকে জয়পুরে আনয়ন করেন। ঐ তালিকায় উক্ত হইয়াছে, মানসিংহ ১৬১৪ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার ২০ জন মহিষী সহমরণে যান। তন্মধ্যে "মহলরাজকী বেটি রাণী বাঙ্গালনী পরাভাবতী" (প্রভাবতী) অন্যতমা।* ইহাতে কেদাররায়ের কন্যার (কেদারকায়তকী বেটী) নাম উল্লিখিত হয় নাই এবং মানসিংহের

---

* (১) "পাছে উঠীনে কেদার কায়তকো রাজ ছো * * সে সিলামাতা ছী সো মাতাকা প্রতাপ-সে উন্হে কোইভী জীৎতা নহী। * * রাজা মানসিংঘজী উঁকী বেটী মাঁগী। * * রাজা কেদার দেনী করী। * * অওর মাতা নেঁলে আয়া। অওরা বংগাল্যা নেঁ পূজন সোঁপো * *।" এই বিষয়ই "ইতিহাস রাজস্থান" গ্রন্থে চারণদিগের উক্তি অনুসারে লিখিত আছে "প্রতাপাদিত্যকো জীৎকর্ রাজা কেদারকো রাজ্যপর চঢ়াই কী। বহ জাতিকা কায়স্থ থা, ঔর সল্লামাতা নামী দেবী উস্‌কে ইহাঁ থী। মানসীংহজী-কী লড়াইকে সমাচার সুন্‌কর্ কেদার নৌকামে বৈঠ কর্ সমুদ্র-কী ওর ভগ্‌গয়া ঔর মন্ত্রী-সে কহ গয়া কি যদি হো-সকে তো মেরী পুত্রী মানসিংহজী-কো দে কর্ সন্ধি কর্ লেনা। মন্ত্রী-নে ঐসা হী কিয়া। মানসিংহজী * * উস্কা রাজ্য পীছা দে দিয়া, ঔর সল্লাদেবী-কো আম্বের লে আয়ে।" অর্থাৎ (১) পশ্চাৎ ঐ স্থানে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল * * উঁহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই মাতার প্রতাপে কেহই উঁহাকে জয় করিতে পারিত না * * মানসিংহ উঁহার কন্যার পাণি প্রার্থনা করেন * * রাজা কেদার (কন্যা) দান করেন। * * আর মাতাকে লইয়া আসেন এবং বাঙ্গালীদের হস্তে পূজার ভার সমর্পণ করেন। (২) প্রতাপাদিত্যকে জয় করিয়া রাজা কেদারের রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলের আর সল্লামাতা (শিলামাতা) নাম্নী দেবী তাঁহার ওখানে ছিলেন * * মানসিংহের যুদ্ধসমাচার শুনিয়া কেদার নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রের দিকে পলাইয়া যান এবং মন্ত্রীকে বলিয়া যান যে যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে মানসিংহকে আমার কন্যা সম্প্রদান করিয়া সন্ধি করিয়া লইবে। মন্ত্রী সেইরূপই করিয়াছিলেন * * মানসিংহজী * * তাঁহাব রাজ্য হইতে প্রস্থান করেন এবং সল্লাদেবীকে আমেরে লইয়া আসেন।

মহলরাজের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করিবার উল্লেখও বঙ্গবিজয়ের ইতিহাসে উক্ত হয় নাই। কোন বাঙ্গালী রাজার নামও মহলরাজ বলিয়া পাওয়া যায়না। সুতরাং কেদাররায়কে মহলরাজ বলা হইয়াছে কি না সন্দেহ। সে যাহাই হউক আমরা দেখিতে পাইতেছি জয়পুরে উপনিবেশের প্রারম্ভেই বাঙ্গালীরা একজন বঙ্গনারীকে সেখানকার রাজমহিষীর গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করিতে দেখিয়াছিলেন। রাণী প্রভাবতী যদি কেদাররায়ের কন্যা না হন তাহা হইলে অম্বররাজ মানসিংহের দুইজন বাঙ্গালী রাণী ছিলেন।

শিলাদেবীর পুরোহিত রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সাতটী কন্যা ছিলেন। রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার সহোদর রামনারায়ণ বঙ্গদেশ হইতে আনীত হইয়া রত্নগর্ভের দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং জয়পুরেই স্থায়ী হন। রাজেন্দ্রের পুত্র সন্তোষরাম ওরফে শান্তেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহারাজা সওয়াই জয়সিংহের নিকট ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ৫১ বিঘা পরিমাণ ভূসম্পত্তি উদকদান * প্রাপ্ত হন। ১৭১৫ অব্দে সন্তোষরাম পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র বিদ্যাধর ঐ জমীদারীর উত্তরাধিকারী হন। † বিদ্যাধরের মাতুল কৃষ্ণরাম ওরফে কিষণরাম সে সময় মহারাজা জয়সিংহের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একদিন অম্বরে রাজা জয়সিংহ দেওয়ান

শিলাদেবীকে মানসিংহ যে প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কেহই বলিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন অম্বরে প্রতিষ্ঠিতা শিলা বা সল্লাদেবী যশোহরেশ্বরী নহেন। ঐতিহাসিক নজীর দুই পক্ষেই বিদ্যমান সুতরাং মীমাংসায় গোল আছে। ৬১ বৎসর পূর্ব্বে ৮ যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় মথুরায় প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক কংস রাজের রঙ্গস্থলে রক্ষিত শিলায় নির্ম্মিত অষ্টভুজা মূর্ত্তি স্বরাজ্যে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার কিম্বদন্তী শুনিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু জনশ্রুতি অপেক্ষা মাড়বারী ভাষায় লিখিত রাজবংশাবলী ও ইতিহাস রাজস্থান অধিক প্রামাণ্য।—জ্ঞ।

* গঙ্গোদক লইয়া সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করাকে উদকদান বলে। সন্তোষরাম যে ৫১ বিঘা ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন তাহার মধ্যে ১২ বিঘা সাহন কোটরা এবং ৩৯ বিঘা সাকড়ী।

† বিদ্যাধর পৈতৃক জমীদারীর পাট্টা রাজা ঈশ্বর সিংহের নিকট হইতে ১৭৭২ সম্বতে নূতন করিয়া প্রাপ্ত হন। পাট্টায় লিখিত আছে,—

"সাঁধী শ্রীরাওজী শ্রীমুকুন্দ সংঘজী বচনাৎ দয়ারাম গোলাবচন্দ্, ওসেয়াল পুণ্য উদক সন্তোষরাম চক্রবর্ত্তীনে দীনীছে বিঘা ৫১ মিতি ফাগণ বুদি ৮ সম্বৎ ১৭০৬ মে দীনীছে ও ত কালবস্ হোগিয়ে। উস্‌কা বেটা বিদ্যাধরান ধরতী বিঘা ৫১ দিজ্যে। তপসীল উজল ১৭৭২ সম্বৎ সাবন বুদি ১৪।"

কিষণরামের সহিত মতিমহল নামে নূতন একটী প্রাসাদের নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন করিবার কালে ছাদে উঠিবার পথ না পাইয়া মিস্ত্রীদিগকে একটী সিঁড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। কিন্তু তাহারা সকলেই একবাক্যে বলে যে সিঁড়ী হইবার কোন উপায় নাই। বালক বিদ্যাধর তখন মাতুল কিষণরামের সঙ্গে ছিলেন। তিনি মিস্ত্রীদের কথা শুনিয়া মাতুলকে বলেন যে পাঁচসের মোম পাইলে তিনি বলিয়া দিতে পারেন যে ঐ প্রাসাদে সিঁড়ী করা যাইতে পারে কি না। রাজা দেওয়ানের মুখে বালকের এই কথা শুনিয়া কৌতূহলবশে তাঁহাকে পাঁচসের মোম দিবার আদেশ দিলেন। বিদ্যাধর গৃহে ফিরিয়া সেই মোমে মতিমহলের অনুরূপ বাড়ী তৈয়ার করিয়া তাহার নিম্নতল হইতে দ্বিতল ভেদ করিয়া ছাদপর্য্যন্ত একটী পেঁচওয়া সিঁড়ী (Spiral) সংযোজিত করত রাজাকে দেখাইলেন। রাজা সিঁড়ীর কৌশল বুঝিতে না পারিলে বিদ্যাধর ছাদ হইতে জল ঢালিয়া দেখাইয়া দিলেন যে ছাদের জল সিঁড়ী বাহিয়া নিম্নতলে পড়িতেছে। গুণগ্রাহী মহারাজা এই বালকের অদ্ভুত শিল্প কৌশল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। রাজানুগ্রহে বিদ্যাধরের সুশিক্ষালাভের সুবিধা হইল এবং তিনি অল্পকালেই গণিত, জ্যোতিষ, পূর্ত্তবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। তিনি বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে রাজা প্রজা সকলেরই প্রীতি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া অম্বরাধিপতি সওয়াই জয়সিংহ তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

কর্ণেল টড্ তাঁহার রাজস্থান নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে অম্বররাজের বাঙ্গালী মন্ত্রী বিদ্যাধরের উল্লেখ এবং তাঁহার বিবিধ গুণগান করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকের কয়েকখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ৩২ বৎসর পূর্ব্বে চারুবার্ত্তার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থের ২য় ভাগে ১৭১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন,—

"ব্রাহ্মণকুলপুঙ্গব পণ্ডিতবর বিদ্যাধর বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন। কি জ্যোতিস্তত্ত্ব, কি ভূতত্ত্ব, কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি স্মৃতিশাস্ত্র, কি পুরাণতত্ত্ব, সকল বিষয়েই বিদ্যাধর পারদর্শী ছিলেন। যে জয়পুর নগর আজি শোভা সৌন্দর্য্যে ভারতের একটী শ্রেষ্ঠ

মনোহর নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার আদর্শ মহানুভব বিদ্যাধরই আঁকিয়া দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই মহাপুরুষের জীবনী দুর্লভ।”

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময় ইংরেজী রাজস্থানের আমুল অনুবাদ প্রকাণ্ড দুইখণ্ডে বাহির করেন। উপস্থিত ঐ পুস্তক আমার নিকটে না থাকায় বিদ্যাধরের জীবনী সম্বন্ধে তিনি কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন কি না বলিতে পারিলাম না। উক্ত গ্রন্থখানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। ইহার ১২ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩০২ বঙ্গাব্দে গোপালশাস্ত্রী স্বাক্ষরিত “বিদেশী বাঙ্গালী” শীর্ষক একটী প্রবন্ধে বিদ্যাধরের জীবনী সম্বন্ধীয় বহু তথ্য সহ অনেক আজগুবি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার সাত বৎসর পরে, আজ ১২ বৎসর হইল জয়পুরপ্রবাসী স্বর্গীয় মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাধরের প্রপৌত্রের পৌত্র সূরজ্‌বক্স মহাশয়ের নিকট হইতে প্রকৃত ও বিস্তৃত জীবনী সংগ্রহ করিয়া এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন। তাহার পর বৎসর ঐ প্রবন্ধ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিদ্যাধরের প্রতিকৃতিসহ প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার জন্য আমায় পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তখন সমগ্র রাজস্থানের বাঙ্গালী উপনিবেশের তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় উহা তৎকালে প্রকাশিত না হওয়ায় পরবৎসর অর্থাৎ ১৩১১ বঙ্গাব্দে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর হইতে আমরা প্রবাসীতে দেশীয় রাজ্যে বাঙ্গালী উপনিবেশের ইতিহাস প্রকাশ করিতে থাকি। সেই প্রসঙ্গে আমরা জয়পুরের প্রধান প্রধান কয়েকজন বাঙ্গালীর জীবনী সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। এক্ষণে ৺ মেঘনাথ বাবুর স্বহস্তলিখিত অপ্রকাশিত কাগজপত্র হইতে এবং স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুরের পিতা ৺ যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কর্ত্তৃক ৬ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত তাঁহার দিনলিপি হইতে প্রাপ্ত শিলাদেবী এবং বিদ্যাধরের পূর্ব্বপুরুষ ও বাঙ্গালী উপনিবেশ সম্বন্ধে দুই একটী নূতন তথ্য সাধারণের গোচর করিলাম।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বিদ্যাধর স্বীয় প্রতিভার বলে জয়পুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান সুদৃশ্য নগরী জয়পুর, যাহা সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মাণপারিপাট্যে জগতের সকল ভ্রমণকারীদিগের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র সুব্যবস্থিত নগরী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহার পত্তন ও নির্ম্মাণকৌশলের গৌরব বাঙ্গালী বিদ্যাধরেরই প্রাপ্য।

এই নগরী ১৭২৮ খৃঃঅব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কর্ণেল টড্ তাঁহার রাজস্থানে লিখিয়াছেন "বিদ্যাধর একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, সুপণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। অম্বরের বর্ত্তমান সহর জয়পুর তাঁহারই নক্সা অনুযায়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা ড্রামষ্টাড্ সহরের মত সুশৃঙ্খলাবদ্ধ।" * অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র জয়পুরনগরই সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ম্মিত। ইহার পথগুলি পরস্পর সমদ্বিখণ্ডিত ভাবে ও সমকোণ করিয়া অবস্থিত। ইহার আদর্শ প্রস্তুতকরণ ও নির্ম্মাণ বিষয়ে গুণপনা বা কৃতিত্বের ভাগী বাঙ্গালী বিদ্যাধর।" †

রাজা জয়সিংহ স্বয়ং জ্যোতিষবিদ্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন; তিনি বিদ্যাধরের ন্যায় একজন বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতকে মন্ত্রীরূপে পাইয়া রাজ্যের প্রভূত হিতসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনিই মুসলমান সম্রাটদিগের কলঙ্কস্বরূপ ঘৃণিত 'জিজিয়া' নামক কর বহু চেষ্টায় রহিত করিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রচারের জন্য এবং গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি ও আকার নিরূপণ করিবার জন্য দিল্লী, জয়পুর উজ্জয়িনী, কাশী ও মথুরায় এক একটী গ্রহদর্শনযন্ত্রাগার বা মানমন্দির (Observatory) স্থাপিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জয়পুরের যন্ত্রাগারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদশাহ তাঁহাকে তদানীন্তন পঞ্জিকা সংশোধন করিবার ভারপ্রদান করিলে তিনি প্রথমে সমরখন্দের তুরস্কপণ্ডিত বিখ্যাত রাজজ্যোতির্ব্বিদ্ উলুক বেগের যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া তাহাতে সুফল না পাওয়ায় স্বয়ং বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন এবং সাতবৎসর গ্রহাদির গতি নির্ণয় ও গণনা দ্বারা একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি পর্ত্তুগীজ জ্যোতির্ব্বিদ প্রসিদ্ধ ডি-লা-হায়ারের যন্ত্রে ও গণনায় ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার গণনা পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সেই সকল পণ্ডিতের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত খোদিল এবং

---

* "Vidyadhar was a Brahmin of Bengal, a scholar and a man of science. The plan of the modern city of Amber named Jeypur, was his; a city as regular as Dramstadt,"—Rajasthan, Vol. II, P. 105, S K Lahiri's Edn.

† "Jaipur is the only city in India built upon a regular plan with streets bisecting each other at right angles. The merit of the design and execution is assigned to Vidyadhar, a native of Bengal,"—Ditto, P. 344.

ডাক্তার হাণ্টার অন্যতম। রাজা জয়সিংহ একখানি গণনাপুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল কার্য্যে মন্ত্রী বিদ্যাধর তাঁহার অদ্বিতীয় সহায় ছিলেন। এমন কি রাজবংশাবলীর তালিকা প্রণয়নেও বিদ্যাধর মহারাজার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে মহামতী কর্ণেল টড্ তাঁহার রাজস্থানে লিখিয়াছিলেন ;— *

"এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে প্রকাশিত রাজবংশাবলীর বিস্তীর্ণ তালিকা প্রণয়নে বিদ্যাধর রাজার সহযোগী ছিলেন।" "বিদ্যাধর একজন বাঙ্গালী এবং কি বৈজ্ঞানিক, কি জ্যোতিষিক, কি ঐতিহাসিক, যাবতীয় কার্য্যেই তিনি রাজার সহযোগী ছিলেন।" "বিদ্যাধর তাঁহার (রাজার) জ্যোতিষের কার্য্য-কলাপের একজন প্রধান সহযোগী।" "জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রাগার" নামক পুস্তকপ্রণেতা রাজইঞ্জিনিয়ার গ্যারেট মহোদয় লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালী বিদ্যাধর তাঁহার আর একজন সহযোগী ছিলেন, এবং তিনিই মহারাজের জ্যোতিষিক ও ঐতিহাসিক গবেষণাকার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছিলেন।" † বিদ্যাধরের রাজনৈতিক প্রতিভা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। সংক্ষেপে তাহার দুই একটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজস্থানের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যোধপুরপতি একবার বিকানীর আক্রমণ করিলে বিপন্ন বিকানীরপতি, অম্বররাজ জয়সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু মহারাজার নিকট উপস্থিত হওয়াই দুর্ঘট হইয়া পড়ে। যোধপুরের বিরুদ্ধে সাহায্য দান করায় কি মন্ত্রীদল কি সর্দ্দারগণ কাহারও সম্মতি ছিল না। একমাত্র বাঙ্গালী মন্ত্রী বিদ্যাধর শরণাগতকে রক্ষা করিবার জন্য রাজাকে উৎসাহিত করেন। দূতের ইচ্ছা ছিল মহারাজের সহিত

---

* "He was also the joint-compiler of the celebrated geneological tables which appear in the first volume of this work." "Vidyadhar, a native of Bengal, one of the most eminent coadjutors of the prince in all his scientific pursuits both astronomical and historical." "Vidyadhar one of his chief coadjutors in his astronomical pursuits."—Rajasthan, Vol. II. pp. 105, 344. 354.

† "Vidyadhar, a Bengali, was another of his coadjutors, and he appears to have been of the greatest help to the Maharaja in both his astronomical and historical researches."

স্বর্গীয় বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য ও তৎপুত্র মুরলীধর।

(পৃষ্ঠা ৪৫২)

নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। বিদ্যাধরের সহিত এই রাজদূতের পরম মিত্রতা ছিল, সুতরাং তাঁহারই সাহায্যে দূত সফলমনোরথ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে টড্ মহোদয় লিখিয়াছেন—

"But the envoy had a friend in the famous Vidyadhar, the Chief Civil Minister of the State, through whose means he obtained permission to make a verbal report standing."

বলা বাহুল্য যোধপুরের কবল হইতে বিকানীর রক্ষা পাইয়াছিল। আর এক সময় একটী ঘটনা হয়; যোধপুরের রাজা অভয়সিংহ তাঁহার ভগ্নীপতি অম্বররাজ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া জয়পুরে আগমন করেন। এবং জয়পুরের অন্তর্গত "নারাণা" নামক পরগণা প্রার্থনা করেন। জয়সিংহ আমোদের মত্ততায় ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া তাহাতে স্বীকার পান। ঐ পরগণায় যে তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ নাগা সৈন্যদল বাস করে তাহা তাঁহার মনেও হয় নাই। কিন্তু তীক্ষ্ণধী বিদ্যাধর বুঝিয়াছিলেন নারাণা কোন মতেই হস্তান্তর করা যাইতে পারে না। তজ্জন্য তিনি দানপত্রে রাজকীয় মোহর অঙ্কিত করিয়া দিতে বিলম্ব করেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোহর না করিলে দানসিদ্ধ হয় না। সুতরাং কয়েক মাস পরে কোন কার্য্য উপলক্ষে রাজা যোধপুরে গমন করিলে অভয়সিংহ অম্বররাজের নিকট বিদ্যাধরের দীর্ঘসূত্রতা সম্বন্ধে অনুযোগ করেন। স্বরাজ্যে ফিরিয়া জয়সিংহ বিদ্যাধরকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নারাণার গুরুত্ব এবং তাহার অভাবে রাজ্যের ক্ষতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। রাজা তখন বিষম চিন্তাযুক্ত হন এবং ঐ পরগণা রক্ষা করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। দূরদর্শী বিদ্যাধর বলেন নারাণার সমতুল্য বিষণগড় নামে যোধপুরের এক সম্প্রদায় সেনানিবাসবহুল পরগণা আছে; সুতরাং নারাণার বিনিময়ে আপনি অভয়সিংহের নিকট বিষণগড় প্রার্থনা করুন; তাহাতেই ফল হইবে, কারণ যোধপুরপতি বিষণগড় কোন ক্রমেই ছাড়িতে পারিবেন না এবং বাধ্য হইয়া নারাণার আশা পরিত্যাগ করিবেন। ফলে তাহাই হইয়াছিল।

জয়সিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরীসিংহকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া পরলোক গমন করেন। কিন্তু যে সর্ত্তে তিনি উদয়পুরের রাণার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন

তাহাতে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র এবং রাণার দৌহিত্র মাধবসিংহেরই রাজ্য পাইবার কথা। ইহার পরিণামে রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। বিদ্যাধর ইহার অনতিকাল পূর্ব্ব হইতে বার্দ্ধক্যবশতঃ ঈশ্বরীসিংহের মন্ত্রীত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহকারী হরগোবিন্দ নাটানী মন্ত্রী হন। হরগোবিন্দ ভিতরে ভিতরে গুপ্তবন্ধু মাধবসিংহের পক্ষে ছিলেন এবং ঈশ্বরীসিংহের সর্ব্বনাশ সাধনে যত্নপর ছিলেন, বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই। উদয়পুরের রাণা মল্‌হর রাও হোলকারকে সহায় করিয়া, যখন জয়পুর আক্রমণ করেন তখন জয়পুরের প্রধান সেনাপতি কেশবদাস তাঁহাদের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। যখন কেশবদাস ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত এমন সময় বিশ্বাসঘাতক হরগোবিন্দের কৌশলে রাজা তাঁহার প্রতি সন্দেহযুক্ত হন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে বিরত করিয়া স্বহস্তে বিষের পাত্র দিয়া তাহা পান করিতে বলেন। কেশবদাস সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং বিষপান করিবার কালে বলিলেম "যাহার ষড়যন্ত্রে আমায় অবিশ্বাস করিয়া বিনষ্ট করিলেন তাহারই জন্য আপনারও এইরূপ পরিণাম হইবে।" শত্রুসৈন্য যখন সহরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত, ঈশ্বরীসিংহ হরগোবিন্দকে বলেন—"তুমি যে বলিয়াছিলে ফৌজ আমার পকেটের মধ্যে আছে, কৈ সে ফৌজ, আর কবে বাহির করিবে?" হরগোবিন্দ হাসিয়া বলিল "মহারাজ! আমার পকেট ফাটিয়া গিয়াছে।" হরগোবিন্দই যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে রাজা তাহা এখন বুঝিয়া আসন্ন অপমান ও পরাজয়ের ভয়ে স্বয়ং বিষপানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। সহসা তাঁহার মৃত্যুতে রাণীগণ মহাশোকাকুল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া চিরবিশ্বস্ত বৃদ্ধমন্ত্রী বিদ্যাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন মুহূর্ত্ত বিলম্বেরও অবসর ছিল না, সুতরাং শিবিকার অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে ঝুড়ি করিয়া রাজান্তঃপুরে আনা হইল। বিদ্যাধর সমস্ত অবগত হইয়া রাণীদিগকে রাজার মৃত্যু অন্ততঃ একদিনও গোপন রাখিয়া ক্রন্দনাদি সম্বরণ করিতে বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরমমিত্র ঝালাইএর সর্দ্দার ঠাকুর কুশলসিংহকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিলেন। অতঃপর হরগোবিন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন "হরগোবিন্দ তুমি যৌবনমত্ত রাজাকে বিনাশ করিয়া বেশ কাজ করিয়াছ, কিন্তু এখন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাহাতে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয় তাহার আয়োজন কর।" এই কথা শুনিয়া হরগোবিন্দ সময়োচিত আয়োজনে প্রবৃত্ত

হইয়া কোন দ্রব্য আনিবার প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি যেমন একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল অমনি বিদ্যাধর ও কুশলসিংহ গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া তাহাতে তালা লাগাইয়া দিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতককে এইরূপে বন্দী করিয়া জয়পুর উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিলেন এবং উভয়ে দূত হইয়া গিয়া রাণাকে বাক্‌কৌশলে মুগ্ধ করিয়া এবং তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া মহারাজা ঈশ্বরীসিংহের সাক্ষাতে সমস্ত স্থির করিবার জন্য তাঁহাকে ৫০ জন অশ্বারোহী সহ প্রাসাদে আনয়ন করিলেন। এদিকে পূর্ব্ব হইতে রাণার প্রবেশপথ সাঙ্গাণীর দরওয়াজা হইতে প্রাসাদদ্বার পর্য্যন্ত ৫টী ঘাটি সুশিক্ষিত সৈন্যদ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত রাখা হইয়াছিল। রাণা ঐ পথে প্রবেশ করিলে প্রতি ঘাটিতে দশজন করিয়া অশ্বারোহীকে আটক করা হইলে রাণা জগৎসিংহ একাকী প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হন এবং বিদ্যাধরের প্রস্তাবমত সন্ধি সাক্ষর করিতে বাধ্য হন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে রাণা তাঁহার সৈন্যগণ লইয়া নগর পরিত্যাগ করেন ও মাধবসিংহ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে এইরূপে এক বাঙ্গালীর রাজনৈতিক কৌশলে মাধবসিংহ বিনা রক্তপাতে রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হন। মাধবসিংহ বিদ্যাধরকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অনুরোধ করেন কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃও বটে এবং রাজবন্ধু হরগোবিন্দের সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্যও তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। প্রধান মন্ত্রী হরগোবিন্দের কুপরামর্শে অথবা যে কারণেই হউক মাধবসিংহ ক্রমে বিদ্যাধরের উপর রুষ্ট হইয়া ঐশ্বর্য্যক্ষমতা খর্ব্ব করিবার মানসে তাঁহাকে নির্য্যাতিত করেন।

বিদ্যাধরের তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ মুরলীধর, মধ্যম গঙ্গাধর, এবং কনিষ্ঠপুত্র গজাধর (গদাধর); প্রথমকন্যা মায়াদেবী এবং দ্বিতীয়া কামিয়া দেবী। গঙ্গাধর নিঃসন্তান ছিলেন। মুরলীধরের ও গজাধরের পুত্র পৌত্রাদিতে বংশবিস্তৃত হইয়াছিল। * এই বংশতালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে বাঙ্গালী শান্তেন্দ্র

---

* মুরলীধর হইতে—লছমীধর—বংশীধর—শিওবক্স্—শূরজ (এক্ষণে বয়স ৪৫)। গজাধর হইতে—শ্রীধর, ধরণীধর, মহীধর, (ইনিই লছমীধরের পোষ্যপুত্র)। শ্রীধর হইতে—গিরিধর, চিমণধর, প্রেমধর।

গিরিধর হইতে বিষণলাল এবং প্রেমধর হইতে—মায়ারাম—শিবরাম। মুরলীধর মহারাজের ফরাসখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং গজাধর সম্বরের নাজিম ছিলেন।

চক্রবর্ত্তী হইতে ধীরে ধীরে নামগুলি কিরূপ মাড়বারী আকার ধারণ করিয়াছে। নামের ন্যায় পোষাকপরিচ্ছদ আকৃতি প্রকৃতিতেও পরিবর্ত্তন বড় অল্প হয় নাই। পরে সে সকল আলোচিত হইবে। এই চক্রবর্ত্তী গোষ্ঠী জয়পুরে অট্টালিকা দেবালয় ভূসম্পত্তি প্রভৃতিতেও প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন। জয়পুরের বিশ্বেশ্বর কী চৌকুড়ী নামক মহল্লায় এবং পুরাতন অম্বরে বিদ্যাধরের কয়েকখানি বৃহৎ অট্টালিকা ঘাটপর্ব্বতসানুতে তাঁহার সুবৃহৎ উদ্যান, সাহন-কোঠরা ও সাচরীর জমীদারী, বিদ্যাধরের পুত্রগণকে প্রদত্ত বিজাপুর গ্রাম প্রভৃতি সম্পত্তি তাঁহাদেরই ছিল। বর্ত্তমান জয়পুরে "বিদ্যাধরজীকী গলি" নামে যে পথ বিদ্যমান আছে উহা বাঙ্গালী বিদ্যাধরের নাম এখনও জাগরুক রাখিয়াছে। ঐ পথের পশ্চিমদিকে বিদ্যাধরের আবাসবাটী ছিল। অম্বর সহরে বিদ্যাধরের কন্যা মায়াদেবীর প্রতিষ্ঠিত আমের মহাদেব ও মন্দির, জয়পুরে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত তারকেশ্বর মহাদেব ও "বকানকে কুয়েকা মহাদেব" নামক শিব ও শিবমন্দির আজিও বিদ্যমান আছে। হরগোবিন্দের ঈর্ষাবশে বিদ্যাধরের উপর রাজরোষ পতিত হইলে তিনি স্বীয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন এবং তাঁহার পুত্র মুরলীধর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একখানি অর্দ্ধসমাপ্ত বাড়ীতে সপরিবারে বাস করিতে বাধ্য হন।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাধরই অম্বররাজ্যে বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত করেন এবং রাজপুতনায় বাঙ্গালী উপনিবেশ সুদৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত করেন। বিদ্যাধরের বংশজ সন্তানগণ ব্যতীত তাঁহার কোন কোন আত্মীয় তাঁহারই সময় জয়পুরে আগমন করেন। তন্মধ্যে তন্ত্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিহর চক্রবর্ত্তী অন্যতম। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিদ্যাধর বঙ্গদেশ হইতে উপযুক্ত পাত্র আনাইয়া স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিদ্যাধর ১৮০৮ সংবতে মাধবসিংহের রাজত্বকালে পরলোক গমন করেন। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য হইতে বিদ্যাধরের পুত্রগণ পর্য্যন্ত শিলাদেবীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চ্চা ছিল। মেঘনাথ বাবু লিখিয়াছেন—"কোন কোন বাটীতে ৩০০ বৎসরের পুরাতন হস্তলিপিতে বঙ্গীয় অক্ষরের ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথির পাতা দেখিতে পাওয়া যায়। রত্নগর্ভের সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত এই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালা অক্ষরেই লেখাপড়া করিতেন। পরে কালবশে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা ছাড়িয়া দেন, তন্ত্রশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও পূজাপদ্ধতির পুঁথিগুলি হিন্দী অক্ষরেই লিখিতে আরম্ভ করেন। সাজসজ্জা সম্পূর্ণই হিন্দুস্থানী হইয়া যায়। কিন্তু পূজাপদ্ধতি আজিও

বঙ্গীয় রীতি অনুসারে চলিতেছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী নামেই নামকরণ করার প্রচলন ছিল, কিন্তু দুই তিন পুরুষ হইতে হিন্দুস্থানী নাম রাখা আরম্ভ হইয়াছে, যথা—শিওবক্স, রামবক্স, ইত্যাদি। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্বশ্রেণীর মধ্যে আছে; তবে বাঙ্গালীর সঙ্গে সম্বন্ধ দুর্ঘট হওয়ায় অনেক দিন হইতে তাহা স্থগিত রহিয়াছে।”

শিলাদেবীর শাক্ত পুরোহিতগণ জয়পুরে আসিবার অর্দ্ধশতাব্দী পরে বৃন্দাবন হইতে গোস্বামীগণ আসিয়া জয়পুরে উপনিবিষ্ট হন। পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে চৈতন্যদেবের উপাসক গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্রজমণ্ডলে আগমন করেন এবং বৃন্দাবনধামে উপনিবিষ্ট হইয়া এখানকার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে ব্যাপৃত হন। ব্রজখণ্ডে শ্রীসম্প্রদায়, বল্লভী, নিম্বার্ক, মাধ্বাচার্য্য, রাধাবল্লভী, হরিব্যাসী প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাধান্যই সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর ভক্তিভাব দেখিয়া এতদঞ্চলবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভক্তমালকার নাভাজী সেই ভক্তিভাব ও ভগবৎপ্রেম সম্যক বর্ণন করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন “যো ভাব ঔর প্রেম উস্ দেশকে রহনেবালোঁ-কা শ্রীবৃন্দাবনমে দেখা, লিখা নহী যা সক্তা।” কথিত আছে ইহাঁরা বৃন্দাবনে আসিয়া এখানকার অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবীর মন্দির সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মাণ করেন। সে মন্দির মুসলমান-অত্যাচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্রজবাসীরা বলেন সে মন্দির বর্ত্তমান রাসমণ্ডলের সন্নিহিত সেবাকুঞ্জের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্রাট আকবরের শান্তিময় শাসনকালে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ এখানে বহু সুন্দর সুন্দর সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

কথিত আছে একবার সম্রাট্ আকবর বৃন্দাবনধাম দেখিতে গিয়া তথায় মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্যে বাঙ্গালীদিগকে উৎসাহ ও সহায়তা দান করেন। মোগল-সম্রাটের বৃন্দাবনতীর্থদর্শনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তখন চারিটি মন্দির অতি সত্বর নির্ম্মিত হয়। বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, মদনমোহন ও যুগলকিশোরের মন্দিরই উক্ত চারিটি স্মারক মন্দির। তন্মধ্যে গোবিন্দদেবের মন্দিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মথুরার পুরাতত্ত্বের প্রসিদ্ধ লেখক গ্রাউস সাহেবের মতে ইহা উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দুমন্দির। ফার্গুসন সাহেবের মতে ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দিরের মধ্যে একটিমাত্র মন্দির যাহা দেখিয়া য়ুরোপীয় স্থপতিরা সৌধনির্ম্মাণ সম্বন্ধে

নূতন জ্ঞানলাভ করিতে পারে। ১৫৯০ অব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দির-শীর্ষস্থ আলোকরশ্মি দিল্লীর ময়ূরসিংহাসন হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। ধর্ম্মান্ধ মোগলসম্রাট্ আওরঙ্গজেব উহা দেখিতে পাইয়া মন্দিরের চূড়াটি ভগ্ন এমন কি মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপর মসজিদ্ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন। সম্রাটের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আগ্রার প্রধান প্রধান হিন্দুগণ গুপ্তচর দ্বারা বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের নিকট সংবাদ পাঠান। এই সংবাদে তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া রাজপুতানার প্রবলপ্রতাপ রাজা মহারাজাগণের সহায়তায় প্রধান প্রধান বিগ্রহগুলি অতি গোপনে ও সাবধানে স্থানান্তরিত করিতে থাকেন। অম্বরপতি অতি গোপনে গোবিন্দজীর মূর্ত্তি মন্দির হইতে বাহির করিয়া প্রথমে কাম্যবনে, পরে অম্বর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে বড়-গোবিন্দপুর গ্রামে এবং শেষে অম্বরনগরের উপকণ্ঠে ঘাটি নামক স্থানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাবিনোদ, রাধাদামোদর প্রমুখ অন্যান্য বিগ্রহসহ গোস্বামিগণ ক্রমে ক্রমে জয়পুরে স্থানান্তরিত হন। মথুরা হইতে কেশবদেবের বিগ্রহ আনাইয়া মিবারপতি মহারাণা রাজসিংহ প্রাচীন সিয়াড়, আধুনিক নাথদ্বারে নাথজী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোকুল হইতে গোকুলনাথ ও গোকুলচন্দ্রমা মূর্ত্তি এবং মথুরা হইতে মথুরানাথকে কোটায় রক্ষা করা হয়। মহাবন হইতে বালকৃষ্ণমূর্ত্তি আনাইয়া সুরাটে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইরূপে জয়পুর, মিবার, কোটা, কেরৌলী, ভরতপুর এবং রাজপুতানার নানা স্থানে মুসলমান-অত্যাচারের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মন্দিরের অধিকারী সেবাইত, পূজারী ও গোস্বামিগণ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই সময় স্ব স্ব উপাস্য দেবমূর্ত্তি লইয়া পলায়ন করেন। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা আওরঙ্গজেব মন্দিরাদি লুণ্ঠন করিয়া আগ্রার নবাব কুদসিয়া বেগমের মসজিদে উঠিবার সোপানতলে প্রোথিত করেন।

এই ঘটনা ১৬১৯ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল। এই সময় হইতে জয়পুরে বাঙ্গালীর দ্বিতীয় উপনিবেশের সূত্রপাত হয়। গোবিন্দজীর পূজারী গোস্বামীদিগের আদিপুরুষ শ্রীরূপ গোস্বামী। জয়পুরে রক্ষিত একখানি পুরাতন তালিকা হইতে জানা যায় শ্রীরূপ গোস্বামীর পর তাঁহার শিষ্য গদাধর পণ্ডিত, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার শিষ্য অনন্তাচার্য্য গোস্বামী এবং তাহার পর তৎশিষ্য হরিদাস গোস্বামী ক্রমান্বয়ে গদির অধিকারী হন। কথিত হইয়াছে হরিদাস গোস্বামীর সময় বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের

মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং তাঁহার অধস্তন ৫ম গোস্বামী কৃষ্ণচরণের গদি অধিকারের কালে (১৬৫৫—১৬৭৯) গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি বৃন্দাবন হইতে কাম্যবনে অম্বরাধিপতি মির্জ্জারাজা জয়সিংহ কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। মির্জ্জারাজার পুত্র মহারাজা রামসিংহ। কৃষ্ণচরণ গোস্বামী তাঁহার সময় বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার পর শিষ্যানুশিষ্যক্রমে গোবিন্দচরণ, জগন্নাথ এবং হরেকৃষ্ণ গোস্বামী গদির অধিকারী হন। ১৭১৩ হইতে ১৭৩৮ অব্দ তাঁহার অধিকারের কাল। এই সময় মহারাজা সওয়াই জয়সিংহ তাঁহার নূতন নগর জয়পুরের প্রাসাদ-মন্দিরে আনিয়া গোবিন্দজীউকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে একটী কৌতূহলোদ্দীপক গল্প আছে। প্রভাসক্ষেত্রে যদুবংশ ধ্বংস হইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র অর্থাৎ অনিরুদ্ধের পুত্র ব্রজই একমাত্র জীবিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনাপুর এবং ব্রজকে ইন্দ্রপ্রস্থ দান করেন। পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের পর ব্রজের জননী উষাদেবী যদুকুলপতি কৃষ্ণের একটি পাষাণপ্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবার জন্য পুত্রকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে উৎকৃষ্ট ভাস্করগণ দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে ভাস্করগণ প্রথম যে মূর্ত্তি গঠন করিল উষাদেবী তাহা কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন গোবিন্দের চরণকমল ব্যতীত মূর্ত্তির অন্য কোন অঙ্গের সহিত গোবিন্দের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। সুতরাং পুনরায় মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। এবার ব্রজের জননী বলিলেন মাধবের বক্ষস্থল ব্যতীত বিগ্রহের আর কোন অঙ্গের সহিত গোবিন্দের সাদৃশ্য হয় নাই। এবার ভাস্করগণ সাতিশয় যত্নসহকারে গোবিন্দের ধ্যানে তন্ময় হইয়া নূতন মূর্ত্তি গঠন করিল। উষাদেবী এই মূর্ত্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টানিয়া দিলেন, কুলবধূ দাদাশ্বশুরের সম্মুখে মুখ দেখাইতে লজ্জাবোধ করিলেন। সকলেই তখন বুঝিলেন এই মূর্ত্তিই গোবিন্দের অনুরূপ হইয়াছে; সুতরাং ইনিই গোবিন্দের নামে অভিহিত হইলেন; এবং প্রথম মূর্ত্তির মদনমোহন ও দ্বিতীয় মূর্ত্তির নাম হইল গোপীনাথ। এই মূর্ত্তিত্রয় এবং অন্যান্য মূর্ত্তি, কালে লুপ্ত হইলে, চৈতন্যদেবের প্রেরিত ছয়জন বাঙ্গালী গোস্বামী সেই-সমুদয়ের উদ্ধার সাধন করেন। তন্মধ্যে শ্রীরূপ কর্ত্তৃক গোবিন্দজী, সনাতন কর্ত্তৃক মদনমোহনজী, জীবগোস্বামী কর্ত্তৃক রাধাদামোদরজী, লোকনাথ কর্ত্তৃক রাধাবিনোদজী, মধুমঙ্গল কর্ত্তৃক গোপীনাথজী,

রঘুনাথ কর্ত্তৃক শ্যামসুন্দরজী এবং গোপালভট্ট কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত রাধারমণজী সর্ব্বপ্রধান।

গোবিন্দজীর মূর্ত্তি যখন প্রথম অম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বিগ্রহের পার্শ্বে তাঁহার তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীর মূর্ত্তি ছিল না, কিন্তু এক্ষণে মন্দিরে যে রমণীমূর্ত্তি দৃষ্টি-গোচর হয় উহা অম্বররাজকুমারীর প্রতিমূর্ত্তি। তিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী এবং গোবিন্দজীর অনুরাগিণী ছিলেন। রাজকুমারীকে বয়স্থা হইয়াও বিবাহ করিতে একান্ত অসম্মতা দেখিয়া জয়পুরপতি নানা দুর্ভাবনায় কালাতিপাত করিতে থাকেন। এদিকে রাজকুমারী গোবিন্দজীর নিকট নিত্য অবস্থিতি করেন। হঠাৎ একদিন রাজার আদেশ হইল পরদিন হইতে রাজকন্যা গোবিন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবেন না। সেইদিন রজনীযোগে শেষ দেখা দেখিবার ছলে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং গোবিন্দজীর মূর্ত্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতে বিলীন হইলেন। পুরবাসিগণ মন্দির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাজকুমারীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তদবধি তাঁহার পাষাণমূর্ত্তি গোবিন্দজীর পার্শ্বে স্থান পাইয়াছে।

জয়পুরে গোবিন্দজী আনীত হইবার পর গোস্বামী হরেকৃষ্ণের শিষ্য রামশরণ গোস্বামী মহারাজের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। তখন হইতে শিষ্যানুশিষ্য-ক্রমে গদি অধিকারের প্রথার পরিবর্ত্তে ইহা বংশানুগত হয় এবং উত্তরাধিকারী পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা অন্য কোন বংশধর শিষ্যরূপে গৃহীত হইতে থাকেন। রামশরণ গোস্বামীর পর নীলাম্বর, বলরাম, কৃষ্ণশরণ, রামনারায়ণ, গোবিন্দনারায়ণ, হরেকৃষ্ণশরণ, রামগোস্বামী, শ্যামসুন্দর এবং বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী ক্রমান্বয়ে গদির অধিকারী হন।

বৃন্দাবনে গোপীনাথের মন্দির কুশাবৎ রাজপুতদিগের শেখাবৎ বংশীয় রায়শীল নামক জনৈক ভক্ত রাজপুত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। * রায়শীল প্রতাপসিংহের

* মুসলমান-অত্যাচারে এই সকল মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ইংরেজরাজত্বের সূত্রপাত সময়ে, রাজা গোপাল সিংহ মদনমোহনের একটি নূতন মন্দির স্থাপন করেন ও মুর্শিদাবাদ হইতে গোঁসাই রামকিশোর নামক একজন বাঙ্গালীকে আনাইয়া তত্ত্বাবধানের ভার দেন। গোস্বামী বাৎসরিক ২৭ সহস্র টাকা আয়ের একখানি জমিদারী প্রাপ্ত হন।

বিরুদ্ধে রাজা মানসিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কাবুলের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। শেখাবৎ রাজপুতগণের আবাসভূমি শেখাবতী প্রদেশ জয়পুররাজের রাজ্যভুক্ত। উক্ত প্রদেশের অধিকাংশ রাজপুতই গোপীনাথের বাঙ্গালী গোস্বামীদিগের শিষ্য। গোপীনাথের বিগ্রহও গোবিন্দজীর সহিত অম্বরের সন্নিহিত ঘাটি নামক স্থানে রক্ষিত হয়। এক্ষণে গোপীনাথের মন্দির জয়পুর সহরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। জয়পুরের মদনমোহনের মূর্ত্তিও বৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু আসলমূর্ত্তিটি এখন জয়পুরে নাই। কেরৌলীর মহারাজার সহিত জয়পুরে এক রাজকুমারীর বিবাহ হইলে জয়পুরের মহারাজা জামাতাকে মদনমোহনের পরম ভক্ত জানিয়া বিগ্রহটি যৌতুকস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করেন। এবং ঐ বিগ্রহের জন্য প্রতিমূর্ত্তি গঠন করাইয়া পুরাতন মন্দির স্থাপন করেন। মদনমোহনের সহিত তাঁহার সেবাধিকারী বাঙ্গালী গোস্বামিগণও সেইসূত্রে কেরৌলীতে গিয়া উপনিবিষ্ট হন। *

জয়পুরের মন্দিরে যে মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত তাঁহার পূজারী বাঙ্গালী গোস্বামিগণ। শীলাদেবীর শাক্ত পুরোহিতগণের ন্যায় ইঁহারাও বাঙ্গালীত্ব হারাইতে বসিয়াছেন। মাড়বারী পোষাক, আহার এবং ভাষা আশ্রয় করিয়া তাঁহারা বিদ্যাধর এবং মুরলীধরের ন্যায় না হইলেও অনেকটা মাড়বারী ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন। মদনমোহনের পুরোহিত গোস্বামী চৈতন্যকিশোর, সাধারণের নিকট "চাঁদজী" নামে প্রসিদ্ধ; দুই বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়স দ্বাদশ বৎসর, এক্ষণে তিনিই কেরৌলীর মদনমোহনের

* এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, একবার এক যুদ্ধে কেরৌলীর রাজা জয়পুরপতিকে সাহায্য-দান করিলে বন্ধুত্বের পুরস্কারস্বরূপ জয়পুরাধিপতি তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট বস্তু দান করিতে চাহিলে তিনি গোবিন্দজীর মূর্ত্তি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দজী জয়পুরের অধিদেবতা। এদিকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাও অসম্ভব। সুতরাং অম্বররাজ কৌশল অবলম্বন করিয়া বলিলেন কেরৌলীরাজের চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া তাঁহার সম্মুখে গোবিন্দজী, মদনমোহনজী ও গোপীনাথজীর মূর্ত্তি রক্ষিত হইবে। প্রথমে তিনি যে মূর্ত্তিকে স্পর্শ করিবেন তাহাই কেরৌলীর রাজার হইবে। কেরৌলীর রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যেমন হস্তপ্রসারণ করিলেন অমনি তাঁহার হস্ত মদনমোহন মূর্ত্তিকে স্পর্শ করিল। তখন মদনমোহন বিগ্রহ কেরৌলীতে আনীত হন এবং তৎসঙ্গে পূজারী বাঙ্গালী গোস্বামিগণ কেরৌলীতে উপনিবিষ্ট হন।

মন্দিরের গোস্বামী হইয়াছেন এবং কনিষ্ঠ শিশুপুত্র (বয়স ২ বৎসর মাত্র) জয়পুরের মদনমোহন গোস্বামীপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কি জয়পুর কি কেরৌলী মদনমোহনের গোস্বামী বাঙ্গালী হওয়াই চাই। এই প্রথা মূলবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাতা বৃন্দাবনের সনাতনগোস্বামী হইতে চলিয়া আসিতেছে। কথিত আছে মুলতানবাসী রামদাস নামক জনৈক বণিক যমুনার উপর দিয়া আগ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময় কালীদহের ঘাটে বালুচরে তাঁহার পণ্যভরা নৌকা আটকাইয়া গেল। রামদাস তিনদিন বহু চেষ্টা করিয়াও নৌকা উদ্ধার করিতে না পারিয়া তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সৌম্যমূর্ত্তি সনাতন গোস্বামীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। গোস্বামী বণিককে মদনমোহনকে স্তবে তুষ্ট করিতে উপদেশ দিলেন। মদনমোহনের কৃপায় রামদাসের নৌকা উদ্ধারলাভ করিল। রামদাস পণ্য বিক্রয় করিয়া যথাসময়ে বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ গোস্বামীর করে সমর্পণ করিলেন। সেই অর্থে মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মিত হইল। তখন হইতে মদনমোহনের পূজারী বাঙ্গালী গোস্বামীদিগের নাম মুলতান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সনাতন গোস্বামীর শিষ্যানুশিষ্যবর্গ পঞ্জাব প্রদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। যাহা হউক, জয়পুরের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে গোবিন্দজীর একমাত্র সেবাধিকারী দেখিয়া শাঙ্করসন্ন্যাসী সম্প্রদায় ঈর্ষান্বিত হন এবং জয়পুরাধিপতিকে বুঝান যে শঙ্করের শারীরক ভাষ্য ব্যতীত রামানুজ, মাধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য এই সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের চারিখানি বেদান্তভাষ্য আছে, কিন্তু চৈতন্যসম্প্রদায়ের তাহা নাই। সুতরাং চৈতন্যদেবের মত অসম্প্রদায়ী। অসম্প্রদায় বৈষ্ণবগণ গোবিন্দজীর সেবাধিকারী হইতে পারেন না। কথিত আছে রাজা সন্ন্যাসীদিগের উক্তির সত্যাসত্যতা নির্ণয়ার্থ এক মহাসভার অনুষ্ঠান করেন এবং তাহাতে নানাস্থানের সাধু ও পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হন। পশ্চিমের উদাসীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বৃন্দাবনের বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণও সেই সভায় উপস্থিত হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৈষ্ণবদর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণও বৃন্দাবন হইতে গমন করেন। বিচারে প্রতিপক্ষ বিদ্যাভূষণের নিকট সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত হইলেন। তাঁহারা তখন কৌশলে বাঙ্গালী পণ্ডিতকে পরাজয় স্বীকার করাইবার জন্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভাষ্য দেখিতে চাহিলেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ তাহাতে সম্মত হইলে সভা ভঙ্গ

হইল। বিদ্যাভূষণ অসাধারণ প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়-বলে সম্পূর্ণ নূতন ভাষ্য সত্বর প্রণয়ন করিয়া যথাসময়ে প্রকাশ্য সভায় জয়পুরাধিপতি ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। তদবধি এখানে এবং বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আর একটি ঘটনা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয়ের অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে যে জয়পুর ও বৃন্দাবনের বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের সহিত তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের বিচার হয়। তাৎকালীন বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ বিচারে অসমর্থ হইলে দ্বিতীয় জয়সিংহ বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণের সহিত বিচার করিবার জন্য স্বীয় সভা-পণ্ডিত দিগ্বিজয়ী কৃষ্ণদেব ভট্টকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পথিমধ্যে প্রয়াগ কাশী প্রভৃতি স্থানের বৈষ্ণবদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বকীয় মতে দস্তখত করাইয়া লইতে লইতে বঙ্গদেশে গিয়া উপস্থিত হন। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুরের বংশধর পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন ঠাকুরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তদবধি জয়পুর ও বৃন্দাবনে বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের প্রভাব অপ্রতিহত হয়।

ব্রজমণ্ডলের ন্যায় জয়পুরও বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের পবিত্র তীর্থধাম। তাঁহারা অনেকেই বৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরিবার কালে অথবা বৃন্দাবনযাত্রার কালে জয়পুরের গোবিন্দজী এবং অন্য বিগ্রহদ্বয় দর্শন করিয়া যান। ১৬৫৯ শকে এইরূপে বাঙ্গালী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বাবা আউলমনোহর দাস শেষ জীবনে বৃন্দাবন যাইবার পথে জয়পুরে উপস্থিত হন। এখানেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আউলমনোহর দাসের সমাধি জয়পুরে আজিও বিদ্যমান আছে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান রামকমল সেনের পরলোক গমনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন সেন পিতার পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৯ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ পদে এবং কিছুকালের জন্য গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারির দেওয়ানের পদে সুনামের সহিত কর্ম্ম করেন। ঐ সময় বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত—"Hindu Intelligencer" নামক পত্রে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী হগ্ সাহেবের কঠোর আচরণ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ বাহির হইলে হগ্ সাহেব সে সকল হরিমোহন বাবুর লেখা বলিয়া অযথা দোষারোপ করেন। হরিমোহন বাবু তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মাসিক দেড় হাজার টাকার কর্ম্ম অবলীলাক্রমে

ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে অর্থোপার্জ্জনের দিকে মনোনিবেশ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল লাইন খুলিবার পূর্ব্বে তিনি নিজের ব্যয়ে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত "ঘোড়ার ডাক কোম্পানী" স্থাপিত করেন। প্রথমে ইহার কার্য্য অতি সুন্দর ভাবেই চলিয়াছিল কিন্তু রেল লাইন খুলিবার পর হইতে তাহা উঠিয়া যায়। অতঃপর তিনি জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করিলেন। সম্বলপুরে একখানি জাহাজ নির্ম্মিতও হইল এবং তদ্দ্বারা সম্বলপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত স্থান সমূহে সেগুনকাষ্ঠের বানিজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এসকল তাঁহার শিক্ষা রুচি ও প্রতিভার অনুকূল ছিলনা। তাঁহার কর্ম্ম ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। ইতিপূর্ব্বে জয়পুরের মহারাজা রামসিংহের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। ১৮৫৮ অব্দে যখন সিপাহীবিদ্রোহ দমন করিবার পর লর্ড ক্যানিং বাহাদুর আগ্রায় বিরাট দরবার করেন, তখন জয়পুরের মহারাজা বিপদাশঙ্কা করিয়া তাহাতে যোগদান করিতে পশ্চাৎপদ হন কিন্তু তাঁহার বন্ধু হরিমোহন সেন মহাশয়ের পরামর্শে এবং বিশেষ অনুরোধে সেই দরবারে গিয়া উপস্থিত হন। তাহার ফলে বিপদের পরিবর্ত্তে তিনি দরবারে মহা সমাদর প্রাপ্ত হন এবং নূতন নূতন সম্মান লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই সঙ্গে তিনি কতিপয় নূতন প্রদেশ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার রাজ্য সম্বর্দ্ধিত হয়। এই অপ্রত্যাশিত শুভফলের পরিণামে মহারাজার সহিত হরিমেহান বাবুর বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয় এবং মহারাজা রাজপরিবার ও দরবারের অগাধ বিশ্বাস তাঁহার উপর স্থাপিত হয়; এবং তিনি জয়পুরে নিমন্ত্রিত হন। এখানে আসিয়া তিনি জয়পুর রাজ্যের সমূহ উন্নতি সাধিত করেন। তাঁহারই পরামর্শ এবং নির্দ্দেশ মত জয়পুর রাজ্যের মন্ত্রী-সভা ও শিল্পবিদ্যালয় (Jaipur School of Art) প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিমোহন বাবু জয়পুর স্কুলের উন্নতি সাধন মানসে স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জয়পুরে লইয়া যান এবং মহারাজার সহিত পরিচয় করিয়া দেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালীদিগের অনেককেই তিনি জয়পুর বাস করান। তিনি জয়পুরাধিপতির প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত এখানে বাস করিয়াছিলেন। এ রাজ্যে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। তিনি মহারাজার উভয় বল ও বুদ্ধিস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে রাজ্যের যে ক্ষতি হইয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহার আর পুরণ হয় নাই। তিনি বাঙ্গালা ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে তিনি

ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং প্রজাকুলের মধ্যে মধ্যস্থস্বরূপ ছিলেন। ভারতবর্ষে এমন সদনুষ্ঠান ছিল না যাহাতে তাঁহার সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছিল না, এমন সাহিত্য ও বিজ্ঞান সভা ছিল না তিনি যাহার সম্মানিত সভ্য অথবা সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ পুত্র "ইণ্ডিয়ান মিররের" স্বনামখ্যাত সম্পাদক ৺ নরেন্দ্রনাথ সেন ব্যতীত সকলেই জয়পুর রাজসরকারে উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। দ্বিতীয় পুত্র বাবু মহেন্দ্রনাথ সেন জয়পুর রাজ্যের ইংরেজী দপ্তরখানায় বিশেষ ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী, রাজকীয় মুদ্রাযন্ত্রালয়ের তত্ত্বাবধায়ক জয়পুর গেজেটের সম্পাদক হন। স্থানীয় বহু সভা সমিতি তাঁহাকে সম্মানিত সভ্য মনোনীত করেন। জয়পুরে যাবতীয় জনহিতকর অনুষ্ঠান স্ব স্ব উন্নতির জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। তৃতীয় বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন জয়পুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনর এবং সেক্রেটারী হন। পঞ্চম বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন জয়পুর কলা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল হন। জ্যেষ্ঠ বাবু যদুনাথ সেন মহারাজের মন্ত্রী সভার সভ্য হন। রাজমন্ত্রী হরিমোহন সেনের পরামর্শে জয়পুরের স্কুলের উন্নতিবিধানের কল্পনা চলিতেছে সেই সময় বঙ্গের এক নিভৃত পল্লীতে সামান্য একটী গ্রাম্যস্কুলে বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক শিক্ষক কষ্টে সৃষ্টে স্বীয় সংসার প্রতি পালন করিতেছিলেন। তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগরের নিকট রাহুত নামক ক্ষুদ্র গ্রামে দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাবতীয় সুখস্বচ্ছন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া এবং বৃহৎ পরিবারের ভার স্কন্ধে লইয়া কান্তিবাবু যৌবনের প্রারম্ভেই জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অল্প বয়সেই বিদ্যালয় ছাড়িতে বাধ্য হন। কিন্তু স্কুলের শিক্ষা তিনি অধিক না পাইলেও তাঁহার নিরতিশয় জ্ঞানলিপ্সা, অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং একাগ্র অধ্যাবসায় বলে জনাই স্কুলের শিক্ষকতাকালে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজীভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ইংরেজী ভাষায় অকাট্য যুক্তিপূর্ণ শক্তিশালী রচনায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। এই দক্ষতাই উত্তরকালে তাঁহার স্বাভাবিক দূরদর্শিতা সদ্বুদ্ধি এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত মিলিত হইয়া দরিদ্র গ্রাম্যস্কুলমাষ্টার কান্তিবাবুকে রাজসিংহাসনের পার্শ্বে রাজ্যের কর্ণধার এবং রাজগুরুর সম্মানিত আসনে বসাইয়াছিল। কান্তিবাবু স্বীয় পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন আয় বৃদ্ধির উপায় চিন্তায় আকুল, এমন সময় জয়পুরের

প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা রামসিংহের নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার জন্য তাঁহার ডাক পড়িল। কান্তিবাবু জয়পুরে আসিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কর্ম্মদক্ষতায় অল্পদিনেই স্কুলের সমূহ উন্নতি সাধিত হইল। গুণগ্রাহী মন্ত্রী হরিমোহন সেন কান্তিবাবুর গুণের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন এবং মহারাজার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় করিয়া দিলেন। রাজা ও রাজমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুমোদনে কান্তিবাবু স্কুলটীকে একটী উচ্চশ্রেণীর কলেজে উন্নীত করিলেন এবং তাঁহার অধ্যাপনাগুণে ও শিক্ষা-বিস্তারানুরাগ বলে এতদঞ্চলে তিনি আদর্শশিক্ষক আর্নল্ডের যশোলাভ করিলেন। রাজওয়াড়ার একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় রাজ্য হইতে ছাত্রগণ আগ্রহের সহিত আসিয়া তাঁহার শিক্ষাধীন হইতে লাগিল এবং অল্পদিনের মধ্যে কলেজটী সমগ্র রাজস্থানের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল। কান্তিবাবু এই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল হইলেন। তিনি যখন এই পদে অধিষ্ঠিত তখন তাঁহাকে জয়পুরের রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বহুবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল এবং তাহাতেই মহারাজ তাঁহার কার্য্যপরিচালনা শক্তির পরিচয় পান। কিন্তু যেবার এখানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়া মৃত্যু, লুণ্ঠন, উৎপীড়নও আর্ত্তনাদে মাড়ওয়ারের ভয়ানক মরুভূমি ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিল সেই সময়ই তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা, শাসনদক্ষতা এবং রাজনৈতিক প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছিল। সেইবার তিনি তাঁহার সুবন্দোবস্তের গুণে সে সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের কবল হইতে জয়পুরকে রক্ষা করিয়া ঐ রাজ্যের কর্ণধার হইবার যোগ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তীক্ষ্ণদর্শী রাজা রামসিংহ এই বাঙ্গালী অধ্যাপকের মধ্যে রাজশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ১৮৭৭ অব্দের প্রারম্ভে তাঁহার কৌন্সিলের সদস্য নিয়োজিত করিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি রাজ্যের যাবতীয় প্রধান ও প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনে সহযোগিতা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজস্ব-বিভাগই তাঁহার প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে জয়পুরের রাজস্ব সম্বন্ধীয়-যাবতীয় তথ্য, ভূমির অবস্থা, জোতজমা, আদায় উসুল, প্রজাস্বত্ব প্রভৃতি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়া সমুদয় যেন স্বীয় নখদর্পণে রাখিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যশাসন সংক্রান্ত অন্যান্য বিভাগের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়া এবং রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ, উভয়পক্ষের শক্তি প্রজাকুলের অভাব অভিযোগ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন ও জয়পুর রাজ্যের

পররাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ও অধিকার প্রভৃতি প্রগাঢ়রূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া এই রাজ্যের সকল তত্ত্ব ও গুরুতর বিষয়ে অধিকার লাভ করিলে মন্ত্রীসভার যোগ্যতম সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রতিভার পক্ষপাতী হইলেন এবং মহামান্য ভারতগবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অনুমোদনে বালক রাজা মাধোসিংহের রাজত্বকালে তিনি প্রধান মন্ত্রিত্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া জয়পুর রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। বিশবৎসরকাল এই গৌরবময় পদ অলঙ্কৃত করিয়া তিনি যেমন স্বদেশ ও স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন তেমনি স্বীয় জীবনের আদর্শ রাখিয়া জগতে স্বাবলম্বন ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার জয়ঘোষণা করিয়াছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি একদিনের জন্যও কি মহারাজ কি আভিজাত্যগর্ব্বিত রাজপুত সর্দ্দারগণ, কি অর্থ সর্ব্বস্ব শুষ্ক হৃদয় সাহুকার, কি ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট, কি প্রতিবেশী রাজা বা রাজন্যবর্গ কাহারও বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও প্রীতি হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিনি বাল্যকাল হইতেই যেমন কর্ত্তব্যে কঠোর ছিলেন ৬৮ বৎসর বয়সেও তদ্রূপ কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে করিতেই জীবনপাত করিয়াছিলেন। ১৯০১ অব্দের ১৫ই জানুয়ারী মান্দ্রাজ প্রদেশে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

ভারত গবর্ণমেণ্ট সার এণ্টনি ম্যাকডোনেল, সার্ পাউয়ার পামার প্রমুখ প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ তাঁহার মৃত্যুতে প্রকাশ্যভাবে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন রাওবাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, দেশীয় রাষ্ট্রনৈতিকের যে অত্যুচ্চ আদর্শ রাখিয়া গেলেন তাহা বহু যুগ ধরিয়া তাঁহার স্বদেশীয় ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভের কার্য্য করিবে।

কান্তিবাবু কয়েকজন বিশিষ্ট বঙ্গ-সন্তানকে জয়পুরে বাস করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বনাম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদ্বয় শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বসু অন্যতম ছিলেন। উভয়েই অল্পদিনের প্রবাস বাসের পর দেশে প্রত্যাগত হন। স্বর্গীয় শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে লক্ষ্ণৌ প্রবাসী হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৮৭৮ অব্দে জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপাল হন কিন্তু অল্পকাল পরেই স্বদেশে ফিরিয়া যান। তাঁহার মতে জয়পুরের ন্যায় সুন্দর সহর ভারতবর্ষে আর নাই। একজন ইংরেজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি ছাড়িয়া দিলে জয়পুরের ন্যায়

সুন্দর সহর পৃথিবীতে আর নাই। চন্দ্র বাবু জয়পুরের দেবালয়ে বাঙ্গালী পুরোহিতের সংখ্যাই অধিক দেখিয়াছিলেন। জয়পুর হইতে ফিরিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,—"জয়পুরের রাজকার্য্যে অনেকদিন হইতেই বাঙ্গালীরই প্রাধান্য। দেখিলাম কান্তিবাবু জয়পুরের প্রকৃত রাজা। জয়পুরে বিস্তর বাঙ্গালী দেখিলাম। ৺যদুনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে একটী বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। বালক-বালিকা শুদ্ধ প্রায় দেড়শত বাঙ্গালী ভেজনে বসিয়াছিলাম।"

সত্য সত্যই রাও কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এরাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। রাজকার্য্যে অসাধারণ দক্ষতা এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাহার মূল হইলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার আর এক কারণ ছিল। মহারাজা বাহাদুর তাঁহাকে "বিদ্যাগুরু" উপাধি দিয়া সরস্বতী পূজার দিন যথারীতি অর্চ্চনা করত তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিয়া ছিলেন। সেদিন রাজ্যের সকল প্রজা গিয়া তাঁহাকে নজর দিয়া প্রণাম ও সাক্ষাৎ করেন। রাজার গুরু হওয়ায় তিনি জয়পুর রাজ্যের সকলেরই গুরুস্থানীয় হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাবের অন্যতম কারণ ছিল। জয়পুরে কান্তি বাবুর প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা উদ্যান প্রভৃতি বিরাজিত আছে। তাঁহার পরিবার বর্গ এখানে বাস করিতেছেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঈশান বাবু রাজস্ব বিভাগে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

মরুময় রাজস্থানের এই সহরে "কান্তি বাবুর বান্দা" ও তাঁহার পত্নীর ছত্রী দর্শনীয় স্থান। পূর্ব্বে রাজ্যের বাহিরে একটী নদী প্রবাহিত ছিল। ক্রমে তাহার জল শুকাইতে দেখিয়া এবং জয়পুর বাসীদিগের জলকষ্ট দেখিয়া কান্তি বাবু তাহার একাংশে একটী বাঁধ নির্ম্মাণ করাইয়া নদীর জল অনেকটা আটক করিয়া দেন এবং এই নদীর গর্ভে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড উদ্যানে পরিণত করিয়া তন্মধ্যে উদ্যান বাটীকা, লতাদি রক্ষণ স্থান (green house) প্রভৃতি নির্ম্মাণ করান। তাহার একান্তে কুমুদ কহ্লার ও কমল পুষ্প পূর্ণ সল্প জলময় স্থানের দৃশ্য অতিশয় রমণীয়। নদীর বাঁধ বেষ্টিত এই সুদৃশ্য উদ্যানই "কান্তি বাবুর বান্দা" নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত হইয়াছে এই জল জয়পুর বাসীর জীবনস্বরূপ। "কান্তি বাবুর বান্দা"র জল সুতরাং জয়পুরের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে বঙ্গের এই সুসন্তানের পূতস্মৃতি চির জাগরূক থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে আরাবল্লী পর্ব্বতমালা বেষ্টিত একটী রমণীয় স্থানে তাঁহার পত্নীর চিতাভস্মের উপর নির্ম্মিত স্মৃতিমন্দির সুদূর রাজস্থানে পুণ্যবতী বঙ্গনারীর

পবিত্র স্মৃতি চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে। জয়পুরে কান্তি বাবুর প্রাসাদ রাজ-প্রাসাদেরই সমতুল্য।

কান্তি বাবুর মন্ত্রিত্বকালে স্বর্গীয় সংসার চন্দ্র সেন মহাশয় মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটরী ছিলেন এবং স্বর্গীয় মতিলাল গুপ্ত মহাশয় তাঁহার সহকারী ছিলেন। সে সময় বাবু কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, আর, এ, এস, মহোদয় এ রাজ্যের ডাইরেক্টর অব পব্‌লিকইনষ্ট্রাক্‌শন এবং মহারাজার কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁহার পর, শ্রীযুক্ত সঞ্জীবন গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, এফ, আর, এস, ই, মহাশয় ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার পরিচালনায় শিক্ষাবিভাগের সমূহ উন্নতি সাধিত হয় এবং কলেজের ছাত্র সংখ্যা বহুল বৰ্দ্ধিত হয়। ইনি বহুকাল এখানে বাস করিতে-ছেন। তখন কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ স্বর্গীয় মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ,। তিনি অঙ্কশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির অধ্যাপনাও করিতেন। বাবু নবকৃষ্ণ রায়, বিএ, বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যয় বিএ, প্রমুখ আরও কয়েকজন বাঙ্গালী অধ্যা-পক ছিলেন। তখন জয়পুর কলেজিএট স্কুলের সহকারী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন শ্রীযুক্ত জে, এন মল্লিক, বিএ। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিএ, এই স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। রাজপুত নোব্‌ল্‌ স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন বাবু কালীপদ চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় সহকারী শিক্ষক ছিলেন। কালীপদ বাবুর পর রাজনারায়ণ বাবু ঐ স্কুলের হেড-মাষ্টার হন। শ্রম শিল্প বিদ্যালয়ের (School of Industrial Arts) প্রিন্সি-পাল ছিলেন বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন। স্থানীয় এংলো ভার্ণাকুলার স্কুলেও একজন বাঙ্গালী শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বি, এল, বসু। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী।

চিকিৎসা বিভাগে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন স্বর্গীয় ডাক্তার যদুনাথ দে, এল, এম, এস, মহাশয় বহুদিন মহারাজার গৃহ চিকিৎসক, রাজডিস্পেন্‌সরীর এসিষ্টাণ্ট সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট ও ভ্যাক্‌সিনেশান বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Superintendent, Vaccination Department) পদে সুনামের সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এখানে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি বিলক্ষণ ছিল। জয়পুরে তাঁহার ভদ্রাসনাদি বৰ্ত্তমান আছে এবং তাহাতে তাঁহার বংশধরগণের কেহ কেহ এক্ষণে বাস করিতে-ছেন। জয়পুরের প্রথম সহকারী হেল্‌থ্‌ অফিসার এবং স্যানিটেরী ইন্‌স্পেক্টর

ডাক্তার শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাস এল্, এম, এস। অন্যান্য বিভাগেও বাঙ্গালীর অসদ্ভাব নাই শ্রীযুক্ত এস, সি, সেন এক্ষণে ট্রেজারার (Treasurer) এবং শো-রুম ক্লার্ক (Showroom Clerk) শ্রীযুক্ত সি, সি, সেন। ইঁহার পর শ্রীযুক্ত বি, বি, রায় ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন ছিলেন মিউনিসিপাল সেক্রেটরী। অতঃপর সংসার বাবু প্রধান মন্ত্রী হইলে, বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজস্ববিভাগের অমাত্য, বাবু মতিলাল গুপ্ত মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটরী এবং সংসার বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু অবিনাশচন্দ্র সেন মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটরির পদে উন্নীত হন। রায় সংসারচন্দ্র সেন বাহাদুরের মৃত্যুর পর জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক প্রধান অমাত্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের বহুদর্শী কর্ণধার এক্ষণে একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের পদে অধিষ্টিত হইয়াছেন! তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জয়পুরের পুরাতন প্রবাসী।

কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ নাটাগোড় গ্রামের প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত বংশীয় ৺রাজনারায়ণ সেন মহাশয়ের পুত্র ৺নীলাম্বর সেন শৈশবে পিতৃহীন হইয়া অল্পবয়সে কাজকর্ম্মের প্রত্যাশায় উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আগমন করেন। এখানে প্রাদেশিক প্রধান বিচারালয়ে অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্টে ইংরেজী দপ্তরের হেডক্লার্কের পদ প্রাপ্ত হইয়া আগ্রা-প্রবাসী হন। তখন এলাহাবাবাদ হাইকোর্টের সৃষ্টি হয় নাই এবং সদর আদালত আগ্রাতেই অবস্থিত ছিল। চল্লিশ বৎসর কাল তিনি সরকারী কার্য্য অতি দক্ষতা ও সুনামের সহিত সম্পাদন করেন। শ্রদ্ধাস্পদ নীলাম্বর বাবু এ প্রদেশবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে চরিত্রবলে, ক্ষমতা ও সম্মানে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। ইঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণ সকলেই কৃতী হইয়াছেন। তন্মধ্যে মধ্যম দিল্লী-প্রবাসী ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম অনেকেই জানেন। জ্যেষ্ঠ রায় বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন। তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১৩ই এপ্রেল তারিখে আগ্রা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে তাঁহার বাল্যশিক্ষার যতদূর সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারিত, তাঁহার পিতা তাহার ত্রুটি করেন নাই। তিনি ১৮৬৪ অব্দে সেণ্ট জন স্কুল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কিছুদিন আগ্রা কলেজে এফ, এ, শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া স্থানীয় সর্ব্ব-

স্বর্গীয় রাও সংসারচন্দ্র সেন বাহাদুর, সি, আই, ই, এম, ভি, ও,
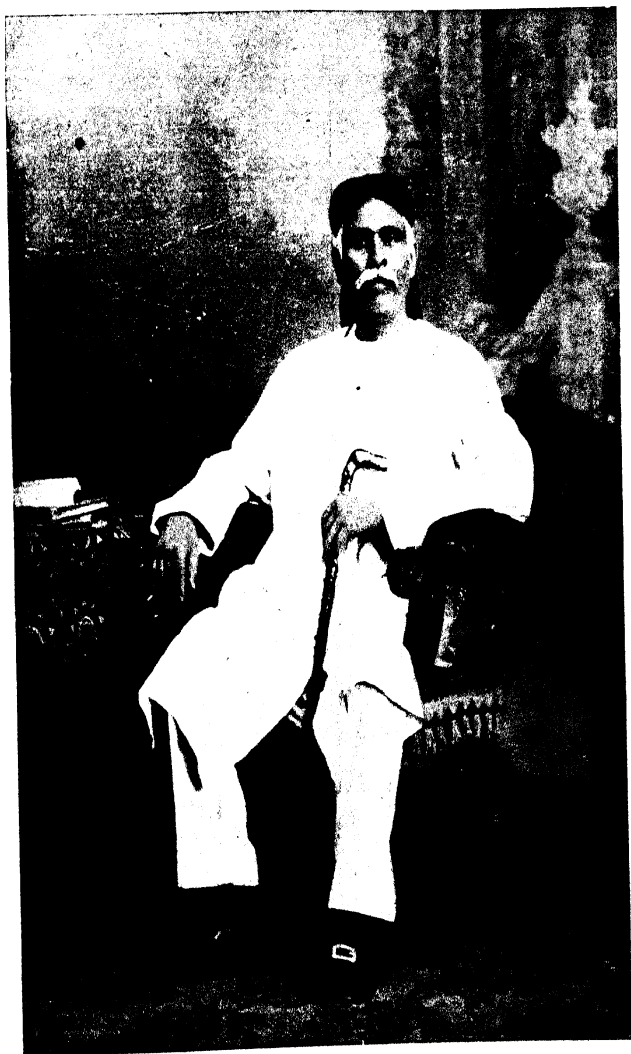
(পৃষ্ঠা ৪৭০)

প্রধান ও সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺ প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ওকালতী শিক্ষা করিতে মনস্থ করেন। এদিকে তৎকালীন জয়পুর রাজমন্ত্রী ৺ হরিমোহন সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার পিতার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায় তিনি হরিমোহন বাবুর অনুরোধে সংসার বাবুকে রাজসরকারে কর্ম্মগ্রহণ করিবার জন্য জয়পুর প্রেরণ করেণ। ইহার কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৬৫ অব্দে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস স্বনামপ্রসিদ্ধ জগদীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তিনি মহারাজার কলেজে তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে যখন কলেজের এফ, এ, শ্রেণী খোলা হয় তখন তিনি তাহাতে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। তখন ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী রায় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সি, আই, ই, কলেজের অধ্যক্ষ্য ছিলেন।

সংসার বাবু স্বীয় চরিত্রবলে জয়পুরের রাজকর্ম্মচারী হইতে জনসাধারণ পর্য্যন্ত সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া মহারাজা তাঁহার হস্তে রাজমুদ্রাযন্ত্রালয়ের (Royal Press) ভার অর্পণ করেন এবং জয়পুর গেজেটের সহকারী সম্পাদকের পদ প্রদান করেন। ৺হরিমোহন সেনের পুত্র মহেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিালন। তাঁহাদের পরিচালনায় পত্রিকায় প্রভূত উন্নতি হয়, এবং ইহা রাজ্যে জ্ঞান শিক্ষা বিস্তারে, বিবিধ বিভাগের উন্নতি বিধানে এবং প্রজা-সাধারণকে সুশিক্ষা ও সাধুপথে পরিচালনা পক্ষে এক শক্তিশালী যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠে। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে যখন জয়পুর রাজপুত-বিদ্যালয়ের (Noble School) কার্য্য-প্রণালী শিথিল ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তখন বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার সংসারবাবুর হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি ক্রমাগত সাত বৎসর ইহার সংস্কারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এবং দক্ষতা সহকারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া বিদ্যালয়টিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানকালে বর্ত্তমান মহারাজা মাধো সিং (তখন কুমার কায়েম সিং) তাঁহার শিক্ষাধীন ছিলেন।

১৮৮০ খৃঃ অব্দে মহারাজা মাধো সিং সিংহাসন অধিরোহণ করিলে রেসিডেণ্ট কর্ণেল (Col. Beynon) বেনন সাহেব সংসার বাবুকে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত

হয় এবং সংসারবাবু ২২ বৎসর এই কার্য্যে নিয়োজিত থাকেন। এই সুদীর্ঘকালের মন্ত্রিত্বে তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৯০১ অব্দে প্রধান মন্ত্রী রায় বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহোদয় পরলোকগমন করিলে মহারাজা মাধো সিং সংসারবাবুকেই ঐ দায়িত্বপূর্ণ পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র মনে করেন। সেই অবধি তিনি জয়পুর অমাত্যসভার প্রধান সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মহারাজার প্রধান সহকারীরূপে নানা বিভাগীয় রাজকার্য্য অতিশয় যোগ্যতা ও প্রশংসার সহিত সম্পাদন করেন।

১৯০২ অব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে সংসারবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার হেমচন্দ্র মহারাজার সহিত ইংলণ্ড যাত্রা করেন। মহারাজার সমুদ্রযাত্রার জন্য তাঁহাকে যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল, তাহাতে এ ব্যাপার চিরকৌতুকাবহ হইয়া থাকিবে। সংবাদপত্রের পাঠকবর্গ তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিয়া থাকিবেন। সমুদ্রযাত্রা যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত, ইহা প্রমাণ করিয়া মহারাজা সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় একখানি গ্রন্থরচনা করাইয়া তাহার শত শত খণ্ড তখন বিতরণ করেন। ইংলণ্ডে সে সময় জগতের নানা স্থান হইতে বিভবশালী মনস্বী এবং প্রখ্যাত পুরুষগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সংসার বাবু এই সূত্রে তাঁহাদের সহিত পরিচিত হন এবং স্বীয় প্রতিভাস্ফুরিত মধুরালাপে সকলকে পরিতুষ্ট করেন। ইতিপূর্ব্বে অর্থাৎ ইংলণ্ডগমনের প্রাক্কালে তিনি তথাকার জনসাধারণের বিজ্ঞাপ্তির জন্য জয়পুররাজ্যের একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণীপুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। হিন্দুধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান এবং প্রাচীন পদ্ধতির নিতান্ত পক্ষপাতী মহারাজা মাধো সিং যে সমুদ্রযাত্রা করিবেন, ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু রাজমন্ত্রীর সৎ পরামর্শে ও সুবন্দোবস্ত প্রভাবে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল। সংসার বাবু মহারাজার ইংলণ্ড পরিদর্শনের সহায়তা করিয়া যথেষ্ট সৎসাহস, উদার নীতি, ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

দিল্লীর বিগত রাজ্যাভিষেক দরবারে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সংসার বাবুকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বে জয়পুর রাজ্যের নানাবিভাগে উন্নতি হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জয়পুররাজ্যে ইতিপূর্ব্বে ডাকটিকিটের প্রচলন ছিল না। পত্রাদি পাঠাইবার সময় অথবা গ্রহণের সময় ডাক মাশুল দিতে হইত। এ জন্য তিনি ইউরোপীয় প্রথায় ডাকবিভাগ

গঠিত করেন এবং ডাকটিকিটের প্রচলন করেন। এই টিকিটে জয়পুর রাজবংশের আদি পুরুষ রথারূঢ় সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগ তাঁহার সময়ে কিরূপ গৌরবের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা গত কয়েক বৎসরের পরীক্ষাফল হইতে জানা যায়। গত বৎসর একটী ছাত্র মহারাজার কলেজ হইতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি রসায়ণ ও পদার্থ বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটী সুন্দর বিজ্ঞানাগার সংস্থাপিত করিয়া কলেজের কার্য্যকারিতা ও শোভা সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে মহারাজার সাক্ষাৎকার লাভ করা প্রজা সাধারণের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার ছিল। সংসার বাবু এই দুর্লভ সাক্ষাৎকার সুখসাধ্য করিয়া দিয়াছিলেন। এই হেতু তিনি জয়পুরবাসী আবালবৃদ্ধবণিতার ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার সত্যপরায়ণতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মভীরুতা রাজ্যের সমূহ মঙ্গলের কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি প্রধান অমাত্যপদে ৬০ বৎসর বয়সে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, এবং যুবজনোচিত উৎসাহের সহিত এই সুবিস্তীর্ণ দেশীয় রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালীসমাজের দুর্ভাগ্যক্রমে জাতীয় গৌরব সংসার চন্দ্র সেন মহোদয় অল্প কয়েক বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরলোক গমন করেন। জয়পুরে তাঁহার সুদৃশ্য বাস ভবন বিরাজ করিতেছে। তাঁহার পুত্র ও পরিবারগণের কেহ কেহ তথায় বাস করিতেছেন। তঁহার পর স্বর্গীয় মতিলাল গুপ্ত মজুমদার জয়পুর বাসী হন।

১৮৪৯ অব্দে কলিকাতার নিকটস্থ নাটাগোড় গ্রামে মাতামহালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। নাটাগোড়ের প্রসিদ্ধ দেওয়ান রামসুন্দর সেন মহাশয় তাঁহার মাতামহ ছিলেন। কলিকাতা শ্যামবাজারে মতিবাবুর পিত্রালয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয় আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং একজন সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। স্বনামখ্যাত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, মধুসূদন বাচস্পতি, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ দেশের মহামহাপণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধেই তিনি তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেলের ভ্রাতাকে লাটভবনে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। সংস্কৃত কাব্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। নৈষধের

সরল ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতাগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিবার তাঁহার এরূপ অসাধারণ পটুতা ছিল যে, তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ বাসরে সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী অশ্রুপূর্ণ লোচনে একবাক্যে বলিয়াছিলেন, "অদ্য নৈষধ মৃত হইল!" মজুমদার মহাশয় তাঁহার প্রিয় কাব্য নৈষধের বঙ্গানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। স্বজাতিবাৎসল্য তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। তিনি স্বশ্রেণীস্থ জনগণের হিতার্থে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং তদর্থে সময়ে সময়ে অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিতে কাতর হইতেন না। প্রসূতিপ্রসঙ্গ নামক নীতিগর্ভ পুস্তক তাঁহার রচিত।

মতিবাবু বাল্যকালে পিতার নিকট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পরে ডফসাহেবের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি প্রতিবৎসর সকল বিভাগীয় পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কৃত হইতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং এফ্, এ শ্রেণীর প্রতিমাসিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থানীয় হইয়া স্বতন্ত্র বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ডাক্তার ডফ, রেভারেণ্ড ফাইফ্, ম্যাকডোনাল্ড ও রস্‌সাহেব প্রমুখ কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে পূর্ত্ত বিভাগে দেড়বৎসর শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৮৬৮ অব্দের প্রারম্ভে জয়পুরে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় হরিমোহন সেন মহাশয় তখন জয়পুরাধিপতি সওয়াই রামসিংহ বাহাদুরের প্রধান অমাত্য ছিলেন। জয়পুরের যে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা, সংস্কৃতসাহিত্যবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, শিল্প বিদ্যালয়, রাজপথ, গ্যাসালোক, পানীয় জলের কল প্রভৃতি বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যাধর নির্ম্মিত চক্ষুবিনোদন জয়পুর সহরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে এবং প্রজাসাধারণের উন্নতি ও আরামের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, স্বর্গীয় হরিমোহন সেনই সে সকলের মূল। মতিবাবু তাঁহারই কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। মন্ত্রীকন্যার পরিণয়কার্য্য স্বচক্ষে দেখিবেন বলিয়া মহারাজা জয়পুরেই তাহা সম্পাদন করিতে আজ্ঞা দেন। তদনুসারে বরপক্ষীয়গণ জয়পুরে গিয়া মহাসমারোহের সহিত মতি বাবুর বিবাহ দেন। বিবাহরাত্রে মহারাজা রামসিংহ কন্যা সম্প্রদান স্থলে প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং বিবাহের ব্যয়ভূষণাদি রাজকোষ হইতে প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৬২ অব্দের প্রারম্ভে মতিবাবু মহারাজার কলেজে শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়া

প্রায় একাদশ বৎসর কাল সুচারুরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। তিনি অতিশয় ছাত্রবৎসল ছিলেন। তাঁহার ছাত্রগণের অনেকে এক্ষণে রাজসরকারে এবং অন্যত্র উচ্চ উচ্চ পদে সম্মানের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

মতিবাবুর হস্তাক্ষর অতিশয় সুন্দর জানিতে পারিয়া মহারাজা তাঁহাকে লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিতে আজ্ঞা করেন। তাহাতে তিনি পঞ্চবিংশতি প্রকার আদর্শের ইংরেজী অক্ষরে একখানি পুস্তক লিখিয়া নৃপতির কৌতুহল চরিতার্থ করেন। গ্রন্থখানি মুদ্রাযন্ত্রপ্রসূত বলিয়া উপস্থিত পারিষদবর্গের অনেকের ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল। মহারাজা বাহাদুর সাদরে উক্ত পুস্তক স্বীয় কক্ষস্থ পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে রক্ষা করেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, মতিবাবুকে কলেজের কার্য্য ব্যতীত স্বীয় রাজকার্য্যের সহায়তার জন্য রাজবাটীতে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৮০ অব্দের শেষভাগে মহারাজা রামসিংহ পরলোকগমন করিলে বর্ত্তমান মহারাজা সওয়াই মাধবসিংহ বাহাদুর জয়পুরের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। ১৮৮২ অব্দে তিনি মতি বাবুকে কলেজের অধ্যাপনা কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিরা স্বীয় সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটরির পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার ছাত্রগণ ও সহযোগী শিক্ষকমণ্ডলী তাঁহার প্রতি এতদূর অনুরক্ত ছিলেন যে তিনি কলেজের সম্পর্কশূন্য হওয়ায় সকলেই বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং প্রকাশ্য সভা করিয়া তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ অব্দে উদয়পুরের বর্ত্তমান মহারাণা ফতেসিংহ বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে প্রাচীন প্রথানুসারে জয়পুরাধিপতি বহু লোকলস্করাদি সমভিব্যাহারে উদয়পুর গমন করেন এবং তৎসম্পর্কীয় কার্য্যভার কৌন্সিলের একজন মেম্বর ও মতিবাবুর উপর ন্যস্ত হয়। মতিবাবুর কার্য্যকুশলতায় মহারাজা পরম সন্তুষ্ট হইয়া রাজানুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে শিরোপা প্রদান করেন। ১৮৮৮ অব্দে যখন মহীশূররাজ, ১৯০০ অব্দে মহীশূরের যুবরাজ, এবং ১৮৯৭ অব্দে কাশ্মীরাধিপতি মহরাজা প্রতাপসিংহ বাহাদুর জয়পুরের মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন তখন প্রতিবারই রাজপক্ষ হইতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা এবং দৌত্যকার্য্যে মতিবাবু উপযুক্ত এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বলিয়া মনোনীত হন। জয়পুরাধিপ কাশ্মীরের মহারাজাকে প্রীতি ও স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ হীরকাদি

মণিমাণিক্যখচিত এক মহামূল্য অপূর্ব্ব দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করেন। উক্ত দ্রব্যের সহিত এক পুরাতন ঐতিহাসিক কাহিনী জড়িত ছিল। মহারাজার প্রতিনিধি হইয়া মতিবাবু উক্ত উপহার কাশ্মীররাজসমীপে লইয়া গিয়া স্বীয় ভূপতির সন্দেশ জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহার ইতিবৃত্ত বর্ণন করেন এবং মহারাজা উপহারের কাহিনী শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহা গ্রহণ করেন। পরে প্রসঙ্গক্রমে মহারাজা বলেন যে তিনি জয়পুর রাজধানীতে এই প্রথম আসিয়া কয়েকটী সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। নগরী পরম সুন্দর সৌধমালায় বিভূষিত, প্রজাবর্গের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল সকলে সচ্ছন্দ ও সুখী। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই, বিচক্ষণ ও বহুদর্শী, এবং যিনি অধিপতি তাঁহার যশোকীর্ত্তন দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া জনসাধারণের শ্রুতিরঞ্জন করিতেছে। প্রত্যুত্তরে মতিবাবু বলিলেন, হে রাজন্, কথিত আছে :—

"নতজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজং
ন পঙ্কজং তদ্ যদলীনষট্‌পদং।
ন ষট্‌পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জয়ঃ কলং
নগুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্মনঃ॥"

কিন্তু হে মহারাজ! অদ্য জয়পুর রাজ্যে এক অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন ও পরম পুলকিত হইয়াছি। সর্ব্বত্র এক সময়ে এক সূর্য্যেরই উদয় হয়, কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত কাশ্মীরাধিপতিকে লইয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জয়পুরাধিপতি এক স্থলে বিরাজমান হওয়ায় ধরণীতলে যুগপৎ দুইটি সূর্য্যের উদয় হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই সম্পাদন করিয়াছে! এতদ্দর্শনে গগনস্থিত সহস্র রশ্মিরও গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায় তিনিও লজ্জায় দূরে * গমন করিয়াছেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মহারাজা ইঁহার সহিত নানা রসালাপ ও শাস্ত্রালাপ করিয়া এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া মতিবাবুর সহিত কুশলপত্রাদি ব্যবহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং প্রভূত সম্মান ও সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক বিদায় দান করেন। এইরূপে লর্ড রোজবেরি লর্ড নিউটন প্রভৃতি সম্ভ্রান্তবংশীয় ইংরেজ রাজপুরুষগণ

* শীতাগমে সূর্য্য ভূপৃষ্ঠ হইতে সুদূরে অবস্থিত করায় রশ্মির প্রখরতা হ্রাস হয়। বলা বাহুল্য উক্ত সময়েই কাশ্মীরাধিপতি জয়পুরে আসিয়াছিলেন।

ভারতভ্রমণে আসিয়া জয়পুর মহারাজের অতিথি হইলে, রাজপক্ষ হইতে মতি বাবুর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে পরম প্রীত হন এবং তাঁহার মার্জ্জিত বুদ্ধি ও সুশিক্ষার প্রশংসা করেন। এইরূপে কি দেশীয় রাজা মহারাজাগণ, কি বিদেশী সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ যখনই রাজ্যে আগমন করিয়াছেন, মতিবাবুকে মুখপত্র স্বরূপ মহারাজের পক্ষ হইতে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইয়াছে! ১৮৮৯ অব্দে মহারাজা, লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা আসিলে কয়েকজন সুদক্ষ বহুদর্শী কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে লইয়া আসেন। মতিবাবুও সেই সঙ্গে ছিলেন। কলিকাতা অবস্থানকালে মহারাজা এক দিবস এখানকার এক নাট্যশালায় "প্রভাস লীলা"র বাঙ্গালা অভিনয় দর্শন করেন। কিন্তু বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও অভিনয় তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। এবং স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলে মতিবাবুর নিকট উহার পুনরভিনয় দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মতিবাবু উহা সুন্দর ও সুললিত ব্রজভাষায় অনুবাদ করিয়া রাজবেতনভুক্ পারসী নাট্যকারগণকে রীতিমত শিক্ষা দেন। এবং "রামপ্রকাশ" নামক রাজনাট্যশালায় উহার অভিনয় করাইয়া মহারাজার কৌতূহল চরিতার্থ করেন। তিনি আদ্যোপান্ত উহা দর্শন করিয়া যারপর নাই প্রীত ও পরিতৃপ্ত হন এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় স্বীয় প্রাসাদে না গিয়া সে রাত্রে মতিবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত ও সম্মানিত করেন। মহারাজা একবার হরিদ্বার যাইবার মানসে পূর্ব্বাহ্ণে মতিবাবুকে তথাকার বিশেষ বৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্য পাঠাইয়া দেন। মতিবাবু হরিদ্বারের বিস্তারিত কাহিনী এরূপ চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিয়া দেন যে হরিদ্বারের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ঐতিহাসিক বিবরণ মহারাজার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়। তিনি উক্ত পুস্তকের সাহায্যে মহিষিগণের সহিত উক্ত তীর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতে সমর্থ হন। তদবধি প্রতিবৎসর একবার হরিদ্বার দর্শন করিয়া আসেন। তথাকার কোন প্রশ্ন উঠিলেই তাঁহাকে উক্ত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিতে শুনা যায়। মহারাজা পুষ্কর, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ এবং আবু পর্ব্বত, আজমীর, কিষণগড় প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিতে যাইলে অনুসন্ধিৎসু মতিবাবুকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান।

১৯০১ অব্দে মহারাজা মতিবাবুর গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রাইভেট সেক্রেটরীর পদে উন্নীত করেন। ইহার পরবৎসর তিনি বিলাত গমন

করেন, কিন্তু মতিবাবুর শরীর অসুস্থ থাকা প্রযুক্ত তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে রাজদপ্তরের ও রাজবাটীর দৈনিক কাজকর্ম্ম ব্যতীত মহারাজার অনুপস্থিতি কালে রাজান্তঃপুরচারিণী রাজমহিষীদিগের তত্ত্বাবধারণের গুরুভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে গমন করেন। প্রত্যাগমন-কালে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যগুলির সুচারুরূপে সম্পাদনে সন্তোষলাভ করেন এবং তাঁহার প্রতি অধিকতর বিশ্বাসবান্ হন। তাঁহার কার্য্যকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ ১৯০৩ অব্দে মহারাজা তাঁহাকে একটী মূল্যবান রাজপরিচ্ছদ (robe of honour) দানে সম্মানিত করেন। মতিবাবুর নিকট এইরূপ সময়ে সময়ে প্রদত্ত মহারাজার বহুল প্রীতি নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এই ৩৪ বৎসরকাল জয়পুররাজ্যে বাসহেতু এবং উন্নত চরিত্রগুণে তিনি রাজ্যের ধনী, নির্দ্ধন, বালক বৃদ্ধ সকলের নিকট সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে এবং কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত মন্ত্রিত্বে পুরবাসিগণ ও রাজসরকারের প্রায় তিন সহস্র অনুচর সকলেই সন্তুষ্ট এবং সুখী ছিলেন। মতিবাবুর বহু সদ্‌গুণের মধ্যে হৃদয়ের কোমলতা এবং দানশীলতা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক পতি পুত্রহীনা অনাথাকে মাসিক সাহায্য, অনেক অনাথ বালকের লেখাপড়ার ব্যয় বহন এবং প্রকৃত দায়গ্রস্থ বিপন্ন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব সাহায্য দান করিয়া গিয়াছেন। জয়পুরে তাঁহার বাসভবন বিরাজ করিতেছে।

জয়পুর কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল প্রবাসীবাঙ্গালী-গৌরব মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বি-এ, মহাশয় ৩ বৎসর হইল, পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একটী রত্ন হারাইয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের নিকট মেঘনাথ বাবু তত পরিচিত না থাকিলেও সাহিত্যক্ষেত্রে এবং শিক্ষাবিভাগে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস্ সাহেবের সময় মেঘনাথ বাবুর বৃদ্ধপিতামহ রামনিধি তর্কভূষণ বঙ্গের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মাতামহ পণ্ডিত রামমাণিক্য তর্কালঙ্কারও একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পিতার নাম রামকমল ভট্টাচার্য্য। মেঘনাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু ২৮ বৎসর বয়সেই একজন উচ্চদরের নৈয়ায়িকের প্রসিদ্ধি লইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। মাননীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই, মহোদয় ১৮৯৩ সালে

মেঘনাথ বাবুকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"I have to add that Babu Meghnath comes of a very learned family of Bengal Brahmins. His ancestors on both sides were Pundits of great renown, distinguished for piety and knowledge of various departments of Sanskrit learning. His grandfather on the mother's side Rammanikya Vidyalankara was a profound Sanskrit scholar. Meghnath Babu produced a very favourable impression on all who knew him by his excellent character and demeanour."

"মেঘনাথ বাবু বঙ্গীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃমাতৃ উভয়কুলই সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। তাঁহার মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। মেঘনাথ বাবুর সহিত যে কেহ পরিচিত হইতেন তিনিই তাঁহার চরিত্র ও আচরণে মুগ্ধ হইতেন।"

মেঘনাথ বাবুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভ্রাতাও প্রবাসী হন। দ্বিতীয়, রঘুনাথ হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশান্তর্গত টিহরীর রাজার প্রধান অমাত্য ছিলেন এবং তৃতীয় ভ্রাতা যদুনাথ ভট্টাচার্য্য দেরাদূনের চা বাগানের ম্যানেজার। চতুর্থ ভ্রাতা বঙ্গের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। মেঘনাথবাবু সর্ব্বকনিষ্ঠ। তিনি ১৮৫৪ অব্দে ভাটপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ৬ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ও অল্পবয়সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, পরিবারবর্গ এক প্রকার সহায়হীন হইয়া পড়েন। এই সময় তাঁহাদের পিতৃবন্ধু বঙ্গের বিদ্যাসাগর কিছুকালের জন্য তাঁহাদের যাবতীয় সাংসারিক ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করেন। এই সময় রঘুনাথ মাইকেল মধুসূদনের নিকট এবং যদুনাথ দেরাদূনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। অগ্রজদ্বয় সংসার প্রতিপালনার্থ এবং কনিষ্ঠদ্বয়ের লেখাপড়ার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাকরী করিতে প্রবৃত্ত হইলে, হরপ্রসাদ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিলেন এবং মেঘনাথ নৈহাটীর ভার্ণাকুলর স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ১৮৬৮ অব্দে মেঘনাথ বাবু যোগ্যতার সহিত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চার বৎসরব্যাপী মাসিক চার টাকা বৃত্তি সহ হুগলী কলেজে এণ্ট্রেন্স ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৭২ অব্দে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি সহ এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি লাভ

করেন এবং ১৮৭৭ অব্দে হুগলি কলেজ হইতেই বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পরবৎসরে Inductive Sciences, Inductive Logic, Botanic Physiology, Organic Chemistry. Paloeobotany ও Physical Geography প্রভৃতি আনুসঙ্গিক বিষয় সহ উদ্ভিদবিজ্ঞানের (বট্যানি) এম-এ পরীক্ষা দান করেন। কিন্তু এই সময় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি বলিতেন সম্ভবতঃ Systematic Botanyর কাগজে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মধ্যে তিনি কিছুদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহপাঠীর মধ্যে অনেকেই বঙ্গের কৃতী সন্তান এবং বিদ্যা ও যশের ভাগী হইয়াছেন।

১৮৭৯ অব্দে মেঘনাথ বাবু হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের গণিত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এখানে পাঁচ বৎসর শিক্ষকতা করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার শিক্ষাকৌশল ও কার্য্যদক্ষতায় কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছিলেন, ছাত্রগণও তাঁহার অমিয় ও সদয় ব্যবহারে এবং অধ্যাপনার সুপ্রণালীতে তদ্রূপ উপকৃত, ভক্তিযুক্ত ও অনুরক্ত হইয়াছিল। প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেববাবু, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৩ অব্দে মেঘনাথ বাবু মহারাজা জয়পুর কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে বৃত হইয়া রাজস্থানপ্রবাসী হন। এখানে তাঁহাকে উভয় স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণকে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে এবং কখন বা ইতিহাসেও শিক্ষা দিতে হইত। ১৮৮৭ অব্দে যখন দুই বিভাগের কার্য্যই তাঁহার উপর ন্যস্ত হয় তখন হইতে তাঁহাকে অত্যধিক শ্রম করিতে হইয়াছিল। ১৮৯২ অব্দের দৈনিক কার্য্য তালিকায় দৃষ্ট হয় তিনি ৫॥০ ঘণ্টার মধ্যে ৭টী শ্রেণীর ছাত্রকে বিবিধ দুরূহ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। *

আবার ১৯০০ অব্দের কার্য্য তালিকায় প্রকাশ তিনি ৫॥০ ঘণ্টায় কলিকাতা

---

*			
1st hour	Mathematics	3rd & 4th year classes.
2nd „	Do.	2nd year class.
3rd „	Physics & Chemistry.	1st & 2nd year classes.
4th „	Mathematics	1st year class.
5th „	Do	Enntrance Class.

স্বর্গীয় মতিলাল গুপ্ত মজুমদার
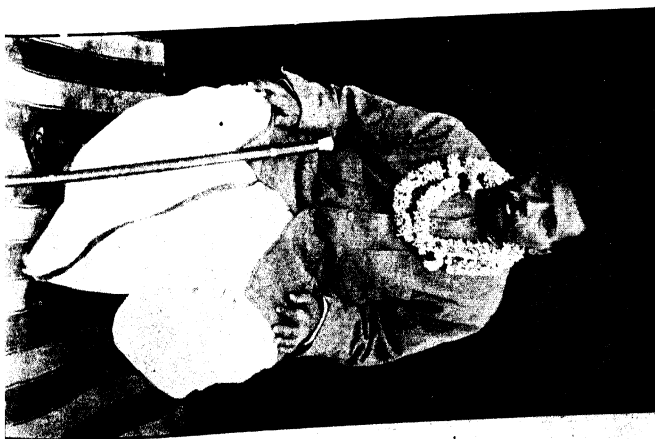
ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষার্থী ৯টী শ্রেণীর ছাত্রকে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান (mechanics) এবং ইতিহাসে শিক্ষাদান করিতেন। †

এই গুরুভারাক্রান্ত দীর্ঘ তালিকাসত্ত্বেও তাঁহার অধ্যাপিত বিষয়গুলিতে ছাত্রগণের পরীক্ষায় আশাতিরিক্ত কৃতকার্য্যতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাৎসরিক পরীক্ষাফলের তালিকা হইতে দেখা যায়, যে দিন হইতে তিনি এই কলেজে পদার্পণ করিয়াছেন তদবধি তাঁহার অধ্যাপিত বিষয়ে প্রেরিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রায়ই একাধিক ছাত্রকে অকৃতকার্য্য হইতে হয় নাই—ইহা তাঁহার আন্তরিকতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, গভীর পাণ্ডিত্য, শ্রমশীলতা, শিক্ষাদান-কৌশলজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। এই বহুবর্ষব্যাপী অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্যে যখন দেখি তিনি স্থানীয় শিক্ষাবিভাগের টেক্সটবুক কমিটির সভ্য ও কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হইয়া শিক্ষাপ্রণালীর বিবিধ উন্নতির সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, যখন দেখি, তিনি কখন ঐতিহাসিক পাঠ্যপুস্তকের হিন্দী অনুবাদ, কখন পাটীগণিতের হিন্দী ও উর্দ্দু অনুবাদে ব্যাপৃত আছেন এবং এ সকল সত্ত্বেও সময়ে সময়ে বাঙ্গালা সাময়িক ও সংবাদপত্রে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া সুদূর প্রবাসেও মাতৃভাষার অনুশীলনে যুবার উদ্যম প্রদর্শন করিতেছেন, তখন প্রকৃতই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির প্রতি প্রশংসাপূর্ণ বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া থাকি—অবাক্ হইয়া যাই!

অধ্যয়নাবস্থাতেই মেঘনাথ বাবুর বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং বঙ্কিম, ভূদেব, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সাহিত্যরথিগণের সহিত বন্ধুত্ব হয়। জয়পুর কলেজে অবস্থানকালে বঙ্গবিশ্রুত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত ইঁহার হৃদ্যতা জন্মে। চন্দ্রনাথ বাবু ১৮৭৮-৯ অব্দে জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপালের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জয়পুরের জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় তিনি অল্পদিনেই

---

†			
1st hour	Mathematics	2nd year Class, C. U.	
2nd „	Additional Do.	1st „	A. U.
3rd „	Physics	1st & 2nd „	C. U.
4th „	History and Chemistry	1st & 2nd „	C. U.
	Mechanics	1st year Class, A. U.	
5th „	Mathematics	B. A. Class, C. U.	

এই কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। মেঘনাথ বাবুর আকৈশোর এইরূপ মাতৃসাহিত্যসেবীদিগের সহিত বন্ধুত্বই তাঁহার গুরুভারাক্রান্ত নিত্যকর্ম্মের অনবকাশের মধ্যেও মাতৃভাষা ও সাহিত্যানুশীলনের অন্যতম কারণ। তিনি ভূদেব বাবুর উৎসাহে এডুকেশন গেজেটে মিশর, পারস্য, গ্রীক, মীডিয়া প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। জয়পুরে আসিবার পর তিনি স্থানীয় অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে গভীর গবেষণাপূর্ণ কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির ন্যায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বও (Comparative Philology) তাঁহার বিশেষ অনুশীলন ও আদরের সামগ্রী ছিল। শব্দ-সমালোচনা নামে বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত পারস্য ও আরবী শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ তিনি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন। আশা করি তাঁহার সুযোগ্য বংশধরগণ সে গুলি পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের হিতসাধন করিবেন। মেঘনাথ বাবু "Sastri's Beginner's History of India" পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ, "ভারত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক হিন্দী পুস্তক এবং "গণিতকা প্রথম পুস্তক" (হিন্দী ও উর্দ্দু) ব্যতীত কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে "আর্য্যনারী গাথা" বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহা ভারতীয় বীরনারীদিগের উদ্দীপনাপূর্ণ কাব্যময় ইতিহাস। এই পুস্তক তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে কতদূর আদর পাইয়াছিল, ১৮৮৮ অব্দের Calcutta Review পত্রের সমালোচনা পাঠে তাহা জানা যায়।

মেঘনাথবাবু কি গৃহে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই সমাদৃত ও সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কেহই অপ্রীতি ও অপ্রফুল্ল হইয়া ফিরিতেন না। জীবনে তাঁহার শত্রু ছিল বলিয়া শুনা যায় না। স্বদেশীয় ব্যতীত পঞ্জাব ও অযোধ্যাবাসী প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সুখী হই-তেন। তাঁহার সুরুচিসঙ্গত সরস বাক্যালাপ সকলের কর্ণে মধুবর্ষণ ও হৃদয়ে আনন্দদান করিত। অত্যন্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তখন তিনি অবসর লইয়া দেশে গমন করেন। সেই সময় জয়পুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব (এখন

যাঁহারা কৃতী হইয়াছেন) ও বর্ত্তমান ছাত্রমণ্ডলী সমবেত হইয়া তাঁহাকে যে সুদীর্ঘ বিদায়-অভিনন্দন-পত্রে হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় রাজপুত জাতি তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিতেন। সে দীর্ঘ পত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিবার স্থান এখানে নাই, কিন্তু তাহা হইতে সুদূর প্রবাসে তাঁহার কর্ম্মজীবনের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া উক্ত পত্রের কতিপয় স্থলমাত্র পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল। * তাহার ভাবার্থ এই যে মহারাজার কলেজের

---

* Your connection with the Maharaja's College dates as far back as 1883 A. D. In this Institution, with the whole-hearted devotion of a conscientious young man, you put your energy and soul into the noble work of Education. Your vast erudition, deep knowledge, indefatigable energy, genuine sympathy and high moral principles have left an indelible mark upon our hearts and lives. When we look back on the life we have passed together and recall the memory—of course a very strong one—of your long and devoted services in the cause of education, of your delightful and valuable lectures, of your kind behaviour and of your amiable disposition, we feel ourselves strongly inclined to make a public declaration of the feelings that surge up in our bosom on this memorable occasion.

It would be idle to attempt to recapitulate the long and faithful services you have rendered to our august master, the Maharaja Sahib, as Professor of Mathematics to the celebrated Institution, happily styled after him,—the Maharaja's College. Your services have covered an extensive space of 28 years, and have been of the most ardent and zealous type imaginable. We reflect with pride and intense satisfaction on the numerous occasions on which your students adequately trained for the Examinations of the Indian Universities, have won. both for themselves and for you, distinction, glory and renown at the various examinations held from time to time.

Nor can we ever forget the humour, the sprightliness, and the grace, that has ever attended on your class-room lecture. Sir, there are only a few who know how to introduce an element of charm into a lecture that would otherwise be tedious, dull and disgusting. You are among those blessed few, for your humorous nature has always made the subject dealt with, fascinating and charming, and has thus chained the attention of your pupils to it. Of all those that presume to mould the youthful mind and impart sound education in the higher departments of Learning, your claim, we think, to honour and distinction in this splendid qualification stands highest. Besides a dazzling success in the University Examinations and the credit your students have got with the University,—an evident proof

টাকা আয়ের সম্পত্তি সহ ৬টী সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত করিয়া গোস্বামিদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধ কেরৌলীর সীমার ভিতর তাঁহাদের ১৬০০০৲ টাকা বার্ষিক আয়ের ভূসম্পত্তি আছে। কিন্তু এসকল থাকিলে কি হইবে? কেরৌলীর বর্ত্তমান গোস্বামিকুলে তাঁহাদের কুলপ্রবর্ত্তক পূজ্যপাদ গোস্বামী শ্রীরূপের চরিত্র এবং সনাতনের পাণ্ডিত্যের চিহ্নও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক্ষণে পাঠশালায় সামান্য হিন্দী ও পাটোয়ারী হিসাব শিক্ষা করিয়াই ইহাঁদের পাঠ সমাপ্ত হয়। ইহাঁদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহার বাঙ্গালাঅক্ষর-পরিচয়ও নাই। জয়পুরী মাড়বারী পোষাক পরিচ্ছদে ইহাঁদের অঙ্গ শোভিত হয়, মদনমোহনজীর "পরসাদ" (প্রসাদ)—"খীরসা" * "মিঠরী" † "গুঁঝা ‡, এবং "বিনা পানির রুটী" § ইহাঁদের রসনা পরিতৃপ্ত করে এবং বাজরার রুটীতে ইহাঁদের ভোজন-ব্যাপার সম্পাদিত হয়। ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে নিত্য কথোপকথন, হাস্যপরিহাস, বাক্‌কলহ, এমন কি প্রণয়ালাপ পর্য্যন্ত মাড়বারী ভাষাতেই হয় এবং ইহাঁদের বাহিরে মাড়বারী পাগড়ী অঙ্গরাখা জয়পুরী ধুতী ও দুপাট্টা এবং নাগরা, আর অন্তঃপুরে "লাহঙ্গা" (ঘাঘরা), "ওঢ়না" এবং আঙ্গিয়া (কাঁচুলী) ভূরি ভূরি ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপে ইহাঁরা বাঙ্গালীত্ব হারাইয়া এক্ষণে "কেরৌলীর গোস্বামী"তে পরিণত হইয়াছেন। ইহাঁরা আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবার কিছুই রাখেন নাই এবং সম্পূর্ণরূপে মাড়বারী সমাজে বিলীন হইয়া যাইতেও পারেন নাই। ইহাঁদের মধ্যে প্রধান গোস্বামীর নাম মোহনকিশোর। শুনিয়াছি তিনি নাকি বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে, বলিতে এবং পড়িতেও পারেন না। তিনি অপুত্রক! তাঁহার বিমাতা "মাজী" বা "মাইজী" নামে প্রসিদ্ধা। ইনিই কেরৌলী এবং বৃন্দাবনস্থ সমস্ত ভূসম্পত্তির অধিকারিণী। প্রধান গোস্বামীর কনিষ্ঠভ্রাতা ৺ গোবিন্দলাল গোস্বামী, গুসাঁই গোবিন্দ লালা নামে পরিচিত ছিলেন।

* মোচার আকৃতি ক্ষীরের মিঠাই।

† উপরে চিনি মাখন ঘৃতপক্ব আটার মিঠাই।

‡ আটার পুর দেওয়া ঘিয়ে ভাজা ও চিনির রসে পাক করা, আটা, ক্ষীর ও চিনির লাড়ু।

§ বিনা জলে মাখা আটার মিঠারুটী; জলের পরিবর্ত্তে ঘৃতে চিনি মিশ্রিত ময়দা মাখিতে হয়; সেই ময়দায় থালার পৃষ্ঠে রুটী বেলিয়া থালা শুদ্ধ আগুনে সেঁকিতে হয়। রুটীর গায়ে নানা রকমের ফুল পাতা কাটিয়া তাহাতে নানা বর্ণে রঞ্জিত খরমুজার বীজ মধ্যস্থলে সাজাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বিন্দুমাত্র জলের সংস্রব নাই বলিয়া এই নাম।

গোপালজী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা এবং মন্দিরাধিকারী গোস্বামী প্রতাপ শিরোমণি কেরৌলীর "পর্‌তাপ শিরোমণ্‌ গুসাঁই।" বৃন্দাবনচন্দ্র নন্দকিশোরের লীলাভূমিতে বাঙ্গালী গোস্বামীগণ স্ব স্ব নামের সহিত "কিশোর" যুক্ত করিবার বিলক্ষণ পক্ষপাতী। তাই মোহনকিশোর, বংশীকিশোর, মধুসূদনকিশোর প্রভৃতি নাম প্রায়ই ইহাঁদের মধ্যে পাওয়া যায়। সেদিন এক বিবাহের মজলিসে গোস্বামী মধুসূদনকিশোর * ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীদিগের অতি ভয়াবহ পরিণামের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি কোন ভদ্রলোক তাঁহার নাম কি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন "হমার নাম মকুস্থঁদরকিশোর।" প্রশ্ন হয়, "আপনার পদবী?" মধুসূদন গোস্বামী উত্তর দেন, "কেরৌলীর মুখুর্জ্যা আছি।" পুনরায় প্রশ্ন হইল "আপনাদের গাঁই?" উত্তরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "হামাদের দুইটী গাই আছে!"

তাঁহারা জাতীয়ত্ব ও নিজস্ব শক্তি অর্থাৎ পৈত্রিক সম্পত্তি হারাইয়া একদিকে যেমন বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত হইয়া আছেন, অপরদিকে এদেশীয়দিগের চক্ষেও অনেকটা হীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব, পূর্ব্বসম্ভ্রম, সমাদর আর তদ্রূপ নাই। পূর্ব্বের ন্যায় রাজারা আর এখন তাঁহাদিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন না। গোস্বামীদিগের বংশধরগণের আচরণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া রাজা ভ্রমরপাল ইহাঁদের সম্পত্তির বন্দোবস্তের ভার প্রায় সমস্তই ষ্টেটের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। তবে পূজার অধিকার হইতে এখনও তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই। ইহাঁদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া গোস্বামী রাধিকাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেরৌলী ত্যাগ করিয়া অধিকাংশকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া থাকেন। কেরৌলীর গোস্বামীগণের মধ্যে ইনি সম্পূর্ণ বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়াছেন। মদনমোহনজীর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রে উপাধিপ্রাপ্ত জাতীয়ত্বরক্ষাপ্রয়াসী গোস্বামী গিরিবরপ্রসাদ শাস্ত্রী এখানকার ভাব গতিক দেখিয়া স্থান ত্যাগ করত মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছেন। তবে কি কেরৌলীর "মুখুর্জ্যা" এবং "গুঁসাইগণ" এইরূপে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহাদের উপনিবেশ এইরূপে পরিত্যক্ত পল্লীতে পরিণত হইবে? না, তাঁহাদের সমুন্নতির সুযোগ আছে। তাঁহারা বিবাহের আদানপ্রদান বাঙ্গালীর গৃহেই করিয়া থাকেন।

---

* শুনিয়াছি ইনি এলাহাবাদপ্রবাসী ৺ তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগ্নিকে বিবাহ করেন।

প্রথমতঃ বৃন্দাবনের গোস্বামীগৃহে, দ্বিতীয়তঃ পঞ্চকোটী ব্রাহ্মণকন্যা ক্রয় করিয়া এবং অভাবে কৌশলেও বিবাহটা বঙ্গগৃহেই হয়। কেরৌলীর ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশার কথা এই যে, বহুবর্ষ হইতে এখানে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাস করিতেছেন। কেরৌলির শাসন-বিবরণী হইতে যে সংবাদ আমরা প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তদুল্লিখিত ভোলানাথ বাবুর কথাই বলিতেছি। ইনি কেরৌলীর মহারাজার মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য, রাজ্যের উন্নতি-ও-মঙ্গলবিধায়ক এবং মহারাজার হিতচিন্তকগণের মধ্যে এক জন প্রধান পুরুষ। ইহাঁরই প্রভাবে গোস্বামীদিগের বাঙ্গালীত্ব ফিরিয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে মাতৃভাষায় কথোপকথনের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে থান কাপড় ও মাড়বারী ঘাঘরার ব্যবহার উঠিয়া গিয়া শাড়ীর ব্যবহার চলিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীপছন্দ খাদ্যের প্রচলন হইতেছে। ভোলানাথ বাবু কেরৌলী রাজ্যের "সারওয়াল্‌টার র‍্যালে।" ইনি এই মরুভূমিতে কপি ও আলুর চাষ প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। পরে মটরসুঁটীও লইয়া যান। কপি ও আলু এখানে জনসাধারণের এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, লোকে পুরাতন প্রথা ও বিধিব্যবস্থা বিস্মৃত হইয়া ঐ দুই সুখাদ্য এক্ষণে মদনমোহনজীর ভোগেও চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাও সাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা স্বর্গীয় ভুবনেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহের বহুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সোমড়া সুখরীয়া গ্রামে। তিনি ফতেপুর জেলায় জজের আদালতে কর্ম্ম করিতেন। এখান হইতে পেন্সন লইয়া তিনি কাশীবাসী হন। বারাণসীতেই তাঁহার পৈতৃক বাটীতে ভোলানাথ বাবুর জন্ম হয়। তিনি প্রথমে Bengaleetolah Preparatory School নামক বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া বারানসী কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ অব্দে এই কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করিয়া ভোলানাথ বাবু কিছুদিন মির্জ্জাপুর মিশন স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিতে থাকেন। এখানে উন্নতির পথ বড় নাই দেখিয়া দুই বৎসর পরে কর্ম্মান্তর গ্রহণের চেষ্টা করেন। প্রথমাবধি তাঁহার গভর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের কর্ম্ম করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মুরুব্বির জোর না থাকায় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। পরে কোন দেশীয় রাজ্যে প্রবেশ করিবার

রাও সাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
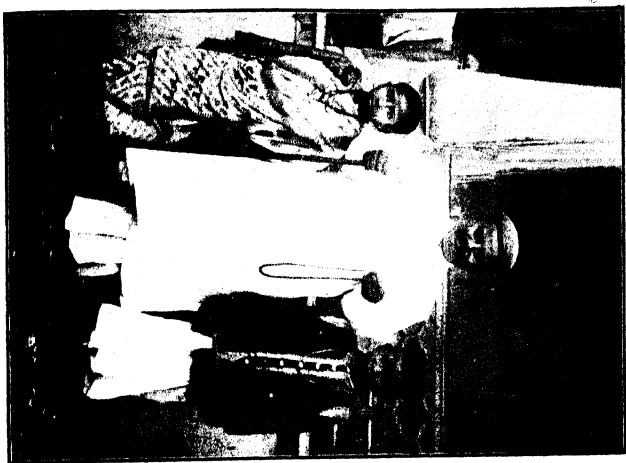
তাঁহার ঝোঁক হয়। ইতিমধ্যে "পাইয়োনিয়র" পত্রে কেরৌলীর মহারাজার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন আছে দেখিয়া তিনি ঐ পদের জন্য আবেদন করেন। তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হয় এবং তিনি মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তিনি মির্জ্জাপুর মিশনরী স্কুলের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ২৬শে জুন নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কেরৌলী রাজ্যে তখন ভাল ইংরাজী-জানা কর্ম্মচারী কেহই ছিলেন না, সুতরাং অনেক সময় চিঠি পত্রাদিতে অর্থবিভ্রাট ঘটিত। ভোলানাথ বাবু চকরীতে বাহাল হইবার পূর্ব্বেই তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজার সেক্রেটারী তাঁহাকে যে মঞ্জুরী-পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল কেরৌলীর রাজধানী রেল ষ্টেশন হইতে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু ষ্টেশনে নামিয়া তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারেন দূরত্ব প্রকৃতপক্ষে তিনগুণ অধিক অর্থাৎ ৫২ মাইল। একে জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ উত্তাপ, তাহাতে আবার মরুপর্ব্বতময় প্রদেশের অজানা পথ, তাহাতে অজ্ঞাতপ্রকৃতি ভিন্নভাষাভাষী পল্লীবাসীদিগের মধ্য দিয়া যাইতে প্রথমে তাঁহাকে বিলক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে যাইতে হইবে জয়পুর রাজ্যের ভিতর দিয়া। তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। তিনি সাহসে ভর করিয়া একাশ্ববাহিত দ্বিচক্ররথ "এক্কায়" আরোহণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার বাহিরে যাঁহারা পদার্পণ করেন নাই তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। এই ৫২ মাইল পথ অশ্বযানেযাইতে ভোলানাথ বাবুকে মাত্র তিনটী রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। পথে মহুয়া নামক গ্রামে তিনি রাত্রিবাস করিয়া পরদিন যথাস্থানে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে না পাইয়া, উদয়াস্ত হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে প্রথম প্রথম এখানে কোন ক্রমেই মন টিকাইতে পারেন নাই। জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারী কাশ্মীরী পণ্ডিত এবং স্কুলের সেক্রেটরী জনৈক উদারপ্রকৃতি রাজপুত তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাই তাঁহার কথাবার্ত্তার লোক ছিলেন।

ভোলানাথ বাবুর আগমন কালে কেরৌলীর মহারাজার বয়স ছিল ৬০ বৎসর। তিনি ৫০ বৎসর বয়সে রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। কালোচিত শিক্ষার অভাবে তাঁহার সময়ে নানা গোলযোগ উৎপন্ন হওয়ায় রাজ্যের বন্দোবস্ত পলিটিক্যাল এজেন্টের হস্তে যায়। তখন এজেন্ট ছিলেন সার ইভান স্মিথ (Sir Evan

Smith)। গুণীর নিকট চিরদিনই গুণের আদর হইয়া থাকে। এজেণ্ট মহোদয় এই প্রবাসী বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষা ও সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। তিনি ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্কুল তখন পাঠশালা বলিলেই হয়, ভোলানাথ বাবু এই পাঠশালাটিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে মনস্থ করিলেন। এজেণ্ট মহোদয়েরও বিদ্যালয়টির উন্নতি দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে ভোলানাথ বাবুর কোন প্রস্তাবই তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হয় নাই। এজেণ্ট সাহেবের সহায়তা ও নির্দ্দেশে তিনি সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং সমূহ উদ্যম ও আগ্রহ সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কয়েক সংসরের মধ্যেই পাঠশালাটি উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে উন্নীত হইল, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, সাধারণের মনে সন্তানগণকে উন্নত শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি জাগিল এবং ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে আরম্ভ করিল।

ভোলানাথ বাবুর পরও শিক্ষার ভার বাঙ্গালীরই উপর ন্যস্ত হয়। স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে বাবু গোবর্দ্ধন চট্টোপাধ্যায় স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। গোবর্দ্ধন বাবু রামগোপাল বাবুর সহোদর। শিক্ষা বিভাগে আমরা বাবু সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নামও প্রাপ্ত হই। কেরৌলীতে ছাত্রগণ ইংরাজি, হিন্দী, সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষায় শিক্ষা পাইয়া থাকে এবং রাজপুতানার ন্যায় এখানেও ছাত্রগণকে বেতন দিতে হয় না।

ভোলানাথ বাবু কেরৌলীর শিক্ষাবিভাগের সুবন্দোবস্ত লইয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। প্রথমাবধিই তাঁহাকে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয় সমূহেও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে সকল কথার উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, এখানে বহু প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রবল প্রতিপক্ষগণের কূটমন্ত্রণা ভেদ করিয়া শুদ্ধবুদ্ধি ও চরিত্র-বলে ভোলানাথ বাবুকে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইয়াছে। বৃদ্ধ মহারাজার রাজত্বকালে যুবরাজের সহিত নানা কারণে মন্ত্রীসভার সভ্যগণের মনোমালিন্য হয়। ভোলানাথ বাবু কেরৌলীতে আসিয়া এইরূপ অবস্থাই লক্ষ্য করেন। তিনি জৈষ্ঠ্য মাসে আগমন করেন, শ্রাবণ মাসে বৃদ্ধ মহারাজার স্বর্গ লাভ হয় এবং উক্ত যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত

হন। নবীন রাজার প্রতিপক্ষ কৌন্সিলের মেম্বরগণ তখন অতিশয় ভীত হন। তাঁহারা নানারূপ চক্রান্ত করিয়া নবীন মহারাজকে পলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকট সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এই শত্রুসঙ্কুল পিতৃরাজ্যে একমাত্র ভোলানাথ বাবু, কাশ্মীরী পণ্ডিত নন্দলাল এবং স্কুলের সেক্রেটারী জনৈক রাজপুত সর্দ্দার মহারাজার সৎপরামর্শদাতা ও সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন। এই সময় একজন ইংরাজীজানা কর্ম্মচারী আবশ্যক হওয়ায় ভোলনাথ বাবুই তৎপদে মনোনীত হন এবং সেই সূত্রে নবীন রাজার সহিত তাঁহার বিশিষ্ট পরিচয় স্থাপিত হয়। কিন্তু ক্রমাগত তিন বৎসর হিন্দী ভাষায় কথোপকথন ও উদয়াস্ত "জনাব, জনাব" করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে।

তিনি এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনটী কর্ম্ম জুটাইয়াছিলেন; ইচ্ছা ছিল অন্যত্র সরিয়া পড়েন। শেষবারে যখন আজমীর মেয়ো কলেজে ১৩০৲ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদের জন্য আবেদন করিয়া তাৎকালীন পলিটিক্যাল এজেণ্টের যত্নে মনোনীত হন, ভোলানাথবাবু কেরৌলীতে তখন ৮০৲ টাকা মাত্র বেতন পাইতেছিলেন; কিন্তু ভোলানাথ বাবু যে তখনও উভয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এবং মহারাজার শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, তাহা আজমীর কলেজের প্রিন্সিপাল কর্ণেল লক সাহেবকে মেজর মার্টেলী কর্ত্তৃক লিখিত সুপারিসপত্র * হইতেই জানা যায়। কিন্তু ভোলানাথ বাবু চলিয়া গেলে হঠাৎ এরূপ বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান্ ও চরিত্রবান্ ইংরাজীশিক্ষিত কর্ম্মচারী পাওয়া সুকঠিন বুঝিয়া অন্য দুইবারের মত এবারও মহারাজা তাঁহাকে কেরৌলী ত্যাগ করিতে দেন নাই। ইহার কয়েক মাস পরেই রাজ্যের নূতন বৎসরের আয়ব্যয়তালিকা (Budget) প্রস্তুত হয়। সেই সময় আজমীর যাইতে না দেওয়ায় ভোলানাথ বাবুর যে ক্ষতি হয়, তাহা তিনি মহা-রাজাকে স্মরণ করাইয়া দেন, তাহাতে মাত্র ১২০৲ টাকা তাঁহার জন্য মঞ্জুর হয়। কিন্তু সেই বৎসরই মহারাজা গভর্ণমেণ্ট হইতে পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের পদবৃদ্ধি ও নূতন কর্ম্মচারীর নিয়োগ উপলক্ষে ভোলানাথ বাবু ১৫০৲ টাকা বেতনে স্থায়ী প্রাইভেট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত এবং পর বৎসর ১৫০০৲

* "Babu Bholanath Chatterji, Headmaster of the Kerowlee State School, is a man who has done first rate work in Kerowlee, and whom both the Maharajah and I shall be sorry to lose. I have the highest opinion of him."

টাকার জায়গীর প্রাপ্ত হন এবং পূর্ব্বোক্ত কাশ্মীরী পণ্ডিত দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। কিন্তু পলিটিক্যাল এজেণ্টের সহিত মহারাজার যাবতীয় চিঠিপত্রের আদান প্রদান কার্য্য ভোলানাথ বাবুর দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে, সাহেবের দরবারে ডাক পড়িলে তাঁহাকেই যাইতে হয়, এবং রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কোন কূটপ্রশ্ন উঠিলে তাঁহাকেই মীমাংসা করিতে হয়। মন্ত্রীসভার কোন কোন দায়িত্বহীন দুর্ব্বুদ্ধি কর্ম্মচারীর দোষে যখনই যখনই রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা বা অনিষ্টের সম্ভাবনা হইয়াছে তখনই ভোলানাথ বাবু রাজ্যের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া উভয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও মহারাজার নিকট অধিক বিশ্বাস ও প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার শত্রুতাচরণ করিতে, এমন কি তাঁহাকে রাজ্য হইতে অপসারিত করিতে, বিপুল আয়োজন ও উদ্যম সহকারে চেষ্টা পাইয়াছে। কিন্তু ভোলানাথ বাবুর রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভায় সকল কুমন্ত্রণা ও কূটকৌশল ব্যর্থ হইয়াছে। একবার কেরৌলীতে একটী সঙ্গীন মকদ্দমা উপস্থিত হয়। রাজধানী হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে একটী গ্রামে জনৈকা রাজপুত মহিলা সতী হইয়া দিবা দ্বিপ্রহরের সময় মৃত পতির চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ঘটনাস্থলে প্রায় বিংশতি সহস্র লোকের জনতা হয়। পুলিশও দলবল লইয়া উপস্থিত ছিল। কেহই সতীকে আত্মবিসর্জ্জনে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। এদিকে রাষ্ট্র হয় যে, স্ত্রীলোকটী চিতা হইতে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া তাহাকে দগ্ধ করা হয়। ইহাই মকদ্দমার বিষয়। রাজ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। এমন সময় ভোলানাথ বাবুর ডাক পড়িল। মহারাজা তাঁহার হস্তে সকল দিক রক্ষার ভার দিলেন। এই সময় এজেণ্ট সাহেব ৩ মাসের ছুটী লইলে ইন্দোরের দিক হইতে অন্য একজন এজেণ্ট আগমন করেন। সুযোগ পাইয়া ভোলানাথ বাবুর প্রতিপক্ষ অথচ তাঁহার অনুগ্রহপুষ্ট জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারী এজেণ্ট সাহেবের আদালতে থাকিয়া তাঁহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়—কিন্তু নূতন সাহেব ভোলানথ বাবুর অপক্ষপাত তদন্তে এবং দক্ষতার সহিত লিখিত মকদ্দমার আমূল বৃত্তান্ত পাঠে তাঁহার প্রতি বরং সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় মন্তব্যসহ ভোলানাথ বাবুর বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার রিপোর্ট ভারত গভর্মেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। তাহার পরিণামে পুলিশ নিষ্কৃতি লাভ করে এবং শাসনসংক্রান্ত সকল গোল মিটিয়া যায়।

এই সতী-মকদ্দমার কিছুদিন পরেই পুরাতন এজেণ্ট সাহেব প্রত্যাগত হইলে

১৮৯৭ অব্দে কেরৌলী রাজ্য পরিদর্শন করেন। সেই সময় ভোলানাথ বাবু মহারাজার অগোচরে তাঁহাকে জি, সি, এস, আই, বা জি, সি, আই, ই, উপাধি দানের জন্য একখানি অনুরোধপত্র এজেণ্ট সাহেবকে প্রদান করেন। পত্রের উত্তরে এজেণ্ট মহোদয় উপাধির জন্য চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং ঠিক সেই সময় বড়লাটের ভরতপুর আসিবার কথা ছিল বলিয়া মহারাজাকে ভরতপুর যাইবার পরামর্শ দান করেন। তদনুসারে ভোলানাথবাবুকে লইয়া মহারাজা ভরতপুর গমন করেন। তাহার ফলে ভিক্টোরিয়া মহারাজ্ঞীর হীরক জুবিলির সময় কেরৌলীর মহারাজা জি, সি, আই, ই, উপাধিভূষিত হন। ইহার কিছুদিন পরে ভোলানাথ বাবু কেরৌলী কৌন্সিলের মেম্বর পদে উন্নীত হন। তিনি কেরৌলী রাজ্যের জন্য যাহা করিয়াছেন এবং এখনও যাহা করিতেছেন তজ্জন্য কেরৌলী চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি যখন পূর্ব্বে কয়েকবার কেরৌলী ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন তখন কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন, যিনি পূর্ব্বে কেরৌলীর শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এখানকার ভূতপূর্ব্ব ও পরে বিকানীরের পলিটিক্যাল এজেণ্ট, কর্ণেল ষ্ট্র্যাটন (Col. Stratton) প্রমুখ রাজ্যের হিতৈষী ব্যক্তিদিগের অনেকে তাঁহাকে কেরৌলী রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই কর্ম্মত্যাগে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন—

"To continue to discharge the duties entrusted to him * * * in the interest of the State * *".

কর্ণেল হার্ব্বাট কেরৌলী হইতে গোয়ালিয়রের রেসিডেণ্ট হইয়া যাইবার কালে ভোলানাথ বাবুর সম্বন্ধে লিখিয়া যান,

"It gives me much pleasure to write these few lines to testify to the satisfactory manner in which Babu Bholanath Chatterjee. member of Council, Karauli State, performed his duties during the 3½ years I was Political Agent. Eastern States, Rajputana. Practically all the English correspondence between my office and the Karauli Durber passed through his hands and I always found all references, no matter how troublesome or technical, intelligently received and properly answered rendering my dealing with the Durbar pleasant and free from all trouble. In this

gentleman the Durbar has I think a loyal and excellent servant and it is a source of satisfaction to me to think that it was in my time when acting as Political Agent in, I think, 1886 that Bholanath Chatterjee first came to the State as Headmaster of H. H. the Maharaja's School. I feel sure, he will always retain the good will of his master and deserve the esteem of the Political authorities.—Sd. C. Herbert, Lt. Col., Gwalior Residency."

ভোলানাথ বাবু যখন কেরৌলী মিউনিসিপালিটির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তখনকার শাসনবিবরণীতে রাজ্যের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে এইরূপ প্রশংসাজনক মন্তব্য দৃষ্ট হয়। ১৮৯৭—৯৮ অব্দের শাসন-বিবরণীতে আছে—

"Kerowlee is one of the cleanest cities in Rajputana. The conservancy arrangements of the city are all that can be desired. * * The above is the opinion of successive administrative medical officers of Rajputana."

এইরূপে সকল দিকেই ভোলানাথবাবুর কৃতীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই ২৭।২৮ বৎসর ধরিয়া কেরৌলী রাজ্যের শিক্ষাবিস্তার, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনকল্পে কি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে, কি মিউনিসিপালিটির সভাপতিরূপে, কি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটরীর পদে, কিম্বা তাঁহার মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রীরূপে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত মহারাজার একযোগে রাজ্যশাসন বিষয়ে মধ্যস্থ স্বরূপ থাকিয়া এবং উভয় পক্ষের হিত বজায় রাখিয়া দক্ষতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য পরিচালনা দ্বারা যেরূপ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা ও ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছেন এবং বিদেশে বাঙ্গালীর যেরূপ মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালী জাতি ও বঙ্গজননী তাঁহাকে লইয়া গৌরব করিতে পারেন। তাঁহার কার্য্যকলাপে পরিতুষ্ট হইয়া ১৯০৫ অব্দের ৬ই মে তারিখে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কেরৌলীতে একটী প্রকাশ্য দরবার করিয়া স্বয়ং মহারাজা ও রাজ্যের বহু সর্দ্দার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে রাজমন্ত্রী ভোলানাথবাবুকে রাওসাহেব উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সভায় রাজপুতানার পূর্ব্বাঞ্চলস্থ রাজ্যসমূহের পলিটিক্যাল এজেণ্ট লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল সি, জি, এফ, ক্যাগ্যান, আই, এ, মহোদয় ভোলানাথ বাবুর হস্তে রাজকীয় সনন্দ অর্পণ করিবার কালে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পাদটীকায় অবিকল উদ্ধৃত

হইল।* ভোলনাথবাবুর এই উপাধি লাভে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, ভরতপুর রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেণ্ট এবং যোধপুর রাজ্যের রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট—(Sir Arthur Martindale) সার আর্থার মার্টিন্‌ডেলও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ভোলানাথবাবুর কেরৌলীরাজ্য-শাসন-কার্য্যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত রাজভক্তিপূর্ণ সুদক্ষ সহযোগিতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং মেজর ষ্ট্র্যাটন লিখিয়াছিলেন,

"I take the opportunity of congratulating you on the honour which has been recently bestowed on you by the Government of India. It is evident that your good work

---

* "Your Highness and Sirdars.

I have asked you here this evening to witness a formality which it is my pelasing duty to perform, namely to place in the hands of my friend Babu Bholanath Chatterjee, member of the Karauli State Council, the Sanad conferring upon him the title of Rao Sahib. a distinction which was conferred by his Excellency the Viceroy on my friend, in January last in acknowledgment ef many years' loyal service rendered by him to the State Loyalty to a Chief or a State means loyalty to the British Government the two cannot be disassociated since the interests of both are identical. Good government in a Native State means good government in an integral portion of the British Empire in India it is for this reason that His Excellency the Viceroy is always ready and willing to show his appreciation of services rendered by the officials of Native States as well as of those serving in British India.

Babu Bholanath Chatterjee has served in this State for 20 years, first as school master, then as Private Secretary to H. H. the Maharaja and lastly as member of council.

The loyal manner in which he has performed his duties in this latter office has earned for him the approbation of the Government of Iadia.

Rao Sahib Babu Bholanath Chatterjee, in handing to you this Sanad which I now do, I have been asked by the Honourable ths Agent to the Governor General in Rajputana to convey to you an expression of his congratulations to which I would at the same time add my own upon the distinction conferred upon you by the Government of India and I feel sure that the honour of which you have been the recepient will urge you on to further exertions on behalf of the chief of the State you serve."

in Karauily has been appreciated and I trust that the fact will have given you satisfaction * * With all best wishes for 1905."

রাওসাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি দিনলিপি রক্ষা করিয়াছেন। সে সমুদয় প্রকাশিত হইলে দেশীয় রাজ্যের বহু কৌতূহলপূর্ণ ঘটনার কথা জানা যাইবে।

আজমীর মারবারা রাজপুতনার একটী জেলা। পূর্ব্বে ইহা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এক্ষণে ইহা সম্পূর্ণরূপে গভর্ণর জেনারেলের সাক্ষাৎ শাসনাধীন। তাঁহার এজেণ্ট এখানকার চীফ্ কমিশনর রাজপুতনা এজেন্সী সম্বন্ধীয় যাবতীয় দপ্তর আজমীরে অবস্থিত। আজমীর আগ্রা হইতে ২২৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আজমীর মারবারা প্রদেশ কিষণগড় মারবার জয়পুর এবং মিবার কর্ত্তৃক বেষ্টিত। ইহা আজমীর ও মারবার এই দুই ভাগে বিভক্ত। ভারতের সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ পুষ্কর তীর্থ ইহার অন্তর্গত। পুষ্করহ্রদে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় স্নান করিলে অক্ষয় পূণ্য সঞ্চয় হয় বলিয়া পুরাণে উক্ত হইয়াছে। এইকারণে বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতের নানা প্রদেশীয় হিন্দু নরনারী এখানে বাস করিয়া যান। অনেকে পুষ্করের স্থায়ী বসবাসীও হইয়াছেন। কথিত আছে দ্বাদশবৎসর পুষ্কর বাস করিলে সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। হিমালয়ের তিনটী শৃঙ্গ হইতে ত্রিধারা পতিত হইয়া এই হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে।

১৮৯১ অব্দের সেন্সস্ গণনায় এই প্রদেশে ৩৫২ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে আজমীরে ৩৪১ এবং মারবারায় ১১ জন। এই প্রদেশের অনেকটা স্থান মরুভূমি। সামর লবণ যে হ্রদের জল শুকাইয়া প্রস্তুত করা হয় এখানে সেই সম্ভর হ্রদ অবস্থিত। লবণ দপ্তরে দশ এগার জন বাঙ্গালী কর্ম্মহেতু এই মরুভূমির মধ্যে বাস করিতেছেন। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে পুষ্কর তীর্থ ভ্রমণে যাইয়া ময়মনসিংহ বেতাগড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয় তথায় তিনজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম গম্ভীরানন্দ সরস্বতী, সত্যানন্দ সরস্বতী এবং তারানন্দ সরস্বতী। মজুমদার মহাশয় বলেন—সত্যানন্দ স্বামী বাল সন্ন্যাসী, গম্ভীরানন্দ গভর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে পেন্সন লইয়া পুষ্করবাসী হইয়াছেন। তারানন্দ সস্ত্রীক আছেন। উভয়েই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনে রত। মারবারা বিভাগস্থ বিয়াওয়ার নগরে কয়েকজন বাঙ্গালী আছেন

তন্মধ্যে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার রাসবিহারী মৈত্র এবং তাঁহার সহকারী হস্পিটাল এসিষ্টাণ্ট বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র শূর অন্যতম। এই বিভাগে টড্‌গড় নামে আর একটি নগর আছে। উহা রাজস্থানের ইতিহাস লেখক কর্ণেল টডের নামে অভিহিত। এখানে টড্‌সাহেবের আবাস বাটী আছে। আজমীঢ় কলেজ স্থাপনাবধি এখানে বাঙ্গালী অধ্যাপকের আবির্ভাব হইয়াছে, এই কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক বাবু বিনোদলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, ও সহকারী অধ্যাপক বাবু যোগীন্দ্রচন্দ্র সেন বি, এ, আজমীঢ় মারবারায় ডাকবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র এবং আজমীঢ় বিভাগের পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর বাবু কালীচরণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ অনেকেই এখানকার পুরাতন প্রবাসী। রাজপুতানা মালওয়া রেলওয়ে দপ্তরেও অনেকগুলি বাঙ্গালী আছেন। উক্ত রেলওয়ে "কো অপারেটিভ এসোসিএশন লিমিটেড্" নামক বণিক সভার হিসাব রক্ষক একজন বাঙ্গালী (বাবু নীলমণি বিশ্বাস)। এখানে বাঙ্গালীদিগের "বেঙ্গলী ট্রেডিং কোম্পানী" এবং পোষাক পরিচ্ছদাদির দোকান প্রভৃতি আছে। আজমীঢ় প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের জাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে কালীবাড়া উল্লেখ যোগ্য। অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাবু মধুসূদন মৈত্র নামে জনৈক বাঙ্গালী এখানকার কমিশনার সাহেবের কর্ম্মচারী ছিলেন। জয়পুর, কেরৌলী, আজমীঢ় প্রভৃতির ন্যায় রাজস্থানের অন্যান্য রাজ্যে বাঙ্গালীর প্রাচীন উপনিবেশ অথবা সংখ্যাধিক্যের নিদর্শন না থাকিলেও রাজপুতানার সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। গোয়ালিয়রের পশ্চিমে এবং চম্বল নদীর দক্ষিণে স্থিত কোটা রাজ্যে কয়েকজন পুরাতন বাঙ্গালী আছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র দাস পূর্ব্বে কোটায় ছিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর হইল, তথা হইতে তিনি চিতোরে গিয়া বাস স্থাপন করেন। পলিটিকাল এজেণ্টের দপ্তরের বড় বাবু স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্থানীয় উকীল, বাবু প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বন বিভাগীয় কর্ম্মচারী বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, পরবর্ত্তী প্রবাসীদিগের অন্যতম। ঝালাবার রাজ্যের উকীল, বাবু পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিকানীর রাজ্যের মালখানার খাস দপ্তরের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জি, বি, রায় এবং শ্রীযুক্ত রাধারমন দাস প্রমুখ বর্ত্তমান প্রবাসীদিগের অনেকের নাম করা যাইতে পারে। বিকানীরের এজেন্সী হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার, বাবু হরিপদ মুখোপাধ্যায়।

ভরতপুর মথুরামণ্ডলের পশ্চিমে আগ্রা হইতে ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার অধিকারভুক্ত কাম্যবন বা কদম্ববন আধুনিক "কামন্" ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন প্রসিদ্ধ তীর্থ। বৈষ্ণবগণ এই তীর্থ দর্শন মানসে ভরতপুরে আগমন করিয়া থাকেন। রাজপুতানাস্থ এই মিত্ররাজ্যের উত্তরে গুরগাওঁ, পূর্ব্বে আগ্রা, দক্ষিণে জয়পুর, কেরৌলী ও ধোলপুর এবং পশ্চিমে আলবার কর্ত্তৃক বেষ্টিত। ইহা পরিসরে জ্যামেকা দ্বীপের সমতুল্য এবং প্রজাবহুল। ভরতপুরের দুর্গ সুপ্রসিদ্ধ। ১৮০৫ অব্দে লর্ড লেক্ এবং ১৮৭২ অব্দে লর্ড কম্বর মিয়র কর্ত্তৃক এই দুর্গ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। দুর্গটী দুর্ভেদ্য বলিয়া ইহা "The Fort of Victory" এবং এই নগর "City of Victory" অর্থাৎ "বিজয়নগর" নামে অভিহিত হইত। *

কথিত আছে প্রথম ভরতপুর যুদ্ধে একজন বাঙ্গালী অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমরক্ষেত্রে ইংরেজ সেনানায়ক হত হইলে তিনি সুবেদার ও হাবিলদার প্রভৃতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মৃত সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধান করত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার অধিনায়কতায় ইংরেজ পক্ষের জয়লাভ হয়। উক্ত হইয়াছে পরে কর্ত্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে সেনাপতির পরিচ্ছদ ধারণ করার অপরাধে প্রথম তাঁহার ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হয়, এবং তৎপরে পুনর্ব্বিচারে তাঁহার অসাধারণ রাজভক্তি সৎসাহস ও প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ গুণগ্রাহী ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৩০০০০৲ টাকা প্রদান করেন। তদবধি তিনি সাধারণ কর্ত্তৃক "জেনারেল" নামে অভিহিত হন। তাঁহার নাম ছিল বাবু কালীচরণ ঘোষ। তিনি কলিকাতা সুকিয়াষ্ট্রীটের নিকট বাস করিতেন, তিনি সমর বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন, সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাধ্যক্ষগণের সহিত অবস্থান হেতু যুদ্ধ কৌশলে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতির জন্য অনেক সময় লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল, কাপ্তেন, প্রমুখ

* "Bharatpur, with an area of about five miles in circuit, was surrounded by a broad deep fosse, from the inner edge of which rose a massive and lofty wall of sun burnt clay, flanked by thirty five bastions. It was dominated by the citadel or, as the natives proud of its supposed impregnability, loved to call it, "The Fort of Victory." which towered on its isolated hill high above the rest of the town and was enclosed by a ditch 150 feet wide, and 50 feet deep."—Davenport Adams.

বড় বড় কর্ম্মচারী তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। উপরোক্ত ঘটনার পর হইতে তিনি জেনারেল কালুঘোষ এবং তাহার অপভ্রংশে সাধারণতঃ "জাঁদরেল কালু" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু মৃত সেনাপতির পরিচ্ছদ ধারণ করা হেতু বঙ্গীয় সমাজে স্বশ্রেণীর মধ্যে তিনি অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়াছিলেন এমন কি তাঁহার বংশধরগণকে বহুদিন ইহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। *

ইহার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গালীর প্রবাস বাসের সূত্রপাত হয়। এবং বাঙ্গালীর সংস্রবে এই রাজপুত রাজ্যের শ্রী ফিরিয়া যায়। যে প্রতিভাবান্ বাঙ্গালীর দ্বারা তাহা সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার নাম ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাস রায় বাহাদুর। তিনি কলিকাতা শোভাবাজার নিবাসী স্বর্গীয় রামচন্দ্র বিশ্বাসের কনিষ্ঠ পুত্র। ডাঃ ডাফের ফ্রী চার্চ ইনষ্টিটিউশন (Free Church Institution) বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ১৮৪৫ অব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার সময়ে তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং সকল পরীক্ষাতেই ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্র মেডেল ও ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি Anatomy এবং Physiologyতে রৌপপদক এবং Botanyতে স্বর্ণপদক ও ধাত্রীবিদ্যায় স্বর্ণপদক লাভ করিয়া ভৈষজ্য বিদ্যা, রসায়ন, মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স (Medical Jurisprudence) প্রভৃতিতে উচ্চ প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৮৫০ অব্দে তিনি শেষ পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া জি, এম, সি, বি, উপাধি লইয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আজমীঢ়ের মেডিকেল অফিসর নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। আজমীঢ়ে তিনি ৫ বৎসর ছিলেন। এখানে রাজপুতানার তৎকালীন গবর্ণরজেনারেলের এজেণ্ট সার হেনরি লরেন্স মহোদয় এবং এজেন্সির চীফ্ মেডিকেল অফিসর সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ভোলানাথ বাবু তাঁহাদের এবং জনসাধারণের প্রিয় ও সকলের নিকট সম্মানিত হন। এখান হইতেই তাঁহার চিকিৎসার যশ বিস্তার লাভ করে। তিনি সাধারণের নিকট হইতে চিকিৎসার জন্য দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না কিন্তু জাতিধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই অতি যত্নসহকারে দেখিতেন। তাঁহার এইরূপ জন হিতৈষণা এবং অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞ সার হেন্‌রির দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি শীঘ্রই ভোলানাথ

* বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড' পৃঃ ৪০ ৪১

বাবুর সদ্‌গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। অতঃপর বিশ্বাস মহাশয় এখান হইতে যোধপুরে বদলি হইয়া যান। ১৮৫৩ অব্দে মহারাজা বলবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে রাজ্যচ্যুত মহারাজা রাম সিংহের পিতা যশোবন্ত সিংহ তিন বৎসর বয়সে ভরতপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে তথায় নূতন এজেন্সী গঠিত হয়। সেই সূত্রে ভোলা-নাথ বাবু তিনমাস যোধপুরে অবস্থিতি করিবার পর ভরতপুরে মেডিকেল অফিসর হইয়া আসেন। মধ্যে দেড়বৎসর কাল মেডিকেল স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে আগ্রা প্রবাস ব্যতীত তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ভরতপুরেই ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে তিনি চীফ মেডিকেল অফিসরের পদ প্রাপ্ত হইয়া এখানে চিকিৎসা বিভাগ সংগঠিত করেন। তিনি এই সময় ভরতপুরের হাঁসপাতাল এবং নানাস্থানে ডিস্পেন্সরী স্থাপিত করেন। রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন নগরে বর্ত্তমান দ্বাদশটী হাঁস-পাতালের মধ্যে প্রথম সাতটী ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাসের দ্বারা স্থাপিত। চিকিৎসা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিবার পর ডাক্তার বিশ্বাস ভরতপুর রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ সংস্থাপনের জন্য নিযুক্ত হন। তিনি শিক্ষা বিভাগের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া শেষপর্য্যন্ত সেই পদেই স্থায়ী ছিলেন। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে তাঁহাকে আগ্রা মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক (Professor of Medicine) করিয়া পাঠান হয়। আগ্রা প্রবাস কালে বিদ্রোহের দুর্দ্দিনে তাঁহাকে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়েও তিনি কর্ত্তব্য বুদ্ধি হারান নাই, তিনি তখন ছাত্রদিগের হিতের জন্য উর্দ্দূ ভাষায় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ রচনা ও পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ দমনের পর তৎকালীন পলিটিকাল এজেণ্ট মেজর মরিসন চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ভরতপুরে আনিয়া পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বালক মহারাজ বয়োপ্রাপ্ত হইলে ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাসের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পিত হয় এবং তিনি এই কার্য্য গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলে জনৈক য়ুরোপীয় সার্জ্জন নিযুক্ত করা হয়। সেই সময় হইতে চীফ মেডিকেল অফিসরের পদ উঠিয়া যায় এবং এজেন্সী সার্জ্জনের পদ সৃষ্টি করা হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে একবার আগ্রায় দরবার হইলে, ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাস তাঁহার প্রতাপান্বিত ছাত্র মহারাজা ভরতপুরকে লইয়া উপস্থিত হন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স, সমগ্র রাজপুতানা ও মধ্যভারতের সমবেত রাজন্যবর্গ ও প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের সমক্ষে এই বাঙ্গালী ডাক্তারের ও রাজ-

গুরুর শতমুখে প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ ঘড়ি ও বহুমূল্য খেলাৎ (Robe of Honour) উপহার দিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৬৭ অব্দে মহারাজা সাবালক হইলে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজ্যের সকল ভার ও ক্ষমতা দান করেন। তখন হইতে তাঁহার শিক্ষাবস্থার শেষ হয়। মহারাজা স্বীয় শিক্ষাগুরু ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাসকে শিক্ষা বিভাগের ভার ব্যতীত, রাজকীয় মুদ্রাযন্ত্রাগারের অধ্যক্ষতা এবং জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যভার প্রদান করেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতা এবং বহুমুখী প্রতিভা দর্শনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লীর বিরাট দরবারে তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। পর বৎসর সমগ্র রাজপুতানার চীফ মেডিকেল অফিসের পদ সৃষ্ট হইলে, ভরতপুরের এজেন্সী সার্জ্জন সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হন এবং ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাসের হস্তে এজেন্সী সার্জ্জনের কার্য্য পুনরায় ন্যস্ত করা হয়। তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেই পেন্সন গ্রহণ করেন। ১৮৮২ অব্দে তিনি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ভরতপুরের মহারাজা তাঁহাকে ছাড়েন নাই। ১৮৯৩ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। চিকিৎসায় তাঁহার যেমন অভিজ্ঞতা ও সুযশ ছিল, ইংরেজী সাহিত্যেও তেমনি তাঁহার অসাধারণ অধিকার এবং প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ভরতপুর রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় বিভাগের কঠিন ও জটিল কার্য্যাবলী সুসম্পাদন করিয়া যতটুকু সময় পাইতেন তিনি তাহারই মধ্যে উচ্চ সাহিত্য ও চিকিৎসা বিভাগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী ও সাময়িক পত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন। রাজকার্য্য ব্যতীত মহারাজার প্রধান গৃহ চিকিৎসকের পদে অধিষ্ঠিত থাকায় তাঁহাকে অনেক সময় রাজবাড়ীতেই ক্ষেপন করিতে হইত ও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত জটিল এবং অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে মহারাজার পক্ষ হইতে পলিটিকাল এজেণ্ট, এজেণ্ট গবর্ণর-জেনারেল এবং ভারতগবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহাকেই পত্র ব্যবহার করিতে হইত। এ সম্বন্ধে কাযে কর্ত্তব্যে তিনি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটরী স্বরূপই ছিলেন। ভরতপুর রাজ্যের বর্ত্তমান যাহা কিছু উন্নতি দেখা যাইতেছে এবং রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হাঁসপাতালের জন্য যে ভারতপুর আজি গৌরবান্বিত হইয়াছে, স্বর্গীয় ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাস রায় বাহাদুরই সে সমুদয়ের মূল। এক কথায় বলিতে গেলে তিনিই এ রাজ্যের পুনর্জ্জন্মদাতা। ভরতপুরবাসী এজন্য চির-

কৃতজ্ঞ থাকিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার পর আর কোন বাঙ্গালী এপর্য্যন্ত এখানে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৩০৬ সালে মৈমনসিংহ বেতাগড়ির ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয় ভরতপুর ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছিলেন "এখানে কয়েকজন বাঙ্গালী ছিলেন জানিতাম। কিন্তু রাজার রাজ্যচ্যুতির পর আর কোনও বাঙ্গালী এখানে নাই। *

ভরতপুরের দক্ষিণেই ধোলপুর রাজ্য। অল্পসংখ্যক ধোলপুর প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে ৺ সর্দ্দার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ অব্দের ২৭ জানুয়ারি কাশীতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান যশোহর। শৈশবে উমাচরণ বাবু কিছুকাল মাতুলালয় মাকড়দহে ও পরে কাশীতে পিতামহের নিকট প্রতিপালিত হন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি কুইন্স কলেজে প্রবেশ করেন। এই কলেজে তাঁহার শিক্ষা ও শিক্ষকতায় প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত হয়। এই সময়ের মধ্যে প্রসিদ্ধ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পৌত্র লেফটেনাণ্ট ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। এফ, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কয়েকটী বৃত্তি লাভ করেন। এবং ১৮৭০ অব্দে টক্কর (Tucker) বৃত্তি লাভের পর বৎসর ইংরেজী সাহিত্যে সম্মান সহ এম, এ, উপাধি লাভ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কুইন্স কলেজে শিক্ষকতা করিতে থাকেন। পরে, স্বনামখ্যাত পণ্ডিত গ্রিফিথ্ মহোদয়ের অনুরোধে তিনি আগ্রা কলেজের শিক্ষকতা করেন। এখানে কলেজের অধ্যক্ষ সেক্সপিয়রকৃত নাটকাবলীর বিখ্যাত টীকাকার মিঃ কে, ডাইটন তাঁহার বিশেষ বন্ধু হন। এই ডাইটন সাহেবের নির্ব্বাচনে ক্রমেই তিনি পরে নাবালক রাণা নিহাল সিংহের শিক্ষকরূপে ধোলপুর রাজ্যে আগমন করেন। ইতিপূর্ব্বে রাণার শিক্ষার জন্য মিঃ গোহান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু একজন স্থায়ী শিক্ষকের অভাব অনুভূত হওয়ায় উমাচরণ বাবুর প্রতিই ঐ ভার ন্যস্ত হয়, পরে রাণার শিক্ষকতা ব্যতীত তাঁহাকে রাজষ্টেটের খাসগী কারখানার (রাণার মর্য্যাদা-ও সম্ভ্রম রক্ষার সরঞ্জাম ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য্যালয়) তত্ত্বাবধান ও রাজসংসার পর্য্যাবেক্ষণ করিতে হয়। ১৮৮১ অব্দে ষ্টেটের এজেণ্ট তাঁহার পরম হিতৈষী কর্ণেল ডেনেহি কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি স্বাস্থ্যবিভাগের ভার ন্যস্ত হয়। রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়েও অনেক সময় তাঁহার সুপরামর্শ গ্রহণ করা

* হিতবাদী, ২৬, বৈশাখ ১৩০৬।

স্বর্গীয় সর্দার উমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

(পৃষ্ঠা ৫০২)

হইত। রাণা এবং রাণার জননী উমাচরণ বাবুর প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন; ১৮৮২ অব্দে রাণা নিহালসিংহ সাবালক হইয়া উমাচরণ বাবুকে স্বীয় প্রাইভেট সেক্রেটরীর পদে বরণ করেন এবং রাজ্যশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করিতে থাকেন। ১৮৮৫ অব্দে তিনি রাণার শিক্ষক ও প্রাইভেট সেক্রেটরী হইতে রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় ইজলাসখাসের মন্ত্রীপদে উন্নীত হন। ১৮৮৬ অব্দে তিনি ধোলপুর ষ্টেট কৌন্সিলের মেম্বর হন এবং পরবৎসর তাঁহার হস্তে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ভার ন্যস্ত হয়। এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বিচারকগণের অপেক্ষা দ্বিগুণ সংখ্যক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন। তৎকালীন পলিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল সার ইউয়ান স্মিথ, এজেণ্ট জেনারেল সার এডবার্ড ব্রাডফোর্ডকে লিখিয়াছিলেন, "উমাচরণের মাস্তস্ক ধোলপুর দরবারের যাবতীয় সভ্যগণের সমবেত মস্তিষ্কের সমতুল্য ও তিনি নির্লোভ এবং সততা পরিপূর্ণ।"

অতঃপর তিনি নানা কারণে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া ইজলাস্‌খানার কার্য্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে, রাণা উমাচরণ বাবুকে নূতন রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য সেটল্‌মেণ্ট অফিসারের পদ প্রদান করেন। এই কার্য্যে তিনি রাণার আশাতিরিক্ত সুফল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি রুড়কী হইতে যন্ত্রাদি আনাইয়া কয়েকমাসের মধ্যে পাটোয়ারীদিগকে জরীপ কার্য্যে শিক্ষিত করাইয়া এবং অন্যস্থান হইতে শিক্ষিত আমীন নিযুক্ত করিয়া ১ বৎসর ৩ মাস কঠিন শ্রমের পর জরীপ কার্য্য সমাপ্ত করেন। মিঃ স্মিথের বন্দোবস্তে ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৮॥০ হাজার টাকা ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু উমাচরণ বাবু ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৭৪ হাজার টাকা রাজকর বৃদ্ধি করেন। এই কার্য্য তাঁহার ধোলপুর রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান এবং কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। তিনি সাময়িক প্রধান প্রধান দেশীয় ও য়ুরোপীয় সংবাদ পত্রাদিতে এজন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ষ্টেট্‌সম্যান পত্রের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—

,'The work of Land Settlement * * recently carried out in the Rajput State Dholpur by Babu Umacharan Mukherjee, M.A., is performed in Native territories with an economy which our local Governments may well envy *

* The Statesman. 18th August 1893.

উমাচরণ বাবু ১৮৯৪ অব্দে আজমীঢ়ে অহিফেন কমিশন সাক্ষ্য দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন কিন্তু যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার লিখিত সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। পর বৎসর বৃন্দাবনের রাণীদিগের আহ্বানে তিনি তাঁহাদিগের বিষয়সম্পত্তির গোলযোগ মিটাইয়া দেন ও তাঁহাদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গৃহীত হয়। ধোলপুরে রাজসংসারে বা রাজপরিজন কুটুম্বদিগের মধ্যে গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই মধ্যস্থ হইয়া সকল বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতে হইত।

১৮৯৬ সালে বর্ত্তমান রাণা (তখন যুবরাজ) রাজসিংহের শিক্ষার ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হয়। পরবৎসর মহারাণা, পাস্তুর ইনস্‌টিটিউট (Pasteur Institute) সংস্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া তাহারও সকল ভার উমাচরণ বাবুকে প্রদান করেন। এই গুরুভার গ্রহণ করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাজপুতানা, বিহার বঙ্গ প্রভৃতির রাজাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার আয়োজন করিতে থাকেন কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই অনুষ্ঠান পরে কার্য্যে পরিণত হয়। ছিয়াত্তর সালের ভারতব্যাপী মন্বন্তরে তিনি দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য সহায়তা করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৯৮ অব্দে গুণ-গ্রাহী রাণা উমাচরণ বাবুকে স্বীয় প্রাইভেট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত করেন, এবং প্রকাশ্য দরবারে রাজপুত সর্দ্দার ও রাজন্যবর্গের সমক্ষে তাঁহাকে রাণার স্ববংশীয় ও উচ্চ পদস্থ কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের দুর্লভ সর্দ্দার উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ইংরেজী ও ভারতীয় কয়েকটী ভাষা ব্যতীত ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮৭৫ অব্দে তিনি হিন্দী-ইংরেজী ভাষায় ব্যাকরণ এবং কোমৎ দর্শনের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি পাতিয়ালার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা রাজেন্দ্র সিংহের ফরাসীভাষার শিক্ষাগুরু ছিলেন। এই সূত্রে এবং অন্যান্য কারণে উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। পাতিয়ালার রাজমন্ত্রী ভগবান দাস কোন কারণে কার্য্যচ্যুত হইয়া উমাচরণ বাবুর শরণাপন্ন হন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া উমাচরণ বাবু যখন পাতিয়ালা রাজের জি, সি, এস, আই, উপাধি লাভ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রকাশ্য দরবারে পাতিয়ালা রাজ কর্ত্তৃক অভীপ্সিত প্রার্থনার জন্য অনুরুদ্ধ হন, তখন তিনি নিঃস্বার্থপরতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া বলেন—"মহাশয়! আমার ভ্রাতা লালা ভগবানদাস

স্বীয় পদে পুনস্থাপিত হন ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। বলা বাহুল্য পাতিয়ালারাজ এই অপ্রত্যাশিত প্রার্থনায় বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলেও সর্দ্দার উমাচরণের অনুরোধ রক্ষা করিয়া ভগবান দাসকে পুনরায় মন্ত্রীপদে বরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ মহত্বের দৃষ্টান্ত তাঁহার চরিত্রে বিরল ছিলনা। বহু কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার বদান্যতায় দায়মুক্ত হইয়াছেন। আতিথ্য সংকারে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৯০০ অব্দের অক্টোবর মাসে ৫২ বৎসর বয়সে কয়েকদিনের জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ধোলপুর রাজ্যের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতে রাজা প্রজা উভয়েই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। ধোলপুরে তাঁহার নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। ৪ বৎসর গত হইল আমরা ধোলপুরের রাজধানী হইতে দূরে রাজাখেড়া নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া রাজপুত কৃষকের মুখে সর্দ্দার উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের যশের কথা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুর পর রাণা তাঁহার পরিবার বর্গের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। রাণার প্রদত্ত ভদ্রাসনে তাঁহারা এক্ষণে বাস করিতেছেন। তাঁহার বিদুষী পত্নী স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবী ১৮ বৎসর হইল "ধোলপুর" নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে রাজপুত জাতির সমাজ চিত্র এবং অন্তঃপুরের কৌতুহলজনক তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান রাণার বয়স্য ভাবে ধোলপুরেই অবস্থিত করেন। রাজসরকার হইতে তাঁহার ১০০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। বাবু কান্তিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ধোলপুরের সেটেল্‌মেণ্ট অফিসর এবং বাবু কুঞ্জবিহারী গোস্বামী মেজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত হন। ধোলপুরের সরকারী চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়, বাবু সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী।

রাজপুতানার শীর্ষস্থানীয় দ্বাদশমিত্ররাজ্যের অন্যতম মিবার রাজ্য পরিসরে হল্যাণ্ডের সমতুল্য। ইহার অপর নাম উদয়পুর। চিতোড় বা চিতোর এই রাজ্যের পুরাতন রাজধানী। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র হইতে অশীতি পুরুষ অধঃস্তন বাপ্পারাও ৭১৪ খৃঃ অব্দে চিতোর অধিকার করেন। ১৫৬৬ অব্দ পর্য্যন্ত ইতিহাস প্রসিদ্ধ চিতোর স্বাধীন রাজপুতদিগের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। কিন্তু পর বৎসর মোগল বাদশাহ আকবর কর্ত্তৃক বিজিত হইলে রাণা উদয়সিংহ উহা পরিত্যাগ

করেন এবং তাঁহার পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান উদয়পুর নগর স্থাপন করেন। উদয়পুরের রাণা কৌলিন্যমর্য্যাদায় সকল রাজপুতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন। মিবারের বীরকীর্ত্তি কর্ণেল টড মহোদয় তাঁহার রাজস্থানের ইতিহাসে চিরসমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। উদয়পুরে বাঙ্গালীর প্রবাস বাসের ইতিহাস বিস্তৃত না হইলেও তাহা অল্প গৌরবজনক নহে। ১৯০১ অব্দে চিতোর গড়ে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার কোটা হইতে বদলী হইয়া আসেন তাঁহার নাম বাবু নফরচন্দ্র দাস। তাঁহার নিবাস কলিকাতা ভবানীপুর। তিনি চিতোর গড় হইতে ঐ বৎসর আমাদের লিখিয়াছিলেন যে, রাজপুতনার সকল স্থানেই বাঙ্গালী আছেন এবং চিতোরে বাঙ্গালীর একটী কালীবাড়ীও আছে। পরিব্রাজক ৺ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় মিবার ভ্রমণ করিয়া ১৩০৯ সালে "নবপ্রভা" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, চিতোর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্যামল দাসকে এরাজ্যে বাঙ্গালীর বাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিতজী বলেন "এখানে বাঙ্গালী নাই এবং না থাকাই ভাল।" * * * "পঞ্চানন বাবু নামে একজন সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যুবা আজমাঢ় সহরে বড় চাকরী করিতেন। সাহেব-দিগের অনুরোধে তাঁহাকে উদয়পুরের ফৌজদারের (পুলিষ ম্যাজিষ্ট্রেটের) পদ প্রদত্ত হইয়াছিল, কয়েকমাস পরে তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া এখানকার লোকে মারিয়া ফেলে, সন্দেহযুক্ত মৃত্যু জন্য বৃটিশ রেসিডেণ্টের আদেশে মৃতদেহের শবান্তক পরীক্ষা (post mortem examination) পর্য্যন্ত হইয়া ছিল, কিন্তু কেহই অপরাধী বলিয়া সন্দিগ্ধ হয় নাই। মৃত বাবুর পরিবারকে মাসিক ত্রিশ টাকা পেন্সন দিবার জন্য মহারাজা আদেশ করিয়াছেন।" যাহা হউক এই একমাত্র ঘটনা হইতে বাঙ্গালীর প্রতি মিবারবাসীর প্রতিকূল ভাবের কোন পরিচয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাই মিবারের যুবরাজের শিক্ষাগুরু এবং ঐ রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ একজন বাঙ্গালী। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মতিলাল ভট্টাচার্য্য এম, এ,। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আদি বাস হরিনাভি। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল এলবার্ট কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি গৃহে অধ্যয়ন করিয়া বি, এ, পাশ করেন এবং তৎপরে আগ্রা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আগ্রা প্রবাসী হন। ইতিপূর্ব্বে কলেজে এম, এ, পাশ

ব্যতীত কেহ ঐ পদে অধ্যাপকতা করেন নাই বলিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ক্ষুণ্ণ হন। তাহা জানিতে পারিয়া তিনি গৃহেই এম, এ, পরীক্ষার পাঠ্য গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেন। বৃহৎ সংসারের ঝঞ্ঝাট ও কর্ম্মের ভিড়ের মধ্যেও পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ইহার পর হইতে শুদ্ধ কলেজে নহে বহু দূর দূরান্তরে তাঁহার প্রতিভার সংবাদ প্রচার হইয়া পড়ে। এমন কি উদয়পুরের মহারাণা তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে আনিয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর (Directcr of Public Instruction) পদে অধিষ্ঠিত এবং যুবরাজের শিক্ষার ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত করেন। এখন তিনি ঐ পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। * তাঁহার পুত্র নন্দলাল বাবু গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগে এঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত হইয়া যুক্তপ্রদেশ প্রবাসী হইয়াছেন।

মিবার বা মেওয়ারের নামান্তর যেমন উদয়পুর তদ্রূপ, রাঠোর রাজ্য মারবারের অপর নাম যোধপুর। ইহা কলিকাতা হইতে ১১২৮ মাইল দূরে এবং জয়পুরের পশ্চিমে অবস্থিত। সহরটী পাষাণ নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অনেকগুলি বাঙ্গালী ডাক্তার যোধপুর প্রবাসী হইয়াছেন যথা,—দরবার চিকিৎসক এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রিয়নাথ গুপ্ত; ডাঃ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ প্রসন্নকুমার ঘোষ, ডাঃ নিবারণচন্দ্র মজুমদার এবং ডাঃ হরিগোপাল গুপ্ত (অশ্ব চিকিৎসক)। শিক্ষা, ডাক, জেল প্রভৃতি বিভাগেও বাঙ্গালীর অসদ্ভাব নাই। এখানকার কলেজের দর্শনাধ্যাপক বাবু যদুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, নিমকমহলের বড়বাবু শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সান্ন্যাল, বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পোষ্টমাষ্টার, সেণ্ট্রালজেলের জেলার বাবু বেচারাম গুপ্ত; ইংরেজী দপ্তরের কর্ম্মচারী বাবু নন্দলাল গুপ্ত। কাঁচড়াপাড়ানিবাসী ডাক্তার নবীনচন্দ্র গুপ্ত এল, এম, এস, মহরাজা যশোবন্ত সিংহের সময় হইতে যোধপুরে ছিলেন। তিনি পরবর্ত্তী রাজা সরদার সিংহের সময় অবসর গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পূর্ণ বেতন পেন্সন স্বরূপ প্রাপ্ত হন। মহারাজা যশোবন্ত সিংহের সময়ই কলিকাতা কুমারটুলিনিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার অপূর্ব্বচন্দ্র গুপ্তের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার গৃহচিকিৎসক পদে নিযুক্ত হইয়া যোধপুরপ্রবাসী হন। মহারাজা বাহাদুর তাঁহার গুণের বিশেষ

---

* বঙ্গের রত্নমালা।

পক্ষপাতী ছিলেন। তথন যুবরাজ (পরে মহারাজাধিরাজ) সরদার সিংহ তাঁহার চিকিৎসাধীন থাকিয়া নানা উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হন। তদীয় খুল্লতাত যোধপুররাজের প্রধান অমাত্য কর্ণেল সার প্রতাপসিংহ বাহাদুর জি সি, এস, আই প্রমুখ প্রধান প্রধান রাজপুরুষ এই বাঙ্গালী ডাক্তারের গুণে মুগ্ধ ছিলেন। প্রায় ১১ বৎসর হইল দরবার চিকিৎসক শ্রীযুক্ত হরিগোপাল গুপ্ত মহাশয় যোধপুর হইতে তাঁহার সম্বন্ধে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন—"সম্প্রতি যশের পুরস্কারস্বরূপ যাহা রাজপুতানায় অত্যন্ত সম্মানের চিহ্ন এবং জয়পুররাজ্যের মন্ত্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যতীত যাহা দ্বিতীয় বাঙ্গালীর ভাগ্যে হয় নাই সেই সম্মানে সম্মানিত করিয়া মহারাজাধিরাজ সরদার সিংহ বাহাদুর প্রিয়নাথ বাবুর পায়ে "তাজিম কা সোনা" দিয়াছেন অর্থাৎ সোনার মল পরাইয়া দিয়াছেন। ইহা পায়ে থাকিলে প্রিয়নাথ বাবু রাজসমীপে উপস্থিত হইলে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সিংহাসনে বসিয়া থাকিলেও তাহা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সম্ভাষণ করিবেন এবং দৈবক্রমে যদি অন্য দেশের রাজাও সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকেও উপরিউক্ত রূপ সম্ভাষণ করিতে হইবে * * * এ সংবাদে রাজপুতানার সমস্ত বাঙ্গালীই বিশেষ প্রীত হইয়াছেন এবং মনে মনে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন। * * * তাজিমের সোনা পাইলে বাৎসরিক অন্ততঃ ৬০০০ ছয় হাজার টাকা আয়ের একখানি জায়গীর উপহার পাওয়া যায়। * * *"

মধ্যভারত এবং মালব।

প্রাচীন মালবদেশ অধুনা মধ্যভারত (Central Indian agency) এজেন্সী নামে কথিত। ইহা ছোটনাগপুর পাহাড়ের নিকট হইতে বড়োদা রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইন্দোর, গোয়ালিয়র, ভূপাল, বাঘেলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড, পশ্চিম মালব, ভীল, ডেপুটী ভীল এবং গুণা এই নয়টী করদরাজ্য ইহার অন্তর্গত। এই প্রদেশের মধ্যস্থলে বিন্ধ্যপর্ব্বত বিরাজিত। ইন্দোর হোলকার রাজ্য নামে অভিহিত। ইহা ৯৫০০ বর্গমাইল বিস্তৃত এবং ইহার লোকসংখ্যা সার্দ্ধ দশ লক্ষাধিক। প্রাচীনকালে জয়পুর হইতে খাণ্ডবন (Khandwa) পর্য্যন্ত ভূভাগ মৎস্যদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উহা যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বিরাট রাজার রাজ্যভুক্ত ছিল। ১৭৬১ অব্দে মলহর রাও হোলকর ইন্দোরে রাজধানী স্থাপন করিয়া ইহাকে হোলকর রাজ্যে পরিণত করেন। ইঁহারই পুত্রবধূ স্বনামধন্যা অহল্যাবাঈ। ইন্দোরে বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং এ রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বিবিধ বিভাগে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান এজেন্সী অফিসের কর্ম্মচারী বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রেসিডেণ্ট সাহেবের দপ্তরের বড়বাবু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং ঐ অফিসের অন্যতম কর্ম্মচারী বাবু রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ট্রেজারী হেড ক্লার্ক বাবু পূর্ণচন্দ্র শীল, এবং বাবু শরৎচন্দ্র দাস ও বাবু সুরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্গালিগণ এখানে বাস করিতেছেন। ইন্দোর মিশন কলেজের বিজ্ঞান ও গণিতাধ্যাপক বাবু উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ইন্দোর ভ্রমণে গমন করিয়া রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার "দক্ষিণাপথ ভ্রমণ" গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন,—"রাধানাথ বাবু সপরিবারে আছেন। ইনি খৃষ্টর্ষি মাননীয় শ্রীযুক্ত * কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সান্নিহিত জ্ঞাতি কিন্তু এরূপ সদাশয় আস্তিক ব্যক্তি প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইন্দোরনগরে রাধানাথ বাবু ব্যতীত আর একজন বাঙ্গালী কবিরাজ ও কতিপয় বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছেন।" ১৯০১ অব্দে

---

* এক্ষণে পরলোকগত।

সেন্সাস্ গণনানুসারে হোলকার রাজ্যে ৪৭ জন বাঙ্গালী ছিলেন তন্মধ্যে খাস ইন্দোরে ছিলেন ৩৯ জন।

মধ্যভারতের অন্তর্গত গোয়ালিয়র এবং তাহার উত্তরভাগ প্রাচীনকালে "পৌরব" নামে অভিহিত ছিল।* বর্ত্তমান গোয়ালিয়র রাজ্য মহারাজা মহাদেওজী সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। মোবার এবং লস্কর এই দুই প্রধান বিভাগে এই রাজ্য বিভক্ত। ইহার উত্তরে চম্বল (পৌরাণিক চর্ম্মণ্বতী) নদী, পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশস্থ বুন্দেলখণ্ড, পশ্চিমে ঝালাবার, টোঁক প্রভৃতি রাজ্য এবং ভূপাল। ইহার পরিসর ২৯০৪৬ বর্গমাইল। গোয়ালিয়র দুর্গ, মহারাজার প্রাসাদাবলী ভিক্টোরিয়া কলেজ জীরাজী হাঁসপাতাল, ডফরীন সরাই, মিউজিয়ম, রাজকীয় দেবমন্দির সমূহ, জীয়াজী মহারাজার ছত্রী প্রভৃতি বহু দর্শনীয় স্থান আছে। মহাদেওজী সিন্ধিয়ার প্রাসাদ একজন ফরাসী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার নাম সার্ মাইকেল ফিলোজ্ (Sir Michael Filose)। তিনি মহারাজার সৈন্যদলে স্থপতির (mason) কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বোক্ত ছত্রীর মধ্যে মহারাজার একটী সমাধি আছে। ছত্রীতে প্রতিদিন অনির্দ্দিষ্টসংখ্যক ব্রাহ্মণভোজন করান হয়। গোয়ালিয়র হইতে ৩৬ মাইল দূরে মোহনা জলপ্রপাত দর্শনীয় স্থান। মোহনা ডাকবাংলা হইতে ৩ মাইল, একশত ফুট উচ্চ এবং প্রায় ততটাই প্রশস্ত। ঐ জলপ্রপাতের শব্দ বহুদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। বহুদিন হইতে এখানে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় ৬৭।৬৮ বৎসর পূর্ব্বে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একবার দুর্ভিক্ষ হইলে দুর্ভিক্ষফণ্ডের প্রস্তাব করিয়া এক কমিটি গঠিত হয়। মোরারের জেনারেল কম্যাণ্ডিং অফিসর (General Commanding Officer) তাহার প্রেসিডেণ্ট এবং অধুনা ঝান্সীনিবাসী বাবু যদুনাথ চৌধুরী সদস্য হন এবং বহু গণ্যমান্য অধিবাসী ও প্রবাসী ইহাতে যোগদান করেন। ইঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রমে চাঁদা তুলিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর অভাব মোচন করিতে থাকেন। যদুনাথ বাবু তখন মোরারে ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি যে দরে আগ্রা হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন সেই দরে এখানে বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি গোয়ালিয়রে একটি লৌহ ঢালাইয়ের কারখানা খুলিয়াছিলেন। বিলাত হইতে দুইজন ইংরেজ

* মহাভারত, সভাপর্ব্ব ; রামায়ণ ; মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

কারিকর আনাইয়া ঐ কারখানায় দেশীয়গণকে শিক্ষা দেওয়া হইত কিন্তু যত্নবাবু স্বয়ং বিস্তর অর্থব্যয় করিলেও সাধারণের অর্থ সাহায্য অভাবে ৫।৬ মাস পরে কারখানাটী উঠিয়া যায়। তাঁহারই চেষ্টায় মোরার এংলো ভার্ণাকুলার স্কুলটি স্থাপিত হইয়াছিল।

গোয়ালিয়রপ্রবাসী প্রাচীন বাঙ্গালীদের মধ্যে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা উমেশবাবু এবং মহেশবাবু অন্যতম। ১৮৫৭ অব্দে যখন বিদ্রোহী ঝান্সীর রাণী ও তাঁত্যা টোপীর সৈন্যদল গোয়ালিয়র আক্রমণ করে তখন মোরার ক্যাণ্টনমেণ্টে কমিসেরিএট্ বিভাগের বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণ রমেশবাবুর বাড়ী লুকাইয়াছিলেন। প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর হইল মোরার ক্যাণ্টনমেণ্ট যখন ভগ্ন করা হয় তখন বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী contractor হইয়া গোয়ালিয়রে আসেন। তাহার বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ সিপাহীবিদ্রোহের প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কণ্ট্রাক্টর হইয়া গোয়ালিয়রপ্রবাসী হন। রমেশবাবুর চারিপুত্র—তেজেন্দ্র, মণীন্দ্র, উপেন্দ্র এবং খগেন্দ্র। ইঁহারা সকলেই কণ্ট্রাক্টরী করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমপুত্র স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ আপন চরিত্রগুণে এ প্রদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রে মণীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানেই তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা করিবার জন্য কিছুকাল তিনি আগ্রায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ঘটনাক্রমে তাঁহাকে ১৬ বৎসর বয়সেই পিতার কণ্ট্রাক্টরী কার্য্যে যোগদান করিতে হয় এবং এই বয়সে পিতৃহীন হইয়া সমস্ত সংসারের ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। মহারাষ্ট্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং আজীবন তথায় বাস করিয়াও তিনি মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা করেন নাই। তিনি স্বয়ং মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং ছেলেমেয়েদের যাহাতে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা হয় তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। নবাগত বাঙ্গালীমাত্রেই তাঁহার গৃহে আদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইতেন। অমায়িকতা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বদান্যতা এবং অতিথিবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে তিনি দেশমান্য ও সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিন বৎসর হইল ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। গোয়ালিয়রের পুরাতন রাজধানী মোরার এখন পরিত্যক্ত পল্লীর মত হইলেও এখনও এস্থানে বাঙ্গালীর বাস আছে। মোরারে চারি পাঁচ ঘর এবং লস্করে সাত ঘর এই এগার বার ঘর

লইয়া এখানে প্রায় একশত বাঙ্গালীর বাস। লস্করে কলেজ (Victoria College) স্থাপিত হইলে এখানে কয়েকজন বাঙ্গালী অধ্যাপকের আবির্ভাব হয়। প্রিন্সিপাল বাবু জানকীনাথ দত্ত বি এ, অধ্যাপক বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, * বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। উপেন্দ্রবাবু এখানেই ঘরবাড়ী করিয়া স্থায়ী হইয়াছেন। ইন্দ্রগঞ্জ, নয়াবাজার, সরফামহল্লা প্রভৃতি পাড়ায় বাঙ্গালীর বাস। লস্করে ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী নামক বাঙ্গালীর ঔষধালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্। বর্ত্তমান রাজ-চিকিৎসক একজন দক্ষিণী পণ্ডিত, তাঁহার পূর্ব্বে ৺বিহারীলাল ঘোষ রাজচিকিৎসক ছিলেন, ইনি তৎপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার ছিলেন। তিনি পেন্সন লইয়া বৃন্দাবন-বাসী হন এবং তথায় দেহত্যাগ করেন তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা অমায়িকতা এবং সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে এখনও অনেক কৌতূহলপ্রদগল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

গোয়ালিয়রপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পার্সনাল এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, রেলবিভাগের হেডক্লার্ক ও একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বি, সি, মুখোপাধ্যায়, গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারীর অফিসের হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস, ফরেন অফিসের হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল দাস, সহকারী কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জি, সি, মুখোপাধ্যায়, রেসিডেণ্ট সাহেবের বড়বাবু রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের অফিসের হেড একাউণ্টাণ্ট কে, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, পোষ্ট বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টার ডি, এন রায়, কণ্ট্রাক্টর এবং ব্যবসাদার স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদরাদি; লোকাল-ফণ্ড দপ্তরের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অনুবাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ল্যাণ্ডরেকর্ড বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের পার্সনাল এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সহকারী ডাইরেক্টর স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র জোয়ার্দ্দারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহিমবাবু ১৮৮৫ অব্দে গোয়ালিয়র প্রবাসী হন। তিনি পাবনা, খলিলপুরে ১৮৫৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺শিবনারায়ণ গুহ জোয়ার্দ্দার মহাশয় বৃন্দাবনবাসী হইয়া লালা বাবুর মন্দির ও বৃন্দাবনস্থ জমিদারী কার্য্যের

* দশ বৎসরের অধিক হইল গোয়ালিয়রে বাঙ্গালী উপনিবেশের তথ্যসংগ্রহে ইনি আমায় সাহায্য দান করিয়া পরম অনুগৃহীত করিয়াছেন।

স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র জোয়ার্দ্দার।
(পৃষ্ঠা ৫১২)

স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(পৃষ্ঠা ৫১১)

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহিমবাবু ১৮৪৯ অব্দে ১৪ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে আগমন করেন। এখানে তিনি মৌলবী সাহেবের মক্‌তবে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি এখানে লালাবাবুর সদর কাছারীর পেশকার নিযুক্ত হন। বিদ্রোহের সময় তিনি স্বীয় অধীনস্থ সিপাহী ও অন্যান্য লোকজন সংগ্রহ করিয়া ছাত্তার তহশীলদারকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন লুণ্ঠন নিবারণার্থ মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যথাসাধ্য সহায়তা দান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে মহিমবাবু ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন চাকরী করিবার মানসে জমিদারী কার্য্য ত্যাগ করেন। এবং ১৮৬১ অব্দে বেরেলী সেণ্ট্রাল জেলের দারোগার পদ প্রাপ্ত হন। অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রতিভার গুণে তিনি অচিরেই জেলের অধ্যক্ষ (Jailor) পদে উন্নীত হন এবং যাবতীয় বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া বেরেলী জেলে শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ কার্য্যদক্ষতায় কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের স্বার্থে আঘাত লাগায় তাঁহারা প্রাচীন কয়েদীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া একদা রজনীযোগে নিদ্রাবস্থায় তাঁহাকে গুরুতররূপে আঘাত করে। বহুদিন চিকিৎসাধীন থাকিয়া তিনি আরোগ্য লাভ করেন বটে কিন্তু তাঁহার পিতা আর তাঁহাকে সরকারী চাকরী করিতে না দিয়া ১৮৬৩ অব্দে লালাবাবুর ষ্টেটের অনুপসহর কাছারীর তহশীলদার করাইয়া দেন। এই পদে তিনি প্রায় ২৫ বৎসর অধিষ্ঠিত থাকিয়া ষ্টেটের আয় বৃদ্ধি করেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় জমিদারবর্গের অবস্থার উন্নতি হয় এবং তাঁহাদের ক্ষমতা ও সম্মান বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। বৃন্দাবন মিউনিসিপালিটির সৃষ্টি হইতেই তিনি তাহার সদস্য হন ও পরে ভাইস চেয়ারম্যান, মথুরা জেলাবোর্ডের সদস্য এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া স্থানীয় অবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত করেন। প্রায় ২৮।২৯ বৎসর পূর্ব্বে একবার গোয়ালিয়রের মহারাজা বৃন্দাবন দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় মহারাজার দরবারের উকীল রাজারাম ভাও মহাশয় মহিমবাবুর আতিথ্যসৎকারে পরম আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে গোয়ালিয়রে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে মহিমবাবুর গোয়ালিয়রে যাওয়াই

স্থির হয়। এখানে আসিলে মহারাজা সিন্ধিয়া তাঁহাকে মোরারের তহশীলদার ও পরে ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের (Cantonment Magistrate) পদ প্রদান করেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া মহারাজা তাঁহার উত্তরোত্তর পদবৃদ্ধি করিয়া নায়েব সুবা (Assistant District Collector), ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিশ, ইরিগেশন অফিসার (Irrigation Officer), সুবা (District Magistrate and Collector) এবং শেষে এসিষ্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর অফ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ (Asstt. Director of Land Records) করিয়া দেন। ১৯১০ অব্দে তিনি গোয়ালিয়র রাজ্যের কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া তাঁহার পুরাতন কর্ম্মস্থান বৃন্দাবনে গিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ৭৬ বৎসর বয়সে তথায় তাঁহার দেহান্ত হয়। বৃন্দাবনে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার জীবিতকালে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই এমন বাঙ্গালী বিরল। প্রয়াগ প্রবাসী প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের পিতা স্বর্গীয় শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মথুরার শেঠবাবুদিগের ষ্টেটের দেওয়ানী কার্য্য পরিচালনায় যেরূপ দেশবিশ্রুত যশোলাভ করিয়াছিলেন, লালাবাবুর বৃন্দাবন এবং অনুপসহর জমিদারী কার্য্যে মহিমবাবু তদ্রূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রে মহিম বাবু যেরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন, তাহাতে মধ্যভারতের অধিবাসিগণ বহুদিন তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না।

বহুবর্ষ হইল বামাচরণ বাবু নামে জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান গোয়ালিয়রে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার এখানে লক্ষাধিক টাকার ব্যবসায় ছিল, জনসাধারণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন, এমন কি, স্বয়ং মহারাজা সিন্ধিয়া তাঁহাকে সমাদর করিতেন। অদৃষ্টচক্রে তাঁহার অতুল সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি অবশেষে গোয়ালিয়র রেলওয়ে ষ্টেশনে ষ্টেশন-মাষ্টারের কর্ম্ম করিতে বাধ্য হন। আর একজন বাঙ্গালীর নাম এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ প্রবাসী ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহ স্বর্গীয় তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় গোয়ালিয়র রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রধান সহকারী ছিলেন। তিনি বহুবর্ষ গোয়ালিয়র প্রবাসে কর্ম্ম করিবার পর অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন।

গোয়ালিয়র চিরদিনই সঙ্গীত বিদ্যার জন্য গৌরব এমন কি গর্ব্বানুভব করিয়া

থাকে। এখান হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গায়ক এবং সঙ্গীতাচার্য্যগণ ভারতের নানা স্থানে গিয়া এই শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যার প্রচার করিয়া থাকেন। ভারতবিখ্যাত গায়ক তানসেন গোয়ালিয়রেই বিশেষভাবে পূজা প্রাপ্ত হন। এখানে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য প্রতিবৎসর উৎসব হইয়া থাকে। কৌতূহলের বিষয় এই যে এরূপ উৎসবেও একজন প্রবাসী বাঙ্গালীর নাম জড়িত হইয়া আছে। বঙ্গের বিখ্যাত সংস্কারক স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর যখন পত্নীবিয়োগে অধীর হইয়া শোকশান্তির আশায় দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং সেই সূত্রে দুই বৎসর প্রবাসে ছিলেন, তখন একবার ভ্রমণ করিতে গোয়ালিয়রে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময় স্বনামখ্যাত গায়ক তানসেনের সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। ঐ উৎসবে মিত্র মহাশয় নিমন্ত্রিত হন। তানসেনের সমাধি স্থানে বহু সঙ্গীতাভিজ্ঞ নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন গায়ক এক নূতন সুরের আলাপ করায় কেহই সে সুর বুঝিতে না পারিয়া গোলমাল করিয়া উঠিলে, প্যারীচাঁদ মিত্র উহাকে কুকুভ রাগিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং অবশেষে তাঁহারই নির্দ্দেশ ঠিক প্রতিপন্ন হইলে, সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়া প্রশংসার সহিত পুষ্পমাল্য দিয়া তাঁহার সমাদর করেন।

অধুনা গোয়ালিয়রে কৃষিকর্ম্ম ব্যপদেশে অনেকগুলি বঙ্গসন্তান তথায় গ্রাম ও জমী লইয়া গোয়ালিয়ার প্রবাসী হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে "প্রবাসী" পত্রিকায় বিশেষভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি, এ, মহাশয় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল গাইড" * নামক গ্রন্থে

* "The Indian Industrial Guide" by Dakshina R. Ghose, B. A. of the Provincial Civil Service with an introduction by the Hon'ble Mr. J. C. Ghose. Page 35. এখানে যাহাকে এলাহাবাদ নিবাসী বলা হইয়াছে তাঁহার নাম বাবু দেবেন্দ্রনাথ ওহদেদার। গত এপ্রেল মাসে তিনি ভীমবাবুকে গোয়ালিয়র হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল। অনেকে মনে করেন গোয়ালিয়রের এই চাষের ব্যাপার সমস্তই ফাঁকি। কিন্তু এরূপ মনে করিবার যে কোন কারণ নাই তাহা এই পত্রে তাঁহারা জানিতে পারিবেন। পত্র খানি এই ;—

কমলাপুর, গুণা পোঃ অঃ (গোয়ালিয়র) ২৫-৪-১৪।

প্রিয় ভীমবাবু,

আমি কয়েকদিন হইল এখানে আসিয়াছি। শুনিতেছি আপনি শীঘ্র এখানে আসিবেন কথাটা সত্য কি? আপনি আমাদের পথ দেখাইয়া নিজে ত সরিয়া পড়িলেন। আমিও ঘটনা চক্রে পড়িয়া এখানে থাকিতে পারি না। এ বৎসর অধিকাংশ সময় লক্ষ্ণৌ এ ছিলাম। আপনি আসিতেছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। আরও বৎসর খানেক পরে আমিও

লিখিয়াছেন,—"One Allahabad Bengalee lawyer, respectably connected, has given up a fair practice and gone to Gwalior to become a farmer there. Two other B. A. B. Ls. one from Meerut and another from Mozaffarnagar, has followed suit."

কাশী (অধুনা কলিকাতা) নিবাসী বাবু ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় * গোয়ালিয়রে কৃষিকর্ম্মের পথপ্রদর্শক। তিনি ১৩১১ সালে সাডোরাগাঁও, চারোদা প্রভৃতি গ্রাম ও জমি লইয়া চাষ আবাদ আরম্ভ করেন। এক্ষণে তিনি গোয়ালিয়রে না থাকিলেও তাঁহার অংশীদারগণ তথায় কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। কেহ কেহ কার্য্যে সুবিধা করিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহারও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক জমির চাষ আবাদ সম্পর্কে গোয়ালিয়রের অনেকগুলি গ্রামে এক্ষণে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইতে দেখা যাইতেছে।

ভূপাল রাজ্য মালবের অন্তর্গত একটী মুসলমান রাজ্য। ইহার উত্তর ও পশ্চিমসীমা গোয়ালিয়ার রাজ্য, পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলা এবং দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী। ইহার পরিসর ৬৯৯৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা সার্দ্ধনবলক্ষাধিক। এখানকার সাধারণের ভাষা উর্দ্দু। সেহোর ইহার রাজধানী। এখানে যে কয় ঘর বাঙ্গালী বাস করেন তন্মধ্যে রায় বাহাদুর বেণীমাধব ঘোষ প্রাচীন প্রবাসী ও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় এ রাজ্যের এসিষ্টাণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং ডাক্তার পি, এল, মিত্র মহাশয় এখানকার রাজচিকিৎসক। লাহোরে তাঁহার একটী ঔষধালয়ও আছে।

উজ্জয়িনী মালবের একটী প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার নবরত্নসভার জগদ্বিখ্যাত কবি কালিদাস এই নগরীকে অমর করিয়া গিয়াছেন। উজ্জয়িনীর দশাশ্বমেধঘাটের নিকট অঙ্কপাত নামে একটী তীর্থস্থান আছে। এই স্থানটী বৈষ্ণবদিগের অতিপ্রিয়। বৈষ্ণবেরা বলেন এখানে কৃষ্ণবলরাম সান্দীপনীমুনির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অঙ্কপাতে বিষ্ণুর

আসিয়া স্থায়ী ভাবে এখানেই থাকিব। সহোরের চকে জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম বসাইয়াছি—নাম দিয়াছি কমলাপুর, প্রায় ৬০ ঘর প্রজা হইয়াছে। মোট লোক সংখ্যা বোধ হয় ২০০ * * * আপনার সহাধ্যায় মিত্র আমাদের প্রতিবেশী * * *

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুহদেদার।

* বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী উত্তরভারত) ৩৫ ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিশ্বরূপমূর্ত্তি আছে। রাজপুতানা এবং মথুরামণ্ডলের বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ এই পরম পবিত্র তীর্থ দর্শনে প্রায়ই আগমন করিতেন। ডেপুটী ভীলের অন্তর্গত ধার রাজ্য ও বারওয়ানী ইহার অনতিদূরে অবস্থিত। ১৯০১ অব্দের সেন্সস্ গণনায় বারওয়ানীতে একজনমাত্র বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন।

মালবের পূর্ব্বসীমা বুন্দেলখণ্ড। ওর্চ্ছা, বিজাওয়ার, টীকমগড়, চারখারি, ছত্রপুর, অজয়গড়, জেওড়া, পান্না, দতিয়া সম্থার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ইহার অন্তর্গত। ইহার স্থানে স্থানে বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষে প্রবাসী হইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী উপনিবেশের নিদর্শন এ সকল রাজ্যে পাওয়া যায় নাই। বিজাওয়ারে তুই একজন বাঙ্গালী আছেন। তন্মধ্যে বাবু লালমোহন মুখোপাধ্যায় এবং বাবু রামযাদব মুখোপাধ্যায় এখানকার পুরাতন প্রবাসী। উভয়েই চিকিৎসাব্যবসায়ী। লালমোহন বাবু বিজাওয়ার হাঁসপাতালের ডাক্তার। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহাশয় বারওয়ানী ষ্টেটের ইঞ্জিনিয়ার। কলিকাতা টালা নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভবনাথ বাবু দশ বৎসর পূর্ব্বে বারওয়ানী ষ্টেটে চীফ একাউন্টান্ট ও অডিটর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এ রাজ্যের যাবতীয় রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবপত্র হিন্দী হইতে ইংরেজী প্রণালীতে পরিবর্ত্তন ও আমূল সংস্কার করেন। এমন অনেক আমানতী টাকা পড়িয়াছিল যাহা পুনঃ প্রাপ্তির কেহ আশাই করেন নাই, কিন্তু ভবনাথ বাবুর সুকৌশলে সে সমস্ত আদায় হয়। তাঁহার কার্য্যে উভয় রাণা বাহাদুর এবং পলিটিকাল এজেন্ট মহোদয় পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। চারখারী হাঁসপাতালের ডাক্তার একজন বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত আর, সি, ব্যানার্জ্জী। পান্নাষ্টেটেও একজন বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন, সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন। ১৯০১ অব্দে সেন্সস্ অনুসারে দতিয়ারাজ্যে পাঁচ জন বাঙ্গালী সংখ্যাত হইয়াছিলেন এবং জেওড়াষ্টেটে একজন মাত্র ছিলেন।

রিবাঁ, মৈহর, সুহাবল, নাগোধ প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্ররাজ্য বাঘেলখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। রিবাঁর বিস্তার ১৩০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় সার্দ্ধ ত্রয়োদশ লক্ষ। ইহা তমসা নদীর তীরে অবস্থিত। বাঘরাও বা ব্যাঘ্রদেবের বংশীয় বাঘেলা সর্দ্দারগণ দ্বাদশ শতাব্দীতে এই স্থান অধিকার করিলে ইহা বাঘেলখণ্ড নামে অভিহিত হইতে থাকে। তৎপূর্ব্বে এস্থান জন্দেল বা কালাচূরী ও গৌড়দিগের রাজ্য ছিল।

বহুবর্ষ হইতে এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। রিবাঁর রাজারা চিরদিনই পণ্ডিতগণের পৃষ্টপোষক। রিবাঁর বর্ত্তমান মহারাজার প্রপিতামহ জয়সিংহদেব এবং পিতামহ বিশ্বনাথ সিংহ দেব বঙ্গের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কাশীরাম বাচস্পতির পুত্র রাজীবলোচন ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তেঁওথর পরগণাস্থ বেহড় গ্রাম ও প্রয়াগে (যমুনাতীরে) একটী বাড়ী দান করিয়া এতদঞ্চল প্রবাসী করাইয়া ছিলেন। রিবাঁ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু আশুতোষ ঘোষ বি, এ। স্থানীয় বেঙ্কট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকও একজন বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বনাম প্রসিদ্ধ রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুকাল রিবাঁর মহারাজার দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারত।

উত্তর ভারতের পশ্চিম ভাগের একাংশ সিন্ধু (Sindh) কচ্ছ (Cutch, পৌরাণিক কুস্তী'), গুজরাট, (Gujrat, 'গুর্জ্জর), সৌরষ্ট্র (Surat) দেশ ইদর রাজ্য ও বড়োদারাজ্য। এই খণ্ডের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা উত্তর-পশ্চিম প্রান্তিক প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও আরবসাগর এবং পূর্ব্ব সীমা পঞ্জাব, রাজপুতানা ও মধ্যভারত। উত্তরার্দ্ধ ভারতের অন্তর্গত এই অংশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীভুক্ত।

সিন্ধুদেশে চৈতন্য সম্প্রদায় কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ব্যপদেশে বাঙ্গালীর আবির্ভাবের সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু গুজরাটে সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম সমুদ্রকূলবর্ত্তী দ্বারকাধাম * অবস্থিত থাকায় বহুপূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালী নরনারী এখানে তীর্থ করিতে আসিতেন। গৌরাঙ্গদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বিশ্বরূপ এতদঞ্চলে বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারও বহুপূর্ব্বে সৌরাষ্ট্রে একজন বাঙ্গালী মুসলমান সাধুর আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি এতদঞ্চলে "বাবা বাঙ্গালী" নামে খ্যাত ছিলেন। হিন্দুসন্ন্যাসী "গৌড়স্বামী" অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সৌরাষ্ট্রে আবির্ভূত হইয়া বহু সিন্ধী, গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রী শিষ্য করিয়া গিয়াছেন। †

করাচী বন্দর বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থান। এখানকার জল বায়ুও অতিশয় স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া করাচীতে বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর যাতায়াত হইতেছে। নানা কারণে এই সিন্ধুদেশে বাঙ্গালীর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সিন্ধু প্রবাসে ছিলেন, তখন এই প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারসূত্রে তথায় বাঙ্গালীর পদাঙ্ক অঙ্কিত হয়। তৎপূর্ব্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বোম্বাইপ্রদেশে প্রচারকার্য্যে আসিয়াছিলেন। সিন্ধুদেশ-হিতৈষী স্বনামপ্রসিদ্ধ দেওয়ান নবলরায় তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম

---

* ইহার অপর নাম দ্বারাবতী। মহাভারতে আছে প্রভাস যজ্ঞের পর শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে এই নগরী সমুদ্রে বিলীন হয়, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ মতে কৃষ্ণের পুরী ব্যতীত আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়াছে। Professor Wilson তাহা হইতে অনুমান করেন যে মহাভারতের অনেক পরে ও বিষ্ণুপুরাণ রচনার পূর্ব্বে ঐ পুরী পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল।

† দক্ষিণ ভারতে বাঙ্গালীর উপনিবেশ অংশে দ্রষ্টব্য (বঙ্গের বাহির বাঙ্গালী ২য় খণ্ড)।

অবলম্বন করেন এবং হায়দ্রাবাদ ও করাচীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। এ প্রদেশে সমাজ সংস্কারের তিনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন *। তিনি বাঙ্গালীদিগকে ভারতের এক অদ্বিতীয় জাতি বলিয়া মনে করিতেন এবং এই জাতীয় সংশ্রব ও আদর্শে যে সিন্ধুদেশের উন্নতি হইবে ইহা তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁহার দুই ভ্রাতাকে বঙ্গীয় যুবকের সহিত শিক্ষালাভ করিতে কলিকাতা পাঠাইয়া দেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হীরানন্দ সেই শিক্ষার ফল। চরিত্রগুণে তিনি "সাধু হীরানন্দ" নামে সিন্ধুবাসীদিগের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছেন। তিনি কলিকাতায় স্বাধীন বিদ্যালয়ের আদর্শে সিন্ধুদেশে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু নন্দলাল সেন এবং সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিন্ধুদেশে আনয়ন করেন। তিনি সিন্ধুদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে দীক্ষিত হন এবং প্রথমে প্রটেষ্টাণ্ট পরে রোমান-ক্যাথালিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন। অতঃপর তিনি হিন্দুধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্মবাদের সহিত হিন্দুর সন্ন্যাসধর্ম্ম ও বেদান্তের সমন্বয় সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি তাঁহার উদ্ভাবিত পন্থা পরিপোষক মতবাদ স্থানীয় সাময়িক পত্র "সোফিয়া"তে এবং "টোএণ্টিএথ সেঞ্চুরী" পত্রিকায় প্রচার করিতে থাকেন। এই সময় তিনি পূর্ব্ব নাম ত্যাগ করিয়া "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ এবং সন্ন্যাসীর বেশ ভূষা ধারণ করেন। এখান হইতে নানা স্থান ভ্রমণের পর ইংলণ্ডে গিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে থাকেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য পূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলী চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বাবু নন্দলাল সেন নবল-রায়-হীরানন্দ একাডেমীর প্রথম হেড মাষ্টার। তিনি প্রায় ১৬।১৭ বৎসর সিন্ধুদেশে থাকিয়া স্থানীয় অনেক হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করতঃ প্রবাসে বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। নবলরায় হীরানন্দ একাডেমীর নিজস্ব অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইহাতে প্রায় সাত শত সিন্ধী বালক শিক্ষালাভ করিতেছে। ডাক্তার বিহারীলাল রায় করাচীর আর একজন বিখ্যাত প্রবাসী। চরিত্রবলে ইনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইয়াছেন। প্রায় দশ বৎসর হইল জনৈক বাঙ্গালী পরিব্রাজক

* বোম্বাই চিত্র—৭০—৭১ পৃষ্ঠা।

তাঁহার সম্বন্ধে সঞ্জীবনী পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"মহাশয়ের বাসায় অতিথি হইলাম। পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। * * * তাঁহার বিনম্র ব্যবহার ও মধুর ভালবাসা পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। এস্থানে ইঁহার বেশ সুখ্যাতি ও সম্মান আছে। * * * ইহাঁর বাড়ী ভবানীপুর অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সন্তান। মেডিকেল কলেজে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছেন। শেষে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিয়া উপবীত ত্যাগ করাতে বাড়ী হইতে তাড়িত হন। নানা দেশ ঘুরিয়া পীড়িত হইয়া অবশেষে করাচিতে আসিয়াছেন। একজন বাঙ্গালী যুবক এত দূরদেশে সুখ্যাতি সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন দেখিয়া মনে মনে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম।" বিহারীবাবু এক্ষণে অধিকতর খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় করাচী-প্রবাসে থাকিয়া "ফীনিক্স" নামক পত্র সম্পাদন করিয়া এ প্রদেশের অনেক হিতসাধন করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র হালদার ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ হইয়া করাচীপ্রবাসী হইয়াছেন। ইনি পরলোকগত রাখালদাস হালদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৯৭ অব্দে ইনি বিলাত যান এবং তথায় কুপার্সালি এঞ্জীনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই কলেজ হইতে উত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু, রয়াল ইঞ্জিনিয়ার, ১৮৯০ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর হইতে আসিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনীয়ার হন। তিনি পাঁচ বৎসরের ভিতর আহমদাবাদ, ঠানা এবং আহমদনগর জেলায় থাকিয়া ১৮৯৬ অব্দে খানদেশে বদলি হন। পরে সুরাট ভরোচ প্রভৃতি স্থানেও বাস করেন। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রী চলিত ভাষায় (Colloquial Examination), পূর্ত্তকার্য্য সম্বন্ধীয় (Professional Examination) ও বিভাগীয় (Departmental Examination) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০১ অব্দে তিনি দুর্ভিক্ষ-সংক্রান্ত কর্ম্মে বিশেষ কর্ম্মচারীরূপে নিয়োজিত হইয়া স্বীয় কর্ম্মদক্ষতার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রশংসিত হন। এক্ষণে তিনি এক্সিকিউটীভ্ এঞ্জিনীয়ারের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত গায়কবাড়শাসিত বড়োদা রাজ্যেও বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বড় অল্প হয় নাই। উচ্চশিক্ষিত মহারাষ্ট্র নৃপতি চিরদিনই বাঙ্গালীর প্রতিভার পক্ষপাতী। ১৯০৯ অব্দে স্বর্গীয় সার রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় তাঁহার রাজস্বসচিবের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি এরাজ্যে যে

সকল সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বড়োদা কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন, স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ। কিছু দিনের জন্য বড়োদার মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন, বিদুষী শ্রীমতী সরলা দেবী। রাজকলেজের পারসীক প্রফেসর একজন বাঙ্গালী মুসলমান মুন্সী ফরীদউদ্দীন সাহেব। তিনি এখানে ১৮৮৩ অব্দে আগমন করিয়াছিলেন।

সিন্ধুপ্রদেশের উত্তরে এবং পঞ্জাবের পশ্চিমে বৃটিশ ভারতের প্রান্তিক প্রদেশ অবস্থিত। কোহিস্তান ওয়াজীরীস্তান, আফ্রীদি-টীরা হাজারা প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। এই সমুদয় স্থান ইংরেজ শাসিত ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে অবস্থিত। ইহার অধিবাসিগণ প্রায় সমস্তই মুসলমান। ইহার উত্তর পশ্চিমে ইংরেজাধিকৃত চিত্রাল (Chitral) রাজ্য অবস্থিত। ইহা সাগর পৃষ্ঠ হইতে ৪৯৮০ ফুট উচ্চ। এখানকার গিরিবর্ত্ম (Lowrai pass) অতিশয় দুর্গম। শীতের সময় অধিকাংশ আবৃত থাকে। ইহার পশ্চিমে "কাফিরস্তান।" কাফিরগণ পূর্ব্বে সকলেই হিন্দু ছিল। চতুর্দ্দিকের প্রজাবর্গ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, ইহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে ভয় পাইয়া, অথচ ইসলাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া আপনাদিগকে কাফির বলিয়া পরিচয় দেয়। চিত্রালেও অনেক কাফিরের বাস। তাহারা প্রকৃত পক্ষে সকলেই হিন্দু। ১৮৯৫ অব্দে চিত্রাল অভিযানের সঙ্গে এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। এই সূত্রে এতদঞ্চলে যিনি প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম বাবু বিপিনবিহারী সেন। মগরার বাঘাটী গ্রামে তাঁহার বাড়ী। কিন্তু তিনি দীর (Dir) পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং উক্ত দুর্গম গিরিবর্ত্ম তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হয় নাই। ১৯০০ অব্দের নভেম্বর মাসে বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ ট্রান্সপোর্ট এজেন্ট হইয়া এখানে আসেন। তাঁহার আদি নিবাস নদীয়ার অন্তর্গত দোগাছি গ্রাম। ঐ বৎসর বাবু শরৎচন্দ্র বসু এবং বাবু নরেন্দ্রনাথ মল্লিক ৩৩ সি ও ডি সংখ্যক নেটিব ফীল্ড্ হস্পিটালের ষ্টোর কীপার (Store keepers, 33 C & D, Native Field Hospitals) হইয়া আসেন। তাহার পর বৎসর যুক্তপ্রদেশ প্রবাসী বাবু সুরেন্দ্রনাথ দে এবং পরে বালী নিবাসী বাবু ফকীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মালখানার ষ্টোর কীপার হইয়া চিত্রাল আগমন করেন। ইঁহারা কেহই অধিক দিন এখানে থাকেন না কারণ

নূতন নূতন কর্ম্মচারীর আগমনে পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে বদলি করা হয়। *

এই পশ্চিম প্রান্তিক প্রদেশ হইতে হিমগিরিমালা ভারতবর্ষের উত্তর দিক বেষ্টন করিয়া, কাশ্মীর, গাড়বাল, কুমায়ুঁ, নেপাল, সিকিম, এবং ভূটান প্রভৃতি রাজ্য স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে। হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ চূড়া গৌরীশঙ্কর (Mt. Everest) পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চতম শিখর। ইহার উচ্চতা সাগর পৃষ্ঠ হইতে ২৯০০২ ফুট। ধবলগিরি কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি চিরতুষারমণ্ডিত পর্ব্বত হিমালয়েরই এক একটী শৃঙ্গ। এই সকল পার্ব্বত্যপ্রদেশের জরিপ এবং পর্ব্বতমালার উচ্চতা নির্ণয় সংক্রান্ত কার্য্যে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী হিমালয়ের শিখরে শিখরে ভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বাবু রাধানাথ শিকদার। তিনি উচ্চগণিতে সুপণ্ডিত এবং ত্রিকোণমিতিক জরীপ কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রাধানাথ বাবু ভারতবর্ষীয় জরীপ বিভাগের কম্পিউটিং ডিপার্টমেণ্টের (Computing Department of the Great Trigonometrical Survey of India) প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন।

---

* চিত্রালীদিগের সহিত যুদ্ধে বাঙ্গালী ইংরেজের সঙ্গ ছাড়েন নাই বরং সৎসাহস, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতায় কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য তাহার ইতিহাস পর হস্তলিখিত! চিত্রাল অভিযানের ইতিহাস লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"The Bengalee commissariat agent has returned * * * We soon found that the commissariat agent was a fair organiser, and able to relieve us of all details connected with the payment of the millworkers—the odds and ends of people about the forts who laboured well and cheerily for liberal wages. The Bengalee himself proved interesting in many ways, in the first place, he thoroughlyknew his busines, and issued the daily rations quickly and without causing a grumble. Next he was a frank coward, bnt lost no man's respect thereby for his avowed tremors never interfered with duty. A man shot dead along side of him at the scales probably added no additional shakiness to the figures in the checking book. He crossed dangerous places looking sea-sick but never thought of shirking the risk. Indeed his timidity almost attained the dignity of one of those physical infirmities which excite admiration when an afflicted person triumphs over it, or at any rate does not permit it to interfere with his vocation. How we should have got on without this feeble bodied, weak-nerved individual, it is hard to guess."—Chitral the story of a Minor seige by Sir George. Robertson. K. C. S. I. London, 1899 Chap. XVII. P. 219.

১৮১৩ অব্দে কলিকাতা যোড়াসাঁকো শিকদারপাড়ায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা তিতুরাম শিকদার মুসলমানদিগের আমলে কলিকাতায় শান্তিরক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইংরেজ অধিকারেও তাঁহার ঐ পদ ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধানাথ ১৮২৪ অব্দে হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ৫ বৎসরের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৮৩০ অব্দ হইতে তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত টাইট্‌লার সাহেব ও কর্ণেল এভারেষ্টের নিকট উচ্চ গণিত শিক্ষা করিতে থাকেন। প্রায় আট বৎসর মধ্যে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি ইংরেজী গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করেন। ১৮১৩ অব্দে তিনি Great Trigonometrical Survey of India আফিসে কম্পিউটর নিযুক্ত হইয়া ব্যবহারিক গণিত বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮৩১ অব্দে সর্ভেয়ার নিযুক্ত Serunge base lineএ কার্য্য করিবার জন্য কলিকাতা হইতে উত্তর ভারতে গমন করেন এবং কর্ণেল এভারেষ্টের সহিত হিমালয়ের শিখরে শিখরে ভ্রমণ করিতে থাকেন। তিনি এখানে অসংখ্য পার্ব্বত্য উচ্চতা ও দূরত্বের সন্ধান লইয়া ফিরিবার কালে বহু দুর্গম ও দুর্লভ স্থানে গমন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত, ফরাসী, লাতীন ও গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গণিত ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রণয়ন ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচার কল্পে বাঙ্গালা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫১ অব্দের ১লা এপ্রেল জি টি, এস্ (Great Trigonometrical Survey of India) রিপোর্টে লিখিত হইয়াছিল,—

* * * "Among them may be mentioned as most conspicuous for ability, Babu Radhanath Sikdar, a native of India of brahminical extraction whose mathematical acquirements are of highest order." কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে যে ঘটিকা গোলক (Hour-ball) স্তম্ভ বিদ্যমান আছে তাহা শিকদার মহাশয়েরই ধীশক্তির পরিচায়ক। ১৮৭০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। স্মিথ এবং থুইলার প্রণীত "Manual of Surveying for India" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাঁহার বিলক্ষণ কৃতিত্ব বিদ্যমান। ঐ গ্রন্থের অনেক অংশ তাঁহারই লিখিত। ইহার প্রথম দুই সংস্করণের ভূমিকায় তাহা স্বীকৃতও হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় তৃতীয় সংস্করণে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই। লেফ্‌টেনাণ্ট

কর্ণেল শারউইল্ (Lt. Col. Sherwill) তাই "ফ্রেণ্ড্ অফ্ ইণ্ডিয়া" নামক পত্রিকায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। *

---

* "A friend has just sent me a copy of the Friend of India of the 24th June, all the way from Germany, in order that I might be acquainted with the sad fact that when bringing out a third edition of "Smyth and Thuiller's Manual of Surveying for India," the mnch respected name of the late Babu Radhanath Sikdar, the able and distinguished head of the Computing Department of the Great Trigonometrical Survey of India. who did so much to enrich the early editions of the "Manual" had been advertently or inadvertently, removed from the preface of the last edition ; while at the same time all the valuable matter written by the Babu had been retained, and that without any acknowledgment as to the authorship.

As an old Revenue Surveyor who used the "Manual for a quarter of a century, and as an acquaintance of the late Radhanath Sikdar, I feel quite ashamed for those who have seen fit to exclude his name from the present editon, especially as the former editors so fully acknowledged the deep obligations under which they found themselves for Radhanath's assistance, not only for the particular portion of the work which they desire thus publicly to acknowledge.—So runs the preface of the 1851 Edition,—but for the advice so generally afforded on all subjects connected with his own department. Yesterday only I mentioned the circumstance of the omission of Radhanath's name to one of the Tagores, as an old and intimate friend of Radhanath's and who is now travelling in Scotland, he was pained beyond measure but made the significant remark 'you see he is a dead man'."—Extract from Lt. Col. Sherwill's letter to the "Friend of India" of 1876.

কাশ্মীর, সিকিম ভুটান ও নেপাল।

ভারতের উত্তরাংশে কুমায়ুঁ-গাঢ়বাল বা উত্তরাখণ্ড ব্যতীত কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান এবং সিকিম—এই চারিটী দেশীয় রাজ্য আছে। কাশ্মীরের উত্তরে কারাকোরাম পর্ব্বতমালা, দক্ষিণ ও পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তিকপ্রদেশ ও পঞ্জাব এবং পূর্ব্বে তিব্বত। এখানকার পর্ব্বতমালা একশত হইতে ২২ হাজার ফুট ও তদূর্দ্ধ উচ্চ। উপত্যকাভূমিতে কাশ্মীর অবস্থিত। ইহার পরিসর ৮০,৯০০ বর্গমাইল। কাশ্মীরের লোকসংখ্যা প্রায় ২৬ লক্ষ। এই ভূখণ্ড কাশ্মীর, লাদাক, স্কর্দ্দু, গিলগিট্ এবং জম্মু এই পাঁচটী জেলায় বিভক্ত তন্মধ্যে কাশ্মীর ও জম্মুই লোকবহুল এবং সমৃদ্ধ। জগতে মানব বসবাসের উচ্চতম প্রদেশাবলির মধ্যে লাদাক অন্যতম। ইহার উপত্যকা ভূমিরই উচ্চতা ৯০০০ হইতে ১৭০০০ ফুট পর্য্যন্ত এবং ইহার পর্ব্বতচূড়া ২৫০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। ইহা কাশ্মীর রাজ্যের পূর্ব্বাংশ। দক্ষিণাংশ জম্মু এবং উত্তরাংশ স্কর্দ্দু ও গিলগিট্। গিলগিটের মত অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে নিম্ন উপত্যকা বাহুল্য এবং এত উচ্চ পর্ব্বতের সংখ্যাধিক্য সমস্ত পৃথিবী খুঁজিলেও আর পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।* এখানে ৭ মাস বরফের জন্য লোকে গৃহের বাহির হইতে পারে না। কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই তখন বন্ধ থাকে। ইহা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের ২২৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৮০০ ফুট উচ্চে এস্তোর, সিন্ধু ও গিলগিট্ নদীর তীরে অবস্থিত। এহেন স্থানেও বাঙ্গালী বাস করিয়া যান! ১৮৮৯ অব্দে এখানে ব্রিটিশ এজেন্সী স্থাপিত হয় এবং কাশ্মীরের রেসিডেণ্টের অধীনে একজন পলিটিকাল এজেণ্ট নিযুক্ত হন। ইংরেজের সঙ্গে সামরিক রসদবিভাগে তখন হইতে গিলগিটে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। তন্মধ্যে কলিকাতা ঝামাপুকুরনিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র হালদার মহাশয়ের নাম "প্রবাসী"র পাঠকবর্গের নিকট সুপরিচিত। তিনি গিলগিট হইতে তথাকার বিস্তারিত ইতিহাস ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৯১ অব্দের সেন্সস্

---

* "No where else in the world probably is there to be found so great number of deep valleys and lofty mountains in so small an area within a radius of 65 miles from Gilgit village as in Gilgit."—Census of India., 1891.

গণনায় জানা গিয়াছিল যে কাশ্মীরে তখন ২২ জন এবং জম্মুতে ৪৯ জন বঙ্গীয় নরনারী বাস করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভূস্বর্গ কাশ্মীরে বাঙ্গালীর আবির্ভাব বড় অল্পদিন হইতে হয় নাই। কোথায় উত্তরপশ্চিম শীর্ষের হিম গিরিমালাক্রোড়ে অবস্থিত শীতপ্রধান কাশ্মীর আর কোথায় পূর্ব্বদাক্ষিণ ভারতে সমুদ্রকুলশোভী গ্রীষ্মপ্রধান গৌড়রাজ্য। কিন্তু প্রাচীনকালে এই দুই সমৃদ্ধ রাজ্যের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। স্বনামখ্যাত কাশ্মীরী কহ্লন পণ্ডিতের রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় ৭ম শতাব্দীতে প্রবলপরাক্রান্ত কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কান্যকুব্জাদি জয় করত গৌড়দেশে আসিয়া উপস্থিত হন এবং গৌড়ের শৌর্য্যবীর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যদর্শনে ঈর্ষান্বিত অথবা ভীত হইয়াই গৌড়রাজকে কাশ্মীরে লইয়া যান। ললিতাদিত্য গৌড়রাজকে নিরাপদে রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার পরমারাধ্য দেবতা "পরিহাসকেশব" নামক বিগ্রহকে সাক্ষ্য বা মধ্যস্থ মানিয়াছিলেন; কিন্তু কাশ্মীরে লইয়া গিয়া ঘাতকের দ্বারা গুপ্তভাবে গৌড়রাজের প্রাণসংহার করেন। গৌড়রাজ ললিতাদিত্যের সহিত কাশ্মীরে একাকী কখনই আগমন করেন নাই তাঁহার সহিত নিশ্চয়ই কতিপয় রাজভক্ত গৌড়ীয়ও গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার গুপ্তহত্যার সংবাদ রাজার অনুচরগণের মধ্যে কেহ অচিরেই গৌড়ে আনয়ন করেন। কাশ্মীর-রাজের এই বিশ্বাসঘাতকতায় রাজভক্ত গৌড়ীয়গণ ক্ষোভে দুঃখে এবং ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রতিশোধগ্রহণমানসে কাশ্মীর গমন করেন। কিন্তু গৌড়ীয়গণ তাঁহাদের রাজহন্তা ললিতাদিত্যকে রাজধানীতে না পাইয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া রাজার প্রিয়তম বিগ্রহ পরিহাস কেশবের মন্দির ও মূর্ত্তি ধ্বংশ করিতে অগ্রসর হন। তখন মন্দিরের পুরোহিতগণ বিষ্ণুমন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু গৌড়ীয়গণ মন্দির ভগ্ন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন এবং রত্নময় রামস্বামীর মূর্ত্তিকে পরিহাসকেশব মনে করিয়া তাহা চূর্ণ করতঃ চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে থাকেন। এমন সময় শ্রীনগর হইতে অসংখ্য কাশ্মীরী সৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "তখন সেই মুষ্টিমেয় গৌড়ীয়গণের রাজভক্তি, অধ্যবসায় বীরত্ব ও সাহসের কথা আর কি বলিব, তাহারা একে একে যুদ্ধ করিতে করিতে পতিত হইল বটে কিন্তু রামস্বামী বিগ্রহের চিহ্নমাত্র রাখিল না। তাহাদের রক্তে কাশ্মীরভূমি রঞ্জিত করিয়া গৌড়ীয়গণের

অপূর্ব্ব রাজভক্তি অসীম অধ্যবসায় ও সাহস এবং বীরত্বের অক্ষয় চিহ্ন রাখিয়া দিল।" রামস্বামীর ভগ্নমন্দির আজিও কাশ্মীরে গৌড়ীয়কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। * কহ্লন পণ্ডিত তাঁহার রাজতরঙ্গিণীতে এই গৌড়ীয়গণের গৌরবগাথা অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছেন।

মুক্তাপীড়ের পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য ৭৫১-৭৮২ অব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গে জয়ন্ত নামে এক নরপতি গৌড়ের অন্তর্গত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেছিলেন। জয়াপীড় পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং সারস্বত কান্যকুব্জাদি জয় করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হন। এই সময় তাঁহার সেনাগণ নেপোলিয়নের সৈন্যদলের ন্যায় আর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল। জয়াপীড় একাকী ছদ্মবেশে দেশ দর্শন করিতে করিতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সৌন্দর্য্য, সুশাসন এবং সুখ-সমৃদ্ধির পরিচয় পাইয়াছিলেন। শৌর্য্যবীর্য্যশালী গৌড়ীয়গণ তখন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া পূজা করিত। জয়াপীড় কার্ত্তিকেয় মন্দিরে নৃত্য দেখিবার জন্য উপস্থিত হন। তথায় দেবনর্ত্তকী কমলা তাঁহার দেবোপম মূর্ত্তিদর্শনে বিমোহিতা হয়। মন্দিরেই উভয়ের মিলন হয় এবং রাজা কমলার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহারই গৃহে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময় তিনি রাজ্যের মহা-অনিষ্টকারী একটী সিংহকে বধ করিলে তাঁহার বাহুবলের সংবাদ পাইয়া রাজা জয়ন্ত তাঁহাকে সমাদরে রাজভবনে আনয়ন করেন এবং তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিয়া তাঁহার একমাত্র সন্তান পরম রূপবতী এবং গুণবতী কন্যা কল্যাণ দেবীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার সৈন্যগণ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় যে দিগ্বিজয়ের আশায় এতদিন জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন এক্ষণে তিনি শ্বশুরের সাহায্য পাইয়া পুনরায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং পঞ্চগৌড়ের নৃপতিগণকে পরাস্ত করিয়া শ্বশুরকে সমগ্র গৌড়রাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার মহিষী গৌড়রাজকুমারী কল্যাণদেবী এবং অপর পত্নী কমলাকে লইয়া কাশ্মীর গমন

* ষ্টীন সাহেব কৃত রাজতরঙ্গিনীর ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ;—

"As these dark coloured (men) were falling blood-covered to the ground under the strokes, they resembled fragments of stones, (falling) from an antimony-rock taking a bright colour from liquid redchalk". (329) "The streams of their blood brilliantly illuminated their uncommon devotion to their lord, and enriched the earth." (330)

করতঃ পিতৃরাজ্যে পুনরায় অধিষ্ঠিত হন। কাশ্মীরে কল্যাণ দেবী এবং কমলা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই দুই বঙ্গনারীর আবির্ভাবে কাশ্মীরে বাঙ্গালী উপনিবেশের সূত্রপাত হয়। কথিত আছে, কাশ্মীরে এ সময় উন্নতির যে নবযুগের সূচনা হয় রাজমহিষী কল্যাণদেবী ও কমলাই তাহার মূল। কাশ্মীরে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি অক্ষয় করিবার মানসে উভয়েই স্বীয় নামে নগর ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কল্যাণদেবী প্রতিষ্ঠিত নগরী কল্যাণপুরা এবং কমলাদেবী স্থাপিত কমলাপুরা নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজিও বিলুপ্ত হয় নাই। রাজা জয়াপীড় মহিষী কল্যাণদেবীকে বিবিধপ্রকারে সম্মানিতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মহাপ্রতিহার পীড়ের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা (office of Great Lord Chamberlain) প্রদান করিয়াছিলেন। জয়াপীড়ের রাণী দুর্গাদেবীর গর্ভজাত পুত্র দ্বিতীয় ললিতাপীড় দ্বাদশ বৎসর কাশ্মীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পর তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাণী কল্যাণ দেবীর গর্ভজাত দ্বিতীয় সংগ্রামপীড় ওরফে পৃথিব্যাপীড় কাশ্মীর রাজ্যে ৭ বৎসর রাজত্ব করেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে হিন্দুরাজত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৩৪১ অব্দে "বুল্‌বুল সা" নামে এক প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকীর তুর্কীস্থান হইতে লাদাকের ভিতর দিয়া কাশ্মীরে আগমন করেন। তখন রাজা উদয়নদেব কাশ্মীরের অধিপতি ছিলেন। তিনি তিব্বতের নির্ব্বাসিত বৌদ্ধ "রিঞ্চন সা", ওরফে "রতঞ্জবুকে" কাশ্মীরে আশ্রয় দেন এবং পরে জায়গীরাদি দান করেন। ফকীর বুল্‌বুল সাহের আবির্ভাবের পর জক্‌দার খাঁ কাশ্মীর আক্রমণ করেন। তাঁহার আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা উদয়ন পলায়ন করেন এবং তিব্বতী রতঞ্জবু রাণী কুটরাণীকে বিবাহ করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তিনি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহিলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন এবং বৌদ্ধের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মগ্রহণে অধিকার নাই বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তাহার ফলে বৌদ্ধরাজ রতঞ্জবু ফকীর বুলবুল সাহ কর্ত্তৃক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অতঃপর মুসলমানধর্ম্ম এখানকার রাজধর্ম্ম হওয়ায় অনেকেই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপে কাশ্মীরে মুসলমান-ধর্ম্মের সূত্রপাত হয়।

আধুনিক কাশ্মীরপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কলিকাতার স্বনামপ্রসিদ্ধ মাননীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম, এ, সি, আই, ই, মহাশয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখ

করিতে হয়। তিনি ১৮৪২ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি সংস্কৃত কলেজের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ বিবেচিত ছিলেন। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম, এ, এবং ১৮৬৬ অব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতির পদে আহূত হইয়া কাশ্মীরপ্রবাসী হন। পরে তিনি কাশ্মীরাধিপতির রাজস্বসচিবের পদ লাভ করেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি রাজ্যের যাবতীয় বিভাগে উন্নতি সাধিত করেন এবং ১৭ বৎসর কাশ্মীর প্রবাসের পর অর্থাৎ ১৮৯৬ অব্দে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ভাইসচেয়ারম্যান হন। পাচ বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে জনৈক বাঙ্গালী ব্যবসায় উপলক্ষে কাশ্মীরপ্রবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ বিবরণ হস্তগত হয় নাই; কিন্তু জনৈক বৃদ্ধ কাশ্মীরী পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি তাঁহার নাম ছিল "মহেশচন্দ্রবাবু।" কিন্তু বাবু মহেশচন্দ্র বিশ্বাস এ রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ডাকবাঙ্গলা ষ্টেটষ্টোর ও লাইব্রেরী প্রভৃতির (Reception Department, State Store Libraries and Dak Bungalows) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। নীলাম্বরবাবুর সময়ে কয়েকজন বিশিষ্ট বঙ্গসন্তান কাশ্মীর প্রবাসী হন। তাঁহারই যত্নে প্রায় ২০।২১ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব গণিতাধ্যাপক ও বহু গণিতগ্রন্থপ্রণেতা কুমিল্লার ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিবপুর কলেজ হইতে উত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সি, ই, ষ্টেট ইঞ্জিনীয়রের পার্শনাল এসিষ্টাণ্ট হন। পূর্ত্তবিভাগে আর একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি গোয়ালিয়র প্রবাসী বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সহোদর বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিএ, বি, ই, (রুড়কী) তিনি সহর নির্ম্মাণ ও জলসরবরাহ বিভাগের অধ্যক্ষ (In charge, Canal construction and Irrigation Branch) ছিলেন। হিন্দুপত্রিকার স্বনাম প্রসিদ্ধ সম্পাদক অধুনা যশোহরনিবাসী রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয়কেও তিনি কাশ্মীরের রাজস্ব বিভাগীয় সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে সময় তোষাখানা দপ্তরের বড়বাবু ছিলেন শ্রীযুক্ত হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কিছুকাল

স্বর্গীয় ডাক্তার আশুতোষ মিত্র রায় বাহাদুর

(পৃষ্ঠা ৫৩২)

পরে কাশ্মীরের কর্ম্মত্যাগ করিয়া সাধনমার্গ অবলম্বন করেন এবং শিষ্যাদি পরিবৃত হইয়া এক্ষণে পাগল হরনাথ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। তিনি এক্ষণে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে মঠ স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেছেন।

কাশ্মীরের রাজযন্ত্রালয় সম্বন্ধীয় দপ্তরের বড়বাবু শ্রীযুক্ত ডি, এল মুখার্জ্জী। জম্মু এবং কাশ্মীর সমর বিভাগীয় দপ্তরের কর্ম্মচারী বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু। কাশ্মীরের সবডিবিজনাল অফিসারও জনৈক বাঙ্গালী তাঁহার নাম বাবু বিনোদ-বিহারী রায়। জম্মু পূর্ত্তবিভাগেও বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় এই বিভাগের কর্ম্মচারী। শ্রীযুক্ত আর এল মুখার্জ্জী জম্মু স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

নীলাম্বর বাবুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মাননীয় শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাশ্মীরের প্রধান বিচারাসন অলঙ্কৃত করেন। বহুবর্ষ প্রধান বিচারপতি (Chief Judge) ও ডাইরেক্টর অফ সেরিকাল্‌চার (Director of Sericulture) এর কার্য্য করিবার পর তিনি জম্মুর গবর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হন। বাবু পূর্ণচন্দ্র মল্লিক কাশ্মীর ষ্টেট কৌন্সিলের সেক্রেটারী অফিসে এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। ঐ দপ্তরে বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দুই তিনজন বাঙ্গালা কর্ম্মচারী প্রবেশ করেন। বহুবর্ষ হইতে কাশ্মীর চিকিৎসা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী এবং শ্রীনগর মিউনিসিপাল সভার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন স্বর্গীয় ডাক্তার আশুতোষ মিত্র রায় বাহাদুর। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তখন কাশ্মীরের সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। ডাক্তার আশুতোষ মিত্র পরে কাশ্মীরের মহারাজার অন্যতম মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বর্ত্তমান কাশ্মীরের পুনর্জ্জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতার সন্নিহিত কোন্নগর গ্রামে ডাক্তার মিত্র স্বীয় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার কে, ডি ঘোষ মহাশয় তাঁহার মাতুল। মিত্র মহাশয় বাল্যকালে একজন প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি যে কোন বিভাগে প্রবেশ করিতেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ স্ফুরিত হইত, কিন্তু গৃহে তিন জন উচ্চশ্রেণীর ডাক্তার থাকায় চিকিৎসা ব্যবসায়ের দিকেই তাঁহার একটা স্বাভাবিক

টান পড়িয়াছিল। তিনি মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন হইতে প্রবেশিকা ও প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। অল্পকাল মধ্যেই তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে এরূপ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করেন যে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ব্যবচ্ছেদের শিক্ষক এবং উদ্ভিদ্বিজ্ঞানে (Medical Jurisprudence) সহকারী শিক্ষকের কার্য্যে নিয়োজিত হন। ঐ সকল কার্য্য তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় লণ্ডনের কয়েকটি রুগ্নাবাসে চিকিৎসা করিয়া এডিনবরা মেডিকেল স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যান। তথাকার রয়েল কলেজের যুগপৎ ভৈষজ্য ও অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার উচ্চ উপাধিতে সম্মানিত হইয়া তিনি ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছুদিন তিনি কলিকাতায় জন-স্বাস্থ্যবিধায়িনী সভার (Calcutta Public Health Society) স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর কর্ম্ম করেন। এই সময় তিনি স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বিবিধ আবশ্যকীয় সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করেন এবং উক্ত সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকায় সেই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি বেথুন সোসাইটীর সভ্যগণ সমক্ষে চিকিৎসার উন্নততর ব্যবস্থা বিষয়ক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরলোকগত সার্জ্জন জেনারেল হার্বী প্রবন্ধটীর বহুল প্রশংসা করিয়া ডাক্তার মিত্র মহাশয়কে বলেন যে তিনি প্রবন্ধান্তর্গত বিষয়ের বিশেষ আন্দোলন করিবেন এবং উহা গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিবেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে তিনি চিকিৎসাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে বৃত হইয়া কাশ্মীর যাত্রা করেন। এখানে তিনি স্বীয় প্রতিভা প্রকাশের প্রকৃত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন। কাশ্মীর অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে য়ুরোপীয় চিকিৎসার বড় প্রচলন ছিল না; লোকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপকারিতাও ততদূর অনুভব করিত না। কিন্তু তাঁহার সুচিকিৎসাগুণে য়ুরোপীয় চিকিৎসাপ্রণালীর আদর এবং তাহার প্রসার বৃদ্ধি পায়। তাঁহারই অধ্যবসায়বলে এই দেশীয় রাজ্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, নিঃস্বার্থ জনহিতৈষণা এবং অনন্যসাধারণ কর্ম্মকুশলতার ফলে স্থানীয় সরকারী রুগ্নাবাসটী

রোগজীর্ণ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং দরিদ্র আতুর নরনারীর ভরসাস্থল হইয়াছে। জনসাধারণ ইহার উপকারিতা এতদূর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, গ্রাম্য কুসংস্কারের বাঁধ লঙ্ঘন করতঃ পল্লীবাসী কৃষক পর্য্যন্ত রুগ্নাবাসে আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকে। ১৮৯৪ সালের ৭ই নবেম্বর তারিখের "পাইওনিয়র" পত্রিকা বলিয়াছিলেন—

"That an institution like this should within the year be the means of administering to the wants of 2,000,000 sufferers from the poorer classes shows how well the hospital is known * * *"

বস্তুতঃই যে রুগ্নাবাসে বৎসরে দু'লক্ষ দরিদ্র রোগী চিকিৎসিত হয়, তাহা যে আপামর সাধারণের নিকট সুপরিচিত তাহাতে আর সন্দেহ কি? বড়লাট ল্যান্সডাউন ও লর্ড রবার্টস বাহাদুর মহারাজের এই রুগ্নাবাস দর্শন করিতে আসিয়া ইহার কার্য্যকারিতায় বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১৩।১৪ বৎসর অতীত হইল যখন বিসূচিকা মহামারীর প্রবল আক্রমণের মুখে পতিত হইয়া কাশ্মীরের অসংখ্য নরনারী প্রাণ হারাইতেছিল, যখন অসহ্য যন্ত্রণাতাড়িত মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে এবং প্রাণসম প্রিয়জনদিগের অকালবিয়োগজনিত আবালবৃদ্ধবনিতার বিলাপধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তখন সেই দুর্দ্দিনে একজন বাঙ্গালী শত শত নরনারীর সান্ত্বনাস্থল হইয়াছিলেন। ডাক্তার মিত্র বাহাদুর ধনীর অট্টালিকায় দরিদ্রের কুটীরে, রুগ্নাবাসে এবং আতুরালয়ে দিবানিশি গমনাগমন করিয়া বহুসংখ্যক নরনারীকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সেই পরিশ্রম, ধৈর্য্য, সাহস এবং কর্ম্মকুশলতা দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় চিকিৎসাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী হার্বী প্রমুখ পদস্থ ব্যক্তিগণ, ভারতীয় সংবাদপত্র ও মেডিকেল রিপোর্টর, মেডিকেল রেকর্ড, ল্যান্সেট প্রভৃতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিষয়িণী পত্রিকাদি ডাক্তার মিত্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের সিবিল হাঁসপাতালসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারাল সার্জ্জন কর্ণেল হার্বী তাঁহার রিপোর্টের এক স্থানে লিখিয়াছিলেন :—

"The brunt of the work fell on Dr. A. Mitra who exerted himself in the most energetic manner throughout, not sparing himself day or night."

তাঁহার সহযোগী সার্জ্জন লেঃ কর্ণেল ডীন বলিয়াছিলেন :—

"Dr. Mitra was ever to the fore and working in a manner that left nothing to be desired."

চিকিৎসা ব্যবসায়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রসারে এতদঞ্চলে ডাক্তার মিত্রের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, বর্ষার বারিপাত এবং পৌষ মাঘ মাসের তীব্র শীতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে অথবা গভীর রজনীতে রোগীর গৃহে যাইতে তাঁহার আপত্তি হইত না। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, মিষ্ট বচন এবং বদান্যতায় ছোটবড় সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে তিনি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা তাঁহার সাহায্য হইতে কখনও বঞ্চিত হয় নাই।

তিনি যে কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে—তাঁহার উপর রাজ্যের নানা বিভাগীয় গুরুভার সকল অর্পিত ছিল। চিকিৎসা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর দায়িত্ব বড় সামান্য নহে। তিনি হাঁস-পাতালের কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন স্বহস্তে ক্ষতাদি বন্ধন করিতেন এবং রুগ্নাবাসের ও বাহিরের প্রত্যেক রোগীর ব্যবস্থাপত্র স্বহস্তে লিখিয়া দিতেন। কারাগারের তত্ত্বা-বধানের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি স্বয়ং তাহার অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি এবং তাঁহার সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক সামান্য বিষয়েরও তথ্য গ্রহণ করিতেন তিনি কাশ্মীর রাজ্যের রাসায়নিক পরীক্ষক ছিলেন এবং বিষ প্রয়োগে, মৃত ব্যক্তির অন্ত্র, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির পরীক্ষা বিশ্লেষণাদি স্বহস্তে করিতেন। তিনিই আবার ঐ রাজ্যের অন্তরীক্ষবিদ্যাবিষয়ক বৃত্তান্তের নিবেদক (Meteorological Reporter) এবং মানমন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। শিক্ষাবিষয়েও তাঁহার কৃতিত্ব অল্প ছিল না। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক এবং বহুবর্ষ শ্রীনগর শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায়ই তিনি সকল বিদ্যালয়ে গিয়া ছাত্র-গণকে অঙ্কশাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেন এবং যাহাতে শিক্ষার সুব্যবস্থা হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতেন। অবসর মত কাশ্মীরী বালকগণকে তিনি ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও শারীর বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। ইহাদের মধ্যে অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট সুশিক্ষা পাইয়া হস্পিট্যাল এসিষ্টেণ্টের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেছেন। কাশ্মীরে বাঙ্গালীর বিবিধ কীর্ত্তির মধ্যে শ্রীনগর স্কুল অন্যতম। এই বিদ্যালয় রায় আশুতোষ

মিত্র বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইতিপূর্ব্বে কাশ্মীরে মিউনিসিপালিটির অস্তিত্বই ছিল না। তিনিই ইহার সৃষ্টি করেন। ডাক্তার মিত্র শ্রীনগর মিউনিসিপালিটির সভাপতি এবং স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার সভাপতিত্বে সভার প্রভূত উন্নতি ও সাধারণের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। কাশ্মীরশাসন বিবরণীতে প্রকাশ :—

"Dr. A Mitra, the Chief Medical Officer, Kashmir, holds the office of the President of the Srinagar Municipality and is its sanitary adviser. He deserves great credit for his successful endeavours to make the Municipality a popular institution. He carried out many sanitary reforms in spite of some opposition which he succeeded in overcoming with singular tact and firmness."

এত কার্য্য করিয়াও তিনি অধ্যয়ন এবং পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহার এই অসাধারণ কর্ম্মশক্তি অনেকের বিস্ময়োৎপাদন করিত। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা অনেক অভিনব তত্ত্বসকল অবগত হইয়া তৎসমুদয় প্রবন্ধাকারে দেশী ও বিলাতী কাগজপত্রে বহুদিন হইতে ক্রমাগত প্রকাশ করিতেছিলেন। "American International Journal of Medical Science" নামক পত্রে কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে তাঁহার একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি বহুমূত্র ও বিসূচিকা রোগের নিদানাদি নির্ণয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া বহুদিন হইতে এই দুই ব্যাধি সম্বন্ধে গভীরগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতেছিলেন। বিসূচিকা রোগ সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ ১৮৯৩ সালের "Medical Annual" এ প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি শারীর-বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গভাষায় একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ডাক্তার মিত্র ১৮৮৩ অব্দে Obstetrical Society of London নামক সভার সদস্য, ১৮৯৩ সালে লণ্ডনের Imperial Instituteএর সদস্য এবং ঐ বৎসরেই ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে বাঙ্গালী সর্ব্বত্র অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন, রায় আশুতোষ মিত্র বাহাদুর তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বাঙ্গালী যে প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন তথায় শিক্ষানীতি, সংস্কার ও উন্নতি তাঁহার অনুযাত্রী হইয়াছে।

কাশ্মীরেও তাহার অন্যথা হয় নাই। ডাক্তার মিত্র যে রাজ্যের উন্নতিবিধানে আজ ২৭ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক যত্ন করিয়াছেন সে রাজ্যের রাজা প্রজা উভয়ে তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা পাদটীকায় সন্নিবেশিত কয়েকটি উদ্ধার হইতে স্পষ্ট অনুভূত হইবে।*

তিনি নিজগুণে সর্ব্বজনপ্রিয় এবং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেরই সম্মানভাজন ছিলেন। ধর্ম্ম ও চরিত্রবলও তাঁহার কর্ম্মশক্তির অনুরূপ ছিল। তাঁহার ছাত্রাবস্থায় তিনি পরলোকগত মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর নিকট সর্ব্বদা থাকিতেন এবং শিক্ষা পাইতেন। তিনি ইঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহারই দ্বারা অল্পবয়সেই মিত্র মহোদয়ের হৃদয়ে নীতি ও ধর্ম্মের বীজ উপ্ত হয়। সেই ধর্ম্মপ্রাণ ও চরিত্রবান পুরুষের সংস্পর্শে এবং তাঁহার অমূল্য উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া ইনি প্রথম বয়সেই জীবনের দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনুভব করিতে শিক্ষা করেন এবং উন্নত আদর্শ পোষণ করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কাশ্মীরবাসিগণ তাঁহার উপকার কখনও

---

* "He worked splendidly and I am glad to think that his exertions during the out-break of cholera were especially recognised by thc Government of India.

"Dr. Mitra has acquired an European reputation by his valuable contributions to current medical literature especially on subjects connected with Kashmir."

"Dr. Mitra has earned a very high reputation and popularity not only among the natives of the country, but also among the European visitors to Kashmir, and has bcen particularly fortunate in being complimented for the excellence of his work by such distinguished visitors as His Excellency the Viceroy, and the Commander-in-chief. This officer discharges his duties with exemplary devotion and energy, and the State Council has great pleasure in recording high appreciation of his valuable services. The fact that 283 major operations 19 amputations were performed without a death reflects very great credit on Dr. Mitra. This is the second year such a thing has occurred, and it is indeed an occurrence that any Surgeon may be congratulated upon."—"Aunual Administration Reports of the Jammu and Kashmir States, 1891-93."

"Dr. Mitra is highly respected by all communities in Kashmir, and his services are valued in that State. It is not too much to say that he has hardly an enemy, and that is saying a great deal in a Native State. "The Medical Reportor, 16th Junary, 1894."

বিস্মৃত হইতে পারিবে না। তথাকার মিউনিসিপালিটী ও শ্রীনগর স্কুল প্রভৃতি বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া তাঁহার জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

১৩০৮ অব্দে ডাক্তার মিত্র মহাশয় শ্রীনগর মিউজিয়মের অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়করূপে কাশ্মীরের শাল ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর শিল্পজাত দ্রব্যের অবনতি ও তন্নিবন্ধন জনসাধারণের দারিদ্র্য সম্বন্ধে একটি অতি মূল্যবান পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

১৯০৯ অব্দে বর্ত্তমান মহারাজার ভ্রাতা রাজা অমরনাথের পরলোকগমনে একজন মন্ত্রীর পদ শূন্য হওয়ায় কাশ্মীরপতি ডাক্তার মিত্র মহাশয়কে ঐ পদে স্থাপন করেন। এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া উভয় মহারাজা ও ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। অল্প দিন হইল তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় হিতৈষী বন্ধু এবং বহুদর্শী ও বিচক্ষণ অমাত্যের মৃত্যুতে কাশ্মীর রাজ্যের যে ক্ষতি হইল, শীঘ্র তাহার পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের ক্ষতির কথা বলাই বাহুল্য।

কাশ্মীরের পূর্ব্বদিক গড়বাল এবং কুমায়ূতে অর্থাৎ উত্তরাখণ্ডে বাঙ্গালী উপনিবেশ ও প্রবাস সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ইহারও পূর্ব্বে নেপাল রাজ্য। নেপালের পূর্ব্বদিকে সিকিম ও তৎপরে ভুটান রাজ্য অবস্থিত। এই দুই রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তসীমায় বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুরের গ্রীষ্মবাস দার্জ্জিলিঙ্ পাহাড় বিরাজিত। এই পাহাড় ইংরেজাধিকৃত হইবার প্রারম্ভ হইতেই এখানে বাঙ্গালী উপনিবেশের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইলেও কেহ এখানে স্থায়ী বাস স্থাপন করেন নাই। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সামরিক ইঞ্জিনীয়ার রায় সাহেব অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় কিছুদিন সিকিম প্রবাসে ছিলেন। তিনি ১৮৮৮ অব্দে সিকিম অভিযানের সঙ্গে গিয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি চীন প্রবাসী।

ভুটান বা ভোটরজ্য সিকিমের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ভুটানের সহিত বাঙ্গালীর সংশ্রব বহুদিন হইতে হইয়াছে। কুচবিহারের সহিত ভুটানের সন্ধি ও বিগ্রহ মধ্যে মধ্যে হইত। ইতিহাসে তাহার নিদর্শন আছে।

১৬৮০ অব্দে কোচবিহারপতি মোদনারায়ণ পরলোকগত হইলে তাঁহার

ছত্রনাজীর মহীপনারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ ভুটিয়াদিগের সাহায্যে কোচরাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইলে দুই বৎসর পরে তাঁহার অপর পুত্রগণ পুনরায় ভুটিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী আক্রমণ করেন। এইরূপ অন্তর্বিপ্লবের মধ্যে ভুটিয়া কর্তৃক কোচবিহারের নানাস্থান অধিকৃত হয়। এবং এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অনেক হত হয়। এই সূত্রে যেস্থানে মুসলমান অধিক নিহত হইয়াছিল সে স্থান "তুর্ককাটী" এবং যথায় অসংখ্য কোচমুণ্ড পতিত হইয়াছিল সে স্থান "মুণ্ডমালা" নামে প্রসিদ্ধ হয়। ১৭৬৩ অব্দে মৃত রাজা দীননারায়ণের ৪ বৎসরের পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইলে রাজগুরু রামানন্দ গোস্বামীর কোন লোক হঠাৎ বালক রাজার প্রাণসংহার করে। ভুটানের রাজা উহা রাজগুরুর পরামর্শে হইয়াছে মনে করিয়া গোস্বামীকে ভুটানে লইয়া গিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। কিছুকাল পরে ভুটিয়াগণ কোচবিহারের কোন কোন অংশ জয় করে, এবং দেবরাজ ভুটান হইতে পেনস্তুমা নামে জনৈক ভুটিয়াকে কোচ রাজধানীতে প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করেন। বিজাপুরের যুদ্ধে দেবরাজ কোচরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সে যুদ্ধে কোচরাজের সাহায্যে ভুটানের জয় কিন্তু সেনাপতি রামনারায়ণের প্রাণবধ করায় কোচরাজ দেবরাজের বিষনয়নে পতিত হন। ভুটান অধিপতি কৌশলপূর্ব্বক রাজা ও পাত্রমিত্রগণকে রাজ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাদের বন্দী করেন। রাজার শিশুপুত্রকে কিন্তু পুরমহিলাগণ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরে ভুটান কোচরাজ্য অধিকার করিলে, ভোট-সেনাপতি জিম্পে ইহার রাজা হইয়া বসেন। ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে কোচরাজের সহিত ইংরেজের সন্ধি হয়। তাহাতে ইংরেজের সাহায্যে জিম্পে নিহত হন এবং ভোটরাজ বন্দী রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। ইহার পর হইতে বাণিজ্যসূত্রে উত্তর বঙ্গের সহিত ভুটানের আদান প্রদান চলিতে থাকে। ১৮১৫ অব্দে একবার ভুটানের সহিত ইংরেজাধিকৃত প্রদেশের সীমা সংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন ডেভিড স্কট সাহেব রঙ্গপুরের জজ ছিলেন, এবং বাবু কৃষ্ণকান্ত বসু তাঁহার সেরেস্তাদার ছিলেন। গবর্ণমেণ্টে এই বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য কৃষ্ণকান্ত বাবুকে দূতস্বরূপ পাঠাইবার জন্য স্কট সাহেবকে আদেশ করেন। তদনুসারে বাবু কৃষ্ণকান্ত বসু ভুটানে গিয়া তথা হইতে ভোটরাজ্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিখিতে থাকেন। স্কট সাহেব

সেই সকল উপকরণসংগ্রহ করিয়া ভুটান রাজ্যের ইতিহাস নামে প্রকাশ করেন। *

বিষ্ণুমতী নদীর পূর্ব্ব উপকূলে নেপালের রাজধানী কাট্‌মুণ্ড † (Katmandu) অবস্থিত। ইহার উত্তরে তিব্বত, পূর্ব্বে সিকিম এবং দার্জ্জিলিং, দক্ষিণে পিলিভীত, খেরী, গোঁড়া, বস্তি ও গোরক্ষপুর এবং পশ্চিমে আলমোড়া ও নয়নীতাল। নেপাল রাজ্যের পরিসর ৫৪,৫০০ বর্গ মাইল। ইহার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমের বিস্তার ৪৫০ মাইল এবং উত্তর হইতে দক্ষিণের বিস্তার ১৬০ মাইল। নেপাল সাগর পৃষ্ঠ হইতে ৪৭০০ ফুট উচ্চ। কাটমুণ্ডু কলিকাতা হইতে ৪৫০ মাইল এবং উত্তর হইতে দক্ষিণের বিস্তার ১৩৭ মাইল। নেপালের লোকসংখ্যা বিশলক্ষ। এখানকার কথিত ভাষা পার্ব্বত্য, নেয়ারী, লামা, গুরুং, মগর, কিরান্তি এবং হিন্দুস্থানী।

আধুনিক নেপাল প্রবাসী প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে নেপাল গবর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কাপ্তেন রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার সর্ব্বপ্রথম। তিনি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা শ্রমশীলতা ও কর্ম্মদক্ষতাগুণে আশানুরূপ উন্নতি এবং বিদেশে বিভিন্ন রাজদরবারে বিশেষ আদর ও সম্মান লাভ করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বাবু নেপালের রয়াল ইঞ্জিনীয়র (Royal Engineer) পদে বহুবর্ষ দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করত নেপালেই বাস করিতেছেন। অভিভাবকের অর্থের অসচ্ছলতা নিবন্ধন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় যাঁহারা প্রার্থনীয় উন্নতির আশা বিসর্জ্জন দিয়া নিতান্তই জীবিকার্জ্জনের অনুরোধে কোন একটী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া নিরুৎসাহে জীবনের মূল্যবান্ দিনগুলি কাটাইতেছেন তাঁহারা এই সদা সচেষ্ট স্বাবলম্বী পুরুষের কর্ম্ম জীবনের কাহিনী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, যে প্রকৃত উদ্যমশীল ও উন্নতি প্রয়াসী হইলে, একজন সামান্য কর্ম্ম হইতেও অসামান্য উন্নতি লাভে সমর্থ হন।

১২৩৫ সালে হাবড়া দফরপুর নামক স্থানে রাজকৃষ্ণ বাবু জন্মগ্রহণ করেন।

---

* Asiatic Researches, Vol. XV.

† ইহার নেপালী উচ্চারণ "কাঠমাড়ো" সংস্কৃত কাষ্ঠমণ্ডপের অপভ্রংশ। মঢ়িয়া অর্থে কুটীর; পত্রগৃহ। এখানে গুরু গোরক্ষনাথ বাস করিতেন। তিনি রাজা পৃথি নারায়ণ সাকে এখানে একটী মন্দির করিয়া দিতে আদেশ করেন। রাজা একটী বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন; তাহা হইতে এই নাম।

স্বগ্রামেই তাঁহার বাল্যশিক্ষা হয় তৎপরে গ্রাম্যাস্কুলে সামান্য রকম বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিখিয়া তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। পিতা ৺ মাধবচন্দ্র কর্ম্মকারের কৃষিকর্ম্মে এবং লোহার কুলুপ হাত কোদাল প্রভৃতি বিক্রয়ের অর্থে সাংসারিক অসচ্ছলতাই দূর হয় নাই সুতরাং পুত্রের শিক্ষা ব্যয় নির্ব্বাহ করা যে অসম্ভব ছিল তাহা বলা বাহুল্য। স্কুলের শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া বালক রাজকৃষ্ণ পিতার আর্থিক কষ্ট দূর করিবার নানা উপায় চিন্তা করিতে করিতে ভগিনীপতি গুরুদাস কর্ম্মকারের সহিত "Garden Company"র কারখানায় ৭৲ টাকা বেতনে প্রথমে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু এখানে জাহাজ মেরামতের কার্য্য ভিন্ন আর কোন কর্ম্ম শিখিবার সুযোগ না থাকায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী বালক এক বৎসর পরে এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হাবড়ার "Ganges Company"তে কর্ম্ম করিতে থাকেন। এখানে তাঁহার কল কারখানা সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় শিক্ষার সুযোগ ঘটে। চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক রাজকৃষ্ণের কঠিন শ্রমশীলতা, উদ্যম, অধ্যবসায় ও অসাধারণ স্মৃতি শক্তি কারখানার ম্যানেজার ও ইঞ্জিনীয়ার ম্যাকলেডী (Mackledey) সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহেব তাঁহার কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া ক্রমে ৭৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করেন এবং স্বহস্তে তাঁহাকে বহু কার্য্য শিখাইয়া দেন। এবং অন্য কোন কারখানায় কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইলে অপরাপর কর্ম্মচারী অপেক্ষা উপযুক্ত বোধে তাঁহাকেই সেই সকল স্থানে পাঠাইতে থাকেন। শিবপুর আপ্‌কার কোম্পানীতে জাহাজ মেরামতের কার্য্য রেলওয়ে, ইঞ্জিন, বয়লার, জাহাজ, পুল (Bridge) প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও সংস্কারের জন্য তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় পাঠান হইত। এই সময় গবর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাম্প-কাগজ কলের উন্নতির জন্য তাঁহাকে নূতন নূতন অংশ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল (তখন ষ্ট্যাপ কাগজের তিনটী মাত্র কল ছিল এবং কলগুলি Handpowerএ চলিত)।

ইহার পর তিনি কিছুদিন "Government Surveying and Mathematical Instrument Workshop"এ কর্ম্ম করেন; এখানে তাঁহাকে অণুবীক্ষণযন্ত্র, জরীপ সংক্রান্ত যন্ত্রাদি এবং বিশেষ করিয়া জমির কোণ মাপিবার যন্ত্র (theodolite) নির্ম্মাণ করিতে হইত। এইরূপে নানা কার্য্যের সংস্পর্শে আসায় অল্পবয়সেই যন্ত্রশিল্পে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়া-

ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার

(পৃষ্ঠা ৫৩৯)

ছিলেন। তিনি সহযোগী কারিগরদিগের সহিত বেশ সদ্ভাবে কাটাইতেন এবং কঠিন কঠিন কর্ম্ম সকল আনন্দ ও উৎসাহের সহিত শিক্ষা করিতেন। কিন্তু এখানে কর্ম্ম করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ বাবু শুনিতে পান যে Ganges Co. শীঘ্রই ফেল হইবে। ফলে হইলও তাহাই, কিন্তু তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হয় নাই; অধ্যক্ষ ম্যাকলেডে সাহেব এখান হইতে অবসর লইয়া হাবড়ার তেল কল ঘাটের নিকট "Vulcan Foundry" নামে একটী বড় রকমের ফারম খুলিলেন, তাহাতে অন্যান্য কারিগরের সহিত রাজকৃষ্ণ বাবুও আসিলেন। জাহাজ রেল-কোম্পানি, গবর্ণমেণ্ট এবং অপরাপর স্থানের অনেক কাজ এই কারখানায় হইতে লাগিল। পাঁচ ছয় বৎসর কারখানা চালাইবার পর ম্যাকলেডে সাহেব অন্য একজন ইংরেজকে স্বীয় স্থানে নিযুক্ত করিয়া বিলাত গমন করেন। বিলাত গমনকালে ম্যাকলেডে সাহেব তাঁহাকে একখানি উচ্চ প্রশংসাপত্র ও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা দিয়া এইস্থানেই কর্ম্ম করিতে বলিলে, রাজকৃষ্ণ বাবু আপন মনোভাব ব্যক্ত করায় সাহেব সন্তোষের সহিত E. I. R. Locomotive বিভাগের সুপারিণ্টেডেণ্ট ও Engineering বিভাগের সুপারিণ্টেডেণ্টের নামে দুইখানি অনুরোধ পত্র লিখিয়া দেন। ইহাতে তিনি E. I. R. Loco-Engineering বিভাগে ৪০৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এখানে প্রায় দুই সহস্র কারিগরের মধ্যে আড়াই শত য়ুরোপীয় কারিগর ছিল এবং লোকো-ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ একত্রেই ছিল। ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ পৃথক হইলে তথা হইতে যে টেণ্ডার দিবার নিয়ম প্রথম প্রচলিত হয়, তাহাতে বাঙ্গালী বা ইংরেজ উভয়েরেই টেণ্ডার দিবার অধিকার থাকায় এবিষয়ে খুবই প্রতিযোগীতা ছিল। এই টেণ্ডার লওয়া লাভজনক বিবেচনায় য়ুরোপীয়েরা তজ্জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন, কিন্তু একমাত্র রাজকৃষ্ণ বাবু ভিন্ন আর কোন দেশীয় ইহাতে আকৃষ্ট হন নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই ইহার প্রথম টেণ্ডার দাতা।

রাজকৃষ্ণ বাবু নিজের তরফ হইতে ১৫জন কারিগর নিযুক্ত করিয়া একখানি মাত্র ইঞ্জিন ফিট করিয়া চালাইয়া দেখিলেন একখানি ইঞ্জিন ফিট করিতে প্রায় ১২শত টাকা লাগে সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া তিনি পনের শত টাকা টেণ্ডার দেন। ইতিপূর্ব্বে য়ুরোপীয় কারিগরেরা দুই হাজার টাকা টেণ্ডার দিয়াছিলেন, সুতরাং রাজকৃষ্ণ বাবুর টেণ্ডারই মঞ্জুর হয়। ইহা দ্বারা তিনি

সংসারিক অসচ্ছলতা দূর করিবার পক্ষে বৃদ্ধ পিতাকে সহায়তা করিবেন এই আশায় প্রথমে উল্লসিত মনে উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সূত্রে টেণ্ডার গ্রহণে অকৃতকার্য্য সহযোগীদিগের শত্রুতায় তাঁহাকে কর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল গৃহে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। অতঃপর, তিনি স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার মানসে শালিখায় ময়দার কল নির্ম্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, কিন্তু অর্থাভাবই ইহার একমাত্র অন্তরায় বুঝিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াও ঐ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার ঋণদাতা প্রথমে তাঁহার ময়দার কলের অংশীদার হইয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে যে সামান্য লাভ হইত তাহা বিভাগ করিলে কাহারও বিশেষ সাহায্য হইবে না বুঝিয়া—এবং "আমার টাকা এখন চাহি না, ভবিষ্যতে তোমার অবস্থার উন্নতি হইলে যখন ইচ্ছা শোধ করিও" এই বলিয়া তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুকেই একমাত্র সত্বাধিকারী করত নিজে কলের সংশ্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু এই সদয় বন্ধুর সাহায্য পাইয়াও রাজকৃষ্ণবাবু আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিলেন না। প্রসিদ্ধ আশ্বিনে ঝড়ের সময় এই কল নির্ম্মিত হইয়াছিল, প্রকৃতই বহু ঝড় ঝঞ্ঝা বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে যে কল স্থাপন করিয়াছিলেন প্রয়োজনানুরূপ অর্থাভাবে তাহা বেশী দিন স্থায়ী হইল না, অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে তিনি উহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতৃবিয়োগ, ভ্রাতার সহিত মনন্তর এবং সেই সূত্রে মাতৃভূমি দফরপুর পরিত্যাগ করিয়া বেলুড়ে বাসস্থাপন প্রভৃতিতে কিছুকাল তাঁহাকে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। ময়দার কল বিক্রয় করিয়া রাজকৃষ্ণবাবু কয়েক মাস ঘুসুড়ির পুরাতন সূতার কলে কার্য্য করিয়া কলিকাতা টাঁকশালে (Govt. mint) ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম্ম আরম্ভ করেন। এখানে তাঁহাকে একটী সম্পূর্ণ নূতন বিভাগের সমুদয় মেসিন প্রস্তুত করিতে ও চালাইতে হইয়াছিল। এই সময় সিমলা পাহাড়ের নিকটস্থ কশৌলী নামক স্থানে সৈন্যদের রসদ যোগাইবার জন্য ময়দা ও পাঁউরুটীর কল বসাইবার প্রয়োজন হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের রসদ বিভাগ (Govt. Commissariat) হইতে মিণ্টের ইঞ্জিনীয়র ডাইক সাহেবের নিকট একজন সুদক্ষ কারিগর পাঠাইবার জন্য পত্র আসে; তিনি সকল কারিগরকে ডাকিয়া কশৌলী যাইবার প্রস্তাব করেন। রাজকৃষ্ণবাবু ব্যতীত আর কোন কারিগর ঐ সুদূর বিদেশে যাইতে রাজী না হওয়ায় তিনি কশৌলী যাত্রা করেন।

তখন সিমলা পর্য্যন্ত রেলপথ ছিল না সুতরাং দিল্লী হইতে Bullock Cartএ কশৌলী পৌছিতে ৮।১০ দিন লাগিয়াছিল। এখানে তিনি কমিসেরিয়েটের গোমস্তা কানাইবাবুর বাসায় অবস্থান করেন। সাহেব রাজকৃষ্ণকে দেখিয়া খুব খুসী হন এবং তাঁহার ৫০৲ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করেন। এখানে আসিয়া তিনি প্রায় দুই মাসের মধ্যে তিনটী ময়দার কল ও তিনটী পাঁউরুটীর কল স্থাপন করিয়া এবং ছয় ঘোড়ার-জোর ইঞ্জিন্ বয়লার বসাইয়া কলে ময়দা প্রস্তুত ও রুটী তৈয়ার করিতে থাকেন। কমিসেরিয়েটের বড় সাহেব মেজর টেলার সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। কশৌলীর এই কল নির্ম্মাণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার বৎসরাবধি পরে, নাহাল রাজ্য অম্বালা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে কয়েক বৎসর পলতার প্রথম জলের কল Water works, ঘুসুড়ির Jute mill, বালির Paper mill, প্রভৃতি বহুস্থানে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিবার পর তাঁহার বন্দুক কামান প্রভৃতির কার্য্য শিখিবার অভিলাষ জন্মে, এবং তিনি কাশিপুরের Govt. Gun Foundryতে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এখানে কিছুকাল কর্ম্ম করিয়া দমদমার Govt. Cartridgee and Bullet Factory"তে যান। তিনি এখানকার হেড মিস্ত্রী হন এবং এখানে তাঁহাকে প্রায় ১০০ শত কল বসাইতে হয়। এইথানে তিনি গোলাগুলি নিম্মাণ করিতে শিক্ষা করেন। এই Bullet Factoryতে কর্ম্ম করিবার কালে পীড়াগ্রস্ত হওয়ায় তিনি প্রথমে কিছুদিনের ছুটী লয়েন এবং পরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া মাসাধিক কাল গৃহে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকেন। এই সময় নেপালে একজন কলকারখানা সম্বন্ধে সুদক্ষ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন জানিয়া এবং তথায় তাঁহার অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা বুঝিয়া নেপালের কলিকাতাস্থ তাৎকালীন রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ ১৫০৲ টাকা বেতনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই ১২৭৬ সালের ফাল্গুন মাসে রাণা বাহাদুর যখন নেপালে প্রত্যাগত হন তখন রাজকৃষ্ণবাবু অপর পাঁচজন কারিগরের সহিত তাঁহার অনুগমন করেন তাঁহাদের নাম শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কর্ম্মকার, দিগম্বরচন্দ্র লস্কর, গিরীশচন্দ্র কাঁসারী, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এবং যদুনাথ নন্দী।

তৎকালে নেপালের পাঁচ সরকার * অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ ছিলেন,

* পাঁচ সরকার অর্থাৎ যাঁহার মুকুটে পাঁচটী হীরক নক্ষত্র খচিত আছে।

সুরেন্দ্র বিক্রম সা এবং তিন সরকার * বা মহারাজ অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, চন্দ্র সমসের জঙ্গ। এই সময়, বীর সমসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর নেপালের জঙ্গী লাট (Senior Commanding General) এবং রণউদ্দীপ সিং বাহাদুর সেনাপতি ছিলেন।

মহারাজার চতুর্থ পুত্র বাবর জঙ্গ, তৎকালে তোপখানার অধ্যক্ষ ছিলেন; তাঁহারই অধীনে এই কয়জন বাঙ্গালী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা প্রথমে টঙ্কশালায় (Mint) কর্ম্ম আরম্ভ করেন, পূর্ব্বে এখানে মুদ্রাসকল ডাইসে ফেলিয়া হাতে পিটিয়া নির্ম্মিত হইত ছয় সাতজন কর্ম্মচারী এজন্য নিযুক্ত ছিল, রাজকৃষ্ণ বাবু এখানে প্রথম মেসিন প্রেস প্রভৃতি যন্ত্রযোগে মুদ্রা নির্ম্মাণের সূত্রপাত করেন। পরে এখান হইতে তাঁহাকে কামান বন্দুক নির্ম্মাণের কারখানায় বদলি করা হয়। এই কারখানায় ইতিপূর্ব্বে প্রাচীন প্রথামত কামান বন্দুক ও গোলাগুলি এবং এন্‌ফিল্ড রাইফল ও বেওনেট্ প্রস্তুত হইত। রাজকৃষ্ণ বাবু আসিবার পর এখানে উন্নত প্রণালীর উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি আনাইয়া আধুনিক কালোপযোগী কামান বন্দুকাদি নির্ম্মিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার নিকট নেপালি কারিগরেরা কাজ শিখিতে লাগিল। এই কারখানার সমস্ত কল চালাইবার জন্য যে পরিমাণ বলের আবশ্যক তাহা তিনি একটী ঝরণার জল খাল কাটিয়া আনিয়া, তাহাতে পানিচক্র (Water Wheel) বসাইয়া নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুই বৎসর এইরূপ কর্ম্ম করিবার পর মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাবুকে এখানে স্থায়ী করিবার জন্য তাঁহার পরিবারবর্গকে আনিবার আদেশ করেন এবং এজন্য দুই মাসের ছুটি, পাথেয় নিমিত্ত দুইশত টাকা ও দুই মাসের অগ্রিম বেতন দেন। মহারাজার আদেশানুসারে সঙ্গিগণের সহিত রাজকৃষ্ণ বাবু দেশে ফিরিয়া আসেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিজনগণকে লইয়া দ্বিতীয়বার নেপাল গমন করেন। এবার অপর পাঁচজন কারিকরকে লইয়া যাইবার আবশ্যক হয় নাই। নেপাল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন সিপাহী, নিরাপদে পৌঁছিয়া দিবার জন্য পাটনা হইতে তাঁহাদের সঙ্গে ছিল।

রাজকৃষ্ণ বাবু পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া খুব উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করিতে

---

* তিন সরকার-অর্থাৎ যাঁহার মুকুটে তিনটী হীরক নক্ষত্র খচিত আছে। ইনিই নেপালের প্রকৃত রাজা কারণ ইঁহার আদেশে যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদিত হয়।

লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কারখানার শ্রী বৃদ্ধি হওয়ায় এবং এখানকার বসবাসীর মত তাঁহাকে পরিবার পরিজনের সহিত স্থায়ীভাবে থাকিতে দেখিয়া মহারাজা তাঁহার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানদের প্রতিও মহারাজার স্নেহদৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁহাকে বাসবাটী ভিন্ন বাৎসরিক একশত টাকা আয়ের একখণ্ড জমি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মঙ্গলের জন্য মহারাজার বিশেষ চেষ্টা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১২৮৩ সালের ফাল্গুন মাসে মৃগয়ায় গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। মহারাজার এই আকস্মিক মৃত্যুতে রাজকৃষ্ণ বাবু অত্যন্ত শোকানুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর রণউদ্দীপ সিং, মহারাজার এবং বীর সমসের জঙ্গ প্রধান সেনাপতির (Commander-in-Chief) পদ প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়বার নেপালে আসিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু দরবার স্কুলের প্রিন্সিপাল বাবু কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং রাজ চিকিৎসক বাবু শশিভূষণ বন্দোপাধ্যায়কে দেখিয়াছিলেন।

মহারাজার মৃত্যুর পর রাজকৃষ্ণ বাবুর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতঃ কতিপয় ব্যক্তি বিবিধ প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোনরূপে চারি বৎসর তিনি ঐ স্থানে কর্ম্ম করিয়া মহারাজা রণউদ্দীপ সিংহের নিকট পুরস্কৃত হইয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগত হন। দেশে আসিয়া তিনি ঢালাইয়ের কারখানা খুলিয়াছিলেন এবং তাহাতে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা থাকায় আর পরের চাকরি না করিয়া এইরূপ স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকার্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুকাল পরে অংশীদারগণের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া এই কারখানার সংস্রব ত্যাগ করেন, পরে তিনি কিছুকাল বাবু উত্তমচরণ ঘোষের তৈল ও ময়দার কলে ৪০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করেন। এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ে তাঁহার বিশেষ ক্ষোভ ছিলনা, ঈশ্বর যখন যে ভাবে যে কর্ম্মের মধ্যে তাঁহাকে ফেলিয়াছেন তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাতেই উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই কলেও তিনি অন্যান্য কর্ম্মচারীর মত নিয়মিত কর্ম্মটুকু মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই, ইহার উন্নতি কল্পে কলের সত্বাধিকারীকে সম্মত করিয়া আরও ৬০টী নূতন কল বসান এবং ইহার সমধিক উন্নতি জন্য সর্ব্বদাই সৎপরামর্শ দান ও বিবিধ চেষ্টা করেন। ইহাতে কলের সত্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন।

যখন নেপালের কর্ম্মের আশা একরূপ পরিত্যাগ করিয়াই সামান্য বেতনে

এই ময়দার কলে কর্ম্ম করিতেছেন সেই সময় এক নূতন সংবাদ রাজকৃষ্ণ বাবুর কর্ণগোচর হইল; একদিন তিনি তাঁহার এক বন্ধুর নিকট শুনিলেন এখান হইতে ১২ জন সুদক্ষ কারিগর কাবুলের আমিরের নিকট পাঠান হইবে। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র আবার রাজকৃষ্ণবাবুর নূতন স্থানে কর্ম্ম করিবার ও প্রবাসে বাস করিবার বাসনা জাগিল এবং নবীন উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ হইল। কালবিলম্ব না করিয়া বন্ধুর নিকট হইতে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি আমীরের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার পুরাতন কয়েকখানি নিদর্শন পত্র দেখিয়া তাঁহাকে একজন কলকারখানা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া প্রতিনিধি মহাশয়ের বুঝিতে বিলম্ব হইল না; তিনি তাঁহাকে কাবুলে যাইবার জন্য এক মাসের অগ্রিম বেতন ১৫০৲ টাকা দিয়া যাত্রার দিন স্থির করিতে আদেশ করিলেন।

ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিনে আমীর সাহেবের প্রতিনিধি মহম্মদ ইস্মাইল খাঁর তত্ত্বাবধানে আরও বার জন কারিগরের সহিত রাজকৃষ্ণ বাবু কাবুল যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সাতদিনে পেশোয়ার পৌছেন কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কাবুল গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত লোকজন ও তাঁবু অশ্বাদি না আসায় তাঁহারা তথায় দুই মাস কাল অপেক্ষা করিতে বাধ্য হন। পরে আড়াইমাসে সকলে কাবুলে পৌছেন; পথে একস্থানে ডাকাতের হাতে পড়িতে হইয়াছিল কিন্তু কাবুল গবর্ণমেণ্টের ১২ জন সৈনিক সঙ্গে থাকায় ডাকাতেরা কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

কাবুলে তাঁহাদের বাসের নিমিত্ত দরবার হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী সুসজ্জিত দ্বিতল গৃহে এবং শরীর রক্ষার জন্য ১২জন সশস্ত্র পাঠান সৈন্য, একজন হাওলদার ও একজন জমাদার এই ১৪ জন লোক আমীর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বাসায় ৩ দিন অবস্থিতির পর ৪র্থ দিবসে আমীর আবদর্ রহমান তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠান এবং ঐ সঙ্গে তাঁহাদের প্রত্যেকেরজন্য এক একটী ঘোড়া দান করেন। বহুভাষাভিজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল সোভান আলি মহোদয়ের সঙ্গে তাঁহারা স্ব স্ব শরীর রক্ষকের সহিত আমীর-সাক্ষাতে যান। এই সকল শরীর রক্ষকের প্রতি আমীরের হুকুম ছিল যে যদি কাবুলে থাকিতে কখনও এই বাঙ্গালীদিগের শারীরিক কোন অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের গর্দ্দান লওয়া হইবে।

দরবারে আবদুল সোভান্ তাঁহাদের পরিচয় করিয়া দিলে আমীর তাঁহাদিগকে দেখিয়া এবং রাজকৃষ্ণ বাবু নেপাল দরবারে কর্ম্ম করিয়াছেন শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় বলেন—"তোমরা যে ঈশ্বর কৃপায় সকলে নিরাপদে আসিয়া পৌছিয়াছ তাহাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আমার দেশে কল কারখানা মোটেই নাই, আমার ইচ্ছা আছে এইবার হইতে দস্তুরমত কল কারখানা প্রস্তুত করাইব, তোমরা আসিয়াছ মনোযোগ দিয়া কাজ কর্ম্ম কর। আমি তোমাদের ভাল করিব। উপস্থিত তোমাকে এবং প্রিয়নাথকে অদ্য হইতে মাসে ৫০৲ টাকা ও বাকী কয়জনকে ১০৲ হিসাবে মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া দিলাম।" সুতরাং কাবুলে পৌছিয়া প্রিয়নাথ বাবু ও রাজকৃষ্ণ বাবুর ২০০৲ শত করিয়া ও অবশিষ্ট ১২ জনের ৭০৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত হইল। সকলে প্রায় একঘণ্টাকাল আমীরের নিকট অবস্থিতি করিবার পর বাসায় প্রত্যাগত হন।

আমীর তাঁহাদিগকে চাকরের মত জ্ঞান না করিয়া অতিথিস্বরূপ গ্রহণ করায় তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রথম তিনদিন প্রচুর আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হইয়াছিল, এই উপলক্ষে তাঁহাদিগের সহিত কাবুলের বহু ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া প্রমোদ মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং আমীরের বেতনভুক্ কাবুলের চারিজন শ্রেষ্ঠ গায়িকা (কাঞ্চনী) ক্রমান্বয়ে তিন দিবস নৃত্য গীত দ্বারা তাঁহাদিগের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল।

তাঁহাদিগের সহিত ভাবী কারখানার অধ্যক্ষ জান্ মহম্মদ খাঁও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সোভান আলি খাঁ তাঁহার সহিত বাঙ্গালী কয়েকজনের পরিচয় করিয়া দেন।

তিন দিবস পরে আমীরের আদেশে কারখানার কার্য্য আরম্ভ হয়। তাঁহাদের বাসা হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে ববুরবাগ নামক স্থানে কারখানাবাড়ী এবং সঙ্গে সঙ্গেই কল বসান আরম্ভ হয়। কলগুলি ইতিপূর্ব্বে ওয়ালটার লক কোম্পানীর (Walter Lock & Co.) মার্ফৎ কাবুলে আনান ছিল। এই সকল কল বসাইতে রাজকৃষ্ণ বাবুর ছয় মাস লাগিয়াছিল। তিনটী কারখানার মধ্যে ১নং কারখানা হাজার ফুট, ২নং পাঁচশো ফুট ও ৩নং কারখানা দুইশত ফুট জমিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনটী কারখানায় সর্ব্বসমেত ২৫০ জন করিগর নিযুক্ত করা

হইয়াছিল। স্থানীয় কারিগরেরা হাতের মাত্র কাজ জানিত, এবং যন্ত্র ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। পূর্ব্বে তাহারা হাতেই বন্দুক ও কামান প্রভৃতি তৈয়ার করিত। আমীর প্রতি সপ্তাহে একবার কারখানা দেখিতে আসিতেন। রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহার গমনাগমনের জন্য দরবার হইতে কারখানা পর্য্যন্ত রেল লাইন পাতিয়া দেন। এজন্য হিন্দুস্থান হইতে একটী পাঁচ ঘোড়া জোরের এঞ্জিন্ (Locomotive engine) আনা হইয়াছিল কিন্তু এঞ্জিনের উত্তাপে আমীরের কষ্ট হওয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর মত একখানি গাড়ী তৈয়ার করা হয়। এ সমুদয় কার্য্য রাজকৃষ্ণবাবু ও তাঁহার সঙ্গিগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল।

ছয়মাস পরে কারখানা প্রস্তুত হইয়া যে দিন সর্ব্বপ্রথম কল চালান হয় সেদিন আমীর সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কল সমূহ সুচারুরূপে চলিতে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ঐ সঙ্গে তাঁহার পুরোহিত মুল্লা সাহেব আসিয়া এই কারখানার প্রত্যেক যন্ত্রটীকে আফগান শাস্ত্রমতে পূজা করেন। ইহার পর আমীরের আদেশে সকলের জলযোগের নিমিত্ত মিষ্টান্ন ও মেওয়া বিতরিত হয় এবং ১৩জন বাঙ্গালীকে আমীর উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য লুঙ্গীর পাগড়ী উপহার দিয়া বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়া প্রস্থান করেন।

এগ্রিমেণ্ট অনুসারে আড়াই বৎসর পূর্ণ হইলে, রাজকৃষ্ণবাবু সঙ্গিগণের সহিত আমীরের নিকট বিদায় প্রার্থনা করেন। আমীর তাঁহাদের কার্য্যের জন্য যারপর নাই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া ও পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দেন। রাজকৃষ্ণ বাবুকে তিনি একখানি নিদর্শনপত্রসহ একটী উৎকৃষ্ট অটোমেটিক ঘড়ি, কাবুলের একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গালিচা, নগদ দুইশত টাকা এবং একটী উত্তম অশ্ব পুরস্কারস্বরূপ দেন এবং বলেন "তোমরা পুনরায় আসিও, এবার তোমার ৫০০৲ টাকা বেতন করিয়া দিব।"

আমীরের সদাশয়তায় তাঁহাদের কাবুল প্রবাস যথেষ্ট সুখপ্রদ হইয়াছিল, তাঁহারা যখন কারখানায় কর্ম্ম করিতেন প্রতি সপ্তাহে আমীর ভবন হইতে তাঁহাদের জন্য রাজভোগের উপযোগী মেওয়া প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী আসিত এবং আমীর প্রত্যহ তাঁহাদের সকলের কুশল সংবাদ লইতেন। কাবুলে থাকিতে একবার রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রাণসংশয়কর বিপদ ঘটিয়াছিল, তিনি একদিন সন্ধ্যার

প্রাক্কালে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন সেই সময়ে আর একজন অশ্বারোহী তীরবেগে আসিয়া তাঁহার অশ্বকে এমন ভাবে কষাঘাত করিয়া নিমিষে অন্তর্হিত হয় যে তাঁহার অশ্ব উন্মত্তের ন্যায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ভয়ানক বেগে ছুটীতে থাকে ; বহুক্ষণাবধি কোন প্রকারে গতির বেগ হ্রাস করিতে না পারিয়া অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু বহুদিবসাবধি তাঁহাকে রাজচিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। এ অবস্থায়ও আমীরের সদয় ব্যবহার তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

আসিবার সময় যেমন বন্দোবস্ত ছিল দেশে প্রত্যাগমনের সময়ও তাঁহাদের সেইরূপ ব্যবস্থা হইল, পথের সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতেই প্রদত্ত হইল। দুঃখের বিষয় এক বৎসর পরে এখানে নিউমোনিয়া রোগে একজন কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইয়াছিল, বারজনের সহিত আসিয়াছিলেন এক্ষণে রাজকৃষ্ণবাবুকে ১১ জন সঙ্গীর সহিত দেশে ফিরিতে হয়।

দেশে আসিবার অল্পদিন পরেই নেপাল দরবার হইতে মহারাজা বীর সমসের জঙ্গের আদেশক্রমে তাঁহার নামে এক পত্র আসে। ঐ পত্রে নেপালের কর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করিতে অনুরোধ ছিল। কাবুল যাইবার পূর্ব্বে ঐরূপ পত্র আসিলে তিনি তৎপূর্ব্বে কাবুলের আড়াই বৎসরের এগ্রিমেণ্টে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া তখন তাহা অতি বিনীতভাবে নেপালের মহারাজকে জানাইয়াছিলেন। চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এক্ষণে পুনরায় তাঁহার নিয়োগপত্র আসিলে, তিনি ২০০৲ শত বেতনে নেপালে গমন করিলেন। তাঁহার কাবুল যাত্রার সঙ্গী যদুনাথ নন্দী এবং অধরচন্দ্র কর্ম্মকারকেও সঙ্গে লইলেন।

১২৯১ সালে রাজকৃষ্ণবাবু এই দ্বিতীয়বার নেপালের কর্ম্মগ্রহণ করিয়া নূতন নূতন কল আনাইয়া একটী কামান বন্দুকের কারখানা * ও একটী কাঠের কারখানা

* পূর্ব্বে কামান বন্দুকের কারখানা বাঙ্গালীদেরও ছিল। বাঙ্গালী তত্ত্বাবধায়ক হরবল্লভ দাসের অধীন, বাঙ্গালী কর্ম্মকার জনার্দ্দন কর্তৃক নির্ম্মিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুবৃহৎ কামান "জাহান-কোষা" তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। অবশ্য রাজকৃষ্ণবাবুর শিক্ষা ও প্রতিভা স্বতন্ত্র। কল কারখানা সম্বন্ধীয় কার্য্য এমন নাই যাহা তিনি হাতে কলমে করিয়া শিখেন নাই এবং এদেশে এমন যন্ত্রশিল্প বিভাগ নাই যথায় কর্ম্ম করিয়া তিনি সন্তোষ দান করেন নাই।

স্থাপিত করান। তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত অস্ত্রাদি দেখিয়া মহারাজ এতদূর সন্তুষ্ট হন যে ১২৯৩ সালে তাঁহাকে (Captain) পদে বরণ করেন এবং তদোপযোগী জঙ্গী পোষাকের সহিত সম্মুখভাগে ডিম্বাকৃতি সোনার মোটাপাতে দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত, উপর নিম্নে চাঁদ অর্থাৎ বহুমূল্য চুনি পান্না ও চতুর্দ্দিকে ৩০ হাত লম্বা সোনার তার জড়িত সুদৃশ্য পাগড়ী উপহার প্রদান করেন। নেপালে যতগুলি বৈদেশিক কর্ম্মচারী ছিলেন তন্মধ্যে প্রথমে রাজকৃষ্ণ বাবুকেই নেপাল গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত রীতি অনুসারে পদস্থ করা হয়।

দুই বৎসর কর্ম্মের পর আবার তিনি দুই মাসের ছুটী পান এবং ছুটী হইতে ফিরিয়া নেপালে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রতিষ্ঠা করেন। নেপালে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইয়াছেন। এ সময়ে কোন Electrical Engineer ছিল না। যে ডাইনামো রাজকৃষ্ণ বাবু প্রথমেই বসাইয়াছিলেন তাহা এক্ষণে মহারাজাধিরাজের প্রাসাদের অন্তঃপুরে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। এই কার্য্যে মহা-রাজাধিরাজ, মহারাজা এবং প্রধান সেনাপতি প্রমুখ রাজপুরুষগণকে পরম সন্তোষ দান করিয়া উন্নত প্রণালীর কামান ও কামানের গাড়ী প্রস্তুত করিয়া তিনি ৫০০৲ শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এবার তিনি মেসীন্ গন্ নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হন। নেপালের যাবতীয় কল কারখানা রাজকৃষ্ণ বাবুর তত্ত্বাবধানে স্থাপিত ও উন্নত হয়। এক্ষণে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নেপালেই অবস্থিতি করিতেছেন। নেপালের বাঘমতী নদীর উপকূলে তাঁহার বাসস্থান।

রাজকৃষ্ণ বাবু আসিবার পর বৎসরই দরবার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল সর্দ্দার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় নেপাল-প্রবাসী হন। এ রাজ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার এবং দরবার স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ সংস্থা-পন বিষয়ে তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তক। নেপালের প্রধান সেনাপতি প্রমুখ আধুনিক রাজপরিবারের উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত নেপালীদিগের সকলেই তাঁহার ছাত্র। তাঁহার বাড়ী কলিকাতা তালতলা নিয়োগীপুকুর। তিনি ১৮৪৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিন্দুস্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭১ অব্দে বি, এ, এবং পর বৎসর বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় নেপালের প্রধান মন্ত্রী মহারাজা সার্ জঙ্গ বাহাদুর এবং তাঁহার ভ্রাতা

জেনারেল বীর সমসের জঙ্গ রাণা বাহাদুরের পুত্রগণের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া নেপালে আসেন। বর্ত্তমান মহারাজা চন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর বাল্যকাল হইতে তাঁহার শিক্ষাধীন ছিলেন। তদবধি তিনি নেপালরাজ্যের শিক্ষা ও শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় বিভাগে অসাধারণ দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়াছেন। অমায়িক ব্যবহারে এবং বিনয়ে তিনি কি স্বদেশী কি বিদেশী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শ ও শিক্ষার ফলে অধুনা অনেক শিক্ষিত নেপালী নব্য শিল্প বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য দেশ বিদেশে গমন করিতেছেন। তাঁহার উন্নত চরিত্রের আদর্শে নেপালীরা যেমন আত্মোন্নতি করিবার জন্য জাগ্রত হইয়াছেন তদ্রূপ তাঁহাদের বিদ্যাগুরুর স্বজাতি—বাঙ্গালীর প্রতিও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন। নেপালে যে উপাধি দুর্লভ, গুর্খাগণ যাহা অত্যুচ্চ সম্মানের নিদর্শন মনে করে এবং যে উপাধিতে নেপালী ভিন্ন অপর কোন জাতির অধিকার নাই, নেপাল গবর্ণমেণ্ট সেই শ্রেষ্ঠ সম্মান "সর্দ্দার" উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই জানা যাইবে নেপালীরা তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিতেন এবং নেপাল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কতদূর সম্মান করিতেন। ১৮৭৭ অব্দে দিল্লী দরবারে তিনি নেপালী রাজদূতের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শাসন সংক্রান্ত জটিল এবং গুরুতর বিষয়ে মন্ত্রিগণ তাঁহার সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতে উপকৃত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। নেপাল রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল এবং প্রায় সারাটি জীবন তিনি ইহাতেই পাত করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সর্দ্দার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় নেপালের পুনর্জন্মদাতা। তিনি নেপালে প্রায় ত্রিশ বৎসর বাস করিবার পর অবসর গ্রহণ করেন কিন্তু দেশে আসিয়া অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০৬ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। নব্য নেপালের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। তিনি অনেক বাঙ্গালীকে উচ্চ উচ্চ পদে কর্ম্ম দিয়া নেপাল প্রবাস করাইয়াছেন।

কেদারনাথ বাবুর পর বাবু অমৃতলাল বন্দোপাধ্যায় শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করিয়া নেপাল প্রবাসী হন। কেদার বাবুর মাতুল কাশীতে নেপালের মহারাজার সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন এবং সেই সূত্রে তিনি নেপালে আসিয়া শিক্ষকতা করিতে থাকেন।

স্বর্গীয় হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস, নেপালের মহারাজার ডাক্তার ছিলেন। মহারাজা চন্দ্র সম্‌শের জঙ্গ, ভীম সম্‌শের জঙ্গ, খড়গ সমশের জঙ্গ, বীর সম্‌শের জঙ্গ প্রভৃতি ১৭ ভাই তাঁহার ছাত্র। তাঁহার বয়স যখন ৩৪ বৎসর তখন তিনি এখানে শিক্ষকতা করিতে ছিলেন। সেই সময় নেপালে য়ুরোপীয় চিকিৎসাভিজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি বলেন পাঁচ হাজার টাকা ও উপযুক্ত সময় পাইলে তিনিও ডাক্তার হইয়া আসিতে পারেন। এই কথায় একজন রাজভ্রাতা তাঁহাকে ৫০০০৲ টাকা ও ছুটী দেন, হেম বাবু অবিলম্বে লাহোরে গিয়া ৫ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া এল, এম, এস, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নেপালে ফিরিয়া আসেন তিনিই নেপালের নানা স্থানে হাসপাতাল স্থাপন করেন এবং নেপালের বর্ত্তমান ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে লইয়া যান।

প্রায় দশ বৎসর হইল ডাক্তার হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নেপালের চীফ মেডিকেল অফিসর ছিলেন। তাঁহারা তিন পুরুষ হইতে কাশীতে বাস করিতেছেন। কাশী সোনারপুরায় তিনি বসতবাটী নিম্মাণ করিয়াছেন। তিনি অতিশয় বদান্য এবং উদার স্বভাব ছিলেন। তাঁহার গুপ্ত দানের কথা অনেক শুনা গিয়াছে। তিনি একবার যখন কাশীতে উপস্থিত ছিলেন সেই সময় শুনিতে পান তাঁহার জনৈক বন্ধু ১৮০০৲ টাকা ঋণে জড়িত হইয়াছেন। হেম বাবু বন্ধুর ঐ ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন। নেপালে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার সময়ে শতাধিক বাঙ্গালী পুরুষ এবং প্রায় ৫০জন বঙ্গ-মহিলা নেপাল প্রবাসে ছিলেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা "নেপালে বঙ্গমহিলা" রচয়িত্রী শ্রীমতী হেমলতা দেবী, এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক ৺চণ্ডিচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা "ছায়া" রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের ভগিনী ডাক্তার শ্রীমতী যামিনী সেন অন্যতমা। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুদিন হইতে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন, এবং বহুবর্ষ নেপালে রাজদরবারের চিকিৎসক ছিলেন। নেপাল মহিলা হাঁসপাতালের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। এখানে তাঁহার চিকিৎসার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। নেপালের প্রধান রাজমন্ত্রী মহারাজ সার চন্দ্র সম্‌সের জঙ্গ বাহাদুর প্রমুখ সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। নেপাল হইতে তিনি কঠিন পীড়াগ্রস্থ হইয়া দেশে আসিয়া আরোগ্য লাভ করেন কিন্তু চিকিৎসকেরা বলেন চিরজীবন তাঁহাকে

সর্দ্দার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

(পৃষ্ঠা ৫৫০)

রোগীর মত সাবধানে থাকিতে হইবে। কঠিন পরিশ্রম আর করা হইবে না। তাহা সত্বেও তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের গ্লাসগো বিশ্ববিত্থালয়ের একটী কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রয়াল ফ্যাকল্টি অফ্ ফিজিস্থানস্ ও সার্জ্জনসের ফেলো হন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন স্ত্রীলোক এই সম্মানের অধিকারিণী হন নাই। হেম বাবুর সঙ্গে মজিলপুর নিবাসী বাবু কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় দরবার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক হইয়া নেপালে আসেন।

নেপালে "পশুপতিনাথ" শিব দর্শনে ভারতের সকল প্রদেশ হইতে যাত্রীর আগমন হয়। শিবরাত্রির মেলার সময় বহু বাঙ্গালী সাধু সন্ন্যাসী গৃহস্থ এবং বহু স্ত্রীলোক প্রতিবৎসর এখানে আগমন করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা ৭।৮ দিনের অধিক এখানে থাকিতে পান না। প্রায় ৩৪।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে শশীভূষণ বাবু নামে একজন ডাক্তার (হস্পিটাল এসিষ্টাণ্ট) এখানে পশুপতিনাথ দর্শনে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কয়েক বৎসর নেপাল প্রবাসে থাকেন। ইঁহার পর হাবড়া খুরুট নিবাসী শ্রীযুক্ত অধরনাথ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস, বাবু অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত নেপালে আগমন করেন। তিনিই অধর বাবুকে বীর সম্‌সের জঙ্গের নিকট পরিচয় করাইয়া দেন। অধর বাবু নেপালের চীফ মেডিকেল অফিসর হইয়া বহুবর্ষ সুনামের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮ বৎসর কাল নেপাল প্রবাসের পর আজ তিন বৎসর হইল তিনি দেশে হাবড়া খুরুটস্থ স্বীয় বাসভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে ৬২ বৎসর। অবসর লইবার এক বৎসর পরে অধর বাবু নেপালের নূতন মহারাজাধিরাজের অভিষেক উৎসব কালে নিমন্ত্রিত হইয়া নেপালে আসিয়াছিলেন। হেম বাবু এখানে চিকিৎসা বিভাগের উন্নতি সাধনে যেটুকু অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন অধর বাবু তাহা পূর্ণ করেন। তাঁহার চেষ্টা উদ্যম ও পরামর্শে নেপালের স্থানে স্থানে অনেকগুলি হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়। নেপাল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কিছু জমীদারী দান করিয়াছেন। অধর বাবু বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া অসচ্ছল অবস্থার মধ্যে থাকিয়া শুদ্ধ চরিত্র ও স্বাবলম্বন বলে সুদূর নেপাল রাজ্যে এতদুর উন্নত, সম্মানিত এবং সম্পৎশালী হইতে সমর্থ হইয়াছেন। অধর বাবুর পর ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নেপালের চীফ মেডিকেল অফিসর হন।

বাবু ঐহিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহু দিন হইতে এখানে বীর লাইব্রেরীর সুপারি-

ষ্টেণ্ডেটের কার্য্য করিতেছেন। এখানে বীর হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হইয়া বাবু বিপিনবিহারী সরকার প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে মহারাণীর চিকিৎসার জন্য বঙ্গের স্বনামখ্যাত ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম রায় বাহাদুর ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কাটমুণ্ডুতে প্রেরিত হন। তাঁহার চিকিৎসাগুণে মহারাণী সুস্থ হইয়া উঠিলে ডাক্তার মহাশয়কে পুরস্কৃত করেন। ডাক্তার সোম উপঢৌকনের বোঝা লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। * প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজা বীর সমসের জঙ্গ বাহাদুরের সময় কলিকাতা নিবাসী বাবু যোগেন্দ্রনাথ আইচ নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডুতে প্রথম জলের কল (water works) স্থাপিত করেন। বাবু বটকৃষ্ণ মৈত্র মহারাজাধিরাজের প্রাইভেট টিউটর হইয়া নেপাল গিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি দরবার স্কুলের প্রিন্সিপালের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বটুবাবু নেপালের পুরাতন প্রবাসী এবং সকলের সম্মানিত। শিক্ষা বিভাগে আধুনিক নেপাল-প্রবাসী বাঙ্গালিগণের মধ্যে দরবার স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি, এল, এবং সহকারী শিক্ষক বাবু প্রমথেশ্বর বসু বি, এ; বাবু জ্যোতিন্দ্রমোহন সেন বি, এ, ; এচ, গাঙ্গুলী এবং হেডপণ্ডিত অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। বীরমেডিকেল স্কুলের মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক ডাক্তার জগৎচন্দ্র গুপ্ত এবং এনাটমীর শিক্ষক ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। হস্পিটাল এসিষ্টাণ্টগণ এখানে শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে কার্য্য প্রাপ্ত হন। ভদগাঁও (ভদ্রগ্রাম) হাঁসপাতালের বাবু নীলমাধব সরকার পূর্ত্তবিভাগে রাজ-ইমারতাদির (Government Buildings) অধ্যক্ষ বাবু অনাথবন্ধু রায়, সেতুবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বাবু পতিরাম চট্টোপাধ্যায়, রেসিডেন্সি অফিসের কর্ম্মচারী বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নেপাল-প্রবাসীদিগের অন্যতম। বর্ত্তমানে নেপালে ২০।২৫ জন মাত্র বাঙ্গালী আছেন। ইঁহারা সরকারী চিকিৎসক, শিক্ষক, ওভারসীয়র, কম্পাউণ্ডার ও সম্ভ্রান্ত নেপালীপরিবারে গৃহশিক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত নেপাল তরাই জেলা-হাঁসপাতালগুলিতে ৩০।৪০ জন বাঙ্গালী সহকারী ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের কার্য্য করিতেছেন।

বঙ্গের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন

---

* ইঁহার সম্বন্ধে আগ্রা অংশ দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়েকবার নেপালে গিয়াছিলেন। তিনি নেপালের সুদূর পল্লীগ্রামে দুই একজন প্রাচীন উপনিবেশিক বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন,—"নেপালের সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, অনেক সময় মনে হয়, নেপাল আগে বোধ হয় বাঙ্গালীরই উপনিবেশ ছিল। * * * * চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপালে যখন রাজ বিপ্লব ঘটে, তখন সেখানে রামগুপ্ত ও ধর্ম্মগুপ্ত নামে দুইজন পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা বাঙ্গালা অক্ষরে পুঁথি লিখিতেন। সুতরাং বোধ হয় ইঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন।" নেপাল প্রবাসে গিয়া বাবু সুবলচন্দ্র দাসগুপ্ত ১৮৯৮ অব্দে নেপালের কৃতদাস (কেটা) ও কৃতদাসী (কেটী) রাখার প্রথা দেখিয়া দাসত্বপ্রথা উঠাইবার প্রস্তাব করেন। মহারাজ বীর সমসের জঙ্গবাহাদুরের মনোযোগ তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রসিদ্ধপ্রবাসী বাঙ্গালী অধ্যাপক স্বর্গীয় বরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ১৮৯৮ অব্দে নেপাল দরবার হাইস্কুলের অস্থায়ী হেডমাষ্টার হইয়া যান এবং পর বৎসর নেপালের জঙ্গীলাটের পুত্রগণের শিক্ষক হন। ১৮৯০ অব্দে তাঁহার ছাত্রদের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় তিনি নেপাল পরিত্যাগ করেন। কিন্তু পর বৎসর পত্নীর মৃত্যু হইলে তাঁহার জন্মস্থান বারাসাত হইতে পুনরায় কর্ম্ম লইয়া নেপাল আগমন করেন। এবারও অল্পদিন কর্ম্ম করিয়া নেপাল পরিত্যাগ করেন এবং ১৯০৫ অব্দে নেপালের নির্ব্বাসিত রাজভ্রাতার পুত্রদের শিক্ষক হইয়া মধ্যপ্রদেশস্থ সাগর নামক স্থানে বাস করেন। ১৯০৭ অব্দে ৩৬ বৎসর বয়সে এলহাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। *

নেপালের বর্ত্তমান চিকিৎসা বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী (Physician to H. H. the Maharajah of Nepal, Chief Medical Officer and Inspector of Civil Hospitals) ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়† ১৮১৯ অব্দে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও অস্ত্রচিকিৎসার শিক্ষক (Lecturer on Anatomy and Surgery) হইয়া নেপালে আগমন করেন এবং পরে Medical Institution এর পরীক্ষকও হন। এখানে তখন সবেমাত্র মেডিকেল কলেজ খুলা হইতেছিল।

* ইঁহার সম্বন্ধে আগ্রা অংশ দ্রষ্টব্য।

† কলিকাতা বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী, তিনি তথায় "মিনার্ভা কেমিকেল ওয়ার্কস" স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত "বিউটীবাম" ফিভার ম্যাক্সিন্ প্রভৃতি অনেক ঔষধ ঐ কার্য্যালয়ে প্রস্তুত হইতেছে।

রাজকৃষ্ণ বাবু স্কুলটীর স্থাপনা ও উন্নতি সাধনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। তিনিই এরাজ্যে সর্ব্বপ্রথম শরীর ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ করেন। এই বিদ্যা এরাজ্যে তখন একপ্রকার অজ্ঞাতই ছিল। প্রথম ব্যবচ্ছেদের দিন মহারাজা স্বয়ং তথায় উপস্থিত ছিলেন। সরকারী কাগজ পত্রে এই ঘটনা লিপিবদ্ধও হইয়াছিল। কলিকাতা মেডিকেল কলেজেও মধুসূদন গুপ্ত যথন প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন তখন তোপধ্বনি হইয়াছিল, তাহা সাধারণে অবগত আছেন। রাজকৃষ্ণ বাবু একে একে চিকিৎসা বিভাগের যাবতীয় বিভাগে কর্ম্ম করিবার পর ইন্‌স্পেক্টর অফ সিভিল হস্পিটালস্‌ এবং চীফ মেডিকেল অফিসর পদে উন্নীত হন এবং নেপালের প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির সহযোগী চিকিৎসক হন। এক সঙ্গে এতগুলি পদ নেপালে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ অধিকার করেন নাই। নেপালে পূর্ব্বে উক্ত পদ ছিল না। রাজকৃষ্ণ বাবুর উদ্যোগে সমস্ত চিকিৎসা বিভাগ পুনর্গঠিত হইবার পর এই পদের সৃষ্টি হয়। তিনি মেডিকেল স্কুল স্থাপনা, নেপালে শব-ব্যবচ্ছেদের প্রবর্ত্তন, ও চিকিৎসা বিভাগের পুনর্গঠন দ্বারা নেপাল রাজ্যের বিলক্ষণ হিতসাধন করিয়াছেন। তিনি আর একটী কার্য্য করিয়া নেপালীদিগের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী বা নেপালী তাহা করেন নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু শরীর তত্ত্ব (Anatomy) সম্বন্ধে পার্ব্বতীয় ভাষায় একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সহস্রাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী এবং বহু চিত্র সম্বলিত। চিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থ লেখায় নেপালে ইনিই প্রথম। ইঁহার কর্ম্মক্ষেত্র যে কেবল চিকিৎসা বিভাগেই আবদ্ধ আছে তাহা নহে। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। বঙ্গের বাহিরে যাঁহারা বঙ্গ সাহিত্যের চর্চ্চা রাখেন তাঁহাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ বাবুর স্থান অন্যতম। তাঁহার প্রণীত "মলিনমুকুল" ও "রাজরাণী" নামক দৃশ্যকাব্যগুলি তাহার নিদর্শন।

নেপালের বাঙ্গালী সমাজে অধ্যাপক বটকৃষ্ণ মৈত্র এবং ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এক্ষণে শীর্ষস্থানীয়। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় এখানে দরিদ্রের বন্ধু, তাহাদের বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করা ব্যবস্থা দেওয়া তাঁহার নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। একবার পল্টনের কোন জমাদারের স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতি কালে প্রসব করিতে না পারিয়া মুমূর্ষু দশা প্রাপ্ত হয়। রাজকৃষ্ণ বাবু সেই সংবাদ পাইয়া এবং সে সময় তাহার বাড়ীতে কেহ নাই জানিয়া সস্ত্রীক তাহার

নিকট গমন করেন এবং নিজ হইতে ঔষধ পথ্য দান করেন ও প্রসব করাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। জমাদার কার্য্য হইতে প্রত্যাগত হইবার পর সমস্ত অবগত হইয়া যে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ মহাজনোচিত কার্য্যাবলীর দ্বারাই বঙ্গের সুসন্তানগণ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী জাতির সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

নাম-নির্ঘণ্ট।

—০⁂০—